مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল।"

– আল-কুরআনুল কারীম (৪৮ঃ২৯)

নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কুতুবুল এরশাদ, মুজাদ্দেদে জামান, মোহাম্মাদীয়া তরীকার ইমাম

আলহাজ্জ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান এম.এ. (রাঃ)

পীরে কামেল-মোকাম্মেল, অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল (পীর সাহেব ভোলা)

এর খলিফা

আলহাজ্জ মাওলানা নুর মোহাম্মাদ

এম.এম., বি.এ. (অনার্স), এম.এ. কর্তৃক প্রণীত

নুর মঞ্জিল

খানকা শরীফ রোড, হাবিব নগর

কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

ISBN : 978-984-35-1670-1

www.nmohammad.com

প্রকাশিকা ঃ

আলহাজ্জা রওশন-আরা আঁখি
নুর মঞ্জিল
দারুল হাবিব খানকা শরীফ
হাবিব নগর, কদমতলী, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

প্রকাশিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ

১২ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৪ হিজরী
০৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

কম্পোজ ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল (মিন্টু)

হাদিয়া ঃ

৮০০/- (আটশত) টাকা

মুদ্রণে ঃ

জে এন্ড জে প্রিন্টার্স
৯৮, আরামবাগ
রতন মেটাল ভবন (নীচ তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রাপ্তি স্থান

১। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
ডাকঘর- হাবিব নগর
কদমতলী, ঢাকা-১৩৬২।

২। নুর মঞ্জিল
বাড়ী নং- ০৯, লেন-০৩
খানকা শরীফ প্রধান সড়ক
হাবিব নগর, কদমতলী
ঢাকা-১৩৬২।
ফোন- ৭৫৪৭৯৯৩
০১৭১৮-৫৫৬৫০০

৩। এস.ই.এল ছায়ানীড়
ফ্ল্যাট নং- এ/৮০৪
প্লট নং- ক/১১৫/৬/এ, মহাখালী
দক্ষিণপাড়া, বনানী, ঢাকা-১২১২
মোবাইল- ০১৭১৮-৫৫৬৫০০

৪। দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ
এস.ই.এল. সেন্টার (৩য় তলা)
২৯, বীর উত্তম কাজী নুরউজ্জামান
সড়ক, পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা।

৫। দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ
গ্রাম- খালকুলিয়া
ডাকঘর- দৈবজ্ঞহাটি, বাগেরহাট।

৬। রশিদ বুক হাউজ
বাংলা বাজার, ঢাকা।

৭। বায়তুল মোকার্‌রমস্থ লাইব্রেরীসমূহ
আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।

যাদের স্মরণে

ছাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালীন, ছাইয়্যেদুল আউয়ালীন ওয়াল আখেরীন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন, শাফিউল মুযনিবিন, নূরের নবী, মায়ার নবী, উম্মতের কান্ডারী, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহ্‌মাদে মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আজওয়াযিহি ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বায়িতিহী ওয়া আহলে তোয়াতিহী আজমাইন ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসিরান কাসিরা;

আমার মুর্শিদ যুগ শ্রেষ্ঠ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল, কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, মুহ্‌ইয়ে সুন্নাত, আমিরুশ্‌ শরীয়ত-ওয়াত্‌তরীকত, মুহাম্মাদীয়া তরীকার ইমাম, অবসর প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান সাহেব (রাঃ) এম,এ, বি, টি;

আমার মুর্শিদ ওলীয়ে কামেল মোকাম্মেল আমিরুশ্‌ শরীয়ত-ওয়াত্‌তরীকত, হযরত মাওলানা শাহ্‌ সূফী মোঃ আব্দুল লতিফ সাহেব (রহঃ);

আমার সকল আসাতাজায়ে কিরাম, মুফাস্‌সিরীন-মুহাদ্দিসিন, শিক্ষকমন্ডলী যাদের স্নেহ-মায়া ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যৎসামান্য ইলম অর্জনে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা সুযোগ দিয়েছেন;

এবং

আমার মুর্শিদ গদ্দিনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ জিঃ আঃ) এর রফে দারাজাত, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা, শশুর-শাশুড়ীর বিদেহী আত্মার শান্তি, শ্রদ্ধেয়া আম্মা, পরিবার-পরিজন, পীর ভাই ও পীর বোন, বন্ধু-বান্ধব, আমার এ ক্ষুদ্রকাজে সহযোগিতাকারীদের, আমাদের মুরব্বিয়ান ও বংশধরদের মাগফিরাত কামনায়।

– সকলের স্মরণে তোহ্‌ফা।

দু'আপত্র

কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, পীরে কামেল মোকাম্মেল
আলহাজ্জ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ জিঃ আঃ) এম,এস,এস,
গদ্দিনশীন পীর সাহেব
দারুল হাবিব খানকাহ্ শরীফ, হাবিব নগর, ঢাকা।
কর্মকর্তা (অবঃ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদুলিল্লাহ্! সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌রই জন্য। কোটি কোটি দরূদ ও সালাম নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর আওলাদ, আসহাব ও সকল উম্মতের উপর।

আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দ্বীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাঁর সীরাত সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'য়ালা পৃথিবীর শেষ লগ্নে ইসলামের বাণী নিয়ে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ও তার শান-মান মানুষের কাছে তুলে ধরা বর্তমান যুগের চাহিদা। এ মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কুরআন, হাদীস ও বহুবিদ গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করে আমার মুরীদ মাওলানা নুর মোহাম্মাদ সাহেব এ কিতাবখানা সংকলন করেছেন। রাসূলপ্রেম হলো ঈমানের মূল, নবীকে তাজীম-সম্মান করা অপরিহার্য। আমার যতটুকু জানা এ সকল বিষয় আলোচনায় তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের আক্বীদা ও পথ-মত অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন।

আমি আশা করি, এ কিতাবখানা আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমিকদের অন্তরের তৃষ্ণা মিটাতে সহায়ক হবে। আমি আন্তরিকভাবে দু'আ করি, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিতাবখানা কবুল করুন এবং এর বহুল প্রচার ও পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত করুন। আমীন।

০৭ আগস্ট, ২০২২ইং

কুতুবুল এরশাদ মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান
গদ্দিনশীন পীর সাহেবজাদা

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কলম

আল-হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই যিনি বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের প্রতিপালক, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, পরম মার্জনাকারী, মহা পুরস্কারদাতা, মহাজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তির আঁধার, মহীয়ান ও গরীয়ান, প্রেমময়, জীবন-মৃত্যু দানকারী, খালিক-মালিক, অনাদি-অনন্ত, চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী। তিনিই আমাদেরকে সাইয়্যেদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত হওয়ার পরম সৌভাগ্য দানে ধন্য করেছেন।

লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম রহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়্যেদুল মুরসালিন, খাতেমুন্ নাবিয়্যিন, শাফিউল মুজনিবিন, সিরাজাম্ মুনিরা, মাহবুবে খোদা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে। যিনি সমগ্র সৃষ্টির মূল, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি, যিনি মহত্তম আদর্শের অধিকারী, যিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, যিনি আল্লাহ্পাকের প্রিয়তম রসূল, বিশ্ব সভ্যতায় যাঁর অবদান সর্বাধিক, যিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণের জন্য প্রেরিত। যাঁর আগমনের অপেক্ষা করেছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কিরাম যুগ যুগ ধরে। যিনি সর্বপ্রথম মহাশূন্য পরিভ্রমণ করেছেন।

হে আল্লাহ্! আমার এ দুরূদ যেন হয় আপনার সন্তুষ্টির কারণ, সওয়াবের উপকরণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হক্ব আদায়ের একটি উসিলা। অগণিত অসংখ্য সালাম ও তাহিয়্যাহ্ আহলে বাইত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ও সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর খিদমতে। তোহ্ফা-তাসলিমাত তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, সলফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, আউলিয়ায়ে কিরাম তথা সকল মু'মিনীন-মু'মিনাত, মুসলিমীন-মুসলিমাতের খিদমতে।

মানব দেহের আসল-মূল হলো মন-অন্তকরণ। আর এ মন জিন্দা থাকে, বেঁচে থাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্য প্রেম পরশে। সত্য প্রেমই প্রেমিকের আঁচলে মারিফাতের মুক্তা ঢেলে দেয়। নবী প্রাপ্তির নূরের পলক হলো 'নবী প্রেম'। পরকালীন মুক্তির নূহের কিস্তি। নবী প্রেমের আগুন যখন জ্বলে ওঠে তখন নবী ছাড়া অন্য দিকে মন যায় না। অন্যের ভয়ও মনে আসে না। অন্যের কাছে কিছু চাওয়ারও মন হয় না। প্রেমের স্বভাবই হলো ত্যাগ-কুরবানী, ধৈর্য ও অন্যকে প্রধান্য দেয়া। সত্য প্রেমিক আগুনে বসেও আঁচলে ফুল কুড়িয়ে নেয়, যেমন- হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। কেউ যদি সূর্যের দিকে চোখ মেলে তাকায় তখন অন্য সব

কিছু তাঁর কাছে অন্ধকার হয়ে যায়। এমনিভাবে প্রেমিকের মনের চোখ যখন প্রেমের সূর্যের উপর পতিত হয় তখন তার কাছে দুনিয়ার সব সৌন্দর্য ও স্বাদ বিলিন হয়ে যায়।

আমরা নবী প্রেমের অতুলনীয় দৃশ্য দেখতে পাই সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর জীবনে। তাঁরা নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করে নিজেদের চোখের পিপাসা নিবারণ করতেন, মনের প্রবল ক্ষুধা মিটাতেন এবং অন্তরে তৈরী করতেন গুল-বাগিছা। তাঁর পবিত্র দর্শন লাভ করে তারা শান্তি-স্বস্তি, আনন্দ-খুশী ও ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতেন। শুধু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের প্রতি নয়; বরং সত্তার প্রতিও ছিল তাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম আকর্ষণ, ভালোবাসা ও মুহাব্বত। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসায় তারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও আপন প্রিয়জনের মস্তক দ্বিখন্ডিত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবার হতে গায়েব হলে তারা পানিহীন মাছের মতো ছটফট করতেন। তাঁরা প্রানের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকের স্পর্শ প্রাপ্ত পানি, ঘাম, থুথু ও চুল মুবারক পর্যন্ত মাটিতে পড়া সহ্য করতেন না। কি অকৃত্রিম নবীপ্রেম!

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমই হলো ঈমানের মূল। পবিত্র সত্তাকে ভক্তি-ভালোবাসার কেন্দ্র বিন্দু বিবেচনা করার উপরই মুসলিম জাতির অস্তিত্ব, উন্নতি ও শান্তি নির্ভরশীল। তাঁর সাথে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক যত শক্ত-দৃঢ় হবে, ঈমান ততোই পরিপূর্ণ হবে এবং আমাদের ইবাদত, আমল ও আখলাক সফল ও অর্থবহ হবে। নবী প্রেমের প্রারম্ভেই তাঁকে জানা, চেনা অপরিহার্য।

সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা। তাঁরই প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। সারা বিশ্বে আজ দেড়শত কোটি মানুষ যাঁর অনুসারী, যাঁর আদর্শ মহান, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়, চিরস্মরণীয়, চির অনুকরণীয়, চির সংরক্ষিত, চির-প্রশংসিত। তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা। তিনি দ্বীন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর উসিলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভ করেছি এবং পৃথিবীর তাবৎ মানবমন্ডলী পেয়েছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা- সংস্কৃতি ও শাশ্বত জীবনবোধ। তাঁর পবিত্র জীবন কালামেপাকেরই বাস্তব রূপ। ইসলামী জীবন গঠনের জন্য তাই তাঁর জীবনের সার্বিক দিক সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন থেকেই যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও সংকলিত হয়েছে অসংখ্য "নবী জীবনী গ্রন্থ"। কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেই নয়, অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও কিছু জ্ঞানসাধক ব্যক্তি নবী জীবনী রচনায়

আত্মনিয়োগ করেছেন। সারা দুনিয়ায় ২৪ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তেই রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কে গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচনা, ইসলাম বিকাশ ও বিস্তারেরর গতিধারা আজ নিরবে অব্যাহত রয়েছে। সর্বযুগে, সর্বসময়ে, সর্বস্থানে তথা দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব সন্তানের অস্তিত্ব থাকবে, ততোদিন 'নবীজীবনী' নিয়ে চর্চাও চলমান থাকবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী সার্বিকভাবে আলোচনার প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। তাঁর জীবনী ও চরিত্র আলোচনার দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য উৎস হলো হাদীস শরীফ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতিগত জীবনে তাঁর চিন্তা, কর্ম, মত ও পথ তথা সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত হয়েছে, লিপিবদ্ধ হয়েছে কুরআন ও হাদীস শরীফে। শুধু সিহাহ্-সিত্তা হাদীস গ্রন্থেই নয়, এছাড়াও বহু হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি কবি-সাহিত্যিকদের মাধ্যমেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট হয়েছে। যেমন– হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও সমসাময়িক কবিগণের কবিতায় আলোচিত হয়েছে।

হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগের দিকে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন উরওয়া ইবনে যুবায়র ও ইমাম যুহরী, দ্বিতীয় শতাব্দী হতে ব্যাপকভাবে এ বিষয় চর্চা হতে থাকে। মূসা ইবনে উকবা, আবু মা'শর আবু ইসহাক এদের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পরিচিতি লাভ করেছেন– মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, মুহাম্মাদ ইবনে উমর ব্যক্তিবর্গ। সে যুগের আরবী মূল উৎসসমূহ অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

ইংরেজী ভাষায় লিখিত হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীগ্রন্থের মধ্যে ড. স্প্রেঙ্গার, ওয়াশিংটন আয়ারভিং, স্যার উইলিয়াম মূয়র, সৈয়দ আমীর আলী, খাজা কামাল উদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ এদের বই এদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উর্দ্দু ভাষায় রচিত মাওলানা শিবলী-নূ'মানী ও মাওলানা সুলায়মান নদভী'র 'সীরাতুন্নবী' বিখ্যাত। আর বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ হলো– সৈয়দ সুলতান ও গিরিশচন্দ্র সেন।

কলম হাতে নেয়ার শুভনির্দেশ ঃ

অধম লেখক ২০১৩ইং সনে একদিন সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতে ব্যাকুল ছিলাম। সে সময় কাশ্ফে নির্দেশ হলো 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসঙ্গে কিছু লেখো"। আল-হামদুলিল্লাহ্।

আল-হামদুলিল্লাহ্, ১২/১০/২০১৫ইং তারিখ রোজ সোমবার বরকতের আশা নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী শরীফে 'রিয়াযুল জান্নাহ্' এ অধম উপস্থিত, উস্তুনে ছারীর, উস্তুনে হারছ ও উস্তুনে উফুদ-কে সামনে রেখে 'প্রাণের নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে রওজা মুবারক'-কে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থখানা লেখা শুরু করার আল্লাহ্ তৌফিক দান করেন–

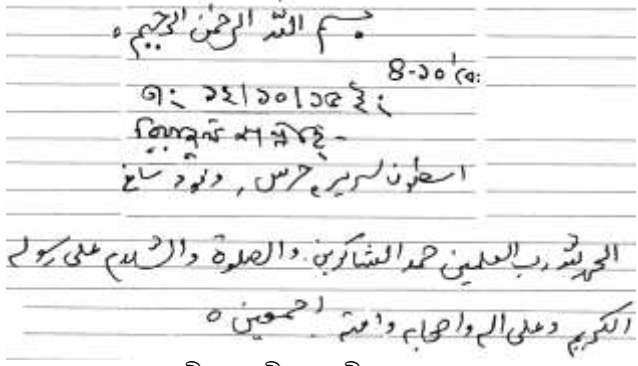
بسم الله الرحمن الرحيم ٥
৪-১০ রা:
তা: ১২/১০/১৫ ইং
বিসমিল্লাহ শরীফ -
আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম
الحمد لله رب العلمين حمد الشاكرين والصلوة والسلام على رسوله
الكريم وعلى اله واصحابه واتمته اجمعين ٥

সিজদায় শোকরানা। আমীন, আমীন, আমীন।

১০/০৬/২০১৬ইং তারিখ বুধবার দিবাগত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে কিছু লেখার জন্য কিতাবাদি পড়ছি, দেখছি ও নাড়াচাড়া করছি। আল-হামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ করুণা, এ কাশ্ফ ও স্বপ্নের মাধ্যমেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে আমাকে কিছু লেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস। আমীন।

আল্লাহ্ তা'য়ালার অপার করুণা, মেহেরবানি, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে নজর ও আমার মুর্শিদ কিবলার উসিলায় ২৭/০৩/২০১৬ইং তারিখ রোজ রবিবার মদীনা মুনাওরায় মসজিদে নববী শরীফে অধম চাশ্ত নামায আদায় করছি। নামাযের মধ্যেই অন্তরজগতে উদভাষিত হলো (ক্বলবে ভেসে আসলো) আমি প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে যে একটু লেখার চেষ্টা করছি, এ কিতাবের পরিচিতি হবে– **"নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"**। কোটি কোটি বার শুকরিয়া জানাই, আল-হামদুলিল্লাহ্। এ মুবারক নামেই কিতাবখানা প্রকাশ করতে পেরে আবারও শুকরিয়া আদায় করছি। এ নিয়ামতের জন্য মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ তা'য়ালার আলিশ্বান দরবারে পেশ করছি সিজদায়ে শোকরানা।

০৮/০৪/২০১৭ইং তারিখ স্বপ্নে দেখলাম, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীর সাথে উম্মুহাতুল মু'মিনীনগণের হুজরা মুবারকের একটু পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছি আর নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা মুবারকে অবস্থান করছেন। তিনির খিদমতে আমার এ কিতাবের পান্ডুলিপি পাঠিয়েছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পান্ডুলিপি দেখে পাঠাবেন এজন্য আমি অপেক্ষমান। আল-হামদুলিল্লাহ্

মাওলায়ে কারীমের অশেষ মেহেরবাণীতে, নূর নবীজীর নূরে নজরের বরকতে ও আমার মুর্শিদ কিবলার তাওয়াজ্জোহ্‌র তোফায়েলে আজ সুদীর্ঘ ০৬ বছরের অধিক সময় পরে, ২০২২ সনে 'শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' প্রসঙ্গে সামান্য কিছু লেখা ছাপার আল্লাহ্ তা'য়ালা সুযোগ দিলেন। আল-হামদুলিল্লাহ্।

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সুফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) 'বিশ্ব রহমত মুহাম্মাদ মুস্তফা (দঃ)' কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন (সার-সংক্ষেপ) যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আমাদের করণীয় কর্তব্য বা হক ৪টি। যথা- ১) তাঁর মারিফাত বা পরিচয় জ্ঞান লাভ করা, ২) তিনি যে আল্লাহ্‌র মনোনীত প্রিয় নবী এর উপর ঈমান আনা, ৩) লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে সমগ্র জগৎ বাসীর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৌরবোজ্জ্বল জীবন চরিত ও তাঁর প্রচারিত ইসলামের মাধুর্য প্রচারপূর্বক নবুয়তী কাজে তাঁকে সাহায্য করা। (স্পষ্টভাবে আরো স্মরণীয় যে) ৪) সর্বপ্রধান কর্তব্য- মহব্বত, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে কাজে, কথায় ও চিন্তায় কদম-ব-কদম তাঁর অনুসরণ-অনুকরণপূর্বক কামেল মুসলমান হয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্ধুত্ব লাভ করা, প্রত্যেকের সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ কর্তব্য।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হক্বের প্রতি সচেতন হলে দেখা যায় প্রতিটি উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো- সাধ্য অনুযায়ী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৌরবোজ্জ্বল জীবন চরিত ও তাঁর প্রচারিত ইসলামের মাধুর্য্য জগৎ বাসীর নিকট উপস্থাপন করা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মু'মিন বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন–

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

"তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো তবে তিনিও (আল্লাহ্ও) তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।"– কুরআন (৪৭ঃ৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ع

"যারা তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের (আল-কুরআন) অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তারাই সফলকাম হয়েছে।"– কুরআন (৭ঃ১৫৭)

এ আয়াত শরীফের বর্ণনায় তাফসীরে নূরুল কুরআন এ উল্লেখ হয়েছে– "দ্বীন ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করাই হলো মু'মিন বান্দার আল্লাহ্‌কে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহায্য করা। তাহলেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

সূরা ইউসূফের ১০৮ নং আয়াত শরীফের মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্পাকের দিকে লোকদের আহ্বান করাই ছিলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রধান কাজ।- সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রেমের নিদর্শন, পৃষ্ঠা নং- ১৯

সূরা বালাদ প্রসঙ্গে বর্ণনায় তাফসীরে নূরুল কুরআনে ২২৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, "হিদায়েত ও কল্যাণের আহ্বান মানব জাতির জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

হে আল্লাহ্! যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আপনার এ মহাসৃষ্টির উদ্ভব, সেই পবিত্র মহান সৃষ্টির নামেই দু'এক কলম লিখতে বাসনা। অলি-আল্লাহ্, গাউস, কুতুব যাঁর নামে পাগল, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক যাঁর ধ্যানে মত্ত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, জ্বীন-ইনসান যাঁর বাণীতে মুগ্ধ, আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সুরুজ যাঁর সেবায় ধন্য, সেই সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত লিখার সামান্য একটু তাওফিক আমায় দান করুন। আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, আমার বিদ্যা, আমার বুদ্ধি এ একটি মাত্র কাজে নিয়োজিত করার শক্তি দান করুন। পথ থেকে সরে গেলে আলোর পথের দিশা দিও, ভুল করে ডুবতে গেলে হাত ধরে তুলে নিও।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন যেন এক মহাসমুদ্র। আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে যতই অধ্যয়ন করি ততোই মনে হয় যেন আরও অনেক কিছু জানার বাকী রয়েছে। অনেক লেখক, অনেক কবি সাহিত্যিক যুগে যুগে তাঁর জীবন চরিতের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন; যেমন- আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ, ধর্ম প্রচারক মুহাম্মাদ, মিষ্টভাষী মুহাম্মাদ, সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ, রাজনীতিক মুহাম্মাদ, অর্থনীতিক মুহাম্মাদ, বিচারক মুহাম্মাদ, মানুষ রূপে মুহাম্মাদ, শান্তি বাহক মুহাম্মাদ, সেনাপতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শরীর বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, এমনকি আকাশ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েরও জ্ঞানে-গুণে তিনি হলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। এ সকল বিষয়েও বহু আলোচনা হয়েছে। তারপরও বলতে হয় তাঁর জীবনের কিছুই বলা হয়নি। এ ত্রুটি কোন মানুষের নয়। কেননা মহাসাগরের অভ্যন্তর ভাগ হতে যদি সামান্য কয়েক বিন্দু পানি নিয়ে মহাসাগরের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করা যেমন- রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনাও তেমনি। তাঁর জীবনের বিষয়বস্তু রয়েছে অনেক, আর থাকবেও অনেক, যা বর্ণনা করে শেষ করা কখনো সম্ভব হবে না।

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিঞ্চিত হক্ব আদায়ের নিয়তে এবং কাশ্ফ ও স্বপ্নে নিদের্শ প্রাপ্ত হয়ে মনের মণি কোঠায় খুবই সামান্য হলেও কিছু লেখার শুভ আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। এ লেখার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল হচ্ছে- আশেকে রসূল-নবী প্রেমিকদের মতো নিজেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে নিয়োজিত রেখে

তাঁর মহব্বত-ভালোবাসা লাভের খুবই যতসামান্য চেষ্টা করা, ঈমান সতেজ ও সুদৃঢ় করা, তাঁর নূরানী নজর লাভের ক্ষীণ চেষ্টা করা, তাঁর শাফায়াত ও পরকালে মুক্তির আশা করা তথা ইহ-পরকালে মুক্তি, শান্তি ও রহমতের আশা আকাঙ্ক্ষা করা।

মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে যতসামান্যও মণি-মুক্তা উত্তোলনের ইল্‌ম, জ্ঞান, শক্তি, সাহস, বুদ্ধি-চিন্তা, ধৈর্য-শ্রম ইত্যাদি কিছুই আমার নেই। আমার ইল্‌ম ও জ্ঞানের দীনতা, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ভরসা করে এ মহতি কাজে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছি। প্রভু হে আমার! দুবলকে সার্বিক শক্তি দান করুন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচারিত দ্বীনে হক্বের মধ্যে নানা ধরনের ফিতনা-ফাসাদ ঘনীভূত হচ্ছে। একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী-নাসারাদের চক্রান্ত, নির্যাতন-অত্যাচার অপরদিকে ইসলামের পোশাকধারী আলেম নামে পরিচিত ভ্রান্তমতের প্রচারক, ঈমান ধ্বংসকারী অনেক মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটেছে। এ কঠিন অন্ধকারে পথ চলা বিপদ সংকুল। তবুওতো চলতে হবে! হে আল্লাহ্! সফলতার জন্য আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ্! আপনার প্রিয় রসূল সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিনার মতো চিনার, জানার মতো জানার শক্তি দান করুন। আমিন।

আমি অধম লেখক প্রিয় রসূল সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে ০৫টি অধ্যায় চয়ন করেছি। যেমন– প্রথমতঃ জীবন প্রবাহ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দ্বিতীয়তঃ শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তৃতীয়তঃ খুলুকে আযীম মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, চতুর্থতঃ হুব্বে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পঞ্চমতঃ না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পরিশিষ্ট।

আমার এই কিতাব লেখার সময় পরম বন্ধু আল্লাহ্ তা'য়ালার অপার করুণা ও দয়া, প্রাণের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাওয়াজ্জাহ্-নূরে নজর এবং আমার মুর্শিদ কেবলার রূহানী ফায়েজ-বরকতের প্রতি খেয়াল রাখতে চেষ্টা করেছি। তা না হলে এ কিতাব সম্পন্ন করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল। তাই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে কোটি-কোটি শুকরিয়া জানাই।

আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) **"বিশ্ব রহমত মুহাম্মাদ মুস্তফা (দ)"** কিতাবখানা ছাপা হওয়ার পর শুকরিয়া জ্ঞাপনে বলেছিলেন– "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের স্বাক্ষর হিসেবে আমার এ কিতাবখানা লেখা।" আল-হামদুলিল্লাহ্! অল্প শব্দে, গভীরভাবে হীরা-মুক্তা, মণি-মাণিক্কের মত নবী জীবন থেকে চয়ন করে, নবী প্রেমে ব্যাকুল হয়ে মুসলিম মিল্লাতের কাছে উপহার দিয়েছেন মহাগ্রন্থ অমূল্য সম্পদ পবিত্র কিতাবখানি। নবীজীর জীবনী 'বিশ্ব রহমত মুহাম্মাদ মুস্তফা (দ)'

এর অনুসরণ-অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহ্প্রাপ্তি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম লাভ খুবই সহজ সাধ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস। মুর্শিদের নজরের বরকতে উক্ত গ্রন্থখানা সামনে রেখে আমি এ কাজে অধির আগ্রহে অগ্রসর হতে শক্তি, সাহস ও উদ্দিপনা লাভে ধন্য হয়েছি। উক্ত গ্রন্থ ছাড়াও এ মহান ওলী ও সাধকের শীর্ষ স্থানীয় গবেষণামূলক বহুল তথ্য সম্বলিত লিখিত ৩১ খানা কিতাবের সহায়তায় আমি অধম লেখক প্রাণের নবী, রউফুর রহিম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে জানাই অগণিত শোকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্র বান্দাদের হিদায়াতের পথ নির্দেশনার প্রবল বাসনা নিয়েই এ কিতাবখানা রচনা করছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমের আশা নিয়েই অধমের এ সাধনা, আরাধনা।

একটি গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা-পল্লব, ফল-ফুল সবই গাছের কান্ডের সাথে সংযুক্ত। কান্ডই হলো এসব কিছুর মূল। তরীকত জগতে কামেল মুর্শিদই হলেন কান্ড, আর মুরিদ হলো শাখা। মুর্শিদের রূহানী তাওয়াজ্জোহ্র বরকতে যদি কোন শাখায় আল্লাহ্ কিছু ফল দান করেন তা হলো মুর্শিদেরই কারামত। অধমের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই, বিদ্যা-বুদ্ধি, শক্তি-সামর্থ কিছুরই বাহাদুরী করার নেই, সবই আল্লাহ্ তা'য়ালার দান, তাঁরই দয়া। প্রতিটি মুহূর্তেই আমার মুর্শিদ কিবলার নূরে নজরের স্মরণ করছি। পবিত্র কুরআন, হাদীস, প্রসিদ্ধ তাফসীর ও তারিখ (ইতিহাস) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ থেকে আলোচনা ছাড়াও ঈমান-আকায়েদ ও আমলে-আখলাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসৃত পথ-মত গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছি।

বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র সংগ্রহ করে যথাস্থানে সূত্র উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। মানুষ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বিজ্ঞ সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিই কাম্য। ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাকে অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ্। কোন সুহৃদয় পাঠক নতুন কোন পরামর্শ দিলে তা সাদরে গৃহীত হবে। উল্লেখ্য যে, কিতাবখানায় ব্যবহৃত আরবীগুলো সহায়ক গ্রন্থাবলী থেকে স্ক্যান করে সংযুক্ত করার কারণে বাংলার সাথে আরবী লেখার ধরনে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

এ কিতাবখানা রচনায় আমাকে অনেকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। অধীর আগ্রহে অতুলনীয়ভাবে কিতাব রচনায় ও প্রকাশনায় অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং প্রুফ দেখেছেন এস.ই.এল. এর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমার পরম শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্জ মৌলভী মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, মরহুম ইঞ্জিঃ এম.এ. মতিন (অবঃ চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পিডিবি) সাহেব-কে, কর্মজীবনের শুরু থেকেই যিনি আমার অভিভাবক। আমার এ পড়া লেখার জীবনের প্রারম্ভে তার আগ্রহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা, সাহায্য-সহযোগিতা ও যত্নের কথা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। সর্ব রকমের সহযোগিতা করেছেন আলহাজ্জ ইঞ্জিঃ গোলাম মহিউদ্দীন সাহেব। তিনি কিতাবখানা সাজাতে, গুছাতে ও

প্রকাশের জন্য বুদ্ধি-শ্রম-পরামর্শ দিয়ে বিশেষভাবে প্রেরণা যোগিয়েছেন। তার এ সার্বিক সহযোগিতা ও যত্ন নবীজীর প্রেমে আল্লাহ্ কবুল করুন। জনাব আলহাজ্জ মৌলভী মোঃ জিয়াউল ইসলাম, সিনিয়র সেক্রেটারী (অবঃ) এর আন্তরিক সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি। শুকরিয়ার সাথে স্মরণ করছি, আলহাজ্জ ইঞ্জিঃ মহিউদ্দিন আনিস সাহেব-কে। তিনি অনেক কিতাবাদি, সাজ-সরঞ্জামের যোগান দিয়ে খুবই যত্ন নিয়েছেন, সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তা চির স্মরণীয়। নবীজীর শানে তার খেদমত আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করুন। স্মরণ করছি, শ্রদ্ধেয় পীর ভাই এ্যাডভোকেট আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মাদ ওয়াহিদ উল্লাহ্ সাহেবকে। তিনি বহু কিতাবাদি ও রেফারেন্স বই দিয়ে অকল্পনীয়ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার খিদমত কবুল করুন ও যাজায়ে হাসানা দান করুন। আলহাজ্ব ইঞ্জিঃ মোঃ শামসুল হক সাহেবের পরামর্শ ও সহযোগিতায় ধন্য হয়েছি। শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ামত আল্লাহ্ তাকে দান করুন। আলহাজ্ব মৌলভী নূরুল ইসলাম সাহেবের সহযোগিতা প্রাণের নবীজীর মহব্বতে আল্লাহ্ কবুল করুন। ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল্লাহ্ আল-মাসুম এর আন্তরিকতা আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করুন। এডিশনাল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আলহাজ্জ ইঞ্জিঃ এ.এইচ.এম. জহিরুল হক সাহেবের পরামর্শ ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। পরিচালক (লজিস্টিকস্ ও সেবা) জনাব আলহাজ্জ মোঃ মকবুল হোসেন, পরিচালক (ফাইন্যান্স এন্ড ল্যান্ড) জনাব আলহাজ্জ মোঃ শাহ্জাহান মিয়া তাদের সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আমি বিশেষ করে স্মরণ করছি আলহাজ্জা ফেরদৌস আক্তার সাহেবানীর আন্তরিক সহযোগিতার কথা, তিনি আমার এ কাজে খুবই যত্ন নিয়েছেন। পীর ভাই মরহুম জাহিদ সাহেবের সঙ্গীনী আলহাজ্জা মিসেস আসমা বেগম এর সহযোগিতা স্মরণ করছি। আলহাজ্জা শাকিলা পারভেজ– অধির আগ্রহে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ্ কবুল করুন। আমার পরিবারের সকলের, বিশেষ করে আমার স্ত্রী রওশন আরা আঁখি'র ত্যাগ আল্লাহ্ কবুল করুন। আমার অনেক পীর ভাই-বোনদের নেক দোয়া, সার্বিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভে আমি ধন্য হয়েছি। এছাড়াও অফিসের আরও অনেকের সহযোগিতায় উপকৃত হয়েছি। সকলের আন্তরিকতা আল্লাহ্ তা'য়ালা মঞ্জুর করুন। আমিন!

এ কিতাবখানা কম্পোজ ও প্রিন্ট করে বই আকারে প্রকাশ করতে যার শ্রম ও ধৈর্য অতুলনীয়-অবিস্মরণীয়, সে আমার স্নেহধন্য মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল (মিন্টু)। কিতাবখানা নির্ভুল, সুষ্ঠু, সুন্দর ও মার্জিত করার ক্ষেত্রে যে মেধা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রম ও পরামর্শ দিয়েছে এর জন্য তার প্রতি রইল আমার প্রাণ ভরা দু'আ। এর পুরস্কারের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে অধমের ফরিয়াদ। প্রফেসর মাওলানা মোঃ আবদুল কবীর, মাওলানা মোঃ এমদাদুল হক, জনাব মোহাম্মদ মাহ্ফুজুল আরিফ, জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, এ.কে.এম. আবদুল্লাহ্ এবং সাইয়্যেদা খানম কিতাবখানার প্রুফ দেখা ও ছাপার কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

হে আল্লাহ্! সপ্তাহ, মাস ও বছরের নামে ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মুহূর্তগুলো অতিবাহিত হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছি প্রকৃত মন্‌জিলের দিকে। ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। জানি না কখন ঘন্টা বেজে উঠবে। সে ক্ষণ হয়তো বা বেশি দূরে নয়, গোলামকে মহামনিবের কাছে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু কি নিয়ে যাব? কোন সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি, তাই খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত। বড় আশা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত তাঁর উম্মতের সমীপে উপস্থিত করে এবং দ্বীনে হক্ব প্রচারের মাধ্যমে মহান প্রভু আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ও হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটু সন্তুষ্টি ও কিয়ামতে কঠিন সময়ে তাঁর শাফায়াত লাভ এবং তাঁর আশ্রিত হয়ে আল্লাহ্‌পাকের রহমতের ছায়ায় স্থান পাওয়া, এ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জীবনের সকল সাধনা এবং সকল আরাধনা! হে আল্লাহ্! আপনি কবুল করুন। হে আল্লাহ্ মঞ্জুর করুন।

দরূদ ও সালাম! আস-সালাম! আস-সালাম! নবী হে আমার!

হে নূরের নবী! হে মায়ার নবী! হে দয়ার নবী! আপনার মহান জীবন চরিত নিয়ে, আপনার সুমহান প্রসংগ নিয়ে কিছু লেখারমত বিদ্যা-বুদ্ধি, ভাব-ভাষা, সাধনা-আরাধনা- কিছুই অধমের নেই। আপনাকে চিনার মত জানার মত অন্তকরণ আমার নেই। আপনার জীবন অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অবর্ণনীয়, আপনার মহান বাণী অমর, অক্ষয়। আপনার কথা চির সত্য বলে প্রমাণিত। মহা সাগর থেকে বিন্দুর মত, সাহারা মরুভূমীর একটি বালুকণার মত, সামান্য দু'কলম লিখে আপনার নূরের কদমে পেশ করছি। মহান দরবারে মকবুলিয়াতের মিনতী।

আপনাকে নিয়ে লিখতে গিয়ে ভুল করবো, চিনতে গিয়ে দৃষ্টি হারাবো, জানতে গিয়ে পিছপা হবো, এ কথাগুলো অবশ্যই সত্য। তবুও অগ্রসর হচ্ছি আপনার মুহব্বতকে বুকে ধারণ করে। আমার জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করুন। আপনার মায়া, দয়া ও নূরে নজরে আমাকে বিন্দুস্থান দিয়ে ধন্য করুন এবং অধমের মনের মণিকোঠার নিংড়ানো ভক্তি, শ্রদ্ধা, মহব্বত, ভালোবাসা ও সালাম গ্রহণ করুন।

ফরিয়াদ মাওলার দরবারে! যুগ যুগ ধরে জন্মলাভ করুক আরো আরো অনেক নবী প্রেমিক, তত্ত্ববিদ, সাধক, গবেষক। তারা প্রবাহমানকাল ধরে প্রচার করবেন আপনাকে, আপনার জীবনীকে, আপনার বাণীকে, সত্যের পথ দেখাবেন মানবজাতিকে।

হে আল্লাহ্! আপনার অপার করুণায় অধমের এ কিতাবখানা কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে আপনার আশেক বান্দাদের রুহানী খোরাক প্রদান করুন। আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ ইমামুত তরীকত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) ও আমার মুর্শিদ কিবলা হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী মোঃ আব্দুল লতিফ (রহঃ)-গণের খিদমতে তাহিয়া-সালাম, গদ্দিনশীন মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ জিঃ আঃ) এর হায়াতে তাইয়্যেবা'র মুনাজাত, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা, শ্রদ্ধেয় শশুর-শাশুড়ীর বিদেহী আত্মার শান্তি, শ্রদ্ধেয়া আম্মা, পরিবার-পরিজন, পীর

ভাই ও পীর বোন, বন্ধু-বান্ধব, আমার এ ক্ষুদ্রকাজে সহযোগিতাকারীদের এবং আমাদের মুরব্বিয়ান ও বংশধরদের জন্য এ কিতাবখানার দ্বারা সদকায়ে জারিয়ার পথ উন্মুক্ত করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতের উসিলা হিসাবে মঞ্জুর করুন।

মুনাজাত-ফরিয়াদ!

আমার মত দুর্বল বান্দার পক্ষে মহান আল্লাহর পরমবন্ধুর পূত-পবিত্র জীবনী সম্মেন্ধে কিছু লেখা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যতটুকু হয়েছে তা একমাত্র তাঁরই অপার করুণায় হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এ মহৎ কাজে যারা আমার সাথে রয়েছেন সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ! ইহা আমাদের নাজাতের জরিয়ারুপে কবুল করুন। হে প্রাণের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম মঞ্জুর করুন।

ইয়া আল্লাহ্! আপনার সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোন সম্বল নেই। আপনার উপর নির্ভর করলাম, আপনারই রহমতের দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

আল্লাহ্র দরবারে কাতর মিনতি!

হে আল্লাহ্! যদি এ গ্রন্থের জন্য আমাকে কিছু সাওয়াব দান করা পছন্দ করেন, তবে তা এ অধমের তরফ থেকে আমার প্রাণের প্রাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে কবুল করুন।

অন্তিম মুনাজাত! মাওলা হে আমার! পবিত্র রমযান মাসে, শুক্রবার দিনে, সিজদার অনুপম হালতে, আপনার মধুর নাম 'আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্' বলতে বলতে, এ পবিত্র নামের সাধ আস্বাধন করতে করতে আপনার ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে বিভোর থেকে ঈমানের সাথে আমরা সকলেই যেন আপনার কাছে হাজির হতে পারি এবং আকাঙ্ক্ষিত মাটিতে আমাদের শেষ বিছানা কবুল করুন। আমীন, আমীন, আমীন। ইয়া রব্বুল আলামীন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

বিনীত

– নুর মোহাম্মাদ

গ্রন্থকার

আল-কুরআনুল কারীমের বাণী

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।"– আল-কুরআনুল কারীম (৪ঃ৫৯)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করছে, নিঃসন্দেহে সেতো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করছে।"– আল-কুরআনুল মাজীদ (৪ঃ৮০)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

"আপনি বলে দিন, আনুগত্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।"– আল-কুরআনুল হাকীম (৩ঃ৩২)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

" হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করো; তার কথা শোনার সময় মুখ ফিরিয়ে নিও না।"– আল-কুরআনুল হাকীম (৮ঃ২০)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"এবং যা কিছু তোমাদেরকে রসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"– আল-কুরআনুল কারীম (৫৯ঃ৭)

আল-হাদীস শরীফের বাণী

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– "মৃত্যুর পর মুসলমানের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু আমল মৃত্যুর পরও জারি থাকে। যথা- ১) এলেম নিজে শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দান করে। ২) নেক সন্তানের দোয়া ৩) কোরআন শরীফ, যা ওয়ারেছদের জন্য রেখে যায় ৪) মসজিদ ৫) সরাইখানা-পথিকদের আস্তানা ৬) নহর (পানির ব্যবস্থা) করে যায়, ৭) সুস্থ অবস্থায় দান করে, যা কখনো বিনষ্ট হয় না।"– ইবনে মাজাহ্

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতি বিজড়িত এ্যালবাম

কা'বা শরীফ

মসজিদে নববী ও রওজা শরীফ

রওজা শরীফের সম্মুখ ভাগ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম স্থান (মওলুদুন্নবী)

কা'বা শরীফের দরজা

হাজরে আসওয়াদ

নবীজী (দরূদ) এর দান্দান মুবারক রক্ষিত বাক্স

নবীজী (দরূদ) এর পাগড়ী মুবারক

নবীজী (দরূদ) এর তলোয়ার মুবারক

নবীজী (দরূদ) এর আংটি মুবারক

রিয়াজুল জান্নাহ, মেহরাব ও মিম্বার

রিয়াজুল জান্নাহ'র বরকতময় স্তম্ভসমূহ

মেহরাবে তাহাজ্জুদ

আসহাবে সুফ্ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-গণের অবস্থানের স্থান

জান্নাতুল বাকী শরীফ

মসজিদ-এ-কুবা

মসজিদ-ই-আয়েশা

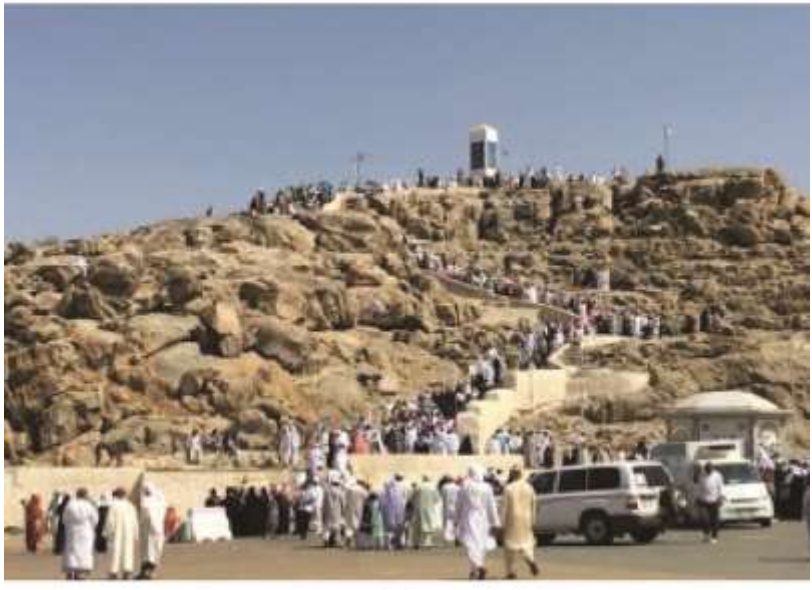

জাবালে রহমত

গারে হেরা (জাবালে নূর)

গারে সূর (জাবালে সূর)

بسم الله الرحمن الرحيم

যেভাবে সাজিয়েছি মালা

প্রথম অধ্যায়

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৪৯
নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গ	৪৯
তারকার সূরতে নূর মুবারক	৫২
ময়ূর আকৃতিতে মুবারক নূর	৫৩
সকল নবী-রসূলগণ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ	৫৩
• নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদম (আঃ) এর ললাটে	৫৪
• হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) এর শুভবিবাহ	৫৫
• নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৃথিবীতে আগমন	৫৬
• উর্ধ্বতনদের নিকট হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান	৫৭
• হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–হযরত ইসমাঈল (আঃ)	৫৯
• শুভাগমনের পূর্বাভাস	৬১
• এক নজরে পৃথিবী- আল্লহর মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম	৬৬
• বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ও অরাজকতা	৬৮
আরব তথা আল-জাজিরাতুল আরব দেশ	৬৯
• আরব এর সীমারেখা, আবহাওয়া ও ফল-ফসল	৬৯
• শেষ নবীর আগমণ আরবে কেন?	৭০
• হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পূর্বক্ষণ	৭০
• আইয়্যামে জাহিলিয়াত	৭১
• আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা	৭১
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব	৭২
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদা-দাদী	৭৩

যম্‌যম্ কূপের পুনরুদ্ধার	৭৪
রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ আগমন	৭৬
হযরত আমেনা (রাঃ) এর শুভবিবাহ এবং তাঁর গর্ভে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৭৬
রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের গর্ভে থাকাকলীন ঘটনা	৭৬
হস্তি বাহিনী	৭৭
সন্তান লাভের অনুভূতি	৭৮
মায়ের গর্ভেই আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম	৭৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত (জন্ম)	৭৯
দুনিয়ায় আগমনের সময়ের কিছু ঘটনা, বরকতময় শুভাগমন	৮০
হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বংশ ধারা	৮২
• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোকে হযরত মুহাম্মামদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ পরিচয়	৮৪
• হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরের বরকতে বনি ইসমাঈলদের শাখাই শ্রেষ্ঠ	৮৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই মু'মিন ছিলেন	৮৭
নবী করীম রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণ	৮৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নাম ও গুণাবলী	৮৯
হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিশুকাল ও দুগ্ধপান	৯১
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হালিমা (রাঃ) এর কোলে	৯২
• মেঘে ছায়া দান	৯৫
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণ	৯৬
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরু মাঠে, প্রকৃতির কোলে	৯৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ মায়ের সাথে	১০০
ইয়াতীম নবী মায়ের কোলে	১০২
পিতার যিয়ারতে মদীনার পথে	১০২
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতাকে হারালেন	১০৩
মক্কা মুয়াজ্জামার জীবন	১০৫
• দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে	১০৫
• মেষ চরানোর তাৎপর্য	১০৬

• কিশোর অবস্থায় সিরিয়া গমন ও ভ্রমণের সুফল	১০৬
• ফিজার যুদ্ধ	১১০
• হিলফুল ফুযুল তথা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা	১১১
• আল-আমিন তথা বিশ্বাসী-বিশ্বস্ত	১১২
• সিরিয়ায় দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা	১১৩
• প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র শুভবিবাহ এবং সাংসারিক জীবন	১১৫
সন্তান-সন্ততি-আওলাদ-ই-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১২০
• হযরত কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১২০
• হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১২১
• হযরত তাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১২৩
• হযরত রোকইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১২৩
• হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১২৩
• হযরত তাহের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১২৪
• হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১২৪
• খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১২৬
আহ্‌লে বায়তুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১২৯
• নবী পত্নীগণের মর্যাদা	১৩১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণীগণ	১৩২
• হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৩৩
• হযরত সওদাহ্ বিনতে যাম'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৩৬
• হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৩৮
• হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪১
• হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৩
• হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৩
• হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৪
• হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৬
• হযরত উম্মে রায়হানা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৮
• হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৮
• হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৪৯

• হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৫০
• হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৫২
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গ	১৫৩
জামাতাগণ	১৫৬
হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র পরিচয়- শুভবিবাহ, বীরত্ব, চরিত্র ও কৃতিত	১৫৭
হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৬১
• বংশ পরিচয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন অভিভাবক, মুবারক নাম, জন্মের পর কানে আযান ও আকীকা, মুবারক জিহ্বা চুষেন, আদর স্নেহ,	১৬১
কা'বা শরীফ- কা'বা শরীফ সংস্কার, গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি লিপি পাওয়া	১৬৮
• ঘোর বিরোধ	১৭০
• এতো আমাদের আল-আমিন, হাজরে আসওয়াদ, সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা	১৭০
• কা'বা শরীফের ইতিহাস	১৭২
কা'বা শরীফের সম্মান, কা'বা শরীফ কিবলা হলো কেন?	১৭৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিভৃত চিন্তা	১৭৬
জীবনের বিকাশ, নবুয়্যতের দ্বারপ্রান্তে নিঃসঙ্গ প্রিয়তা, নিরালায় সাধনা	১৭৬
নবুয়ত ঘোষণা, ওহী নাজিল, ওহী নাজিলের স্তর	১৭৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা মুবারকে	১৮২
প্রিয় খাস বান্দাদেরকে তাফাক্কুর-সৎচিন্তা, ধ্যান-সাধনা তথা মুরাকাবা-মুশাহাদার প্রতি ইঙ্গিত	১৮৩
হযরত খাদিজা (রাঃ) এর বিচক্ষণতা	১৮৪
ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অগ্রনী যারা	১৮৫
• হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	১৮৫
• হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৮৭
• হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৮৭
• হযরত উম্মুল ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৮৯
• হযরত জায়েদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৮৯
• হযরত আমির হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৯১
• হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	১৯২
প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত	১৯৪
নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক শত্রুতা	১৯৭

নানাভাবে অত্যাচার শুরু	২০২
কাফেরদের মিথ্যা শপথ করা ও পরে চোগলখুরী করা	২০৪
কা'বা শরীফে সালাত আদায়ে বাঁধা ও আল্লাহ্ তা'য়ালার সান্ত্বনা	২০৪
হযরত আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বাড়ি	২০৫
সর্বাত্মক বয়কট ও শি'আবে আবি তালিবে তিন বছর	২০৬
চাচা আবু তালিব এর ইন্তিকাল	২০৯
খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র ইন্তিকাল	২১১
তায়েফ সফর	২১৩
• তায়েফের দিনটি	২১৭
• পবিত্র মক্কা প্রত্যাবর্তন ও জ্বিন্নদের ইসলাম গ্রহণ	২১৮
• তায়েফে যা দেখলাম	২২০
• তায়েফের ঘটনার গুরুত্ব	২২১
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিযরত	২২২
আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত	২২৩
• হযরত জাফর ইবনে আবু তাবেল (রাঃ) এর ভাষণ ও নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ	২২৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ	২২৭
• মি'রাজ পরিচিতি, কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে মি'রাজ	২২৭
• মি'রাজ এর ৩টি পর্যায়ে ও রহস্য	২৩৪
• আরশে আযীমের জন্যও তিনি রহমত	২৩৭
• শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান	২৩৯
• বায়তুল মুকাদ্দাস স্বচক্ষে দর্শন	২৩৯
• মি'রাজ শরীফের প্রকৃতি ও মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে	২৪০
• মি'রাজ শরীফের উদ্দেশ্য	২৪৩
• আল্লাহ্ তা'য়ালার দর্শন লাভ	২৪৪
মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনাবলী	২৪৭
মি'রাজ শরীফের মাহাত্ম-তাৎপর্য	২৫০
• অমীয় শান্ত্বনা, আধ্যাতিক চরম উৎকর্ষতা, মহত্ব প্রকাশ ও বিশ্ব নেতৃত্বের মহান পথিকৃত	২৫১
মি'রাজ শরীফের হাকীকত	২৫৩
আল-মদিনা মুনাওয়ারা	২৫৫

• মদীনা মুনাওয়ারার পরিচিতি, মদীনা শরীফের প্রাচীন ইতিহাস ও মদীনা শরীফের অবস্থান	২৫৫
• মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার প্রাকৃতিক তারতম্য	২৫৬
• ইয়াসরিব-মদীনা মুনাওয়ারা, জনবসতি, বরকতময় ভূখন্ড, ইয়াসরিবের গুরুত্ব ও মদীনা মুনাওয়ারার নাম	২৫৬
• মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত	২৫৮
• বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচার	২৬০
• আকাবায় প্রথম বায়আত	২৬০
• সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মদীনা শরীফে আগমন	২৬১
• আকাবায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বায়আত	২৬২
• আকাবায় বায়আত গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম	২৬৪
• নকীবগণের নাম	২৬৯
সাহাবীগণে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) মদীনা শরীফে হিযরত	২৭০
হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হিযরত	২৭২
মদীনা শরীফে মুহাজিরদের বাসস্থান	২৭৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতের প্রস্তুতি	২৭৩
কুরাঈশদের পরামর্শ সভা	২৭৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	২৭৫
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরত	২৭৭
মক্কা শরীফে অবস্থান, হিযরতের স্বপ্ন ও তারিখ	২৭৭
হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ত্যাগ	২৮১
কুরাঈশদের অনুসন্ধান	২৮২
মদীনা শরীফের পথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	২৮৩
• মদীনা শরীফের রাস্তা	২৮৪
• হিযরতের প্রথম প্রস্তুতি	২৮৪
• সুরাকার ঘটনা ও বুরায়দা আল-আসলামীর ঘটনা	২৮৫
• মদীনা বাসীগণের আনন্দ	২৮৭
• কুবায় মসজিদ নির্মাণ	২৮৮
• কুবায় অবস্থানকাল	২৮৯
• কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা	২৮৯
• হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর গৃহে অবস্থান	২৯৩

• মক্কা শরীফ হতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আনয়ন	২৯৫
• মদীনার তৎকালীন আবহাওয়া	২৯৬
• হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ফুফু'র ইসলাম গ্রহণ	২৯৭
• সোনার মদীনা	২৯৮
• আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন	৩০০
• মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণের আয়োজন	৩০২
• মসজিদে নববী শরীফ	৩০৩
• বরকতময় স্তম্ভ	৩০৫
• উম্মুল মু'মিনীনগণের হুজরা মুবারক নির্মাণ	৩০৭
• আসহাবে সুফ্ফা	৩০৯
• মসজিদে নববীর ফজিলত ও বরকত	৩১০
• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোকে মসজিদে নববী শরীফ	৩১১
• আযান	৩১৩
• মুসলিম জাতির প্রাণকেন্দ্র মসজিদ	৩১৬
• ইবাদত, পরামর্শ সভা, শিক্ষালয়, মেহমানদের আবাসন স্থান, সম্পদ সংরক্ষণ ও বিতরণস্থল ও সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩১৬
• আহত মুজাহিদদের শুশ্রূষা, রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সাক্ষাৎ ও মেহমানদারি, বন্দীদেরকে রাখার ব্যবস্থা, বিচারালয়, আশ্রয়কেন্দ্র ও বিশ্রামাগার	৩১৮
• মসজিদে নববী শরীফের বিশেষত্ব	৩১৯
• মদীনা সনদ	৩২০
• কিবলা পরিবর্তন	৩২২
• মসজিদে নববী শরীফ সম্প্রসারণ	৩২৫
• মসজিদে নববীর নক্শা	৩২৬
• আল-মদীনার মসজিদ সমূহ, কূপ সমূহ	৩২৭
• কাযা উমরা	৩২৭
• ইসলামের প্রথম হজ্জ	৩৩১
বিদায় হজ্জ	৩৩২
• হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা	৩৩৪

• হজ্জের কার্যালবী	৩৩৪
• মক্কায় ময়াজ্জামায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৩৩৮
• বিদায় হজ্জে বিশ্ব মুসলিমের প্রতি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী	৩৪৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফ	৩৪৬
বিদায়ের ইঙ্গিত ও বিদায়ের পূর্বাভাষ	৩৪৬
মদীনা মুনাওয়ারায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৩৫০
• মহান ভাষণ	৩৫০
• জান্নাতুল বাকী শরীফে ও শোহাদায়ে ও ওহুদদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত	৩৫২
• হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ	৩৫৩
• মিম্বরে খুৎবা প্রদান, শেষ উপদেশ, আখেরী চাহার শোম্বা, ইমামতিতে শেষ নামায, নামাযের দৃশ্য দেখলেন	৩৫৪
• হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হুজরা মুবারকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৩৫৯
• অসুস্থতা বৃদ্ধি, বিদায়ের চার দিন পূর্বে, বদলা নেওয়ার অনুমতি, দু'দিন আগে, একদিন আগে, হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র আগমন	৩৫৯
• আল্লাহুম্মার রফিকুল আ'লা,	৩৬৩
• হযরত আজরাঈল আলাইহিস্ সালাম ও হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম এর আগমন	৩৬৪
• হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পোশাকে ছিলেন	৩৬৭
• ছড়িয়ে পড়ে শোক সংবাদ	৩৬৭
• সৌভাগ্যবতী হযরত আয়েশা সিদ্‌কা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	৩৬৮
• হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'র ক্রন্দনাবস্থা	৩৬৯
• ললাট মুবারকে চুম্বন করেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৩৭০
• খলিফা নির্বাচনে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম, আহলে বায়াত, মুহাজির, আনসার	৩৭২
• বিদায়ের পরের অনুষ্ঠান	৩৭৬
• গোসল মুবারক, কাফন মুবারক	৩৭৭

• পবিত্র গোসলদানে আহলে বায়াতগণকে বলার হিকমত	৩৭৯
• গোসল, কাফন ও দাফনে বিলম্বের কারণ	৩৭৯
• রওজা মুবারক, রওজা মুবারকে অবতরণ	৩৮১
• হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দরূদ ও সালাম	৩৮১
• নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযা, দরূদ ও সালাম	৩৮৩
• জানাযার নামায	৩৮৩
• রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযার ধরন	৩৮৪
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের অবস্থান	৩৮৫
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারত	৩৮৬
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারতের ফজিলত	৩৮৬
মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জাহেরী ও বাতেনী গুরুত্ব	৩৯৫
জিহাদ	৩৯৮
• জিহাদ এর সংজ্ঞা	৩৯৮
• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে জিহাদ	৩৯৮
• জিহাদ-যুদ্ধের সূচনা, জিহাদ প্রয়োজন কেন?, জিহাদের বিধান	৪০১
• শহীদগণের মর্যাদা	৪০৬
• গণীমতের মাল	৪০৭
সংঘটিত জিহাদ	৪০৭
এক নজরে গাযওয়াসমূহ	৪০৮
গাযওয়া ও সারিয়া, গাযওয়া সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা	৪১১
গাযওয়া আল-আবওয়া, বুওয়াত, সাফওয়ান-বদরে উলা, যিল উশাইরাহ্	৪১১
গাযওয়ায়ে বদর	৪১৩
• কুরআন ও হাদীস শরীফে বদর যুদ্ধ, বদর যুদ্ধের ঘটনা, শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলাফল, যুদ্ধবন্দীদের সাথে ব্যবহার, বদর যুদ্ধের গুরুত্ব, বদর যুদ্ধ থেকে যা পেলাম	৪১৩
• বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম	৪২১
• বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলেন	৪২৩
গাযওয়ায়ে আলকাদর বনু সুলায়ম, বনু কায়নুকা, আস-সাবীক-ছাতুর যুদ্ধ, গাতফান-যী আমর, বাহরাইন-আল-ফুর	৪২৪
গাযওয়ায়ে ওহুদ	৪২৯

• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে ওহুদ যুদ্ধ	৪২৯
• কুরাঈশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি, যুদ্ধের ঘটনা, যুদ্ধের প্রথম অবস্থা	৪৩৩
• মুসলমানদের সাফল্য, তীরন্দাজদের বীরত্ব, মুশরিকদের পরাজয়	৪৩৭
• তীরন্দাজদের ভুল	৪৩৭
• দানদান মুবারক শহীদ	৪৩৯
• নতুন দুলহান যুদ্ধ ময়দানে, হযরত আবু দোজানা (রাঃ) এর নবীপ্রেম, জান্নাতী মানুষ, আত্ম-ত্যাগ	৪৪০
• কয়েকটি মু'যিজার বর্ণনা	৪৪৩
• ওহুদের যুদ্ধে শহীদগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম	৪৪৪
গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ, বনু নাযীর, নজদ, বদর (দ্বিতীয়), দূমাতুল জানদাল	৪৪৭
গাযওয়ায়ে খন্দক	৪৫৬
• নামকরণ ও সময়কাল, ইহুদী ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র, মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি, কবিতা আবৃত্তি, শত্রুবাহিনীর অবস্থানস্থল, কঠিন পরীক্ষা, কুরাঈশদের ব্যর্থতা	৪৫৬
• এ যুদ্ধে উল্লেখ যোগ্য মু'জিযা	৪৬২
গাযওয়ায়ে বনী কুরায়যা, বনু লিহইয়ান, বনু মুরাইসী, বনু মুসতালিক	৪৬৪
হুদায়বিয়ার সন্ধি–ফাত্হে মুবীন	৪৭৭
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন	৪৭৭
• কুরাঈশদের বাধাদানের পরিকল্পনা, রাস্তা পরিবর্তন	৪৭৮
• পানির ফোয়ারার মু'যিজা, কুরাঈশ বাহিনীকে ক্ষমা, প্রেম ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা	৪৭৮
• বায়'আত-ই রিদওয়ান, সন্ধিপত্র, হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তগুলো	৪৮১
• মদীনার পথে	৪৮৩
• মহাবিজয়	৪৮৫
গাওয়ায়ে-যী-কারাদ	৪৮৬
গাযওয়ায়ে খায়বর	৪৮৮
• খায়বর ভূ-খন্ড, ইহুদী সম্প্রদায়ের আবাস ভূমি, খায়বর অভিমুখে যাত্রা, খায়বরের দূর্গ, বিজয়, মালে গণীমত, ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র	৪৮৮
• উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়াহ্ (রাঃ)	৪৯১
• অস্তমিত সূর্য পুনঃউদয়	৪৯২
গাযওয়ায়ে ওয়াদিল ক্বোরা, গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা	৪৯৩

মক্কা মুকাররমা বিজয়	৪৯৪
• অভিযানের কারণ ও প্রস্তুতি, গোপন চিঠি উদ্ধার, মক্কা শরীফের পথে, চাবি গ্রহণ	৪৯৫
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন কা'বারও কা'বা	৫০১
• জীবনে-মরণে তোমাদেরই সাথে	৫০১
• নারী-পুরুষ সকলেই বায়া'আত গ্রহণ	৫০২
• মক্কা শরীফে অবস্থান, কম বয়স্ক নেতা	৫০৩
গাযওয়ায়ে হুনাইন	৫০৪
• মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়	৫০৫
তায়েফ বিজয়	৫০৮
গাযওয়ায়ে তাবুক	৫১০
• যুদ্ধের নামকরণ, প্রাথমিক বর্ণনা, প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ	৫১০
• মুসলমানদের দানের প্রতিযোগিতা	৫১১
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের পথে	৫১৩
• তাবুকে অবস্থান, তাবুকে ভাষণ	৫১৪
• মু'যিজা	৫১৮
• সারিইয়া	৫২০
• এক নজরে সারিইয়াসমূহ	৫২০
• ৬১টি সারিইয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৫২৪
• স্মরণীয়-আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শত্রুদের মুকাবেলায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৫৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৫৪৫
কুরআন শরীফে "আল্লাহ্ ও রসূল" এ মুবারক শব্দ দুটি পাশাপাশি	৫৪৫
কুরআন শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক ও গুণাবলী	৫৫২
পবিত্র নামসমূহের মর্যাদায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বিশেষত্ব ও শান	৫৫৪
মুবারক সিফাতে সম্বোধন	৫৫৫
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইতায়াত-আনুগত্য	৫৬১

কুরআন শরীফে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৫৬৬
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সৃষ্টিকূলের রহমত	৫৬৬
• আল্লাহ্ তা'য়ালা ও ফিরিশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেন	৫৬৮
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আলো প্রজ্জ্বলনকারী প্রদীপ	৫৭২
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা আল্লাহ্ তা'য়ালাই বুলন্দ করেছেন	৫৭৪
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কাওছার' এর মালিক	৫৭৫
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্মানের সাথে মধুর সম্বোধন	৫৭৮
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা মুলতঃ আল্লাহ্‌রই ভালোবাসা	৫৮০
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণকারী হবে জাহান্নামী	৫৮২
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানে কাফির-মুশরিকদের কটুক্তির জবাব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই দিয়েছেন	৫৮৩
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়াত গ্রহণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটই বায়াত	৫৮৪
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো পিতা নন বরং তাঁর মর্যাদা পিতার চেয়েও উর্ধ্বে	৫৮৫
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত রসূল	৫৮৫
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্ঞানের অধিকারী	৫৮৬
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী	৫৮৭
• হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে আদব-শিষ্টাচার	৫৮৮
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিচু স্বরে কথা বলা আল্লাহ্‌র-ই নির্দেশ	৫৮৮
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিচু স্বরে কথা বলাই অন্তরের তাক্বওয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তির নিদর্শন	৫৮৯

• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাধারণের মতো সম্বোধন করা নিষেধ	৫৯০
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানই আল্লাহ্ তা'য়ালার আহ্বান	৫৯০
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আজাব থেকে পরিত্রাণ মিলে	৫৯১
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশে ক্ষমা লাভ হয়	৫৯২
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক স্নেহশীল ও অনুগ্রহ পরায়ন	৫৯২
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদার কারণেই শহরের কসম	৫৯৩
• হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই দ্বীন ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা	৫৯৪
হাদীস শরীফের আলোকে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৫৯৬
কালিমায়ে তাইয়্যেবায় শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬০১
মোহরে নবুওয়াত	৬০৪
কুরআন শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা	৬০৭
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী শরীর মুবারকের সৌন্দর্য	৬০৮
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'হাবীবুল্লাহ্'	৬১১
সকল নবী-রসূলগণ থেকে রিসালত ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ	৬১৩
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী	৬১৪
• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোকে হায়াতুন্নবী	৬১৫
• প্রত্যেক উম্মতের কবরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থাকবেন	৬২২
• আকাবেরগণের বর্ণনায় হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬২৩
• যিয়ারতুন্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে বর্ণনা	
• হায়াতুন্নবী'র যিয়ারতের কিছু বাস্তব ঘটনা	
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম "নূর"	৬২৫
• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬২৫

• কুরআন শরীফের ৫ঃ১৫ নং আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা	৬২৬
• ফকিহ্, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের অভিমত	৬২৮
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আমাদের মত মানুষ?	৬৩২
হাকীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬৩৪
হাকীকাতে আহমাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬৪২
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্ নাবিয়্যিন-শেষ নবী	৬৪৪
নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন না	৬৫০
• আল্লাহ্ তা'য়ালাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক	৬৫১
• নবী-রসূলগণের শিক্ষক হলেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা	৬৫৩
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক হস্তলিপি	৬৫৬
• সাহাবাগণ (রাঃ)-কে কাগজ-কলম নিয়ে আসার নির্দেশ	৬৫৭
• তথাকথিত আলেম ও পণ্ডিতদের নিরক্ষর বলার দলিল	৬৫৭
• রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআন মজীদে 'উম্মী নবী' বলার ব্যাখ্যা	৬৫৮
• কুরআন শরীফে 'উম্মুল কোরা'	৬৫৮
মু'জিযা-অলৌকিক ঘটনা	৬৫৯
• মু'জিযা পরিচিতি, কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোকে মু'জিযা	৬৫৯
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযা	৬৬১
কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে কয়েকটি মু'জিযার বর্ণনা	৬৬১
• আল-কুরআনুল কারীমই শ্রেষ্ঠ মু'জিযা	৬৬১
• মি'রাজ শরীফই অতুলনীয় মু'জিযা	৬৬৩
• চন্দ্র দ্বিখন্ডিত, চাঁদের সাথে কথা, অস্তমিত সূর্য পুনঃউদিত, জান্নাতের সু-সংবাদ, রক্ত মুবারক পানে জান্নাতের সু-সংবাদ, শাহাদাতের সুসংবাদ	৬৬৪
• ০৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর	৬৬৬
• কুদরাতী নিরাপত্তা, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, আবু জাহেল এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা	৬৬৭
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় বৃষ্টি, ঝর্ণা প্রবাহিত	৬৬৮
• হযরত ওমর (রাঃ) এর ইসলাম গ্রহণ	৬৭১
• যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য দু'আ	৬৭১

• মদীনা শরীফকে মহামারী মুক্ত করা, হযরত আনাস (রাঃ) এর জন্য দু'আ, তরবারীর আঘাতে লটকানো হাত ভালো হওয়া, কাটা বাহু জোড়া লাগা, বীরে রাওহা, কূপের পানি সুস্বাদু হওয়া	৬৭২
• জান্নাতী পানি	৬৭৩
• হযরত ওমর (রাঃ) এর খাবারে বরকত	৬৭৪
• ওহুদ পাহাড়ের আনুগত্য, মেঘে ছায়া দান, পাথরের সালাম দেয়া, পর্বত ও বৃক্ষের সালাম দেয়া, লাঠির ইঙ্গিতে মূর্তি ভেঙ্গে যাওয়া, লাকড়ি হলো তরবারী	৬৭৪
• সর্বোত্তম সুগন্ধি	৬৭৬
• চেহারা মুবারক এর নূরানী আলোতে সুই খুঁজে পাওয়া, দিনে-রাতে সমান দেখেন, গুপ্ত ধনের সংবাদ, আহারে বরকত, মকবুল দু'আ	৬৭৬
• বকরী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাজীম করলো	৬৭৭
• রোগ নিরাময়	৬৭৮
রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু শান	৬৭৮
খাদিজা (রাঃ) এর ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণকাল থেকে বিবাহত্তোর পনের বছরে রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু শান	৬৭৯
রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একক বৈশিষ্ট্যাবলী	৬৮০
শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ) এর কাব্যে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬৮২

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
খুলুকে আযীম মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৬৮৪
• আখলাক পরিচিতি	৬৮৫
• কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম	৬৮৬
• আহলে বায়ত এর দৃষ্টিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম	৬৮৮
• সাহাবা-ই কিরাম (রাঃ) এর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম	৬৯০
• হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুষ্ঠানিক ইবাদত	৬৯১

• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এস্তেঞ্জা (প্রস্রাব-পায়খানা), • মিসওয়াক • অযু • গোসল • তায়াম্মুম	৬৯৪
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত-নামায	৬৯৮
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরয সালাত	৭০০
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাত শেষে মুক্তাদিগণের দিকে ফিরে বসতেন	৭০০
• ফরয সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ পাঠ	৭০১
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুল বিতর	৭০৫
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিতর সালাতের পরবর্তী দু'রাকআত নফল (হালকী নফল)	৭০৫
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরাআত	৭০৬
• ফযরের সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরাআত • ফযরের সুন্নাতের পর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতেন • ফযরের ফরয সালাতে কিরআত	৭০৬
• যোহর ও আসরের সালাতে কিরআত	৭০৭
• মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরআত	৭০৭
• ইশার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরআত	৭০৮
বিভিন্ন নামায	৭০৯
• কুরআন ও হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতে তাহাজ্জুদ সালাত	৭০৯
• তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের সহজ নিয়ম • তাহাজ্জুদ নামাযের প্রস্তুতি • শয্যা ত্যাগ	৭১১
• রাতে সালাতের জন্য উঠার পরের আমল	৭১২
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (রমজান মাসে) কিয়ামুল লায়ল-সালাতুত তারাবীহ	৭১৩
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর • ইশরাক সালাত • দোহা (চাশত) সালাত • সালাতুল যাওয়াল • আসরের ফরজের পূর্বে সালাত • সালাতুল আওয়াবীন • তাহিয়্যাতুল অযু সালাত • তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত • ইসতিসকার সালাত • কুসূফ ও খুসূফ সালাত	৭১৫

• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুত তাসবীহ্	৭১৯
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুল হাজত	৭১৯
• মানসিক অস্থিরতায় সালাত	৭২০
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নফল সালাত	৭২০
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সফরে সালাত	৭২১
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুমুআর দিবস	৭২১
• শীত ও গরমকালে জুমুআর সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুৎবা ও কিরআত	৭২২
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈদের দিবস	৭২৩
• রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈদের সালাত	৭২৪
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সওম-রোজা	৭২৪
• সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা • জুমুআর দিনে রোজা • আইয়্যামে বীজের তিনটি রোজা • শা'বান মাসের রোজা • শাওয়াল মাসের রোজা • আশুরার রোজা • আরাফাতের দিনে রোজা • সাওমুল বিছাল • সফর অবস্থায় রোজা	৭২৫
• রোজা পালন শেষে ইফতার, ইফতারের সময় দু'আ	৭২৮
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হজ্জ	৭২৯
• হিজযরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হজ্জ	৭২৯
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উমরাহ্	৭৩১
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাকাত	৭৩২
মৃতদের প্রতি কর্জে হাসানা তথা সওয়াব রেসানী	৭৩৫
খুলুকে আযমী-মহান চরিত্র	৭৩৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনয়-নম্রতা	৭৩৬
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য	৭৪২
• কুরআন শরীফে ও হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য	৭৪২
• দৈন্যতার ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য	৭৪৩
• ইবাদতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য	৭৪৫
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমা প্রদর্শন	৮৪৭
মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমার ঘোষণা	৭৪৮
• সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা	৭৪৯

• ওয়াহ্শীর প্রতি, হিন্দ এর প্রতি, হুবার ইবনুল আসওয়াদ, সাফওয়ান ইবনে উমায়্যাহ, আবু সুফিয়ান, সূরাকার প্রতি, ওমায়র ইবনে ওয়াহ্ব ও হযরত হাতেব বিন বুলতায়া (রাঃ) এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন	৭৪৯
• খাদ্যে বিষ মিশ্রণকারী জয়নাবকে ক্ষমা প্রদর্শন	৭৫৩
হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদারতা	৭৫৪
• দাস-দাসীদের প্রতি উদারতা • পশু-পাখির প্রতি উদারতা	৭৫৭
হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্নেহ-মমতা	৭৫৮
সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৭৬১
• ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা • সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা • কর্মজীবনে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতির বাস্তবায়ন	৭৬২
• হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির বৈশিষ্ট্য	৭৬৫
গরীব মানুষের প্রতি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহানুভূতি	৭৬৮
• দারিদ্রের মর্যাদা • দীন-দুখীদের প্রতি মমত্ববোধ • দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি • ইয়াতিম ও বিধবার প্রতি সহানুভূতি • দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি • ঋণগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি • দরিদ্র দ্বীন শিক্ষার্থী	৭৬৮
রোগীর সেবা-যত্ন সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৭৭৬
• রুগ্নাবস্থার দু'আ • অমূল্য বাণী • চিকিৎসা	৭৭৯
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ প্রদর্শন	৭৮১
• প্রবীণদের সাথে খোশালাপ • ছোটদের প্রতি স্নেহ • শিশুদের চুম্বন • শিশুদের সাথে আনন্দ উপভোগ • শিশুদের মাথায় হাত মুবারক রাখতেন এবং কাঁধ মুবারকে উঠাতেন • কন্যার প্রতি অনুগ্রহ	৭৮৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাম প্রদান	৭৮৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালামের জবাব প্রদান	৭৮৯
• অন্যের নিকট সালাম পৌঁছানো, অমুসলিমকে সালাম প্রদান, মুসাফাহা, মু'আনাকা ও চুম্বন	৭৯০
• অন্যের সার্বিক খোঁজ-খবর রাখতেন	৭৯২
• নেতৃস্থানীয় লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৭৯২

• মুবারক হাতে চুম্বন ও কদমবুচি-পদচুম্বন	৭৯৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোমল ব্যবহার	৭৯৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাবার্তা	৭৯৬
উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আচার-আচরণ	৮০১
• দাম্পত্য জীবনের আচরণ	৮০১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যবাদিতা	৮০৪
• আল-আমিন তথা সত্যবাদী-বিশ্বস্ত বলে সাক্ষ্য দান	৮০৬
• কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন	৮০৭
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লজ্জাশীলতা	৮০৯
• হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লজ্জাশীলতা	৮০৯
পরনিন্দা সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৮১১
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দানশীলতা	৮১৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহমানদারী-অতিথি পরায়নতা	৮১৭
• মেহমানদের যত্ন নেয়া • মেহমানের সাথে অন্তরঙ্গতা • মেহমানকে উপঢৌকন প্রদান • মেহমানের অধিকার	৮১৯
নবী করীম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুহ্দ বা অল্পেতুষ্টি	৮২৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন	৮২৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাজ নিজে করতেন	৮৩০
• ব্যক্তিগত কাজ • পারিবারিক কাজ • সামাজিক কাজ • রাষ্ট্রীয় কাজ	৮৩০
• আম্বিয়া আলাইহে চ্ছালামগণের কাজ-কর্ম	৮৩৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পানাহার	৮৩৫
• খাবারের জন্য বসা • আহার গ্রহণ • পানাহারের পাত্র • পছন্দনীয় খাবার	৮৩৫
• আহার সম্পর্কীয় কিছু সুন্নাত	৮৪১
• পানীয় গ্রহণ • খাওয়া শেষে শোকর আদায়	৮৪৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্রাম ও নিদ্রা	৮৪৫
• বিশ্রাম-নিদ্রার সময় • দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম • আরাম শয্যা	৮৪৫
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পোশাক ও সাজ-সজ্জা	৮৪৭
• টুপি মুবারক • পাগড়ী মুবারক • জুতা ও মোজা মুবারক	৮৫২

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত আসবাবপত্র	৮৫৫
• আংটি মুবারক • সূরমাদানী মুবারক • মিসওয়াক মুবারক • লাঠি মুবারক • কাঁচি মুবারক • আয়না মুবারক • চিরুনী মুবারক • খাটিয়া মুবারক • চাটাই/মুদির মুবারক • তোষক/বিছানা মুবারক • বালিশ মুবারক • লেপ মুবারক • চাদর মুবারক • চেয়ার মুবারক • থালা মুবারক • দস্তরখান মুবারক • পানপাত্র মুবারক • চাকতি মুবারক, • তৈলের শিশি মুবারক, • মশক মুবারক	৮৫৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত সমরাস্ত্র মুবারক	৮৬২
• তরবারি মুবারক • লৌহবর্ম মুবারক • ধনুক মুবারক • তূণীর মুবারক • বল্লম মুবারক • ঢাল মুবারক • বর্শা মুবারক • শিরস্ত্রাণ মুবারক • তাঁবু মুবারক • পতাকা মুবারক • ঘোড়া • ঘোড়ার জিন • বকরি • উট • খচ্চর • গাধা • সিন্ধুক মুবারক	৮৬২
স্মৃতি চিহ্ন মুবারক	৮৬৭
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় বরকতপূর্ণ আমল	৮৭০
• দাড়ি ও গোঁফ মুবারক • কেশ (চুল) মুবারক • তেল ব্যবহার ও চিরুনি করা • বগল মুবারকের কেশ মুবারক • নখ মুবারক কাটানো • সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার • হাঁচির জবাব • হাই তুললে ও ঝিঝি ধরলে করণীয়	৮৭০
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম	৮৭৩
• তাহাজ্জুদ ও ফযরের নামায • ফযরের নামাযের পর • পারিবারিক প্রয়োজন • যোহরের নামাযের পর • আসরের নামাযের পর • মাগরিবের নামাযের পর • ইশার নামাযের পর • নিদ্রার পূর্ব প্রস্তুতি • বিশ্রাম ও নিদ্রার পদ্ধতি • নিদ্রা যাওয়ার সময় আমলসমূহ	৮৭৩
দিন-রাতের সুন্নাত আমল	৮৭৯
• দিনের সুন্নাত আমল • রাতের সুন্নাত আমল	৮৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
হুব্বে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৮৮৪
মহব্বত	৮৮৪
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম-ভালোবাসা	৮৮৫

কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের আলোকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম	৮৮৬
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সবচেয়ে বেশী মহব্বত করতে হবে	৮৮৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বাধিক প্রিয়	৮৮৮
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন শোভা ও সৌন্দয্যে সর্বশ্রেষ্ঠ	৮৯১
কামালাত-পূর্ণতার জন্য সর্বাধিক মহব্বত	৮৯৩
আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল	৮৯৪
হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-গণের মহব্বত-ভালোবাসা	৮৯৬
• খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৮৯৬
• খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৮৯৯
• খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৯০১
• আসাদুল্লাহ্ আল গালিব হযরত আলী মুরতাজা ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৯০২
• হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	৯০৩
• হযরত বেলাল, হযরত জায়েদ, এক আনসার সাহাবী, হযরত মুয়াবিয়া, হযরত সুমামা ইবনে আসাল, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম	৯০৪
• আহলে বায়ত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে ভালোবাসা	৯০৫
• হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নবীপ্রেম	৯০৬
• হযরত মালিক ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নবীজীর রক্ত মুবারক পান	৯০৬
• হযরত উসায়দ ইবনে হুদায়র (রাঃ) কর্তৃক মোহরে নবুয়ত চুম্বন	৯০৬
• হযরত তালহা ইবনুল বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ চুম্বন	৯০৭
• হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৯০৭
• হযরত উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর সেবিকার নবী প্রেম	৯০৭
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থুথু মুবারক গায়ে মাখা	৯০৮
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযুর অবশিষ্ট পানি পান	৯০৮

• নবীপ্রেমে মুবারক খেজুর বৃক্ষের ক্রন্দন	৯০৮
• হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৯০৯
• ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	৯০৯
একজন আনসারী মহিলার নবী প্রেম	৯১০
• হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা	৯১০
• হযরত হিন্দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, এক রমণী	৯১১
• মুহাজির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-গণের নবী প্রেম	৯১২
মদীনা মুনাওয়ারায় আনসারদের নবী প্রেম	৯১৩
• অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকা	৯১৩
• মদীনা মুনাওয়ারায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে উল্লাস	৯১৪
• মদীনা মুনাওয়ারায় নারী-পুরুষ সকলের সম্বর্ধনা	৯১৫
• শিশুদের কণ্ঠে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৯১৫
• আপ্যায়নের প্রতিযোগিতা	৯১৬
• ইয়াছরিব হলো মদীনাতুন্নবী	৯১৭
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দই সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-গণের পছন্দ	৯১৭
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে ধন-সম্পদ উৎসর্গ	৯১৯
সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-গণের কথায়-কাজে নবীপ্রেম	৯২০
নবীপ্রেম-মহব্বতের বিশেষ কিছু নিদর্শন	৯২২
• আনুগত্যের মাধ্যমে নবীপ্রেম	৯২৩
• নবীজীর নাম মুবারক শ্রবণে সম্মান ও বিনয় প্রকাশও নবীপ্রেম	৯২৩
• নবীজীর যিয়ারতের জন্য ব্যকুল থাকাও নবীপ্রেম	৯২৪
• নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অত্যাধিক আলোচনাও নবীপ্রেম	৯২৫
• নবীপ্রেমিককে ভালোবাসাও নবীপ্রেম	৯২৫
• নবীজীর ওয়ারেস আলেমদেরকে ভালোবাসাও নবীপ্রেম	৯২৬
• নবীজীর উম্মতকে ভালোবাসাও নবীপ্রেম	৯২৭
হযরত সূফী ফতেহ আলী (রহঃ) এর প্রেমের বাণী	৯২৭

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৯৩০
না'ত পরিচিতি	৯৩০
হাদীস শরীফে না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৯৩০
না'ত শরীফ এর মাধ্যমে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা	৯৩২
না'ত শরীফ শুনে হাদিয়া প্রদান	৯৩৩
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে গজলকার	৯৩৪
না'ত শরীফ গায়কের মর্যাদা	৯৩৪
কুরআন শরীফে কবিতা	৯৩৫
বাংলা ভাষায় না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৯৩৬
উর্দ্দু ভাষায় না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	৯৫১

পরিশিষ্ট

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমীয় বাণী	৯৫৪
আল-হাদীস শরীফ	৯৫৪
কষ্টি পাথর	৯৬৩
নূরে নবুওয়াত	৯৬৬
তরীকতের শাজরাহ শরীফ	৯৬৯
মুহাম্মাদীয়া তরীকার শাজারাহ্ শরীফ	৯৭৫
অনুসন্ধানে-কুরআন শরীফের আলোকে ১৯টি প্রশ্নের জবাব	৯৭৫
অনুসন্ধানে-হাদীস শরীফের আলোকে ১৩টি প্রশ্নের জবাব	৯৮৪
পরকালের পাথেয়	৯৯২
আল্লাহ্‌র দীদার	৯৯৪
জান্নাতে আল্লাহ্‌র দিদার	১০০৬
আমার মুর্শিদের আল্লাহ্ প্রেম	১০১১
দরূদ শরীফ	১০১৩
দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকত ও নিয়ম	১০১৭

নবী পরিবারবর্গের স্বরণে দরূদ শরীফ	১০১৯
তরীকার ইমামগণের স্মরণে দরূদ শরীফ	১০২০
কোন সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব	১০২৩
যিয়ারাতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম	১০২৫
জিয়ারাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল	১০৩০
মীলাদ শরীফ	১০৩১
দৈনন্দিন জীবনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু সুন্নাত	১০৩৯
দৈনন্দিন অজিফা রুটিন	১০৫৪
কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর মর্মস্পর্শী বাণী ও মুনাজাত	১০৫৯
বরকত	১০৬৫
যে কথা মনে দোলা দেয়	১০৬৬
লেখক পরিচিতি	১০৬৯
শেষের কথা	১০৭১
কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী	১০৭২
যে ফুলে গেঁথেছি মালা	১০৭৩
সারা বছরের নামাজের সময়সূচি	১০৭৬

নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রারম্ভিকা ঃ

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনাদি-অনন্ত। তিনি সর্বদাই ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সদা-সর্বদা বিদ্যমান। এমন এক সময় ছিল যখন তিনি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন গুপ্ত ভান্ডার, আপন মহিমায় মহিমান্বিত, আপন গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনি চাইলেন আত্মপ্রকাশ, আপন মহিমা, গৌরব ও কুদরতের বিকাশ। তখন তিনি একক সৃষ্টি হিসাবে আপন নূর হতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মুবারক সৃষ্টি করেন। ডুবিয়ে রাখেন সেই নূর আপন মহব্বতের পারাপারে বহুকাল, (অনুরাগের দীপ্তিতে) তা হয় ইশকের রঙে রঙিন। আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টির কতকাল পূর্বে সৃষ্টি হয় ঐ নূর, কতকাল কোন্ অবস্থায় এর অবস্থিতি, তা নির্ণয় করা সুকঠিন। এ গুপ্তভেদ ও রহস্য তিনিই জানেন।

নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গ ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

"আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর (নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআন এসেছে, যার আদেশসমূহ প্রকাশ্য।"– কুরআন (৫ঃ১৫)

২। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ–

"আমি গুপ্ত ধন ভান্ডার ছিলাম, (যখন) পরিচিত (প্রকাশিত) হতে ইচ্ছা করলাম, পরিচিত হওয়ার মানসে জগৎ সৃষ্টি করলাম।"– ছেররুল আছরার

৩। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِّنْ نُوْرِ وَجْهِيْ

"আমি মুহাম্মাদ-কে আমার চেহারার নূর হতে সৃষ্টি করেছি।"– ছেররুল আছরার

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِيْ وَاَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ
الْقَلَمَ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ-

"আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার রুহ সৃষ্টি করেছেন, সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন, সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন।"– ছেররুল আছরার

৫। নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৃষ্টি রহস্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নের হাদীস শরীফখানা খুবই স্পষ্ট :

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَخْبِرْنِيْ
عَنْ اَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ
تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ
يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ
وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ
وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا اِنْسِيٌّ - فَلَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ
قَسَّمَ ذٰلِكَ النُّوْرَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ
الثَّانِيِّ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ
اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِيِّ
الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ
اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْاَوَّلِ السَّمٰوٰتِ وَمِنَ الثَّانِيِّ الْاَرْضِيْنَ وَمِنَ
الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَّمَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ

مِنَ الْأَوَّلِ نُوْرَ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمِنَ الثَّانِيْ نُوْرَ قُلُوْبِهِمْ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَمِنَ الثَّالِثِ نُوْرَ أُنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيْدُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ. (اَلْجُزْءُ الْمَفْقُوْدُ مِنَ الْمُصَنَّفِ)

ইমাম আবদুর রাজ্জাক (রঃ) (তিনি ইমাম বুখারীর দাদা ওস্তাদ) মোয়াম্মার (রঃ) হতে, তিনি ইবনে মুনকাদার (রঃ) হতে, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'হে জাবের, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে 'তাঁর নিজ নূর হতে' তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছানুযায়ী ঐ নূর (লা-মাকানে) পরিভ্রমণ করতে থাকে। কেননা ঐ সময় না ছিল লাওহে মাহফুজ, না ছিল কলম, না ছিল বেহেশত, না ছিল দোযখ, না ছিল ফিরিশতা, না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবী, না ছিল সূর্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল জিন্ন জাতি, না ছিল মানবজাতি।

অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার মনস্থ করলেন– তখন আমার ঐ নূরকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে লাওহে-মাহফুজ এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফিরিশতা, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কুরসি এবং তৃতীয় অংশ দিয়ে অন্যান্য ফিরিশতা সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় চার ভাগের একভাগকে আবার চারভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আকাশ, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে জমিন এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করলেন। তৃতীয়বার অবশিষ্ট এক ভাগকে পুনরায় চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে মু'মিনদের নয়নের নূর (অন্তর্দৃষ্টি), দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে মু'মিনদের ক্বলবের নূর তথা আল্লাহ্‌র মারিফত এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে মু'মিনদের মহব্বতের নূর তথা তাওহীদি কালিমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' সৃষ্টি করেছেন।"– মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া ও মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক

৬। হযরত আলী ইবনে হোসাইন ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّيْ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِأَرْبَعَةِ عَشَرَ أَلْفِ عَامٍ–

"আমি (নবী) আদম সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বৎসর পূর্বে আমার প্রতিপালকের নিকট নূর হিসাবে বিদ্যমান ছিলাম।" (ঐ জগতের একদিন পৃথিবীর এক হাজার বৎসরের

সমান)। অংকের হিসাবে ৫,১১,০০,০০,০০০ (পাঁচশত এগার কোটি) বৎসর হয়।"– আল-বেদায়া ও নেহায়া

৭। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে আমার মাতা-পিতা পর্যন্ত জাহিলিয়াতের এবং ব্যভিচারের কোন কলঙ্ক কাউকে স্পর্শ করেনি।"

৮। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে খাতামুন্ নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী) ছিলাম, তখন আদম পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন।"

৯। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! আপনাকে কখন নবী করা হয়েছে?" তিনি বললেন, "আমার নিকট হতে যখন (নবুয়তের) মীসাক (অঙ্গীকার) গ্রহণ করা হয়েছে, তখন আদম রূহ ও দেহের মধ্যে ছিলেন।"

তারকার সুরতে মুবারক নূর ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা হতে তাশরীফ আনলেন, সে সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ كَمْ عُمْرُكَ مِنَ السِّنِيْنَ– فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَسْتُ اَعْلَمُ غَيْرَ اَنَّ فِى الْحِجَابِ الرَّابِعِ نَجْمًا يَطْلَعُ فِىْ كُلِّ سَبْعِيْنَ اَلْفِ سَنَةٍ مَرَّةً – رَأَيْتُهٗ اِثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ اَلْفَ مَرَّةً فَقَالَ يَاجِبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّىْ اَنَا ذٰلِكَ الْكَوْكَبُ–

"একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা প্রসঙ্গে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে তাঁর বয়স সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন– হে জিব্রাঈল! তোমার বয়স কত? তদুত্তরে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– আমি শুধু এতটুকু জানি যে, নূরের চতুর্থ হিজাবে একটি উজ্জ্বল তারকা ৭০ হাজার বছর পর পর একবার উদিত হতো। (অর্থাৎ সত্তর হাজার বছর উদিত অবস্থায় এবং সত্তর হাজার বছর অস্তমিত অবস্থায় ঐ তারকাটি বিরাজমান ছিল)। আমি ঐ তারকাটিকে ৭২ হাজার বার উদিত অবস্থায় দেখেছি। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আল্লাহ্ তা'য়ালার শপথ, আমিই ছিলাম ঐ তারকা।"– তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, সিরাতে হলবিয়া, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা

ময়ূর আকৃতিতে মুবারক নূর ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– আল্লাহ্ তা'য়ালা শাজারাতুল ইয়াকীন নামক বৃক্ষ সৃষ্টি করেন এবং নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ময়ূর আকৃতি দান করে শুভ্র মতির পর্দার ভিতর রেখে ঐ নূর উক্ত বৃক্ষে স্থাপন করেন। ঐ নূর সত্তর হাজার বৎসর যাবৎ আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠেরত থাকেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা আয়না তৈরি করে ময়ূরের সম্মুখে রাখলে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ৫টি সিজদা করেন, এ কারণেই তাঁর উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বিভিন্ন মাধ্যমে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলা নিয়ে আরশ, কুরসী, ফিরিশতা, লওহ, কলম, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আসমান, জমিন, নবী, রসূল, সালেহীন, সিদ্দিকীন, খানায়ে কা'বা, দুনিয়ার সমুদয় মসজিদের মৃত্তিকা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন।

সকল নবী-রসূলগণ থেকে রিসালত ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী-রসূলগণের পবিত্র আত্মাসমূহ থেকে আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাদের স্বীকৃতি ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে "সাইয়্যেদুল মুরসালিন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সুসংবাদ দিয়ে বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ
قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

"(আর সেই সময়টিকে স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত পয়গম্বরগণ হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, আমি আপনাদেরকে যা কিছু কিতাব ও হিকমত দান করবো এবং অতঃপর আপনাদের নিকট সেই পয়গম্বর আগমন করবেন, যিনি সেই কিতাবসমূহের সত্যায়ন করবেন, যা আপনাদের নিকট হবে, আপনারা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবেন এবং অবশ্যই তাঁর সহায়তা করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– আপনারা কি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন? এবং একে আমার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে কবুল করছেন? তখন তাঁরা সকলে বললেন– নিঃসন্দেহে আমরা তা স্বীকার করছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– এখন আপনারা সকলে এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের উপর সাক্ষী থাকেন এবং আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষীদের দলভুক্ত রইলাম।"– কুরআন (৩ঃ৮১)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাঁদের স্বীকৃতি ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে "সাইয়্যেদুল মুরসালিন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরবর্তীকালে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতে নবী-রসূলগণের আত্মাসমূহ এক একটি মনোহরিণীরূপ ধারণ করে পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার বুকে প্রকাশ হন এবং তাঁদের মাধ্যমে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জগতের বুকে বিভিন্নরূপে বিকাশ লাভ করে নব বসন্তের সৃষ্টি করেন। সকল নবী-রসূলগণ প্রতিশ্রুতি পালন করেন ও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের বার্তা প্রচার করেন। তাঁদের নবুওয়াত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের ছায়াস্বরূপ।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর ললাটে ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

انى اهبطت الى الارض مع آدم

"আমি হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সাথেই পৃথিবীতে নেমে এসেছি।"– শিফা শরীফ

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এর দেহ পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। বিবি হাওয়া আলাইহাস সালাম, হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর বাম পাঁজরের হাঁড় দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু রুহের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। অন্যান্য মানব সন্তান পিতা-মাতার মিলিত বীর্যের নির্যাস দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের প্রিয় নবী আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর চল্লিশ হাজার বছরের সমান ঐ জগতের চল্লিশ দিনে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর খামিরা শুকানো হয়েছিল। তারপর হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর দেহে রূহ্ ফুঁকে দেয়া হয়েছিল।

বর্ণিত আছে– প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম এর অন্ধকার দেহে রুহ প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ললাটে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মুবারকের অংশ বিশেষ স্থাপন করা হয় এবং এতে দেহের ভিতর আলোর সৃষ্টি হয়। তখনই আদম আলাইহিস সালাম মানবরূপ ধারণ করেন এবং হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করেন। আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি হয়েই প্রথমে 'আলহামদুলিল্লাহ্' পাঠ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতির প্রথম প্রতিনিধি হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং বিশ্ব জগতের প্রতিনিধি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম কালাম 'আলহামদুলিল্লাহ্' দিয়ে কুরআন মজিদ শুরু করেছেন।– তাফসীরে নঈমী

নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর দেহে স্থানান্তরিত হয়। প্রথম ললাটে, তারপর হাতের শাহাদাত অঙ্গুলীতে এবং পরে পৃষ্ঠ

দেশে সেই নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্থাপন করা হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টির লক্ষ কোটি কোটি বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়েছিলেন। তখন নিশ্চয়ই তিনি বশরী সুরতে (মানব আকৃতিতে) ছিলেন না এবং তাঁর নামও বশর (মানুষ) ছিল না। তার বশরী সুরত (মানব আকৃতি) প্রকাশ হয়েছে দুনিয়াতে এসে। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছিলেন নূরে মুজাস্‌সাম এবং নবুয়ত খেতাবে ভূষিত।– মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও মাদারেজুন্ নবুওয়াত

আহসানুল মাওয়ায়েজ কিতাবে উল্লেখ আছে– একদিন আল্লাহ্‌র কাছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করলেন– নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দর্শনের জন্য। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলীর মাথায় নূরে মুহাম্মাদী প্রদর্শন করালেন। মধ্যমা অঙ্গুলীতে হযরত আবু বকর, অনামিকায় হযরত ওমর, কনিষ্ঠায় হযরত ওসমান ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সাহাবী চতুষ্ঠয়ের দেদীপ্যমান নূরও প্রদর্শন করালেন। অতঃপর সেই নূর স্থাপন করলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর পৃষ্ঠদেশে– যাঁর দেদীপ্যমান ঝলক চমকাতো তাঁর ললাটে।– আনওয়ারে মুহাম্মাদী, পৃষ্ঠা-১৩

لما خلق الله آدم جعل ذلك النور فى ظهره فكان يلمع فى جبينه

"যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে পয়দা করলেন, তখন ঐ নূরে মুহাম্মাদী তাঁর পৃষ্ঠে স্থাপন করলেন। সে নূর তাঁর ললাটে চমকাতো।"

নূরনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরজ করলেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!, হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন জান্নাতে ছিলেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাঁসি দিয়ে বললেন, 'আদমের পৃষ্ঠদেশে। তারপর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর পৃষ্ঠদেশে আমাকে ধারণ করে নৌকায় আরোহন করেছিলেন। তারপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর পৃষ্ঠদেশে। তারপর পবিত্র (ঈমানদার) পিতা-মাতাগণের মাধ্যমে আমি পৃথিবীতে আগমন করি। আমার পূর্বপুরুষদের কেউই চরিত্রহীন ছিলেন না।"– বেদায়া-নেহায়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও হযরত হাওয়া আলাইহাস্ সালাম এর শুভবিবাহ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে জান্নাতুল ফিরদৌসে স্থান দিলেন। তিনি সুখ-শান্তি ও অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে বাস করছেন। সাথী-সঙ্গী ছাড়া

দীর্ঘদিন একাকী জীবন-যাপন অশান্তির কারণ হয়ে উঠে। মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এর মহিমা, তিনি হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর জন্য সঙ্গী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। এক সময় তাঁর গভীর নিদ্রা পায়, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর বাম পাঁজরের হাঁড় নিয়ে স্বীয় কুদরতে পরমা সুন্দরী রমণী হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে পয়দা করতঃ তাঁকে অমূল্য জান্নাতী পোশাকে সজ্জিত করে তার পাশে বসান। নিদ্রা ভাঙ্গার পর তাঁর মনে প্রশ্ন উদয় হলো, কে এ পরমা সুন্দরী রমণী? এমনটিতো তিনি আর কখনও দেখেননি। আল্লাহ্ বললেন– 'এ রমণী তোমার জীবনের চির সঙ্গিনী ও তোমার সুখ-দুঃখের সমভাগিনী।'

হযরত আদম আলাইহিস সালাম, বিবি হাওয়া আলাইহাস্ সালাম এর অপূর্ব সৌন্দর্য্যে অত্যাধিক প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর বিবাহ দেন। তিনি বলেন– 'হে আদম তুমি দশবার আমার হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, মহরানা আদায় হয়ে যাবে।' হযরত আদম আলাইহিস সালাম মহব্বতে দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– 'আমার হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকতে বিবি হাওয়া আলাইহাস সালাম ও জান্নাত তোমার জন্য হালাল করে দিলাম। এমনকি তোমার নেককার সন্তানদের জন্যও জান্নাত হালাল করে দিলাম।'

নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৃথিবীতে আগমন ঃ

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, বেদায়া-নেহায়া, তারিখুল খোলাফা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ আছে– হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও বিবি হাওয়া আলাইহাস্ সালাম এর জোড়ায় জোড়ায় সন্তান হতো। প্রতি প্রসবে এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করতো। এভাবে বিশ জোড়া অর্থাৎ ৪০ জন সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু যখন হযরত শিষ আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন তখন তিনি একা জন্মগ্রহণ করেন। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মুবারক হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত শিষ আলাইহিস সালাম এর মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে শিষ আলাইহিস সালাম একা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর পুত্র শিষ আলাইহিস সালাম-কে ওসিয়ত করেছিলেন যে, তিনি যেন ঐ নূরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বংশ পরম্পরায় যেন পবিত্র নর-নারীগণের মাধ্যমে ঐ নূর স্থানান্তর করা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম হযরত শিষ আলাইহিস সালাম-কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন– 'আমি জান্নাতের প্রতিটি দরজায় এবং হুর ও ফিরিশতাদের স্কন্ধদেশে আল্লাহ্র নামের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মোহরাঙ্কিত দেখেছি। সুতরাং তুমি যখনই আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে সাথে সাথে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামও উচ্চারণ করবে।"

উর্ধ্বতনদের নিকট হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ঃ

১। বর্ণিত আছে– আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে যখন সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁকে এই প্রার্থনা করার জন্য ইলহাম করলেন, "হে পরওয়ারদিগার! কেন তুমি আমার কুনীয়ত রেখেছো আবু মুহাম্মাদ-মুহাম্মাদ এর পিতা?" আল্লাহ্ বললেন, "আদম! শির উত্তোলন করো।" তিনি শির উত্তোলন করলেন এবং দেখলেন- আরশের পর্দার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মুবারক শোভামান। তিনি প্রার্থনা করলেন– "হে আল্লাহ্! এটা কিসের নূর?" বলা হলো– "এ নূর তোমার আওলাদের একজন নবীর নূর। তাঁর নাম আসমানে 'আহমাদ' এবং জমিনে 'মুহাম্মাদ'। তিনি না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না এবং আসমান-জমিনও সৃষ্টি করতাম না।"

"হযরত আদম আলাইহিস সালাম দেখতে পেলেন আরশের পায়ায়, জান্নাতের বালাখানায় ও কামরার প্রত্যেক স্থানে, হুরগণের কণ্ঠদেশে, তুবা নামক বৃক্ষের পত্রে, সিদরাতুল মুনতাহার পত্রে, পর্দাসমূহের প্রান্তে, ফিরিশতাগণের চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম অঙ্কিত রয়েছে। তা হলো– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্। হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ্! এই মুহাম্মাদ কে?" বলা হলো– "সে তোমার ঐ সন্তান, যে না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"– মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আমার দু'আ কুবল করো এবং তওবা কবুল করো। অতঃপর তাঁর তওবা ও দু'আ কবুল হয়।"– শেফা শরীফ

৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "হযরত আদম আলাইহিস সালাম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক আরশের উপর অঙ্কিত দেখতে পান এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে বললেন, "মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।"

৪। হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম এর নৈকট্য কামনা করলেন তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আওয়াজ হলো– 'হে আদম! আগে তুমি বিবি হাওয়ার মোহরানা আদায় করো।' হযরত আদম আলাইহিস সালাম তখন আল্লাহ্পাকের দরবারে এই বলে দু'আ করলেন– 'হে আল্লাহ্! আমি তাঁকে (হাওয়া আলাইহাস সালাম-কে) মোহর হিসাবে কি বস্তু প্রদান করবো?' বলা হলো– 'হে আদম আমার হাবীব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দশবার অন্য বর্ণনায় বিশবার দরূদ পেশ করো। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাই করলেন।"– কাছাছুল আম্বিয়া, নশরুত্যীব, সালাতুল আহযান

৫। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমি উর্ধ্বতন পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ ও আমার মাতার স্বপ্ন।"

ক) **'হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ'**। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"হে আমার প্রতিপালক! এবং ঐ জামা'আতের প্রতি এদের মধ্য হতেই একজন রসূলের অভ্যুদয় করো, যিনি ঐ লোক সকলকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।"– কুরআন (২ঃ১২৯)

খ) 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ'। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ

"(হযরত ঈসা আঃ) বললেন–) হে বনি ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি একজন রসূল। আমার পূর্বে যে তাওরাত আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্ন করছি ও একজন রসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ।"– কুরআন (৬১ঃ৬)

গ) 'আমার মাতার স্বপ্ন'। পহেলা রজব শুক্রবার রাতে নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নূর মায়ের রেহেমে স্থান লাভ করেন।– মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া। ইবনে ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিবি আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ রাত্রেই বিবি আমেনাকে স্বপ্নযোগে জানিয়ে দেয়া হয়– "তুমি এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানবকে ধারণ করেছো। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অধিকতর প্রশংসিত।"

৬। আহলে কিতাবগণ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কিরূপ জ্ঞান রাখতেন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

"তারা তাঁকে (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) এমনভাবে চিনে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে থাকে।"– কুরআন (২ঃ১৪৬)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম–হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ঃ

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতা আযর বা তারাখ। সে থেকে উর্ধতন পুরুষ শাম এবং শাম এর পিতা হলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বয়স যখন ৯০ বছর তখন পুণ্যময়ী তাঁর স্ত্রী হযরত হাজিরা আলাইহিস সালাম এর গর্ভে তাঁর সন্তান হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জন্ম লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর সন্তানদের থেকে একটি জাতি তৈরি করবেন এবং ভবিষ্যৎ বাণী তাদেরকে জানিয়ে ছিলেন। কালামেপাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرٰهِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ

"(স্মরণ করুন) যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন; অতঃপর তিনি সেগুলোকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে মানুষের ইমাম সাব্যস্তকারী। তিনি (হযরত ইব্রাহীম) বললেন, এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও। আল্লাহ্ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের ভাগ্যে জোটে না।"– কুরআন (২ঃ২১৪)

কুদরতে ইলাহী, মহান আল্লাহ্র বিচিত্র কৌশল, তাঁর লীলা কে বুঝতে পারে! তাঁর নির্দেশেই সায়্যিদিনা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম স্ত্রী হযরত হাজিরা আলাইহাস্ সালাম ও জ্যৈষ্ঠপুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে নিয়ে এসে মক্কায় রেখে যান। মক্কা ছিল শুষ্ক ও ঘাস পানিবিহীন পাহাড় বেষ্টিত স্থান। এখানে পানি, খাদ্য শস্য ও জীবন যাপনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর এমন কিছু ছিল না যা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। বস্তুতঃ এ সফর ছিল পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত মূর্তিপূজা, শিরকী-কুফরী ও পাপপঙ্কিল থেকে হিযরত। এটা এমন এক কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য করা হচ্ছিল যেখানে মা'বুদে বরহক আল্লাহ্র ইবাদত করা হবে। এ কেন্দ্র হিদায়াতের একটি আলোকোজ্জ্বল মিনার, মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল এবং নির্ভেজাল দ্বীনের দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু। মা ও ছেলে নিয়ে গঠিত এ পবিত্র ক্ষুদ্র বরকতময় খান্দানের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা একটি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছেন যা পবিত্র যমযম নামে পরিচিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা এতে প্রচুর বরকত দান করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম একটু বড় হলেন, দৌড়াদৌড়ি করছেন। এ সময়ে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে নির্দেশ পেলেন 'প্রিয় বস্তু কুরবানী কর'। আল্লাহ্ প্রেমের উপর তাঁর ভালোবাসাকে কুরবানী দিতে চাইলেন এবং হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে যবেহ্ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সৌভাগ্যবান পুত্র আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে ও প্রশান্তির সঙ্গে এর জন্য তৈরি হলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা 'যিবহিন আজীম'-কে এর ফিদয়া হিসাবে কবুল করলেন এবং পুত্র ইসমাঈল-কে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখেন যাতে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'র ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় পিতাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন

সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বোচ্চ পিতামহ, অধিকন্তু এই মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। এ উম্মাহ্‌র উপর দাওয়াত ইলাল্লাহ্ ও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ্‌র দায়িত্ব কিয়ামত পর্যন্ত সোপর্দ করা হয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে পবিত্র মক্কায় আসা-যাওয়া করতেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা হুকুম করলেন, পিতা-পুত্র মিলে আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ কাজ শুরু করতে। অতঃপর কাজ শুরু করার সময় তাঁদের দু'আ ছিল– "আল্লাহ্ তা'য়ালা এই ঘরকে কবুল করুন, এতে বরকত দিন এবং তাঁরা দু'জনই যেন ইসলামের উপর বাঁচেন ও মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের বংশধরগণ এই সম্পদ ও উত্তরাধিকার যেন লাভ করেন। তাঁরা এই দাওয়াতের কেবল হিফাযতই করবে না, বরং প্রতিটি বদ, প্রতিটি কুদৃষ্টি, এ পথের প্রতিটি কাঁটা ও প্রতিটি কংকর থেকে একে সযত্নে দূরে রাখবে। শুধু তাই নয়, এ দুনিয়াতে এর পতাকাবাহী হিসেবে থাকবে, একে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দিবে, এ পথে কোন কুরবানী দিতেই সে পিছপা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দাওয়াত গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।"

তাঁরা আরও দু'আ করেন– "আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন তাঁদের বংশধরদের মাঝে এমন একজন নবীর আবির্ভাব ঘটান যিনি তাঁর সর্বোচ্চ পিতামহ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দাওয়াতকে নতুনভাবে জীবন দান করবেন এবং এ কাজের পূর্ণতা দান করবেন যা তাঁরা শুরু করেছেন।"– কুরআন (২ঃ১২৭-১২৯)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আরও দু'আ করেছিলেন যে, এ ঘর সব সময় যেন শান্তি ও নিরাপত্তার দোলনা হতে পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মূর্তিপূজা থেকে যেন নিরাপদ রাখেন, যার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতো বেশি আর কোন কিছুতে ছিল না এবং যা থেকে বড় বিপদ স্বীয় ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আর কিছুকেই তিনি মনে করতেন না।

তিনি (হযরত ইব্রাহীম আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট আরও দু'আ করেন যে, তাঁদের বংশধরদের জনপ্রিয়তা, চিত্তাকর্ষণ, গ্রহণযোগ্যতা, খ্যাতি, সৃষ্টিকুলের আশ্রয়স্থল ও ধরাতলের কেন্দ্র হওয়ার যেন সৌভাগ্য লাভ ঘটে। মানুষের অন্তর যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারা যেন পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে এসে তাঁদের ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁদেরকে পেশ করে, প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ (রিযিক) এমনিতেই সকল দিক থেকে যেন তাঁদের কাছে পৌঁছাতে থাকে, সর্বপ্রকার ফলমূল, চেষ্টা-সাধনার সর্বোত্তম ফসল, উপকারিতা ও কল্যাণ লাভ যেন তাঁদের সৌভাগ্যে জোটে। (কুরআন- ১৪ঃ৩৫-৩৭)

দু'জনের দু'আর ফসল, আজ পবিত্র মক্কা সমুজ্জ্বল আর আগমন করেছেন নবীয়ে রহমত সাইয়্যিদুল মুরসালিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পবিত্র স্থানে। আবাদ থাকবে এ ভূমি চিরকাল। বিশ্ব মুসলিমের কিবলা হয়ে থাকবে এ মক্কা মুয়াজ্জামা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের পূর্বাভাস ঃ

কুরআন শরীফ নাজিলের পূর্বে প্রত্যেকটি আসমানী কিতাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাওরাত ও ইন্‌জিল এর পন্ডিত ইহুদী ও নাসারাগণ বলাবলি করতেন যে, নবী আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সূর্য উদয়ের পূর্বে যেমন পূর্বাকাশ আলোকময় হয়, তার উদিত হওয়ার সুসংবাদ ঘোষণা করে, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের অনেক আগ থেকেই নানা ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই তাঁর শুভাগমনের ইঙ্গিত বহন করেছে।

কুরআন শরীফে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের ইঙ্গিত ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

"আর নিশ্চয়ই তাঁর (হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা ও গুণাবলীর) বর্ণনা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহে রয়েছে।"– কুরআন (২৬ঃ১৯৬)

২। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِي ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ

"হে বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কছে প্রেরিত একজন রসূল। আমার পূর্বে যে তাওরাত আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্ন করছি ও একজন রসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ।"– কুরআন (৬১ঃ৬)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي
ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ ۖ

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জিল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়।"– কুরআন (৭ঃ১৫৭)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন পরিস্ফুটিত থাকবে; তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইন্‌জিলেও এরূপই।"– কুরআন (৪৮ঃ২৯)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ
قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

"(স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত পয়গম্বরগণ হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, আমি আপনাদেরকে যা কিছু কিতাব ও হিকমত দান করবো এবং অতঃপর আপনাদের নিকট সেই পয়গম্বর আগমন করেন, যিনি সেই কিতাবসমূহের সত্যায়ন করেন, যা আপনার নিকট হবে, আপনারা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবেন এবং অবশ্যই তাঁর সহায়তা করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– আপনারা কি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন? এবং একে আমার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে কবুল করছেন? তখন তাঁরা সকলে বললেন– নিঃসন্দেহে আমরা তা স্বীকার করছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– এখন আপনারা সকলে এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের উপর সাক্ষী থাকেন এবং আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষীদের দলভুক্ত রইলাম।"– কুরআন (৩ঃ৮১)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

"যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থ (তাওরাত) এর সমর্থনকারী কিতাব (কুরআন) পৌঁছলো, অথচ ইতিপূর্বে তারা কাফিরদের (আরব পৌত্তলিকদের) কাছে বর্ণনাও করতো, কিন্তু যখন তাদের জানা-চেনা বস্তু অর্থাৎ কুরআন তাদের কাছে পৌঁছলো তখন তারা তা অমান্য করে বসলো। সুতরাং তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক।"– কুরআন (২ঃ৮৯)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهِيْمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

"মিল্লাতে ইব্রাহিমী (ইসলাম) হতে শুধু সে ব্যক্তি বিমুখ থাকতে পারে, যে স্বভাবগতভাবেই নির্বোধ।"– কুরআন (২ঃ১৩০)

হযরত ইরবাস ইবনে সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে লক্ষ্য করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আল্লাহ্‌র কাছে আমি যখন নবী, আদম আলাইহিস সালাম তখনও মাটিতে লুপ্ত অর্থাৎ তখনও তিনি সৃষ্টি হননি। তারপর বলেন– আমার প্রকাশের সূচনা কোথা হতে তা শোন। পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ, আমার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ ও আমার সম্পর্কে আমার মাতা হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বপ্ন।

৮। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ ঃ

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত হাজেরা আলাইহিস সালাম ও পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে মক্কার পাহাড়ের পাদদেশে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় রেখে আসার সময় আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দু'আ করেছিলেন–

رَبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ إِلَيْهِمْ

"হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানকে এই কৃষি অনুপযোগী (তরুলতাবিহীন) উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের নিকট রেখে এলাম। হে আমার প্রতিপালক! তা এজন্য করলাম, যেন তারা নামায কায়েম করে। তাই আপনি মানুষের অন্তরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে দিন, যেন তারা এদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।"– কুরআন (১৪ঃ৩৭)

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম দু'জন মিলে পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণের কাজ শেষ করার পর হারাম শরীফ ও সে স্থানের বাসিন্দাদের জন্য দু'আ করেন। আর তারা দু'জনে মিলে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে দু'আ করেন– ' হে প্রভু! আমাদের বংশধর থেকে একজন নবী এ স্থানে প্রেরণ করুন।'

৯। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"হে আমার প্রতিপালক! এবং ঐ জামা'আতের প্রতি এদের মধ্য হতেই একজন রসূলের অভ্যুদয় করুন, যিনি ঐ লোক সকলকে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।"– কুরআন (২ঃ১২৯)

হাদীস শরীফে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের ইঙ্গিত ঃ

১। হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার ব্যাপারে প্রথম পূর্বাভাস কি ছিল? উত্তরে নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَمَارَأَتْ أُمِّيْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

"সেই স্বপ্ন আমার আম্মা দেখতে পান, এক নূর তাঁর শরীর থেকে বের হয়ে শামদেশের প্রাসাদগুলো উদ্ভাসিত করে দিল।"

এতে ইঙ্গিতই ছিল যে, তাঁর গর্ভের সন্তানের মাধ্যমে যে ধর্ম প্রচারিত হবে তা দূরদেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। তাইতো বলেছেন– পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ এবং মায়ের স্বপ্নই ছিল আমার ব্যাপারে পূর্বাভাস।

২। হযরত ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি বললাম- ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার শুভাগমনের সূচনা কি ছিল? উত্তরে নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى وَرَأَتْ أُمِّيْ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ.

"আমার শুভাগমনের সূচনা আমার পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ আর আমার মা দেখেছিলেন যে, তাঁর ভিতর থেকে এমন একটি আলো (নূর) বের হচ্ছে, যার ফলে শামের রাজপ্রসাদগুলো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।" মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক অন্যান্য সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩। হযরত ইমাম আহমদ (রঃ) ইরবাজ ইবনে সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইরবাজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَالِكَ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسَى بِيْ وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِيْ رَأَتْ وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, সর্বশেষ নবী। অথচ আদম তখন তাঁর কাদা-মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন। আর আমি তোমাদেরকে এর সূচনা সম্পর্কে অবহিত করবো। এটি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর দু'আ, আমার ব্যাপারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ এবং আমার মায়ের দেখা স্বপ্ন। তদ্রূপ মু'মিনদের মাতাগণেরও।"

৪। হযরত ইমাম আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, মায়সারা আল-ফাজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কখন থেকে নবী ছিলেন? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ

"আদম যখন রূহ আর দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় (আমি তখনও নবী)।"

৫। হযরত উমর ইবনে আহমদ শাহীন 'দালায়িলুন্নুবুয়্যাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার জন্য নবুয়ত সাব্যস্ত হয় কখন? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ

"আদম এর সৃষ্টি এবং তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার সময়ও আমি নবী।"

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কলেছেন–

وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَتِهِ

"আদম তখন তাঁর সৃষ্টির উপাদান কাদা-মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন।"

৭। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতে কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়–

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ

"এবং হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এবং আপনার নিকট থেকে এবং নূহ ....।"– কুরআন (৩৩ঃ৭)

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন–

كُنْتُ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ

"সৃষ্টির দিক থেকে আমি সর্বপ্রথম নবী আর আবির্ভাবের দিক থেকে সকলের শেষ নবী।"

৮। ইহুদী ধর্মে অভিজ্ঞ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– "তাওরাতে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী লিখিত আছে এবং এ কথাও লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে তাঁর কবরের পার্শ্বে দাফন করা হবে।"

তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবদ্বয়ের মধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী এবং তাঁর শুভাগমনের ভবিষ্যৎ বাণী স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিজ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে একথা জানতে পেরেছিল।

বর্ণনা মতে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরাই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের কথা জানতেন। তাঁর আবির্ভাবের সময় পৃথিবীতে হিন্দু, পার্সী (অগ্নি উপাসক), বৌদ্ধ, ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ-পুরাণে, পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ যিন্দাবেঁস্তায় এবং বৌদ্ধদের ধর্ম গ্রন্থ দিঘানিকায়ায়ও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

এক নজরে পৃথিবী

আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হলো "ইসলাম" ঃ

পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর সময় হতেই আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট মনোনীত দ্বীন হলো 'ইসলাম'। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে অগণিত অসংখ্য নবী-রসূল এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যেমন– হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম প্রমুখ। সকল নবীগণের একই দ্বীন, তা হলো 'ইসলাম'। আর সকলেই মানব জাতিকে এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেছেন। সর্বশেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই ইসলাম সর্বাধুনিক, সুনিপুণ, পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সত্য ধর্ম (জীবন-বিধান) বলে মনোনীত করে দিলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে ভূপৃষ্ঠে অধিকাংশ নবী-রসূলের আগমন হয়েছে। পূর্বে ইরান থেকে শুরু করে পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, আরব উপদ্বীপ ও তুরস্ক ইত্যাদি পর্যন্ত এ অঞ্চলের আওতাভুক্ত। এ এলাকাই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূল কেন্দ্র। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন এ সকল মৌলিক আবিষ্কারগুলো এখান থেকেই শুরু হয়েছে। ইতিহাস শাস্ত্রে এসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য, জনবসতি, মানুষের জীবন যাত্রা তথা সকল বিষয়ই সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে। সভ্যতার প্রাচীন নিবাস হলো আরব উপদ্বীপ। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

এর পুত্র শাম এর বংশধরগণ বিশাল বিস্তৃত এলাকার জনগোষ্ঠী। এ উন্নতশীল মানুষগুলো পর্যায়ক্রমে উচ্চ থেকে নিচে নেমে গেল, আলো থেকে অন্ধকারে চলে গেল, সত্য ছেড়ে মিথ্যা গ্রহণ করলো; মোট কথা হিদায়াতের পথ বর্জন করে শিরকী, কুফরী, মূর্তিপূজা ও শক্তি পূজা ইত্যাদির দিকে এগিয়ে গেল, বলতে কি এ পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সেসব সত্য ধর্মের অবস্থান যা আপন আপন যুগে মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানোর জন্য আবির্ভূত হয়েছিল, যে সব দেশ সুসভ্য হিসেবে পরিচিত ছিল, যে সব দেশে নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল, সেখানেই এ সকল বিষয়ের অবয়ব ও আকৃতি একেবারেই বিকৃত হলো। সেসব ধর্ম আপন মৌল সত্ত্বা, মূল্য ও মর্যাদা, শক্তি ও কল্যাণকামিতা হারিয়ে বসেছিল।

প্রিয় পাঠক! এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি দেশের আলোচনা করছি–

(১) প্রাচ্যের রোমক (বায়যানটাইন সাম্রাজ্য) ঃ

প্রাচ্যের রোমক (বায়যানটাইন) সাম্রাজ্যের লোকজন ধর্মভীরু-ধর্ম পরায়ন ছিল। ধর্মের ঝোঁক তাদের মন-মস্তিষ্কে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ঠ হয়েছিল। সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের প্রচ্ছন্ন প্রিয়তার ছাপ লেগেছিল। তারাই আবার এর বিপরীতে চলতে শুরু করে। সবসময়ই তাদের ভাবনা হয়ে গেল– যে কোন উপায়ে হোক সম্পদ অর্জন করা, আরাম আয়েশ ও বিলাসী জীবন যাপন করা, ক্রীড়া-কৌতুক ও চিত্তনিবেদনের মাঝে জীবন অতিবাহিত করা।

(২) ইরান ঃ

খ্রীষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ইরানের অবস্থা অতিশয় খারাপ ছিল। গোটাদেশ রাজা-বাদশার দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজমুকুট ও শাহী তখতের মালিক হতো। দেশের সমস্ত সম্পদ ও আয়-আমদানির উপায় উপকরণ বা মাধ্যমসমূহকে ঐ সব রাজা-বাদশাহর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মনে করা হতো। সম্পদ মজুদকরণ, উপহার-উপঢৌকন ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী জড়ো করার পাগলামি, জীবন মানের সমুন্নতি, নিত্যনতুন জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও মোহ, জীবনকে ভোগ করা, খেলাধুলা ও ভোগ-বিলাসের প্রতি আগ্রহ, ধনী হবার ও দুনিয়ার মজা লুটবার প্রতিযোগিতায় তারা মত্ত হয়েছিল।

(৩) জাযীরাতুল আরব ঃ

প্রাচীনকালে 'জাযীরাতুল আরব' এর লোকেরা দ্বীনে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর ধারক বাহক ছিল এবং তাদের ভূ-খণ্ডেই আল্লাহর্ সর্বপ্রথম ঘর নির্মিত হয়। কিন্তু নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে কালের দূরত্ব এবং আরব উপদ্বীপে বৃত্তাবদ্ধ হবার কারণে তারা খুবই নিম্নস্তরের পৌত্তলিকতার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল যাদের দৃষ্টান্ত

ভারতবর্ষের মূর্তিপূজক ও মুশরিক ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যেত না। তারা শিরক ও মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিল এবং এক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে বহু উপাস্য দেবতায় তারা বিশ্বাস করত। এ সব স্বনির্মিত উপাস্য দেবতা গোটা সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক, কল্যাণ-অকল্যাণ ও লাভ-ক্ষতির মালিক এবং কাউকে জীবিত রাখার বা মারার ব্যক্তিগত ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করতো। গোটা আরব জাতিগোষ্ঠী পৌত্তলিকতার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি গোত্র ও প্রতিটি এলাকার পৃথক উপাস্য দেবতা ছিল। যদি বলা হয় যে, আরবের প্রতিটি ঘরই একেকটি পুতুল ঘরে পরিণত হয়েছিল তবে তা বললেও অত্যুক্তি হবে না।

স্বয়ং কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে ও এর প্রাঙ্গণে, যে ঘর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর জন্যই নির্মাণ করেছিলেন সেখানে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থান পেয়েছিল। এমন কি তারা ফিরিশতা, জ্বিন ও তারকারাজীকেও উপাস্য বলে মনে করতো।

প্রাচীনকালে গণিতশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে, চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রে ভারতবর্ষ পৃথিবী জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের সাধারণ অভিমত এই যে, এর ধর্মীয়, নৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক দিকের অন্ধকারতম ও নিকৃষ্টতম যুগ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে শুরু হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তাদের উপাসনাগৃহ অবধি মুক্ত ছিল না এবং এসব কর্মে কোন দোষ আছে বলে তারা মনে করত না। নারীর কোন মূল্য, ইজ্জত-সম্মান ও সতীত্ব-সম্ভ্রম অবশিষ্ট ছিল না। জুয়া খেলায় স্বামী তার স্ত্রীকে অবধি বাজি ধরত ও হেরে গেলে স্ত্রী বিজয়ীকে দিয়ে দিত। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে জীবন্মৃত অবস্থায় কাল কাটাতে হতো। সে না আর বিয়ে করতে পারতো আর না তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবার প্রথা উচ্চ ও সচ্চল পরিবারগুলোতে প্রচলিত ছিল।

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় ও অরাজকতা ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবকালে সমগ্র মানবতা আত্মহত্যার পথে ছিল দ্রুতবেগে ধাবমান। মানুষ তার খালিক ও মালিককে ভুলে গিয়েছিল এবং নিজেকে, নিজের ভবিষ্যত ও পরিণতিকে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। তার ভেতর ভাল-মন্দ ও উত্তম-অধমের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতাও আর অবশিষ্ট ছিল না। মনে হচ্ছিল, মানুষের দিল ও দেমাগ তথা মন-মস্তিষ্ক কোন কিছুর গভীরে হারিয়ে গেছে। তাদের দ্বীন ও আখিরাতের দিকে মাথা তুলে চাওয়ারও বুঝি ফুরসৎ নেই! আত্মা ও হৃদয়-মনের খোরাক, পারলৌকিক কল্যাণ, মানবতার সেবা ও অবস্থার সংস্কার-সংশোধনের জন্য তাদের একটি মুহূর্তও বুঝি অবকাশ নেই।

সমগ্র বিশ্বজুড়েই নীতিবান কোন নেতা ছিল না, আল্লাহ্‌র কালাম বিকৃত করা হয়েছিল, নবীদের সঠিক শিক্ষার অস্তিত্ব ছিল না, নৈতিক শিক্ষা ও কর্মপন্থা অত্যন্ত অপ্রতুল হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না, তাঁর ইবাদত করে,

মানবতার জন্য দরদ ছিল বলতে গেলে এ রকম লোক পাওয়াই যেত না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে ওদেরকে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।"– কুরআন (৩৩ঃ৪১)

সমগ্র মানব জাতি যখন নির্যাতন, নিপীড়ন, অন্যায়, নির্মমতা, পাপ আর কুসংস্কার থেকে মুক্তির জন্য আর্তনাদ করছিল, মানবতা যখন নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, ঠিক সে সময়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাঠালেন মানব জাতিকে উদ্ধার করার জন্য, মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۙ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

"আলিফ-লাম-রা। একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকাররাশি থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন, তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে–তাঁরই পথের দিকে, যিনি মহাসম্মানিত, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।"– কুরআন (১৪ঃ১)

আরব তথা আল-জাজিরাতুল আরব দেশ ঃ

'আরব' বা 'আরাব' অর্থ- পরিচ্ছন্ন ভাষা, মার্জিত বর্ণনা বিন্যাস। আরবগণ অন্যান্য ভাষাকে নিকৃষ্ট জানতো, তাই নিজেদেরকে আরব ও বিশ্বের অন্যদেরকে আযম বলে ডাকতো। কেউ বলেন– 'আরব' মূলে ছিল 'আরবাতুন', এর অর্থ হলো- মরুভূমি, তৃণহীন উষর ভূমি, প্রশস্ত মাঠ ও বিশুদ্ধ অঞ্চল। আরব দেশের বৃহদাংশই মরুময় ও তৃণহীন উষর অঞ্চল। এ কারণে গোটা দেশকেই 'আরব' বলা হয়।

১। আরব এর সীমারেখা ঃ

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ আরব ভূ–খন্ড। এ স্থানটি জাজিরাতুল আরব নামেও সুপরিচিত ছিল। ভূ-খন্ডটির তিন দিকে পানি এবং একদিকে মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত। উত্তরে- সিরিয়া মরুভূমি, দক্ষিণে- ভারত মহাসাগর, পূর্বে- পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে- লোহিত সাগর। আরব ভূমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মূলতঃ এটা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। এর আয়তন ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল। বিভিন্ন স্থানে মাথা উঁচু করে আছে পাহাড়-পবর্ত। এক-তৃতীয়াংশ বালুকাময় মরুভূমি, দিবাভাগে সূর্যের প্রখর উত্তাপ, রাত্রিকালে দুঃসহ শীতের আবির্ভাব হয়ে থাকে।

২। আবহাওয়া ও ফল-ফসল ঃ

মরুভূমি, পর্বতমালা, শ্বেত ও লোহিত বালুকণাপূর্ণ আরবদেশ। সাধারণতঃ আরব ভূমির আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও গরম। মাঝে মধ্যে 'লু' হাওয়া প্রবাহিত হয়, বৃষ্টিপাত খুবই কম। হিজাজ, নজ্‌দ, ইয়ামেন ইত্যাদি কিছু অঞ্চলে উর্বর তৃণভূমি রয়েছে। আবহাওয়া ছাড়াও জমির লবনাক্ততার ফলে পর্যাপ্ত ফসল ফলে না। বিভিন্ন স্থানে খেজুরের ফলন হয়, এটাই বিশেষ খাদ্য। ওমান, ইয়ামেন এবং সুশীতল তায়েফে কফি ও গম ফলে, কোথাও কোথাও আঙ্গুর, ডালিম, আপেল, কমলালেবু, তরমুজ প্রভৃতির চাষ হয়। মদীনা মুনাওয়ারা ও এর আশপাশে মূল্যবান খেজুর ফলে। উট আরবদের সর্বাধিক প্রিয় গৃহপালিত পশু। আরবের অশ্ব ভূবন বিখ্যাত। দুম্বা ও ছাগল-ভেড়া পালন করে এক শ্রেণির মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

শেষ নবীর আগমণ আরবে কেন?

সুধী পাঠক! পৃথিবীর মানচিত্র দেখুন। ভৌগলিক হিসাবে আরবদেশ, বিশেষতঃ পবিত্র মক্কা নগরী মোটামুটিভাবে ভূ-মন্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রে এটাও নির্দেশ করে, আরবদেশ হতে যত সহজে ও অল্প সময়ে জল ও স্থল পথে পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগমন করা যায় অন্য কোন দেশ থেকে তা সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাপী যে নবীর কর্মক্ষেত্র, সারা বিশ্ববাসী যে নবীর উম্মত, এ পৃথিবীর সকল মানব ও জিন্ন যার শ্রোতা, তাঁর মঞ্চটা এ পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু আরবদেশ তথা মক্কা নগরীতেই হওয়া যথাযথ। তাই তাঁর শুভাগমন হলো মক্কা মুয়াজ্জামায় আরব দেশে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পূর্বক্ষণ ঃ

হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পূর্বক্ষণে এ পৃথিবীর মানুষের অবস্থা কেমন ছিল, তাদের অবস্থানই বা কোথায় ছিল, আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন শরীফে এ রকম কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا

"তোমরা জলন্ত অগ্নিকুন্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তসীমায় ছিলে। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ (তাঁর নবীকে পাঠিয়ে) তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন।"– কুরআন (৩ঃ১০৩)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ف
لَا تَعْلَمُهُمْ ، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ، سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ع

"এবং তোমাদের আশপাশের কিছুসংখ্যক মরুবাসী মুনাফিক এবং কিছুসংখ্যক মদীনাবাসী; তাদের স্বভাবই হয়ে গেছে মুনাফিকী। আপনি তাদেরকে জানেন না, আমি

তাদেরকে জানি। অতি সত্বর আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দেবো। অতঃপর মহাশাস্তির দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন হবে।"– কুরআন (৯ঃ০১০১)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"মরুবাসীগণ কুফর ও মুনাফিকীর মধ্যে কঠোরতর এবং এরই উপযোগী যে, আল্লাহ্ যেই নির্দেশ আপন রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেন তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে এবং আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।"– কুরআন (৯ঃ৯৭)

(১) আইয়্যামে জাহিলিয়াত ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পূর্বক্ষণে পৃথিবী অজ্ঞতা, বর্বরতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছাদিত ছিল। সে যুগকে আইয়ামে জাহিলিয়াত-অন্ধকার যুগ বলা হয়। অন্যায়-অবিচার, অনাচার-ব্যভিচার, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাবি, বঞ্চনা-প্রতারণা ইত্যাদিতে দুনিয়ার প্রত্যেকটি সমাজ ও জাতি জর্জরিত ছিল। নীতির নামে দুর্নীতি, শাসনের নামে শোষণ ও নির্যাতন, ধর্মের নামে অধর্মেরই রাজত্ব চলছিল সর্বত্র। মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ।

(২) আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র শাসন ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল ভিত্তি। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। পানির নহর, তৃণভূমি, গবাদিপশুকে উপলক্ষ করে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতো। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত ছিল তাদের জীবনের সাধারণ ব্যাপার। কোন কোন যুদ্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বংশানুক্রমে অব্যাহত থাকতো। এক গোত্র অপর গোত্রের ধন-সম্পদ, গৃহপালিত পশু, এমনকি স্ত্রী-কন্যাদেরকে পর্যন্ত লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো। চুরি করার ক্ষেত্রে আপন-পর বলে কোন পার্থক্য করা হতো না। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি প্রতিবেশীর ঘরেও চুরি করতো। দুর্বৃত্তরাই সম্মানী ও নেতা হতো।

(৩) আরবের সামাজিক অবস্থা ঃ

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের সামাজিক জীবন পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান ও নিন্দনীয় কার্যকলাপে কলুষিত ছিল। কন্যা সন্তান জীবন্তই কবর দিতো। বিবাহ বন্ধন খুবই কম ছিল। পশুর মতো নারী-পুরুষ মেলা-মেশা করতো। একই সময় নারী বিভিন্ন পুরুষদের বিবাহ করতো, দাস প্রথা প্রচলিত ছিল।

জিনা-ব্যভিচারী, অশ্লীল কাব্য রচনা, সুরা পান ইত্যাদি তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছিল।

(৪) আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। মরুবাসীদের লুটতরাজ ও পশুচারণই ছিল জীবিকার একমাত্র উপায়। শহরবাসীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করতো। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমেও তারা বহু অর্থ উপার্জন করতো।

(৫) আরবের ধর্মীয় অবস্থা ঃ

অজ্ঞতার যুগে আরবে বিশেষভাবে চার শ্রেণির ধর্মাবলম্বী লোক ছিল। যথা- ইহুদী, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও হানিফ। এমনকি মরুবাসী দুর্ধর্ষ বেদুঈনদের কোন বিশেষ ধরনের ধর্ম বিশ্বাস ছিল না। প্রকৃতি পূজা, মূর্তিপূজা, পুরোহিত পূজা, চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রের পূজা, ভূত-প্রেত ও পাথর প্রভৃতির পূজাই ছিল তাদের ধর্ম। কা'বা শরীফের মধ্যেই স্থান পেয়েছিল ৩৬০টি মূর্তি। সে সময়কার লাত, মানাত, উজ্জা ইত্যাদি মূর্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহুদী সম্প্রদায় হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর অনুসারীর দাবীদার ছিলো।

দ্বীনে ইব্রাহিমীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন হানিফ সম্প্রদায়। তারা মূর্তি পূজার পরিবর্তে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদাজান হযরত আবদুল মুত্তালিব, হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদাজানের দায়িত্বে ছিল কা'বা শরীফের চাবি। তবে আরবদের বীরত্ব, কাব্যের প্রতিযোগিতা, শৌর্য, আতিথিয়তা, দানশীলতা, সততা ইত্যাদি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঃ

অজ্ঞতার যুগের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা পাপ-পঙ্কিল সমাজ ব্যবস্থা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় মতবাদ, অভিশপ্ত প্রথা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি চরম অবক্ষয়ের দুর্বিষহ দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত মানব গোষ্ঠীর আর্তনাদে দয়া পরবশ হয়ে বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ বিশ্বজগতের শান্তি ও করুণার জীবন্ত আদর্শরূপে পাঠালেন রহমাতুল্লিল আলামীন, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে। তাঁর পরশ পাথররূপ সংস্পর্শে শিক্ষা-দীক্ষা ও রূহানী ফায়েজের বরকতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কুফরী, শিরকী, অজ্ঞানতা, নিরক্ষরতা, পাশবিকতা, আত্মকলহ, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচার, অশান্তি, অন্তর্হিত হয়ে গেল। পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ জান্নাতী আবহ নেমে আসলো। হিদায়াতের হাউজে কাওসার প্রবাহিত হলো। তৃষ্ণাতুর ধার্মিকের তৃষ্ণা মিটে গেল ও জগতবাসী ধন্য হলো।

আহলে আরবের মু'মিনদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ
وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ۔ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ○ وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ
بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۔ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"এবং কিছু সংখ্যক গ্রাম্য (আরবী) লোক হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে এবং যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ্র নৈকট্যসমূহ এবং রসূলের নিকট দু'আ সমূহ লাভ করার উপায় মনে করে। হ্যাঁ, তা তাদের জন্য (আল্লাহ্র) সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ অতি সত্বর তাদেরকে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট; এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নহর-নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।"– কুরআন (৯ঃ৯৯-১০০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরশে ধন্য হলেন– হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওসমান জিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আজ অশান্ত পৃথিবী তাঁদের শূন্যতা অনুভব করছে। তাঁদের শাসন ব্যবস্থা যদি আবার আগমন হতো, এ পৃথিবী আবার সুখ-শান্তিতে ভরে যেতো। হে নবীর সাথীগণ! আপনাদেরকে স্মরণ করছি, আপনাদেরকে জানাই হাজার হাজার সালাম।

প্রিয় নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদা-দাদী ঃ

কস্তুরীর সুগন্ধিধারী ও ললাটে নূরে মুহাম্মাদীর অধিকারী হযরত আবদুল মুত্তালিব হলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদাজান। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষগণের চেহারা রওশন থাকতো, এরূপ অপূর্ব দীপ্তি অন্য কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হতো না, তাঁরা হতেন সর্বত্র সম্মানিত ও সমাদৃত। বর্ণনায় রয়েছে, যাঁরা তাঁর নূর মুবারক লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁরা সকলেই শির্ক বিমুক্ত ছিলেন।– আল-শেফা শরীফ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর যখন তাঁর দাদার প্রতি স্থানান্তরিত হয় তখন তিনি একদিন আল-হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলেন। জাগ্রত হয়ে দেখেন, তাঁর গায়ে তৈল, চোখে সুরমা ও অত্যন্ত মনোরম একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন। অবহিত হয়ে হযরত আবদুল মুত্তালিবের পিতা তাঁকে জ্যোতিষের কাছে নিয়ে যান। জ্যোতিষ বললো, ছেলেটির বিবাহের সময় হয়েছে। অতঃপর কায়লা নামীয় মহিলার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তার ইন্তিকালের পরে হিন্দা-কে বিবাহ করেন।

একদিন তিনি আল-হাতীমে ঘুমিয়ে আছেন, তখন একটি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন বিশারদগণ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন– তোমার পৃষ্ঠদেশ হতে অচিরেই এমন এক মহান ব্যক্তির আবির্ভাব হবেন যাঁর দ্বারা ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের অধিবাসীরা স্বস্তি লাভ করবে। তিনি হবেন মানব জাতির শান্তির এক দূত। অতঃপর হযরত আবদুল মুত্তালিব মাখযুম গোত্রের 'ফাতিমা' নামীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভেই জন্ম লাভ করেন 'হযরত আবদুল্লাহ্'।– আখলাকুন্ নবী

যম্‌যম্ কূপের পুনরুদ্ধার ঃ

পবিত্র যম্‌যম্ কূপ মহান আল্লাহ্‌র অনন্ত রহস্য ভান্ডারের এক মহান নিদর্শন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে সাইয়্যেদিনা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর জন্য তিনি তা প্রকাশ করেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন জোরহীম কবিলার প্রতি। খানায়ে কা'বার তত্ত্বাবধায়ন ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। কালক্রমে তারা খানায়ে কা'বার সম্মানের কথা ভুলে যান। তখন তাদের সর্দার ছিলেন 'মিজাজ'। তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে সতর্ক করলেন; কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সরে পড়ার মনস্থ করেন। যাওয়ার সময় রাত্রিবেলা শুষ্ক যম্‌যম্ কূপটি খনন করে তার মধ্যে দুটি স্বর্ণের হরিণী, বহুমূল্যবান তলোয়ার, বর্ম ও বিভিন্ন জিনিস পুঁতে রাখেন। অনতিকাল পরে খোজায়া সম্প্রদায় আক্রমণ করে জোরহীম সম্প্রদায়কে হেরেম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। সে হতে আবদুল মুত্তালিবের সময় পর্যন্ত আনুমানিক পাঁচশত বছর কূপটি অজ্ঞাত থাকে।

সৃষ্টির সেরা খোশ-আমদেদ, সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, শ্রেষ্ঠ দুলাল, প্রতীক্ষিত নূর ধরণীর ধূলায় পদার্পন করবেন। তিনি আসবেন, আসবেন মিল্লাতে ইব্রাহিমী পুনর্জীবিত করতে। সেই নবাগত অতিথির জন্য কুদরতী মহিমা চাপা পড়া নিয়ামতপূর্ণ স্বচ্ছ শীতল আবে যম্‌যম্ ধারায় চাই পুনরুদ্ধার, জনশূন্য মরুবক্ষে যা তিনি পান করবেন হযরত ইসমাঈল যবিহুল্লাহ্‌র মতো, আরও রেখে যাবেন আপন উম্মতের জন্য যুগে যুগে অফুরন্ত সেই নিয়ামত "শারাবান তহুরা-আবে যম্‌যম্"।

এক রাত্রিতে কা'বা শরীফের আঙ্গিনায় শায়িত অবস্থায় আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখেন– একজন লোক তাঁকে প্রথম রাত্রে তাইবা, দ্বিতীয় রাত্রে বাররা এবং তৃতীয় রাত্রে মজনুনা খনন করতে আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যান। ঐগুলো কি জানতে চাইলে কোন উত্তর মিলতো না। এ তিনটি যম্‌যম্ কূপের নাম– তাইবা-পাক, বাররা-নেক, মজনুনা-সংরক্ষিত।

চতুর্থ রাত্রে পুনঃ ঐ ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন এবং যম্‌যম্ কূপ খননের আদেশ দিলেন। আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেন– 'তা কি?' উত্তর হলো– 'যার পানি নিঃশেষ হয় না, যার তলদেশ পাওয়া যায় না, যা হাজীগণকে পানি সরবরাহ্ করে ...।'

আবদুল মুত্তালিব স্বপ্নে নির্দেশিত স্থানে খনন কাজ আরম্ভ করলে কূপটির সামান্য চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এ সময় কুরাঈশগণ দাবী করলো এখানে তাদেরও হক আছে। এ নিয়ে পরিস্থিতি অতি জটিল হলো। শেষে স্থির হলো, সিরিয়ার বিখ্যাত দৈবজ্ঞ স্ত্রী লোকটি এর মীমাংসা করবে। কুরাইশদের একটি কাফেলা এ উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পথিমধ্যে জনশূন্য প্রান্তরে কাফেলার পানি নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন অন্যদিকে যাওয়ার মানসে আবদুল মুত্তালিবের উষ্ট্রটি চলিবামাত্র ক্ষুরের তলা হতে সুমিষ্ট পানির স্রোত চলতে থাকে। কাফেলার সকলে তৃষ্ণা নিবারন করলো। কুরাঈশগণ বললো– "আমাদের বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গেছে।" যিনি জনশূন্য প্রান্তরে পানি পান করালেন, তিনি আমাদের যম্‌যম্ পান করাবেন। সেখান থেকে ফিরে এসে অল্প সময়ের মধ্যে খনন কাজ সুচারুরূপে সমাধা করেন।

যম্‌যম্ কূপ খননকালে কুরাঈশদের নিকট হতে যখন প্রবল বাঁধা আসতে লাগলো তখন আবদুল মুত্তালিব মানত করলেন যে, খনন কাজ নিরাপদে সুসম্পন্ন হলে ও তাঁর দশটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তিনি একজনকে কুরবানী করবেন। দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করলে আবদুল মুত্তালিব তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করলেন। যথাবিধি দশ পুত্রের ভাগ্য পরীক্ষা করা হলো। এতে নাম উঠলো তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র। তিনি আবদুল্লাহকে নিয়ে কুরবানী করতে চললেন। কিন্তু তাঁর পুত্র, কন্যা ও কুরাঈশগণ তাঁকে প্রবল বাধা দিতে লাগলো। কারণ তিনি ছিলেন সুদর্শন, স্নেহভাজন ও স্বৎচরিত্রবান। কন্যাগণের মর্মভেদী ক্রন্দন মক্কার গগণ কেঁপে উঠলো। সকলেই বলতে লাগলো- যদি এরূপ করেন, তাহলে পুত্র কুরবানীর কু-প্রথার সৃষ্টি হবে।

আবার ভাগ্য পরীক্ষা করা হলো এবং আবদুল্লাহ্‌র পরিবর্তে একশত উট কুরবানী করা স্থির হলো। তিনি তাই করলেন। আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমি দুই যবীহ্‌র সন্তান, একজন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও অন্যজন হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ আগমণ

হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর শুভবিবাহ এবং তাঁর গর্ভে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ আগমন ঃ

হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর এবং পৃথিবীর হিসাবে পাঁচশত চার কোটি বছর পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর হিসেবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তারপর হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সাথে সেই নূর পৃথিবীতে আগমন করেন এবং হযরত শীষ আলাইহিস সালাম, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ললাটে স্থান লাভ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বয়স যখন ২৪ বছর, তখন পিতা তাকে বিবাহ করানোর ইচ্ছা করেন এবং পুত্র আবদুল্লাহ্-কে নিয়ে পাত্রীর অনুসন্ধানে বের হলেন। ওয়ারাকা ইবনে নওফল এর বোন ফাতেমা ওরফে উম্মেকিতাল আবদুল্লাহ্‌র ললাটে নূর লক্ষ্য করে স্বেচ্ছায় বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার পিতার সম্মানে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ঐ দিনই মদীনাবাসী এবং ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় প্রবাসী ওহাব ইবনে আবদে মুনাফ এর ভাগ্যবতী কন্যা হযরত আমেনার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার সাথে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র বিবাহ সম্পন্ন হয়।

রজব মাসের পহেলা তারিখ শুক্রবার এই শুভবিবাহ সম্পন্ন হয় এবং ঐ দিনেই মিনার নিকটে শিয়াবে আবি তালেব নামক স্থানে স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়। ঐ দিনেই হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ললাট হতে নবুয়তের পবিত্র নূর হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভে স্থানান্তরিত হয়।– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ঘটনা ঃ

১। হযরত ইবনে ইসহাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন– "ঐ রাত্রেই আমাকে (হযরত আমেনা রাঃ-কে) স্বপ্নে বলা হলো– 'তুমি এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানবকে ধারণ করেছো। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা প্রশংসিত'।"

২। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বর্ণনা করেন– "ঐ রাত্রেই কোরাইশদের গৃহপালিত পশুগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর চেরাগ, আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে আগমন করেছেন। আল্লাহ্‌র কুদরতে সমগ্র পৃথিবীর প্রাণীকুলের মধ্যে একটি নৈসর্গিক আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। কিন্তু খুশি হতে পারেনি অভিশপ্ত শয়তান।"– আনওয়ারে মুহাম্মাদিয়া

৩। হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে পরিণয়ের পরদিন হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে ফাতেমা ওরফে উম্মে কিতালের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এবার মহিলা হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তরে বললো– "গতকাল তোমার ললাটে যে নূর ছিল আজ সে নূর তোমার থেকে বিদায় নিয়েছে। সুতরাং তোমাতে আমার আর কোন জৈবিক প্রয়োজন নেই। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল– সেই নূর আমাতে স্থানান্তরিত হোক। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছেন।"– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাতা অন্তঃসত্বা থাকাকালীন এমন একটা নূর বা আলো প্রকাশিত হতো, যা দ্বারা সুদূর সিরিয়া ও বসরার ইমারতসমূহ পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন। সুবহান্ আল্লাহ্

৫। হস্তি বাহিনী ঃ

খৃষ্টান শাসক আবরাহা ৫২৫ খৃষ্টাব্দে ইয়ামনের শাসনভার গ্রহণ করে এবং আরবে ঈসায়ী ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে তথাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখলের চেষ্টা করে। বিশেষভাবে রাজধানী 'সানী'-তে এক বিরাট গির্জা তৈরি করে পবিত্র কা'বার পরিবর্তে এ ঘর তাওয়াফ করার এবং এখানে হজ্জ করার নির্দেশ দেয়। এ ঘটনার ফলে কুরাঈশদের ভীষণ মনঃপীড়া সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় একজন ঝাড়ুদার গোপনে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে পলায়ন করে। আবার মক্কার এক কাফেলা (গির্জাতে) অবস্থানকালে রাতে বায়ু প্রবাহের ফলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকণা গিলাপের উপর পড়ায় তা পুড়ে যায় এবং গৃহের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে আবরাহা বাদশা ৫৭০ খৃষ্টাব্দে ১৩টি হাতি ও ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে পবিত্র মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। মক্কা শরীফের নিকটবর্তী হলে তারা কুরাঈশদের উট ও বকরী কেড়ে নিলো। তাতে আব্দুল মুত্তালিবের দুইশত উট ছিল। আব্দুল মুত্তালিব দেখলেন যে, তাঁরা আবরাহার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি রাখে না। অগত্যা তিনি নিজের উট ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আবরাহার নিকট গমন করলেন। আবরাহা তাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বললো- কি আশ্চর্য! আল্লাহ্র ও তাঁর খলিলের ঘর ধ্বংস করতে এসেছি, আপনি সেই বিষয় কিছু না বলে উটগুলো চাচ্ছেন? আবদুল মুত্তালিব অতি সরল ভাষায় বললেন– 'আমি উটের মালিক, তাই উট চাইতে এসেছি; কা'বার মালিকই কা'বা রক্ষা করবেন।' অতঃপর আবদুল মুত্তালিব কুরাঈশগণসহ ক'াবার কড়া ধরে আল্লাহ্র নিকট অনেক কান্নাকাটি করলেন এবং আগত মহা বিপদের মর্মন্তদ দৃশ্য দেখার জন্য নিকটবর্তী পাহাড়ে আরোহণ করলেন। সহসা সমুদ্রের দিক হতে আবাবিল নামক এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখি উড়ে আসলো। পাখিগুলোর দুই পায়ে দুটি এবং ঠোঁটে একটি করে ছোট পাথর ছিল। পক্ষীবাহিনী আবরাহার সৈন্যদের উপর উক্ত কংকর নিক্ষেপ করতে লাগলো। তা সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের মস্তক ভেদ করে গুহ্যদ্বার দিয়ে

বের হয়ে গেল এবং নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বালিয়ে দিলো। এই ঘটনা মোহাস্‌সার নামক স্থানে সংঘটিত হয়। কা'বা ধ্বংসের জন্য মাহুতগণ যখন হাতিগুলোকে অঙ্কুশ বিদ্ধ করে চালাতে চাচ্ছিলো তখন একটি হাতিও অগ্রসর হচ্ছিল না। মক্কার দিকে হাঁকালে সর্বপ্রধান হাতি মাহমুদ ও অন্য হাতিগুলো হাঁটু গেড়ে বসে পড়তো এবং ইয়ামানের দিকে হাঁকালে দ্রুত ধাবমান হতো। প্রস্তর আঘাতে সমস্ত ফৌজ ও হাতি ভক্ষিত তৃণ সদৃশ বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

এ ঘটনা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের ৫০ দিন আগে ঘটে ছিল। আরবে এ ঘটনা খুব বিখ্যাত ছিল। সূরা ফীল নাজিল হওয়ার সময় মক্কার হাজার হাজার এমন লোক জীবিত ছিল যাদের চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটেছে। সমস্ত আরববাসী এ কথা স্বীকার করতো যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র কুদরতেই ঐ বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'য়ালার মহিমা, কে বুঝতে পারে? আবদুল মুত্তালিবের উচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম কারণ হলো– আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে স্বপ্নযোগে যমযম কূপ খননের দায়িত্ব প্রদান এবং তার নেতৃত্বকালে আল্লাহ্‌রই রহমতে ইয়ামানের গভর্ণর 'আবরাহা' কর্তৃক কা'বা শরীফ আক্রমণ ব্যর্থ হওয়া।

সন্তান লাভের অনুভূতি ঃ

হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– যে দিন আমি আমার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করি সেদিন থেকে সন্তান প্রসবের দিন পর্যন্ত আমি সামান্যতম যন্ত্রনাও অনুভব করিনি। এমনকি আমি তার কোন ওজনও অনুভব করিনি, কোন অবস্থায় আছি তাও বুঝতে পারতাম না। তবে হা, গর্ভধারণের পরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ফিরিশতা আমার সামনে হাজির হয়ে বলতো– তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, তুমি গর্ভবতী, তোমার গর্ভে বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক আসছেন। আর সেই মুহূর্তে আলোর একটি রশ্মি আমার দেহ হতে বের হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যেত। অতঃপর আমার প্রসবের দিন যখন সমাগত হলো তখন ঐ ফিরিশতা আবার আমার নিকট এলো এবং এ বলে আমাকে সতর্ক করে দিল যে, আমি যেন বলি– "হে আল্লাহ্! তুমি আমার সন্তানকে তার শত্রুর হাত হতে রক্ষা করো এবং আমি যেন আমার সন্তানের নাম রাখি 'মুহাম্মাদ' অর্থাৎ প্রশংসিত যার কথা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। কারণ তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সকলের প্রশংসিত হবেন।"

মায়ের গর্ভেই আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম ঃ

বিয়ের সময় আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বয়স ছিল ২৪ বা তার চেয়ে কিছু বেশি। বিয়ের দু'মাস পরে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শামদেশে গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পথে তিনি ইয়াসরেব শহরে (মদীনা শহরে) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার অসুস্থতার খবর পেয়ে আবদুল মুত্তালিব তাঁর বড় ছেলে

হারিসকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছার আগেই ছোট ভাই আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইহজগত ত্যাগ করে কবরবাসী হয়ে গেলেন। হারিস এই শোক সংবাদ নিয়ে বাড়ি ফিরলে বংশের আদরের দুলালের মৃত্যুতে সমস্ত এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসলো।

এদিকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মায়ের গর্ভে। এ সময় পিতা দুনিয়ার বুক হতে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এভাবেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠমানব আল্লাহ্‌র হাবীব মায়ের গর্ভেই ইয়াতীম হয়ে গেলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বেলাদত (জন্ম) ঃ

হাতি বাহিনীর আক্রমণের বছরে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল মাসে রাতের অন্ধকারের বুক চিরে পূর্বাকাশে দেখা দিল আশার আলো। এটা ছিল দিকে দিকে অন্ধকার অধর্ম, অত্যাচার ও অনাচারে কলুষিত পৃথিবীর বহু আকাঙ্ক্ষিত ও দিশেহারা মানুষের একান্ত প্রতীক্ষিত নূরের রবি নূরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে আত্মপ্রকাশ করলেন পৃথিবীর বুকে। আর তখন আরবের মরু দিগন্তে মক্কা নগরীর এক জীর্ণ কুটিরের এক নির্ভৃত কক্ষে হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সুখ স্বপ্ন দেখতে পেলেন– এক অপূর্ব নূরে আসমান জমিন আলোকিত হয়ে গেল। তিনি দেখতে পান তাঁর কুটিরে আজ কি অপরূপ দৃশ্য, কারা এ শুভ্রবাসন পুণ্যময়ী রমনীগণ? হযরত হাওয়া আলাইহাস্ সালাম, হযরত হাজেরা আলাইহাস্ সালাম, হযরত আসিয়া আলাইহাস্ সালাম, হযরত রহিমা আলাইহাস্ সালাম, হযরত মারইয়াম আলাইহাস্ সালাম সবাই আজ হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর শিয়রে দন্ডায়মান। জান্নাতী নূরে সারা ঘর নূরান্বিত এবং জান্নাতী খুশবুতে বাতাস আজ সুরভিত।

তাবারি, ইবনে খাল্লেদুন, ইবনে হিশাম, কামেল প্রভৃতি গ্রন্থে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের তারিখ নির্দেশ করা হয়েছে।

হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়ে কোন বেদনা অনুভব করেননি। তার কোন রক্তক্ষরণও হয়নি বরং একটি নূর বের হয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের নাভীর সাথে যুক্ত ছিলেন না। তিনি রক্তমাখা অবস্থায় নয়, পবিত্রভাবে জান্নাতী পোশাকে, সুরমা মাখা ও খৎনা করা অবস্থায় দুনিয়ায় আগমন করেছেন।

আল্লামা তিলিমসানী ফতোয়া প্রদান করে বলেন– "আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত প্রত্যেক মানব সন্তান মায়ের প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে থাকে। অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ভূমিষ্ট হয়েছেন মায়ের নাভী ও প্রস্রাবের রাস্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে এবং আমাদের প্রিয় নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ট হয়েছেন হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বাম উরুদেশ দিয়ে, যা বাম পাঁজরের হাঁড়ের নিচে অবস্থিত। তারপর উক্ত স্থান সাথে সাথেই জোড়া লেগে যায়। এই

বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ভূমিষ্ট হওয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একক বৈশিষ্ট্য।– নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

এ সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "জন্মকালে কেউ আমার ছতর দেখেনি।"– বেদায়া ও নেহায়া

দুনিয়ায় আগমনের সময়ের কিছু ঘটনা ঃ

১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ট হয়ে প্রথমে সিজদায়রত হয়ে শুদ্ধ আরবী ভাষায় বলেন– "আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নি রসূলুল্লাহ্।"

২। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– "আমার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সদ্যজাত শিশুর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই যে, শিশু যেন হাতে ভর দিয়ে সিজদা করছে এবং একহাত মাটি আকড়ে ধরে দ্বিতীয় আঙ্গুলটি উপরের দিকে তুলে রেখেছে। আর আকাশের দিকে মাথা তুলে যেন সে কি দেখছে।"

৩। বর্ণিত আছে, আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রসবকালে একটি আলোক রেখা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর দেহ থেকে বের হয়ে তা অতি দ্রুত বেগে সিরিয়া অতিক্রম করে বহুদূরে চলে যায় এবং তা বসরা শহরের রাজ প্রাসাদকে আলোকিত করে। প্রবল ভূমিকম্পে তখন পারস্য সম্রাট খসরু'র রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠেছিল এবং চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যে অগ্নিশিখা পারস্য দেশে হাজার বছরের অধিক ধরে প্রজ্বলিত ছিল তা নিভে গেল। কা'বা ঘরে স্থাপিত ৩৬০টি মূর্তি উপড়ে পড়ে গেল।

৪। হযরত ওসমান বিন আবিল আস তার মাতা হযরত ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন– "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মগ্রহণের সময় আমি দেখতে পেলাম যে 'বায়তুল্লাহ্' নূরের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো এবং তারকারাজি জমিনের এতো নিকটবর্তী হলো যে আমার ধারণা হতে লাগলো হয়তো আমার উপর এসে পড়বে।"– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া ও বায়হাকী শরীফ

৫। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে 'সীরাতে ওয়াকেদী' নামক গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণের সময়ই কথা বলেছেন।– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৬। হযরত আবু নাঈম (রহঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে এবং তিনি তার মাতা হযরত শেফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণনা করে বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়ায় আগমন করলেন তখন আমি (হযরত শেফা রাঃ) তাঁকে নিজের কোলে গ্রহণ করলাম। শিশুদের অভ্যাস অনুযায়ী যখন তাঁর মুখ থেকে আওয়াজ প্রকাশিত হলো তখন আমি কোন একজন অদৃশ্য ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্পাক আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।" তিনি আরও বলেন যে,

আমি দুনিয়ার প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত সবকিছুই জ্যোতির্ময় হয়ে যেতে দেখলাম। এমনকি রোমের বিভিন্ন শাহীমহল পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অতঃপর তাঁর মাতা থেকে আমি তাঁকে দুধ পান করালাম এবং বিছানায় শোয়ায়ে দিলাম।

৭। ইমাম বায়হাকী, ইমাম আবু নাঈম 'হাওয়াতিফ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় আগনের সময় ইরানের শাহীমহল কেঁপে উঠেছিল। ১৪টি পাথর সেই শাহীমহল থেকে খসে পড়েছিল, তবরীয়া হ্রদ হঠাৎ শুকিয়ে গিয়েছিল। পারস্যের এক হাজার বছরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিল।

৮। হযরত হাসসান বিন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন ৭/৮ বছরের বালক, আমার বোধশক্তি হয়েছে। একদিন সকালে এক ইহুদী হঠাৎ চিৎকার করে অন্যান্য ইহুদীদেরকে ডাকতে আরম্ভ করলো। তার চিৎকার শুনে সকলে একত্রিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি হয়েছে? এমনিভাবে চিৎকার করছো কেন? হযরত হাসসান বিন সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তাদের কথা শুনতে ছিলাম। সেই ইহুদী উত্তরে বললো, আহমদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই তারকা আজ সকালে (যখন দুনিয়ায় আগমনের নির্দিষ্ট মুহূর্ত ছিল) উদিত হয়ে গেছে।

৯। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করলেন, সেই রাত্রে একজন ইহুদী মক্কার দিকে আগমন করছিলো। সে কুরাঈশদেরকে সম্বোধন করে বললো, হে কুরাঈশ সকল! আজ রাত্রে তোমাদের মধ্যে কি কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? তারা জবাব দিল, আমরা জানি না। তখন সেই ইহুদী বললো, অনুসন্ধান করো। কেননা, আজ রাত্রে এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন, যার দুই কাঁধের মাঝখানে একটা চিহ্ন রয়েছে (যাকে মোহরে নবুওয়্যত বলা হয়)। অতঃপর কুরাঈশ বংশের লোকেরা অনুসন্ধান করার পর জানতে পারলো যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুত্তালিবের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আম্মাজান হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি নবী করমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইহুদীর সম্মুখে উপস্থিত করলেন। সেই ইহুদী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিঠ মুবারকের সেই চিহ্ন দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। সে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বললো– আজ থেকে নবুওয়্যত বনি ইসরাঈলদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। হে কুরাঈশগণ! শুনে রাখ, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, এই শিশু তোমাদের উপর এমন বিজয় লাভ করবে যার সংবাদ দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রচারিত হবে।

আবদুল মুত্তালিব কা'বা শরীফে ছিলেন। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে সংবাদ পাঠালে আবদুল মুত্তালিব আসার পর শিশুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোলে দিয়ে সমস্ত ঘটনা বলেন। দাদা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাতিকে নিয়ে

কা'বা শরীফে উপস্থিত হলেন। তাঁকে পবিত্র কা'বার চাদরে আবৃত করে তাঁর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলের জন্য কাতর স্বরে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেন।

বরকতময় শুভ আগমন ঃ

কিছু মুসলিম ঐতিহাসিক বিভিন্ন নবীর আগমনের তারিখ গণনা করেছেন, সেই হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ আগমন হয় হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর ৬,১৫৫ বছর পর, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর ৩,৯১৩ বছর পর, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর ২,৮৩২ বছর পর, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর ২,২৮৭ বছর পর এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর আগমনের ৫৭০ বছর পর।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বংশধারা ঃ

০১	হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম		
০২	আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	০৩	আব্দুল মোত্তালিব
০৪	হাশিম	০৫	আব্দুল মান্নাফ
০৬	কোসাই	০৭	কিলাব
০৮	মুরাহ্	০৯	কা'ব
১০	লোবাই	১১	গালিব
১২	ফিহির (কোরেশ)	১৩	মালিক
১৪	নযর	১৫	কিনান
১৬	খুজাইমা	১৭	মুদরিকা
১৮	ইলিয়াস	১৯	মুদার
২০	নজর	২১	মা'দ
২২	আদনান	২৩	উদ্
২৪	উদূদ	২৫	আল-ঈসাউ
২৬	হুমিসা	২৭	সালমান
২৮	নবিত	২৯	হমল
৩০	মুঈদ	৩১	আদনান
৩২	উদূদ	৩৩	হামিসা
৩৪	সালমান	৩৫	ঔস

৩৬	বরু	৩৭	মতাসাবিল
৩৮	আবিল আউয়াম	৩৯	নাসিল
৪০	হেররা	৪১	ইয়ালদারুম
৪২	বদ্‌লান	৪৩	কালেহ্
৪৪	ফাজিম	৪৫	মাখুর
৪৬	মাহী	৪৭	আস্‌কী
৪৮	আন্‌ফ্	৪৯	ওবাইদ
৫০	আলরুয়া	৫১	হুমরান
৫২	ইয়াসিন	৫৩	হারী
৫৪	হারী	৫৫	বল্‌খী
৫৬	অরওয়া	৫৭	আনাফা
৫৮	হাসান	৫৯	ঈসা
৬০	আফতাদ	৬১	ঈহাম
৬২	মোয়াসির	৬৩	নাজিব
৬৪	রোজাহ্	৬৫	সমঈ
৬৬	মর্‌রহ্	৬৭	ঔস
৬৮	আওয়াম	৬৯	কাইজার
৭০	ইসমাইল আলাইহিস সালাম	৭১	ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম
৭২	তারিহ্ (আযর)	৭৩	নাহুর
৭৪	সরুজ	৭৫	রাউ
৭৬	কালিস্	৭৭	আইবর
৭৮	সালেহ্	৭৯	আরফাখশাদ
৮০	শাম	৮১	নূহ আলাইহিস সালাম
৮২	লমক	৮৩	মাতুশালাখ
৮৪	ইদ্রিস আলাইহিস সালাম	৮৫	ইয়ার্দ
৮৬	মহলিল	৮৭	কাইনান
৮৮	ইউনুস আলাইহিস সালাম	৮৯	শীশ আলাইহিস সালাম
৯০	আদম আলাইহিস সালাম		

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মাতার নাম হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা । দাদার নাম ছিল হযরত আবদুল মুত্তালিব, দাদীর নাম হযরত ফাতেমা। নানার নাম ছিল হযরত আবদুল ওহাব, নানীর নাম হযরত বাররাহ্। নানার

বংশসূত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উর্ধ্বতন দাদা কিলাব এর সাথে এবং নানীর বংশসূত্র কুছাই বিন কিলাব এর সাথে যুক্ত হয়েছে। দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের সরদার এবং নানা হযরত ওয়াহাব ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের সরদার। দাদার হাশেমী গোত্র ও নানার যোহরা গোত্র কুরাইশ বংশের দুই বৃহৎ ও সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উর্ধ্বতন পুরুষ 'আদনান' পর্যন্ত ২২টি স্তর। যে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এর উপরে দ্বিতীয় ভাগে 'আদনান' থেকে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ৪১টি স্তর এবং তার উপরে তৃতীয় ভাগে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১৯টি স্তর। সর্বমোট ৮২টি স্তর।

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রক্তধারার মিশ্রণ হলো। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর মধ্য দিয়ে আসলো পারস্যের রক্তধারা, বিবি হাজিরা আলাইহাস সালাম এর মধ্য দিয়ে আসলো মিশরের রক্তধারা এবং বিবি সাঈদা আলাইহাস সালাম [হযরত ইসলামাঈল আলাইহিস সালাম এর স্ত্রী] মধ্য দিয়ে আসলো আরবের রক্তধারা। তিনটি বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতার মিলন মোহনায় শুভাগমন করলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। পক্ষান্তরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিন মহাদেশের কেন্দ্রভূমিও হলো আরব দেশ। কাজেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে যে ফুটে উঠবে একটা উদার বিশ্বজনীনরূপ এতে আর আশ্চর্য কি!

কুরআন শরীফের আলোকে পবিত্র বংশ পরিচয় ঃ

আল্লাহ্‌র হাবিব, পিয়ারা নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব বংশদ্ভূত। তাঁর বংশ ছিল দুনিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কুরআন শরীফে বহু আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আরব বংশদ্ভূত সে বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"যখন (আল্লাহ্) প্রেরণ করলেন তাদের মধ্যে একজন রসূল যিনি বংশের দিক থেকে তাদের মধ্য হতে। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত (নিদর্শনাবলী) পাঠ করে তাদেরকে পরিশুদ্ধি করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।"– কুরআন (৬২ঃ২)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

"আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর এক বড় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, যখন তিনি তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে এক রসূলকে (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) প্রেরণ করলেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ (সৃষ্ট জগতরূপ মহাপুস্তিকা ও কুরআন শরীফ হতে) পাঠ করে শোনান; এবং তাদের জাহেরী কু-স্বভাব ও আন্তরিক অপবিত্রতা হতে তাদেরকে (স্বীয় উপদেশ, উদাহরণ ও রূহানী ফায়েজের দ্বারা) পবিত্র করে (আত্মশুদ্ধি করে) আল্লাহ্র মহব্বত ও মারিফাত লাভের উপযুক্ত করেন এবং তাদেরকে কুরআন শরীফ (শুদ্ধ করে পঠন ও এর অর্থ) শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে হিকমত (অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য লাভ করার জন্য যে জ্ঞান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাভ করেছেন সেই হিকমত বা সুন্নাত তরীকা) শিক্ষা দেন।"– কুরআন (৩ঃ১৬৪)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

"নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ

"কোন অনারব ব্যক্তি কি (এই কুরআন শিখিয়ে দিচ্ছে?) এবং অবস্থা এই যে, এটা সুস্পষ্ট আরবি ভাষা।"– কুরআন (১৬ঃ১০৩)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

"এভাবেই আমি আপনার কাছে আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মক্কা নগরী ও তার আশপাশে চারিদিকের মানুষকে সতর্ক করতে পারেন।"– কুরআন (৪২ঃ৭)

হাদীস শরীফের আলোকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ পরিচয় ঃ

১। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। বংশের দিক দিয়েও সর্বোত্তম।

আবার আরবদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি কোরাইশী। কোরাইশীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোত্র বনী হাশেমের ঘরে আমি জন্ম নিয়েছি।"– তিরমিযী শরীফ

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমি পবিত্র বংশে জন্মেছি এবং আদম হতে আরম্ভ করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত অন্ধযুগীয় কোন ব্যভিচার-কদাচার আমার বংশকে স্পর্শ করেনি।"– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৩। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলেন– "আমি দুনিয়ার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখেছি। কিন্তু বনী হাশেমের মতো উত্তম বংশ কোথাও দেখিনি।"– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৪। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর কথা বর্ণনা করেছেন– "আমি সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছি, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম কোন মানুষ দেখিনি, আর বনি হাশেম এর চেয়ে উত্তম কোন গোত্রও দেখিনি।" তাবরানী শরীফ

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর সন্তানগণের মধ্য থেকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর ইসমাঈল আলাইহিস সালামএর সন্তানগণের মধ্য থেকে বনু কেনানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কেনানাহ্ থেকে কুরাঈশ বংশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরাঈশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন।"– মুসলিম শরীফ

এভাবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি আদমের সেরা বংশের সেরা গোত্রে সেরা সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরের বরকতে বনি ইসমাঈলদের শাখাই শ্রেষ্ঠ। এ সম্প্রদায় তথা আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি–

১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে আরবদেরকে ভালোবাসে, সে আমার প্রতি মহব্বতের কারণেই তাদেরকে ভালোবাসে। যে আরবদেরকে ঘৃণা করে সে আমার প্রতি ঘৃণার কারণেই তাদেরকে ঘৃণা করে।"

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "মুনাফিক ছাড়া আরবদেরকে কেউ ঘৃণা করবে না।"

৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে আরবদের সাথে কপটতা করবে সে আমার শাফায়াতে দাখিল হবে না এবং সে আমার ভালোবাসাও পাবে না।"

৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তিন কারণে আরবদেরকে ভালোবাসো– আমি আরবী, কুরআন আরবী ও জান্নাতের ভাষা আরবি।"

৫। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামত দিবসে লিওয়ায়ে হাম্‌দ্ (প্রশংসিত নিশান) আমার হাতে থাকবে এবং সেই দিন নিশানের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী লোক হবে আরবিরা।"

৬। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আরবিরা যখন পদানত হবে তখন ইসলামের অবনতি ঘটবে।"

৭। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আবু বকর ও উমরকে ভালোবাসা ঈমানের শামিল; তাদেরকে ঘৃণা করা কুফরির শামিল; আনসারদেরকে ভালোবাসা ঈমানের শামিল, তাদেরকে ঘৃণা করা কুফরের শামিল; আরবদেরকে ভালোবাসা ঈমানের শামিল; যে আমার সাহাবীদেরকে গালি দিবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত।"

হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা **পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বপুরুষগণ সকলেই মু'মিন ছিলেন ঃ**

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ নর-নারী সকলেই মু'মিন তথা এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ

"হে রসূল! সিজদাকারী মু'মিনগণের মধ্যে আপনার আবর্তন আমি লক্ষ্য করেছি।"– কুরআন (২৬ঃ২১৯)

রইসুল মুফাস্‌সিরিন হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন– আপনার পূর্ববর্তী সকল নর-নারী যাদের মাধ্যমে আপনি আবর্তিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন সিজদাকারী মু'মিন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহ্ তা'য়ালা পর্যায়ক্রমে আমাকে পবিত্র ঔরসে (মু'মিন) হতে পবিত্র গর্ভের (মু'মিন নারীর) মাধ্যমে পাক-সাফ অবস্থায় স্থানান্তরিত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।"– মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া

হাদীসখানা এতো স্পষ্ট ও এতো শালীন ভাষায় উক্ত হয়েছে যে, যুগ-যুগান্তরের শির্‌ক ও কুফরীর অপবিত্রতা এবং চরিত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বপুরুষগণের মুক্ত থাকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়েছে। কুরআন এর পরিভাষায় 'পবিত্র নর-নারী' বলতে ঈমানদারকেই বুঝানো হয়েছে এবং খবীস বা অপবিত্র বলতে কাফির মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে।– কুরআন (সূরা মু'মিনুন)

হযরত ইবনে মোহাম্মদ কলবী'র বর্ণনা সূত্রে তাঁর পিতা মোহাম্মদ কলবী (রহঃ) বলেন– "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশের পূর্ববর্তী পাঁচশত মায়ের তালিকা প্রস্তুত করেছি। তাঁদের মধ্যে আমি চরিত্রহীনতা বা জাহেলিয়াতের কিছুই পাইনি।"– বেদায়া ও নেহায়া

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মুবারকের বরকতে নিখিল বিশ্ব অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। এ নূরের কারণে হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে ফিরিশতাগণ সিজদা করেছেন, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তুফানের বিপদ হতে মুক্তি লাভ করেছেন, নমরুদের অগ্নিকুন্ড হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ আলাইহিস সালাম এর জন্য ফুল বাগানে পরিণত হয়েছে, হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যবিহুল্লাহ্ ও হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যবিহুল্লাহ্ যবেহ্ থেকে মুক্তি লাভ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা-মাতার ইসলাম গ্রহণ ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা-মাতা নবুয়তের যুগ পাননি। তাঁরা ছিলেন মিল্লাতে ইব্রাহীম এর উপর প্রতিষ্ঠিত একত্ববাদী হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁদের মতো আরবে আরও কিছু লোক হানিফ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যেমন– আবদুল মোত্তালিব, আবু তালিব, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল প্রমুখ। যারা নবুয়ত যুগের পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন, তাদেরকে **'আসহাবে ফাৎরাত'** বলা হয়। তাঁরা তৌহিদবাদী হানিফ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং মাতা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'ও ছিলেন তৌহিদ পন্থী মু'মিন।

ইমাম সোহায়লীর বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে কাছির বর্ণনা করেন– যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১০ম হিজরীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে নিয়ে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে আসলেন, তখন একদিন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে সাথে নিয়ে জান্নাতুল মুয়াল্লাতে (তখন নাম ছিল হাজুন) হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মাজার শরীফ জিয়ারত করতে গেলেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা গাধার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিয়ারতকালে প্রথমে খুব কাঁদলেন। পরে হাসলেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কারণ জানতে চাইলে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– **"আমার পিতা-মাতাকে আল্লাহ্পাক জীবিত করে আমার সামনে হাজির করালেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমি পিতা-মাতাকে দেখে খুশি হয়ে হেসেছি।"**– বেদায়া ও নেহায়া

ফতোয়া শামীতে হাফিজ নাসিরুদ্দীন বাগদাদীর বরাতে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে একখানা হাদীস বর্ণনা করে আল্লামা শামী লিখেছেন–

عن عائشة رضى الله عنها انها قالت ان الله احيى ابويه اكراما له صلى الله عليه وسلم فاسلما ثم ماتا كما كانا كما احى الموتى بعيسى عليه السلام -(رد المحتار مطلب اسلام ابوى النبى)

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানে তাঁর পিতা-মাতাকে পুনর্জীবিত করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপরে তাঁরা পুনরায় পূর্বের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন। যেমন তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করতেন। তদ্রূপ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাতিরেও করেছেন।– ফতোয়া শামী

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নাম ও গুণাবলী ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্ তা'য়ালার রসূল।"– কুরআন (৪৮ঃ২৯)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মূল বা সত্তাগত নাম হলো দুটি। যথা– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সর্বাধিক প্রশংসিত), আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সর্বাধিক প্রশংসাকারী)।

পিতৃহীন দুলাল নবজাতককে কোলে নিয়ে স্নেহশীল দাদা আবদুল মুত্তালিব কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও প্রাণ ভরে দু'আ করেন। তিনি সপ্তম দিনে আকীকার উৎসব করেছিলেন। আকীকার দিন সমস্ত কুরাঈশ বংশের লোককে দাওয়াত করে খাওয়ান। সকলে জিজ্ঞেস করলে তিনি শিশুর নাম বলেন– 'মুহাম্মাদ'। এই অপ্রচলিত নাম শুনে লোকেরা বিস্ময়ভরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- আমি চাই যে, আমার নাতি সারা দুনিয়ায় 'প্রশংসিত' হোক।

অপরদিকে স্বপ্নের মাধ্যমে ফিরিশতার দেয়া প্রস্তাব অনুযায়ী হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার নাম রাখেন 'আহমাদ'।– রহমাতুল্লিল 'আলামীন

উভয় নামের অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ 'সর্বাধিক প্রশংসিত' এবং 'সর্বাধিক প্রশংসাকারী'।

হযরত জুবাইর বিন মুত্ব'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ-

"আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (সর্বাধিক প্রশংসিত), আমি আহমাদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি 'মাহী' (বিদূরিতকারী)। আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ কুফরীকে বিদূরিত করেছেন। আমি 'হাশের' (জমাকারী)। কেননা সমস্ত লোক ক্বিয়ামতের দিন আমার কাছে জমা হবে (এবং শাফা'আতের জন্য অনুরোধ করবে)। আমি 'আক্বেব' (সর্বশেষে আগমনকারী)। আমার পরে আর কোন নবী নেই।"– বুখারী শরীফ

হাফিজ ইবনে হাজর (রঃ) বলেন– "হাদীসসমূহে বর্ণিত নাম ও গুণাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত গুণগুলো খুব বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ (১) আল-মুতাওয়াক্কিল (২) আল-মুখতার (৩) আল-মোস্তফা (৪) আশ্ শাফিউল মুশাফফা (৫) আস সাদেকুল মাসদুক।

হযরত রসূলুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু গুণাবলী উল্লেখ করা হলো যা তাঁর জীবন, আখলাক, মর্যাদা ও আমলসমূহের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। যেমন–

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	ঃ	যার আলোচনা সর্বদা সৎগুণ ও প্রশংসার সাথে হয়ে থাকে।
আহমাদ **(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**	ঃ	যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনায় সর্বাপেক্ষা অধিক নিয়োজিত।
মুবাশশির ও বাশীর	ঃ	নেককারদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী।
মুনযির ও নাজির	ঃ	ভয় প্রদর্শনকারী।
শাহেদ ও শহীদ	ঃ	কিয়ামতের দিন তিনি সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থী উভয়ের জন্য সাক্ষী হবেন।
মুযাক্কির	ঃ	সত্যদর্শী চক্ষু ও সত্য শ্রবণকারী কর্ণের জন্য তিনি উপদেশ প্রদানকারী।
হাদী	ঃ	সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদত ও আনুগত্য হতে পলায়নকারী ও দূরে অবস্থানকারীদের জন্য তিনি আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারী।
রহমত	ঃ	তাঁর আগমন বিশ্বাসীদের জন্য অনুগ্রহ বা রহমত।
নূর	ঃ	মূর্খতা ও শিরকের অন্ধকার দূরীকরণে তিনি নূর বা আলো।
নবী-রসূল	ঃ	আল্লাহ্ তা'য়ালার পয়গাম বা বার্তা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছানোর জন্য সংবাদ বাহক ও দূত।
আযীয	ঃ	বিপদ আপদ ও দুঃখ বেদনায় তিনি আযীয (বিজয়ী)।

রউফ-রহীম	ঃ	মানব জাতির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য তিনি দয়ালু।
সাদেক ও আমীন	ঃ	সত্যনিষ্ঠা ও আমানতের প্রতীক।
খাতামুন্নাবিয়্যীন	ঃ	শেষ নবী।
আস-সাদেকুল মাসদুক	ঃ	সত্যবাদী ও সত্যের উপর নিষ্ঠাবান।
মুস্তফা-মুজতবা	ঃ	আল্লাহ্‌র মনোনীত, পছন্দনীয় ও সান্নিধ্যপ্রাপ্ত।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিশুকাল ও দুগ্ধপান ঃ

আল্লাহ্‌র হাবীব, রসূলে মকবুল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভূমিষ্ট হওয়ার পর সপ্তাহকাল মা আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বুকের দুধ পান করেন। পরে বিবি হালিমাতুস সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট অর্পণ করার পূর্ব পর্যন্ত আরও সপ্তাহকাল পান করেন সুয়াইবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর দুধ।

সুয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের ক্রীতদাসী। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র সন্তান জন্ম লাভের পর এই আনন্দ সংবাদ আবু লাহাবের কাছে দাসী পৌঁছালে আবু লাহাব খুশিতে খবর পৌছানোর জন্য সাথে সাথে দাসী সুয়াইবাকে আজাদ করে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম– "চাচা, আপনার অবস্থা কি?; উত্তরে আবু লাহাব বললো– ভীষণ আজাবে ভুগছি, তবে প্রতি সোমবার দিন শুধু শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলির ফাঁকে একটু পানি পান করার জন্য পাই, এ দিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সংবাদ নিয়ে আসায় আঙ্গুলদ্বয়ের দ্বারা ইশারা করে সুয়াইবা দাসীকে বলেছিলাম– 'যা তুই আজাদ'। এই কাজটুকু করার বিনিময়ে সামান্য রহমত এ দিনে আমার ভাগ্যে জুটেছে।"– বুখারী শরীফ

মক্কা শহরে সম্ভ্রান্ত পরিবারে শিশু সন্তানদেরকে দুধ পান ও লালন-পালনের জন্য বেদুঈন ধাত্রীদের কাছে দেয়া হতো। গ্রামের মুক্ত আলো-বাতাসে শিশুরা সুস্থ সবল হয়ে উঠতো ও শুদ্ধভাষা শিখতে সুযোগ পেত। উচ্চবংশের গৃহবধূরাও পারিশ্রমিক নিয়ে শিশুদের লালন-পালন করতো। প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম লাভের সপ্তাহ দুই পরে তায়েফের পার্শ্বস্থিত এলাকার বনি সা'দ গোত্রের একটা ধাত্রীদল মক্কা মোয়াজ্জামায় আসেন। এ দলের সাথে ছিলেন ভাগ্যবতী মহিলা হযরত হালিমাতুস সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তিনি প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ মা হবার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন।

শিশু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র কোলে ঃ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধাত্রীমাতা হযরত হালিমাতুস সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলতেন– তিনি তার স্বামী ও দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে সাথে নিয়ে বনু সা'দ গোত্রের একদল মহিলার সাথে দুধ-শিশুর সন্ধানে বের হলেন। বছরটি ছিল অত্যন্ত সংকটময়। আমরা একেবারেই নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলাম। হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– আমি একটা সাদা গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে একটি বয়স্ক উষ্ট্রীও ছিল। সেটি একফোঁটাও দুধ দিচ্ছিল না। আমাদের যে শিশু সন্তানটি সাথে ছিল, সে ক্ষুধার জ্বালায় এতো কাঁদছিল যে, তার কারণে আমরা সবাই বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছিলাম। তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করার মতো দুধ আমার স্তনেও ছিল না, উষ্ট্রীর পালানেও ছিল না। তবে আমরা বৃষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় প্রহর গুণছিলাম। এ অবস্থায় আমি নিজের গাধাটার পিঠে চড়ে রওনা হলাম। পথ ছিল দীর্ঘ। এক নাগাড়ে চলতে চলতে আমাদের গোটা কাফেলা ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌঁছে দুধ-শিশু খুঁজতে লেগে গেলাম। আমাদের মধ্যকার প্রত্যেক মহিলাকেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো। কিন্তু তিনি ইয়াতীম– একথা শুনে কেউ তাঁকে নিতে রাজী হলো না। কারণ প্রত্যেক ধাত্রীই শিশুর পিতার কাছ থেকে উত্তম পারিতোষিক পাওয়ার আশা করতো। আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম– পিতৃহীন শিশু! ওর মা আর দাদা কিইবা পারিতোষিক দিতে পারবে? এ কারণে আমরা সবাই তাঁকে নেয়া অপছন্দ করছিলাম। ইতিমধ্যে আমার সাথে আগত সকল মহিলাই একটা না একটা দুধ-শিশু পেয়ে গেল কিন্তু আমি একটিও পেলাম না। খালি হাতেই ফিরে যাব বলে স্থির করে ফেলেছি। সহসা মত পাল্টে আমার স্বামীকে বললাম– আল্লাহ্‌র কসম, এতোগুলো সহযাত্রীর সাথে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি ঐ ইয়াতীম শিশুটার কাছে যাবোই এবং তাঁকেই নেব। আমার স্বামী বললেন– কোন আপত্তি নেই। নিতে পারো। বলা যায় কি, হয়তো আল্লাহ্ তাঁর ভিতরেই আমাদের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন। এরপর আমি সেই ইয়াতীম শিশুর কাছে গেলাম। সুন্দর শিশুটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো মক্কা নগরীর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় সে শুকিয়ে যাবে।

আমার মনে শিশুটির প্রতি এক গভীর মমতা জেগে উঠলো। আমি তখন অনুভব করলাম, অলৌকিকভাবে আমার স্তন স্ফীত হয়ে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে! আমি আমার স্বামীকে বললাম– 'আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমার এই শিশুটিকে নিতে বড়ই ইচ্ছে করছে, যদিও এর থেকে আমাদের তেমন কিছু পাবার নেই।' আমার স্বামী বললেন, 'আমার মনে হয় না যে তুমি ভুল করছো। হয়তো এই শিশুটির কারণে আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র রহমত নাজিল হতে পারে।'

নিজেকে সংযত করতে না পেরে আমি সুদর্শন ঘুমন্ত শিশুটির দিকে দৌড়ে গেলাম। যখন আমি শিশুটির সুন্দর ছোট বুকে হাত রাখলাম, তখন সে চোখ খুলে হাসলো। তার

চোখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল (নূর) আলো। আমি তার ভ্রু'র (কপালে) মাঝে চুমু খেলাম। শক্ত করে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমি আমাদের কাফেলা যেখানে তাঁবু খাটিয়েছিল সেখানে ফিরে এলাম। আমি আমার ডান স্তন তার মুখে তুলে দিলাম। অবাক হয়ে আমি দেখলাম, সে তার ক্ষুধা নিবারণের মতো যথেষ্ট দুধ পান করতে পারলো। আমি আবার আমার বাম স্তন তার মুখে তুলে দিলাম। কিন্তু সে সেটা নিলনা (তার দুধ-ভাইয়ের জন্যে রেখে দিল), সে সবসময়ই এরকম করতো।

আরো একটা বড় ধরনের বিস্ময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সকাল থেকে যে উটের বাঁটে দুধ ছিল না সেই বাঁটগুলো দুধে ভর্তি হয়ে গেলো। সেগুলো থেকে আমার স্বামী দুগ্ধ দোহন করলেন এবং তা আমরা পরম তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। কয়েকমাস পরে রাত্রের ছায়ায় এই প্রথম আমাদের ভালো ঘুম হলো। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামী বললেন– 'হালিমা! তুমি এক অসাধারণ রহমতপ্রাপ্ত শিশুকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করেছো।'

শিশুটিকে নিয়ে আমি আমার গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। গাধাটি দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা কাফেলাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললো। আমার সহযাত্রীরা বলতে লাগলো– 'হালিমা! একটু দাঁড়াও যাতে আমরা একসাথে বাড়ি যেতে পারি। এটা কি সেই গাধা নয় যেটার পিঠে চড়ে তুমি এসেছিলে?' আমি তাদেরকে বললাম– 'হ্যাঁ, সেটাইতো।' তখন তারা অবাক হলো, আর বলাবলি করতে লাগলো– 'গাধাটির ওপর এমন কিছুর আছর হয়েছে যা সম্পর্কে তারা কোন ধারণা করতে সক্ষম নয়।'

শেষ পর্যন্ত বনি সাদ গোত্রে আমরা নিজ নিজ ঘরে পৌঁছলাম। আমাদের মতো খরাপীড়িত এলাকা আর কোথাও ছিল বলে আমার জানা ছিল না। আমাদের পশুর পাল দুর্ভিক্ষে কাবু হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিজ বাড়ি ফিরে দেখি অন্যান্য ভালো মৌসুমের চেয়ে আমাদের ভেড়াগুলো সতেজ হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়ি-ঘর কল্যাণ ও প্রাচুর্যে ভরে উঠতে লাগলো। শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন দু'বছর তখন আমি তাকে দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। তার হাবভাব এমন ছিল যে, মাত্র নয়মাস বয়সে শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো সুন্দর স্বরে কথা বলতে পারতো যে তা হৃদয় স্পর্শ করতো। সে কখনও নোংরা থাকতো না এবং ফুঁফিয়ে বা চিৎকার করে কাঁদতো না। যদি কখনও রাতে সে অস্তির হয়ে উঠতো এবং ঘুমাতে চাইতো না তখন আমি তাকে তাঁবুর বাইরে নিয়ে আসতাম। সে তখনই আকাশের তারকার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতো এবং ভীষণ আনন্দিত হয়ে উঠতো আর যখন দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন সে চোখবুজে ঘুমিয়ে যেতো।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কোলে তখন শায়মার বয়স ৭/৮ বছর। প্রাণের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লালন-পালন কাজে শায়মা সর্বদা হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে সাহায্য করতেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-কে সে খুবই ভালোবাসতেন। সে অপরূপ মুখশ্রী, ভুবন ভুলানো হাসি, স্নিগ্ধ চাহনি দেখে শায়মার কচিমন বালিকাসুলভ আনন্দে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। আপন সহোদরের মতোই সে তাঁকে স্নেহ করতেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোলে নিয়ে দোলা দিতে দিতে সে প্রায়ই সুললিত কণ্ঠে গান গাইতেন–

"বেঁচে থাকুক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–সে দীর্ঘজীবি হোক
চির-তরুণ, চির-কিশোর, চির-মধুর রো'ক
হয় যেন সে সরদার আর পায় যেন সে মান,
শত্রু তাঁর ধ্বংস হোক–ঘুচুক অকল্যাণ।
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পানে আল্লাহ্ করুণ চোখে চাও
চিরস্থায়ী গৌরব যা তাই তাঁরে দাও।"

কী সুন্দর এ দৃশ্য! আল্লাহ্‌র নবীকে দোলা দিয়ে খেলা করছে এক বেদুঈন বালিকা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, আল্লাহ্ তা'য়ালার পিয়ারা নবী, তাঁর খেলার সাথী শায়মার এই গৌরব, এই আনন্দের তুলনা কোথায়? পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের সাথে কত সাহাবা কত জ্ঞানী-গুণীর কত সম্বন্ধই না স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু শায়মা ও শিশুনবীর এই সম্বন্ধটুকু একেবারে অনবদ্য। এ যেন একটি ছোট জান্নাতের ফুল, সকল দৃষ্টির অন্তরালে কালের এক নিভৃত কোণে চিরদিনের মতো অক্ষয় ও ভাস্বর হয়ে আছে।

হযরত ইবনে শায়েখ 'খাসায়েস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোলনা ফিরিশতাগণ দোলা দিতেন।

হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– "শিশুর বরকতে আমার সংসার প্রাচুর্য ও সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো।" এ অবস্থার ভিতর দিয়েই দু'বছর কেটে গেল। আমি দু'বছরেই (২৩ মাস ১৩দিন) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। এ সময়ই তিনি বেশ চটপটে ও মোটাসোটা হয়ে উঠলেন। অন্যান্য সমবয়সী শিশুদের চেয়ে তিনি দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠলেন। এক পর্যায়ে তাকে মায়ের কাছে নিয়ে এলাম, তবে আমরা তাঁকে আরো কিছুকাল রাখতে আগ্রহী ছিলাম। কেননা তাঁর কারণে আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ছিল। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে কাকুতি মিনতি করে বললাম– "আমার আশঙ্কা হয়, মক্কার রোগ-ব্যাধি ও মহামারীতে সে আক্রান্ত হতে পারে, আপনি যদি এ শিশুকে আরও কিছুদিন আমার কাছে রাখতে দিতেন, তাহলে ভালো হতো। মুলতঃ তখন মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। অনেক বুঝানোর পর হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমাদের সাথে দিলেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু অবস্থায় কখনো কাপড়ের মধ্যে প্রস্রাব বা মলত্যাগ করতেন না বরং নির্দিষ্ট সময়ই তিনি প্রস্রাব বা মলত্যাগ করতেন। কখনো তিনি উলঙ্গ হতেন না।

হযরত হালিমা বিন তার্‌ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মক্কা মোয়াজ্জামায় গমন করলাম। তখন মক্কাবাসী খুব দুর্ভিক্ষে দিন যাপন করছিল। কুরাঈশগণ আবু তালেবকে বললো, পানির জন্য দু'আ করুন। আবু তালেব দু'আ করার জন্য বাইতুল্লাহ্‌র দিকে চললেন। তার সঙ্গে এতো সুন্দর একজন বালক ছিল মনে হচ্ছিল বাদলঘেরা আকাশের মাঝখানে সূর্য উদিত হয়েছে। আবু তালেব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিঠ মুবারক কা'বার সঙ্গে লাগালেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আঙ্গুল মুবারক দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এতক্ষণ সমস্ত আসমানে এক টুকরা মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে মেঘমালা এসে ঘনিভূত হতে লাগলো এবং অতঃপর প্রবলভাবে বর্ষণ হলো।

আবু তালেবের সঙ্গে থাকাকালীন যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের সকলের সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণ করতেন তখন পরিবারের সকলে খাবার খেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করতো, কিন্তু যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন না তখন তারা খাবার খেয়ে তৃপ্তি লাভ করতো না।

প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মেঘে ছায়া দান ঃ

একদিন শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোলে করে শায়মা কিছু দূরে এক মাঠে ছেলেদের খেলা দেখতে গিয়েছিল। এদিকে মা হালিমা তাকে আশপাশে না দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। দুপুর বেলার প্রখর রৌদ্রের মধ্যে ছেলেকে নিয়ে শায়মা কোথায় গেল, তিনি সে চিন্তায় অস্থির, এমন সময়ে শায়মা তার দুধ ভাইকে নিয়ে ফিরে এলো। হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শায়মাকে খুব করে ধমক দিলেন। রৌদ্রে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাগ করলেন। শায়মা বললো মা! ভাইয়ের মোটেই কোন কষ্ট হয়নি। আমি যখন যেখানে গিয়েছি সেখানেই এক খন্ড মেঘ ভাইয়ের মাথার উপর ছায়া দান করেছে। আমি দাঁড়ালে মেঘটি থেমে যায়। ভাইয়ের শরীরে একটুও রোদ লাগেনি। হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা মেয়ের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর অসীম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– "শিশু অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতেন না। আমি একবার তাঁকে কাঁদাবার ইচ্ছায় এবং কান্নার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার বাসনায় তাঁর দু'হাত রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেই।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমার হাতের বাঁধন শক্ত হয়ে যাওয়ায় ব্যথায় আমি কান্না করতে যাবো, এমন সময় আকাশের চাঁদ আমাকে শান্তনা দিয়ে বললো, 'কাঁদবেন না'। চাঁদের একথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।"– যিক্‌রে জামিল

প্রাণের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে একাধিক বার বক্ষ বিদারণ তথা শক্কে সদর-সিনা চাক হয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস শরীফে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

"(হে নবী) আমি কি আপনার সদর বা বক্ষদেশ (সিনা)-কে (আপনার উপকারের জন্য) প্রসারিত করিনি?"– কুরআন (৯৪ঃ১)।

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

"হে প্রভু, আমার সদর বা বক্ষদেশ (সিনা) আমার মঙ্গলের জন্য প্রসারিত করে দিন।"– কুরআন (২০ঃ২৫)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

"যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করতে ইচ্ছা করেন তার সদর বা বক্ষদেশ (সিনা)-কে তিনি (আল্লাহ্) ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দেন।"– কুরআন (৬ঃ১২৬)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم

"যার সদর বা বক্ষদেশ (সিনা)-কে আল্লাহ্ ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দিয়েছেন, অতঃপর তিনি আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রাপ্ত নূর বা জ্যোতির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, সে কি তারই মতো হয়ে যাবে যে পাষাণ হৃদয়?"– কুরআন (৩৯ঃ২২)

শরহুসসুদুর বা বক্ষ প্রসারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হৃদয়ে একটি নূর বা জ্যোতিঃ প্রবেশ করতঃ তা প্রজ্জ্বলিত হওয়ার নামই বক্ষ প্রসারিত হওয়া।" এর চিহ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "প্রবঞ্চনাপূর্ণ পৃথিবী হতে মন উঠিয়ে চিরস্থায়ী পরকালের দিকে মন নিবিষ্ট করা এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়াই এর লক্ষণ।"– বায়হাকী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে মোট **চারবার বক্ষ বিদারণ** (শাককে সদর তথা সিনা চাক) সংঘঠিত হয়েছে।

প্রথম বক্ষ বিদারণ (শাককে সদর) ঃ

দুধ ছাড়ানোর পরও শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সাদ গোত্রেই ছিলেন। তাঁর বয়স যখন চার অথবা পাঁচ বছর তখন 'সিনা চাক' এর ঘটনাটি ঘটে।

এঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আগমন করলেন। এ সময় আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুইয়ে বুক চিরে দিল (হৃদয়) বের করলেন, তারপর দিল (হৃদয়) থেকে একটি অংশ বের করে বললেন, এটা আপনার মধ্যে শয়তানের অংশ। এরপর দিল (হৃদয়) একটি তশতরিতে রেখে যমযম কূপের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। তারপর যথা স্থানে তা স্থাপন করলেন। অন্য শিশুরা ছুটে গিয়ে বিবি হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কাছে বললো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মেরে ফেলা হয়েছে। পরিবারের লোকেরা ছুটে এলো। এসে দেখলো তিনি বিবর্ণমুখে বসে আছেন।"– মুসলিম শরীফ

দ্বিতীয় বক্ষ বিদারণ (শাককে সদর) ঃ

দশ বৎসর বয়সে একদিন মরুমাঠে সুন্দর নূরানী চেহারায় উত্তম খুশবু ও পরিষ্কার লেবাসধারী হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আলতোভাবে চিত করে শোয়ায়ে তাঁর পেট বিদীর্ণ করলেন। এতে কোন প্রকার রক্তপাত বা বেদনা অনুভূত হলো না। তাঁরা সোনার পেয়ালায় পানি এনে তাঁর অভ্যন্তরভাগ ধুয়ে ফেললেন; এরপর তাঁরা ভিতরের জমাট রক্তের আকারে ঘৃণা ও হিংসা বের করে ফেললেন এবং একটি তৈলাক্ত পদার্থের আকারে তাঁর হৃদয়ে স্নেহ ও দয়া ঢেলে দিলেন এবং তাঁর প্রতি শান্তি কামনা করে চলে গেলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তখন হতে আমি হৃদয়ে দুনিয়ার সকলের জন্য অপূর্ব দয়া ও স্নেহ অনুভব করতে লাগলাম।"

তৃতীয় বক্ষ বিদারণ (শাককে সদর) ঃ

নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পূর্বে রমজান মাসে হেরা গুহায় (জাবলে নূর) ইতিকাফে থাকাকালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন গুহার বাইরে আসলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম স্বমহিমায় আকাশ ও জমিনের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তাঁরা উভয়ে আমাকে ধরে শোয়ালেন এবং আমার বক্ষ বিদারণ করে দিল (হৃদয়)-কে সোনার পেয়ালায় রক্ষিত যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেললেন এবং কি যেন একটি জিনিস বের করে ফেললেন, তা আমি চিনিতে পারলাম না। তারপর তাঁরা হৃদয়কে স্বস্থানে সন্নিবেশ করে বক্ষকে ঠিক করে দিলেন এবং আমাকে উপুড় করে শোয়ায়ে পিঠে একটি মোহর মেরে দিলেন। মোহর মারার সময় আমি তা হৃদয়ে অনুভব করছিলাম।"– সাইয়্যেদুল মুরসালীন

চতুর্থ বক্ষ বিদারণ (শাককে সদর) ঃ

মিরাজের পূর্বক্ষণে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যমযম কূপের নিকট নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে চিত করে শোয়ায়ে বক্ষ বিদারণ করলেন এবং কলব মুবারক বের করে এতে অবশিষ্ট যা কিছু কালো বর্ণের ছিল তা বের করে যমযমের পানি দ্বারা কলব মুবারক তিনবার ধুয়ে ফেললেন। ঈমান ও হিকমত ভরা অন্য একটি স্বর্ণের পাত্র হতে তা তাঁর কলব মুবারকে ঢেলে দিলেন এবং কলব মুবারক স্বস্থানে সন্নিবেশ করে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন।

বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য ঃ

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রহঃ) 'আলামনাশ্‌রাহ্' সূরার তাফসির করতে গিয়ে বক্ষ-বিদীর্ণ করার ঘটনা সমূহ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, প্রথম বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করে তার মন থেকে খেলাধুলার আকর্ষণ বের করা হয়েছে যা সাধারণতঃ বালকদের মনে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাঁর মন থেকে যৌবনের সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য দূর করা হয়েছে যার কারণে যুবকরা আল্লাহ্‌পাকের অসন্তুষ্টজনিত কাজে লিপ্ত হয়। তৃতীয় বার বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছিল ওহীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করা ও ওহীর ওজন বহনে তাঁর মনকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য এবং চতুর্থ বার তাঁর মনের মধ্যে উর্ধ্বজগতের অলৌকিক নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার শক্তি দান করা হয়েছে।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মরু মাঠে, প্রকৃতির কোলে ঃ

দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে হালিমার কুটির। বেদুঈন-জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান। চতুর্দিকে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতি-মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত প্রান্তর; তার-ই মাঝে মুক্ত মানুষের মুক্ত মন। কোথাও বাঁধা নেই, বন্ধন নেই, জীবন যাত্রার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নেই; প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকার সুসঙ্গতি তার। শুধু জড়-জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও হাসি-কান্নাই এ জীবনের সবটুকু নয়। এর খানিকটা বাস্তব, খানিকটা স্বপ্ন; খানিকটা কঠোর, খানিকটা কোমল, খানিকটা গদ্য, খানিকটা কবিতা। প্রভাত-আলোর ঝর্ণা-ধারায় প্রাতঃস্নান করা; চাঁদনী রাতে নহর কিনারে ভ্রমণ করা, কখনও বা মরু-সাইমুম ও মরু ঝটিকার সম্মুখীন হওয়া, এ সমস্তই বেদুঈন জীবনের রোমাঞ্চের দিক। জীবনের চারপাশে এই রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বিশ্বপ্রকৃতির সাথে এই মিশামিশি, আলো-ছায়ার এই লুকোচুরি খেলা, এই আধ-জাগরণ আধ-স্বপ্নের সংমিশ্রণ, এটাই মানুষের স্বাভাবিক জীবন। প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে জীবন, তার কোন মাধুর্য নেই। কিন্তু

প্রকৃতির সাথে মানুষ যেখানে মিলে যায় সেখানেই মানব জীবনের স্বার্থকতা। এ জন্যইতো কবি বলেছেন–

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এমনি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শিশুনবীর জীবনযাত্রা আরম্ভ হলো। মানব জীবনে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, কলুষমুক্ত, শৈশবকালই হলো শিক্ষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ের শিক্ষা, আদর্শ, চিন্তা-চেতনা সবকিছুই স্থায়ী হয়ে থাকে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। সমাজের বিকৃত চিন্তা ও কলুষিত আদর্শের ছাপ পড়ার পূর্বেই তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সরিয়ে এনে বিশাল মরুভূমির উন্মুক্ত পটভূমিতে স্থাপন করলেন। তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাঁর সম্মুখে তুলে ধরে, একে একে তাঁকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রভাতের অরুণ-রাঙা আকাশ, মধ্যাহ্নের অগ্নিঝরা 'লু'-ভরা হাওয়া; নিস্তব্ধ নির্জন রাতের ধ্যান গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি-উপত্যকার ধূসর শ্রী, মরু-দিগন্তের মায়া মরীচিকা, সমস্তই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনে এক অপূর্ব বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করতে লাগলো। এ পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে একজন নিয়ন্তা আছেন, তিনি যে আড়ালে থেকে নানা বর্ণে নানা গন্ধে, নানা ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছেন, এ সত্য তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন। পক্ষান্তরে বেদুঈন জীবনের সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি, তাদের তেজস্বীতা, নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম এ সমস্তও তাঁর শিশু মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। এরূপ অদ্ভূত পদ্ধতিতেই শিশুনবীর শৈশব-শিক্ষা আরম্ভ হলো। সকল জ্ঞানের সকল সত্যের সকল তথ্যের উৎসমুখ যেখানে, সেখানে বসেই তিনি জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন। মানুষের রচিত বিকৃত শিক্ষা কেন তিনি গ্রহণ করবেন? **সমস্ত জ্ঞানের মালিক যিনি, তিনিই বিশ্বকূলের শিক্ষক হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধরায় প্রেরণ করেছেন।** তিনি কেন অপরকে শিক্ষক বলে গ্রহণ করবেন? অসম্পূর্ণ মানুষের অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা তাঁর প্রয়োজনের উর্ধ্বে। এ কারণেই বোধ হয় আল্লাহ্ তা'য়ালা সচেতন অভিভাবকের মতো শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমাজের বিকৃত আবহাওয়া হতে সরিয়ে নিয়ে নির্জন মরুবক্ষে রেখে দিয়েছেন। সৃষ্টিলীলার সমস্ত গোপন রহস্য ও মূল সত্যগুলি জানাই হলো প্রকৃত জ্ঞান। সেই জ্ঞানইতো পরম জ্ঞান। **হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ঐশী জ্ঞানেরই অধিকারী ছিলেন।**

শিশুনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেন। এখন পাঁচ বৎসরের বালক। দুধ ভাই-বোনদের সাথে বাইরে যান, চলাফেরা করেন। এ অল্প বয়সেই তিনি অতিমাত্রায় চিন্তাশীল হয়ে উঠলেন। তাঁর সকল কাজে, সকল কথায় আশ্চর্যজনক ভাব-ভঙ্গির প্রকাশ পেতে লাগলো। কখনো বা তিনি উন্মনা,

কখনো বা তিনি উদাস; কখনওবা তিনি ভাবগম্ভীর। অন্তর তাঁর সুদূরের পিয়াসী, দৃষ্টি তাঁর দিগন্তবিসারি। দূরের পানে আঁখি মেলে সর্বদাই তিনি কি-যেন-কি ভাবেন। আকাশ যেন নীল নয়ন মেলে তাঁর মুখপানে চেয়ে থাকে। চাঁদ যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তারারা যেন তাঁকে দেখে মিটিমিটি করে হাসে, বাতাস যেন তাঁর কানে কানে কী গোপন কথা বলে যায়। দৃশ্য জগতের অন্তরালে ভাঙ্গা-গড়ার যে খেলা চলছে, তার রহস্য যেন তিনি পূর্বেই জানতেন; কিন্তু আজ আর মনে নেই। অর্ধবিস্মৃত স্বপ্নের মতো এই নিখিল মাখলুকাত কেবলি তাঁকে উতলা করে তুলে। চেনা-অচেনার আলো-ছায়ায় মন তাঁর সতত দুলতে থাকে। সেই পূর্বস্মৃতি মনে পড়তেই যেন তিনি মাঝে মাঝে এমন আনমনা হয়ে পড়েন। এ মহাসৃষ্টির রহস্য তিনি খুঁজে খুঁজে অবিভূত হয়ে পড়তেন। এ সকল বিষয় কি এবং কেন? সৃষ্টির মূলই তখন সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাছে তুলে ধরেন। **এ জ্ঞান ভান্ডার পেয়ে তিনি হলেন মহাজ্ঞানের অধিকারী, সৃষ্টিকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।**

চাঁদের সাথে খেলা ঃ

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যখন শিশুকালে দোলনায় ছিলেন, সেই সময়ের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা আপনার নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম এবং এই ঘটনাই পরবর্তীকালে আমাকে আপনার ধর্মে দীক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে বেশী। ঘটনাটি ছিল– "আপনি দোলনায় শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদের সাথে খেলা করছিলেন। আপনি আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে যে দিকে হেলে যেতে বলতেন, চাঁদ সেদিকেই হেলে যেতো। এই ঘটনা আমাকে আকৃষ্ট করেছে।"

এ কথা শুনে একটু মুচকি হাসি হেসে হজুরপুর নূর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "চাচাজান, শুধু তাই নয়। আমি সে সময় চাঁদের সাথে কথাও বলতাম এবং চাঁদও আমার সাথে কথা বলতো। চাঁদ ছিল আমার খেলার পুতুল।– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

দুধ মায়ের সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ মাতা, পিতা ও ভাই-বোন ঃ ইবনে ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– বনু সা'দ ইবনে বাকারের মহিলা হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিনতে আবু যুয়ায়ব আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস ইবনে শিজনা ইবনে জাবির। হারিস (হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বামী) ইবনে আবদুল উযযা ইবনে রিফাআ ইবনে মালান। হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর আপন এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিস, উনায়সা বিনতুল হারিস, হুযায়ফা বিনতুল হারিস যার ডাক নাম শায়মা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের বিপুল পরিসরের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি অংশের সাথে জড়িত ছিলেন হযরত হালিমাতুস সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত শায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। মায়ের স্নেহ, বোনের ভালোবাসা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র তাদের থেকেই লাভ করেন, একমাত্র তারাই পারিবারিক স্নেহপ্রীতির ছাপ দিতে পেরেছিলেন। হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কোমল হৃদয় ও উদার মন দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে লালন-পালন করেছেন।

আপন মাতা-পিতার সেবা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হয়নি। জন্মের পূর্বেই পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে এবং শৈশবেই মাতা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হারিয়েছেন। হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র প্রতি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারাই বুঝা যায় যে পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং মাতা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জীবিত থাকলে তাদের কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। যতদিন হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জীবিত ছিলেন, ততোদিন তাদের তত্ত্বাবধায়ন করেছেন। একবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর সাথে বসা ছিলেন। তখন হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সাক্ষাতে আসলেন। দেখামাত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের চাদর মুবারক বিছিয়ে বসতে দেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আমার মা, আমার মা' বলে হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জড়িয়ে ধরেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে বিবাহের সময় দুধ মা ও দুধ বোনকে আনতে ভুলেন নাই। একবার দুর্ভিক্ষের সময় তাদের জন্য এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য ও ৪০টি মেষ পাঠিয়ে দেন।

তায়েফ অবরোধকালে মুসলমানদের হাতে দুধ বোন শায়মা বন্দী হন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে দেন। শুধু তাই নয়, হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সমগ্র বনী সা'দ গোত্রের প্রতি চিরদিন তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীতে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

হযরত হালিমাতুস্ সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পবিত্র স্মৃতির প্রতি শতকোটি সালাম। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গর্ভধারিনী জননী আর হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হলেন তাঁর স্তন্যদানকারী জননী। ধন্য হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জীবন। অনন্তকালের জন্য তিনি প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জড়িয়ে রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পাশে হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর

নাম সজ্জিত থাকবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা অনন্ত রহমত-করুণার বারিধারা হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর উপর বর্ষণ করুন।

ইয়াতীম নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের কোলে ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণের পর দুধ মা হযরত হালিমাতুস্ সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা চিন্তিত হলেন, তাঁর স্বামী হারিসও বললেন- এ ছেলের ভূত-প্রেতের কোন আছর হয়েছে কি-না? একে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে আসাই নিরাপদ। নিদারুন দুঃখের সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে হযরত হালিমাতুস্ সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, মা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট পৌঁছলেন ও সকল ঘটনা বললেন।

হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সব শুনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্ভে থাকাকালীন অলৌকিক ঘটনাবলী হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বলেন। এরপর তিনি হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে পুরস্কৃত করে, আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দেন। কলিজার ধন, নয়নের মণি নিজ সন্তানকে কোলে নিয়ে, তাকে গভীর মাতৃস্নেহে সুস্বাস্থ্য ও মুক্ত বাতাসে শক্তিশালী জীবন গঠনের জন্য তৈরি হলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিবও পৌত্রটির মুখশ্রী ও চাল-চলন লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন, স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আচ্ছন্ন করে রাখলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চললেন পিতার কবর যিয়ারতে মদীনার পথে ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা কি আপনাকে ইয়াতিম অবস্থায় পাননি?"– কুরআন (৯৩ঃ৬)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

"(হে নবী) ইয়াতিমের প্রতি আপনি কঠোর হবেন না।"– কুরআন (৯৩ঃ৯)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন বেদুঈন জীবন পার হয়ে পবিত্র মক্কার সামাজিক ও নাগরিক জীবনে পদার্পন করেছেন। এ সময় তিনি দেখতে পান, বুঝতে সক্ষম হন যে, অন্যান্য শিশুদের বাবা তাদের সন্তানদের আদর সোহাগ করছে। হায়! আমার বাবা কোথায়? বার বার মা আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কাছে জানতে চান, আমার বাবা কোথায়? তিনি চোখের পানি দিয়ে নয়নের দুলালকে উত্তর দেন।

শিশুনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাবার কাছে যাওয়ার জন্য মাতাকে অস্থির করে তোলেন। তখন হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাধ জাগলো প্রাণের দুলালকে নিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারত করা এবং তাঁকে হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পিতৃকূলের সকলকে দেখিয়ে আনা। মদীনার বনী আদী ইবনে নাজ্জার ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাতুলালয় আর হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন সেই বংশের লোক। প্রিয় নবীর বয়স ছয় বৎসর। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আপন দাসী উম্মে আয়মান-কে নিয়ে মদীনা শরীফ গমন করেন। মদীনার উপকণ্ঠে 'দারুন নাবেগা'য় (বর্তমানে মসজিদে নববীর পশ্চিমাংশ) হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কবর। তথায় উপস্থিত হয়ে হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা অতীত দিনের নানা স্মৃতি স্মরণ করে কাঁদতে কাঁদতে শিশু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে লাগলেন– পল্লী কবি জসিম উদ্দীন এর ভাষায় রূপান্তরিত–

"বাপ্‌জি তোর শুইয়া আছেন ঐ বাবুল গাছের ছায়,
গাছের পাতারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
এই কবরে সে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়,
আমি এথা আঁখি-জলে ছয়টি বছরে দিয়েছি বিদায়।
কাঁদছিস তুই! কি করবি বাবা, পরাণে আর মানে না;
"আযরাইল" যাকে খুশি নিয়ে যায়, কারো বাঁধা মানে না।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ বাছা, হে আল্লাহ্ দয়াময়,
আমার বাবার তরেতে যেন বেহেশত নসীব হয়।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতাকে হারালেন ঃ

নিয়তির কি যে খেলা, চিন্তা করারই বিষয়। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ ২৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শুধু শিশু পুত্র ও দাসীকে নিয়ে পাড়ি জমালেন। নিশ্চয়ই একটা গূঢ় ইঙ্গিত এর মধ্যে নিহিত। শিশুপুত্রসহ হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কবর জিয়ারত করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর স্বামী এহেন পুত্র রত্নের সান্নিধ্য ও দর্শন লাভের আনন্দ হতে চিরবঞ্চিত। স্বামীর কাছে পুত্রকে উপস্থিত করে মনে করলেন আমার কর্তব্য শেষ।

উম্মে আয়মন বলেন– আমরা যখন মদীনায়, তখন মদীনার প্রতিবেশী একদল ইহুদী পালাক্রমে এসে হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে বার বার দৃষ্টি দিতে থাকে। ইহুদীদের মধ্যে একদল বলে উঠলো– 'ইনিই বর্তমানকালের নবী এবং মদীনাতেই তিনি হিযরত করে চলে আসবেন। এখানে বহু হতাহত হবে এবং যুদ্ধবন্দীর ঘটনা ঘটবে।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নানার বংশধর বনু নাজ্জার কবিলায় মাসাধিককাল তাঁরা অবস্থান করেন। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পুত্রকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী আরওয়া নামক স্থানে পৌঁছলে অকস্মাৎ তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তার জীবনে মৃত্যুর ছায়া নেমে আসলো। মুমূর্ষ মায়ের শিয়রে ইয়াতীম শিশু নবী বসা আছেন। মায়ের মৃত্যুতে দিশেহারা দৃষ্টি অতৃপ্ত পৃথিবীর সমস্ত স্নেহ নিয়ে বারবার পিতৃহারা শিশুর মুখের উপর পড়তে লাগলো, আর বক্ষ বিদীর্ণ করে গভীর দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে মৃত্যু ছায়াচ্ছন্ন স্থানকে বেদনাতুর করে তুললো। অবশেষে মা আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে নয়ন মণিকে আকাশতলে একাকী ফেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রঃ) 'তারিখুল খোলাফা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখেছেন– অসুস্থ অবস্থায় বিবি আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উম্মে আয়মনকে লক্ষ্য করে যে কয়টি হৃদয়বিদারক উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মর্মার্থ এই যে, "হে উম্মে আয়মন, আমি বিদায় নিচ্ছি। আমার পর তুমিই তাঁর মা। তাঁকে তুমি আদর-যত্ন করে রাখবে। আর শোন, তাঁর জন্মকাল থেকে যেসব ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনিই হবেন শেষ জামানার নবী। এটাই আমার চূড়ান্ত সাক্ষ্য।"

মায়ের অসিয়ত অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি উম্মে আয়মনকে 'মা' বলে সম্বোধন ও সম্মান করতেন এবং বলতেন– "আমার মায়ের ইন্তিকালের পর উম্মে আয়মনই আমার মা।"

কী করুণ দৃশ্যই না ফুটে উঠলো মরুভূমির মাঝে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি, মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ। পিতা নেই, মাতা নেই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ কাছে নেই। মরুপ্রান্তরে শুধু একজন দাসী আর শিশু নবী, আর পাশে দাঁড়ানো তাঁদের উট। শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে প্রথম বিষন্নতার সম্মুখীন হলেন। হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে কোন মতে সেখানে দাফন করে উম্মে আয়মন শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসলেন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মক্কা মুয়াজ্জামার জীবন

১। দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয় ঃ

পুত্রবধূর মৃত্যু ও পৌত্রের ইয়াতীম অবস্থা দেখে আবদুল মুত্তালিবের হৃদয় শতধা বিচ্ছিন্ন হলো। নিরাশ্রয় পৌত্রের ভরণ-পোষণের ভার নিজেই নিলেন। তখন তিনি ৮২ বৎসরের বৃদ্ধ, অবিরাম চিরবিদায়ের সংকেত পাচ্ছিলেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ৮ বৎসর ২ মাস ১০ দিন তখন তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের ছায়া থেকেও বঞ্চিত হলেন। তখন তিনি বুঝলেন, তাঁর শেষ অবলম্বনটুকুও চিরদিনের মতো তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

যখন আবদুল মুত্তালিবকে জানাযায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তিনি মর্মভেদী বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে জানাযার অনুসরণ করেন। তাঁর করুণ কান্নায় মক্কার আকাশ-বাতাস বেদনাতুর করে তুললো।

মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবু তালিব এর হাতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অর্পণ করে গেলেন। তাঁর আদর-যত্ন তত্ত্বাবধায়নের জন্য আবু তালিবকে তিনি বিশেষভাবে তাগিদ ও সতর্ক করে গিয়েছিলেন।

একে একে সকল বন্ধনই কেটে গেল। পূর্বনির্ধারিত একটা গোপন অভিপ্রায় অনুসারে যেন এই বন্ধনমুক্তির পালা শুরু হয়েছিল। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন মুক্ত, মনের চারপাশে তাঁর আর কোন বন্ধন নেই। অসহায় বালক, সম্মুখে দুর্গম পথ। সহায় নেই, সঙ্গী নেই, পথ নেই, পাথেয় নেই। তিনি বুঝলেন, এই দুস্তর প্রান্তর একাই তাঁকে পাড়ি দিতে হবে।

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালিবের আশ্রয়ে ঃ

হযরত আবদুল মুত্তালিবের বারজন ছেলের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ও আবু তালিব সহোদর-একই মায়ের গর্ভের সন্তান। এজন্যই হযরত আবদুল মুত্তালিব হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আবু তালিবের বন্ধনে রেখে যান। আবু তালিব প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিজ সন্তানের অপেক্ষা অধিক ভালোবাসতেন। সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন, এমনকি আহারে বিহারে, শয়নে বেড়াতে কখনো চোখের আড়াল করতেন না।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ১০/১২ বছর তখন তিনি বকরী চরাতেন। আরবে তখন মেষ-বকরী চরানো অপমানজনক কাজ বলে বিবেচিত হতো না। এমনকি ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সন্তানগণ মেষ-বকরী চরানোর কথা গৌরবের কাজ মনে করতেন। পরের জীবনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেষ চরানোর কথা আনন্দের সাথে বর্ণনা করতেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

"(চতুস্পদ প্রাণী) সেগুলোর মধ্যে তোমাদের শোভা রয়েছে যখন সেগুলো সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন এবং সকালে যখন চারণ ভূমিতে ছেড়ে দাও।"– কুরআন (১৬ঃ৬)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমি কারারীতে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।"– বুখারী শরীফ

'কারারীত' শব্দটি কীরাতের বহুবচন। দেরহাম বা দীনারের ভগ্নাংশকে কীরাত বলা হয়। এটি অর্থের বিনিময়ে বকরী চরানো বুঝায়। বুঝা যায়, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনিময় (মজুরী) নিয়ে বকরী চরাতেন।

হযরত ইব্রাহীম হারাযী বলেন– আজইয়াদ নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম হলো 'কারা-রীত'।–সীরাতুন্ নবী

৩। মেষ চরানোর তাৎপর্য ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেষ চরাতেন। মেষ চরাণের সাথে পয়গম্বর জীবনের এক আশ্চর্য সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক পয়গম্বরই মেষপালক ছিলেন। এর একটা দৃঢ় কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। উন্মুক্ত নীল আকাশের নিচে বিশাল প্রান্তরে একপাল মেষ আর তার একজন চালক। কোন মেষ যাতে বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত নষ্ট না করে, হারিয়ে না যায়, বাঘে না ধরে, অথচ প্রত্যেকেই উপযুক্ত আহার করে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে সন্ধ্যার সময় প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরে আসে, এটাই হলো মেষ চালকের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের সাথে পয়গম্বর জীবনের লক্ষ্যের কত মিল।

পয়গম্বরতো এক-একটা জাতির এমনি পরিচালক। মেষ চালকের মতো তিনিওতো মানব-চালক। আল্লাহ্র বান্দাদের পিছনে থেকে তাদেরকে সুপথে চালনা করা এবং ইহলোকের ও পরলোকের খোরাক আহরণ করে সুস্থ অন্তকরণ (কলব) সহকারে সকলকে প্রভুর দরবারে হাজির করাই তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব। এই কর্তব্য ও দায়িত্বকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করার জন্যই পয়গম্বরগণ মেষ চালনা করতে ভালোবাসতেন। লোকালয়ের বাইরে নির্জন পাহাড়ের ধার, উপরে নীল আকাশ, নিম্নে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, সমাজ ও সংসারের কোলাহল হতে সে স্থান চিরমুক্ত। চমৎকার পারিপার্শ্বিকতা। প্রকৃতির নিবিড় নীরবতার মধ্যে যে প্রশান্তি লুকিয়ে থাকে, এখানে আসলেই তা উপলব্ধি করা যায়।

৪। কিশোর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিরিয়া গমন ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

"তোমরা জমিনে (দুনিয়া) ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম।"– কুরআন (১৬ঃ৩৬)

কুরাইশদের প্রথা ছিল, তারা গ্রীষ্মকালে বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশ এবং শীতকালে ইয়ামেন দেশ ভ্রমণ করতো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ১২ বছর ০২ মাস ১০ দিন, তখন চাচা আবু তালিব সিরিয়া গমণের সংকল্প করেন। পণ্যদ্রব্য নিয়ে কাফেলা প্রস্তুত, উটগুলো সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় বালক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচার কাপড় জড়িয়ে ধরলেন। আবু তালেব স্নেহের ভাতিজাকে জিজ্ঞাসা করলেন– কি বাবা, কি চাও? কিশোর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন– চাচা! আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? আমার আব্বাও নেই, আম্মাও নেই।

এমন মন মাতানো কথায় চাচা আবু তালেব স্থির থাকতে পারলেন না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সঙ্গীদেরকে বললেন, ছেলেটি আমাকে ছাড়া থাকে না, তাকে না দেখলে আমিও শান্তি পাই না, এবার তাকে নিয়ে যাবো।

এ বলে বালক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে কাফেলা রওয়ানা হলো। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ বন্ধু কাফেলার একজন যাত্রী। ভবিষ্যতের বিশ্বনবী আজ বণিক। তিনি যে একদিন বিশ্ব মানবের পথের দিশারী হবেন– এই বিদেশ যাত্রা ছিল তারই পূর্বাভাস। একই সাথে তিনি দেখবেন নানা স্থানের অধিবাসী, বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও তাদের রীতি-নীতি ইত্যাদি।

কাফেলা এগিয়ে চললো। মাথার উপরে সূর্য আগুন ঢালছে কিন্তু তা হালকা, কিশোর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে স্পর্শ করছে না। পায়ের নিচে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বালুকণা। কিন্তু তার উত্তাপও কাফেলাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে না। দিনের পর দিন কাফেলা চলছে। এভাবেই এক সময় সবুজ শ্যামলীমায় ঘেরা সিরিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল কাফেলা।

কাফেলা এগিয়ে চললো ঊষর মরুভূমি পার হয়ে শাম (সিরিয়া) ছেড়ে আরও সামনে বসরার অন্তর্গত 'তায়মা' নামক স্থানে। 'তায়মা' খ্রিষ্টান প্রধান একটি ব্যবসা কেন্দ্র। বিশেষ করে বাৎসরিক একটা মেলার জন্য এই এলাকা বিখ্যাত ছিল। তখন মেলা চলছিল পুনরুদ্যমে। তাই কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে ব্যবসা করার জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। নিকটেই ছিল একটি খ্রিষ্টান মঠ বা গির্জা। 'বুহাইরা' নামক জনৈক পাদ্রী এই গির্জার ধর্মগুরু। তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের পারদর্শী সুপন্ডিত ছিলেন। কিশোর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুহাইরার নজরে পড়ে গেলেন। কিশোর নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) দীপ্তময় উজ্জ্বল চেহারা দেখে তিনি থমকে গেলেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, গির্জাটি ছিল একটি পাহাড়ের উপর। বুহাইরা সমতল ভূমির দিকে দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ সাদা এক আয়তাকার মেঘ খন্ডের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তা একটি বিশাল পাখির আকারে কাফেলার উপর ছায়া দিয়ে আসছে। মেঘ খন্ডটি ঝুঁকে পড়ে কাফেলার এক বালকের উপর ছায়া বিস্তার করলো এবং সে ঘনছায়া প্রখর সূর্যকিরণ থেকে তাঁকে রক্ষা করলো। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে বুহাইরা

অনুমান করলেন যে, হেজাজ থেকে আগত কাফেলার মধ্যে রয়েছেন হয় তো সেই মানুষটি যার জন্য তিনি এতোকাল অপেক্ষা করে আসছেন। যার আগমন বার্তা পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে আগেই ঘোষিত হয়েছে। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার জানা যত নিদর্শন ছিল বাহ্যিক আকারে অবয়বে সবই এ বালকের সাথে মিলে যাচ্ছে দেখে তার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, এ কিশোরই হল প্রতিশ্রুত নবী।

সবকিছু ভালোভাবে জানার জন্য তখন তিনি একজন দূত পাঠিয়ে কাফেলার বালক, বৃদ্ধ, আযাদ, গোলাম সবাইকে দাওয়াত দিলেন।

এদিকে তিনি ভাল খাবারের ব্যবস্থা করে মক্কার অতিথিদের আগমনের জন্য আগ্রহ ভরে গির্জার প্রবেশ পথে অপেক্ষা করছিলেন। একটু পরেই দূত তাদের নিয়ে সেখানে ফিরলো।

বুহাইরা একজন একজন করে সকলকে দেখলেন কিন্তু কাঙ্ক্ষিতজনকে দেখতে না পেয়ে বললেন– আমি সকলকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু মনে হয় সকলে আসেননি।

কুরাঈশ সর্দারগণ উত্তরে বললো– আসার মতো কেউ বাদ পড়েনি, শুধু একটা ছোট বালককে আমরা জিনিসপত্র পাহারার জন্য রেখে এসেছি। বুহাইরা বিনীত কণ্ঠে বললেন– তাকেও নিয়ে আসুন; তখন একজনকে পাঠিয়ে কিশোর নবীকে নিয়ে আসা হলো, বুহাইরা বালক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গভীরভাবে দেখলেন এবং মেহমাদনদের খাদ্য গ্রহণের পর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এক কোণে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এবং লাত ও উজ্জার কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি সঠিক জবাব দিবে? লাত ও উজ্জার দোহাই দিয়ে বুহাইররা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পরীক্ষা করতে চাইলেন।

তখন বালক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন– লাত ও উজ্জার কসম দিবেন না। আমি তাদেরকে ঘৃণা করি। বুহাইরা বললেন ঠিক আছে, তবে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিবে?

বালক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন– হ্যাঁ, বলুন, আমি যতদূর জানি ঠিক ঠিক উত্তর দিবো। তখন বুহাইরা তার বর্তমান অবস্থা, কাজ-কর্ম, কখন ঘুম যান, স্বপ্নে কি দেখেন ইত্যাদি অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন এবং দেখলেন যে, প্রত্যেকটি উত্তর হুবহু পূর্ববর্তী গ্রন্থে বর্ণিত অবস্থার সাথে মিলে যাচ্ছে। নানা কথার ফাঁকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে নবুওয়তের মোহরও দেখে নিলেন বুহাইরা।

আরও ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বুহাইরা পুনরায় আবু তালেবকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন– এই বালক আপনার কি হয়? আবু তালেব ইচ্ছে করেই প্রকৃত অবস্থা গোপন করে বললেন– আমার ছেলে।

বুহাইরা বললেন– আপনার ছেলে? না, তার পিতা অন্য কেউ হবেন। আবু তালেব এবার স্বীকার করলেন যে, আসলে আমার ছেলে নয়, তবে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। বুহাইরা আবু তালেবের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার ভাই কোথায়? প্রশ্ন শুনে আবু তালেবের মুখ মলিন হয়ে গেল। তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন– তিনি মারা গেছেন।

তিনি কিশোর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাত ধরে কাফেলার নেতা আবু তালিবকে বললেন–

هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ هَذَا يَبْعَثُهُ اللهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

"এই বালক বিশ্বজাহানের সাইয়্যেদ। একে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব চরাচরের রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছেন।"

বুহাইরা কুরাঈশদেরকে (আবু তালিব-কে) বলেছিলেন– আপনারা যখন গিরিপথ পার হয়ে আসছিলেন, তখন আমি দেখতে পেলাম, প্রতিটি পাথর ও বৃক্ষ এই বালককে সম্মানসূচক সিজদা করছে। নবী ছাড়া অন্য কাউকে পাথর ও বৃক্ষরাজী সিজদা করে না। তিনি পরামর্শ সুরে বললেন– আমি শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বলছি, আপনি ভাতিজাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। সব সময় তার উপর নজর রাখবেন। বিশেষ করে ইহুদীদের কাছ থেকে সাবধান থাকবেন। যদি তারা এ বালককে দেখে চিনতে পারে যেমন আমি তার পিঠের নিদর্শন দেখে চিনেছি, তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলবে।

তখন আবু তালেব আর শাম দেশে না গিয়ে সেখানেই নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করেন এবং অন্যান্য পণ্য উট বোঝাই করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। অবাক ঘটনা হচ্ছে যে, এ ব্যবসায়ে আবু তালেবের আগের চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। পরে জানা গেছে যে, একদল খ্রিষ্টান প্রতিশ্রুত নবীকে হত্যা করার সংকল্পে কাফেলার পর কাফেলা খুঁজে বুহাইরার কাছে এসে পৌঁছলে বুহাইরা তাদেরকে কৌশলে নিরাশ করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই বাল্য বয়সেই বহু স্থানের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

সিরিয়া ভ্রমণের সুফল ঃ

বসরার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও পুষ্পবিতানের মধ্যে কিশোর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেয়েছিলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টির অপূর্ব রূপ; সামুদ জাতির বাসভূমির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখেছিলেন পৌত্তলিকতা ও আল্লাহ্দ্রোহীতার ভয়াবহ পরিণাম; আর বুহাইরার সাথে সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে জেনে ছিলেন খ্রিষ্টধর্মের পরিচয়।

৫। তরুণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফিজার যুদ্ধ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

"অতঃপর তাকে অসৎকর্মের (পাপ পথে গমনের) ও খোদাভীরুতার (পাপ থেকে বেঁচে থাকার) জ্ঞান দান করেছেন।"– কুরআন (৯১ঃ৮)

ফিজার যুদ্ধ (হারবুল ফিজার) দুষ্টদের যুদ্ধ, অন্যায় যুদ্ধ, অধর্মের যুদ্ধ। ফিজার যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে সূত্রপাত হয়েছিল আর এর মাধ্যমে মক্কার পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছিল বলে এর নাম "হারবে ফিজার"। বিভিন্ন কারণে চারবার এ যুদ্ধ সংঘঠিত হয় এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। চতুর্থ বারের সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালেবের সাথে রনাঙ্গণে উপস্থিত হন।

ইবনে হিশাম বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন চৌদ্দ বা মতান্তরে পনের বছর (৫৮৪ খ্রিঃ) তখন ফিজার যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

আরব জাতি হচ্ছে যোদ্ধা হিসাবে দুর্ধর্ষ। সাম্প্রদায়িকতাই ছিল এসব যুদ্ধের মূল কারণ। একেবারে সাধারণ ঘটনা থেকে গোত্রে গোত্রে, বংশে বংশে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতো। আর এ যুদ্ধ চলতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তবে হ্যাঁ, নিষিদ্ধ চারটি মাস তারা যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে নিবৃত থাকতো।

তাদের কাজ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। আর অবসর সময় তারা আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠতো। বছরে কয়েকটি মেলা বসতো। ঐ সব মেলায় বিভিন্ন গোত্রের কবিরা কবিতার আসর জমাতো। এছাড়া ঘোড় দৌড়, জুয়া খেলা, মদ পান করা ইত্যাদি ওসব মেলাতে হরদম চলতে থাকতো। আর এ থেকে অনেক সময় বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ঝগড়া, মারামারি ও যুদ্ধ বিগ্রহের বীজ অঙ্কুরিত হতো। আরবের বিভিন্ন মেলার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল ওকায মেলা। এ মেলা হতেই ফিজার যুদ্ধের উৎপত্তি।

ইবনে হিশাম যুদ্ধের কারণে বলেন– 'উরওয়াতুর রাহহাল' গোত্রের জনৈক নেতা নু'মান ইবনে মুনযিরের একটি বাণিজ্যিক কাফেলাকে আশ্রয় দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বনু কিনানার বাররায ইবনে কায়স বললো– তোমার এতো স্পর্ধা যে বনু কিনানার উপর টেক্কা দিয়ে তুমি তাকে আশ্রয় দিয়েছো? উরওয়া বললো– অবশ্যই। কিনানা কেন, গোটা দেশবাসীর ওপর টেক্কা দিয়ে আমি আশ্রয় দিয়েছি। এরপর উরওয়া ও বাররাযের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। অবশেষে তায়মা নামক এলাকায় উরওয়া একটু অসাবধান হওয়া মাত্রই বাররায তার ওপর হামলা করে তাকে হত্যা করে। এ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে নিষিদ্ধ মাসে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

এ যুদ্ধে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের তীর হতে আপনজনদেরকে রক্ষা করতেন এবং তীর সংগ্রহ করে দিতেন। তিনি অসহায় মজলুমদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। এ ঘটনা তার বীরত্বের পরিচায়ক। প্রথমে কায়স ও পরে কুরাইশ জয় লাভ করে। সর্বশেষ উভয় বংশের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়।

অকারণে বা সাধারণ কারণে মানুষ যে মানুষের রক্ত এমন করে ঝরাতে পারে তা করুণার সাগর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চোখ মুবারকে দেখার সুযোগ পেলেন। এ নির্মম দৃশ্য দেখে বিশ্ব নিখিলের ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্মল ও পবিত্র অন্তরের মধ্যে দুর্গতদের আর্তনাদের যে কত বেদনা জেগে উঠেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

৬। হিলফুল ফুযুল তথা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে নিঃস্বার্থ, উদারপন্থী ও উৎসাহী আরব যুবকদের সমন্বয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করেন, এর নাম রাখা হয় 'হিলফুল ফুযুল'-'ফযলদের সংঘ'। ফযল, ফুযাইল ও আফযল নামে তিন ব্যক্তি এ সংগঠনের ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখার কারণে তাদের নামে এ নামকরণ করা হয়।– বেদায়া ও নেহায়া

সে সময়ে আরব সমাজে নিয়ম ছিল, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, স্ববংশস্থ কোন ব্যক্তি অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন লোক শত অন্যায় অত্যাচার করলেও সবাইকে তার সমর্থন করতে হবে। তাদের এ ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত অন্যায়, ধ্বংস ও সর্বনাশের প্রধান কারণ।

আরবদের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা লুকিয়ে ছিল তার ভয়াবহ রূপ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চোখের উপর ভেসে উঠলো। বিনা কারণে মানুষ মানুষের প্রতি এতো নিষ্ঠুর হতে পারে! বিনা কারণে মানুষ এমন করে মানুষের রক্ত পান করতে পারে! সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর ধরে কত ঘরেই না কত ক্রন্দন, কত হাহাকার উত্থিত হয়েছে। কত নারীই না বিধবা হয়েছে, কত শিশুই না পিতৃহীন হয়েছে। এই অন্যায় জুলুমের কি কোন প্রতিকার নেই?

ফিজার যুদ্ধের বিভীষিকা, তান্ডবলীলা, বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত হয়ে আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করার নিমিত্তে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ শান্তি কমিটি গঠন করেন। তাদের এ কুৎসিত মনোবৃত্তির মূলোৎপাটন করে স্বগোত্র, পরগোত্র, স্বদেশী, পরদেশী, নির্বিশেষে যে কেউ অন্যায় করে তার দমন এবং অত্যাচারিতের সমর্থন করাই হলো 'হিলফুল ফুযুল' এর উদ্দেশ্য।

এতদুদ্দেশ্যে আরবের কতিপয় উৎসাহী যুবককে নিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সেবাসংঘ গঠন করেন। তারা আল্লাহ্র নামে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে–

- আমরা দেশের অশান্তি দূর করবো।
- আমরা বিদেশী পর্যটকদেরকে রক্ষা করবো।
- আমরা গরীব-দুঃখীদেরকে সাহায্য করবো।

- আমরা শক্তিশালীদেরকে দুর্বলের উপর অত্যাচার করতে দেবো না।
- আমরা বিভিন্ন গ্রোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবো।

আর্তপীড়িত, ব্যথিত ও অত্যাচারিতকে রক্ষা করার পাশাপাশি অত্যাচারিকে প্রতিহত করার জন্য গঠিত হলো হিলফুল ফুজুল।

স্মরণীয় ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব জগতের জন্য 'রহমত'রূপে প্রেরণ করেছেন। মানুষের সেবা, পরোপকার ও বিশ্বে শান্তি স্থাপন ইত্যাদি তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। নিজের, নিজের স্বজনদের, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসী তথা বিশ্বমানবের প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জীবনের প্রারম্ভেই শিক্ষা দিয়েছেন। সংঘবদ্ধভাবে শক্তি-কৌশলে অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের চেষ্টা করতে হবে। সত্যের সেবা এবং ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করা নবী জীবনের আদর্শ।

হে যুবকরা! তরুণের কি সুন্দর ও শ্বাশ্বত আদর্শই না আমরা এখানে দেখতে পেলাম। উপরোক্ত পাঁচটি আদর্শ যুগে যুগে, দেশে দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় নয় কি? আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে প্রতিহত করা, উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও মৈত্রী স্থাপন করা এটাই তো তরুণ বা যুবকদের ধর্ম।

৭। আল-আমীন তথা বিশ্বাসী-বিশ্বস্ত ঃ

আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত ও আমানতদার। আরবগণ প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেবাসংঘ রোজ রোজ প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। কোথায় কোন অনাথ বালক ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে, কোথায় কোন দুঃস্থ-পীড়িত-রুগ্ন ব্যক্তি আর্তনাদ করছে, কোথায় কোন বিধবা নারী নিরাশ্রয় হয়েছে তাদের তিনি সন্ধান করতেন। কোথাও বা তিনি ইয়াতিম শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করতেন, কোথাও বা রোগীর শয্যাপাশে বসে তার পরিচর্যা করতেন, কোথাও বা অন্য কোন কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করে প্রতিবেশীকে সাহায্য করতেন। এমনিভাবে লোকসেবায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

এ সেবা, ত্যাগ, মানবপ্রীতি কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ সেবা মানুষ কতদিন অস্বীকার করে চলবে? আরবগণ তাই দিনে দিনে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। "হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিশ্বস্ত, সত্য ও বিশ্বাসী", এ বিশ্বাস সকলের মনেই বদ্ধমূল হয়ে গেল। অবশেষে এমন হলো যে, আরবগণ একবাক্যে তাঁকে 'আল-আমিন' অর্থাৎ 'বিশ্বস্ত-বিশ্বাসী' উপাধিতে ভূষিত করলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'মুহাম্মাদ' নাম চাপা পড়ে গিয়ে 'আল-আমিন' নামই প্রাধান্য পেল। দেখা হলেই মানুষজন বলে উঠতো– 'এই যে আমাদের আল-আমিন আসছেন।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসনীয় কাজ, উন্নত সুন্দর চরিত্র এবং মাধুর্য মন্ডিত স্বভাবের কারণে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অধিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সম্মানিত প্রতিবেশী, সর্বাধিক দূরদর্শিতা সম্পন্ন, সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী, সকলের চেয়ে কোমলপ্রাণ ও সর্বাধিক পবিত্র পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। ভালো কাজে, ভালো কথায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রসর এবং প্রশংসিত। অঙ্গীকার পালনে ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রণী, আমানতদারির ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি বিপদগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, দুঃখী দরিদ্র মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতেন, মেহমানদারি করতেন, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতেন।– বুখারী শরীফ

নীতি-ধর্ম বিবর্জিত ঈর্ষা-বিদ্বেষ কলুষিত পরশ্রীকাতরতা দুর্ধর্ষ আরবচিত্তে এতোখানি স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, সততা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেম ছিল বলেই হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল।

বস্তুতঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'আল-আমিন' উপাধি লাভের মধ্যে এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করেছি যে, ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সার্থকতা নির্ভর করে বাল্য-জীবনের চরিত্র-মাধুর্যের উপরে। সত্যবাদিতাই সেই চরিত্র গঠনের প্রথম উপকরণ।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার পর আজ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী-গুণী, সমাজসেবী, কবি-সাহিত্যিক, জননেতা, দেশনায়ক, বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, কিন্তু কেউই মহাগৌরব 'আল-আমিন' উপাধিতে ধন্য হতে পারেননি। নবুওয়াত জীবনের যারা চরম শত্রু হয়েছিলো আরবের সেই বর্বর লোকদের কর্তৃকই ঘোষিত হয়েছে **'আল-আমিন'**।

৮। সিরিয়ায় দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা ঃ

আরবদেশে বিশেষ করে কুরাইশ বংশের বনি ইসমাঈল শাখা ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর পূর্ব থেকেই বাণিজ্য করতেন। আবু তালিবও ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচার সঙ্গে ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে গমন করেছিলেন। যার ফলে তিনি বহুবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, চারিত্রিক-মাধুর্য ও বৈষয়িক বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি গুণাবলীর সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একজন ধনী ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা। তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তবে আবু তালিব বুহাইরার সাবধান বাণীর কথা চিন্তা করে কাফেলার সকলকে নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখতে বলেন। তখন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজ বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মাইসারাকে সঙ্গে দেন। কাফেলা রওয়ানা হলো। ইয়াসরিব, হাইফা, জেরুজালেম প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র অতিক্রম করে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে করতে তিনি দামেস্কে পৌঁছলেন। সর্বত্রই তাঁর প্রভূত লাভ হয়। আপন অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণাবলীকে তিনি এবার কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছেন। ব্যবসা শেষে ফিরে এসে হিসাব-নিকাশ করে মূল পুঁজিসহ অনেক বেশি লাভ প্রদান করেন।

সিরিয়া যাওয়ার পথে মাইসারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু অলৌকিক ঘটনা দেখে অভিভূত হন। যেমন–

১। প্রচণ্ড গরমে, তাপ প্রখর হলে এক খন্ড মেঘমালা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথায় ছায়া দান করতো।

২। পথিমধ্যে একদিন দু'টি উটের দেহ থেকে দরদর করে ঘাম বের হতে লাগলো, নড়াচড়া করতে পারছিল না। মাইসারা জানালেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পীড়িত উটের কাছে গিয়ে পবিত্র হাত মুবারক মেলে পাগুলো স্পর্শ করলে দাঁড়িয়ে যায় এবং দ্রুত গতিতে চলে কাফেলার সাথে মিলিত হয়।

৩। কাফেলা সিরিয়ার বসরা নগরীতে পৌঁছলে তরুণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব দ্রব্য অপ্রত্যাশিত মুনাফায় বিক্রয় করেন।

৪। বসরা শহরে নাসতুরা নামক জনৈক পাদ্রীর গির্জার নিকটবর্তী একটি তরুতলে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসলেন। পাদ্রী মায়সারাকে আগে থেকেই চিনতেন। নাসতুরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আকৃতি ও প্রকৃতি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করলেন এবং মায়সারার নিকট গমনপূর্বক তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। মায়াসারা বললো, **তিনি হেরেমের অধিবাসী, কুরাইশ বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।** তা শোনার পর পাদ্রী বললেন- **যিনি এই তরুতলে বসেছেন তিনি নবী ছাড়া আর কেউ নয়।** পাদ্রী পুনঃজিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর চক্ষে কি রক্তিম আভা আছে? এর উত্তরে মায়সারা বললো, হ্যাঁ, তা তাঁর চোখ হতে কখনো বিলীন হয় না। তখন পাদ্রী বললেন, এই সবই নবুয়তের নিদর্শন। **তিনিই শেষ নবী।** হ্যাঁ! যদি আমি তাঁর সময় পেতাম তবে নিজকে ধন্য মনে করতাম।

মাইসারার নিকট হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এসকল ঘটনা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

৯। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র শুভবিবাহ ঃ

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিনতে খুওয়াইলিদ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো বোন হতেন। তিনি প্রভূত ধন-সম্পদের অধিকারিণী। রূপে-গুণে, বংশ মর্যাদা, উন্নতমনা, দানশীলা, উদার ও কোমল হৃদয়া ইত্যাদি গুণের এমন সতীসাধ্বী নারী তখনকার দিনে আরবে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। লোকে তাকে খাদিজা না বলে 'তাহিরা' তথা 'পবিত্রা' উপাধিতে ভূষিত করে। পূর্বে যথাক্রমে আবুহালা ও আতিক নামক দুই ব্যক্তির সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। আর কয়েকটি পুত্র-কন্যা রেখে তারা উভয়ই পরলোক গমন করেন। পরবর্তীতে তাঁর গর্ভজাত পূর্বস্বামীর সন্তানেরা সকলেই ইসলাম কবুল করেন ও সাহাবী ছিলেন।

সিরিয়ার ব্যবসায় অভাবিত সাফল্যে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা অত্যন্ত খুশি হন। গোলাম মাইসারার কাছে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা এবং উন্নত চিন্তা-চেতনার কথা শুনে তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। বিশেষভাবে মাইসারা ও বিশ্বস্ত সঙ্গী খুজামা সফরের ঘটনাবলী বিস্তারিত আলোচনা করেন। খ্রিষ্টান যাজক নাসতুরার সুসংবাদ, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতে নবী হিসাবে চিহ্নিত হবেন শুনে তিনি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন।

এরই মধ্যে একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, পূর্ণিমার চাঁদ মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে মন উতাল করা আলো ছড়াচ্ছে এবং ধীরে ধীরে সে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ থেকে নেমে এসে তার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল। চাঁদের স্পর্শে খাদিজার সব শরীর অজানা আনন্দে কাঁপন ধরলো। এরপর তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে তিনি বিহবল হয়ে বসে রইলেন।

এ কিসের ইঙ্গিত? এ কিসের আলামত! তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। স্বপ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে পরদিন ভোর বেলাতেই তার চাচাতো ভাই বিশিষ্ট ধর্ম যাজক ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে তাবীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) জানতে গেলেন। ওয়ারাকা বিভিন্ন ধর্মের যেমন পন্ডিত তেমনি স্বপ্নেরও ব্যাখ্যাকারক ছিলেন।

সেখানে গিয়ে বিবি খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার স্বপ্নের বিবরণ শুনালেন। ওয়ারাকা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে বললেন– শোন বোন! আমার মনে হচ্ছে, তুমি ভাগ্যবতী নারী হবে। তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে আমি যে তত্ত্ব ও তথ্য লাভ করেছি তাতে আমার বিশ্বাস, আখেরী নবী নিঃসন্দেহে এ পৃথিবীর বুকে পদার্পণ করেছেন। অচিরেই তুমি তাকে স্বামীরূপে বরণ করে নিবে।

ওয়ারাকার কথা শুনে খাদিজার বুকে নতুন করে আনন্দ মাখা ভীরু কম্পন শুরু হলো।

মনে মনে ভাবলেন, এতোদিন বিয়েতে অনীহা প্রকাশ করে এসেছি। কত সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকরা এ ধরনের প্রস্তাব দিয়ে বিফল হয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু কোনদিন এমন কিছুতো চিন্তা করিনি। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। এখানে একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যাচ্ছে যা উভয়ের বয়সের তারতম্য। ঐ সময় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র ২৫ বছরে পদার্পণ করেন। আর হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স ৪০ বছর। তবুও তিনি চিন্তা করছেন কিভাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কথাটা তোলা যায়। লজ্জা শরমে মাথা খেয়ে এমন কথাতো কিছুতেই তার মুখে আসবে না।

অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলেন– তার এক বুদ্ধিমতী পরিচারিকা আছে। তার নাম 'নাফিসা'। সে যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি কথায় পারদর্শিনী।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার কাছেই মনের কথা প্রকাশ করলেন। বললেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এতোদিন ভেবেছেন এভাবেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন কিন্তু এখন মন চাইছে এমন একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে যেতে, যার সেবা করে জীবনকে ধন্য করা যায়। কিন্তু তিনি কি সম্মতি দিবেন?

নাফিসা চুপচাপ হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো, সে বুঝতে পারলো তার এ সম্পদশালী অথচ চির দুঃখিনী মনিবের বুকে কি প্রচন্ড ঝড় বইছে। তখন সে উত্তরে বললো, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দেখা করবো।

একদিন সুযোগ করে নাফিসা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দেখা করে নানা বিষয়ে আলাপের পর জিজ্ঞাসা করলো ঃ আপনি এখনও বিয়ে করছেন না কেন?

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন– এখন আমার হাত একেবারে খালি।

নাফিসা বললেন– আপনার সামান্য যা আছে তাতেই যদি কোন ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত নারী যথেষ্ঠ মনে করেন তখন আপনি কি করবেন?

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তুমি কার ইঙ্গিত দিচ্ছ?

নাফিসা বললেন– হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কথা বলছি।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমার সঙ্গে তামাশা করছো কেন? আমার যে সামান্যতম কিছু আছে তা দিয়ে কোন্ সাহসে আমি তার সান্নিধ্য কামনা করবো?

নাফিসা বললেন– তার দায়িত্ব আমার। আপনি সম্মতি দিলে আমি অগ্রসর হতে পারি।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। তবুও আমার অভিভাবকতো চাচা আবু তালিব, তিনি সম্মতি দিলে।

নাফিসা বললেন– আমি হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর দায়িত্ব নিলাম। আমার বিশ্বাস তিনিও (আবু তালিব) আনন্দ চিত্তে রাজী হবেন।

নাফিসা খুশি মনে বিদায় হয়ে গেল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুযোগ মতো চাচা আবু তালিবকে এই ঘটনাটি পরিষ্কার করে জানালেন। আবু তালিব স্নেহের ভাতিজার মুখে খাদিজার সাথে বিয়ের পয়গামের কথা শুনে যারপরনেই খুশি হলেন। এমনকি এ পবিত্র বিয়ে নিজের দায়িত্বে সম্পাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

এ দিকে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পরিচারিকা নাফিসার মুখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মতির সংবাদ পেয়ে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। তারপর তিনি নিজেই একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিজ বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এনে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। সে যুগে রমণীসমাজে নিজেদের বিবাহের কথা বলার প্রথা চালু ছিলো।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিবসহ কয়েকজন পিতৃব্য হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর চাচা আমর বিন আসাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভাতিজা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উভয় পক্ষের অভিভাবকদের যথারীতি প্রস্তাব ও আলোচনা ফলপ্রসূ হলো। উভয় পক্ষ সম্মত হলেন এবং দিন তারিখও ধার্য করে নিলেন।

৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া থেকে ফিরে আসার দু'মাসের মাথায় নির্দিষ্ট দিনে চাচা আবু তালিব, হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, কোরাইশ প্রধান এবং আত্মীয় পরিজনসহ হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গৃহে উপস্থিত হলেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর চাচা 'আমর' এবং চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বিয়ে মজলিসে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বসালেন।

এ বিয়েতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিব পাত্র পক্ষ এবং হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর চাচা আমর বিন আসাদ মেয়ে পক্ষের অভিভাকত্ব করেন। পাত্র পক্ষের তরফ থেকে প্রথমে বিয়ের খুৎবা পাঠ করেন আবু তালিব।

বিবাহের খুৎবা নিম্নরূপ ঃ

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি বনি হাশেম অর্থাৎ আমাদেরকে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর গোত্রে জন্ম দিয়েছেন। যিনি আমাদের উপর তাঁর পবিত্র কা'বা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার এবং

পবিত্র মক্কার শাসন ভার অর্পন করেছেন, যিনি আমাদেরকে সকল আরব জাতির নেতা বানিয়েছেন। এখানে আপনাদের সামনে ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ উপস্থিত রয়েছে। তাঁর সঙ্গে গুণে, মানে ও মহত্বে কোন লোকই এক পাল্লায় ওজন হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তাঁর স্থান সকলের উপরে। যদিও সে বিত্তশালী নয়, তবুও একথা মনে রাখা দরকার যে, ধন-সম্পদ ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে তার মন যেহেতু খাদিজার মতো মহতী মহিলার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং খাদিজার মনও যখন তার দিকে অনুরূপভাবে ঝুকে পড়েছে তখন এ মুহূর্তে প্রার্থনা যে, আপনি নিজগুণে খাদিজা-কে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীরূপে তাঁর হাতে তুলে দিন। মোহর হিসাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাড়ে বার উকিয়া (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে আপনাদের জাহিময়ী কন্যা খাদিজার পাণি-গ্রহণের প্রস্তাব করা হলো। হে আমার কোরাইশী ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনাদেরও সাক্ষী মানছি।"

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেল বহু শাস্ত্রবিদ পন্ডিত ছিলেন। আবু তালিবের খুৎবার পর তিনি পাত্রী পক্ষের হয়ে খুৎবা পাঠ করলেন– "সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি আপনাদেরকে এরূপ মর্যাদা দান করেছেন যেমনি আপনি উল্লেখ করেছেন। আপনাদের বংশের মর্যাদা এবং সমস্ত আরব দেশের উপর আপনাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সর্বজন বিদিত। আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার জন্য আমরা সকলে আগ্রহান্বিত। অতএব, হে কুরাইশ প্রধানরা! আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বিবাহে সম্মতি দান করছি।"

এভাবেই 'আল-আমিন' ও 'আত-তাহিরা'র শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো। কী অপূর্ব একটি তরুণ যুবক বিবাহ করেছেন বয়স্কা বিগত যৌবনা এক বিধবা নারীকে। তবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনে কি কোন সৌন্দর্যানুরাগ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। হ্যাঁ, সে সৌন্দর্যানুভূতি স্থূল নয়, সূক্ষ্ম ছিল। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্নবিলাস তাঁর মধ্যে ছিল না। দেহের অন্তরালে আন্তর্লোকের যে গোপন সুষমা, তিনি ছিলেন তারই পিয়াসী। এ বিবাহের ঘটক নাফিসা নয়, ঘটক হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং প্রকৃত পক্ষে বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল 'আল-আমিন' ও 'তাহিরা' তথা সত্য ও পবিত্রতার মধ্যে।

এরপর চাচা আবু তালিব প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও নববধু হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আনন্দে তাঁর চোখ ভিজে উঠলো। তিনি দু'হাত তুলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হওয়ার জন্য দু'আ করলেন এবং পরের দিন উট জবাই করে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পরিতৃপ্তির সাথে প্রীতিভোজ করালেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও তাঁর দাস-দাসীদের আমোদ-আহলাদ করতে অনুমতি দিলেন। তাদের মনিবের মুখে এতো বছর পর অনাবিল সুখের ছায়া লক্ষ্য করে তারাও নতুন করে

উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার ক্রীত দাস-দাসীদের অনেককে মুক্ত করে দিলেন। দু'হাতে সব গরীব দুঃখীদের প্রচুর ধন-রত্ন দান করলেন।

এরপর কা'বা ঘরের নিকট মক্কা নগরীর মূল কেন্দ্রে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বাড়িতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বসবাস করতে থাকেন। সে বাড়িতে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িটি আজ পর্যন্ত পুণ্যভূমি হিসাবে মানুষের নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে আছে।

যদিও উভয়ের বয়সে তারতম্য তারপরও তাদের দাম্পত্য জীবন বড়ই মধুর ও সুখের হয়েছিল। কারণ আল্লাহ্পাক এক গুঢ় উদ্দেশ্য সাধনকল্পেই 'আল-আমিন' তথা সততার সঙ্গে 'তাহিরা'র তথা পবিত্রতার মিল ঘটিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তের বিকাশ ও সার্থকতার জন্য হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল এবং এ মিলন যতটা দৈহিক, তার চেয়েও বেশি আধ্যাত্মিক। এ বিবাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পয়গাম্বর জীবনের আয়োজন মাত্র।

১০। সাংসারিক জীবন ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছে। তাঁর বয়স যখন ১০ বছর তখন তিনি ছাগশিশু ও বকরী চরাতেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিণত বয়সে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার ব্যবসায়ের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করে সিরিয়া পাঠান। ফিরে আসার অল্প দিনের মধ্যেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। দু'জনে চাচা আবু তালিবের বাড়িতে কিছুদিন থাকেন। মাত্র ক'দিন পরেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সংসারে ফিরে যান। কারণ হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর যেমন ব্যবসা ক্ষেত্র বিশাল তেমনি সংসারও বিরাট। কর্মচারী, চাকর-নকর, দাস-দাসী মিলে সেই সংসার একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র। এদের পরিচালনা করা, দেখাশোনা করা সবকিছুই করতেন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজে। পরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একজন বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবে পান। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দক্ষতার সাথে সবকিছুই পরিচালনা করতে শুরু করলেন।

আর এখনতো তিনি হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জীবন সঙ্গীই শুধু নন, বরং এই বিশাল কর্মক্ষেত্রের একচ্ছত্র মালিক।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার সহায়-সম্পদ, ধন-জন, সবকিছুর একক ক্ষমতা স্বামীর হাতে দিলেন। ২৫ বছর তিনি সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন সঙ্গিনী হয়ে রইলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর আদর, মায়া ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হননি। **তিনি স্বামীর পায়ে সবকিছু সঁপে দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর সেবা আর স্ত্রীর স্থানটুকু নিজের কাছে রেখে দেন।**

১১। আওলাদ-ই-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঔরশে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পবিত্র গর্ভে তিনজন পুত্র এবং চারজন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

১। হযরত কাসেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হলেন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম সন্তান।

২। হযরত তাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও

৩। হযরত তাহের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই জান্নাতবাসী হন।

৪। হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

৫। হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

৬। হযরত উম্মে কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও

৭। হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, কন্যাগণ সকলেই বিবাহিতা হন ও হিযরত করেন। হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছাড়া সকলেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের ছয়মাস পর তিনিও ইন্তিকাল করেন।

৮। সর্বশেষ পুত্র ছিলেন হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যিনি মিশরীয় হযরত মারীয়া কিব্‌তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন।

সন্তান-সন্ততি-আওলাদ-ই-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিত ঃ

০১। হযরত কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম সন্তান হলেন হযরত কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিয়ের তিন বছর পর তাঁর জন্ম হয়। তাঁর নাম হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'আবুল কাসিম' বলে সম্বোধন করা হতো। হুজুরে আকরাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ নাম খুবই পছন্দ করতেন।

হযরত কাসিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বয়স যখন দুই বছর, তখন তিনি জান্নাতবাসী হন।

০২। হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিয়ের পাঁচ বছর পর হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই খালাত ভাই আবুল আস ইবনে রবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় পরিজনদেরকে মক্কা শরীফেই রেখে যান। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হলে তাকে মদীনা শরীফ নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্তি দানের সময় অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তিনি হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে মদীনা শরীফ পাঠিয়ে দিবেন। কথা মতো আবুল আস ভাই কেনানার সাথে মদীনা শরীফে রওয়ানা করিয়ে দেন। পথিমধ্যে 'তোয়া' নামক স্থানে মক্কার কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী প্রতিরোধ করে এবং হিবা'র বর্শার আঘাতে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উটের পিঠ থেকে জমিনে পড়ে যান। এ সময় হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা গর্ভবতী ছিলেন এবং সেখানেই গর্ভপাত হয়ে যায়। কেনানা তাদেরকে প্রতিহত করলো। এসময় আবু সুফিয়ান কেনানাকে অনেক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বশ করে যাত্রা বন্ধ করে দেয়। এর কয়েকদিন পর রাতের অন্ধকারে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হন। অপর দিকে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নেয়ার জন্য হযরত জায়েদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মক্কার অভিমুখে পাঠালেন। পথিমধ্যে উভয়ের দেখা হয়, কেনানা হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে দিয়ে মক্কা চলে আসে। এভাবে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছেন।

আবুল আস মুশরিক ছিলেন। এ কারণে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। অপর এক যুদ্ধে আবারও বন্দী হলে তাকে মদীনা শরীফে নিয়ে আসা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও তাকে মুক্তি দিলেন। তখন তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটলো। তিনি মক্কা শরীফ গিয়ে যাবতীয় লেন-দেন পরিশোধ করে মদীনা শরীফ চলে আসেন ও ইসলাম কবুল করেন।

আবুল আস সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং হযরত আবুল আস আলাইহিস সালাম এর দাম্পত্য জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। হযরত আবুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। স্বয়ং হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের মধুর দাম্পত্য জীবন এবং হযরত আবুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সৌজন্যবোধের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

মধুর দাম্পত্য জীবন পুনরায় আরম্ভ হওয়ার পর হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বেশি দিন পৃথিবীর বুকে জীবিত ছিলেন না। ৬/৭ হিজরীতে তাঁদের পুনর্মিলন

হয় এবং ৮ হিজরী সালে মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা মৃত্যুবরণ করেন।

হরযত উম্মে আয়মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত সওদা বিনতে জামআহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং হযরত উম্মে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁকে গোসল করান। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামাজে জানাযা পড়ান। হযরত আবুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর লাশ কবরে রাখেন। হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দুটি সন্তান রেখে যান; কন্যা হযরত উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও পুত্র হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

হযরত উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই স্নেহ করতেন। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। এমনকি নামাজের সময়ও তাঁকে নিকটেই রাখতেন। কোন কোন সময় শিশু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামাজরত অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধ মুবারকে উঠে বসতেন। কিন্তু তিনি বিরক্তিবোধ করতেন না।

একবার হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কিছু উপঢৌকন আসলো। এর মাঝে স্বর্ণের একটি হারও ছিলো। প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারটি হাতে নিয়ে বললেন, এটি আমি অতীব প্রিয়জনকে প্রদান করবো। সকলেই মনে করলো এটি হয়তো হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-ই পাবেন। কিন্তু না, তা হলো না। উক্ত মজলিসের এক কোণে বসে হযরত উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আপন মনে খেলা করছিলো। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে আনলেন এবং আদর করে সেই হার তার গলায় নিজ হাতে পরিয়ে দিলেন।

হযরত আবুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইন্তিকালের সময় হযরত জুবায়ের বিন আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। এ দিকে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ইন্তিকালের পর হযরত জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাত বরণ করার সময় হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে অসিয়ত করে যান যেন তিনি পরবর্তী সময়ে হযরত উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ্ করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাতের পর হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাই করেন। হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঔরসে তাঁর গর্ভে ইয়াহ্ইয়া নামক একজন পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছিল।

০৩। হযরত তাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তৃতীয় সন্তান হলেন হযরত তাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর আসল নাম ছিল 'আবদুল্লাহ্'। অতি অল্প বয়সেই তিনি এই পৃথিবী ত্যাগ করেন।

০৪। হযরত রোকইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৩৩ বছর বয়সে মক্কা শরীফে হযরত রোকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জন্মগ্রহণ করেন। আবু লাহাবের পুত্র উৎবা'র সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে আবু লাহাবের আরেক পুত্র উতাইবা'র সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর পিতা-মাতার প্ররোচনায় উৎবা ও উতাইবা একই সঙ্গে তাদেরকে তালাক দেয়। এরপর হযরত রোকইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের পরে তিনি হযরত রোকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন এবং ছয় মাস পর সে ইন্তিকাল করেন।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে আসার পর হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সপরিবারে মদীনা শরীফে আগমন করেন। এখানে হিজরী দ্বিতীয় সালে রমযান মাসে হযরত রোকইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি হযরত রোকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না। যুদ্ধ হতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই হযরত রোকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জান্নাতবাসী হন। এ কারণে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যার জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

০৫। হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৩৪ বছর বয়সে হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জন্ম হয়। তাঁকে আবু লাহাবের পুত্র উতাইবার সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। আবু লাহাবের নির্দেশে উতাইবা তাকে তালাক দেয়ায় তিনি মদীনা শরীফে চলে আসেন ও হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। হযরত রোকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

এ বিয়ের প্রসঙ্গে একটি মজার কাহিনী বর্ণিত আছে– হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কন্যা হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিধবা হওয়ার পর হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উপযাচক হয়ে তাকে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তেমন সাড়া দিলেন না। সুতরাং উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পক্ষ হতে কোন সাড়া না পেয়ে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুবই মনক্ষুণ্ন হলেন। তখন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে আনলেন এবং বললেন, **হাফসার জন্য আমি উসমানের চেয়ে উত্তম বর এবং উসমানের জন্য হাফসার চেয়ে উত্তম কনের ব্যবস্থা করেছি।** হাফসা-কে আমি বিয়ে করবো এবং উম্মে কুলসুম-কে উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিব। এ প্রস্তাব শুনে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যারপর নাই খুশি হলেন এবং নিমিষে তার মনক্ষুণ্নভাব দূর হয়ে গেল।

হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছয় বছর পর্যন্ত হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। হিজরী নবম সনে শাবান মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উসমান বিন জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ফজল বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর লাশ কবরে নামান।

০৬। হযরত তাহের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র হযরত তাহের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিও শিশুকালে পরলোক গমন করেন।

০৭। হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

হযরত মারিয়া কিবতীয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম পুত্র ও সর্বশেষ সন্তান হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হিজরী অষ্টম সালে আলীয়া নামকস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মারিয়া কিবতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সেখানেই বসবাস করতেন। হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্ম উপলক্ষে লোকেরা আলীয়াকে মাশরাবা-ই ইব্রাহীম নামে অভিহিত করেছিল।

হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ধাত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন সাহাবী আবু রাফে' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পত্নী হযরত সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। হযরত মারিয়া কিবতীয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন এ সংবাদ

নিয়ে তিনি যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আগমন করলেন তখন শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে একটি গোলাম দান করলেন।

হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বয়স যখন সাত দিন হলো, তখন তাঁর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুন্ডন করে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা দান করা হয়। আল্লাহ্পাকের প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর নামেই তাঁর নামকরণ করা হলো।

হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দুধপান করানোর জন্য বহু আনসার মহিলা প্রার্থী হলেন। শেষ পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য খাওলা বিনতে যায়দুল আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে দাই নিযুক্ত করেন এবং প্রতিদানস্বরূপ তাঁকে কয়েকটি ফলবান খেজুর বৃক্ষ দান করলেন।

তাদের বাসস্থান ছিল মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে। তারা কর্মকারের কাজ করতো। এ জন্য তার গৃহে প্রায়ই ধোয়ার আধিক্য পরিলক্ষিত হতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র স্নেহের টানে সেখানে যেতেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন।

হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ধাত্রীমাতা খাওলার ঘরেই সতের বা আঠার মাস বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সহ সেখানে গমন করলেন। হাত মুবারক সম্প্রসারিত করে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। উভয় চোখ বেয়ে দরদবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার অবস্থা এমন কেন? অর্থাৎ আপনি এভাবে চোখের পানি ফেলছেন? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ আমার স্নেহ-মায়া অশ্রুবিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে। আসলে আমি কাঁদছি না।

ছোট একটি খাটিয়ায় করে হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর লাশ আনা হলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামাযে জানাযা পাঠ করলেন। বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন মাজউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কবরের পার্শ্বে তাঁর জন্য কবর খনন করা হলো। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ফজল বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লাশ কবরে রাখেন। দাফন কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর দাফন কাজ শেষ হলে তাঁর কবরের উপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া হলো এবং নির্দিষ্ট চিহ্নের দ্বারা কবরটিকে চিহ্নিত করা হলো।

৮। খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا
وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

"তারা আপন মান্নতসমূহ পূর্ণ করে এবং ঐ দিনকে ভয় করে, যে দিনের কঠিন অবস্থা সর্বব্যাপী। এবং আহার করায় তাঁর (আল্লাহ্র) ভালোবাসার উপর মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে। তাদেরকে বলে, 'আমরা একমাত্র আল্লাহ্রই (সন্তুষ্টির) জন্য তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করছি, তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।"– কুরআন (৭৬ঃ৭-৯)

শানে নুযূল ঃ

এ আয়াত শরীফ হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং তাঁদের বাঁদী 'ফিদ্দাহ্'র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ কারণে এঁদের আরোগ্যের উপর দু'জনে তিনটা রোজা পালনের মান্নত করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা আরোগ্য দান করলেন। মান্নত পূর্ণ করার সময় আসলো। তাঁরা সবাই (মান্নতের) রোযা রাখলেন।

হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক ইহুদীর নিকট থেকে তিন সা' (প্রায় তিন কেজি তিনশত গ্রাম সমান এক সা') যব আনলেন। হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এক এক সা' করে তিন দিন তা রান্না করলেন; কিন্তু যখনই ইফতারের সময় আসতো, আর রুটি সামনে রাখতেন, তখন একদিন মিসকীন, একদিন ইয়াতীম ও একদিন বন্দী আসলো। আর তিন দিনই ঐসব রুটি ঐসব লোককেই দিয়ে দেয়া হলো এবং শুধু পানি পান করেই তাঁরা পরবর্তী রোযাগুলো রাখলেন। এদের প্রসঙ্গেই এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ
عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

"জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খাদিজা বিনে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়ম বিনতে ইমরান ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ

হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"(ফাতিমা) জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী।"– বুখারী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– (হযরত) ফাতিমা হলো আমার দেহের অংশ। তাকে যে রাগান্বিত করলো মনে রাখবে সে আমাকে ক্রোধান্বিত করে আমার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটালো।"

হযরত জামি ইবনে ওমায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি আমার ফুফুর সঙ্গে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মানুষের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল? তিনি উত্তরে বললেন– হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। পুরুষের মধ্যে কে তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল? এর উত্তরে তিনি বললেন– হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বামী।"

পরিচয় ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলিজার টুকরা, নয়নের মণি হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ২০শে জামাদিউল আখেরী শুক্রবার ভোরে নবুওয়াতী ৫ম বর্ষ পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র ঘরে ভূমিষ্ট হন।

তিনি হলেন ৪র্থ খলিফা, বীর সৈনিক, শেরে খোদা হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রিয়তমা মহিয়সী। সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শ্রদ্ধেয় জননী।

নবজাত কন্যা ভূমিষ্ট হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারেন আদরের মানিক, নয়নের মণি ভবিষ্যতে একজন মহৎ বরেণ্যা রমণীরূপে খ্যাতি লাভ করবেন। আগমনের পর মুহূর্তে আদরের শিশুকে কোলে নিয়ে প্রাণ ভরে স্নেহে চুমু খেলেন ও দু'আ করলেন।

দু'আর বাণী হলো– "আপনি মুসলিম জাহানে রমণীকুলের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হউন। জগতে আপনার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। জগতে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর কাছে আপনি মাতারূপে তাদের হৃদয়ের মণি কোঠায় চিরভাস্কর হয়ে থাকুন।"

শৈশব ঃ

নবী নন্দিনী বাল্যকাল হতেই পিতার গুণাবলী নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। ছেলে-মেয়েরা যেমন রং তামাশা, খেলাধুলা করে তিনি আদৌ তা পছন্দ করতেন না। কারো সাথে বিবাদ করতেন না। প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সাথে মিলেমিশে চলতেন। বাল্যকাল হতেই সত্যবাদী, আমানতদারী, লাজুক, নম্র ও সরলমনা ছিলেন।

পিতা-মাতার আদর ঃ

বড় বোনদের বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সংসারে একমাত্র স্নেহ-মমতার অধিকারিনী। মায়া-মমতা, স্নেহ যত্ন পেয়ে আনন্দেই তার জীবন কাটছিল। মায়ের সাথে সহযোগী, পিতার সেবা যত্নে সময় কাটাতেন। তাঁর মাত্র ১১ বছর বয়স, তখন মাতাকে হারালেন। মায়ের কথা মনে পড়লেই সাথে সাথে তাঁর অজান্তেই অশ্রু ঝরতো। বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে দাঁড়াতেন ও শান্ত্বনা দিতেন।

মদীনা শরীফে হিজরত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সময় মক্কা শরীফ ত্যাগকালে হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে রেখে যান। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পত্নী হযরত উম্মে রোমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, দুই কন্যা হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, দুই পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আর পিতা আবু কোহাফাকে মক্কা শরীফেই রেখে যান। হুজরা শরীফ ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাসস্থান নির্মিত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু রাফে ও হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে এবং হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও মক্কা শরীফে লোক পাঠান। তাঁরা সকলে মক্কা শরীফ হতে নিরাপদে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন।

শুভবিবাহ ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নন্দিনী হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স ১৫ বছর আর হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বয়স ২৩ বছর তখন তাঁদের বিবাহ্ অনুষ্ঠিত হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ সাহাবীদেরকে বাজারে পাঠিয়ে আতর, খোশবু, দু'টি বালিশ, একটি পর্দা, একটি চাদর, দু'খানা বাসন, দু'টি বাজুবনদ্, দুটি পেয়ালা এবং একটি মাটির বাসন কিনে আনালেন। আল্লামা শিবলী নো'মানী (রহঃ) লিখেছেন– রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খাটিয়া, বিছানা, একটি আটা পেষার চাক্কি এবং পানি তোলার একটি মশক উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

দুনিয়া-আখিরাতের বাদশাহ্ হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী শরীফে এ অনুষ্ঠান করেন। বিবাহের খুৎবা নিজেই পাঠ করেন। খুৎবার শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত মেহমান সাহাবীদের বললেন– "তোমরা সকলেই সাক্ষী থাক, আমি চারশত দিরহাম মোহরে আলী ইবনে আবু তালিবের সঙ্গে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ দিচ্ছি। হযরত আলী মুরতাদা

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলেন– "তুমি এতে সম্মত আছ কি"? হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নরম আওয়াজে উত্তর করলেন– "আলহামদুলিল্লাহ্, আমি কবুল করলাম।" হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণভরে বর-কনের জন্য দু'আ করলেন। **উপস্থিত মেহমানদের মাঝে খেজুর বিতরণ করা হলো।**

বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কোন বাড়ি-ঘর ছিল না। তিনি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংসারেই থাকতেন। বিবাহের পর হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে বাস করার জন্য যখন বাড়ির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন হারিস বিন নু'মান আনসারী তাদের বাস করার মতো একটি বাড়ি দিলেন। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই বাড়িতে উঠে আসলেন এবং বসবাস করতে লাগলেন।

অভাব অনটনের সংসারে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সচ্ছল জীবন-যাপন করতে না পারলেও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে আদর-সোহাগ দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। নবী নন্দিনীও সকল চাহিদা পরিত্যাগ করে কষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন। এমনকি নিজ হাতে আনন্দের সাথে স্বামীর সংসারের সকল কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন।

হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ওফাত ঃ

হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হিজরী এগার সনে রমযান মাসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার ছয় মাস পর ২৯ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে তাঁকে জান্নাতুল বাকী শরীফে দাফন করা হয়েছে।

হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পবিত্র গর্ভে হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত মুহসিন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামে ৩টি পুত্র এবং হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামে দু'টি কন্যা জন্মলাভ করেন।

আহ্লে বায়তুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আহলে বায়ত পরিচিতি ঃ

আহলে বায়তুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে নবী পরিবারগণকে বুঝায়। তাঁরা হলেন– হযরত ফাতিমাতুজ্জাহ্রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আলী মুর্তুজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। উল্লেখ্য, ৩ঃ৬১ আয়াতের আলোকে

মুবাহালার ঘটনায় তাঁরাই সঙ্গী ছিলেন। হযরত ইমাম আবুল মান্সূর মাতুরীদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বিবিগণ ও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মুসলিম শরীফে এক বর্ণনায় আহলে বাইত বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের উপর চিরদিন সাদকা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাঁরা হলেন– হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আক্বীল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বংশধরগণ।"– মুসলিম শরীফ

কুরআন শরীফে আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের পরিবারকে আহলে বায়ত বলা হয়েছে ঃ

০১। নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ع

"হে নবীর পরিবারবর্গ– আল্লাহ্ তা'য়ালাতো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দিবেন।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৩)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ

"এবং স্মরণ করুন হে মাহবুব! যখন আপনি প্রত্যূষে আপনার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদের বিন্যস্ত করছিলেন এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।"– কুরআন (৩ঃ১২১)

০৩। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত সারাহ্ আলাইহাস সালাম-কে ফিরিশতাগণ হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এবং পরবর্তী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর সুসংবাদ দিলেন, তখন হযরত সারাহ্ আলাইহাস সালাম হাসতে ছিলেন। ফিরিশতাগণ বললেন–

قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ،

"আল্লাহ্ তা'য়ালার কাজে কি আপনি বিস্ময়বোধ করছেন? আল্লাহ্র রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ আপনাদের প্রতি রয়েছে, হে (নবীর) পরিবারবর্গ।"– কুরআন (১১ঃ৭৩)

০৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে বলেন–

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

"যখন সে এক আগুন দেখলো, তখন তার পরিবারের লোকজনকে বললো, 'দাঁড়াও, এক আগুন আমার নজরে পড়েছে। সম্ভবতঃ আমি তোমাদের জন্য তা থেকে

কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসবো অথবা আগুনের দ্বারা কোন নির্দেশনা পাবো।"– কুরআন (২০ঃ১০)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্নীগণের মর্যাদা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্নীগণ সকল মু'মিনদের মাতা। সে হিসাবে সকল মু'মিনগণ নবী পত্নীগণের সন্তান। সকল সন্তানের নিকটই মায়ের মর্যাদা অপরিসীম।

কুরআন শরীফের আলোকে নবী পত্নীগণের মর্যাদা ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন (প্রকৃত) ঈমানদারদের নিকট তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিকতম নিকটে ও অধিকতম প্রিয় এবং তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) স্ত্রীগণ তাদের (ঈমানদারদের) মাতা।"– কুরআন (৩৩ঃ৬)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ،

"তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্‌র রসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর পার্থিব জীবনের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনও সঙ্গত নয়।"– কুরআন (৩৩ঃ৫২)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ،

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীদের মতো নও, যদি আল্লাহ্-কে ভয় করো তাহলে কথায় এমন কোমলতা অবলম্বন করবে না যেন অন্তরের রোগী কিছু লোভ করে; হ্যাঁ, ভালো কথা বলো।"– কুরআন (৩৩ঃ৩২)

০৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ، وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট লজ্জার পরিপন্থী কোন দুঃসাহস দেখায়, তবে তার উপর অন্যান্যদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।"– কুরআন (৩৩ঃ৩০)

০৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর পত্নীগণের ঘরগুলোকে ওহী নাজিলের স্থান হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যা তাঁদের মর্যাদাকে শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ع

"এবং স্মরণ করুন, যা তোমাদের ঘরসমূহে তিলাওয়াত করা হয়, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ এবং হিকমত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিষয় জানেন, সর্ববিষয়ে অবহিত।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৪)

এমনিভাবে ২১ঃ৭৬, ২৮ঃ২০ আয়াতসমূহেও নবীর আহল বলতে পরিবারবর্গকে বলা হয়েছে। উম্মাহাতুল মু'মিনিন তথা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গকেও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণীগণ ঃ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে যে সকল প্রিয়ষী নারীদেরকে বিবাহ করেছেন তাদের তালিকা দেয়া হলো–

ক্রমিক নং	উম্মাহাতুল মু'মিনিনগণের নাম	সামাজিক অবস্থা	বংশ	বিবাহের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স
১.	হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	কুরাঈশ	২৫ বছর
২.	হযরত সাওদা বিনতে জাম'আ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	কুরাঈশ	৫১ বছর
৩.	হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	কুমারী	কুরাঈশ	৫২ বছর
৪.	হযরত হাফসা বিনতে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	কুরাঈশ	৫৪ বছর
৫.	হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	বনি হেলাল	৫৫ বছর
৬.	হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	কুরাঈশ	৫৫ বছর

৭.	হযরত জুয়ায়রিয়া বিনতে হারেস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	বনি মুস্তালিক	৫৬ বছর
৮.	হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	বনি আছাদ	৫৬ বছর
৯.	হযরত রায়হানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	ইহুদী	৫৭ বছর
১০.	হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	মিশরীয় কিতবী	৫৭ বছর
১১.	হযরত উম্মে হাবিবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	কুরাঈশ	৫৮ বছর
১২.	হযরত সুফিয়া বিনতে হুয়াই রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	বনু নাদির	৫৮ বছর
১৩.	হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা	বিধবা	বনি হেলাল	৫৯ বছর

উম্মাহাতুল মু'মিমীনগণের পরিচিতি

০১। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে কুসাই আরবের কুরাঈশ বংশে ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ উর্ধ্বতন শাখায় কুসাইয়ে গিয়ে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে মিলিত হয়েছেন। তিনি সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো বোন হতেন। আর মাতার দিক থেকে হলেন– খাদিজা বিনতে ফাতিমা বিনতে যাইদা ইবনুল আসাম্ম।

রূপে-গুণে, বংশ মর্যাদায়, উন্নতমনা, দানশীলা, উদার ও কোমল হৃদয়া ইত্যাদি গুণের এমন সতীসাধ্বী নারী তখনকার দিনে আরবে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। অন্তরের শুচিন্তায় ও শুভ্রতায় এতোই তিনি খ্যাতি সম্পন্ন হয়েছিলেন যে, লোকে তাকে খাদিজা না বলে 'তাহিরা' তথা 'পবিত্রা' উপাধিতে ভূষিত করে।

খুওয়াইলিদ ছিলেন ধনী, সুশিক্ষিত ও বিশেষ সম্মানী ব্যক্তি। তিনি সিরিয়া ও ইয়ামেনে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। গুণ-গরীমা, ধন-দৌলত তথা সার্বিক উন্নত পরিবেশে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যৌবনে উপনীত হলেন। তখন কুরাঈশ বংশের বহু উচ্চ পরিবার হতে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। অবশেষে আবু হালা ইবনে জাহরার সাথে তাঁর শুভপরিনয় হয়। তিনি ছিলেন সুন্দর, সুশিক্ষিত ও অত্যন্ত বিনয়ী। তার ঔরষে একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে, যার নাম রাখেন হিন্দ। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর জয়নব বিনতে আবু হালা নামে একটি কন্যা সন্তান হয়। কিছুদিন পর আবু হালা পরলোকগমন করেন।

শিশুপুত্রকে নিয়ে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। পিতা বহু চেষ্টা করে, দেখে-শুনে আতিক ইবনে আজার নামক সুন্দর, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র কুরাঈশ যুবকের হাতে স্নেহের দুলালীকে তুলে দেন। এ ঘরে একটি কন্যা সন্তান ও আব্দুল্লাহ্ নামে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এর অল্পকাল পরেই আতিক ও পরলোকগমন করেন। পূর্ণিমা চাঁদের মতো রূপবতী হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চলে আসেন পিতৃগৃহে। তিনি স্বামী আতিকের রেখে যাওয়া অনেক সম্পদের মালিক হলেন। পিতার কাছে আবারও অসংখ্য প্রস্তাব আসতে থাকে। তিনি পিতাকে বললেন– আর চেষ্টা করবেন না, আমি আর স্বামী গ্রহণ করবো না। পিতা আর পীড়াপীড়ি করলেন না। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! অল্পদিন পরে পিতা অসুস্থ হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিচক্ষণ ব্যবসায়ী পিতার সঙ্গে থেকে বাল্যকাল থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দক্ষতা অর্জন করেছেন। কতিপয় সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করে খুবই সফলতার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকেন।

এ শুভসময় আল-আমিন, বিশ্বস্ত ও আমানতদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সিরিয়ায় ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। বাণিজ্য কাফেলার সফলতা ও সকল আশ্চর্য্য ঘটনাবলীতে মুগ্ধ হয়ে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর শুভবিবাহের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। *(১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)*

বিত্তশালী, ধনীর আদরের দুলালী হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত দুঃখ, কষ্ট বলতে কিছুই বুঝতেন না। সেই খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা শুধু স্বামীর জন্যই নিজের যাবতীয় ধন-দৌলত লুটিয়ে দিয়ে, সকল সুখ–শান্তি ও আরাম-আয়েশের আশা বিসর্জন দিয়ে, স্বামীর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও কোনদিন তাঁর মুখে বিন্দুমাত্র বিষাদের

চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও স্বামীর প্রতি এতটুকু অসন্তুষ্ট বা অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি। অথবা সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি বা শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, হযরত! আমার যাবতীয় ধন-দৌলত আপনারই।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর এসব ত্যাগের কথা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কোনদিনই ভুলে যাননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, সর্বপ্রথম খাদিজার ধন-দৌলত, তারপর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ধন-দৌলত দ্বারা ইসলামের যে খিদমত হয়েছে সেরূপ আর কারো দ্বারাই হয়নি। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর প্রতি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা কত গভীর ছিল হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বর্ণনা হতেও তা অনেকটা অনুভব করা যায়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে বারবার হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর প্রশংসা শুনে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরজ করতাম, খাদিজা ভিন্ন আপনি কি অন্য কোন স্ত্রীলোক দেখেননি, যে সব সময় তার কথাই বলেন? আমার এ কথার উত্তরে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হ্যাঁ, খাদিজার তুলনা শুধু খাদিজাই ছিল। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেছেন, আমি একদিন কথা প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছিলাম, আপনি একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের কথা কেন বার বার উল্লেখ করছেন? আল্লাহ্ তা'য়ালাতো তার তুলনায় অনেক ভালো স্ত্রী দান করেছেন। আমার এ কথায় হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তাঁর রাগ দেখে আমি অত্যন্ত ভীত হলাম।

আমি যে কতটা অপ্রস্তুত হয়েছি, মনে হয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আয়েশা! কেমন করে তুমি খাদিজা সম্পর্কে এরূপ উক্তি করতে পারলে? তুমি কি জান না যে, যখন দুনিয়ার প্রত্যেকটি লোক আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে ঘোর দুর্দিনে একমাত্র খাদিজাই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার প্রচারিত আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে এখনও খাদিজার চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করেননি।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ইন্তিকালের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজীবন তাঁকে বারবার স্মরণ করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, যদিও আমি দেখিনি তবুও হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর প্রতি যতটুকু ঈর্ষা আমার হয় তা আর কারো উপর হয় না।

একবার হযরত হালাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আগমন করলেন এবং অন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি

চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরও ছিল হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মতো। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চমকে উঠলেন এবং হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কথা স্মরণ করলেন।

ইবনুল কাইয়িম বলেন– স্নেহশীল চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর তিন দিন পর হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইন্তিকাল করেন। তখন হযরত রসূলে আকরাম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৫০ বছর আর হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্বস্ততম নির্ভরকেন্দ্র। দাম্পত্য জীবনে সেবা ও সাহচর্য দিয়ে, বিপদে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। তিনি ছিলেন শেষ সন্তান হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া রসূলে আকরাম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল সন্তানের মাতা। তিনি বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার মধ্যে অন্যতম।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

"জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়াম বিনতে ইমরান ও ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনে মুযাহিম।"– মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন সেই মহীয়সী নারী যাকে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ হতে ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সালাম দেন এবং জান্নাতে তার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন।– বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ

তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জীবদ্দশায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার মৃত্যুর পরেও আজীবন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারবার স্মরণ করেছেন। অন্য স্ত্রীদের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে তার প্রশংসা করেছেন।

০২। হযরত সওদাহ্ বিনতে যাম'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন কুরাঈশী। পিতা হলেন যাম'আহ্ বিন কাসেম, মাতা শামুস বিনতে কায়েহ্। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ইন্তিকালের পর তিনি সর্বপ্রথম প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি নবুয়তের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিয়ে হয় হযরত সাফওয়ান বিন ওমায়ের এর সাথে। উভয়ই ইসলাম কবুল করেন। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে তারা আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। সেখানে আবদুর রহমান নামে একটি সন্তান জন্ম লাভ করে। তাঁরা মক্কায় প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পর হযরত সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তিকাল করেন।

স্বামীর বিদায়ের পর পরিজনের কেউই তাঁকে আশ্রয় দেয়নি। তিনি শিশু পুত্র আব্দুর রহমানকে নিয়ে হযরত খাওলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বাড়িতে থাকতেন, যিনি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খালা হতেন। তাঁর সংসারেও অভাব অনটন ছিলো। হযরত সওদাহ্ (রা) এতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ধৈর্য, সংযম ও পবিত্রতার মধ্যেই তাঁর জীবন চলছিল।

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও আবু তালিবের ইন্তিকালে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে নেমে আসলো এক ঘোর অমানিশার অন্ধকার। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও সংসারের কঠিন দায়িত্ব তাঁকে চিন্তিত করে তুললো। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তখন ছোট ছিলেন।

এমন সময় হযরত খাওলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বর্তমানে আপনার সংসারে একজন পরিচর্যাকারিণীর প্রয়োজন। আপনি সম্মত হলে সওদাহ্ বিনতে জাম'য়াহ্র সাথে আপনার বিয়ে দিতে পারি। সে খুবই নিরীহ ও অসহায়া। আপনার সংসার গড়ে তুলতে পারবে। প্রিয় নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মত হলেন। হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পিতাও সম্মত হলেন। বারশত দিরহাম মোহরানা ধার্যে শুভবিবাহ্ সম্পন্ন হয়। তিনি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংসারে আসেন এবং নিজ হাতে খুবই যত্নে যাবতীয় কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন করতেন। তখন কেবল তিনিই ছিলেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন সঙ্গিণী। তিনি সেবা ও ভালোবাসার মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুঃখ মোচনে সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। স্বামীর সন্তুষ্টি ও বেদনা লাঘবে তিনি নিজের আরাম ভুলে যেতেন।

অভাব, অনটন, বেদনা, উপেক্ষা ও অনাদরে গড়া ছিলো হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জীবন। এ জন্য দীন-দুঃখী ও অভাবগ্রস্তদের সব সময় তিনি দান করতেন।

মাতৃহারা কন্যাদ্বয়কে তিনি স্বহস্তে আদর সোহাগ করতেন এবং তাদের মুখে হাসি ফুঁটিয়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। শুধু তাই নয়, অপ্রাপ্ত বয়স্কা সহপত্নী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জীবনের বিকাশে পথ রচনা করেছেন।

তিনি ছিলেন স্বল্পভাষিনী, মধুর আচরণকারিনী, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্না প্রতিপ্রাণা নারী, অপর দিকে হিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণ মনোবৃত্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি মনে করতেন, **নির্মল ভালোবাসা, পরিচ্ছন্ন প্রণয় এবং নির্ভেজাল আত্মত্যাগই হচ্ছে সংসার জীবনের সুখের উৎস।** তাঁর সরলতা ও অভিলাসহীন চরিত্র হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রকৃতই বিমুগ্ধ করেছিলো। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– "আমি কেবল একজন মহিলার কথাই জানি, যার অন্তরে হিংসার ছোঁয়া মোটেই পড়েনি, তিনি হলেন হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। কতইনা ভালো হতো যদি তাঁর অন্তর আমার দেহে স্থান লাভ করতো।"

হিজরী তৃতীয় সনে নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে ঘরে তুলে নিলেন। এ সময় হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজের জন্য রাত্রিযাপনের পালা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে দান করলেন। আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে কুমারী, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার সান্নিধ্য ও সাহচর্য দ্বারা তাকে অধিক উপকৃত করুন, এটাই আমার কামনা। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি হলেন, আর বললেন, প্রকৃতই তুমি অনন্যা।

হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বর্ণিত হাদীস শরীফের সংখ্যা ০৫টি। তন্মধ্যে ১টি বুখারী শরীফে ও ০৪টি সুনাসে আরবা'আতে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ১৪ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের ২৩ বছর পর ৮১ বছর বয়সে হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইহলোক ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাকীতে তিনি আরাম করছেন।

০৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা, আভিজাত্য ও পবিত্রতার বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

"নিশ্চয় ঐসব লোক যারা এ 'বড় অপবাদ' নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটা দল; সেটাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"– কুরআন (২৪ঃ১১)

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ع

"লোকেরা (মুনাফিকরা) এদের (নবী পরিবার) সম্পর্কে যা কিছু বলে তারা তা থেকে পুতঃপবিত্র; আখিরাতে এদের (নবী পরিবারবর্গের) জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক উত্তম রিযিক।"– কুরআন (২৪ঃ১৬)

উল্লেখ্য, ৫ম হিজরী বনী মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় কাফেলা একস্থানে অবতরণ করলেন। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা প্রয়োজনের তাগিদে পালকি থেকে নেমে যান। তখন তাঁর গলার হারটি হারিয়ে যায়। তিনি অনুসন্ধানে মগ্ন থাকলেন, অন্য দিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। কাফেলার পেছনে নিয়োজিত সাহাবী হযরত সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে দেখতে পেয়ে অতীব সম্মানের সাথে নিয়ে আসেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জড়িয়ে অপবাদ রটনা করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা ২৪ঃ১৩ নং আয়াতে অপবাদ রটনাকারীদেরকে মিথ্যুক এবং ২৪ঃ১১-২০ নং আয়াতগুলোতে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নির্দোষ ঘোষণা করেন।

পরিচিতি ঃ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পিতা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর মাতা হলেন হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, তাঁর ডাক নাম হলো উম্মে রূমান। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নববী চতুর্থ বছরে জন্মলাভ করেন। ৬ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। হযরত যাওযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রস্তাবক্রমে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চার/পাঁচশত দিরহাম মোহরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিবাহ দেন।

বিবাহের পর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন বছর মক্কা মুয়ায্যামায় ছিলেন। নববী ত্রয়োদশ বর্ষে পরিবারবর্গ রেখে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সাথে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলার পর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত আবু রাফে' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত সওদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে মদীনা শরীফে নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত উম্মে রূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে আসার জন্য পাঠান হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আরিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে। মদীনা শরীফ আসার পর হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জ্বরে আক্রান্ত হলেন, এমনকি তাঁর কিছু চুলও ঝরে পড়েছিল।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স নয় বছর হলে হযরত উম্মে রূমান বৌ-ভাত অনুষ্ঠান করেন। তিনি সাথী-সহচরীদের সাথে দোলনায় দোল খাচ্ছিলেন। উম্মে রূমান তাঁকে ডেকে মুখ ধুয়ে চুল পরিপাটি করে ঘরে নিয়ে গেলেন।

আনসার রমনীগণ অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে মুবারকবাদ জানালেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের সময় তাশরীফ আনলেন। বৌ-ভাত অনুষ্ঠান শেষ হলো। তাঁর দাম্পত্য জীবন নয় বছরের। তিনিই ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তাঁর ঘরে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই ভালোবাসতেন। জীবনের শেষ দিনগুলো উম্মাহাতুল মু'মিনগণের সম্মতিক্রমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে অতিবাহিত করেন। এ বিষয়টিই তাঁর বিশেষত্বের প্রমাণ। তিনি জ্ঞানানুশীলনে ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী। তিন খলিফার আমলে তিনি ফতোয়া দিতেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– 'আমরা কোন বিষয়ে আটকে গেলে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকটে গিয়ে তার সমাধান নিতাম।'–তিরমিযী শরীফ

তাফসীর, হাদীস, আসরারে শরীয়ত, খিতাবত, সাহিত্য ও বংশসূত্র সম্পর্কে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিলো। বহু কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিলো।

প্রিয় নবী করীম রউফুর রহিম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ

'তোমরা দ্বীনের অর্ধাংশ হুমায়রার (আয়েশার) নিকট থেকে গ্রহণ করো।"– আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়া

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে ২৪১০টি হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৬৭৪টি শায়খাইন বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) পৃথকভাবে ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম ৬৮১টি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বহু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা হলো–

০১। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বিশ্বকুল সরদার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে একটি রেশমির উপর তাঁর ছবি এনেছিলেন। আর আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইনি আপনার স্ত্রী।

০২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারীকে বিবাহ করেননি।

০৩। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফ তাঁরই কোলে।

০৪। তাঁরই হুজরা মুবারকে বিশ্বকুল সরদার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্রামাগার এবং রওজা মুবারক ।

০৫। কখনো কখনো এমন অবস্থায়ই হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ওহী নাজিল হয়েছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁরই সাথে লেপের মধ্যে ছিলেন।

০৬। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রধান সাহাবী সিদ্দিক-ই আকবর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কন্যা।

০৭। পবিত্র কুরআনে তাঁকে পবিত্র উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় তিনি পবিত্রই সৃষ্ট হন এবং তাঁকে মাগফিরাত ও সম্মানের জীবিকারই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

প্রিয় নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার পর তিনি আটচল্লিশ বছর দুনিয়ায় হায়াতে জিন্দিগীতে ছিলেন। তিনি সাতান্ন হিজরী সনে ৬৩ বছর বয়সে এই পৃথিবী ত্যাগ করেন। অসিয়ত মোতাবেক তাঁকে জান্নাতুল বাকী শরীফে দাফন করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।

স্মরণীয় ঃ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পিতা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন একমাত্র সাহাবী, যাঁর পরিবারে ০৪টি স্তরের সবাই মুসলমান ছিলেন। যা অন্য কোন সাহাবীর মধ্যে পাওয়া যায় না। (অর্থাৎ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজে, তাঁর পিতা-মাতা ও পুত্র-কন্যাগণ এবং তাদের সন্তানগণ।)– রহমাতুল্লিল আলামিন

০৪। হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

কুরাঈশগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৩৫ বছর বয়সে অর্থাৎ নবুয়াত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেছেন। সে বছরেই হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জন্মলাভ করেন। পিতা হলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মাতা হলেন হযরত জয়নব বিনতে মাজউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। পরিবারের সদস্যদের সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল হযরত খুনায়েস ইবনে হোযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে। তিনি স্বামীর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত খুনায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদর যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ১৭ই রমযান শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিলো না।

হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নির্দিষ্ট সময় অতীত হবার পর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর বিধবা কন্যার বিবাহের চিন্তা করতে থাকেন। নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মনোবেদনা অনুভব করে হিজরী তৃতীয় সালে ৫৫ বছর বয়সে ২২ বছরের রমনী হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেন। এতে হযরত ওমর

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুশি হলেন, আবার একজন শহীদের বিধবা স্ত্রীর বৈধব্য ও দুঃখ মোচন হয়ে যায়। প্রিয় সাহাবীদের সাথে সুসম্পর্ক জোরদার হয়। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল আট বছর।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মেয়ে হিসেবে হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মাঝে কিছুটা কঠোরতা ছিলো। তিনি কখনো কখনো রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সামান্য কথা কাটাকাটি করতেন। এখবর জেনে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– খবরদার! তুমি মনে করো না যে তোমার রূপ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিমুগ্ধ করেছে, বরং তুমি তাঁর মতো বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।

এক সময় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তখন হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তা সহ্য হলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে প্রহার করতে উদ্যত হলে রসূলে আকরাম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এতে লজ্জিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁর রাগের উপশম হলো না। তিনি মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন– সাবধান! এমন অন্যায় কাজ আর কখনো যেন না হয়।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চলে যাওয়ার পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– হাফসা, দেখলেতো! আমি আজ তোমাকে কেমন করে বাঁচিয়ে দিলাম। এরপর থেকেই হাফসার মাঝে উগ্রভাব অনেকাংশে কমে গিয়েছিল।

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকহ্, উসুল এবং শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন, বিশেষ করে নারী জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিলো। কুরআন ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জ্ঞান ও বিদ্যা মুসলিম জাহানের অনেক কল্যাণ সাধন করেছে। তিনি মোট ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ক আলাইহ্ ০৪টি, এককভাবে মুসলিম ০৬টি বাকী ৫০টি অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

হিজরী ৪৫ সনে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খিলাফতকালে ৬৩ বছর বয়সে হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃত্যুকালে তাঁকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন তিনিও শেষ সময়ে স্বীয় ভ্রাতা হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে সে সমস্ত উপদেশ পুনরাবৃত্তি করেন। তাঁর অসিয়ত ছিলো এই যে, **যৎসামান্য আসবাবপত্র, বিষয়-**

সম্পত্তি সবই যেন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে গরীব-মিসকীনদের মাঝে দান করা হয়। ফরয, ওয়াজিব ছাড়াও নফল ইবাদতে তিনি ছিলেন সকলের অগ্রগামী। মৃত্যুর দিনেও তিনি রোযা রেখেছিলেন এবং রোযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মারওয়ান বিন হাকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন মদীনার শাসনকর্তা। তিনিই তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন। বনী যুজামের নিবাসস্থল হতে মুগীরা বিন শো'বার বাড়ি পর্যন্ত তিনি তাঁর লাশ বহন করেছিলেন। সেখান হতে কবর পর্যন্ত হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আছেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পুত্রগণ লাশ কবরস্থ করেন। জান্নাতুল বাকী শরীফে তাঁকে দাফন করা হয়।

০৫। হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আরবের হেলাল বংশোদ্ভূত খুযায়মার কন্যা, মাতা হলেন মানদাব বিনতে আউফ। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুঁফাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশের সাথে। স্বামী-স্ত্রী একত্রে ইসলাম কবুল করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তখন হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিরাশ্রয় হন।

বর্ণনায় পাওয়া যায়, অসহায়া হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিনা মোহরে নিজেকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাওযিয়তে সমর্পণ করেছেন আর আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁকে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৫৫ বছর ও তাঁর বয়স ৩০ বছর, তখন ৩য় হিজরীতে বিবাহ হয়।

ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হতেই হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা গরীব মিসকীনদেরকে আপন সন্তানের মতো আদর যত্ন করতেন। তাঁর দানের হাত সর্বদাই উন্মুক্ত ছিলো। এ জন্য তিনি উম্মুল মাসাকীন বা গরীব-দুঃখীর মাতা নামে খ্যাত ছিলেন।

বিয়ের ৪/৮ মাস পরেই তিনি জান্নাতবাসী হন। প্রকৃতই তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযা পড়ান এবং নিজ মুবারক হাতে জান্নাতুল বাকী শরীফে তাঁকে দাফন করেন।

০৬। হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত উম্মে সালমা হিন্দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিনতে আবু উমাইয়া ছিলেন কুরাঈশ বংশের মাখজুমী গোত্রের, মাতা হলেন আতিবাহ বিনতে আমীর। তাঁর বিবাহ হয়েছিল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই ও হিন্দার চাচাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আহাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর

সাথে। উভয়েই ইসলাম কবুল করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে পুত্র সন্তান 'সালমা' জন্মগ্রহণ করেন, এজন্যই তাঁরা উম্মে সালমা ও আবু সালমা নামে খ্যাত। আবিসিনিয়ার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় পবিত্র মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন।

মদীনা শরীফ হিজরতের সময় পথিমধ্যে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উম্মে সালমা মাতৃকূলে এবং আবু সালমা নিজ গোত্রে অর্পিত হন। অনেক নির্যাতনের পরে অতি কষ্টে তাঁরা এক বছর পরে মদীনা শরীফে মিলিত হন। আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের যুদ্ধে আহত হন এবং হিজরী ৪র্থ সনে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা চার সন্তান নিয়ে বিধবা হন। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৫৬ ও তাঁর বয়স ২৬, তখন অসহায় যুবতী নারীকে এবং তাঁর সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেন। দাম্পত্য জীবন ছিলো সাত বছর।

হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা রূপসী, গুণবতী, দুরদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে তাঁর পরামর্শ খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

মেধা ও পান্ডিত্যের দিক দিয়ে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পরই ছিলো তাঁর স্থান। তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস শরীফের সংখ্যা ৩৭৮টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাই ১৩টি, এককভাবে বুখারী ৩টি, মুসলিম ১৩টি আর বাকী ৩৪৯টি অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ৬০ হিজরীতে ৮০ বছর বয়সে উম্মুল মু'মিনিনদের মধ্যে সর্বশেষে জান্নাতবাসী হন। অসিয়ত অনুযায়ী হযরত সাইদ বিন জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর জানাযা পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত হন।

০৭। হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পিতা হলেন সর্দার জাহাশ কুরাঈশী, মাতা ছিলেন- হুজুরে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আপন ফুফু হযরত উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তিনি পরিবারের অন্যান্যদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনা শরীফে হিযরত করেন।

ক্রীতদাস হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজাদ করে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। হিজরী ৪র্থ বর্ষে তাঁর সাথে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহের প্রস্তাব দেন। প্রথমে মেয়ে ও পিতা রাজী হলেন না। পরে রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের প্রকাশস্বরূপ রাজী হন।

বিবাহ সম্পন্ন হলেও স্থিতিকাল ছিল মাত্র এক বছর। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তেমন বনি-বনা ছিল না, এ কারণে তালাক হয়ে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদের কয়েক মাস পরে ৫ম হিজরীর শেষের দিকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর শুভ শাদী মুবারক সুসম্পন্ন হয়। তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৫৭ বছর, আর হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স ছিল ৩৬ বছর। দাম্পত্য জীবন ছিল ৬ বছর।

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যেমন ছিলেন রূপসী তেমনি বিভিন্ন গুনে গুণান্বিত। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ও চরিত্রের জন্য হুজুরে আকরাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। ধৈর্য, সংযম ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। তিনি ছিলেন খুবই উদার, দয়ার্দ্র চিত্ত, বিনয়ী, মিতব্যয়ী এবং হস্তশিল্পের কাজে খুবই পারদর্শী।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে বলেছিলেন– "ওমর! জয়নবকে কিছু বলো না। সে খুবই আল্লাহ্ ভীরু ও ইবাদতের সময় ক্রন্দনশীলা।' হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ শ্রবণ করে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বলেছিলেন– হে আমার পবিত্রা স্ত্রীগণ! তোমাদের মাঝে যার হাত দীর্ঘ ও লম্বা সে আমার ইন্তিকালের পর আমার সাথে সর্বাগ্রে মিলিত হবে। দীর্ঘ হাতের প্রকৃত তাৎপর্য ছিল যিনি দান-খয়রাতে মুক্ত হস্ত। প্রকৃতই হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে বেশি দানশীলা ছিলেন। তাঁর উদারতা ছিল সুদূর প্রসারী।

তিনি স্বহস্তে রোজগার করে ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতেন। স্বীয় কাফনের সরঞ্জাম তিনি নিজেই যোগাড় করে রেখেছিলেন এবং ওসিয়ত করেছিলেন স্বয়ং খলিফাও যদি কাফন প্রেরণ করেন, তাও যেন দান করে দেয়া হয়।

ইবাদত-বন্দেগী ও দান-খয়রাতে হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন খুবই উৎসাহী। কোন কাজ তিনি ইস্তিখারা করা ছাড়া সম্পন্ন করতেন না। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন– 'ইস্তিখারা' না করে আমি এখন কিছুই বলতে পারছি না। পরবর্তী সময়ে ইস্তিখারার মাধ্যমে মঙ্গল ইঙ্গিত লাভ করার পর তিনি বিবাহের পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

৫৩ বছর বয়সে হিজরী ২০ সালে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তারপর তিনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নিকট পরামর্শ কামনা করেন যে,

হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কবরে কে নামবে? তাঁরা জবাব দিলেন– হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যাদের সাথে দেখা করতেন, তাঁর লাশ তারাই কবরে নামাবেন। সুতরাং সে অভিমত অনুসারে হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আহমদ বিন জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পবিত্র লাশ কবরে রাখেন। জান্নাতুল বাকী শরীফে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশক্রমেই এ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর ফল ছিল সুদূর প্রসারী। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র কি মহিমা! ইসলামই মানুষে-মানুষে কি সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বংশ মর্যাদা ও কৌলিন্যে হলেন কুরাঈশী। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী নারীর সাথে মুক্ত ক্রীতদাসের বিবাহ কখনো কল্পনা করা যায় না। এ বিয়েতে ইসলামের সাম্যনীতির বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে বনি-বনা না হওয়ায় স্ত্রীর স্বাধীন মতামতকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্ত্রীকে স্বামী বর্জন করার সক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মূলতঃ এটা ইসলামে স্ত্রী স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।

রসূলে আকরাম হযরতম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের কারণে তিনি হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে গ্রহণ করেছিলেন। এ আনুগত্যের পুরস্কারে ক্রীতদাসের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী হয়েও তিনি প্রিয় নবীর সহধর্মিণী হতে সক্ষম হয়েছেন। তালাক প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি হয়েছিলেন অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গ্রহণ করলেন তখন তিনি মর্যাদার চরম উন্নত আসনে সমাসীন হলেন। তাচ্ছিল্যপূর্ণ কটুক্তির চির অবসান হলো।

মূলতঃ পোষ্যপুত্র যে ঔরসজাত পুত্র নয়, তা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে রসূলে আকরাম হুজুরেপুর নূর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহ সম্পন্ন করিয়ে ছিলেন।

০৮। হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নাম ছিল বাররাহ্। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে শাদী মুবারকের পরে তিনি নাম রাখলেন জুয়ায়রিয়া। পিতার নাম হারিছ। তিনি বনি মুস্তালিক এর সরদার ছিলেন। বনি মুস্তালিক ইসলামের দুশমন ছিলো। ওহুদের যুদ্ধে কুরাঈশদের মিত্র শক্তি হিসাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল।

তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল মুনাফে বিন সাফওয়ানের সাথে। হিজরী ৫ম সালে ২রা শাবান মুরায়সী নামক কূপের নিকট মুসলমানদের সাথে বনি মুস্তালিকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাঁর পিতা পলায়ন করে এবং স্বামী নিহত হন। যুদ্ধে ছয়শ কাফির বন্দি হয়। উট, ভেড়াসহ বিপুল গণিমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে বাররাহ্ও ছিলেন।

গণিমত বন্টনে যুদ্ধবন্দিনী বাররাহ্ হযরত ছাবেত বিন কায়েস আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ভাগে পড়লেন। অভিজাত গোত্রের সরদার কন্যার দাসী জীবন সহ্য হলো না। তিনি আজাদীর প্রার্থনা করলেন। হযরত ছাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন ঊনিশত আওকিয়া স্বর্ণ।

মুক্তিপণ নির্ধারণের পরে তিনি হুজুরে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হলেন, অত্যন্ত বিনয় ও কাতর স্বরে নিজের ঘটনা বর্ণনা করলেন– আমি কালিমা পাঠকারিণী মুসলমান। আমি আজ রিক্তা ও সম্বলহীনা। আমাকে সাহায্য করুন, আমার দাসীত্ব মোচন করুন। তাঁর মিনতি ভরা প্রকাশভঙ্গি প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুগ্ধ করলো। হুজুরে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তিপণ আদায় করে দিলেন এবং প্রস্তাব দিলেন, তুমি যদি ইচ্ছা করো আমার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে পারো। হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সানন্দে পরম পুলকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৫৭/৫৯ আর হযরত জুয়ায়রার বয়স ছিল ২০ বছর। ৫ম হিজরী শাবান মাসে এ মুবারকময় পুনঃশাদী অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ই হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করেন, তখন হতেই বাররাহ্ উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া নামে অভিহিত হন। দাম্পত্য জীবন ছিল ৬ বছর। শাদী মুবারকের সংবাদ প্রচার হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানে সাহাবীগণ ছয়শত যুদ্ধ বন্দিকে মুক্তি দান করেন। পিতা হারিছও ইসলাম গ্রহণ করেন। সকল শত্রুতা ভুলে গিয়ে মুসলমানদের মিত্র হয়ে গেলেন।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্বনবী নও মুসলিম হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ করে শুধু কেবল তাঁকেই বিমুগ্ধ করেননি বরং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা গোত্র বনি মুস্তালিককে বিনা রক্তপাতে এবং অস্ত্রবিহীন যুদ্ধে আত্মীয়তার পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ শত্রুকুল বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই হযরত রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিবাহ করেছিলেন। **মূলতঃ এ বিয়েকে একটি অস্ত্রবিহীন মহাসমর ও যুদ্ধবিহীন মহাবিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।**

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দেখতেই কেবল সুন্দরী ছিলেন না, বরং তার অনুপম চেহারায়, চিত্তাকর্ষক লাবণ্যে এবং মধুর আচরণে এমন এক মাধুর্য নিহিত ছিল, যাতে করে যে

কোন লোক তাঁর সান্নিধ্যে আসতো, সে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে যেত। তাঁকে দেখলেই দর্শকের মনে একটা স্থায়ী মমতার চিহ্ন ফুটে উঠতো।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আরোও বলেন, বনি মুস্তালিকের জন্যে জুয়ায়রিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর আশীর্বাদ আর কিছুই ছিল না এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনেও এই বিবাহ অপেক্ষা আর কোন যুদ্ধবিহীন বিজয় সাধিত হয়নি।

তিনি ০৭টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ২টি, মুসলিম ২টি আর বাকী ৩টি অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

নিঃসন্তান অবস্থায় হিজরী ৫০ সালে রবিউল আউয়াল মাসে হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মদীনার গভর্ণর মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকী শরীফে তাঁকে দাফন করা হয়।

০৯। হযরত উম্মে রায়হানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত উম্মে রায়হানা একজন বিধবা রমণী। তিনি ইহুদী ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং উম্মাহাতুল মু'মিনী এর মর্যাদা লাভ করেন।

১০। হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

মিসরের শাসনকর্তা মিকাওকিচ সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ স্বীয় চাচাতো বোন হযরত মারিয়ায়ে কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে রাষ্ট্রীয় পর্যাপ্ত উপঢৌকনসহ হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করলেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নরপতির নিকট হতে প্রেরিত উপঢৌকন যা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রেরণ করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উপহার সানন্দে কবুল করলেন। প্রথমে হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হলো। হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তা নির্মল চিত্তে গ্রহণ করলেন। তারপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান মোতাবেক তাঁকে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেন এবং বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রপতি মুকাওকিচের উপঢৌকনের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেন।

এ বিবাহ সংঘটিত হয় হিজরী ৭ম সালের শেষের দিকে এবং এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি। এর পরেই নতুন কোন স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন ওহীযোগে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম পুত্র হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হিজরী ৮ম সালে আউয়ালী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ) সেখানেই বসবাস করতেন। হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্ম উপলক্ষে লোকেরা আউয়ালীকে মাশরাবাই ইব্রাহীম নামে অভিহিত করে।

১১। হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নাম রমলাহ। পিতা উমাইয়া গোত্রের সরদার আবু সুফিয়ান, মাতা সুফিয়া বিনতে আবু আছ। মাতা সুফিয়া, হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আপন ফুফু। নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কায় তার জন্ম হয়। তাঁর বংশ মর্যাদা, শিক্ষা ও আচরণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারিণী। তাঁর আচার-আচরণ ও কথা-বার্তায় সবসময়ই আভিজাত্য প্রকাশ পেত।

হযরত ওবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে তাঁর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। উভয়ই ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে, নাম হাবীবা। এ জন্যই হযরত রমলাহ্ উম্মে হাবীবা নামে খ্যাতি পায়। স্বামী সেখানেই ইন্তিকাল করেন। স্বামী হারিয়ে বহু কষ্টে, যাতনা, দুঃখ, দুর্দশা উপেক্ষা করে তিনি পবিত্র ঈমানকে আঁকড়ে ধরে রাখেন।

বিপন্ন ও অসহায় উম্মে হাবীবার ঈমানের দৃঢ়তার কথা শুনে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর বিন উমাইয়া দুমারীকে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করেন এবং উম্মে হাবীবাকে স্বীয় পত্নিত্বে বরণ করার প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে উম্মে হাবীবা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। নাজ্জাশী হযরত জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সহ সকল মুসলমানদের সমবেত করে বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন করান। উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর পক্ষে হযরত খালেদ বিন উমবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উকিল ছিলেন। বাদশাহ্ মহর হিসাবে চারশত স্বর্ণ মুদ্রা পরিশোধ করেন। স্বয়ং নাজ্জাশী ওলীমার দাওয়াতও পরিবেশন করেন। সে সময় হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৫৮ বছর আর হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স ৩৬ বছর। ৭ম হিজরী মহররহম মাসে এ শুভবিবাহ্ অনুষ্ঠিত হয়। দাম্পত্য জীবন ছিল ৪ বছর। নাজ্জাশী উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বহু উপহার সামগ্রী প্রদান করেন এবং বিশ্বস্ত সাহাবী হযরত শোরাহবিন বিন হাসামাই রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ যোগে তাঁকে মদীনা শরীফ পাঠান। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজনৈতিক ও মানবিক কারণে তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেন।

হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র নবী-প্রেম ঃ

৭ম হিজরীতে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান হুদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মদীনা শরীফ আসেন। সরাসরি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গমন না করে কন্যার ঘরে আসেন। তিনি ঘরে খাটের উপর বসবেন এমন সময় উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললেন, এ খাটে বসবেন না। এখানে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসন গ্রহণ করেন। আমি চাই না কোন অবিশ্বাসী এ খাটে বসুক। তখন আবু সুফিয়ান মেঝেতে বসে পড়লেন।

আবু সুফিয়ান হুদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সুপারিশ করতে উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে অনুরোধ জানালেন। উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিভিন্ন আলোচনার পরে বললেন– নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্ত ভঙ্গ করেননি, আপনারাই শর্তাবলীর অবজ্ঞা করেছেন। এমতাবস্থায় সুপারিশ করার কথা চিন্তা করতে পারি না। আপনারা সবাই যদি ইসলাম কবুল করেন, বিরোধিতার মনোভাব পরিহার করেন তবে সুপারিশ করতে পারি। মেয়ের কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে আবু সুফিয়ান হতবাক হয়ে গেলেন ও মেয়ের প্রশংসা করেন। ৮ম হিজরী সনে মক্কা শরীফ বিজয়ের পর হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম কবুল করেন এবং নিজেকে ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেন।

হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহ্ ২টি ও মুসলিম ১টি বাকি ৬২টি অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি ৪৪ হিজরী সনে ৭৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকি শরীফে দাফন করা হয়।

১২। হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাএর নাম ছিল জয়নব। পিতা হলেন বনু নজীর গোত্রের নেতা হুয়াক বিন আখতার, মাতা হলেন বনু কুরায়জার প্রধান সেনাপতি সামওয়ানের কন্যা দরিরাহ্। বনু নজীর ও বনু কুরায়জা ইহুদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন হযরত হারুন আলাইহিস সালাম এর বংশধর।

পরিনত বয়সে কবি সালাম বিন মাশকামূলের সাথে বিবাহ হয়। দাম্পত্য সুখ স্থায়ী হয়নি। কবি সালাম এর হঠাৎ বৈপরীত্য ভাব ফুটে উঠে, তা দেখে সুফিয়ার মন বিগড়ে যায়। সালাম একদিন সুফিয়াকে পরিত্যাগ করে।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কিনানা বিন আবুল হাফীকের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কিনানা খায়বারের একটি দুর্গের সেনাপতি ছিল। খায়বার যুদ্ধে কামুছ ও আরো ৮টি দুর্গ মুসলমানদের দখলে আসে। এ যুদ্ধে সুফিয়ার পিতা, স্বামী ও পরিবারের

যোদ্ধাগণ নিহত হয়। সুফিয়া মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সবকিছু কুরবান করেন।

হযরত দাহ্ইয়ায়ে কলবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খায়বারের যুদ্ধ বন্দিনীদের থেকে একজন সেবাদাসীর আবেদন করলে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে দেন। আনসারগণ বলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বনু নজীর ও বনু কুরায়জার সাথে আমাদের অনেকের আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। তাদের সরদারের মেয়েকে দিলে শোভনীয় হয় না। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আবেদন গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে মুক্ত করে দিয়ে বলেন তোমাকে যথা ইচ্ছা গমনের অনুমতি দেয়া হলো। তিনি বলেন– **ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা নেই, স্বামী নেই, আত্মীয়-স্বজনও প্রাণ হারিয়েছে। আশ্রয়হীন অবস্থায় আমি কোথায় যাব? কে আমার সহায়ক হবে? কে আমাকে স্থান দিবে? আমি আপনার অন্তঃপুরে একজন দাসী হয়ে থাকতে চাই। আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।** হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ৬০ বছর এবং হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বয়স ১৭ বছর। ৭ম হিজরীর মুহ্র্‌রম মাসের শেষ সপ্তাহে খায়বর থেকে মদীনা শরীফ আসার পথে দয়ার নবী, মায়ার নবী হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। সঙ্গে যা ছিল তা দিয়েই ওলীমার ব্যবস্থা করেন। পরে নিজ উটে আরোহণ করিয়ে গায়ের আবা মুবারক দ্বারা হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পর্দা করে উম্মুল মু'মিনীন হিসাবে মর্যাদা প্রদর্শন করেন। উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ইহুদী কন্যা।

হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন খুবই সুন্দরী ও লাবন্যময়ী। মদীনার মহিলা মহলে তাঁর রূপের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বাল্যকাল হতেই ধীরস্থির ও স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। অগাধ প্রাচুর্য্যের ভিতর প্রতিপালিত হন, সর্বদাই দাস-দাসীগণ তাঁকে পরিবেষ্টন করে রাখতো। তিনি বিনয়, নমনীয়তা ও কোমলতার প্রতীক ছিলেন। তিনি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে স্নেহ-মায়া, আদর-যত্ন করতেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন। প্রায়ই ইহুদী আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ইসলামের মহত্ব বর্ণনা করে পত্র লিখতেন। তাঁর ডাকে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উম্মুল মু'মিনীন হিসাবে মদীনা শরীফে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তঃপুরে যখন প্রবেশ করেছেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গে বহু মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার ছিলো। তিনি সে সকল অলঙ্কার খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও অন্যান্য উম্মাহ্তুল মু'মিনীনদের মাঝে উপহার হিসেবে বন্টন করে দেন।

একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে গমন করলেন এবং দেখলেন যে তিনি কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী এবং গৌরবের দিক হতে একই রক্তধারার অধিকারিণী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি কেন বললে না যে, আমি আল্লাহ্‌র নবী হারুন আলাইহিস সালাম এর বংশধর ও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার স্বামী। অতএব তোমরা কোন দিক হতে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারো?

তিনি ১০টি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহ্ ১টি, বাকি ৯টি অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সুফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ৫০ হিজরী সনে ৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনিও জান্নাতুল বাকী শরীফে আরাম করছেন।

১৩। হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নাম ছিল বাররাহ্। হুজুরে আকরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'মায়মূনা' নামে ভূষিত করেন। পিতা হারিছ বিন হাযন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর প্রথম বিবাহ হয় মাসউদ বিন আমরের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-ফাসাদ হওয়ায় তালাক প্রাপ্ত হয়ে পিত্রালয়ে আসেন। তারপর আবু রাহাম বিন আবদুল উজ্জার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হয়। উজ্জা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আবার মাতা-পিতার ঘরে আসেন। তিনি ছিলেন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শ্যালিকা এবং হযরত খালেদ বিন অলীদের ফুফু। তাঁর নিদারুন বেদনা দেখে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর বিবাহের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ৭ম হিজরীতে কাযা উমরাহ্ শেষে ফেরার সময় তানঈমের নিকটবর্তী সারিফ নামক স্থানে যুল্‌কাদাহ মাসে এ শুভবিবাহ্ সুসম্পন্ন হয়। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৫৯ বছর, তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বছর। আর দাম্পত্য জীবন ৩ বছর ৩ মাস। এটিই ছিল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ বিবাহ।

তিনি ৭৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহি ৭টি, এককভাবে বুখারী ১টি, মুসলিম ৫টি আর বাকি ৬৩টি অন্যান্য পবিত্র হাদীস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

তিনি ৫১ হিজরীতে যিলকদ মাসে ৮০ বছর বয়সে 'শারফ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা জানাযা পড়ান এবং কবরে নামিয়েছিলেন। তাঁর মুবারক লাশ বহন করার সময় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেছিলেন– সাবধান! এটা উম্মুল মু'মিনের লাশ মুবারক। বেয়াদবী করো না, এমনকি তোমরা নড়া-চড়াও করো না, খুব যত্ন সহকারে বহন করো। মক্কা শরীফের নিকটে 'শরিফে' তাকে দাফন করা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গ ঃ

মহান আল্লাহ্‌র সুনিপুন কৌশল, তিনি মানব জাতিকে নর-নারী দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিগতভাবেই বেশ কিছু বিষয় এদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। শারীরিক কাঠামো, মানসিক ও জৈবিক চাহিদা, জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে ও বেশ কিছু বিষয় আলাদা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে ইসলামের বিধি-বিধান, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ নমুনা তথা অর্ধমানব সমাজকে ঈমান ও ইসলামের পথে চলার দিক নির্দেশনায় নবী পরিবার অতুলনীয় অবদান রেখেছেন। স্মরণ করা যায়, তাদের থেকে ২৮২২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা মুসলিম উম্মার জাতীয় জীবনে ধ্রুব তারার ন্যায় সর্বদা পথ দেখিয়ে যাচ্ছে।

এখন কঠিন একটি প্রশ্ন হলো– প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৩টি মতান্তরে ১২টি বিবাহ করেছেন এর ব্যাখ্যা কি? যারা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিনেছেন, জেনেছেন, নিশ্চয়ই তারা এ প্রশ্ন করবেন না। ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্যের দার্শনিক কিছু লেখক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহিমাকে প্রচন্ড আঘাত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ্!

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ বছর বয়সে কোন উঠতি যৌবনা-তরুণীর পরিবর্তে বিবাহ করলেন ৪০ বছরের হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে। ৬৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৫০ বছর। জীবনের শ্রেষ্ঠ এ দীর্ঘ ২৫ বছর একনিষ্ঠভাবে এ বয়সের স্ত্রীর সঙ্গে কাল কাটিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫১ হতে ৬৩ বছর অর্থাৎ জীবনে শেষ ১৩ বছরের ১২টি বিবাহ করেছেন। দু'জন ছাড়া সবার বয়স বিয়ের সময় ২০ বছরের উপরে ছিল। আর ৫ জনের বয়সতো ৩৬ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ছিল। চিন্তা করুন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য যুবতী ও সুন্দরী মেয়ের কি অভাব ছিল? এ মহৎ জীবনের সাথে ভোগ-বিলাসের সামঞ্জস্য কোথায়? মূলতঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব কল্যাণের প্রেরণায় এ সকল বিবাহ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। যেমন–

০১। ইসলামী বন্ধন দৃঢ়করণ ঃ

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে ক'জন বিশিষ্ট সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে তাঁর ঘনিষ্টতম উপদেষ্টা করেছেন, তন্মধ্যে চারজন প্রধান। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মেয়ে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মেয়ে হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিজে বিয়ে করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে এবং হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে পর পর দু'মেয়ের বিবাহ দেন। এভাবে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানকারীরা তাঁর রক্তের সম্বন্ধ দ্বারা আষ্টে-পৃষ্টে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

০২। মহিলা সমাজে ইসলামের বিস্তার ঃ

শিক্ষা-দীক্ষাহীন জাহেলী সমাজে মহিলারা ছিল পুরুষের তুলনায় আরো পশ্চাদপদ। তাই তাদের মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য মহিলা প্রশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক। পর্দা ফরয হওয়ার পর এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। ফলে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণ তাঁর সহযোগী হিসাবে একাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অধিক স্ত্রী অর্থই ছিল অধিক প্রশিক্ষিকা। কেবল মহিলারাই নন, পুরুষ সাহাবীগণও বহু বিষয়ে পর্দার আড়াল থেকে তাঁদের নিকট হতে হাদীস জেনে নিতেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার পরেও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত হাফসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা প্রমুখের ভূমিকা ছিল এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

০৩। শত্রু দমনের স্বার্থে ঃ

আরব সমাজে রীতি ছিল, তারা জামাতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। জামাতার সাথে যুদ্ধ করা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দারুন লজ্জা বা অসম্মানের ব্যাপার। বর্বর বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে ইসলামের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার কৌশল হিসাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একাধিক বিবাহ করার অনুমতি দেন। উদাহরণ–

ক) চতুর্থ হিজরীতে হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ্ করার পর তাঁর গোত্র বনু মাখযূমের স্বনামধন্য বীর হযরত খালেদ বিন অলীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর যে দুর্ধর্ষ ভূমিকা ওহুদ যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল, তা পরিবর্তীত হয়ে যায় এবং সপ্তম হিজরীর শুরুতে তিনি মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন।

খ) পঞ্চম হিজরীতে হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ করার ফলে বনু মুসত্বালিক্ব গোত্রের যুদ্ধবন্দী একশ জন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যায় এবং চরম বিরুদ্ধবাদী এই গোত্রটি মিত্র শক্তিতে পরিণত হয়। হযরত জুওয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার কওমের জন্য বড় 'বরকত মন্ডিত মহিলা হিসাবে বিবেচিত হন এবং তাঁর গোত্র হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্বশুর গোত্র হিসাবে সম্মানজনক পরিচিতি লাভ করে।

গ) সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে হযরত উম্মে হাবীবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ করার পর তাঁর পিতা কুরাঈশ নেতা হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরবর্তীতে আর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেন না। বরং অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের পূর্ব রাতে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

ঘ) সপ্তম হিজরীর সফর মাসে হযরত সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ করার ফলে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সন্ধি করে তারা খায়বরে বসবাস করতে থাকেন।

ঙ) সপ্তম হিজরীর যুলক্বাদাহ্ মাসে সর্বশেষ হযরত মায়মূনা বিনতে হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ করার ফলে নাজদবাসীদের অব্যাহত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেনান হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বোন ছিলেন নাজদের সরদারের স্ত্রী। এরপর থেকে উক্ত এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাহীনভাবে চলতে থাকে। অথচ ইতিপূর্বে এরাই চতুর্থ হিজরীতে ৭০ জন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা-কে দাওয়াত দিয়ে ডেকে নির্মমভাবে শহীদ করেছিল। যা 'বিরে মাউনার ঘটনা' নামে প্রসিদ্ধ।

০৪। নারীত্বের মর্যাদা দান ঃ

সে সময় নারীদের মর্যাদা ছিল না, যখন খুশি তখন বিবাহ করতো, যাকে যখন খুশি তালাক দিতো। আবার বিধবাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। তাদেরকে বিবাহ করতে সম্মত হতো না, ভদ্রভাবে জীবনধারন করতেও দিত না। মহানুভব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা দান করে বিশ্ববাসীর কাছে এক উন্নত আদর্শ তুলে ধরেছেন। তিনি হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে এ কারণেই বিবাহ করে ছিলেন।

০৫। কুপ্রথা দূরীকরণ ঃ

পোষ্যপুত্র নিজের পুত্রের ন্যায় এবং তার স্ত্রী নিজের পুত্রবধূর ন্যায় হারাম এ মর্মে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক কু-প্রথা বিলুপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র হুকুমে তিনি স্বীয়

পালিত পুত্র হযরত জায়েদ বিন হারেছাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বিবাহ করেন। এ বিষয়ে সূরা আহযাবের ৩৭ ও ৪০ আয়াত দুটি নাযিল হয়। বস্তুতঃ এ বিষয়গুলো এমন ছিল যে, এসব কুপ্রথা ভাঙ্গার জন্য কেবল উপদেশই যথেষ্ট ছিল না। তাই আল্লাহ্র হুকুমে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হয়েছিল।

০৬। অনুরোধ রক্ষা ঃ

কেউ কেউ হযরত রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিনী হওয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁরা ইহ-পরকালে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্যে সময় কাটাতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এদের ইচ্ছা পূরণে ও অনুরোধ রক্ষার্থে হযরত রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেছেন। হযরত সওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পর্যায়ভুক্ত।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, একাধিক বিবাহ ব্যবস্থাকে যারা কটাক্ষ করতে চান, তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য **সবার প্রতি সমান ব্যবহারের শর্তে** সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বাধ্য করেনি। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্যের ফ্রি স্টাইল যৌন জীবনে অভ্যস্ত হতাশাগ্রস্ত সমাজ জীবনের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, সেখানে অশান্তির আগুন আর মনুষ্যত্বের খোলস ব্যতীত কিছুই নেই। অথচ প্রকৃত মুসলিমের পারিবারিক জীবন পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসায় আপ্লুত থাকে। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারিবারিক জীবন যার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

জামাতাগণ

নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাতাগণের পরিচয়–

১। আবুল 'আছ বিন রাবী ঃ

হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে আবুল 'আছ বিন রাবী এর সাথে বিবাহ দেন। তিনি হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর আপন বোন হালার পুত্র ছিলেন। আবুল 'আছ বিন রাবী বদর যুদ্ধে বন্দী হন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দয়ায় মুক্তি প্রাপ্ত হন। মুক্তির শর্ত হিসাবে হযরত জয়নব

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে মদীনা শরীফে পাঠান। তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে মদীনা শরীফে এসে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। আলী ও উমামাহ্ নামে তাঁদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান হয়। হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ৮ম হিজরীতে এবং আবুল 'আছ বিন রাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্বাদশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

২। উৎবা ঃ তিনি আবু লাহাবের পুত্র। হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে উৎবা এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। আবু লাহাবের বিরুদ্ধে 'সূরা লাহাব' নাযিলের পর সে হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তালাক দেয়। তাদের কোন সন্তান হয়নি। পরবর্তীতে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-এর বিবাহ হয়। হাবশায় হিজরতকালীন সময়ে 'আব্দুল্লাহ্' নামে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। আব্দুল্লাহ্ ১ম হিজরীতে মদীনায় ছয় মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার দিন হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইন্তিকাল করেন।

৩। উতাইবাহ ঃ তিনিও আবু লাহাবের পুত্র। হযরত কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে উতাইবাহ্ এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। আবু লাহাবের বিরুদ্ধে 'সূরা লাহাব' নাযিলের পর সে হযরত কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তালাক দেয়। তাদের কোন সন্তান হয়নি। হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মৃত্যুর পর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে হযরত কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহ হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই কন্যাকে বিবাহ করার কারণে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপাধি হয় 'যুন-নূরাইন'।

৪। **হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ**

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ، ذٰلِكَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ، فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা রসূলের নিকট কোন কথা গোপনে আরজ করতে চাও, তবে আপন আরজ করার পূর্বে কিছু সাদক্বাহ্ প্রদান করো! এটা তোমাদের জন্য উত্তম ও খুব পবিত্র। অতঃপর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"– কুরআন (৫৮ঃ১২)। বর্ণিত আছে, পবিত্র আয়াতের নির্দেশ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-ই প্রথম পালন করেছিলেন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রসঙ্গে নবী করীম রউফুর রহীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

"তুমি আমার নিকট মূসার নিকটে হারুনের ন্যায়। কেবল এটুকুই যে, আমার পরে কোন নবী নেই।"– মুসলিম শরীফ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন–

مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ

"আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু"।– তিরমিযী শরীফ

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু **এর পরিচয় ঃ**

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তিনি হযরত রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো ভাই। অন্যদিকে হযরত খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বামী, হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পিতা।

তিনি কুরাঈশ বংশের হাশেমী গোত্রে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত ঘোষণার দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে এ কারণের জন্য তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। তিনি যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। ইসলামের ঊষালগ্ন থেকেই তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হয়ে এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গ করেন। হিযরতের রাতে তিনি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শয্যায় শায়িত থেকে আমানতের দায়িত্ব নিয়ে নবী প্রেমের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কতইনা কঠিন ছিল সেই ক্ষণটি, যে কোন মুহূর্তে, বন্দী বা শহীদ হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বিধর্মীদের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে তিনি মদীনা শরীফে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শুভবিবাহ ঃ

হযরত ফাতিমাতুজ জাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পরিণত বয়সে উপনিত হলেন। কুরাঈশ অনেক দলপতি এ নবী দুলালীকে গ্রহণ করার জন্য লালায়িত ছিলেন। একদিন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিয়ে প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উত্থাপন করলেন। আলাপ-আলোচনায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আমি এ কাজ আল্লাহ্ তা'য়ালার মর্জির উপর নির্ভর করেছি। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট প্রস্তাব রাখেন। উভয় পক্ষ সম্মতি প্রকাশ করেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিয়ের উপঢৌকন সংগ্রহ করলেন, যথা- সুকোমল উরনাপুঞ্জে নির্মিত মিশরীয় শয্যা বিশেষ। খবিরের ক'ম এবং কতগুলো মৃন্ময়পাত্র কৌষের যবনিকা। আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত ও কিছু সুগন্ধি কেনা হলো। পরিশেষে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো।

ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উম্মে কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামে তাঁর গর্ভজাত চারজন সন্তান ছিল। অনেকে হযরত মুহসিন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামে আরও দুটি সন্তানের কথা বলেছেন। যারা শিশু অবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বীরত্ব ঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তেজস্বিতা, অসীম সাহসিকতা ও শৌর্য-বীর্য সর্বজন বিদিত। বদরের যুদ্ধে কুরাঈশ নেতাকে নিহত করায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 'জুলফিকার" তরবারী উপহার দেন। ওহুদের যুদ্ধে পতাকা নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তাঁর বীরত্বে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে 'আসাদুল্লাহ্' 'আল্লাহ্‌র সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন তিনি। খায়বারের কামুস দূর্গ দখল তার সামরিক জীবনের কৃতিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মক্কা শরীফ বিজয়ে তিনি পতাকা বহন করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি বহুবিধ আত্মত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের বুনিয়াদ দৃঢ় করেন। তিনি প্রায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত উসমান জিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শাহাদাতের পর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র ৫ বছরের খিলাফতকালে কয়েকটি রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এর শেষ ফল হয়েছিল খলিফার শাহাদাত বরণ।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শিশুকাল থেকেই তলোয়ার ও ধনুক নিয়ে খেলাধূলা করতেন। নানারূপ শক্তির প্রতিযোগিতার প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন। খুবই প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিস্ময়কর জ্ঞানের অধিকারী। কাব্য চর্চা ও সাহিত্য চর্চায় তিনি অনেক অগ্রগামী ছিলেন। আরব সমাজ তাকে কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। 'দিওয়ানে আলী' তার স্বাক্ষর বহন করে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি ইলমের শহর আর আলী তার প্রবেশ দ্বার।' আরবি ব্যাকরণে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রক্তিম বর্ণবিশিষ্ট, দীর্ঘশক্তি, কোমল চক্ষু বিশিষ্ট, মধ্যম আকৃতির দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। খলিফা হয়েও তিনি ও তাঁর পত্নী হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজ হাতে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুহৃদ, বিশ্বস্ত সঙ্গী ও অনুগত সহচর।

আনুষঙ্গিক ঃ

বিশ্বকুল সরদার নবীকুল সম্রাট হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে যখন ধনীরা তাঁদের আবেদন-নিবেদন ইত্যাদির পরম্পরাকে দীর্ঘায়িত করতে লাগলেন এবং অবস্থা এমন হয়েছে যে, গরীবরা তাঁদের আবেদন পেশ করার সুযোগই কম পাচ্ছিলেন। তখন আবেদনকারীদের আবেদন পেশ করার পূর্বে সাদক্বাহ্ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো। এ নির্দেশ হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুই প্রথম পালন করেছিলেন। তিনি একটি দিনার সাদক্বাহ্রূপে পেশ করে দশটি মাসআলার সমাধান জেনে নিলেন–

১) তিনি আরজ করেছিলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! **ওয়াফা বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কি?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দেয়া।"

২) আরজ করলেন, **"ফ্যাসাদ কি?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "কুফর ও শির্ক।"

৩) আরজ করলেন– **"হক্ব কি?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "ইসলাম, কুরআন ও বিলায়ত, যখন তুমি অর্জন করো।"

৪) আরজ করলেন– **"হীলাহ্ কি;** অর্থাৎ বাঁচার পথ বের করা বা তদবীর কি?"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হী-লাহ্ (বাঁচার বাহানা তালাশ করা) বর্জন করাই।"

৫) আরজ করলেন– **"আমার উপর আবশ্যকীয় কি?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– **"আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য।"**

৬) আরজ করলেন– **"আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে কিভাবে দু'আ-প্রার্থনা করবো?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "সততা ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে।"

৭) আরজ করলেন– **"কি প্রার্থনা করবো?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– **"পরকালের শুভ পরিণতি।"**

৮) আরজ করলেন– **"স্বীয় মুক্তির জন্য কি করবো?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হালাল খাও ও সত্য বলো।"

৯) আরজ করলেন– **"আনন্দ কি?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "জান্নাত।"

১০) আরজ করলেন– **"পরম শান্তি কি?"**

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– **"আল্লাহ্ তা'য়ালার সাক্ষাত (দীদার)।"**

যখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসব প্রশ্নের জবাব অর্জন করে অবসর হলেন, তখনই এ নির্দেশ (সাদক্বাহ্ প্রদানের আদেশ) রহিত হয়ে গেল। আর 'রুখসাত' অবতীর্ণ হলো (অর্থাৎ সাদক্বাহ্ প্রদানে ইখতিয়ার দেয়া হলো) আর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত অন্য কেউ এ নির্দেশ পালনের সুযোগই পাননি।– মাদারিক ও খাযিন

এমন মহান ব্যক্তি মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় আব্দুর রহমান ইবনে মুলজেম এর বিষাক্ত ছুরির অব্যর্থ আঘাতে ৬৬২ খ্রিঃ ২৪শে জানুয়ারি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই নাতি হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু- প্রসঙ্গে বলেছেন–

رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

"দুনিয়াতে আমার সুগন্ধি"।– বুখারী শরীফ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"জান্নাতী যুবকদের নেতা।"– তিরমিযী শরীফ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমার অর্ধাংশ জুড়ে আছে নয়ন মনি হাসান আর বাকী অংশ জুড়ে আছে স্নেহধন্য হোসাঈন।"

বংশ পরিচয় ঃ

হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পরিচয় হলো তারা পিয়ারা নবীর দৌহিত্র। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহা ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সন্তান। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর থেকে ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক বছর কয়েক মাসের ছোট ছিলেন। তাদের উভয়ের দেহাকৃতি ছিল প্রায় সমপর্যায়ের। চেহারার দিক থেকে হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনেকটা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো ছিলেন। বলা যায় ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছায়া।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন অভিভাবক ঃ

১। হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মেয়ের সন্তানের সম্বন্ধ তার বাবার সাথে হয়ে থাকে। কিন্তু ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সন্তানদের ক্ষেত্রে এ রকম নয়। বরং আমিই তাঁদের পূর্ব পুরুষ, আমিই তাঁদের পিতা।– তাবারানী শরীফ

২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে সেই সন্তানগুলো সম্পর্কে ধারণা দিব না, যারা তাদের নানা-নানীর সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে সম্মানী? আমি কি তোমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে অবগত করবো না, যারা তাঁদের চাচা ও ফুফুর সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম? আমি কি তোমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে বলবো না, যাঁরা তাদের মামা-খালার সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট? আমি কি তোমাদেরকে তাঁদের সম্পর্কে খবর দিব না, যাঁরা তাঁদের মাতা-পিতার সূত্রে সকল মানুষের চেয়ে উত্তম? তাঁরা হলেন হাসান-হোসাইন। তাঁদের নানা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের নানী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাঁদের মাতা ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের পিতা আলী বিন আবু তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁদের চাচা জাফর বিন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁদের ফুফু উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাঁদের মামা কাসেম বিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁদের খালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, রোকিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তাদের নানা-নানী, পিতা, মাতা, চাচা, ফুফু, এবং খালা সকলই জান্নাতে যাবেন। আর হাসান-হোসাইনও জান্নাতে যাবেন।"– তাবারানী শরীফ

মুবারক নাম ঃ

হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে হাসান বিন আলীর জন্ম হলে তিনি তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে যান। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নাম রাখলেন হাসান। হোসাইনের জন্ম হলে তিনি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার এ ছেলেটি (হোসাইন) এর চেয়ে সুন্দর। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'হাসান' শব্দ থেকে 'হোসাইন' বের করে তার নাম রাখলেন হোসাইন।– মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক

আযান দেন ঃ

হযরত আবু রাফে' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হাসান-হোসাইন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোদ তাঁদের কানে আযান দিয়েছেন।– তাবারানী শরীফ

আকীকা ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পক্ষ থেকে আকীকায় দু'টি করে দুম্বা জবাই করেছেন।– নাসাঈ শরীফ

আহলে বায়ত ঃ

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মুবাহালা' (একে অপরকে অভিসম্পাদন করা) এর আয়াত 'আপনি বলে দিন, এসো! আমাদের সন্তানদেরকে ডাকছি, আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ডাক'। অবতীর্ণ হলো, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বায়ত।– মুসলিম শরীফ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী– "হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তোমাদের সকল অপবিত্রতাকে দূর করে তোমাদেরকে খুব পাক-পবিত্র করে দিতে চান" এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পাঁচ মনীষী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।– তাবারানী শরীফ

মুবারক জিহ্বা চুষেন ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে (সফরে) বের হয়ে এখনো রাস্তায় রয়েছি, এমতাবস্থায় তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

হাসান-হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর কান্নার আওয়াজ শুনলেন। তখন তাঁরা উভয়ই তাঁদের মা ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট ছিলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্রুত তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ কথা বলতে আমি শুনেছি, আমার সন্তানদের কি হয়েছে? ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন, তাঁদের ভীষণ পিপাসা লেগেছে। পানির জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশকের দিকে গেলেন, সে সময় মানুষের পানির প্রয়োজন বেশি ছিল, কিন্তু পানি খুবই কম পাওয়া যেত। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে ডেকে বললেন, কারো কাছে পানি আছে কি? প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ হাওদায় লটকানো মশকে পানি খুঁজছেন, কিন্তু তারা এক ফোঁটা পানিও পেলেন না। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বললেন, তোমার এক ছেলেকে আমার কাছে দাও। তিনি পর্দার নিচ দিয়ে একজনকে দিলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ধরে আপন বক্ষের সাথে লাগালেন। কিন্তু সে অধিক পিপাসার কারণে অবিরাম কাঁদতেছিলেন। কোনমতে শান্ত হচ্ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখের ভিতর জিহ্বা দিলে সে তা চুষতে থাকেন। এক পর্যায়ে পিপাসা নিবারণ করে সে শান্ত হয়ে গেলেন। আমি দ্বিতীয় বার তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনিনি। দ্বিতীয় জনও যখন এভাবে অবিরত কাঁদতেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁকেও আমার নিকট দিয়ে দাও। তখন হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দ্বিতীয় জনকেও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে দিলেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখেও একইভাবে জিহ্বা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁরা উভয়ই এমন শান্ত হয়ে গেলেন যে, দ্বিতীয়বার আমি তাঁদের কান্নার আওয়াজ শুনিনি।– তাবারানী শরীফ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে খুবই আদর স্নেহ করতেন। যেমন–

০১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেছেন– একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নিজের পবিত্র কাঁধের উপরে বহন করেছিলেন। একজন লোক বলে উঠলো– বৎস, যে বাহনের উপর তুমি চড়েছ, তা অতীব সুন্দর।" হজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন– "আর চড়নদারটিও অতিশয় সুন্দর।"

০২। হযরত বোরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খুৎবায় উপদেশ দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

সেখানে উপস্থিত হলেন। বালক দুটির পরনে লাল রঙের কামিজ ছিল। তাঁরা চলতে চলতে মাঝে মাঝে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। তা দেখতে পেয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আসলেন এবং তাদেরকে তুলে নিয়ে নিজের সম্মুখে বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন– 'আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন–

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। (কুরআন-৬৪ঃ১৫) এ বালক দুটির দিকে আমি দৃষ্টিপাত করলাম। তারা হাঁটতে হাঁটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলো। আমি আর ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারলাম না। এমনকি আমার বক্তব্য অসমাপ্ত রেখেই নেমে এসে তাদেরকে তুলে নিলাম।"– মিশকাত শরীফ

হযরত ওসামা ইবনে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে কোলে তুলে নিতেন এবং (দু'জনকে দুই উরুর উপর বসিয়ে) বলতেন– "আল্লাহ্, তাদেরকে ভালোবাসুন, কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি।"

হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

স্বীয় পিতার ন্যায় ইলমে হাকীকত ও তরীকতে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহনশীল ছিলেন। একবার কুফায় বাড়ির বাইরে অবস্থানকালে জংলী প্রকৃতির একজন আরবী লোক এসে তাঁকে যা ইচ্ছা তাই মন্দ বলতে শুরু করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে না পিপাসা, নাকি তোমার অন্য কোন অসুবিধা আছে? এ অভাবনীয় ব্যবহারে আরব লোকটি বিস্মিত হয়ে গেল এবং বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রসূলের বংশধর।

হযরত ইমাম হোসাঈন ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

সকল বিপদাপদ বরণকারীদের সরদার হলেন হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। সমস্ত তরীকতপন্থী তাঁর এ হাল ও সঠিকতা সম্পর্কে একমত। যখন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন তিনি ঐ সত্যের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সত্য যখন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, তখন তিনি অস্ত্রধারণ করলেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনকেও আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করলেন।

জ্ঞাতব্য : বিবাহ প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্যবাণী ঃ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله
فى نصف الباقى -

"যে বিবাহ করলো সে ধর্মের অর্ধেক রক্ষা করলো, এখন অপর অর্ধাংশের জন্য তার সতর্ক হওয়া উচিত।"- মিশকাত শরীফ

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পুরুষের সঞ্চিত ধনের মধ্যে স্ত্রীই উৎকৃষ্ট।"- ইসলামের আদর্শ

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

تنكح المرأة لاربع لمالها و لحسبها و لجما لها ولدينها
فاظفر بذات ا لدين(متفق عليه)

"একটি স্ত্রীলোককে তার চারটি গুণ দেখে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হয়– ধন সম্পত্তি, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য্য ও ধর্ম। তুমি ধর্মশীলাকে লাভ করে কৃতকার্য হও। অর্থাৎ ধর্মই আগে দেখবে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

মহর ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ

"তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীদেরকে তাদের মহর প্রদান করো।"– কুরআন (৪ঃ৪)

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ا يما رجل تزوج امرأة فنوى ان لا يعطيها من مداقها
شيئا مات يوم يموت و هو زان - (طبرانى)

"যে বিবাহ করে স্ত্রীর মহর আদায় করার নিয়ত রাখে না এবং এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, যেনাকার স্বরূপ তার মৃত্যু হবে।"– তাবরানী শরীফ

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ا ن اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة - (بيهقى)

"উৎকৃষ্ট ঐ বিবাহ যে বিবাহ্তে মহর হাল্কা হয়।"– বায়হাক্বী শরীফ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহে মহর নির্ধারিত হয় ৫ দিরহাম। হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আয়েশা সিদিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জুওয়াইরিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এ ৫ জন উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের প্রত্যেকের মহর ৪০০ দিরহাম করে নির্ধারণ হয়। আর হযরত জয়নব বিনতে খুজাইমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ৫০০ দিরহাম, হযরত উম্মু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ১০ দিরহাম, হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ৪০০ দিনার, হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ৫০০ দিরহাম এবং হযরত

সাফিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বামী খায়বার যুদ্ধে নিহত হয় আর তিনি বন্দী হন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিবাহ করেন আর বন্দীত্ব মুক্তিই তাঁর মহর হিসাবে নির্ধারণ করেন। হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহের মহর ছিল ৪৮০ দিরহাম মতান্তরে ৫০০ দিরহাম।– দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

বিবাহ সম্পাদনের সময় উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত মহরকে 'মহরে মুসাম্মা' বলে। আর মহর নির্ধারণ বা উল্লেখ না হয়ে থাকলে স্ত্রীর পিতৃকূলের অন্যান্য মহিলার মহরের পরিমাণ বিবেচনায় যা নির্ধারণ করা হয় তাকে 'মহরে মিসাল' বলে। অবশ্যই স্বামীকে স্ত্রীর মহর আদায় করতেই হবে। মূলতঃ মহর ঋণ স্বরূপ। স্বামীর মৃত্যুতে এ অধিকার রহিত হয় না। পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে হলেও উসূল করে নিতে হবে।

ওয়ালিমা ঃ

স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাতের পর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, দীনদার ও দরিদ্রকে খাওয়ানোর যে ব্যবস্থা তাকে অলিমা বলে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহে সবচেয়ে বড় অলিমা করেছিলেন, তা ছিল একটি বকরী অর্থাৎ বকরী জবেহ করে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অলিমা হয়েছিল সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সাথে থাকা খোরমা ইত্যাদি দিয়ে। আর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অলিমা হয়েছিল এক বাটি দুধ দ্বারা যা হযরত সা'আদ ইবনে ওবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ি হতে এসেছিল। আর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অলিমা হয়েছিল গমের রুটি, খোরমা ও কিছু হালুয়া দিয়ে।

বিবাহের অন্যান্য সুন্নত হলো– শুক্রবার দিন সম্পন্ন হওয়া, বাদ জুমা মসজিদে হওয়া, অনেক লোকের জ্ঞাত অনুসারে হওয়া ও বিবাহের পর খোরমা বিতরণ করা।- ইসলামের আদর্শ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

কা'বা শরীফ সংস্কার

কা'বা শরীফ সংস্কারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

কা'বা শরীফ হলো বায়তুল্লাহ্-আল্লাহ্‌র ঘর। কা'বা অর্থ হলো– চতুর্দেয়াল বিশিষ্ট ঘর। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর হাতে গড়া প্রায় আড়াই হাজার বছরের স্মৃতিধন্য এ মহাপবিত্র ঘর। এ ঘরখানি নিম্নভূমিতে স্থাপিত হয়েছিল। বর্ষাকালে শহরের পানি এখানে জমা হতো। চারপাশের উঁচু পাহাড় থেকে নামা বৃষ্টির স্রোতের আঘাতে দেয়াল ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। এর উপরে কোন ছাদ ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ৩৫ বছর তখন কুরাইশ নেতাগণ কা'বা শরীফ ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের বিশেষ কারণ হিসাবে উল্লেখ আছে যে, সে বছরে তীব্র বন্যায় কা'বা শরীফ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এছাড়াও কিছু চোর দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করে এবং রক্ষিত মূল্যবান মালামাল ও অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। অনুসন্ধানে তা দুওয়াইক নামক ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায়। বিচারে তার হস্ত কর্তন করা হয়। আরও উল্লেখ আছে যে, প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে একটি কূপ ছিল, পূজার নৈবেদ্যাদি তাতে নিক্ষেপ করা হতো। ঐ অন্ধকূপটির অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছিল। গৃহের অভ্যন্তরে সেই গর্ত বা কূপটিতে একটি সাপ বাস করতো। দিনের বেলায় দেয়ালের উপরে সাপটি রোদের তাপ গ্রহণ করতো আর লোকজন দেখলে ফনা তুলে ফোঁস ফোঁস করতো এবং দংশন করার জন্য উদ্যত হতো। একদিন একটি পাখি এসে ছো মেরে সাপটি নিয়ে যায়। এ ঘটনায় তারা উল্লাসিত হয়ে বলতে লাগলো– আল্লাহ্ আমাদের মহাশত্রু সাপটিকে বিদূরীত করলেন, কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণের কাজে তিনি আমাদের প্রতি রাজী হয়েছেন। অনেকে মনে করেছিলো পবিত্র ঘর ভেঙ্গে ফেলা ভয়ঙ্কর পাপের কাজ। বিজ্ঞজনেরা মত দিলেন– পাপ হবে কেন? আমরাতো ভালো করে মজবুত করে তৈরির আশা পোষণ করেছি। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ঘোষণা করলো– "হে আল্লাহ্ আমরা যেন ভয়-ভীতির শিকার না হই। হে আল্লাহ্! আমরা শুধু কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এ কাজ করছি।"

কুরাইশগণ কা'বা শরীফ সংস্কারের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো। দরজার দিকের অংশ বনু আবদ মনাফ ও বনু যুহরা গোত্রদ্বয়ের উপর, রুকনে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশ বনু মাযযূম ও আরও কয়েকটি গোত্র যুক্ত হলো। কা'বার ছাদ পড়লো বুস জুমাহ্ ও বনু সাহামের ভাগে। হিজরের অংশ বনু আবছদ্‌দার, বসু আসাদ ও বনু আদীদের উপর।– ইব্‌ন হিশাম

কা'বা শরীফ ভাঙ্গার পর বিশেষ বিশেষ রুকনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি লিপি পাওয়া যায়। যেমন–

১। রুকনে ইয়ামানীর লিপি ঃ

ইবনে ইসহাক বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাঙ্গার কাজ করতে গিয়ে কুরাঈশী জনতা রুকনে ইয়ামানীতে সুরিয়ানী ভাষায় লেখা একটি প্রাচীন লিপি

পায়। লিপিটি কি, তা তারা বুঝতে পারলো না। জনৈক ইহুদী তাদেরকে পড়ে শোনালো। তাতে লেখা ছিল– "আমি আল্লাহ্ বাক্কার (মক্কার) অধিপতি। যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছি, যেদিন সূর্য ও চন্দ্রকে রূপদান করেছি, সেদিন বাক্কাকে সৃষ্টি করেছি এবং তার চারপাশে সাতজন অনুগত ফিরিশতা দিয়ে ঘিরে রেখেছি। তার দু'পাশের দুই আখশাব (পাহাড়) যতদিন টিকে থাকবে, ততোদিন বাক্কাও টিকে থাকবে। পানি ও দুধের ভেতরে তার অধিবাসীদের কল্যাণ নিহিত।"

২। মাকামে ইব্রাহীম এর লিপি ঃ

ইবনে ইসহাক বলেন, আমার কাছে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরাঈশগণ মাকামে ইব্রাহীমে একটি লিপি পেয়েছিল। তাতে লেখা ছিল– "মক্কা আল্লাহ্র সুরক্ষিত পবিত্র ঘর। তিনটি উপায়ে তার অধিবাসীদের জীবিকা আসবে। তার অধিবাসীরা যেন প্রথমে এর পবিত্রতা ক্ষুন্ন না করে।"

৩। উপদেশ খোদিত শীলালিপি ঃ

ইবনে ইসহাক বলেন, লায়স ইবনে সুলায়ম দাবি করেছেন যে, কুরাঈশগণ কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে নবুয়তের চল্লিশ বছর আগে একটি শীলালিপি পেয়েছিল এবং তার বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকলে তাতে খোদাই করা ছিল– "যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে সৌভাগ্যের ফসল ঘরে তুলবে। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে, সে ঘরে তুলবে অনুশোচনার ফসল। তোমরা খারাপ কাজ করবে আর ভালো প্রতিদান পাবে, তা হতে পারে না যেমন বাবলা গাছে আঙ্গুর ফলে না।"

পবিত্র মক্কার অধিবাসীগণ কা'বা শরীফকে সম্মান করতো, আল্লাহ্র ঘর বলে মনে প্রাণে স্বীকার করতো ও মান্য করতো। আবরাহার সৈন্যদল ধ্বংস হলো, কা'বার মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকলো, তখন আবার জাতির চোখে কুরাঈশদের মর্যাদা আরো বেড়ে গেল। মোট কথা সকলের কাছেই কা'বা সম্মানিত।

নেতৃবৃন্দ স্থির করেন, নির্মাণ কাজে কোন হারাম মাল ব্যয় করা হবে না, পবিত্র উপার্জন থেকে ব্যয় করতে হবে। এরমধ্যে ব্যভিচারের অর্থ, সুদের অর্থ, জুলুমের অর্থ মিশ্রিত করা যাবে না।

এই সময় গ্রীকদের একটি বাণিজ্য জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে জেদ্দা বন্দরের নিকটে সমুদ্র উপকূলের সাথে সংঘর্ষিত হয় এবং প্রবল সংঘর্ষের কারণে তা ভেঙ্গে যায়। কুরাঈশের লোকেরা এই খবর শুনে অলীদ ও অন্য কতিপয় লোককে জেদ্দায় প্রেরণ করেন। অলীদ ও তাঁর সঙ্গীগণ জেদ্দায় পৌঁছে জাহাজের অনেকগুলি তক্তা কিনে আনেন। এই তক্তাগুলো ছাদ নির্মাণের কাজে লাগানো হয়। জাহাজে একজন রোমান ওস্তাগার ছিলো, যার নাম ছিল 'বাকুম'। ওলীদ তাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। সেই সূত্রধরের কাজ করেছিলেন। অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, মক্কায় তখন জনৈক কিব্তী জাতীয় সূত্রধর বাস করতো, সে একাজে যোগাড় যন্ত্র করে দিয়েছিলো।

ঘোর বিরোধ ঃ

যা হোক, কুরাঈশ বংশের সকল গোত্রের লোক একত্র হয়ে ঘরের নির্মাণ কাজে যুক্ত হলো। বলা বাহুল্য যে, প্রথম হতে বেশ একতা ও শৃঙ্খলার সাথে কাজ চলছিলো, দ্বন্দ্ব-কলহের কোন লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়নি। পূর্বের নির্ধারণ অনুসারে প্রত্যেক বংশের লোকেরা আপন অংশ গেঁথে তুললো। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর কারা স্থাপন করবে, এ নিয়ে মহাবাগবিতন্ডা শুরু হলো। কারণ এটাই হলো আসল প্রাধান্যের নিদর্শন। অতএব, প্রত্যেক গোত্রের লোকই দাবী করলো যে, আমরাই পাথর স্থাপনের একমাত্র অধিকারী! এই বিতন্ডা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং দুর্ধর্ষ আরবগণের এই কোন্দল-কোলাহলে মক্কা নগর যেন মহাতঙ্কে শিউরে উঠলো। ছোটখাটো বা বিনা কারণে, যুগযুগান্তর ধরে ও বংশপরম্পরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে, নরশোণিতের তপ্তধারায় দেশকে প্লাবিত করেও যাদের প্রতিহিংসা নিবৃত্তি হতো না, তারা সকলে আপনাপন কৌলিণ্যগৌরব ও পূর্বপুরুষের মর্যাদার নামে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছে, না জানি হিজাজ-জননীর ভাগ্যে কি আছে!

"এতো আমাদের আল-আমিন" ঃ

'স্থির হও', 'স্থির হও'– শুভ্রশির দীর্ঘশ্মশ্রু আবু উমাইয়া দুই বাহু উর্ধ্বে তুলে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন– 'স্থির হও', আমার কথা প্রণিধান কর! বৃদ্ধের গভীর মর্মবেদনা পূর্ণ গম্ভীর আহ্বানে সকলে ফিরে দাঁড়ালেন। তখন তিনি সকলকে বুঝিয়ে বললেন– এই শুভকর্ম সমাধানের পথে তোমরা অশুভের সূত্রপাত করো না। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করো এবং অপেক্ষা করো। তিনি রায় দিলেন, আগামী দিন যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে প্রবেশ করবে, সে এই ব্যাপারে সালিশ নিযুক্ত হবে। সকলেই এই রায় মেনে নিলো। পরদিন সকল গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কা'বা শরীফে প্রবেশ করে দেখলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের আগে কা'বা শরীফে প্রবেশ করেছেন। হঠাৎ সহস্র কণ্ঠে আনন্দ রোল উঠলো–

هذا الامين! قد رضيناه

এইতো আমাদের আল-আমীন! (বিশ্বাসী)– আমরা সকলেই এর মীমাংসায় সম্মত।" কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সম্মান নিজের মাঝেই সীমিত রাখেননি। তিনি সংগ্রামী গোত্রগুলোর এক একজন সর্দারকে নির্বাচিত করলেন এবং একটি চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদকে তার উপর রাখলেন। তারপর সর্দারগণকে বললেন– আপনারা চাদরটি ধারণ করুন এবং পবিত্র পাথরটি দেয়ালের নিকট নিয়ে চলুন, একত্রে সকলেই পাথর বহন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত মুবারকে হাজরে আসওয়াদ যথাস্থানে গেঁথে দিলেন। এই ঘটনায় ইঙ্গিত হচ্ছে, দ্বীনে ইলাহীর সর্বশেষ পরিপূর্ণতা তাঁর হাতেই সাধিত হবে।

সকল সর্দার এই কৌশলী ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রজ্ঞার প্রশংসা করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে সে দিনই নির্ধারিত হয়েছিল– "ভবিষ্যতে মক্কার সুযোগ্য নেতৃত্ব দেয়ার মতো উপযুক্ত মহান

ব্যক্তিত্ব কে হবেন! একদিকে আল্লাহ্‌র পবিত্র গৃহের পবিত্র পাথর স্থাপনে শরিক হয়ে বিরল গৌরব অর্জন করে কুরাঈশ সর্দারগণ ধন্য হলো, অন্যদিকে রাহমাতুল্লিল আলামীন এর পবিত্র হাতের স্পর্শে হাজরে আসওয়াদও ধন্য হলো।"

হাজরে আসওয়াদ ঃ

'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরখানি ইসলামের এক অতি পবিত্র বস্তু। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর স্পর্শ, ফিরিশতাগণের স্পর্শ ও হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর স্পর্শ এতে জড়িত রয়েছে। ঐ পাথরটি হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র ঘর' এর ভিত্তিপ্রস্তর। কাজেই সেই 'আল্লাহ্‌র ঘরের' নবপ্রতিষ্ঠার দিনে এই পবিত্র পাথর কি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাতেই স্থাপিত হওয়া সঙ্গত ও সুশোভন হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে।

তখন থেকে আজ পর্যন্ত কালো পাথরটি কা'বা শরীফে একইভাবে শোভা পাচ্ছে। হাজীগণ প্রতিবছর মক্কা শরীফে গিয়ে পরম শ্রদ্ধার সাথে এই পাথরটিতে চুম্বন করে থাকেন। **এতো পাথরে চুম্বন নয়, বরং এটা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হস্ত মুবারকেই চুম্বন।** এখানেই এর শেষ নয়। বিদ্যুৎবেগে তা প্রবাহিত হয় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তথা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর হস্ত মুবারক পর্যন্ত, সেখান হতে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে। একটি চুম্বনে এতোগুলো সংযোগ কেন্দ্রে আলোড়ন জাগে! আধ্যাত্মিক প্রেমের এ একটা গোপন প্রবাহ! ভক্তের হৃদয় হতে উৎসারিত হয়ে বিভিন্ন বাহনের মধ্য দিয়ে এ প্রবাহ পৌঁছে থাকে অবশেষে সেই আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত ও প্রেমের দরিয়ায়। তাই এটা হজ্জের বিশেষ আমল। প্রাচীনকাল হতে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কত যুগের কত মানুষের কত চুম্বন বহন করে চলছে এই পাথরটি। কত পবিত্র হস্তের, কত পবিত্র আত্মার সুরভি জড়ানো রয়েছে এর অণু-পরমাণুতে! এই পাথরখানি তাই সমস্ত মানব জাতিরই এক পরমাশ্চর্য স্মৃতিফলক। একে স্পর্শ করলে যেন গোটা মানব জাতিকেই স্পর্শ করা হয়; সৃষ্টির আদিমরূপকে যেন অনুভব করা যায়।

সাম্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ঃ

কা'বা ঘর আরবদের প্রধান উপাসনালয়। কারণ ৩৬০টি মূর্তি ও চিত্র এ গৃহে ছিল। কুরাইশগণ এ ঘরের সেবক ছিলো বলেই তাদের মধ্যে সদা একটা প্রাধান্যভাব ও অহঙ্কার বিরাজ করতো। কা'বা শরীফ নতুন নির্মাণ করায় তাদের এভাবটা আরও বহুগুণে বেড়ে গেল। তারা পরামর্শ করে স্থির করলো, আমরা কা'বার সেবক, পূজা প্রদক্ষিণাদিতে আমাদের সম্মানসূচক বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক। ঘোষণা করা হলো, হজ্জের সময় কুরাঈশগণ অন্যান্য লোকদের ন্যায় আরাফাত ময়দানে যাবে না। হাজীগণের নিজ দেশের জাতীয় পোশাক পরিত্যাগ করে কুরাঈশদের পোশাক পরিধান করতে হবে এবং বাইরের খাদ্যও গ্রহণ করতে পারবে না। এমনিভাবে কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছিল। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ নিয়ম চলছিল।

ন্যায়ের, প্রেমের ও সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা মহামানব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাঈশদের এ সিদ্ধান্ত মানলেন না। তিনি ঘোষণা দিলেন– সকল মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব সমান। জন্ম, অর্থ ও পৌরোহিত্যের দাবীতে আশরাফ-আতরাফ, ছোট বড় হতে পারে না। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নিজেই আরাফাত প্রান্তরে জনসাধারণের সাথে মিলিত হলেন।

সমস্ত দেশ, জাতি তথা গোটা কুরাঈশদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ সামান্য ঘটনা নয়। অনেকে অন্যায়কে অন্যায় বলে জানেন, মাঝে মধ্যে প্রকাশও করেন কিন্তু সমগ্র জাতির আচরণ ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্যক্ষেত্রে দন্ডায়মান হওয়া ও প্রতিহত করা, বাস্তব চেষ্টা করা মহামানবদেরই কাজ। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের, প্রেমের ও সাম্যের কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি নিজের সাধ্যানুসারে ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ স্থাপন করলেন।

কা'বা শরীফের ইতিহাস

প্রিয় পাঠক! এখন আমরা কা'বা শরীফ প্রসঙ্গে কিছু জানবো।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম বেহেশত থেকে পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ্র দরবারে একটি ইবাদতের স্থানের ফরিয়াদ জানালেন। আল্লাহ্ ফরিয়াদ কবুল করলেন, স্থান নির্দিষ্ট করে ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে বেহেশত হতে "হাজারে আসওয়াদ" প্রদান করেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম লবানন, তুরে সিনা, তুরে জিতা, জুদি ও হেরা পাহাড়ের পাথর দিয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, কা'বা শরীফ নির্মাণের পর আল্লাহর আদেশে তিঁনি হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করেন। তখন ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ করে বললেন- "হে আদম, তোমার হজ্জ কবুল হয়েছে। তোমার আগমনের দু'হাজার বৎসর পূর্ব হতেই আমরা এ স্থানে ইবাদত ও তাওয়াফ করে আসছি।" **প্রথম বার ফেরেশতাগণ, দ্বিতীয় বার হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং ৩য় বার কা'বা শরীফের যত্ন নেন হযরত শিষ আলাইহিস সালাম। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর প্লাবনের সময় এ গৃহ বিনষ্ট হয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের দু'হাজার বৎসর পূর্বে ৪র্থ বারে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সহযোগে হাতীমসহ কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন।** তখন এর উচ্চতা ছিল জমিন হতে উপরে ৯ গজ, কালো পাথর হতে রুকনে শামী পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩২ গজ, রুকনে শামী হতে রুকনে গরবী পর্যন্ত প্রস্থ ২২ গজ।

পবিত্র কা'বা শরীফ ছিল সাদা-কালো ধরনের, না ছিল ছাদ, না ছিল দরজার পাল্লা, না ছিল চৌকাঠ।

৫ম বার ৬৫০ খ্রিঃ আমালিকা গোত্র, ৬ষ্ঠ বার জোরহাম গোত্র, ৭ম বার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ৫ম পুরুষ কুসাই ইবনে কেলাব এ ঘর নির্মাণ করেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৩৫ বছর। তিনি নতুন দেয়াল ও ছাদ নির্মাণ করেন। ৮ম বার হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহু, ৯ম বার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পুনঃনির্মাণ করেন। খলিফা অলিদ ইবনে আবদুল মালিকের নির্দেশে ইবনে যুবাইরের নির্মিত কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেলা হয়। কুরাঈশ বংশের নির্মিত কা'বার আকৃতিতে পুনরায় নির্মাণ করা হয়, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। খলিফা হারুন-অর-রশিদ চেয়েছিলেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মিত কা'বা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর অনুরূপ নির্মাণ করবেন। কিন্তু হযরত ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কঠোর ভাবে নিষেধ করেন, কেননা, তাহলে কা'বা ঘর রাজা-বাদশাহ্দের খেল তামাশার বস্তুতে পরিণত হবে। ওলামাগণ এতে ঐক্যমত পোষণ করেন।

১০২১ হিজরীতে (১৬০১ খ্রিঃ) সুলতান আহমদ তুর্কি বাইতুল্লাহ্ শরীফ মেরামত করেন এবং ১৩৬৭ হিজরীর মহররম মাসে (১৯৪৭ খ্রিঃ) বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইবনে সাউদ কাবা শরীফের দরজা নতুন করে তৈরি করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্মিত কা'বা শরীফ ১৮ গজ দীর্ঘ ছিল বলে জানা যায়। এক স্তর পাথর এক স্তর কাঠ এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে পাথর-কাঠ সমন্বয়ে একত্রিশ স্তরে নির্মাণ করা হয়। ১৬টি পাথরের স্তর ১৫টি কাঠের স্তরের মধ্যে প্রথম ও শেষ স্তর পাথরের ছিল। ইয়াকুবির তথ্যানুসারে ছয়টি স্তম্ভের ওপর কাঠের ছাদ ছিল। আবিসিনীয় খ্রিষ্টান কারিগর বাকুম রাজমিস্ত্রি কাঠমিস্ত্রি হিসাবে কাজ করেছিলেন। লোহিত সাগরের উপকূলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে আসা নৌকা ভেঙ্গে গেলে সেই কাঠ সংগ্রহ করে কা'বা নির্মাণের কাজে লাগানো হয়। আবিসিনীয় পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে এক স্তর পাথর ও এক স্তর কাঠ ব্যবহারে নির্মান করা হয়। নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য একটি উল অপরটি সিল্কের গিলাফ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। আজ পর্যন্ত গিলাফ দিয়ে ঢাকা কা'বা ঘর আমরা দেখতে পাই। মুসলমানরা প্রতি বছর এ কা'বা ঘরে হজ্জ সম্পন্ন করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন খলীফা হলেন, তখন কা'বা শরীফের স্তম্ভে তিনি সোনা মুড়িয়ে দিলেন। আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এই কাজে ৩৬ হাজার আশরাফী, আমীনুর রশীদ ১৮ হাজার আশরাফী ব্যয় করেছেন।

বর্তমান কা'বা শরীফের কেন্দ্র হতে চার কোণের মধ্য দিয়ে রেখা অঙ্কন করলে তা চারটি দিক নির্দেশ করবে। **উত্তর কোণ- আল-ইরাকী, পশ্চিম কোণ- আল-শ্যামী, দক্ষিণ কোণ- আল ইয়ামানি, পূর্ব কোণ- রুকন-আল্ হাজারে আসওয়াদ।**

কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে ৩টি কাঠের খুঁটি আছে। এর উপর ছাদ অবস্থিত। ছাদে উঠবার সিঁড়ি আছে। গৃহের সামগ্রী শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অসংখ্য ঝাড় বাতি। মেঝে মর্মর প্রস্তর দ্বারা আবৃত।

বাদশাহ্ আঃ আজিজ ইবনে সাউদ এর রাজ পরিবার কা'বা শরীফ, মসজিদ, যমযম, সাফা-মারওয়া, মিনা-মুযদালিফা, আরাফাত-মীকাত তথা ঐতিহাসিক সকল

স্থানগুলোর অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে আসছেন। আর এ গতি অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনার বিষয় যা জানা যাচ্ছে, তাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই পবিত্র স্থানের আরও অনেক অনেক উন্নতি সাধিত হবে, ইনশা-আল্লাহ্।

কা'বা শরীফের সম্মান ঃ

● কা'বা শরীফ কিবলা হলো কেন?

একটু সূক্ষ্মু ভাবে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হবে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বত্র বিরাজমান। মানুষ সেহেতু যেদিকেই ইচ্ছা কেবলা বানিয়ে নামায তথা ইবাদত-বন্দেগী করতে পারতো কিন্তু তা না করে কা'বা শরীফ কেবলা করার রহস্য হলো–

প্রতিটি মানুষকে যদি ইখতিয়ার দেয়া হতো নিজ কিবলা মনোনয়নের জন্য তা হলে দুনিয়ায় কত কিবলা হতো, আর তাঁর ফলে কত বিরোধ ও অশান্তি উদ্ভব হতো তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। **কাজেই মানুষকে একতাবদ্ধ করার জন্য এক কিবলা স্থির করা হলো যাতে কোন প্রকার বিরোধ ও অশান্তির উদ্ভব না হয়।**

● একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য কা'বা শরীফ কেবলা হলো কেন? অপর কোন ঘরই তো হতে পারতো, এরও কারণ কি?

মক্কার খেতাব হলো– উম্মুল কুরা-জনপদ জননী। আদিতে জমিনের যে খন্ড ভূমিরূপে দেখা দিল তা হলো মক্কা। **এটা হলো জমিনের নাভি।** এ হতে জমিন চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হলো। কাজেই আল্লাহ্ তা'য়াল এ ভূমি খন্ডকে করলেন তাঁর বিভিন্ন প্রকার তাজাল্লির বিকাশ স্থল ও তাঁর মহিমাময় জামালের আয়না। এ জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম স্থাপন করেন এই ভূখন্ড সর্বপ্রথম তাঁর ইবাদতগাহ্ রূপে। অতঃপর এর নাম হলো কা'বা।

● হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর কি কোন কিবলা ছিল?

হ্যাঁ ছিল, কা'বাই ছিল তাঁর কিবলা। তিনি কা'বাকে সামনে রেখে ইবাদত করতেন সে পরওয়াদিগারের যিনি তাঁকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করে রূপ দিলেন বাশারের।

কিবলা হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার জামালের তাজাল্লিয়াতের আয়না। তাতে প্রতিফলিত ঐ সমস্তের রাশি রাশি জ্যোতি; তা স্বচ্ছ ও মুক্ত; পৌত্তলিকতার সকল গন্ধ ও বর্ণ হতে মুক্ত ও পবিত্র।

অতঃপর হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর দ্বারা বায়তুল-মাকদাস নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল নবীরই কিবলা ছিল কা'বা। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর প্লাবনে কা'বা ঘর ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর তনয় হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে তা পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁদেরও কিবলা ছিল কা'বা। একমাত্র বনি ইসরাঈলের নবী

আলাইহিমুস্ সালামগণের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদাস। হিজরতের পরে কিছুকাল পর্যন্তও হযরত রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিবলা ছিল বায়তুল মাকদাস। দ্বিতীয় হিজরীতে পুনঃকিবলা পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৌরব অর্জন করলেন ইমামুল কিবলাতাইন হওয়ার, এতে আরও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সকল নবীরই দ্বীন ছিল এক ও অভিন্ন; সকল জামানাতেই সকল শরীয়তে নামায ফরয ছিল এবং সকল নবীকেই তিনি করে নিলেন একান্ত আপন। নবীগণ একটি গোষ্ঠী-সালামুন আলাল মুরসালীন এর পরিচয়।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

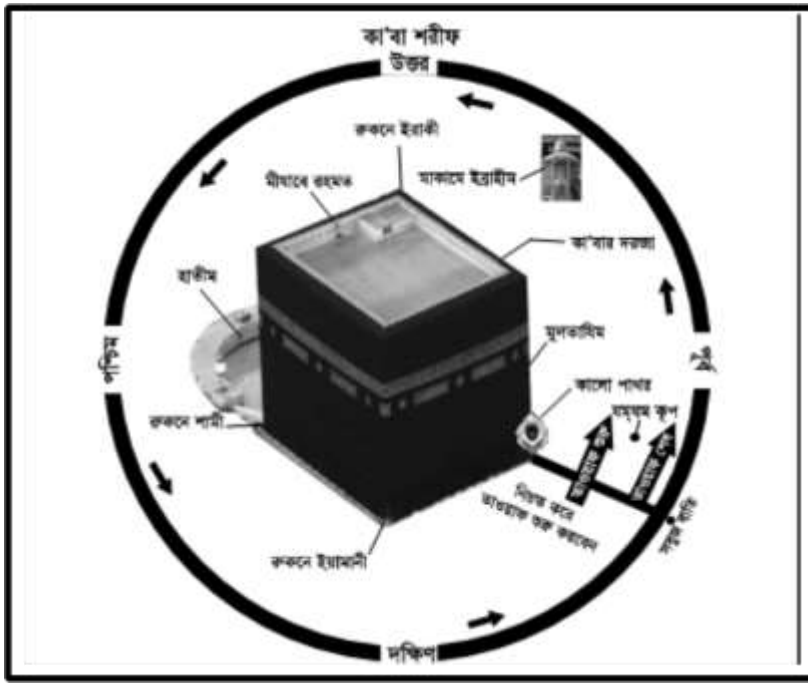

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিভৃত চিন্তা

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাল্যকালে হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পুত্রগণের সাথে ছাগল চরাতে যেতেন। বুখারী, মুসলিম প্রমুখ বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনে পদার্পণ করেও সম্ভবতঃ বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি ছাগ-মেষাদি পশুপাল চরানোর কাজ করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করতেন। এই সময় মক্কার এই তরুণ যুবক পশুপাল নিয়ে দূর প্রান্তরে এবং উচ্চ উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হতেন। ছাগ শিশুগুলি উপত্যকার উপর লাফিয়ে বেড়াতো, আবার মায়ের ডাক শুনে ছুটে তার কোলে আসতো। এই অবোধ পশু এবং মাতার সদ্যজাত শিশু, প্রেম ও বাৎসল্যের এই ছবকগুলি কার নিকট হতে শিক্ষা করেছে– এ প্রশ্ন তাঁর মনে সতত জেগে উঠতো। কখনও তিনি উপত্যকা ভূমি হতে একটা সুপক্ক ফল আহরণ করে মুখে দিতেন। আহা! কত মিষ্টি, কত মধু। যিনি এই ফলগুলি সৃষ্টি করেছেন, যিনি তার মধ্যে এমন মধু ঢেলে দিয়েছেন, না জানি তিনি কত মিষ্টি, কত মধুর– এ ভাব তাঁর অন্তঃকরণে জেগে উঠতো। দূর চক্রবালে সান্তের সাথে অনন্তের কোলাকুলি দেখে তিনি অনেক সময় ভাবে বিভোর হতেন এবং কোন এক অজ্ঞাত অসান্তের পরিচয় পাওয়ার জন্য বিস্ময়-বিস্ফোরিত নয়নে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন।

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের বিকাশ ঃ

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে বিবাহের ফলে সাংসারিক হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু নিশ্চিন্ত হলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের চরম ও পরম বিকাশ এখান হতেই আরম্ভ হলো। যে সকল জান্নাতী স্বভাব আশৈশব তাঁর বিশাল হৃদয়ের স্তরে স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো, সেগুলি এখন ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করতে লাগলো– পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেলো। এই সময় তাঁর চিন্তার ও সাধনার প্রধান বিষয় ছিল দুইটি। তিনি দেখলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে মানুষের যে কি সম্বন্ধ এবং তাঁর প্রতি তার যে কি কর্তব্য– মানুষ তা শুধু বিস্মৃত হয়নি বরং তারা অবিচার করতে আরম্ভ করেছে। তিনি আরও দেখলেন যে, মানুষের সাথে মানুষের যে কি সম্বন্ধ এবং তাদের পরস্পরের প্রতি যে কি কর্তব্য– মানুষ তাও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে, প্রত্যেক পদক্ষেপে তার অপচয় করছে। জগতের সমস্ত অনাচার-অত্যাচার এবং যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ এটাই, এ কথা মনে করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর করুণ হৃদয় ও কঠোর কর্তব্য নিষ্ঠা একই সঙ্গে কেঁদে ও জেগে উঠলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাল্যকাল হতেই একনিষ্ঠ ভাবুক, সাধক ও দৃঢ় সংকল্প কর্মী ছিলেন। কার শিশু সন্তান কোথায় কাঁদছে, সে ক্রন্দনের স্বর কানে প্রবেশ করলে যাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো এবং শেষে সেই 'পরের ছেলে'টিকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে যিনি শান্তি পেতেন– বিধবার বিমর্ষ মুখ ও পিতৃহীনের বেদনাব্যঞ্জক

শূন্য দৃষ্টি দর্শনে যাঁর হৃদয় আকুলভাবে কেঁদে উঠতো– পতিতের উদ্ধার, ব্যথিতের সেবা, বৃদ্ধের মুক্তি, মুক্তের শুদ্ধি, পাপের দমন ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা, যাঁর জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিলো– তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির কর্তব্যহীনতার এই চরম দুর্দশা দর্শনে ব্যাকুল না হয়ে থাকতেই পারবেন না। তাই তাঁর হৃদয়ে নিত্য নতুন ভাব ও নতুন চিন্তার উন্মেষ হতে লাগলো এবং এর ঘাত-প্রতিঘাতে সে পুণ্য হৃদয় অহরহ আলোড়িত হতে আরম্ভ করলো, কিন্তু তখনও সময় হয়নি।

সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ততোই আত্মচিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন হতে লাগলেন, সে চিন্তার কোনকালেই বিরাম হয়নি। আধ্যাত্মিক জগতের এক-এক দৃশ্য বিভিন্ন সময় তাঁর মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। এক এক সময় তাঁর মনে হতো, কে যেন তাঁর কানে কানে কি বলে, কে যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, কে যেন তাঁর নয়ন কোণে নিমেষের জন্য প্রতিভাত হয়ে নিমেষেই মিলিয়ে গেল। এক এক সময় তিনি স্পষ্ট শুনতে পেতেন, কে যেন তাঁকে ডেকে বলছে, 'মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল।' পাহাড়, পর্বত, তরু-লতা সকলেই যেন তাঁকে চিনে, সকলেই যেন তাঁকে তাজীম করে। 'মুহাম্মাদ' কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝতে পারেন না, শুধুই এসব নিয়ে ভাবেন।

২। নবুয়্যতের দ্বারপ্রান্তে নিঃসঙ্গ প্রিয়তা ঃ

নবুয়্যত লাভের সময়কাল যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো, ততোই তাঁর মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা বাড়তে থাকলো। বয়স যখন ৪০ বছর তিনি কা'বাঘর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে জাবালে নূর এর চূড়ায় অবস্থিত ১২ × ৫$^{১}/_{৪}$ × ২৭ বর্গফুট আকারের ছোট গুহার নিরিবিলি স্থানকে (হেরা গুহা) বেছে নিলেন। বাড়ি থেকে তিনি পানি ও ছাতু নিয়ে যেতেন। ফুরিয়ে গেলে আবার আসতেন। কিন্তু বাড়িতে তাঁর মন বসতো না। কখনো কখনো সেখানে একটানা কয়েকদিন কাটাতেন। তাঁর এই ইবাদত কতদিন ছিল, সেটির ধরন কেমন ছিল, সে বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। অতঃপর রবিউল আউয়াল জন্ম মাস থেকে শুরু হয় 'সত্যস্বপ্ন' দেখা। তিনি স্বপ্নে যাই দেখতেন তাই দিবালোকের ন্যায় সত্য হয়ে দেখা দিতো। এভাবে চললো প্রায় ছয় মাস। যা ছিল ২৩ বছরের নবুয়্যতকালের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। হাদীস শরীফে সম্ভবতঃ এ কারণেই সত্যস্বপ্নকে নবুয়্যতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে।

স্বগোত্রীয় লোকদের পৌত্তলিক ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা তাঁকে পাগল করে তুলতো। কিন্তু তাদের ফিরানোর কোন পথ তাঁর জানা ছিল না।

মূলতঃ হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থানের বিষয়টি ছিল আল্লাহ্‌র সুদূর প্রসারী ও মহতী ব্যবস্থাপনারই অংশ। ইবনে আবী জামরাহ্ বলেন– এর মধ্যে তিনটি ইবাদত এক সাথে ছিল। ১) নির্জনবাস, ২) আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং ৩) সেখান থেকে কা'বাঘর দেখতে পাওয়া। ইবনে ইসহাক বলেন, এভাবে নিঃসঙ্গ ইবাদত জাহেলিয়াতের রীতি ছিল। তাঁর কওম পূর্ব থেকেই যেমন আশুরার সিয়াম পালন করতো, তেমনি হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ

ইবাদত করতো। আব্দুল মুত্তালিব এটি করতেন। বরং এটি ছিল ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর ইবাদতের অবশিষ্টাংশ। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ভীরু বান্দার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়।

স্মরণীয় ঃ

তিনি যে নবী, তাঁর নমুনা দুগ্ধপানকাল থেকেই বিভিন্ন মু'জিযা ও শুভলক্ষণের মাধ্যমে ফুটে উঠে। যাবতীয় কুসংস্কার ও অন্যায়-অনাচারের প্রতি ঘৃণাবোধ, জুলুম প্রতিরোধে 'হিলফুল ফুজুল' সংগঠন প্রতিষ্ঠা, কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণকালে সাক্ষাৎ রক্তারক্তি থেকে সম্প্রদায়কে রক্ষা করা, সর্বত্র আল-আমিন হিসাবে প্রশংসিত হওয়া, অতঃপর মানুষের মঙ্গল চিন্তায় নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ও হেরা গুহায় আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হওয়া ও সত্যস্বপ্ন লাভ প্রভৃতি ছিল নবুয়তের অভ্রান্ত পূর্ব নিদর্শন। এতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রেষ্ঠতম আমানত সমর্পণের জন্য শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আবশ্যক।

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিরালায় সাধনা ঃ

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৈশবকাল থেকেই চিন্তাশীল ছিলেন। মরুমাঠে ছাগ বাচ্চাটির মায়ের সাথে মায়ার বন্ধন, ফুলের রং, ফলের মিষ্টতা দেখে তিনি সৃষ্টিকর্তার বিষয়ে ভাবতেন। এ আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, ফল-মূল, তরুলতা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদির বিষয় চিন্তা করে মহাকৌশলীর সন্ধানেও চিন্তায় ব্যাকুল থাকতেন। বয়স যখন ৪০ হলো তখন তিনি হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। চারিদিকে জন-মানবহীন বিস্তৃত মরুপ্রান্তর। সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, আর শীত ঋতুর স্নিগ্ধ মনোরম বাতাস ব্যতীত আর কিছুই সেখানে ছিল না। এ নিভৃত গিরিগহ্বরে ধ্যানমগ্ন অবস্থা কেবল অনুভবের বিষয়, লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

এ সুদীর্ঘ সময়ের ধ্যানমগ্নতা, সাধনা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিরবিচ্ছিন্নভাবে অতিবাহিত করার কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে। **মুসলিম জাতির মহাপুরুষগণ, গভীর সাধকগণ তথা সূফীবাদের ধ্যানমগ্নতা মুরাকাবা-মুশাহাদার মূল ভিত্তি হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেরা গুহার সাধনা।**

৪। নবুয়ত ঘোষণা ও ওহি নাজিল ঃ

রমযান মাস। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা রেখে দিবারাত্রি ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। হেরা গুহায় সারারাত জেগে কাটান। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। দিনরাত অবিশ্রান্ত কে যেন তাঁর কানে কানে বলে যায়– 'ইয়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আন্তা রসূলুল্লাহ্।'–'হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি আল্লাহ্র রসূল।' চিরবাঞ্ছিতকে পাওয়ার প্রাক্কালে মানুষের যেমন ভাবান্তর উপস্থিত হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিলো।

গভীর রাত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধ্যানমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে– 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'। চোখ মুবারক খুলে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন এক জ্যোতির্ময় ফিরিশতা তাঁর সামনে দাঁড়ানো। তাঁরই জ্যোতিতে হেরা গুহা আলোকিত। তিনিই হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণীবাহক ফিরিশতা হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম। এ দিনটি ছিলো **১০ই আগস্ট, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী ২৭শে রমযান, সোমবার**। চন্দ্রবর্ষ হিসাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৪০ বছর, ৬ মাস, ১২ দিন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হেরা গুহায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত। তিনি কুরআনুল কারীম নাজিলের সূচনা করলেন এভাবে– 'ইক্বরা'-'আপনি পাঠ করুন'। শুধু একটি শব্দ। তিনবার উচ্চারণ করলেন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম। তিনবারই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'মা-আনা বি-কারিয়িন'-'আমি পাঠক নই'। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তিনবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর পরিশ্রম হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমার পক্ষ হতে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর নিকট জহুদ বা কষ্ট পৌঁছলো"। এই আলিঙ্গন ছিলো যাতে বশরী ও জাতে মালাকীর মধ্যে সমন্বয় সাধন। পরস্পর দুই জাতের মধ্যে যে ব্যবধান ছিলো, তা আলিঙ্গণের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে গেল। এখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মালাকী সুরত প্রকাশ পেল এবং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামও জাহেরী বশরী সুরতের আধ্যাত্মিক পরশে ধন্য হলেন। আলিঙ্গনের এই অনুষ্ঠান ছিল ফায়েজ আদান-প্রদানের আলিঙ্গন।

এক সীনা হতে অন্য সীনায় যে প্রবাহ গমন করে তাকে ফায়েজ বলা হয়। এটা স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। বিদ্যুৎ যেভাবে প্রবাহিত হয়, ফায়েজও সেভাবে প্রবাহিত হয়। এ জন্যই ইলম্ মারিফতকে ইলম্ সীনা বলা হয় এবং শরীয়তের কিতাবী বিদ্যাকে বলা হয় ইলম্ ছফীনা বা জাহাজী বিদ্যা।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সূরা আলাকের পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন, আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পাঠ করলেন–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

"১) পাঠ করুন, আপনার সেই প্রভুর নামে, যিনি (সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই) সৃষ্টি করেছেন; ২) যিনি (পিতা-মাতার প্রেমাকর্ষণে) নিঃসারিত শুক্রকীট থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ৩) পাঠ করুন, এবং আপনার প্রভুই সর্বাপেক্ষা সম্মানী, ৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, ৫) যিনি অনুগ্রহপূর্বক মানুষকে এরূপ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।"– কুরআন (৯৬ঃ১-৫)

নূর! নূর! সমস্তই নূর। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভিতরে-বাইরে শুধুই নূরের জৌলুস। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে লৌহপিণ্ড যেমন স্বতন্ত্র হয়েও অগ্নিময় হয়ে উঠে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত দেহমনও সেরূপ জ্যোতিঃস্নাত হয়ে উঠলো।

তিনি অভিভূত হয়ে রইলেন। মহাসত্যের প্রথম উপলব্ধির এই মহামুহূর্তে তাঁর মনে কী যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা শুধু অনুভব করারই কথা, বর্ণনা করার নয়।

পথভ্রষ্ট মানুষকে কুফরী, শির্কী, অজ্ঞতা এবং নানা প্রকার অত্যাচার ও অবিচারের অন্ধকার হতে বের করে প্রকৃত শান্তি ও সত্যের আলোকে আনার জন্য আল্লাহ্পাক যে বাণী সর্বপ্রথম অবতীর্ণ করলেন তার সারমর্ম হলো- (১) আল্লাহ্ তত্ত্ব, (২) মানুষের আত্ম সৃষ্টি তত্ত্ব, (৩) বিশ্ব জগতের অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান অর্জন। অতঃপর তা অপরের মধ্যে বিতরণ।

আল্লাহ্ তত্ত্ব ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালাই এ জগতের একমাত্র সৃজনকারী, লালন-পালনকারী ও ধ্বংসকারী। এখানে কোন কিছুই স্বয়ং সৃষ্ট হয় নাই বা একাধিক স্রষ্টা নাই।

মানুষের আত্মা সৃষ্টি তত্ত্ব ঃ মানুষকে কে সৃষ্টি করলেন? সে কোথা থেকে আসলো? মানুষ স্বয়ং সৃষ্ট নয়, আল্লাহ্র অংশও নয় বরং আল্লাহ্ তা'য়ালাই নিজ অনুগ্রহে মাটির সারশুক্র কণিকা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এরপর বর হিসাবে পালন করে শুক্র কণিকাকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একে শক্তি-সামর্থ, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন শক্তিশালী মানুষে পরিণত করেছেন।

জ্ঞান অর্জন ঃ শেষে মানব জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেন যে, মানুষের কর্তব্য দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- ১) পড়ার দ্বারা জ্ঞান অর্জন করা, ২) কলমের সাহায্যে অন্যের কাছে বিতরণ করা। এ পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ্ তত্ত্ব, সৃষ্টি তত্ত্ব, মানব তত্ত্ব ও মানব কর্তব্য প্রভৃতি ইসলামের মূলমন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। এমন সুন্দর সহজ অথচ গভীর অর্থপূর্ণ সূরাই সর্বপ্রথম ভূমিকা স্বরূপ ধরায় অবতীর্ণ হলো। যা প্রথম অবতরণের উপযুক্ত বাণীই বটে।

মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা সাহাবুদ্দীন কাসতুলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লিখেন– ঐ সময়ই হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম জমিনে পদাঘাত করে পানি বের করে নিজে অযু করলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অযু করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। অযু শেষে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম দু'রাকআত নামায আদায় করলেন এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দু'রাকআত নামায আদায় করতে বললেন। সেই সময়কাল থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে নিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'রাকআত করে ফযর ও মাগরিব নামায আদায় করতেন। পরবর্তীতে এর ১১ বছর ০৫ মাস পর যখন মিরাজ শরীফে গমন করেন, তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় এবং মূল দু'রাকআতের সাথে মাগরিবে এক রাকআত, যোহর, আছর ও ইশার নামাযে দু'রাকআত করে যোগ করা হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কর্তৃক বর্ণিত নবুয়ত ধারার এই হাদীসখানা বুখারী শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। হেরা গুহায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবুয়তের দায়িত্বে অভিষিক্ত করা হয়। আরবীতে এই অভিষেককেই বি'ছাত বা মাব্আছ বলা হয়। **প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আদম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির পূর্বেই নবী হিসাবে মনোনীত ছিলেন। দায়িত্ব প্রদান করা হয় হেরা গুহাতে।** এ দিনেই 'আউয়াল ও আখের নবী' উপাধির রহস্য প্রকাশ পায়। আউয়াল, আখের, জাহের, বাতেন যেমন আল্লাহ্র সিফাতি নাম, তেমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও সিফাতি নাম।– বিদায়া-নেহায়া ও মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৫। ওহী নাজিলের স্তর

ওহী নাজিলের ০৩টি স্তর। যথা–

প্রথম স্তর ঃ

কা'বা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরে জাবালে নূরের হেরা গুহায় ২৭শে রমযান ১০ আগস্ট, ৬১০ খ্রিষ্টাব্দ সোমবার হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আকস্মিকভাবে এসে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সূরা আলাক্ব এর প্রথম ৫টি আয়াত শুনালেন।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ○ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ○ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ○

"১) পাঠ করুন, আপনার সেই প্রভুর নামে, যিনি (সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই) সৃষ্টি করেছেন; ২) যিনি (পিতা-মাতার প্রেমাকর্ষণে) নিঃসারিত শুক্রকীট থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ৩) পাঠ করুন, এবং আপনার প্রভুই সর্বাপেক্ষা সম্মানী, ৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, ৫) যিনি অনুগ্রহপূর্বক মানুষকে এরূপ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।"– কুরআন (৯৬ঃ১-৫)

দ্বিতীয় স্তর ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۙ

" হে কম্বল আবৃত (বন্ধু মুহাম্মাদ) (কম্বল ছেড়ে) উঠুন এবং মানুষের (পরকালের আযাব সম্পর্কে) সাবধান করুন; আপনার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন আর আপনার পোশাক পবিত্র করুন।"– কুরআন (৭৪ঃ১-৪)

সূরা আলাক্ব-এ শ্রেষ্ঠ ও উচ্চমানবতা অর্জনের জন্য সঠিক ইলম-বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের নির্দেশ হয়েছেন। শুধু জ্ঞান থাকলে মানবতার পূর্ণতা লাভ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ

আমল না হবে। দ্বিতীয় স্তরে সূরা মুদ্দাছ্ছিরে হিতকর আমলের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। প্রথম দিকে ঘন ঘন ওহী আসতো না। বরং বিরতি দিয়ে ওহী নাজিল হতো যাতে করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহে ও মনে বেশি চাপ না পড়ে।

তৃতীয় স্তর ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۙ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ
مِنَ الْاُوْلٰى ۙ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۙ

"শপথ আলোকজ্জ্বল মধ্য দিনের, শপথ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের যখন তা চারদিকে ছেয়ে যায়, আপনার প্রভু আপনাকে (ওহীর সামান্য বিরতিতে) ছেড়ে চলে যাননি এবং তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি; অবশ্যই আপনার পরবর্তীকাল পূর্বের চেয়েও উত্তম; কিছুদিনের মধ্যে আপনার মালিক আপনাকে (এমন কিছু) দিবেন যে, যাতে আপনি খুশি হয়ে যাবেন।"– কুরআন (৯৩ঃ১-৫)

কিছুদিন যাবৎ ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল। ওহী বন্ধ থাকার এ সময়টুকুকে "ফাৎরাতু ওহী-ওহী বন্ধ" থাকার কাল বলা হয়। অধিকাংশের মতে যার সময়সীমা ছয় মাসের মতো। তখন তিনি বিব্রত বোধ করেন এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন, না জানি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে। আমার রব আমার উপর নারাজ হয়ে আমাকে ত্যাগ করেছেন কি? তখন সূরা দ্বোহা ও সূরা ইন্‌শিরাহ্ নাজিল করে আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে সান্তনা দিলেন। এটা ছিল ওহী নাজিলের তৃতীয় স্তর।

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা মুবারকে ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○
وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ○

"(হে নবী) যারা আপনাকে হুজরার বাহির হতে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ; আপনি তাদের নিকট (হুজরা হতে) বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতো, তাহলে তাদের জন্য উত্তম হতো।"– কুরআন (৪৯ঃ৪-৫)

২। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাতে ধ্যানমগ্ন ও আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۙ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۙ

"দিনের বেলায় আপনার নানা কাজ ব্যাপৃতি আছে সুতরাং (রাতে) আপনার প্রভুর যিকির করুন এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়ে তাঁর উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করুন।"– কুরআন (৭৩ঃ৭-৮)

৩। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবসর সময় কঠিন সাধনায় লিপ্ত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ع

"যখন নানা কর্মব্যাপৃতি হতে অবসর পাবেন, তখনই কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন এবং আপনার প্রভুর প্রেমে বিভোর থাকুন।"– কুরআন (৯৪ঃ৭-৮)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় খাস বান্দাদেরকে তাফাক্কুর-সৎচিন্তা, ধ্যান-সাধনা তথা মুরাকাবা-মুশাহাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ع

"বিবেকবান তারাই; যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে, দাঁড়িয়ে, বসে এবং করোটির উপর শুয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে **গভীর চিন্তা-ভাবনা করে**।"– কুরআন (৩ঃ১৯০-১৯১)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ
فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"এবং তিনিই (আল্লাহ্) হন, যিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে (নোঙ্গররূপী) পর্বতমালা ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন; এবং জমিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের ফল দুই প্রকারের সৃষ্টি করেছেন। রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে **চিন্তাশীলদের জন্য**।"– কুরআন (১৩ঃ৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের ফল থেকে কিছু কিছু আহার করো এবং আপন প্রতিপালকের পথসমূহে চলো, যেগুলো তোমার জন্য নরম ও সহজ। সেটার উদর থেকে এক পানীয় বস্তু রংবেরং এর নির্গত হয়, যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে **চিন্তাশীলদের জন্য**।"– কুরআন (১৬ঃ৬৯)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছি। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে **চিন্তাশীলদের জন্য**।"– কুরআন (৩০ঃ২১)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"আল্লাহ্ প্রাণগুলোকে ওফাত প্রদান করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মৃত্যুবরণ করে না তাদেরকে তাদের নিদ্রার সময়; অতঃপর যার মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে রুখে রাখে এবং অপরটাকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন। নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শনাদি রয়েছে **চিন্তাশীলদের জন্য**।"– কুরআন (৩৯ঃ৪২)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"এবং তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়েছেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনে রয়েছে স্বীয় নির্দেশে। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনাদি রয়েছে **চিন্তাশীলদের জন্য**।"– কুরআন (৪৫ঃ১৩)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۚ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

"যদি আমি এই কুরআনকে কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে অবশ্যই আপনি সেটাকে দেখতে পেতেন অবনত, টুকরো টুকরো অবস্থায়, আল্লাহ্‌র ভয়ে। এবং এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য আমি বর্ণনা করি, যেন তারা **চিন্তা-ভাবনা করে**।"– কুরআন (৫৯ঃ২১)

৮। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিচক্ষণতা ঃ

নতুন অভিজ্ঞতায় শিহরিত হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বললেন, 'শীঘ্রই আমাকে চাদর মুড়িয়ে দাও। চাদর মুড়িয়ে দাও'। কিছুক্ষণ পর ভয়ার্তভাব কেটে গেলে

সব কথা স্ত্রীকে খুলে বললেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কেবল স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর নির্ভরতার প্রতীক ও সান্তনার স্থল। ছিলেন বিপদের বন্ধু। তিনি অভয় দিয়ে বলে উঠলেন– এটা খারাপ কিছুই হতে পারে না।

كَلاَّ وَاللهِ لاَيُخْزِيْكَ اللهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ-

'কখনোই না। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনোই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করেন, দুস্থদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের কর্মসংস্থান করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।'

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় অগ্রণী যারা

ইসলাম গ্রহণে অগ্রণী দল প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী দল এবং যারা নিষ্ঠাবান অনুগামী তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"– কুরআন (৯ঃ১০০)

১। হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু হলো। সত্য প্রচার তাঁর জীবনের ব্রত। এ নতুন সত্যে প্রথম বিশ্বাসী কে হবেন? মহীয়সী নারী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণী হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-ই হলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। তিনি ১৫টি বছর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে তাঁকে যেভাবে চিনেছেন, ভিতর-বাহির যেভাবে দেখেছেন তা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতি সহজেই তিনি স্বামীর ধর্মমত গ্রহণ করেন, তাঁর কোন যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয়নি। তিঁনি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনলেন।

বস্তুতঃ ইসলামের জয়যাত্রার পথে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর দান ও নৈতিক সহযোগিতার তুলনা হয় না। চারপাশে যখন সংশয়, ভয়ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার, যখন কোথাও নেই কোন বন্ধু, সহায় নেই, সমব্যথী নেই, তখন এই নারীই সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী বলে স্বীকার

করে নিলেন। এরূপে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুরুভার ও দুশ্চিন্তা তিনি লাঘব করে দিলেন এবং নৈতিক সমর্থন দিয়ে তাঁর মনোবলকে বলিষ্ঠ করে তুললেন। সত্যের অভিযানে প্রথম পদক্ষেপেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আপন স্ত্রীর মধ্যে একজন অকৃত্রিম সহযাত্রী খুঁজে পেলেন। আদর্শ জীবন-সঙ্গিনীর এটাইতো কর্তব্য।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহ্র সত্য নবী, তাঁর ধর্মমত যে মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয়, এর প্রমাণও পাওয়া যায় হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ইসলাম গ্রহণের মধ্যে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভন্ডামী থাকলে স্ত্রীই তা ভালো বুঝতে পারেন। ভন্ডামির পরিচয় পেলে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মতো তেজস্বিনী ও সত্যপরায়ণা নারী কখনোই এতো সহজে স্বামীর নতুন ধর্মমত গ্রহণ করতেন না। **ইসলামের কঠিন দিনে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সমর্থন সমগ্র নারীজাতিকে মহিমান্বিত করেছে।**

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন খাদিজা-কে জান্নাতের মুক্তার তৈরি একটি ঘরের সুসংবাদ দেই, যেখানে না আছে কোন কোলাহল, আর না আছে কোন দুঃখ-কষ্ট।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

ইবনে হিশাম বলেন– "নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি শুনেছি যে, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলেছিলেন, আপনি খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তাঁর রবের পক্ষ থেকে সালাম জানিয়ে দিন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– হে খাদিজা! এই যে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম, তোমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সালাম জানাচ্ছেন। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন, আল্লাহ্ স্বয়ং সালাম (শান্তি) তিনি শান্তির উৎস এবং জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।"– ইবনে হিশাম

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নামায ফরয হওয়ার পর একদিনের ঘটনা। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসলেন। নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা তিনি মাঠের এক প্রান্তে মাটিতে আঘাত করলেন। তার ফলে যমযম কূপের সাথে সংযোগ সম্পন্ন একটি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জনে ঐ পানিতে অযু করেন। তারপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম চার সিজদায় দু'রাকআত নামায আদায় করেন। তার নয়ন জুড়ালো ও হৃদয় প্রশান্ত হলো। এমতাবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন ঘরে ফিরে আসলেন। আল্লাহ্র নিকট থেকে তাই আসলো যা তিনি পছন্দ করতেন। ঘরে ফিরে তিনি হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে ঐ ঝর্ণাধারার নিকট আসলেন। তারপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম যেমনটি অযু করেছিলেন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তেমনি অযু করলেন। তারপর চার সিজদাসহ দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এরপর থেকে তাঁরা দু'জনে গোপনে নিয়মিত নামায আদায় করতেন।

২। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

প্রিয় নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালেব এর পুত্র হলেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি ছোট বেলা থেকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়ত লাভ পর্যন্ত তাঁরই (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) পরিবারভুক্ত ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ্র অন্যতম অনুগ্রহ।

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর নামায শিখানোর একদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামায আদায় করছিলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আপনারা এ কী করছেন? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন– "এটি আল্লাহ্র দ্বীন।" এ দ্বীনসহ তিনি রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে একক ও লা-শরীক আল্লাহ্র দিকে এবং তাঁর ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন। পরদিনই তিনি সকল প্রকার অংশীবাদিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেছেন– "পুরুষদের মধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রথম ঈমান আনয়ন করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেন এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বয়স ছিল দশ বছর।"

বস্তুতঃ এ সব বক্তব্যের সমন্বয়সূচক ব্যাখ্যা এই যে, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। তিনি সকল মহিলা থেকে এ ব্যাপারে অগ্রবর্তী। কারো কারো মতে নারী-পুরুষ সবার চেয়ে অগ্রবর্তী। ক্রীতদাসদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। কারণ, তখন তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন।

৩। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

প্রিয় নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাল্য সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কুরাঈশদের তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চারিত্রিক পবিত্রতা, সত্যবাদিতা, সরলতা, অতিথিপরায়ণতা, ধীরস্থির ইত্যাদি মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন। স্বাধীন এবং প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মধ্যে

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইসলাম গ্রহণ অধিকতর কল্যাণকর ও তাৎপর্যবহ ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন আরবের সম্মানিত নেতা, কুরায়শ বংশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ও সম্পদশালী লোক। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে তিনি সকলের প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র হয়েছিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঐশীবাণী লাভ করেন তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যবসা উপলক্ষে ইয়েমেন ছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হে আবু বকর! আমি তোমাকে একক লা-শরীক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। তুমি অন্য কারো ইবাদত করবে না। তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমার নিকট সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি।" এরপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুসাইন তামীমী বর্ণনা করেন– হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি সে-ই প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেছে, ইতস্তত করেছে এবং চিন্তা-ভাবনা করেছে; কিন্তু হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার ব্যতিক্রম। আমি তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়ার পর তিনি কোনরূপ দ্বিধা করেননি কোন প্রকারের ইতস্তত ভাবও প্রকাশ করেননি, বিলম্বও করেননি।"

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দাওয়াতে, ইসলাম কবুল করেন একে একে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আব্দুর রহমান বিন 'আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এছাড়া হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্ত্রী উম্মে রূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও মাতা বাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং দুই মেয়ে হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। এছাড়া আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক সাতজন মুক্তদাস-দাসী হলেন– হযরত 'আমের বিন ফুহাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উম্মে উবাইস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত যিন্নীরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত নাহদিয়াহ্ ও তার মেয়ে এবং হযরত বনু মু'আম্মাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জনৈকা দাসী এবং হযরত বেলাল বিন রাবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

অতঃপর একে একে ইসলাম কবুল করেন হযরত আবু ওবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আরক্বামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওসমান বিন মায'উন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তার দুই ভাই হযরত কুদামাহ (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ), হযরত

ওবায়দুল্লাহ্ বিন হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা (হযরত ওমর রাঃ এর বোন), হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মাসঊদ বিন রাবী'আহ আল-ক্বারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সালীত্ব বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর ভাই হযরত হাতের বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত 'আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ্ ও তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত খুনাইস বিন হুযাফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত 'আমের বিন রবী'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জা'ফর বিন আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, নু'আইম বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর স্ত্রী হযরত উমাইনাহ্ বিনতে খালাফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত হাতেব বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উৎবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওয়াক্বিদ বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত খালেদ বিন বুকায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর ভাইগণ হযরত 'আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত 'আকিল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইয়াস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, পিতা হযরত ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মাতা হযরত সুমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত ছুহায়েব রূমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আমর বিন আবাসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মিক্বদাদ্ ইবনুল আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত 'আফীফ বিন ক্বায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪। হযরত উম্মুল ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পরে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও তাঁর গোলাম হযরত আবু রাফে' ইসলাম কবুল করেন। ইবনু ইসহাক এর বর্ণনা মতে, প্রথম তিন বছরে উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য হয়ে পড়ে ও তা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে।

৫। হযরত জায়েদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

আরব দেশে তখনকার নিয়ম ছিল, যুদ্ধে বা কোন প্রকারে কোন বিদেশী অথবা শত্রু জাতীয় নর-নারী ও বালক-বালিকাকে ধরে আনলে তারা বংশ পরম্পরায় ধৃতকারীর

দাস-দাসীতে পরিণত হতো। ধৃতকারীর ইচ্ছা মতো তাকে কাজে লাগাতো, ব্যবহার করতো, এমন কি পশুর মতো বিক্রয় করতো। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ নির্মমতা বিরাজ করছিল।

হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে হারেছ যখন বালক, তার বংশের শত্রু পক্ষ তাকে ধরে বিক্রয় করার জন্য "ওকাজ" মেলায় নিয়ে আসে।

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ভ্রাতুস্পুত্র চারশত রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে তাঁর জন্য হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ক্রয় করে আনেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিবাহের পর হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেবায় সমর্পণ করেন।

এক আল্লাহ্ ছাড়া যিনি অন্য কাউকেও প্রভু স্বীকার করেন না, সব মানুষ ভাই-ভাই, তিনি কি কারও প্রভু হতে পারেন? কখনই নয়। অবিলম্বে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মুক্ত করে ঘোষণা দিলেন– "জায়েদ, আজ থেকে তুমি আযাদ"। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আশ্রয় দিলেন এবং এমন আদর যত্ন করতে লাগলেন যে, মক্কাবাসীগণ তাকে 'মুহাম্মাদ' এর পুত্র বলে আখ্যায়িত করলো।

কিছুদিন পরে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পিতা হারিস এবং পিতৃব্য কা'ব, জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সন্ধানে মক্কায় আসলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে তাঁরা বিনীতভাবে আরজ করলেন– "হুজুর, আমরা জায়েদকে ফিরে পেতে চাই, দয়া করে একটু বিবেচনার সাথে আপনি তার মুক্তিপণ নির্ধারণ করে দিন।"

উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– জায়েদকে-তো মুক্তি দিয়েছি। ইচ্ছা করলে সে এখনই চলে যেতে পারে। সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আসন্ন আনন্দে পিতা ও পিতৃব্যের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

কিন্তু হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছেড়ে কিছুতেই পিতার সাথে দেশে যেতে রাজী হলেন না। সে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলেন– "হযরত, আপনিই আমার পিতা, আপনার খিদমতের খুশ্‌নসীব হতে এ অধমকে বঞ্চিত করবেন না।"

অতঃপর হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পিতা ও পিতৃব্য সম্মত হলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁরা হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট রেখে গেলেন।

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝলেন, এভাবে জায়েদকে নিজের কাছে রেখে দিলে লোকে তাকে ক্রীতদাসই বলবে; স্বাধীন মানুষের মতো উন্নত মস্তকে সে চলাফেরা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে জায়েদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মনে চিরদিন একটা প্রচ্ছন্ন গ্লানি ও হীনতার ভাব জেগে থাকবে। এটা ভেবে

তিনি হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরে গিয়ে সমবেত কুরাঈশ নেতাদের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন– "সকলে সাক্ষী থাকো, এই জায়েদ আমার পুত্র; সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তার উত্তরাধিকারী।"

কোথায় অজ্ঞাত কুলশীল একজন ক্রীতদাস, আর কোথায় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী! লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবতাকে এর চেয়ে বড় কী সম্মান দেয়া যেতে পারে?

পরবর্তীকালে মুতার যুদ্ধে হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেনাপতি পদে বরেণ্য হয়েছিলেন। ক্রীতদাস হয়েও হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলিম জাতির মুয়াজ্জিন হয়েছেন। কুতুবুদ্দীন ভারতের প্রথম মুসলমান সম্রাট হয়েছিলেন। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। এখানেই ইসলামের বিশেষত্ব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষা।

গোপনে ইসলাম প্রচারকালে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত জায়েদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বোন হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬। হযরত আমির হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে যিলহজ্জ মাসের কোন এক দিনে সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু জাহিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ও তাঁর দ্বীনকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরবে সবকিছু সহ্য করেন ও চুপচাপ বাড়ি ফিরে যান। আবু জাহিল অতঃপর কা'বা ঘরের নিকটে গিয়ে তার দলবলের সাথে বসে উক্ত কাজের জন্য বড়াই করতে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জুদ'আন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জনৈকা দাসী এ দৃশ্য অবলোকন করে। ঐ সময় হযরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব মৃগয়া থেকে তীর-ধনুকে সজ্জিত অবস্থায় ঘরে ফিরছিলেন। তখন উক্ত দাসী তার নিকটে সব ঘটনা খুলে বললে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটলেন আবু জাহিলের খোঁজে। তিনি গিয়ে আবু জাহিলকে মসজিদুল হারামে পেলেন। অতঃপর তীব্র ভাষায় তাকে গালি দেন ও তার মাথায় ধনুক দিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, আবু জাহিল তাতে রক্তাক্ত হয়ে যায়। অতঃপর বলেন, তুমি তাকে গালি দিয়েছ, অথচ আমি তার দ্বীনের উপরে আছি। আমি তাই বলি যা সে বলে।

হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর এই ইসলাম কবুলের ঘোষণাটি ছিল আকস্মিক এবং ভাতিজার প্রতি ভালোবাসার টানে। পরে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর অন্তরকে

ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং তিনি নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে শক্তিশালী ও নির্ভর কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ এটি ছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হতে বিশেষ রহমত।

৭। হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ২৬ বছর বয়সে ৬ষ্ঠ নববী বর্ষের যিলহজ্জ মাসে আকস্মিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, শক্তিশালী, তেজস্বী, মল্লযুদ্ধ বিশারদ, শিক্ষিত, বাগ্মী ও কবি। প্রথম জীবনে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করায় মুশরিকগণ হতাশ হয়ে পড়ে। তারা সভায় সিদ্ধান্ত করলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বধ করা একান্ত আবশ্যক। আবু জাহিল ঘোষনা করলো– 'যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাথা কেটে আনতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।' এরপর শিরবিশাল বক্ষ, তরুণ যুবক, মহাবীর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্ররোচনায় মুক্ত তরবারী নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে হযরত নঈম ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট শুনলেন– 'বোন হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও ভগ্নিপতি হযরত সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন'। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের কাছে পৌঁছলেন, তারা কুরআন শরীফের সূরা ত্ব-হা তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি ভগ্নিপতিকে প্রবলভাবে ঝাপটে ধরলেন ও বোনকে মেরে রক্তাক্ত করলেন। তখন তারা এক যোগে বললেন– "আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা করতে চান করুন।" তারা ইসলাম ধর্ম বর্জনে অস্বীকৃতি জানালে তিনি কুরআন শরীফ শুনতে চাইলেন। ভগ্নি হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সুমিষ্ট স্বরে সূরা ত্ব-হা তিলাওয়াত করে শুনালেন। তিনি বলেন– আহ্! কী সুন্দর কথা! কী মহৎ বাণী! অতঃপর কালামের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বিগলিত হৃদয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য রওনা হলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গীরা নির্যাতিত, নিপীড়িত। তাঁদের কঠিন সময় চলছিল। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন–

اللهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

"হে আল্লাহ্! আপনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এর মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"– হাকেম, আহমদ, ইবনে মাজাহ্ শরীফ

اللهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

"হে আল্লাহ্! আবু জাহিল অথবা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যিনি আপনার নিকট প্রিয়, তার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"– তিরমিযী শরীফ

ইব্ন হিশাম উল্লেখ করেছেন– হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জানতে পেরেছিলেন প্রায় ৪০ জন নারী ও পুরুষ সাহাবীসহ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের নিকট হযরত আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে জামায়াত আছেন, সঙ্গে হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে– তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৪০ থেকে ৫৬ জন বা ৩৯ জন, সেদিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দিয়ে ৪০ পূর্ণ হয়।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুক্ত তরবারি হাতে সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– যদি ভালো উদ্দেশ্যে আসে আমরাও ভালো ব্যবহার করবো আর যদি খারাপ কিছু থাকে তবে তার তরবারি দিয়ে তাকেই হত্যা করবো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাছে এগিয়ে নিলেন, একান্তে দেখা করলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন ও প্রেমভরে ঘোষণা করলেন– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)"।

আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণীর কত তেজ, কত নূর! তাঁর অপার মহিমা, কত যে খেলা! শির নিতে এসে নিজে শির দিয়ে দিলেন।

তার মুখে কালিমা তাইয়্যেবা শ্রবণ করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎফুল্ল হয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন– 'আল্লাহু আকবর'। সাথে সাথে সাহাবীগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা) সমস্বরে বলে উঠলেন– 'আল্লাহু আকবর'। আর সেই তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কা'বা ঘরে আমাদের দাবী আছে। আমরা সদলবলে সেখানে নামায আদায় করবো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে দু'সারি লাইন ধরে কা'বা শরীফে উপস্থিত হলেন। এক সারিতে ছিলেন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও অন্য সারিতে হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। মক্কাবাসীরা এ দৃশ্য দেখে অবাক হলো। দু'রাকআত নামায আদায়ের পর আগের মতো সারি বেঁধে ফিরে এলেন। কি চমৎকার এ দৃশ্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّى صَلَّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ

"যখন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলমান হলেন তখন তিনি কুরাঈশদের সাথে সংগ্রাম করেন এবং কা'বা প্রাঙ্গণে নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁর সাথে সেখানে নামায আদায় করি।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন–

ثُمَّ صَلَّى فِى الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا

"ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রকাশ্যে কা'বা ঘরে নামায আদায় করেন।"

তিনি হলেন মুসলিম অধ্যুষিত, অর্ধপৃথিবী মুসলিম শাসিত 'নবীর প্রতিনিধি-খলিফাতুল মুসলিমিন' হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আপন জাতির কাছে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত

প্রিয় রসূল হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়্যত ঘোষণার শুরু থেকে তিন বছরকাল পর্যন্ত গোপনে ইসলাম প্রচারের কাজ চলছিল। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলেন। মহান আল্লাহ্ স্বীয় রসূলকে প্রকাশ্যভাবে প্রেরিত ওহী প্রচারের নির্দেশ দেন।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

"আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা প্রকাশ্যে প্রচার করুণ এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।"– কুরআন (১৫ঃ৯৪)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ۙ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

"আপনার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করুন, যারা আপনার অনুসরণ করে সে সকল মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হন।"– কুরআন (২৬ঃ২১৪-২১৫)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقُلْ إِنِّيْ أَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ

"এবং বলুন, আমিতো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।"– কুরআন (১৫ঃ৮৯)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ

"কুরআন-তো আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে সম্মানের বস্তু, আপনাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।"– কুরআন (৪৩ঃ৪৪)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ، وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ، وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ،

"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়, তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন, তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আল্লাহ্ আপনাকে লোকজন থেকে রক্ষা করবেন।"– কুরআন (৫ঃ৬৭)

সাফা-পাহাড়ে দাওয়াত ঃ

প্রিয় নবী হুজুরপুর নূর রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাঈশ বংশের লোকজনকে দাওয়াত দেওয়ার মনস্থ করলেন। তৎকালীন বিপদ সংকেতের নিয়ম অনুযায়ী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চিৎকার দিয়ে ডাক দিয়ে বললেন–

يَا صَبَاحَاه

"প্রত্যুষে সবাই সমবেত হও!" কুরাঈশ বংশের সকল গোত্রের লোক দ্রুত সেখানে জমা হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, হে কুরাঈশগণ! আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শক্তিশালী শত্রুসৈন্য তোমাদের উপরে হামলার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে জবাব দিল, অবশ্যই করবো। কেননা–

مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا

'আমরা এযাবৎ তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি।' তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

فَإِنِّىْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ

"আমি কিয়ামতের কঠিন আযাবের প্রাক্কালে তোমাদের নিকটে সতর্ককারীরূপে আগমন করেছি।" অতঃপর তিনি আবেগময় কণ্ঠে এক একটি গোত্রের নাম ধরে ধরে ডেকে বলতে থাকলেন–

يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ

'হে কুরাঈশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! হে বনু কা'বা বিন লুওয়াই! হে বনু 'আব্দে মানাফ!... হে বনু 'আব্দে শাম্‌স!... হে বনু হাশেম!... হে বনু আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। অতঃপর ব্যক্তির নাম ধরে ধরে বলেন, হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল

মুত্তালিব! আপনি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান! হে (ফুফু) ছাফিইয়াহ্! আপনি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। অবশেষে বললেন–

يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ،
وَاللهِ لاَ أُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا–

'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! তুমি আমার মাল-সম্পদ থেকে যা খুশি নাও! কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে রক্ষা করতে পারবো না'।

এই মর্মস্পর্শী আবেদন দাম্ভিক চাচা আবু লাহাবের অন্তরে দাগ কাটেনি। তিনি মুখের উপর বলে দিলেন–

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا

'সকল দিনের তোমার উপরে ধ্বংস আপতিত হোক! এজন্য তুমি আমাদের জমা করেছ?' অতঃপর সূরা লাহাব নাজিল হয়–

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজে'। এভাবে নিজ সম্প্রদায়কে এবং হাটে-বাজারে সর্বত্র বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে সকলকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে থাকেন এই মর্মে যে–

قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا

'তোমরা বল, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।'

আবু লাহাব ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আপন চাচা ছিল আবু লাহাব। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উপহাস করেছে, গালি দিয়েছে, অনেক ভর্ৎসনা করেছে। তার পরিণতি হলো– তার ফোঁড়া দেখা দেয় (গুটি বসন্ত)। তাতে দেহে পচন ধরে ও মারা যায়। লাশটি মক্কার উচু ভূমিতে গর্তে লাঠি দিয়ে ঠেলে ফেলা হয়।

উম্মে জামীল ঃ আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চলার পথে কাঁটা দিত। একদিন বোঝা বহন করে আসতে অপারগ হওয়ায় একটি পাথরের উপর বসে পরে, তখন এক ফিরিশতা আল্লাহ্‌র আদেশে পিছন থেকে বোঝাটা টান দিলেন। সে পড়ে গেল এবং রশি দ্বারা গলায় ফাঁস আটকে পড়লো ও মৃত্যু মুখে পতিত হলো।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

হুজুরপুরনূর রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক শত্রুতা

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে আপন কওমের নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সত্য-মিথ্যা দেখিয়ে দিলেন, দেব-দেবী পূজার নিন্দা করলেন। তখন মুশরিকগণ বিক্ষুব্ধ হলো, বিরোধিতা ও শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিব তাঁকে গভীর স্নেহে রক্ষা করে চললেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রাখলেন। এক পর্যায় কুরাঈশ গোত্রের শীর্ষ স্থানীয় একটি দল আবু তালিবের কাছে হাজির হলো। দলের মধ্যে ছিল– রবীআ ইবনে আবদ, হারব ইবনে উমায়্যা, আবুল বখতারী, আসাদ ইবনে মুত্তালিব, আবু জাহল ইবনে হিশাম, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা আরো অনেকে। তারা বললো– হে আবু তালিব! আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালি দিচ্ছে, ধর্মের খুঁত বের করছে, আমাদেরকে নির্বোধ বলছে, পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। এখন তাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, আমরাই প্রতিহত করবো। আবু তালিব মিষ্টি ভাষায় তাদেরকে বিদায় দিলেন। তারপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফিরদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বেধে গেল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হে আমার চাচা! আল্লাহ্‌র কসম, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দিয়ে চাইতো যে, আমি এ কাজ পরিত্যাগ করি, তথাপি আমি তা পরিত্যাগ করতাম না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ কাজকে সফল ও জয়যুক্ত করেন অথবা আমি এ কাজ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই।"

অতঃপর আবু তালিব বললেন– "হে আমার ভাতিজা! যাও, যা ভালো লাগে বল। আল্লাহ্‌র কসম, আমি কখনো কোন কারণেই তোমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করবো না।"

হজ্জের সময় অপবাদ প্রচার ঃ

হজ্জের সময় হারাম (সম্মানিত) মাসে মারা-মারি, ঝগড়া-বিবাদ, কাটা-কাটি নিষিদ্ধ। এ সুযোগে আগত লোকদের কাছে গিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত দিতে থাকেন। অপর দিকে আবু লাহাবের নেতৃত্বে একটি দল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার ও জাদুকর বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে।

অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কৌশলসমূহ ঃ

কাফির-মুশরিকরা দেখলো, অপবাদ রটনায় কাজ হয়েছে সবেচেয় বেশি। তাই তারা অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল। তারা অনেকগুলি অপবাদ রটনা করলো। যেমন–

১। 'পাগল, কবি' বলতো–

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ؕ

"তারা (কাফিরগণ) বললো, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদের আনুগত্য পরিত্যাগ করবো।"– কুরআন (৩৭ঃ৩৬)

২। 'জাদুকর, মহামিথ্যাবাদী' বলতো–

وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ

"এবং তারা (কাফিরগণ) বললো, এ লোকটি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন জাদুকর, মহামিথ্যাবাদী।"– কুরআন (৩৮ঃ৪)

৩। 'পুরাকালের উপাখ্যান বর্ণনাকারী' বলতো–

اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

"এটা পূর্ববর্তীদের মিথ্যা উপাখ্যান ব্যতীত কিছুই নয়।"– কুরআন (৮ঃ৩১)

৪। 'অন্যের সাহায্যে মিথ্যা রচনাকারী' বলতো–

يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ

"তারা (কাফিরগণ) বলে যে, তাকে শিক্ষা দেয় একজন মানুষ।"– কুরআন (১৬ঃ১০৩)

৫। 'মিথ্যা রচনাকারী' বলতো–

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ۨافْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ

"কাফিরগণ বললো– এতো বানোয়াট ছাড়া কিছুই নয় যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।"– কুরআন (২৫ঃ৪)

৬। 'গণৎকার' বলতো–

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ؕ

"অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদও নন।"– কুরআন (৫২ঃ২৯)

৭। 'তিনিতো সাধারণ মানুষ, ফিরিশতা নন' বলতো–

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۙ

"তারা (কাফিররা) বলে যে, এ কেমন রসূল যে খাদ্য ভক্ষণ করে ও হাট-বাজারে চলাফেরা করে? তার প্রতি কেন ফিরিশতা নাজিল করা হলো না, যে তার সাথে থাকতো সদা সতর্ককারীরূপে?"– কুরআন (২৫ঃ৭)

৮। 'পথভ্রষ্ট' বলতো–

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ

"যখন তারা ঈমানদারগণকে দেখতো, তখন বলতো, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট।"- কুরআন (৮৩ঃ৩২)

৯। 'জাদুগ্রস্ত' বলতো–

يَقُولُ الظَّٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

"জালিমরা বলে, তোমরাতো কেবল একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করো।"– কুরআন (১৭ঃ৪৭)

১০। 'ধর্মত্যাগী' বলতো–

قَالَ ابو لهب: لاتُطِيْعُوْهُ فَإِنَّهُ صَابِيءٌ كَذَابٌ

"আবু লাহাব বলতো, তোমরা এর আনুগত্য করো না। কেননা সে ধর্মত্যাগী মহামিথ্যাবাদী।"– মুসনাদে আহমাদ

এছাড়াও কাফিরগণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পিতৃধর্ম বিনষ্টকারী, জামা'আত বিভক্তকারী, মুযাম্মাম, রা'ইনা ইত্যাদি অপবাদমূলক নামে ডাকতো। এসব অপবাদের জবাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا

"দেখুন ওরা কিভাবে আপনার নামে (বাজে) উপমাসমূহ প্রদান করছে। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব, ওরা আর পথ পেতে সক্ষম হবে না।"– কুরআন (১৭ঃ৪৮)

নাচ-গানের আসর বসানো ঃ

গল্পের আসর, নাচ-গান ও নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে মানুষদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতো। বিশেষভাবে কুরাঈশ নেতা নযর বিন হারিছ গল্প শুনাতো। এমনকি নৃত্য-গীতে পারদর্শী সুন্দরী দাসী খরিদ করে বিভিন্ন স্থানে নাচ-গানের আসর বসাতো।

ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতো ঃ

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতো। সূরা লাহাব নাজিলের পর প্রস্তরখন্ড দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করার চেষ্টা করেছে। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক 'মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)' এর বিকৃত করে 'মুযাম্মাম (নিন্দিত)' বলতো।

অতীতের কাহিনী-ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঃ

কুরাঈশ নেতারা ইহুদীদের পরামর্শে অতীত কাহিনী সম্পর্কে প্রশ্ন করতো। যেমন–

১। কাফিরগণ প্রশ্ন করতো– আছ্হাবে কাহাফের ঘটনা কি? কত বছর ঘুমে ছিলো? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ۙ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

"(হে নবী) আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে বিস্ময়কর একটি নিদর্শন ছিলো?"– কুরআন (১৮ঃ৯)

২। কাফিরগণ প্রশ্ন করতো– যুল-ক্বারনায়েন এর ঘটনা কি? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

"(হে নবী) এরা আপনার নিকট যুল-ক্বারনায়েন সম্পর্কে জানতে চায়, আপনি (তাদেরকে) বলুন, আমি তা (কুরআন) থেকে সে সম্পর্কে এক্ষুণি শোনাচ্ছি।"– কুরআন (১৮ঃ৮৩)

৩। কাফিরগণ প্রশ্ন করতো– রূহ কি? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

" ওরা (কাফিররা) আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। আপনি বলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"– কুরআন (১৭ঃ৮৫)

চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত করণের প্রস্তাব ঃ

ইহুদী পণ্ডিতগণ কুরাঈশদেরকে পরামর্শ দিলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি জাদুকর হয়ে থাকেন তবে আসমানে তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না, কারণ জাদুর প্রভাব জমিনেই সীমাবদ্ধ থাকে। ওদের মাথায় আসলো, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম লাঠি দিয়ে নদী বিভক্ত করেছেন এর চেয়ে কতই না কঠিন আকাশের চন্দ্র বিভক্ত করা। আল্লাহ্র হুকুমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আঙ্গুল মুবারকের ইশারায় চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হলো।

আপোষমুখী প্রস্তাব ঃ

কিছু বর্জন ও কিছু গ্রহণের নীতিতে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আপোষ করার প্রস্তাব পেশ করলো। আমরা ইবাদত করবো, যার তুমি ইবাদত করো, আর তুমিও ইবাদত করবে যার ইবাদত আমরা করি। আপোষের চেষ্টা করলো।

লোভনীয় প্রস্তাব পেশ করা ঃ

সাধারণ মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্য অলীদ বিন মুগীরার নেতৃত্বে প্রস্তাব পাঠানো হলো– 'আমরা তোমাদের জীবনে স্বচ্ছতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিবো, তোমাদের পাপভার বহন করবো।' এদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা ২৯ঃ১২-১৩ আয়াতে বলেন– "নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।"

উদ্ভট দাবীসমূহ পেশ ঃ

উৎবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, অলীদসহ ১৪ জন নেতা প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললো, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আপনার বংশের উপরে বিপদ ডেকে এনেছেন, বাপ-দাদাকে গালি দিয়েছেন, তাদের দ্বীনকে দোষারোপ করেছেন, জ্ঞানীদেরকে বোকা বলেছেন, দলকে বিভক্ত করেছেন। এক্ষণে যদি আপনি এগুলো পরিত্যাগের বিনিময় সম্পদ চান, মর্যাদা চান, নেতৃত্ব চান, শাসন ক্ষমতা চান, সবই আপনাকে দিবো।

প্রাণের নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন– আমি রিসালাতের দাওয়াত আপনাদের কাছে পৌঁছিয়েছি, গ্রহণ করলে আপনাদের ইহ-পরকালের কল্যাণ হবে। আর যদি অস্বীকার করেন তবে আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করবো।

তখন নেতারা বললো– আপনি যখন আমাদের কোন কথাই না শুনেন, তাহলে আপনার প্রভুকে বলুন যেন, ক) মক্কার পাহাড়গুলো সরিয়ে সমতল ভূমি করে দেন, খ) এখানে শাম ও ইরাকের মতো নদী প্রবাহিত করে দেন, ৩) আপনার জন্য বাগ-বাগিচা ও স্বর্ণ-রৌপ্য মণ্ডিত প্রাসাদ বানিয়ে দেন, ৪) আসমান থেকে একটা সিঁড়ি নামিয়ে দেন ইত্যাদি। এরপর আল্লাহ্ তা'য়ালা ১৭ঃ৯০-৯৩ আয়াতে তাদের যথাযথ জবাব দিয়েছেন। নেতারা এ সকল প্রশ্ন করেছে কুফরী ও হঠকারিতা বশে তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের কথা কবুল করেননি।

অপযুক্তি প্রদর্শন ঃ

কাফির-মুশরিকগণ বললো– যদি আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল হতেন তা হলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়া, হাট-বাজার করতেন না। আল্লাহ্ তা'য়ালা ২৫ঃ৭, ১৭ঃ৪৮ আয়াতে তাদের জবাব দিয়েছেন, তারা সৎপথ পেতে সক্ষম হবে না।

মোটকথা স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা সত্যকে চিনে ও মেনে নিতে পারে নাই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নানাভাবে অত্যাচার

কুরাঈশ নেতারা যুক্তি-কৌশল ও সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সরাসরি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অত্যাচারের সিদ্ধান্ত নিল। যেমন–

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ঃ

কুরাঈশ নেতারা ঠাট্টা করে বলতো, কুরআন পুরানাকালের কাহিনী, আমরাও এরূপ বলতে পারি। আল্লাহ্ তা'য়ালা এরই প্রেক্ষিতে মক্কা শরীফে ১০ঃ৩৮, ১১ঃ১৩, ১৭ঃ৮৮, ২৮ঃ৪৯, ৫২ঃ৩৪ এবং মদীনা শরীফ ২ঃ২৩-২৪ মোট ছয়বার কুরআন মজীদে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। তারা চ্যালেঞ্জ এর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি।

প্রতিবেশীদের অত্যাচার ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী নানাভাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অত্যাচার করে। হাকাম বিন আবুল আস, উক্কবা, আদী বিন হামরা প্রমূখ নানাবিধ অত্যাচার করে।

কা'বা শরীফে নামায রত অবস্থায় কষ্টদান ঃ

ক) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফে নামায আদায় করছিলেন, তখন আবু জাহিল সাথীদের নিয়ে বলাবলি করছিল যে, কে উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে এ ব্যক্তির উপর চাপাতে পারবে। তখন ওক্ববা উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে সিজদারত অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল। তখন শত্রুরা হাসা-হাসি করতে শুরু করে। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কাছে খরব পৌঁছলে তিনি দৌঁড়ে এসে নাড়ি-ভুঁড়ি সরিয়ে দেন।"– মুসলিম শরীফ

খ) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাযে রত ছিলেন, ওক্কবা এসে গলায় কাপড় প্যাঁচিয়ে ধরলো, যাতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্বাস বন্ধ হয়ে শহীদ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এক ব্যক্তি খবর দিলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে প্যাঁচানো কাপড় খুলে দেন।

সামনে ও পিছনে নিন্দা করা ও অভিশাপ দেয়া ঃ

উমাইয়া বিন খলফ সর্বদা পশ্চাতে নিন্দা করতো এবং সামনেও নিন্দা, ভর্ৎসনা ও অভিশাপ করতো। এ প্রসঙ্গে ১০৪ঃ১ নং আয়াত নাজিল হয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ ঃ

ওক্ববা বিন আবু মুআইত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা ২৫ঃ২৭-২৯ নং আয়াত নাজিল করেন।

অনুরূপ এক ঘটনায় একদিন আবু লাহাবের পুত্র উতাইবা বিন আবু লাহাব এসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললো– "আমি সূরা নাজম এর ১ ও ৮ নং আয়াত দুটি অস্বীকার করি, বলেই সে হেঁচকা টানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকের জামা মুবারক ছিঁড়ে ফেললো এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ করলো। অথচ এই দুর্ভাগা ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাতা। সে তার পিতার কথা মতো হযরত উম্মে কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তালাক দেয়। তার ভাই উৎবা একইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরেক কন্যা হযরত রুক্বাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তালাক দেয়। পরে হযরত ওসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে হযরত রুক্বাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ওসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে হযরত উম্মে কুলছুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহ হয়। আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উতাইবা বিন আবু লাহাব-কে বদ দু'আ করে বললেন–

اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ

"হে আল্লাহ্! আপনি এর উপরে আপনার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দিন।"– আর্ রাহীক্ব, হাকেম

চেহারা মুবারকে পচা হাড়ের গুড়া ছুঁড়ে মারা ঃ

উবাই বিন খালাফ নিজে একবার পচা হাড্ডি চূর্ণ করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বললো– "হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তুমি কি ধারণা করো যে, একটা মানুষ মরে পচে-গলে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন সে হাতে রাখা পচা হাড়ের গুড়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকে ছুঁড়ে মারে।"– ইবনে হিশাম

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا
الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝

"মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, হাড়গুলোকে জীবিত করবেন তিনি (আল্লাহ্), যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ।"– কুরআন (৩৬ঃ৭৮-৭৯)

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে মিথ্যা শপথ করা ও পরে চোগলখুরী করা ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে অলীদ বিন মুগীরা মিথ্যা শপথ করতো এবং পরে লোকের কাছে চোগলখুরী করতো। সে কুরাঈশ বংশজাত নয়, বরং ব্যভিচারের সন্তান। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার ৯টি কু-স্বভাবের কথা বর্ণনা করেছেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝
عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝

"এবং এমন কারো কথা শুনবেন না, যে বড় বড় শপথকারী, লাঞ্ছিত; খুব নিন্দুক, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে বিচরণকারী; সৎ কাজে বড় বাধা প্রদানকারী; সীমা লঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, বদমেজাজ, এ সব কিছুর উপর অতিরিক্ত এ যে, তার মূলে ত্রুটি।"– কুরআন (৬৮ঃ১০-১৩)

কা'বা শরীফে সালাত আদায়ে বাঁধা ঃ

নবুয়ত ঘোষণার পর থেকেই সালাত ফরজ হয়। সালাত ছিল ফজরে ও আছরে দুই দুই রাকআত করে।–(কুরতুবী)। এছাড়া হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাহাজ্জুদ সালাত ছিলো অতিরিক্ত, প্রথম গোপনে পরে প্রকাশ্যে কা'বা শরীফে এ সালাত আদায় করতে থাকেন।

একদিন সালাত আদায়ের সময় ধমকের সুরে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আবু জাহিল বললো– "হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এসব থেকে নিষেধ করিনি?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পাল্টা ধমক দেন। এতে সে বললো– "কিসের জোরে আমাকে ধমক দিচ্ছ, হে মুহাম্মাদ? আল্লাহ্র কসম, মক্কার এ উপত্যকায় আমার বৈঠক সবচেয়ে বড়। তখন সূরা আলাক্বের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়–

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ۝ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ۝

"আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে (আবু জাহিল-কে) যে নিষেধ করে? এক বান্দাকে (রসূলকে), যখন সে নামায আদায় করে। আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে। অথবা আল্লাহ্ভীতির আদেশ দেয়।"– কুরআন (৯৬ঃ৯-১১)

সূরা আলাক্বের ৬ থেকে ১৯ আয়াত পর্যন্ত নাজিল হলে আবু জাহিল কসম করেছিল, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কা'বা শরীফে সালাত আদায় করতে দেখলে তাঁর ঘাড়ে পা দিয়ে নাক-মুখ মাটিতে থেঁতলে দিবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে সালাত আদায় করছিলেন তখন সে এগিয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল যে, দু'হাত উঁচু করে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে আসছে। সে বললো– আমার ও তাঁর মধ্যে একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড দেখলাম, যা আমার দিকে ধেয়ে আসছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَوْ دَنَا مِنِّى لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا

"যদি সে আমার কাছে পৌঁছত, তাহলে ফিরিশতারা তার এক একটা অঙ্গ ছিন্ন করে উঠিয়ে নিয়ে যেত।"– ইবনে হিশাম, মিশকাত ও মুসলিম শরীফ

আল্লাহ্ তা'য়ালার সান্ত্বনা ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্তনা দিয়ে বলেন–

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ، كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا
يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ، بَلٰغٌ ج فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُونَ ع

"অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন (আপনার পূর্বেকার) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসূলগণ। আর অবিশ্বাসীদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) ব্যস্ততা প্রদর্শন করবেন না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা সেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিবসের কিছুক্ষণের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটি তাদের জন্য খবর পৌঁছানো হলো মাত্র। আর পাপাচারী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কি?"– কুরআন (৪৬ঃ৩৫)

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

হযরত আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ি

কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার যখন ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছলো। তখন প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নও মুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রচার না করার পরামর্শ দেন। তারা যেন গোপনে দেখা সাক্ষাত করেন। কারণ অমুসলিমরা জানতে পারলে তারা দ্বীন প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করবে। নবুয়তের চতুর্থ বছরের ঘটনা সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম একত্রিত হয়ে নামায আদায় করছেন, এ অবস্থায় একদল পৌত্তলিক দেখে ফেলে। তারা মুসলমানদেরকে গালাগালি শুরু করে এবং লড়াই ঝগড়া শুরু হয়। এ পর্যায়ে হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক লোককে প্রহার করলেন, তার রক্ত গড়িয়ে পড়লো। এ রক্তপাতই ছিল ইসলামের প্রথম ঘটনা।

সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ছিল হযরত আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ি। পৌত্তলিক বিদ্রোহীরা এখানে আসতো না। তাই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়তের পঞ্চম বছর থেকে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে সাক্ষাতের জন্য এখানে আসার নির্দেশ দেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে এ বাড়িটি নির্ধারণ করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন প্রচার, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি প্রকাশ্যেই করতেন। কোন বাঁধাই তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

সর্বাত্মক বয়কট ঃ

সপ্তম নববী বর্ষে মহররম মাসে পর পর বিশেষ কয়েকটি ঘটনা সংগঠিত হওয়ায় মুশরিকরা আতঙ্কিত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঘটনাগুলো হলো– ১) কুরাঈশদের লোভনীয় ও আপোষ প্রস্তাব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকচ করেন, ২) হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইসলাম গ্রহণ ও আবু জাহিল এর উপরে হামলা, ৩) হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইসলাম গ্রহণ, প্রকাশ্যে ইসলামের বিধান পালন এবং আবু জাহিলের মুখের উপর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রদান, ৪) বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রদ্বয় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বাত্মক সহযোগিতার অঙ্গীকার ঘোষণা করা।

এ ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে মুশরিক নেতৃবৃন্দ মুহাছ্ছাব উপত্যকায় সমবেত হয় এবং বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, ১) বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সাথে বিয়ে-শাদী বন্ধ থাকবে, ২) তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় লেনদেন বন্ধ থাকবে, ৩) তাদের সাথে উঠা-বসা, কথা-বার্তা, যাতায়াত সবকিছু বন্ধ থাকবে, যতদিন তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যার জন্য আমাদের হাতে তুলে না দিবে। এমনকি কেউ তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করলে, সে কঠোর দন্ডযোগ্য হবে।

ইবনে ইসহাক বলেন– মুশরিক নেতৃবৃন্দের মুহাছ্ছাব উপত্যকায় লিখিত অঙ্গীকার নামার লেখক ছিল মনসুর বিন ইকরিমা। হাফিজ ইবনে কাছীর বলেন– এ নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ। ইবনুল কাইয়িম বলেছেন– রাগীব বিন আমের। উক্ত অঙ্গীকারনামাটি কা'বা গৃহের ভিতরে টানিয়ে রাখা হয়। এক বর্ণনায় আছে যে, উক্ত চুক্তিনামাটি বাক্সে তালাবদ্ধ ও সীলগালা করে কা'বা শরীফে সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে চুক্তিনামাটির লেখকের হাত অবশ ও অকেজো হয়ে যায়।

শি'আবে আবি তালিবে তিন বছর ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

"এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা। এবং সুসংবাদ জানিয়ে দিন ঐসব ধৈর্যধারণকারীদেরকে; যারা হচ্ছে (এমনসব লোক যে,) যখন তাদের উপর কোন বিপদ

এসে পড়ে তখন বলে 'আমরাতো আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে।"– কুরআন (২ঃ১৫৫-১৫৬)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ বিজয়ের প্রাক্কালে বলেন–

مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِى كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

"আগামীকাল ইনশা-আল্লাহ্ আমরা বনু কিনানাহ্‌র খায়েফ অর্থাৎ মুহাছ্ছাব উপত্যকায় অবতরণ করবো। যেখানে তারা কুফরীর উপরে পরস্পরে কসম করেছিল।"–বুখারী শরীফ

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কুরাঈশ ও কিনানাহ্ গোত্র বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে, তাদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই বন্ধ থাকবে, যতদিন না তারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমাদের হাতে সোপর্দ করবে।–বুখারী শরীফ

'শি'আবে আবু তালিব' মক্কা শরীফের একটি পাহাড়ি সানু দেশ। এখানে বনু হাশিমের লোকজন বসবাস করতেন। কুরাঈশগণ যেভাবে দলবদ্ধ হয়েছে তারা বয়কট সফল করার ব্যবস্থা নিবে। নগরে অবস্থান করলে অল্পদিনের মধ্যে মারা পড়তে হবে। আর বাইরে গমন করলে হয়তো গোপনে খাদ্য সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। তাই বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব দূরে হাশিম বংশের বহুকালের আবিষ্কৃত শি'আবে আবু তালিব গিরিসঙ্কটে গিয়ে অস্থায়ীভাবে নিজেদের আবাস রচনা করেন। আবু তালিব কুরাঈশদের সম্বোধন করে কবিতা পাঠ করেছিলেন– "এ মসজিদ-স্বামীর দিব্য, আমরা আহমাদকে কখনোই তাদের হাতে সমর্পণ করবো না। কাল তাঁর সমস্ত বিপদ ও সমস্ত দুঃখ লয়ে দংশন করলেও নহে।"

অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের ফলে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম অমুসলিম, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবাই শি'আবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। সঞ্চিত সামান্য খাদ্য শস্য ফুরিয়ে গেলে তাদের অবস্থা চরমে উঠে। বিভিন্ন স্থান থেকে মক্কায় যে খাদ্য সামগ্রী আসতো তা তাড়াহুড়া করে পৌত্তলিকরা কিনে নিতো, আবার দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে কিনতে হতো। নিষিদ্ধ মাস ছাড়া বাইরে বের হওয়া বা জিনিসপত্র ক্রয় করা সহজ ছিল না। তারা গাছের পাতা, চামড়া খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বলেন– "পানীয় জলের অভাবে ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণের ফলে আমাদের মল ছাগ-মেষাদির মলের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।" সময় সময় শুষ্ক চর্ম অগ্নিদগ্ধ করে তা দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করতেন। ক্ষুধার্ত নারী ও শিশুদের করুন কান্না মর্ম-বিদারক স্বর ঘাঁটির বাইরে থেকে শোনা যেতো। কেউ কেউ অতি সংগোপনে আপনজনের জন্য খাদ্য পৌঁছাতো। একবার হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন হিযাম তাঁর জন্য কিছু গম পৌঁছাতে গিয়ে আবু জাহিল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। পরে আবুল বখতারীর হস্তক্ষেপের কারণে পৌঁছাতে সমর্থ হন। নিষিদ্ধ চার মাস ব্যতীত অবরুদ্ধ গোত্রদ্বয়

বাইরে বের হতে পারতেন না। যে সব কাফেলা বাইরে থেকে মক্কায় আসতো, তাদের থেকে খাদ্য শস্য ক্রয়ে বাধা ছিল না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে আবু তালিব চিন্তা করতেন। রাত্রিকালে খুবই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাতে একটা বিছানায় শোয়াতেন। আততায়ীর থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য গভীর রাত্রে স্থান বদল করে দিতেন।

এ কঠিন সময়ও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বাইরে থেকে আগত হাজীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

প্রায় তিন বছর পূর্ণ হতে চললো। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিবকে বললেন– "চাচাজান কুরাঈশদের চুক্তিনামার কার্যকারিতা আর নেই। কেননা, ঐ চুক্তিনামায় আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া বাকী সবকিছু উঁই পোকা খেয়ে ফেলেছে।"

আবু তালিব আবু জাহিলের নিকট গিয়ে বললেন– আমার ভাতিজা একটি গায়েবী সংবাদ দিয়েছেন। তোমাদের চুক্তিনামার সব শর্তাবলী নাকি উঁই পোকায় খেয়ে ফেলেছে, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নামটুকুই অক্ষত রয়েছে।

অতঃপর আবু তালিব বললেন–

فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا خَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا رَجَعْتُمْ عَنْ قَطِيعَتِنَا وَظُلْمِنَا-

"যদি সে মিথ্যা বলে থাকে, তাহলে তোমাদের ও তার মধ্য থেকে আমরা সরে দাঁড়াবো। আর যদি তার কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তোমরা আমাদের প্রতি বয়কট ও জুলুম থেকে ফিরে যাবে।"

আবু তালিবের এ সুন্দর প্রস্তাবে সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, 'আপনি ইনসাফের কথাই বলেছেন।' আবু জাহিল আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। এইতো সুযোগ! সরদারদেরকে ডেকে এনে বাক্স খোলা হলো। একি! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হলো! কুরাঈশ নেতারা অবাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করলো। সত্য সত্যই তার সব লেখাই পোকায় খেয়ে ফেলেছে, কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র নাম অবশিষ্ট আছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ সত্যে প্রমাণিত হলো। তিন বছরের মাথায় দশম নববী বর্ষে মুহররম মাসে কুরাঈশগণ বয়কট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফে ফিরে আসেন।

চারদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুযিজার কথা বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। সুবহান্-আল্লাহ্

স্মরণীয় ঃ

ধন্য হাশেমী-মুত্তালিবী বীরগণ, তারা গিরিসঙ্কটে সমস্ত বিপদ, সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নিয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় তারা অটল অবিচল ও দৃঢ় ছিলেন। জগতে আল্লাহ্‌র

মহিমা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য যে মহামানবকে নির্বাচিত করা হয়েছে, তিনি যে গোত্র-গোত্রী হতে আত্মপ্রকাশ করবেন, তাতে নিশ্চয়ই একটা কিছু বিশেষত্ব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সকলেই কুরাঈশদের এ অন্যায় দন্ড মেনে নিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। ইসলামের বিজয় ও সফলতার জন্য অনেক সময় অমুসলিম শক্তি সহায়তা করে থাকে। বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের অতুলনীয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এমনকি আমরা বাদশাহ্ নাজ্জাশীর সহযোগিতার কথা ও স্মরণ করতে পারি। রক্তের সম্পর্ক অনেক সময় সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। যেমন– বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রদ্বয়ের সর্বদা অকপট সমর্থনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নেতার আদর্শিক দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অবিচল আস্থাই অন্যদের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম জাতির প্রতি পৃথিবীর মানুষের সমর্থনের পিছনে এটাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রিয় পাঠক! একবার অবস্থাটা ভেবে দেখুন, অসহ্য উদরজ্বালা, আবক্ষ তৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত শিশু-সন্তানাদির কাতর ক্রন্দন, স্বজনদের বিমর্ষ-মলিন মুখমন্ডল এবং সর্বোপরি সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ বিভীষিকা। এ পরীক্ষার তুলনা নেই, এ ধৈর্যের তুলনা নেই, এ মহিমার তুলনা নেই, তাই এ সাফল্যেরও তুলনা নেই। মুষ্টিমেয় আরব দুই দিনের মধ্যে 'পশ্চিমে হিস্পানী শেষ পূর্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ' পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী তাদের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

বিপদ আল্লাহ্‌র দান ঃ

বিপদ আল্লাহ্‌র দান, আঘাত ও বেদনা জান্নাতী পয়গাম। মাটি ততক্ষণ পর্যন্ত ইট হতে পারে না, যতক্ষণ না দলিত-মথিত ও অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে স্বীকৃত হয়। এ জন্যই আদর্শ মহামানবগণই অধিকতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এর মধ্যে নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরীক্ষা আবার সর্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, প্রেমে-পুণ্যে তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠতম মানবরূপে পূর্ণতম আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

তাই মাতৃগর্ভ হতেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কঠোর অসম পরীক্ষা। ধন্য ধৈর্য, ধন্য মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরিত্রের পুণ্য প্রভাব।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিবের ইন্তিকাল

গিরিগুহা হতে ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারা জীবনের কঠোরতা তাঁর সহ্য হয় নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করলেন– হয়তো তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বনটুকু হারিয়ে যাবে। আবু তালিব ৮০ বছর বয়সে দশম নববী বর্ষের ২৩শে রমযান ইন্তিকাল করেন।

মৃত্যুকালে আবু জাহিল, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া প্রমুখ মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শিয়রে বসে ছিলো। এ সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুপথযাত্রী পরম শ্রদ্ধেয় চাচাকে বললেন–

يَا عَمِّ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ

"হে চাচাজী! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালিমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষ্য দান করতে পারি।" জবাবে আবু তালিব বলেন, 'হে ভাতিজা! যদি আমার পরে বংশের উপর গালির ভয় না থাকতো এবং কুরাঈশরা যদি এটা না ভাবতো যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে এটা বলেছি ও তোমাকে খুশি করার জন্য বলেছি, তাহলে আমি অবশ্যই ওটা বলতাম।"– ইবনে হিশাম

অতঃপর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন আবু জাহিল ও তার সহোদর বৈপিত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী উমাইয়া বারবার তাঁকে উত্তেজিত করতে থাকলো এবং বললো–

أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟

'আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?' জবাবে আবু তালিবের মুখ দিয়ে শেষ বাক্য বেরিয়ে যায়–

أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

'আমি আব্দুল মুত্তালিবের দ্বীনের উপরে।' তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে উঠলেন–

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ

'আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে যাবো। যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়।'

এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্তনা দিয়ে আয়াত নাজিল হয়–

إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ–

"নিশ্চয়ই আপনি হিদায়াত করতে পারবেন না যাকে আপনি ভালোবাসেন। বরং আল্লাহ্পাক যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। আর তিনি হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।"– কুরআন (২৮ঃ৫৬)

একদিন চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আখিরাতে আবু তালিবের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন– "জাহান্নামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা আযাবপ্রাপ্ত হবেন আবু তালিব। তিনি আগুনের দু'টি জুতা পরিহিত হবেন, যাতে তার মাথার মগজ গলে টগবগ করে ফুটবে।"– মুসলিম শরীফ

প্রিয় চাচা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু তালিব আপনাকে যেভাবে হিফাজত ও সহযোগিতা করেছেন, তার বিনিময়ে আপনি কি তাঁকে কোন উপকার করতে পারবেন? উত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হ্যাঁ, আমি তাকে জাহান্নামের গভীরে দেখতে পেলাম। অতঃপর তাকে (আল্লাহ্র হুকুমে) সেখান থেকে বের করে টাখনু পর্যন্ত উঠিয়ে আনলাম। তারপর বললেন–

لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَوْلاَ أَنَا

"যদি আমি না হতাম, তাহলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।"– মুসলিম শরীফ

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ইন্তিকাল

গিরিগুহায় নিদারুন কষ্টের পরে মুক্তি লাভ করে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরলেন। এরপর চাচা আবু তালিবের শোক ভুলতে না ভুলতেই হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়েন। দশম নববী বর্ষের ২৮শে রমযান ৬৫ বছর বয়সে প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পরলোকগমন করেন।

তার মতো পুন্যবতী, ভাগ্যবতী নারীর কোন তুলনা নেই। বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে আদর্শ নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। লোকজন যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপদেশকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, তখন এ মহীয়সী নারীই সর্বপ্রথম সত্যতা স্বীকার করেন। গারে হেরা থেকে প্রথম ওহী প্রাপ্ত হয়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে সকল ঘটনা প্রকাশ করলে তিনি প্রকৃত সহধর্মিনীর ন্যায় সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন– "হে সৎ, হে মহৎ! আপনার ন্যায় মহাজনকে আল্লাহ্ কখনোই বিধ্বস্ত হতে দিবেন না।" তিনি ঘোর সঙ্কটকালে, কর্মজীবনের সর্বপ্রথম সঙ্গিনী, ধর্মজগতের সর্বপ্রথম শিষ্যা, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, সম্পদে স্বীয় দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তিনি ছিলেন ঢালস্বরূপ। পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ততম নির্ভরকেন্দ্র। দাম্পত্য জীবনের পঁচিশ বছর সেবা ও সাহচর্য দিয়ে, বিপদে শক্তি ও সাহস জুগিয়ে, অভাব-অনটনে আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ ধ্যান ও সাধনাকালে অকুণ্ঠ সহমর্মিতা দিয়ে, নতুনের শিহরণে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনন্য অসাধারণ প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে, অতুলনীয় প্রেম, ভালোবাসা ও সহানুভূতি দিয়ে হযরতের জীবনে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক জীবন্ত নিয়ামতস্বরূপ। তিনি ছিলেন বিশ্বসেরা চারজন সম্মানিতা মহিলার অন্যতম। হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ

"জান্নাতী মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, মারিয়ম বিনতে ইমরান ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন সেই মহীয়সী নারী যাকে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নিজের পক্ষ হতে ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে সালাম দেন এবং জান্নাতে তার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন।– বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ

তিনিই একমাত্র স্ত্রী যার জীবদ্দশায় হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং তার মৃত্যুর পরেও আজীবন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারবার স্মরণ করেছেন। অন্য স্ত্রীদের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে তার প্রশংসা করেছেন।

এমন সহধর্মিণীর বিয়োগে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পুণ্যস্মৃতি, আজীবন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয়ে কিরূপ করুণভাব জাগরুক হয়েছিল, অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িতে কোন প্রকার উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর আত্মীয়বর্গের বাড়িতে হাদিয়া পাঠানোর আদেশ করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাসর্বদাই হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গুণগরিমার আলোচনা করতেন বলে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একদিন তাঁকে বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেই বৃদ্ধার কথা আপনি কি বিস্মৃত হতে পারেন না! স্বয়ং হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বর্ণনায়, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরে বললেন– "না, কখনোই নয়। খাদিজার প্রেম আমার অস্থিমজ্জাগত হয়ে আছে। লোক যখন আমাকে অগ্রাহ্য করেছিল, খাদিজাই তখন আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন। সকলে যখন আমার কথাকে মিথ্যা বলেছিল, খাদিজাই তখন তার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন। যখন সকল লোক আমাকে ত্যাগ করেছিল, খাদিজা তখন আমার প্রথম সহচরী হয়েছিলেন। যখন অন্য সকলে আমাকে বর্জন করেছিল, তখন খাদিজাই ধর্মকর্মে ব্যয় করার নিমিত্তে তাঁর ধনভাণ্ডার বিলিয়ে দিয়েছিলেন।"– মুসলিম শরীফ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

তায়েফ সফর

তায়েফ সফরের পটভূমি ঃ

প্রতিবাদ করার যখন কেউ থাকে না বা প্রতিবাদ করার সাহস যখন কেউ করে না, তখন অপরাধীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও আবু তালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সে সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর শারীরিকভাবে অতটা নির্যাতন কেউ করতে পারেননি। আবু তালিব আর পৃথিবীতে নেই, প্রেমময়ী খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাও নেই। কে ছুটে আসবে নবীর পাশে? মক্কার কাফেররা নির্ভীক চিত্তে নবীর ওপরে অত্যাচার শুরু করে দিল। ইসলাম বিরোধীদের ধারণা, এতোদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচার আশ্রয়ে ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, এখন তাঁর আশ্রয়দাতা নেই। এবার তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু করে দিলে সে বাধ্য হয়েই এই কার্যক্রম ত্যাগ করবে। এই অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে কাফেররা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে অকারণে অমানবিক আচরণ শুরু করলো। নির্যাতনের নিত্য নতুন পদ্ধতি তারা প্রয়োগ করতে থাকলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরে আসার পথে তারা ময়লা-আবর্জনা, বিষাক্ত কাটা বিছিয়ে রাখতো। নামাযে সিজদারত অবস্থায় মাথা মুবারকের উপরে উটের পঁচা গলিত নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কতো যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো! কতো যে অপমান-অসম্মান করতো! তা লেখার ভাষা নেই।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের জন্য ভিন্ন ক্ষেত্র সন্ধান করতে থাকেন। এর ফলশ্রুতিতে দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাসে (৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ বিন হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সাথে নিয়ে তায়েফ রওয়ানা হলেন। এ সময় হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৫০ বছর। তায়েফ মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণপূর্ব কোণে প্রায় ৭০ মাইল দূরে। এ দীর্ঘ পথ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তিনি পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের ছাকীফ গোত্রের নেতাদের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের (কুরাঈশদের) অত্যাচার হতে তাঁকে (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) তারা রক্ষা করবেন এবং পাশাপাশি তায়েফবাসী আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আনীত দ্বীন গ্রহণ করবেন, এ আশায় তিনি এ কঠিন সফর করেন।

অতঃপর তায়েফ পৌঁছে তিনি ছাকীফ গোত্রের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা ছিলেন তিন ভাই, যথাক্রমে- আবদ ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। তাদের পিতার

নাম আমর ইবনে উমায়র। তাদের একজনের স্ত্রীর নাম ছিল সাফিয়্যা বিনতে মা'মার, তিনি কুরাঈশ বংশের ছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই আত্মীয়তার স্মরণ করছিলেন। তিনি তাদেরকে দ্বীন কবুল করার ও ইসলাম প্রচারে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানান। ঐ তিন ভাই-ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিরাশ করলো। তাদের প্রথমজন বলল–

هُوَ يَمْرُطُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ (أى يُمَزِّقُهَا) إِنْ كَانَ اللهُ أَرْسَلَكَ

'সে কা'বার গিলাফ ছিঁড়ে ফেলবে, যদি আল্লাহ্ তোমাকে রসূল করে পাঠিয়ে থাকেন।' দ্বিতীয় জন বলল–

أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَدًا يُرْسِلُهُ غَيْرَكَ؟

'আল্লাহ্ কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে রসূল হিসাবে পাঠানোর জন্য পাননি?" তৃতীয় জন বলল–

والله لا أكلِّمُكَ أبدًا، إن كنتَ رسولاً لأنت أعظمُ خطرًا من أن أرُدَّ
عليكَ الكلامَ، ولئن كنتَ تَكْذِبُ على الله ما ينبغي أن أُكلِّمَكَ–

'আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। কেননা যদি তুমি সত্যিকারের নবী হও, তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য হবে সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহ্র নামে মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে তোমার সাথে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।"– ইবনু হিশাম, আল-বিদায়াহ ওয়ান্ নিহায়াহ্

এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তিনজনকে বললেন, যা আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে– ' যে আচরণ তোমরা করলে, যদি এটাই তোমাদের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, তবে তোমরা আমার ব্যাপারটি গোপন রাখবে।' কেননা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করছিলেন যে, তাদের থেকে কুরাঈশদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তাঁর উপর তাদের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশ দিন মতান্তরে এক মাস তায়েফে অবস্থান করেন। তিনি সকলের নিকট দাওয়াত পৌঁছান। কিন্তু কেউই গ্রহণ করেনি; বরং ফিতনা-ফ্যাসাদের আশঙ্কায় বললো– "হে মুহাম্মাদ! তুমি আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও।" উপরন্তু উস্কানী দিয়ে গুন্ডা ও দাসদেরকে লেলিয়ে দেয়।

ইসলাম বিরোধীরা অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সে রাস্তার দু'দিকে পাথর হাতে দাঁড়িয়ে গেল। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, পাষন্ডের দল বৃষ্টির আকারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপরে পাথর বর্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহ্র নবী রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লেন। তায়েফের জালিমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র পা দুটো লক্ষ্য করেই আঘাত করেছিল বেশি। আল্লাহ্র নবী যখন হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন তখন তিনি জ্ঞান হারা হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। এ অবস্থাতেও নিষ্ঠুর তায়েফবাসী পাথর বর্ষণ

অব্যাহত রাখলো। আল্লাহ্‌র নবীর এই অবস্থা দেখে হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর থেকে পাথর সরিয়ে আল্লাহ্‌র নবীকে উঠালেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহায্য করতে গিয়ে হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও মারাত্মক আহত হলেন। আল্লাহ্‌র নবী হাঁটতে পারছেন না। কোন মতে অবশ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আহা! যে পায়ে একবার চুমো দিলে সমস্ত জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ খুশি হয়ে যায় আর আজ নরাধমেরা সেই পায়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। তায়েফের মাটি আল্লাহ্‌র নবীর শরীরের পবিত্র রক্তধারায় রঞ্জিত হয়ে গেল। পাষন্ডরা তবুও নিবৃত হলো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো বাড়িতে এক পাত্র পানি পর্যন্ত পাননি তায়েফে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছালো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন নাশের আশঙ্কা দেখা দিল। হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে দেয়াল ঘেরা একটা বাগানে প্রবেশ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তখন প্রায় জ্ঞানহীনের মত অবস্থা।

হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সেবা-যত্নে তিনি একটু সুস্থ হয়েই হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন নামাজের কথা। নামাজের প্রস্তুতির জন্য তিনি পায়ের জুতা খুলতে গেলেন। পারলেন না। পবিত্র রক্ত জুতা মুবারকে প্রবেশ করে পায়ের সাথে জুতা এমনভাবে বসে গেছে যে জুতা মুবারক খুলতে কষ্ট করতে হলো। ঐ বাগানের মালিক ছিল উৎবা এবং শায়বা নামক দুই ভাই। তারা সে সময় বাগানেই অবস্থান করছিল। আল্লাহ্‌র নবীর উপরে যে অত্যাচার হচ্ছিল তা তারা দেখেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইতিমধ্যেই ঐ মহিলার দেখা হলো, যে মহিলা ছিলেন কুরাঈশ গোত্রের এবং তায়েফের তিন নেতার একজনের সাথে যার বিয়ে হয়েছিল।

আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মহিলার দিকে তাকিয়ে অনুযোগের কণ্ঠে বললেন, 'তোমার স্বামীর ভাইয়েরা আমার সাথে কেমন আচরণ করলো দেখলে তো?'

মূসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেন যে, তিনি তাদের থেকে ছাড়া পেলেন তখনও কদম মুবারক বেয়ে পবিত্র রক্ত ঝড়ছিলো। কদম মুবারকের গোড়ালী ফেটে রক্তে জুতা মুবারক ভরে যায়। এভাবে রক্তাক্ত দেহ মুবারক নিয়ে তিন মাইল হেটে শহরের বাইরে যান। সেখানে মক্কার নেতা উৎবা ও শায়বা দুই ভাইয়ের আঙ্গুরের বাগানে গাছের ছায়ায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নেন।

প্রিয় নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাকুল মনে তখন আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করছিলেন, তা 'মজলুমের দু'আ' নামে প্রসিদ্ধ। দু'আ করলেন–

اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ-

"হে আল্লাহ্! আমার অক্ষমতা ও সহায়-সম্বলহীনতা এবং মানুষের কাছে আমার নগণ্যতার জন্য আমি আপনারই কাছে ফরিয়াদ করছি। হে পরম দয়াময়! আপনি দুর্বলদের প্রতিপালক। আপনি আমার রব। আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করছেন? আমার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করে, সেই অনাত্মীয়ের হাতে? নাকি সেই শত্রুর হাতে যাকে আমার উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন? আমার প্রতি যদি আপনার অসন্তুষ্টি না থাকে, তবে আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তাই আমার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমার প্রতি আপনার ক্রোধ কিংবা আপনার অসন্তুষ্টি বর্ষণ হতে আমি আপনার সেই নূরের আশ্রয় চাই, যা দ্বারা সকল অন্ধকার তিরোহিত হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্যাসমূহের সুরাহা হয়। আপনি ছাড়া আর কারো ক্ষতি প্রতিহত করার এবং উপকার করার ক্ষমতা নেই।"

এ সময় উৎবা ও শায়বা'র হৃদয়ে দয়া হলো, তারা হযরত আদ্দাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মাধ্যমে আঙ্গুর পাঠালো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বিসমিল্লাহ্' বলে খাদ্য গ্রহণ করলেন। হযরত আদ্দাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কসম করে বলেন– "এ ধরনের কথা এ দেশের লোকেরা বলে না।" হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– তুমি কোন দেশের লোক? তোমার দ্বীন কি? সে উত্তরে বললো– আমি নীনাওয়ার অধিবাসী। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– নেককার বান্দা ইউনুস ইবনে মাত্তার দেশ। হযরত আদ্দাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কসম করে বললেন– "আমি সেখান থেকে এসেছি, আপনি কিভাবে তাকে চিনেন?" উত্তরে বললেন– "তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন আর আমিও নবী।" তখন হযরত আদ্দাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঝুঁকে পড়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথা মুবারক, হাত মুবারকদ্বয় ও পা মুবারকদ্বয় চুম্বন করতে লাগলেন। দূর থেকে উৎবা ও শায়বা এ দৃশ্য দেখে বলতে লাগলো– লোকটি আমাদের ক্রীতদাসকে বিগড়ে দিল। হযরত আদ্দাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মনিবের কাছে এসে বললেন–

يَا سَيِّدِي مَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ-

"হে মনিব! পৃথিবীতে এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে খবর দিয়েছেন, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না।"

তায়েফ সফর প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন–

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ فَقَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ

"তিনি একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেন উহুদের দিন অপেক্ষা কষ্টের দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার কওমের কাছ থেকে যে কষ্ট পেয়েছি তার চেয়ে সেটি অধিক কষ্টদায়ক ছিল। আর তা ছিল আক্বাবার (তায়েফের) দিনের আঘাত। যেদিন আমি (তায়েফের নেতা) ইবনে 'আব্দে ইয়ালীল বিন 'আব্দে কুলাল এর কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে তাতে সাড়া দেয়নি। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসার পথে কারনুছ ছা'আলিব (কারনুল মানাযিল) নামক স্থানে পৌঁছার পর কিছুটা স্বস্তি পেলাম।"– মুসলিম শরীফ

রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসেন। তায়েফের একজন পুরুষ বা মহিলাও তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না।

তায়েফ হতে ফেরার পথে যখন তিনি 'ক্বারনুল মানাযিল' নামক স্থানের নিকটবর্তী হলেন, তখন মাথার উপর মেঘের ছায়ার মত অনুভব হলো। দৃষ্টি তুলে দেখলেন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সামনেই হাজির। ডেকে বললেন– আপনার কওম আপনাকে কি জবাব দিয়েছে আল্লাহ্ তা শুনেছেন। এতো পাহাড়ের নিয়ন্ত্রক ফিরিশতা। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে দু'দিকের পাহাড় এসব লোকদের উপর চেপে ধরা হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– না, আমি আশা করি আল্লাহ্ তাদের বংশে এমন সব লোক সৃষ্টি করবেন, যারা এক ও লা শরীক আল্লাহ্র দাসত্ব করবে।– বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফ

তায়েফের দিনটি ঃ

তায়েফের দিনকে সর্বাধিক দুঃখময় দিন বলার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, উহুদের ঘটনায় দান্দান মুবারক শহীদ হলেও সেদিন তাঁর সাথী মুজাহিদ ছিলেন অনেক, যারা তাঁর দ্বীন প্রচারের কাজ চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু উহুদের ঘটনার প্রায় ছয় বছর পূর্বে তায়েফের সেই মর্মান্তিক ঘটনার দিন তাঁর সাথী কেউ ছিল না জায়েদ বিন হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া। অতএব, তায়েফের ঘটনা উহুদের ঘটনার চেয়ে নিঃসন্দেহে অধিক কষ্টদায়ক ও অধিক হৃদয় বিদারক ছিল।

স্মরণীয় ঃ

তায়েফের ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি– কঠিন বিপদে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য চাইতে হবে। যতবড় বিপদই আসুক তাতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। দ্বীনের প্রসারের লক্ষ্যে দুনিয়াবী উৎসের সাহায্য নেয়া বৈধ। সুযোগ ও শক্তি হাতে পেলে শত্রু বা বিরোধী পক্ষের ধ্বংশের কামনা না করাই মহত্বের কাজ। হয়তো একদিন তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর হিদায়াতের পথে আসতে পারে। আল্লাহ্‌র রসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে যে প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশতাকে যে উত্তর দিলেন তা হতেই তাঁর মহত্ত্ব, ধৈর্য, উদারতা, আন্তরিকতা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতার পূর্ণতম ও পুণ্যতম আদর্শ পরিস্ফুট হচ্ছে। যারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু, চিরদিন তাদের হৃদয় নানা প্রকার দুরভিসন্ধির কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়ে আছে।

পবিত্র মক্কা প্রত্যাবর্তন ঃ

প্রিয় নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারনুল মানাযিল পৌঁছার পর কিছুটা স্বস্তি পেলেন। দেখলেন একখন্ড মেঘ ছায়া দিচ্ছে, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে দেখলেন, তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। তখন মন থেকে তায়েফের দুঃখ-বেদনা মুছে যায়। তিনি পুনরায় মক্কায় ফিরে গিয়ে পূর্ণোদ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সংকল্প করলেন। নাখলা হতে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে জাবালে নূরের নিকট আসলেন। তখন হযরত জায়িদ বিন হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– মক্কা প্রবেশের পূর্বে কোনও একজন সরদারের আশ্রয় গ্রহণ করা ভালো, যাতে কাফিররা কোন ক্ষতি করতে না পারে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ গ্রহণ করেন। প্রথমে হযরত আল-আখনাস ইবনে শারীক, পরে সুহায়ল ইবনে আমর এর নিকট আশ্রয় চান, কিন্তু তারা গ্রহণ করলো না। অতঃপর তিনি মুত'ইম ইবনে আদিয়্যির নিকট আব্দুল্লাহ্-কে পাঠালেন। মুত'ইম বললেন, আমি আশ্রয় দিবো, আসতে বলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রি বেলা তার নিকট গেলেন ও সেখানে অবস্থান করেন।

সকাল বেলা মুত'ইম ইবনে আদিয়্যি নিজে এবং তাঁর ছয় অথবা সাত পুত্র সকলেই অস্ত্র সজ্জিত হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ কা'বা শরীফে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্-কে বললেন, আপনি তাওয়াফ করুন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করতে লাগলেন এবং মুত'ইম ও তাঁর পুত্রগণ তাওয়াফের স্থানে বসে রইলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাঁকে আশ্রয় দেয়ার জোরদার ঘোষণা।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ শেষে বাইরে আসেন এবং তারা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন। এর কিছুদিন পরই হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের অনুমতি পান। তিনি মুত'ইম বিন আদিয়্যির

এই সৌজন্যের কথা কখনো ভুলেননি। এই ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর সংঘটিত বদরের যুদ্ধে বন্দি কাফেরদের মুক্তির ব্যাপারে তিনি বলেন– **"যদি মুত'ইম বিন আদিয়্যি বেঁচে থাকতো এবং এসব দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুপারিশ করতো, তাহলে তার খাতিরে আমি এদের সবাইকে ছেড়ে দিতাম।**– বুখারী শরীফ

মুত'ইম বিন আদিয়্যি ৯০ এর অধিক বয়সে বদর যুদ্ধের পূর্বে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

জ্বিন্নদের ইসলাম গ্রহণ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন্ন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"–কুরআন (৫১ঃ৫৬)

তাই উক্ত আয়াত সঠিকভাবে পালন করলে উভয় জাতিই পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত প্রাপ্ত হবে এবং এতে গাফিলতি করলে জাহান্নামী হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

"আমিতো বহু জ্বিন্ন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি।"– কুরআন (৭ঃ১৭৯)

উভয় জাতিকেই সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَٰتِي
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا

" হে জ্বিন্ন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি যারা আমার নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট বিবৃত করতো এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো।"– কুরআন (৬ঃ১৩০)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্বিন্নদেরও নবী। তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর জিম্মাদারিও তাঁর ছিল। আর সেই জিম্মাদারি তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। জ্বিন্নদের নিকট তিনি তাওহীদ ও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। আর তাদের অনেকেই উক্ত দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হয়েছেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নাখলা নামক প্রান্তরে যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর মধ্যরাত্রে তিনি নামাযে দন্ডায়মান হলে নাসীবিন (সিরিয়ার একটি স্থান) এর একদল জ্বিন্ন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন, মতান্তরে নয়জন। হযরত আবু জায়দ আল-বালখী সাতজনের

নাম এরূপ বর্ণনা করেছেন– হাস্‌স, মাস্‌, শারিসাহ্‌, নাহির, লাউরদ, সারসান, আল-আহকাব। অতঃপর তারা হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং ঈমান আনয়ন করতঃ স্বীয় কওমের নিকট ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে ৪৬ঃ২৯-৩১ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

এই সময় তারা খাবারের আবেদন করলে হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– যে কোনো হাড্ডিতে 'বিসমিল্লাহ্‌' বললে তা গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে। চতুষ্পদ জন্তুর শুকনো মলে 'বিসমিল্লাহ্‌' বললে তা তাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহের জন্য সবুজ ঘাসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি মানবজাতিকে হাড্ডি ও জীব-জন্তুর শুকনো বিষ্ঠা দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করে বললেন– 'এটা তোমাদের ভাই জ্বিনদের খাবার।'– আস-সুহায়লী

তায়েফে যা দেখলাম ঃ

পবিত্র হজ্জ সম্পাদনের পর ২৫/০৮/২০১৮ইং তারিখে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা অধম লেখককে তায়েফ সফর করার সুযোগ দান করলেন। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৭০ মাইলের দূরত্ব। সকাল বেলা রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায় হেরেম শরীফে ফিরে আসি। বর্তমান সময়ে যাওয়া-আসার খুবই ভালো পাকা রাস্তা, তবুও খুবই কঠিন পথ। প্রায় সাত হাজার ফুট উচু পাহাড়ী পথে উঠা মোটেই সহজ বিষয় নয়। একেক সময় গাড়ি ভারসাম্যহীন হওয়ার উপক্রম। আলহামদুলিল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ নিরাপদে যিয়ারত সম্পন্ন করার তওফিক দান করেছেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আর বরকতে বর্তমানে তায়েফ এমন একটি সুন্দর শহর, যা বর্ণনার ভাষা নেই। এ দৃশ্য না দেখলে বুঝা যায় না। শহরে প্রবেশ দ্বারে সুন্দর তোরণ, এর সামনেই গাড়ি থামলো আমরা অবতরণ করলাম। কি আশ্চর্য, মরুর দেশে, বালু-পাথর আর পাহাড়ে উঁচু স্থানে এরকম সাজানো গাছ-পালা, তরু-লতা, সব সবুজ আর সবুজ। কল্পনাতিত এ মনোরম দৃশ্য। মহা কৌশলীর মহা কুদরত ছাড়া আর কিছুই নয়। সুবহান আল্লাহ্‌।

পরিকল্পিতভাবে সাজানো গোছানো খুবই পরিচ্ছন্ন, মনে হলো বাগানের খুবই যত্ন ও পরিচর্যা করা হয়। এতো মনোমুদ্ধকর দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবলাম– বাংলাদেশের পার্কগুলোতে এতো যত্ন নেয়া হয় না, মনে হয় এতো সুন্দর বাগান বিরল।

আমরা শহরের দিকে অগ্রসর হলাম। মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদে যে আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে গেলাম। এই বাগানে হযরত আদ্দাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আঙ্গুর দিয়ে মেহমানদারী করেন, সেবা করেন ও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নামাজ, দু'আ-মুনাজাত করলাম। কি বলবো! অনেক রহমত লাভে ধন্য হলাম। আল-হামদুলিল্লাহ্‌

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চলার পথে কাটা দেয়া সেই বুড়ির বাড়ি গেলাম। সেখানে একটি মসজিদ আছে নাম 'মসজিদে আলী'। কয়েকটি গাছ দেখলাম। লোকে বলে সেই কাটা ওয়ালা গাছটি দাড়িয়ে আছে! মিনারায় উঠলাম, কিছু সময় অবস্থান করলাম। প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে চুম্বন লাভে ধন্য সেই মাটি। বালু পাথরের স্থানের বরকত লাভে সকলেই আত্মহারা। আলহামদুলিল্লাহ্! প্রাণ ভরে নামায, দু'আ-মুনাজাত করলাম।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর মাজার ও মসজিদে গেলাম। তাঁর সীনা মুবারক হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীনা মুবারকের উসিলায় মু'মিনদের সীনায় কুরআন শরীফের ফায়েজ বিতরণ হচ্ছে। তাঁর বরকতে ধন্য সেই জায়গা। খুবই বড় ও সুন্দর মসজিদ, নামায পড়লাম, যিয়ারত ও দু'আ করলাম।

এরপর পৌঁছালাম সেই স্থানে যার বর্ণনা লিখতে গেলে কোন ভাষা পাওয়া যায় না, কলমে লেখার শক্তি থাকে না। কি যে সেই স্মৃতি! তায়েফের বালকেরা যে স্থানে দু'জাহানের বাদশাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাথর নিক্ষেপ করেছিল। মনে হচ্ছিল, পাথরগুলোও যেন নবীর বেদনায় বেদনাতুর, পাথরগুলোতে লাল আভা দৃশ্যমান হচ্ছে। আমাদের কাফেলায় ৩৬ জন লোক ছিলাম, প্রায় প্রত্যেকেই ভাবাবেগে ব্যাকুল। নবীর বেদনায় সেই পাহাড়-পর্বত, বালু কণারাশি পর্যন্ত কেঁদেছে বলে বিশ্বাস। আকাশ-জমিন সবাই যেন নবীর প্রেমে, মায়া-মমতায় মাতম করছে। এরপরও নবীর ক্ষমা ও দয়া পেয়ে আজ তায়েফ ধন্য। সেই শীতল হাওয়া, গাছ-পালা ঘেরা, শস্য-শ্যামল পরিবেশ দেখে মন জুড়িয়ে যায়। সত্যি তায়েফের জমিন দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহ্র প্রতি প্রেম, মানব দরদী মন, ধৈর্যের অতুলনীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা লাভ করা অপরিহার্য। সব মিলিয়ে তায়েফ সফর আমার জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

তায়েফের ঘটনার গুরুত্ব ঃ

তায়েফের ঘটনা ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দয়া ও রহমতের মাহাত্ম্য, আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর তাঁর অপরিসীম স্নেহের দৃষ্টান্ত, ধৈর্য ও দৃঢ়তার বিস্ময়কর উদাহরণ। সৃষ্টির উপকার সাধনে তাঁর আগ্রহ এবং আল্লাহ্র পয়গামের সত্যতার উপর তাঁর অতুলনীয় বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। এটি একটি দুর্লভ ঘটনা। যারা পাথর মেরেছে, রক্তাক্ত করেছে, তাদের কল্যাণ কামনা করেছেন, হিদায়াতের আশা করেছেন।

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক মোড়ও বটে। মক্কা ও তায়েফ ভূ-খণ্ডের লোকেরা যখন 'পয়গামে হক্ব' শুনতে রাজী নয়, আল্লাহ্ তা'য়ালা তখন ইয়াসরিবের দরজা উন্মুক্ত করে দেন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ মদীনায়ই সোনালী যুগের সূচনা হয় এবং মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বিরাট অংশ সত্যদ্বীনের আলোতে আলোকিত হয়।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিযরত

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) উপর বিশেষভাবে নবুয়তীর চতুর্থ বছরে জুলুম নির্যাতন শুরু হয় এবং পঞ্চম বছরে এটা চরমে পৌছে। তাদের মক্কা শরীফ অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এ কঠিন সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা কাহাফ অবতীর্ণ করে ঈমানদারদেরকে ভবিষ্যত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন– আসহাবে কাহাফ এর বর্ণনায় বুঝা যায়, দ্বীন-ঈমান যখন আশঙ্কার সম্মুখীন হয়, তখন কুফরী ও জুলুমের স্থান থেকে হিযরত করতে হবে (১৮ঃ১৬-১৮)।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিজির আলাইহিস সালাম এর বর্ণনায় পাওয়া যায়, সব সময় প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী পরিণাম ফল নির্ণয় করা যায় না, কখনো বিপরীতও হতে পারে। আর জুলুমের ফলাফল বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক (১৮ঃ৭১-৮০)।

যুল্করনাইন এর ঘটনায় ইঙ্গিত রয়েছে– এ পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালারই, যাকে চান তিনি (আল্লাহ্) তাকে দান করেন। নেককার বান্দারাই এর অংশীদার হওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হক্বদার। এরপর 'সূরা কাহাফ' ও 'সূরা জুমার" নাজিল হয়। এ সূরায়ও হিযরতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ্র জমিন সংকীর্ণ নয়।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরেছিলেন যে, হাবশার বাদশাহ্ "আসহামা নাজ্জাশী" ন্যায় পরায়ণ শাসক। সেখানে জুলুম নির্যাতন নেই। এ কারণে দ্বীন রক্ষার জন্য পঞ্চম নববী বর্ষে রজব মাসে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর একটি দলকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাবশায় হিজরত করার আদেশ দেন। দলে বার জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা ছিলেন, আর দলনেতা ছিলেন হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। সঙ্গে ছিলেন নবী দুহিতা হযরত রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং হযরত লুত আলাইহিস সালাম এর পর আল্লাহ্র পথে হিযরতকারী এরাই প্রথম দল।"

মুহাজিরীণগণের নাম

১) হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ২) হযরত সাইয়্যেদা রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, ৩) হযরত আবু হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৪) তাঁর সহধর্মিণী হযরত সালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, ৫) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুফাতো ভাই হযরত জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৬) হযরত মুসয়াব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৭) হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (তিনি আশ-আরাহ্-ই মুবাশ্শারাহ্গণের একজন), ৮) হযরত আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৯) তাঁর সহধর্মিণী হযরত উম্মে

সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, ১০) হযরত উসমান বিন মাজউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ১১) হযরত আমের বিন রবীয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি বদরী সাহাবী, ১২) তাঁর সহধর্মিণী হযরত লায়লা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, ১৩) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুফাতো ভাই হযরত আবু সাবুরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ১৪) হযরত সুহাইল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ১৫) সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ১৬) কেউ কেউ হযরত আবু হাতিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নাম উল্লেখ করেছেন।

সাহাবায়ে কিরামের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এ দলটি গোপনে রাতের অন্ধকারে বের হলেন। তারা লোহিত সাগরের শুরাইবা বন্দরের দিকে অগ্রসর হন। তাঁরা সৌভাগ্যক্রমে দুটি নৌকা পেলেন এবং নিরাপদে হাবশায় পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে মুসলমানগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। কুরাঈশগণ খবর পেয়ে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত ছুটে যায় এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

একই বছর রমযান মাসে একদিন কুরাঈশ নেতারা হারাম শরীফে সমবেত হয়েছিল। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে সূরা নাজম তিলাওয়াত শুরু করেন। মধুর সূরে এ তিলাওয়াত শ্রবণে তারা মোহিত হয় এবং সকল চিন্তা ভুলে যায়। সূরার শেষে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় যান। সাথে সাথে পৌত্তলিকরাও সিজদা করে। তারা নিজেদের অজান্তেই সিজদায় শির নত করেছিল। তাদের অনুপস্থিত লোকেরা এর জন্য তাদেরকে তিরস্কার করলো। তখন তারা মিথ্যা রটনা করলো যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মানের সাথে আমাদের মূর্তিগুলোকে উল্লেখ করেছেন, এজন্য আমরা তার সাথে সিজদা করেছি। তারা বানোয়াট কথার আশ্রয় নিবে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

কুরাঈশগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সিজদা করার কারণে হাবশায় ভুল খবর পৌঁছেছিল যে, কুরাঈশগণ মুসলমান হয়েছে। অতঃপর শাওয়াল মাসে তারা মক্কা শরীফে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। মক্কা শরীফ থেকে একদিনের দূরত্বের সময় তারা প্রকৃত খবর পেলেন। তখন কিছু লোক হাবশায় ফিরে যান আর কিছু লোক গোপনে বা কোন লোকের আশ্রয়ে মক্কা শরীফ প্রবেশ করেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিযরত

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সাথে বাদশাহ্ নাজ্জাশী খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন, সেখানে মুসলমানগণ ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছেন, এ খবর মক্কার পৌত্তলিকদের অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুসলমানগণ অন্যত্র গিয়ে নিরাপদে জীবন-যাপন করবে এটা তারা কখনো ভাবতেই পারেনি। আগত মুহাজিরিন ও নওমুসলিমদের উপর তাদের নির্যাতন

বেড়ে গেল। তখন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় হাবশায় মুসলমানদেরকে হিযরত করার পরামর্শ দিলেন। এবার ৮২/৮৩ জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। এতে ১৮/১৯ জন মহিলাও ছিলেন। এ দলের অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আল্লাহ্ তাদের জন্য হাবশায় যাওয়ার পথ সহজ করে দিয়েছিলেন।

কুরাঈশদের ষড়যন্ত্র ঃ

মুসলমানগণ জীবন ও ঈমান নিয়ে নিরাপদে চলে গেছেন, এটা কুরাঈশদের জন্য মারাত্মক মনোবেদনার কারণ হলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রবিয়া-কে হাবশায় পাঠাবেন। তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। বাদশাহ্কে দেয়ার জন্য এ দু'জন দূতের হাতে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালেন। তারা বাদশাহ্র দরবারে পৌঁছে উপঢৌকন পেশ করেন। অতঃপর আবেদন করলেন– হে বাদশাহ্! আপনার দেশে আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পালিয়ে এসেছে। তারা স্বজাতির ধর্ম ত্যাগ করেছে, আর আপনার ধর্মও বিশ্বাস করে না, বরং এক নবআবিস্কৃত ধর্ম বিশ্বাস করে। তাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছে। দরবারের সভাসদরাও চাচ্ছিলেন বাদশাহ্ যেন মুসলমানদের ফিরিয়ে দেন।

নাজ্জাশী চিন্তা করলেন– বিষয়টি ভালোভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। তিনি মুসলমানদেরকে দরবারে ডাকলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সিদ্ধান্ত নিলেন– আমরা নির্ভয়ে সত্য কথা বলবো, পরিণাম যাই হোক। দরবারে আসার পর নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলেন– "আপনারা যে ধর্ম বিশ্বাসের কারণে স্বজাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, সেটা কি? এমনকি আমার ধর্মেও প্রবেশ করেননি।"

হযরত জাফর ইবনে আবু তাবেল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ভাষণ ঃ

মুসলমানদের মুখপাত্র হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– বাদশাহ্ আমরা ছিলাম মূর্তি পূজায় লিপ্ত একটি মূর্খ জাতি। আমরা মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করতাম। পাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম। নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম। আমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ছিল তারা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতো। আমরা যখন এরূপ অবস্থায় ছিলাম তখন আল্লাহ্পাক আমাদের মধ্য থেকে একজনকে রসূলরূপে পাঠালেন। তাঁর উচ্চ বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, আমানতদারি, বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমরা আগে থেকে জানতাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডেকেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, আমরা যেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্-কে মানি এবং তাঁর ইবাদত করি। যেসব মূর্তিকে এবং পাথরকে আমাদের পিতা, পূর্বপুরুষরা পূজা করতেন সেসব যেন পরিত্যাগ

করি। তিনি আমাদেরকে সত্য বলার, আমানত আদায় করার, নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের, পাপ না করার এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা বলা, ইয়াতিমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং সতী পুণ্যশীলা মহিলার নামে অপবাদ না দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যেন শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি। তিনি আমাদের নামায আদায়, রোযা রাখা এবং যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এভাবে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরার পর বললেন– 'আমরা সেই পয়গম্বরকে সত্য বলে মেনেছি, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও আনুগত্য করেছি। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করি না। সেই পয়গম্বর যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ বলেছেন, আমরা সেগুলোকে নিষিদ্ধ মনে করি। আর যেগুলোকে হালাল বা বৈধ বলেছেন আমরা সেগুলোকে হালাল বা বৈধ মনে করি। এসব কারণে আমাদের স্বজাতীয় লোকেরা আমাদের উপর নাখোশ হয়ে গেছে। তারা আমাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চায় আমরা যেন আল্লাহ্‌পাকের ইবাদত পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজার প্রতি ফিরে যাই। যেসব নোংরা জিনিসকে ইতিপূর্বে হালাল বা বৈধ মনে করেছিলাম সেসব কিছুকে যেন হালাল বা বৈধ মনে করি। ওরা যখন আমাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে, পৃথিবীকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং তারা আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন আমরা আপনার দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি এবং অন্যদের তুলনায় আপনাকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার আশ্রয়ে থাকা পছন্দ করেছি। আমরা এ আশা পোষণ করি যে, আপনার এখানে আমাদের উপর কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার করা হবে না।"

নাজ্জাশী বললেন, আমাকে তোমাদের রসূলের আনীত গ্রন্থ থেকে একটু পাঠ করে শোনাও।

হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূরা মরিয়মের প্রথম অংশের কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনে নাজ্জাশীর মনের পরিবর্তন হলো, তিনি অবিরাম কাঁদতে লাগলেন, তাঁর দাঁড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল। তাঁর ধর্মীয় উপদেষ্টারাও এতো বেশি কাঁদলেন যে, তাদের সামনে মেলে রাখা ধর্মীয় গ্রন্থের উপর অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। নাজ্জাশী এরপর বললেন, এই বাণী এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর আনীত বাণী একই উৎস থেকে উৎসারিত। এরপর নাজ্জাশী আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে রবিয়া-কে বললেন, তোমরা চলে যাও আমি ওই সব লোককে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না। এখানে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কারসাজি আমি সহ্য করবো না।

বাদশাহ্‌র নির্দেশে প্রতিনিধিরা দরবার থেকে বেরিয়ে এলো। পরদিন আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বাদশার দরবারে গিয়ে বললেন– হে বাদশাহ্! ওরা ঈসা

ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে এক অদ্ভূত কথা বলে। এ কথা শুনে নাজ্জাশী পুনরায় মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মুসলমানদের মতামত জানতে চাইলেন। মুসলমানরা এবার ভয় পেয়ে গেলেন। তবুও তারা ভাবলেন, আল্লাহ্ ভরসা, যা হবার হবে, আমরা সত্য কথাই বলবো।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন- আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সেই কথাই বলে থাকি যে কথা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁর রসূল, তাঁর রূহ এবং তাঁর কালেমা। যাঁকে আল্লাহ্‌পাক কুমারী সতী-সাধ্বী হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম এর ওপর ন্যস্ত করেছেন।'

নাজ্জাশী মুসলমানদের বললেন, যাও, তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যারা তোমাদের গালি দিবে তার ওপর জরিমানা ধার্য করা হবে। আমি চাই না কেউ তোমাদের কষ্ট দিক আর তার পরিবর্তে আমি সোনার পাহাড় লাভ করি। এরপর নাজ্জাশী তার ভৃত্যদের বললেন, মক্কা থেকে আগত প্রতিনিধিদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও, ওগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

এঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, কুরাঈশদের উভয় প্রতিনিধি এরপর তাদের আনীত উপঢৌকনসহ অসম্মানজনকভাবে দেশে ফিরে এলো। আমরা নাজ্জাশীর দেশে একজন ভালো প্রতিবেশীর মত অবস্থান করতে লাগলাম।

নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

প্রবাসী মুসলমানগণ স্বদেশে ফেরার সময় বাদশাহ্ নাজ্জাশী তাদের কাছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, নাজ্জাশী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হলে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে নিয়ে তাঁর গায়েবী জানাযার নামায আদায় করে তাঁর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

সত্য কিরূপে নিজে নিজের পথ পরিষ্কার করে নেয়, শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচারণের মধ্য দিয়ে কিরূপে তার জয় আরম্ভ হয়, এ ঘটনায় তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় উৎপীড়িত মুসলমান, কুরাঈশদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে আবিসিনিয়ায় হিযরত করলেন, ঘটনার এটাই বাহ্যিক অবস্থা। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে, প্রকৃতপক্ষে এটাই ইসলামের বিদেশে প্রেরিত প্রথম 'মিশন'। আর কুরাঈশদের প্রতিনিধি প্রেরণই নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের প্রধান কারণ। বস্তুতঃ শত্রুরাই সত্যের জয় লাভের প্রধান সহায়। সে জন্য পরীক্ষার যে কোন অবস্থায় এবং সাধনার যে কোন স্তরে, সত্যের সাধকের পক্ষে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ

মি'রাজ পরিচিতি ঃ

মি'রাজ (معراج) শব্দটি উরূজ (عروج) ধাতু হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণ করা। এ ঘটনার বর্ণনায় কুরআন শরীফে ইসরা (اسراء) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং কালাম শাস্ত্রীয় কিতাবে এটাকে মি'রাজ (معراج) বলা হয়েছে। ইসরা (اسراء) শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈশ ভ্রমণ। যেহেতু হযরত রসূলে আকরাম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ভ্রমণ রাতেই হয়েছিল তাই একে ইসরা বলা হয়।

মি'রাজ-কে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। মক্কা শরীফ তথা মসজিদুল হারাম হতে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা মসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা বা রাত্রি ভ্রমণ এবং মসজিদুল আকসা হতে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত সফরকে মি'রাজ বলা হয়। সিদরাতুল মুন্তাহা থেকে আরশ ও লা-মাকান পর্যন্ত সফরকে বলা হয় ই'রাজ। কিন্তু সাধারণভাবে পূর্ণ ভ্রমণকেই এক নামে মি'রাজ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কুরআন, হাদীস-ই মুতাওয়াতির এবং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা যথাক্রমে এ তিনটি পর্যায়ের মি'রাজ প্রমাণিত।

সময়কাল ঃ

নূরনবী রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ৫১ বছর ৫ মাস ১৫ দিন অর্থাৎ দ্বাদশ নববী বছরে ২৭শে রজব রাতে পবিত্র মি'রাজ সংঘঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়ত প্রকাশের বয়স হয়েছিল ১১ বছর ৫ মাস ১৫ দিন।

কুরআন শরীফের আলোকে মি'রাজ ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

"পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি স্বীয় (মাহবুব) বান্দা-কে রাতের বেলায় নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয়ই তিনি শুনেন, দেখেন।"– কুরআন (১৭ঃ১)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

"আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মাত্র মানুষের পরীক্ষার জন্য দেখিয়েছি।"– কুরআন (১৭ঃ৬০)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ۝ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ

"কসম অন্তগামী নক্ষত্রের, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্তও নয়, বিপথগামীও নয়, সে মনগড়া কথা বলে না, মহাশক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী (আল্লাহ্) তাঁকে (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং তিনি পূর্ণত্বে পৌঁছেছেন এবং তিনি আকাশের সর্বোচ্চ মণ্ডলে আরোহণ করেছেন। অতঃপর তিনি (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (আল্লাহ্ তা'য়ালার) নিকট হতে এরূপ নিকটতর হলেন যে উভয়ের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক পরিমাণ বা আরও কম ব্যবধান রইলো। তারপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বান্দার নিকট ওহি নাজিল করলেন যা তাঁর নাজিল করার ছিল। তাঁর (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) হৃদয় অবিশ্বাস করেনি যা তাঁর চক্ষু দেখেছে। তিনি যা দেখেছেন তা নিয়ে তোমরা কি তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করো? এবং নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে (আল্লাহ্-কে) শেষ প্রান্তস্থিত সিদরা বৃক্ষের নিকট আর একবার দেখেছেন, যার নিকট জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত আছে। যখন সেই সিদরা বৃক্ষকে যা আচ্ছাদন করার ছিল তা (অর্থাৎ সোনালী, লাল হলুদ প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের পাখির আকার বিশিষ্ট ফিরিশতা এবং আল্লাহ্পাকের অবর্ণনীয় জ্যোতিঃ) আচ্ছাদিত করে ফেললো, তখন তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্টও হয়নি, আবার ইতস্ততঃ সঞ্চালিতও হয়নি। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ দেখেছেন।"– কুরআন (৫৩ঃ১-১৮)

হাদীস শরীফের আলোকে মি'রাজ ঃ

০১। হযরত কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে তিনি হযরত মালেক ইবনে সা'সাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যেই রাত্রে মি'রাজ (আকাশ ভ্রমণ) করানো হয়েছিল, সেই রাত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি তাদেরকে (সাহাবাগণকে) বলেছেন, "একদিন আমি কা'বা শরীফের হাতীম অংশে কাত হয়ে শুয়েছিলাম। রাবী (কাতাদাহ্ রাঃ) কখনো কখনো (হাতীমের স্থলে) 'হিজব' শব্দ

বলেছেন (বস্তুত উভয়টি একই স্থানের নাম)। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার কাছে আসলেন এবং তিনি এ স্থান হতে এ স্থান পর্যন্ত চিরিয়া ফেললেন। অর্থাৎ, হলকুমের নিম্নভাগ হতে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। অতঃপর তিনি আমার কলব বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের থালা আমার কাছে আনা হলো, এরপর আমার কলবকে ধৌত করা হয়, তারপর একে ঈমানে পরিপূর্ণ করে আবার পূর্বের জায়গায় রাখা হয়। অপর এক বর্ণনায় আছে– অতঃপর যম্‌যমের পানি দ্বারা পেট ধৌত করা হয়, পরে ঈমান ও হিকমতে একে পরিপূর্ণ করা হয়। তারপর আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় এক সাদা বর্ণের বাহন আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। একে বলা হয় 'বোরাক'। এর দৃষ্টি যতদূর যেতো, সেখানে একটা পা রাখতো। (অর্থাৎ, এর পথ অতিক্রমের গতিবেগ ছিল দৃষ্টিশক্তির গতিবেগের সমান।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমাকে এর উপরে আরোহণ করানো হলো। এবার হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে সঙ্গে নিয়ে (ঊর্ধ্বলোকে) যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? উত্তরে তিনি বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতোই না উত্তম! এরপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভিতরে পৌঁছালাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে, (তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে) জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, ইনি হলেন আপনার পিতা আদম, তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে দেখতে পেলাম হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-কে। তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাত ভাই। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম (আমাকে) বললেন– ইনি হলেন ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস সালাম আর উনি হলেন– ঈসা আলাইহিস সালাম, আপনি তাদেরকে সালাম করুন। যখন আমি সালাম করলাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করে আমি সেখানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন– নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম সেখানে হযরত ইদ্রীস আলাইহিস সালাম। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– ইনি হযরত ইদ্রীস আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। অতঃপর তিনি জবাব দিয়ে বললেন– নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

এরপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং পঞ্চম আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি ভিতরে পৌঁছলাম, সেখানে হযরত হারূন আলাইহিস সালাম-কে দেখলাম। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– ইনি হযরত হারূন আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। অতঃপর তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন– নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আমাকে নিয়ে আরও উর্ধ্বে আরোহণ করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর

সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতোই না উত্তম! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম, তখন সেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে দেখলাম। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– ইনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। অতঃপর তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেন– নেককার ভাই ও নেককার নবীর প্রতি সাদর অভিনন্দন। অতঃপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন– আমি এ জন্য কাঁদতেছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবক-কে (নবী হিসেবে) প্রেরণ করা হলো, যার উম্মত আমার উম্মত অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কে? তিনি উত্তরে বললেন– (আমি) জিব্রাঈল। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনার সঙ্গে আর কে? তিনি বললেন– মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন– হ্যাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। ভিতরে প্রবেশ করলাম, সেখানে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেলাম। হযরত জিব্রাঈল বললেন– ইনি আপনার পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন– নেককার পুত্র ও নেককার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত উঠানো হলো। আমি দেখতে পেলাম, এর ফল হাজার নামক অঞ্চলের মটকার মতো এবং এর পাতা হাতীর কানের মতো। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি (সেখানে) আরও দেখতে পেলাম চারটি নহর। দুটি নহর অপ্রকাশ্য, আর দুটি প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাঈল! এই নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দুটি হলো জান্নাতে প্রবাহিত দুটি নহর। আর প্রকাশ্য দুটি হলো (মিসরের) নীল এবং (ইরাকের) ফোরাত নদী। অতঃপর আমাকে 'বায়তুর মা'মূর' দেখনো হলো। তারপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্য হতে আমি দুধ গ্রহণ করলাম (এবং তা পান করলাম)। তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– এটা 'ফিতরত' এর (স্বভাব-ধর্মের) নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

অতঃপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হলো। আমি (এটা গ্রহণ করে) প্রত্যাবর্তন করলাম। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি (আমাকে) বললেন– আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে? আমি বললাম– দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায সম্পাদনে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার

পূর্বে আমি (বনী ইসরাঈলের) লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি। অতএব, (সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই আপনাকে বলছি) আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে (নামায) আরও হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম (এবং ঐভাবে প্রার্থনা করলাম) আল্লাহ্ আমার উপর হতে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে আমি পুনরায় আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার উপর আরও দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট ফিরে আসলাম। তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি (আবার) ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ্ আরও দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট ফিরে আসলে আবারও তিনি ঐ কথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ আমার জন্য দশ ওয়াক্ত নামায কম করে দিলেন এবং আমাকে প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসার নিকট ফিরে আসলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলাম আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসার কাছে আবার ফিরে আসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাকে (সর্বশেষ) কি করতে আদেশ করা হলো? আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি (বনী ইসরাঈলের) লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরও হ্রাস করার প্রার্থনা করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমি আমার রবের কাছে (কর্তব্য হ্রাসের জন্য) এতো অধিকবার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনঃবার প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি; বরং আমি (আল্লাহ্‌র এ নির্দেশের উপর) সন্তুষ্ট এবং আমি (আমার ও আমার উম্মতের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আমি যখন মূসা আলাইহিস সালাম-কে অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হলাম, তখন (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য সহজ করে দিলাম।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

০২। নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– সর্বশেষ আমার রব বললেন, হে মুহাম্মাদ! দৈনিক ফরযতো এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং প্রত্যেক নামাযের সওয়াব দশ দশ নামাযের সমান। ফলে এটা (পাঁচ ওয়াক্ত) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। (আমার নীতি হলো) **যেই ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার সংকল্প করবে; কিন্তু তা সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে এবং সেই**

কাজটি সম্পাদন করলে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে। আর যেই ব্যক্তি কোন একটি মন্দ কাজ করার সংকল্প করে এর বাস্তবায়ন না করে, তার জন্য কিছুই লেখা হবে না। অবশ্য যদি সে উক্ত কাজটি বাস্তবায়ন করে, তবে তার জন্য একটি গোনাহ্ই লেখা হবে।"– মুসলিম শরীফ

০৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– যেই রাত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভ্রমণ করানো হয়, তাঁকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহায় পৌঁছানো হয়েছে। আর তা ষষ্ঠ আসমানে অবস্থিত। (এটাকে সিদরাতুল মুনতাহা এ জন্য বলা হয় যে,) ভূ-পৃষ্ঠ হতে যা কিছু ঊর্ধ্বজগতে উত্থিত হয়, এটাই তার শেষ সীমা এবং সেখান হতে কোন মাধ্যম ব্যতীতই তা উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়। (কারণ, ফিরিশতাগণ এর ঊর্ধ্বে যেতে পারেন না।) আর ঊর্ধ্বজগত হতে যা কিছু অবতরণ হয়, তা সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখান হতে গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ, ফিরিশতাগণ নিয়ে যান)। এরপর হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কুরআন শরীফের এই আয়াতটি পাঠ করলেন– إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى – কুরআন (৫৩ঃ১৬) অর্থাৎ 'যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ছিলো তা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।' (এর ব্যাখ্যায়) তিনি বললেন, এগুলো ছিলো স্বর্ণের পতঙ্গ। অতঃপর ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, মি'রাজের রাত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে, **১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২) সূরা বাকারা'র শেষ কয়েকটি আয়াত এবং ৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের মধ্য হতে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করেনি, তাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা দেয়া হয়।"**– মুসলিম শরীফ

০৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি নিজেকে কা'বা ঘরের হাতীমে দন্ডায়মান দেখলাম। আর কুরাঈশের লোকেরা আমাকে আমার মি'রাজের ঘটনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলো। তারা আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে এমন কিছু প্রশ্ন করলো, যা আমার স্মরণে ছিলো না। ফলে আমি এমন অস্থির হয়ে পড়লাম যে, এর পূর্বে অনুরূপ অস্থির আর কখনো হইনি। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করে দিলেন, ফলে আমি এর দিকে চেয়ে রইলাম এবং তারা যে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করতো, আমি তা দেখে উত্তর দিতে লাগলাম। আর আমি (মি'রাজের রাতে) নিজেকে নবীদের এক জামা'আতের মধ্যে দেখতে পেলাম। তখন দেখি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি দেখতে সামান্য লম্বা, মনে হলো যেন ইয়েমেন দেশের শানুয়া গোত্রের লোক। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে দেখলাম। লোকদের মধ্যে উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী হলেন তাঁর অধিক সদৃশ্য। আবার হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কেও দাঁড়ানো অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখলাম। লোকদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ হুজুরে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর নিকটতম সাদৃশ্য। ইত্যবসরে নামাযের সময় হলো এবং আমিই নামাযে তাঁদের ইমামতি করলাম। অতঃপর যখন আমি নামায শেষ করলাম, তখন কেউ আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইনি হলেন দোযখের দ্বাররক্ষী মালেক, তাঁকে সালাম করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকাতেই তিনি আমাকে আগেই সালাম দিলেন।"– মুসলিম শরীফ

তিরমিযী, নাসাঈ ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে আনুষঙ্গিকভাবে সংক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন অধ্যায়ে মি'রাজের ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) এই ঘটনাকে ১) হযরত আবু জার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ২) হযরত মালেক বিন সা'সা'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৩) হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৪) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা ৫) হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৬) হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ৭) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সাতজন বর্ষীয়ান সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম হতে রিওয়ায়েত করেছেন।

সাইয়্যেদুল মুরসালীন শাফিউল মুজনিবিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস, সেখান থেকে সিদরাতুল মুন্তাহা এবং সিদরাতুল মুন্তাহা থেকে লা-মাকান পর্যন্ত এ ভ্রমণকে ৩টি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। যেমন–

মি'রাজের প্রথম পর্যায় ঃ

প্রিয় নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে বোরাকে রওয়ানা দিয়ে পথিমধ্যে মদীনা শরীফে রওজা মুবারকের স্থানে থামলেন, সেখানে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এমনিভাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মস্থান বায়তুল লাহমে এবং মাদয়ান শহরে হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম এর গৃহের কাছে বোরাক থেকে নেমে তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করেন। বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছে ছাখরা পাথরের সাথে বোরাক বেঁধে রাখেন।

আযান হলো, সমস্ত নবীগণ আলাইহিস সালাম নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পেশ মুসল্লাতে দাঁড় করিয়ে ইমামতি করার অনুরোধ জানালেন, সাইয়্যেদুল আম্বিয়ায়ে ওয়াল মুরসালিন সমস্ত নবীগণ আলাইহিস সালাম ও সত্তর হাজার ফিরিশতা নিয়ে ইমাম হয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। আজ প্রমাণিত হলো "ইমামুল আম্বিয়া"। নামায শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সভায় নবীগণ নিজেদের পরিচয় দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। সর্বশেষ সভাপতির ভাষণ রাখেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলেন– আল্লাহ্পাক

আমাকে আদম সন্তানদের মধ্যে সরদার, আখেরী নবী ও রাহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আমার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন, আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন। যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবের কল্যাণের জন্য। তাদেরকে মর্যাদায় (অগ্রণী) ও সর্বশেষ উম্মত বানিয়েছেন। আমার বক্ষ প্রশস্ত করেছেন, বোঝা হালকা করেছেন, আলোচনাকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং আমাকে নবুয়তের সিলসিলার পরিসমাপ্তকারী বানিয়েছেন।

মি'রাজের দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম প্রিয় নবী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রথম আসমান হতে সপ্তম আসমান তথা সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে যান। এ সময়কার বিশেষ ঘটনাগুলো হযরত মালেক ইবনে সা'সা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণিত হাদীস শরীফে বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে। স্মরণ করা যায়, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একটি হাদীসের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। হাদীসটি হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"আমার উম্মতের (যাহেরী-বাতেনী ইলম সম্পন্ন) আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায় (ইলমের ক্ষেত্রে)।"

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসের যথার্থতা প্রমাণের জন্য রুহানী জগৎ থেকে ইমাম গায্যালী (রঃ)-কে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর সামনে হাজির করালেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন– "আপনার নাম কি? উত্তরে ইমাম গায্যালী (রঃ) নিজের নাম, পিতার নাম, দাদার নাম, পরদাদার নামসহ ছয় পুরুষের নাম বললেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন– আমি শুধু আপনার নাম জিজ্ঞেস করেছি। আপনি এতো দীর্ঘ তালিকা পেশ করলেন কেন? ইমাম গায্যালী (রঃ) আদবের সাথে জবাব দিলেন– "আড়াই হাজার বছর পূর্বে আপনিওতো আল্লাহ্ তা'য়ালার ছোট্ট একটি প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর দিয়েছিলেন।।" ইমাম গায্যালী (রঃ) এর ইলম ও প্রজ্ঞা দেখে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসখানার তাৎপর্য স্বীকার করে নিলেন।– তাফসীরে রুহুল বয়ান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম আসমানে পৌঁছলেন। সেখানে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ফিরিশতাদের নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অভ্যর্থনা জানালেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কে একটি কুরছিতে বসে বায়তুল মামুর মসজিদের গায়ে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।"– তাফসীরে রুহুল বয়ান

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ তৈরি করেছিলেন। তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে সপ্তম আকাশে বায়তুল মামুর মসজিদের মুতাওয়াল্লীর সম্মান দান করেছেন। দীর্ঘ এক হাদীস শরীফে এসেছে– বায়তুল মামুরে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায আদায় করেছিলেন সাদা পোশাকধারী একদল উম্মত, যাদের মধ্যে গাউসুল আজমও ছিলেন।– ইরফানে শরীয়ত (আ'লা হযরত)

মি'রাজের তৃতীয় পর্যায় ঃ

সিদরাতুল মুন্তাহা'য় পৌঁছে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিদায় নিলেন এবং বললেন–

لَوْ دَنَوْتُ مِنْهَا اَنْمِلَةً لَاحْتَرَقْتُ

"সিদরাতুল মুন্তাহা থেকে এক আঙ্গুল অগ্রসর হলে আমার ছয়শত নূরের পাখা আল্লাহ্ তা'য়ালার নূরের তাজাল্লীতে জ্বলে পুড়ে যাবে। সুবহান আল্লাহ্! যেখানে নূরের ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম জ্বলে যায়, সেখানে আমাদের প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে সামনে অগ্রসরমান। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত নূরে মুহাম্মাদী সৃষ্টির হাদীসখানা আর একবার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরের সামান্যতম অংশের তাজাল্লী দিয়ে সৃষ্টি। যেখানে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর সীমানা শেষ, সেখান থেকে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাত্রা শুরু। হাকিকতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কেমন দেখেছিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামও বলতে পারবে না– তার পরের ঘটনা কি ঘটেছিল। বিদায়ের সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি আরজ করেছিলেন। আল্লাহ্ যেন হাশরের দিনে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে পুলসিরাতের উপর তার **ছয়শত নূরের পাখা** বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দান করেন। উম্মতে মুহাম্মাদী যেন ঐ পাখার উপর দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর এ ফরিয়াদ পেশ করলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা এ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। সুবহান-আল্লাহ্

সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ও আহলে মহব্বতের লোকদের জন্য هٰذَا لِمَنْ صَحِبَكَ وَلِاَهْلِ مَحَبَّتِكَ (মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া) এই শ্রেণির লোক হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর পাখার উপর দিয়ে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম থেকে বিদায় হওয়ার পর 'রফরফ' নামে এক বাহন এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরশে আযীমে পৌঁছে দেয়। এ পথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **সত্তরটি নূরের পর্দা** ভেদ করেন। এক এক পর্দার ঘনত্ব ছিল পাঁচশত বছরের রাস্তা। এ হিসাবে ৩৬ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরশের মাকামে পৌঁছলেন। এ পথে যখন তিনি একাকিত্ব অনুভব করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন এবং শান্ত হয়েছিলেন। আর একটি আওয়াজও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন–

قِف يامحمد فإن ربك يصلي

"হে প্রিয় মুহাম্মাদ, আপনি অপেক্ষা করুন, আপনার রব সালাতে মশগুল।"

রহস্য

আল্লাহ্‌র সাথে দীদারের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দরবারে এ দু'টি বিষয়ের (হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আওয়াজ ও সালাত) রহস্য জানতে চাইলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, আমার সালাত অর্থ আপনার উপর দরূদ পাঠ করা। আর আবু বকরের সুরতে এক ফিরিশতা সৃষ্টি করে আবু বকরের আওয়াজ নকল করা হয়েছিল– যেন আপনি শান্ত হন। মহিউদ্দিন ইবনে আরবী (রঃ) এর তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে– হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রুহানীভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা ছিল তার কারামত। কেননা, তিনি ছিলেন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিত্য সঙ্গী। তিনি দুনিয়া, রওজাপাকে, হাশরের ময়দানে এবং জান্নাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী থাকবেন।

আরশে পৌঁছার পর লাওহে মাহফুজ অবলোকনকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন, সেখানে শেষ বাক্যটি লেখা ছিল নিম্নরূপ–

قدسبقت رحمتي على غضبي

"আমার রহমত আমার গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।"

উক্ত হাদীসে কুদসীর মধ্যে উম্মতের জন্য একটি গোপন ইশারা নিহিত রয়েছে। তা হলো– আল্লাহ্‌র কিছু শাস্তি ভোগ করার পর সমস্ত হকপন্থী উম্মত নাজাত পাবে।

আরশে আযীমের জন্যও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রহমত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরশ-কে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত।' তোমার জন্য কিরূপ রহমত? আরশ তখন নিবেদন করলো– আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন আমার মধ্যে কালিমার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' লিখলেন, তখন আল্লাহ্‌র জালালী শানে আমার মধ্যে কম্পন শুরু হয়েছিল। মনে

হয়েছিল যেন আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবো। তার পর যখন তার পার্শ্বে আপনার জামালী নামের অংশটুকু– 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' লিখে দিলেন, তখন আমার কম্পন বন্ধ হয়ে গেল (শানে হাবীব)! সুতরাং আপনি আমার জন্যও বিরাট রহমত।

উম্মতের জন্য মাগফিরাতের সুপারিশ ঃ

তাফসীরে মুগনী ও মিরছাদুল ইবাদ নামক দুটি গ্রন্থের সূত্রে 'রিয়াজুন্নাছেহীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা জিজ্ঞাসা করলেন– "আপনি আমার কাছে প্রার্থনা করুন?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হে আল্লাহ্, আপনি রব্বুল আলামিন, আর আমাকে বানিয়েছেন রহমাতুল্লিল আলামিন। আমার উম্মত বেশুমার গুনাহ্গার। আমার খাতিরে আমার গুনাহগার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন– "আপনার খাতিরে আপনার উম্মতের মধ্যে হতে **সত্তর হাজার**কে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।" এরপর আর কি প্রার্থনা আছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় গুনাহ্গার উম্মতের কথা উল্লেখ করলেন। এভাবে **৭০০ (সাতশত) বার** প্রার্থনা করলেন। প্রত্যেকবার সত্তর হাজার করে গুনাহ্গার উম্মতের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা। এভাবে চার কোটি নব্বই লক্ষ উম্মতকে ঐ দিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশে আল্লাহ্ ক্ষমা করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের মায়ায় আবারও আরজ করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা এবার বললেন– "এখন আপনিও একা আর আমিও একা। হাশরের ময়দানে ফিরিশতা, আম্বিয়া, আউলিয়া ও হাশরবাসীদের সবার সামনে অবশিষ্টকে ক্ষমা করবো। আপনি চাইবেন আমি দেব। সবাই সাক্ষী থাকবে এবং আপনার মর্তবা তখন সকলেই উপলব্ধি করবে।" সুবহান্আল্লাহ্!

এমন শাহী দরবারে গিয়েও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ও পরিবারের জন্য কিছুই না চেয়ে শুধু গুনাহ্গার উম্মতের নাজাত প্রার্থনা করেছেন। সত্যিই তিনি ঈমানদারদের জন্য রাউফ ও রহীম। সূরা তওবা'র শেষাংশে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'মিনদের জন্য স্নেহময় ও দয়াশীল।"– সূরা তওবা (৯ঃ১২৮)

এই স্নেহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ হয়েছিল মি'রাজের রাত্রিতে এবং ভবিষ্যতে হবে হাশরের ময়দানে। যখন আল্লাহ্র ভয়ে কেউ সুপারিশের জন্য অগ্রসর হবে না, তখন নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতাশ হাশরবাসীদেরকে অভয় দিয়ে বলবেন– أَنَا لَهَا "তোমাদের শাফায়াতের জন্য আমি আছি।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ। সুবহান্আল্লাহ্

আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন এর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভের পর কথপোকথন হয়। এক পর্যায়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– সৃষ্টি হিসাবে আমি আপনাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছি এবং প্রেরণের দিক থেকে সর্বশেষে পাঠিয়েছি। আর আপনার জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারেই প্রথমে ফয়সালা করা হবে। আমি আপনাকে সাব'উল মাসানী (এমন সাতটি আয়াত যা পুনঃপুন পাঠ করা হয়) দিয়েছি যা আপনার পূর্ববর্তী কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। আমি আপনাকে সূরা বাকারা'র শেষাংশের আয়াতসমূহ দান করেছি যা আরশের নিচের খাজানাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এটা পূর্ববর্তী কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দান করেছি এবং আটটি বিষয় প্রদান করেছি– ১) ইসলাম, ২) হিযরত, ৩) জিহাদ, ৪) সালাত, ৫) সাদাকাহ্, ৬) রমযানের সিয়াম, ৭) সৎ কাজের আদেশ ও ৮) অসৎ কাজে নিষেধ। আমি আপনাকে সূচনাকারী ও সমাপ্তকারী বানিয়েছি।

শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার প্রতিপালক ছয়টি বিষয়ে আমাকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন– ১) তিনি আমাকে কালামের শুরু ও শেষ দান করেছেন, ২) তিনি আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য বলার যোগ্যতা দান করেছেন, ৩) তিনি আমাকে সমগ্র মানুষের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, ৪) আমার এক মাসের দূরত্বে থাকা অবস্থায়ও তিনি আমার শত্রুর অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন, ৫) আমার জন্য গনীমতের মালকে হালাল করে দিয়েছেন, অথচ তাহা আমার পূর্ববর্তী কারোও জন্য হালাল ছিল না এবং ৬) আর সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্য পবিত্রকারী ও মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহান আল্লাহ্

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বায়তুল মুকাদ্দাস স্বচক্ষে দর্শন

সহীহ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, মুশরিকরা এ ঘটনাটি অবিশ্বাস করার পক্ষে এ প্রমাণ দাঁড় করালো যে, যদি তা সত্য হয় তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মুকাদ্দাসের অংশগুলো বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করুন। কারণ, তিনি এমনিতো কখনো তা দেখেননি। তখন নবী করীম রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখ হতে সমস্ত আবরণ আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হতে দূর করে দেয়া হয়। তিনি এর এক একটি বস্তু স্বচক্ষে দর্শন করে মুশরিকদের প্রশ্নসমূহের সঠিক উত্তর প্রদান করলেন।

মি'রাজ শরীফের প্রকৃতি ঃ

প্রিয় নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ কি সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল, নাকি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে হয়েছিল?

জমহুর সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, মুফাস্‌সেরীন, মুহাদ্দেসীন, সুফিয়ায়ে কিরাম তথা আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতের মতে, সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ শরীফ সংঘটিত হয়েছে। সর্বোপরি এ মতেই উম্মতের ইজমা হয়েছে। 'ইসরা' কুরআন শরীফ, মুতওয়াতির হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত, যা অস্বীকার করা কুফরী।–সীরাত বিশ্বকোষ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হুজায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মালেক বিন সা'সা' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আবু হাব্বাতুল বাদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জাহ্‌হাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জায়িদ বিন জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনুল মুসাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনে শিহাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মাসরুক মুজাহেদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত ইবনে জুরাইয রিদওয়ানুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহিম প্রমুখ জলীলুল ক্বদর সাহাবীগণ 'মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে' মর্মে অভিমত পোষণ করছেন। আল্লামা জারকানী কর্তৃক উল্লেখিত ৪৫ জন জলীলুল ক্বদর সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর অভিমত এই যে, মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছিল।

অন্যপক্ষে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত ইবনে মাউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু জার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রভৃতি সাহাবীগণের মত সমর্থনকারীগণ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সশরীরে মি'রাজ ও আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করার মত পোষণ করেন না।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে এ মর্মে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ، اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি স্বীয় (মাহবুব) বান্দা-কে রাতের বেলা নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত রেখেছি,

যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয়ই তিনি শুনেন, দেখেন।"– কুরআন (১৭ঃ১)

০১। আলোচ্য আয়াতের প্রথম 'সুবহান' অর্থাৎ 'মহান ও পবিত্র' শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্ন জগতে সংঘটিত হতো, তাহলে এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমানই বরং সকল মানুষ অনেক কিছু দেখতে পায় যে সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

০২। অতঃপর আলোচ্য আয়াতেই 'বিআবদিহী' অর্থাৎ 'তাঁর (খাস) বান্দা' বলা হয়েছে। শুধু আত্মাকে 'আব্দ' বলা হয় না, দেহবিহীন আত্মার নাম রূহ, আর রূহবিহীন দেহের নাম 'মাইয়্যেত' বা মৃত। বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই বলা হয় 'আব্দ' বা (খাস) বান্দা।

যেমন– কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَرَءَيْتَ الَّذِى يَنْهَى ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۚ

"আপনি কি তাকে দেখছেন যে বাধা দান করে এক বান্দাকে (মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) যখন সে সালাত আদায় করে।"– কুরআন (৯৬ঃ৯-১০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ

"যখন আল্লাহ্র এক বান্দা (মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো।"– কুরআন (৭২ঃ১৯)

বর্ণিত আয়াতদ্বয়ে 'আব্দ' বলে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর আত্মা ও শরীর মুবারকের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, শুধু আত্মাকে বুঝানো হয়নি। বিজ্ঞ মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত। সুতরাং মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরেই হয়েছে।

০৩। তাছাড়া হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ শরীফের ঘটনা তার ফুফু আম্মু হযরত উম্মে হানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট বর্ণনা করেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করবেন না। এতে কাফিরগণ আপনার প্রতি আরো বেশি মিথ্যারোপ করবে। অতএব, মি'রাজ শরীফের ঘটনাটি যদি স্বপ্ন হতো তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিলো।

০৪। সত্য সত্যই এ ঘটনা প্রকাশের পর কাফিরগণ মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্রোপ করলো। এমনকি অনেক নওমুসলিমও এ সংবাদে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতো কিছু ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি?

০৫। সশরীরে মি'রাজ গমনের স্পষ্ট প্রমাণ যে, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বহন করে নেয়ার জন্য বোরাক প্রেরণ, এ সময় মহাসম্মানিত দুলহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল হযরত জিব্রাঈল

আলাইহিস সালাম, হযরত মিকাইল আলাইহিস সালাম এবং হযরত ঈস্রাফিল আলাইহিস সালাম ফিরিশতাগণের সাথে আগত সত্তর হাজার ফিরিশতা দিয়ে।

০৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাওয়াত করে বোরাকে চড়িয়ে ফিরিশতাদের মিছিল সহকারে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিলেন। সমস্ত নবীগণ আলাইহিস সালাম স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম হলেন আর সকল নবী আলাইহিস সালাম মুক্তাদী হয়ে সশরীরে নামায আদায় করলেন। নামাযে আটটি অঙ্গ– দু'হাত, দু'পা, দু'হাটু, নাক ও কপাল প্রয়োজন। সমস্ত নবীগণ আলাইহিস সালাম যে সশরীরে জীবিত, তারই বাস্তব প্রমাণ। এখানেই সমস্ত নবীগণের আলাইহিস সালাম মাধ্যমে হযরত নবী করীম রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রথম আসমান হতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নবীগণ আলাইহিস সালাম, অসংখ্য ফিরিশতা ও অগণিত হুর সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

চতুর্থ ও শেষ সংবর্ধনা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা। সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করার পর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা একশত বার সংবর্ধনামূলক বাক্য ادْنُ مِنِّي يَا مُحَمَّدُ অর্থাৎ 'হে প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ, আপনি আমার অতি নিকটে আসুন' বলে নবী করীম ইমামুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্মানিত করেছিলেন।

এ জন্য কুরআন শরীফে ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ আয়াতটি এ দিকেই ইঙ্গিতবহ বলে তাফসীরে মুগনী ও মিরসাদুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়ের বরাত দিয়ে 'রিয়াজুন্নাসেহীন' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৭। রইসুল মুফাস্সেরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا আয়াতে رُؤْيَا শব্দের উদ্দেশ্য চাক্ষুষ দর্শন, স্বপ্ন কিংবা রূহানী দর্শন নয়।

০৮। إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ আয়াতাংশে ঘটনাটিকে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এর আকারে ঈমান ও কুফরের জন্য মাপ কাঠি সাব্যস্ত করেছেন। যদিও কাফিরদের হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহানী দর্শনকেও অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা সম্ভব। কিন্তু এ স্থানে ঘটনাটির মহত্ব এবং গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ বলা হয়েছে যার কারণ হলো এ ঘটনাটি রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় বর্ণনা করেছেন।

০৯। সূরা বনী ইসরাঈল এর ১৭ নং আয়াতে উল্লেখিত لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (তাকে আমার নির্দশনসমূহ পরিদর্শন করানো হয়েছে) বাক্যাংশ হতেও সুস্পষ্টভাবে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইস্রা ও মি'রাজের উদ্দেশ্য হলো, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-কে আল্লাহ্পাকের কুদরত প্রত্যক্ষ করানো। আর তা ছিল সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়, আধ্যাত্মিক ও স্বপ্নযোগে নয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি; দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। তিনি তো তার প্রতিপালকের মহান নির্দশনাবলী দেখেছিলেন।"– কুরআন (৫৩ঃ১৭-১৮)

এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নির্দশনাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজে গমন করেছিলেন।

১০। মি'রাজের ঘটনাটি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে প্রকাশিত মু'জিযাসমূহের অন্যতম। এটা যদি আধ্যাত্মিকভাবে বা স্বপ্নযোগে সংঘটিত হতো তবে তা মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত হতো না।– তাফসিরে ইবনে কাছীর

১১। এ ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পরবর্তী প্রাতঃকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের মজলিসে বর্ণনা করলেন, তারা সকলে ঐক্যমতে বলেছেন যে, এ ঘটনাটি সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছে। যেমন– হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ।।

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মত পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা। উল্লেখ্য যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পরে আর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা মুবারক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে আগমন করেন হিযরতের পরে মদীনা শরীফে অথচ মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল মক্কা শরীফে হিযরতের আগে। সুতরাং হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দ্বয়ের বর্ণনার চেয়ে ঘটনাটি ঘটার সময় উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণের বর্ণনাগুলোই অগ্রগণ্য হবে।

মি'রাজ শরীফের উদ্দেশ্য ঃ

সমগ্র সৃষ্টিই মহান আল্লাহ্র কুদরতের লীলা ক্ষেত্র। সসীম মানুষের অসীম মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরত সম্বন্ধে যথাযথ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে নিজ কুদরতের অপূর্ব ব্যবস্থাপনা অবলোকন করানোর জন্য প্রিয় হাবিব রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়েছিলেন।

মি'রাজের রহস্য لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ 'তাকে আমার নির্দশনসমূহ পরিদর্শন করানো হয়েছে' আয়াতাংশের মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, অনন্ত অসীম আসমানী নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবিব-

কে নিজ সান্নিধ্যে এনেছিলেন। তাই আল্লামা আলূসী (রঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মা'আনী'তে لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, 'যাতে আসমানে আরোহণ করে তিনি আমার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ হতে যা কিছু দেখা যায় তা দেখতে পান।"

বস্তুত একই রাত্রে মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায় গমন, সেখানে পূর্ববর্তী নবী-রসূলদেরকে নিয়ে সালাত (নামায) আদায়, সপ্তাকাশ পরিভ্রমণ, জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন, সিদরাতুল মুনতাহায় অবতরণ, আল্লাহ্‌র দীদার ও তাঁর সাথে কথোপকথন ইত্যাদি সব কিছুই ছিল আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই সবের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র মহাকুদরতের বাস্তব ও চাক্ষুস পরিচয় লাভ করেছেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন–

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۚ مَا كَذَبَ
الْفُؤَادُ مَا رَاٰى اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى

"অতঃপর তিনি (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (আল্লাহ্ তা'য়ালার) নিকট হতে এরূপ নিকটতর হলেন যে উভয়ের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক পরিমাণ বা আরও কম ব্যবধান রইলো। তারপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বান্দার নিকট ওহি নাজিল করলেন যা তাঁর নাজিল করার ছিল। তাঁর (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) হৃদয় অবিশ্বাস করেনি যা তাঁর চক্ষু দেখেছে। তিনি যা দেখেছেন তা নিয়ে তোমরা কি তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ করো?"– কুরআন (৫৩ঃ৮-১২)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহ্ তা'য়ালার দর্শন লাভ করেছিলেন?

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۚ

"অতঃপর তিনি (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (আল্লাহ্ তা'য়ালার) নিকট হতে এরূপ নিকটতর হলেন যে উভয়ের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক পরিমাণ বা আরও কম ব্যবধান রইলো। তারপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর বান্দার নিকট ওহি নাজিল করলেন যা তাঁর নাজিল করার ছিল।"– কুরআন (৫৩ঃ৮-১০)

তাবরানী ও হাকেম (রঃ) হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মি'রাজ রজনীতে আমি এক বিশাল জ্যোতি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নূর প্রত্যক্ষ করেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে আমার সাথে কথপোকথন করেন।"– আদ-দুররুল মানছুর

আল্লাহ্ আমাকে প্রশ্ন করলেন। আমি তার উত্তর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় কুদরতি হস্ত আমার দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করলেন। সেই স্পর্শের শীতলতা, আমি নিজ বক্ষে অনুভব করলাম। এতে আল্লাহ্পাকের দর্শনের জন্য আমার কলব নূরানী হয়ে গেল। এরূপে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্পাকের দিদার লাভ করা মাত্র সিজদায় পতিত হলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

رَأَيْتُ اللهَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

"আমি আমার মহান ও গরীয়ান প্রভু আল্লাহ্পাককে দেখেছি।"– মুসতাদরাক হাকেম

অতঃপর–

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ،

'তাঁর নিকট আল্লাহ্পাকের যা ওহী করার ছিল তা করলেন।'– কুরআন (৫৩ঃ১০)।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ আমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইলম দান করলেন এবং আরও বহু ইলম শিক্ষা দিলেন।"

মি'রাজে আল্লাহ্র দিদার প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা সূরা নজমের উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলে এর প্রতিবাদে হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পাঠ করলেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

"দৃষ্টিশক্তি তাঁকে (আল্লাহ্কে) ধারণ বা অনুভব করতে পারে না কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অনুভূতির মধ্যে।"– কুরআন (৬ঃ১০৩)

তা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বললেন– "সর্বনাশ! চক্ষুর দর্শনতো ঐ সময়ে অসম্ভব যখন আল্লাহ্ স্বীয় জাতী নূরের জালওয়া প্রদর্শন করেন।"– ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে দেখেছেন ঃ

عن ابن عباس قال رأى محمد ربه قلت اليس الله يقول "لاتُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يدْرِكُ الأَبْصَارَ" قال ويحك ذاك اذا تجلى بنور الذى هو نوعه وقد رأى محمد ربه مرتين هذا حديث حسن غَرِيْبٌ.

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে দেখেছেন। আমি (ইকরিমা) বললাম, আল্লাহ্ কি বলেননি যে, 'চোখের দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না কিন্তু তিনি

অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি?' তিনি বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ! এতো সেই অবস্থায় যখন তিনি তাঁর সত্তাগত নূরে আলোকদীপ্ত হবেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রভুকে দু'বার দেখেছেন।"– জামে আত-তিরমিযী শরীফ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন।– তিরমিযী শরীফ

হযরত মুআম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি শপথ করে বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরওয়ারদিগারকে দেখেছেন।"– আব্দুর রাজ্জাক

হযরত ইবনে খোযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত ইবনে ওরওয়া ইবনে যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে এ বর্ণনাকে প্রমাণিত করেছেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর সঙ্গীগণও এই মত পোষণ করতেন।

ইমাম নাসাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সূত্র থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

عن ابن عباس قال اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم.

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর আল্লাহ্‌র বন্ধু হওয়া, আল্লাহ্‌র সাথে মূসা আলাইহিস সালাম এর কথোপকথন হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করার ব্যাপারে তোমরা কি অবাক হচ্ছো।"– শরহে সহীহ্ মুসলিম শরীফ (ইমাম নববী), আল-খাসাইসুল কুবরা

عن انس قال راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه.

"হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্-কে দেখেছেন।"– শরহে সহীহ্ মুসলিম শরীফ (ইমাম নববী)

জমহূর সাহাবা ও তাবিঈনদের মতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালা-কে বাহ্যিক চক্ষু দ্বারাই দেখেছিলেন। মুহাক্কিক আলিমগণ এ অভিমতকে বিশুদ্ধতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহ্ তা'য়ালাকে দেখেছি। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে সহীহ্ সনদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি আমার রবকে দেখেছি।"– আল-খাসাইসুল কুবরা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত এক মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহ্যিক চক্ষু ও অন্তর্চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্পাকের দীদার লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে তাঁর দৈহিক চক্ষুর দৃষ্টি এবং অন্তর্চক্ষুর মধ্যে এমন যোগসূত্র সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর বাহ্যিক দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির কোন পার্থক্যই আর বিদ্যমান ছিল না।– আদ-দুররুল মানছূর, সীরাতুল মুসতাফা

আল্লামা ফযলুল্লাহ্ তূরবেশতী (রঃ) আল-মু'তাকিদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মি'রাজের সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র হৃদয় দ্বারা অবলোকন করে আল্লাহ্র মা'রিফাত হাসিল করেননি, বরং চক্ষু ও হৃদয়ের সাহায্যে এবং হৃদয় ও চোখের সহায়তায় আল্লাহ্র দীদার লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ দীদার লাভের সময় তাঁর হৃদয় চোখের সঙ্গে এবং চোখ অন্তরের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালার দীদার লাভ করেছিল। একটি হতে অপরটি বিচ্ছিন্ন ছিল না।– সীরাতুল মুস্তাফা

মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ভ্রমণে আলমে মিছাল এবং আলমে বারযাখের বহু বিস্ময়কর বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ করেন। "সীরাত বিশ্বকোষ" গ্রন্থে এ বিষয়ে বর্ণনার আলোকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা করা হলো–

১) এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ হলো যাদের হাতের নখগুলো ছিল তামার। তারা ঐ নখ দ্বারা নিজেদের বক্ষ ও মুখমণ্ডল ছিলে ফেলছিল। এটা দেখে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর নিকট তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করতো অর্থাৎ তারা মানুষের গীবত করতো এবং দোষ বলে বেড়াতো।– আল খাসাইসুল কুবরা

২) হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন নদীর স্রোতে সাঁতার কাটছে ও পাথর ভক্ষণ করছে। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলেন– "এ হল সুদখোর"।

৩) এমন এক সম্প্রদায় দেখলেন যাদের মাথায় পাথর মেরে চুরমার করে দেয়া হচ্ছিল। অতঃপর পুনঃঅবস্থায় ফিরে আসছে। এটা অব্যাহতভাবে চলছিল। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলেন– **"এরা ফরয নামাযে অলসতা করতো"।**

৪) আবার সাক্ষাৎ পেলেন যাদের লজ্জাস্থান অগ্রে ও পশ্চাতে বস্ত্র দ্বারা আবৃত। তারা চুতষ্পদ জন্তুর ন্যায় বিচরণ করছিল, তারা জাহান্নামের যাক্কুম ভক্ষণ করছিল। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলেন– "এরা স্বীয় মালের যাকাত আদায় করতো না"।

৫) এরপর দেখলেন– যাদের সামনে এক পাত্রে রান্নাকৃত গোশত আর এক পাত্রে কাঁচা পঁচা গোশত। তারা পঁচা গোশত ভক্ষণ করছে। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম

বললেন– এরা স্ত্রী থাকা সত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, আর ঐ সমস্ত নারী যাদের স্বামী থাকা সত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।– তাফসীরে ইবনে কাছীর

৬) হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাঠের খন্ড দেখলেন, যা রাস্তার অগ্রভাগে স্থাপিত ছিল। কাপড় বা কোন কিছু এর নিকট দিয়ে যেতে থাকলে তা ধরে ছিড়ে ফেলতো। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলেন– কাঠের খন্ডটি ঐ সমস্ত লোকের নমুনা যারা রাস্তায় ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি করতো।

৭) সফরকালে তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন যাদের রসনা ও ওষ্ঠদ্বয় প্রতিনিয়ত লোহার কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে এবং কর্তনের পর তা আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে আসছে। এ অবস্থা দেখে নবী করীম হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম! এরা কারা? জবাবে তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেই সমস্ত ওয়ায়েজ (বক্তা) যারা অন্যদেরকে উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেরা এর উপর আমল করে না।– তাফসিরে ইবনে কাছীর, আল-খাসাইসুল কুবরা

৮) এ সফরে নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ পেলেন যাদের ওষ্ঠদ্বার উটের ন্যায়। তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করছে। আর এগুলো তাদের মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার পর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– এরা ঐ সমস্ত লোক যারা ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতো।– নশরুত্তীব

৯) সফরকালে এমন এক ময়দানে গমন করলেন যেখানে স্নিগ্ধ বাতাস এবং কস্তুরীর সুঘ্রাণ বয়ে যাচ্ছে। এ সময় তিনি এক ধরনের আওয়াজও শুনতে পেলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল! এ সুঘ্রাণ এবং স্নিগ্ধ বাতাস কিসের? আর এ কস্তুরীর ঘ্রাণ ও আওয়াজ কোথা হতে আসছে? জবাবে তিনি বললেন– এটা জান্নাতের আওয়াজ। জান্নাত বলছে, হে আমার প্রতিপালক! আমার সাথে আপনি যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন। আমার সুউচ্চ ইমারতসমূহ, এর মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার, মণিমুক্তা, হীরা-জহরত, রেশমী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনালী রূপালী পাত্রসমূহ, মূল্যবান চেয়ার, বাহনসমূহ, মধু, পানি এবং অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য অনেক বেশি সঞ্চিত হয়ে আছে। তাই আপনার প্রতিশ্রুত জান্নাতবাসীদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন যেন তারা এ নিয়ামতসমূহ উপভোগ করতে সক্ষম হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বলা হবে, প্রত্যেক মু'মিন নর-নারী যারা আমার ও আমার রসূলগণের উপর ঈমান আনয়ন করবে, নেক আমল করবে, আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না এবং কাউকেও আমার সমকক্ষ মনে করবে না তারা সকলেই তোমার জন্য অর্থাৎ তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে। স্মর্তব্য যে, যারা আমাকে ভয় করবে তারা নিরাপদ থাকবে। আমাকে যে ঋণ দেয় আমি তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। যে আমার উপর ভরসা

করে আমি তার জন্য যথেষ্ট। আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না। মু'মিনদের সাফল্য নিশ্চিত। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্। তিনি মহান। এই ঘোষণা শুনে জান্নাত বললো, আমি সন্তুষ্ট আছি।– নশরুত্তীব

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর তিনি অন্য এক উপত্যকায় গেলেন। সেখানে তিনি ভীষণ দুর্গন্ধ ও ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম! এ দুর্গন্ধ কিসের এবং কিসের এ আওয়াজ? তিনি বললেন, এটা জাহান্নামের আওয়াজ। জাহান্নাম বলছে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করুন। আমার শৃঙ্খল, আমার অগ্নিশিখা, আমার ফুটন্ত পানি, আমার গুহা', আমার রক্ত পুঁজ, আমার আযাব, আমার গভীরতা, আমার তাপ ভীষণ তেজ হয়ে উঠেছে। সুতরাং আপনি আমার সাথে যা ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করুন। জবাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, প্রত্যেক মুশরিক, কাফির, বেঈমান পুরুষ ও নারী তোমার জন্য রয়েছে। আরও রয়েছে জালিম ও অহঙ্কারী যারা বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। এ ঘোষণা শুনে জাহান্নাম বললো, আমি সন্তুষ্ট আছি।– নশরুত্তীব

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনিভাবে জান্নাত-জাহান্নাম, সুদ-ঘুষ, অত্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি বহু রকমের পাপের শাস্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। জান্নাতে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জন্য সংরক্ষিত প্রাসাদ, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রাসাদ, হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পাদুকার আওয়াজ, এসব দেখেছেন এবং শুনেছেন। জান্নাতের চারটি নহরের উৎসস্থল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখানো হয়েছে। 'বিসমিল্লাহ্'র চারটি শব্দের শেষ চারটি হরফ থেকে (م–ه–ن–م) চারটি নহর প্রবাহিত হয়ে হাউজে কাউসারে পতিত হয়েছে। দুধ, পানি, শরবত ও মধু– এ চার প্রকারের পানীয় জান্নাতবাসীকে পান করানো হবে। যারা ভক্তি ও ঈমানের সাথে ভালো কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করবে, তাদের জন্য এ নিয়ামত রাখা হয়েছে।

তাফসিরে রুহুল বয়ানে বর্ণনা করা হয়েছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন– "আমার উম্মতকে সর্বশেষে এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী করে কেন পাঠানো হলো এবং তাদের হায়াত পূর্বের তুলনায় কম রাখা হলো কেন?" উত্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন– "আপনার উম্মতগণ গুনাহ্ করার সময় যেন কম পায়, সেজন্য তাদের হায়াত কম দেয়া হয়েছে এবং পূর্বের তুলনায় আপনার উম্মত যেন কম সময় কবরে থাকতে পারে, তাই তাদেরকে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সর্বশেষে প্রেরণ করেছি।" সুবহানআল্লাহ্!

এ সময়ের সদ্ব্যবহার করা প্রত্যেক জ্ঞানী লোকেরই উচিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত হওয়ার কারণেই আমাদেরকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছার পর প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এভাবে–

التحيات لله والصلوات والطيبات

"আমার জবানের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ধন-সম্পদের দ্বারা যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য হাদিয়াস্বরূপ পেশ করছি।"

অতঃপর এর প্রতিউত্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাম দিয়ে বললেন–

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته

"হে আমার প্রিয় নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক।"

উক্ত সালামের জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

السلام علينا و على عباد الله الصالحين

"হে আল্লাহ্! আমার প্রতি আপনার সালাম, শুধু আমার উপরেই নয় বরং আমি ও আমার গুনাহগার উম্মত এবং আল্লাহ্‌র অন্যান্য নেক বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক!" আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের এ সালাম বিনিময়ের কৌশলপূর্ণ উক্তি ও ভালোবাসার নমুনা এবং উম্মতের প্রতি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরদ দেখে ও শুনে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সহ আকাশের মুকাররাবীন ফিরিশতাগণ সমস্বরে বলে উঠলেন–

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় বান্দা এবং তাঁর রাসূল।" আল্লাহ্‌র কাছে তিনি প্রিয় বান্দা কিন্তু বিশ্বজগতের কাছে তিনি রাসূল। কি ঘনিষ্ট সম্পর্ক এখানে বর্ণনা করা হয়েছে– তা মহাজ্ঞানীরাই অনুধাবন করতে পারবে।

মি'রাজ শরীফের মাহাত্ম-তাৎপর্য

মি'রাজ শরীফের মাহাত্ম্য, তাৎপর্য অপরিসীম। এটা বন্ধুর সাথে বন্ধুর মিলন, আশেক-মাশুকের মুয়ামিলা। এর ভেদ, রহস্য আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভালো জানেন। কোন সৃষ্টিই এ রহস্যের হাকিকাত উদঘাটন করতে সক্ষম নয়। ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা যৎসামান্য যা দেখতে পাই এর কিছু বর্ণনা করছি।

মি'রাজ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহা উপলব্ধি, অনন্ত অসীমের সাথে তাঁর মহামিলন, সৃষ্টিকুলের উপর তাঁর প্রাধান্য এবং মর্যাদার চরম পর্যায়ে

উপনীত হওয়ার উজ্জল পরাকাষ্ঠা, মানবাত্মার বিরাট সাফল্য ও বিজয় লাভের মহাসনদ, মহান স্রষ্টাকে চেনার ও অজানাকে জানার প্রেরণা দানকারী এবং মানব হৃদয় স্রষ্টার লক্ষ্যে পৌঁছার এক অদ্বিতীয় মাধ্যম।

মি'রাজ ঘটনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমনি এক চূড়ান্ত অধ্যায় যার সামান্যতম র্মম ও তত্ত্ব উদঘাটন করা লৌকিক জগতের কোন মানবের পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব নয়। যেহেতু মি'রাজ ঘটনা হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈচিত্রময় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ঘটনা।

আমরা মি'রাজ শরীফ পর্যবেক্ষণ করলে এর মধ্যে দেখতে পাই অসংখ্য মহত্ব ও তাৎপর্য। এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো।

১। অমীয় শান্ত্বনার জন্য মি'রাজ শরীফ ঃ

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে মি'রাজ হলো মহাপ্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এক অমীয় শান্ত্বনা। দ্বীন প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার ক্লেদ-পঙ্কিল বৈরী পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল বাধার প্রাচীর। মক্কার কাফিররা অত্যাচার ও নির্যাতনের যত প্রকার তাদের জানা ছিল তার সবই প্রয়োগ করতে লাগলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) উপর। এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর প্রধান দুটি অবলম্বন ও আশ্রয়ের স্থল ছিল– ক) তাঁর চাচা আবু তালিব যিনি কাফিরদের শত বাধার সামনে হিমালয়ের মত দাঁড়িয়েছিলেন। খ) তার প্রাণাধিক প্রিয় স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যিনি ভালোবাসার পরশে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল মনবেদনা ধুয়ে মুছে দিয়েছিলেন, সপে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে সমস্ত সম্পদ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার কি ইচ্ছা একে একে দু'জনই চির বিদায় নিলেন। অত্যচারের যন্ত্রণার সাথে এবার যোগ হলো **স্বজন হারানোর বেদনা।** রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকটা ভেঙ্গে পড়লেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন তায়েফ যাত্রার। কিন্তু তায়েফের অধিবাসীরা তাঁকে বরণ করলো পাথরের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। আহত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার ফিরে এলেন অত্যাচারের লীলাভূমি মক্কায়। **তায়েফবাসীর পাথরের আঘাতে তাঁর যতটা না রক্তক্ষরণ হয়েছিল মুবারক দেহ থেকে তার চেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছিল তাঁর হৃদয়ে।** আল্লাহ্ তা'য়ালা তাই প্রিয় হাবিবকে একান্তে কাছে ডেকে একটু শান্ত্বনার পরশ বুলাতে, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ মুছে দিতে মি'রাজ সংগঠিত করেন।

দুঃখের পরেই আসে সুখ। সারা আরবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে প্রত্যাখ্যাত, নিপীড়িত, নির্যাতিত। সেখানে তাঁর অপেক্ষায় আজ সমস্ত আসমানে সাজ সাজ রব, অসংখ্য ফিরিশতারা তাঁর আগমনী গানে মুখরিত। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর তাঁর সম্ভাষণের জন্য সারিবদ্ধ, আলমে মালাকুত তাঁর পদধুলির

জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন তিনি দুনিয়ার কিছু মানুষের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলেও আল্লাহ্ তা'য়ালার গোটা সৃষ্টিকুল তাঁর ইক্তেদার জন্য উন্মুখ। মি'রাজের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাঙ্গা হৃদয়ে এবার শান্ত্বনার জোয়ার বয়ে গেল। দ্বীন প্রচারের মিশনে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহ পেলেন। এটাই মি'রাজের এক মহান তাৎপর্য।

২। আধ্যাত্মিক চরম উৎকর্ষতার জন্য মি'রাজ শরীফ ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়ায় আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি করে আল্লাহ্র সাথে আত্মার যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরও উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য এবং বিষয়টি মানব জাতিকে আরও স্পষ্ট বুঝাবার জন্য শরহে ছদর-সিনা ছাক হয় এরপর উর্ধ্ব জগতে ভ্রমণ করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার অধিকতর সান্নিধ্য ও দর্শন লাভ করেন, জান্নাত-জাহান্নাম পরিভ্রমণ করেন, অদৃশ্য বহুবিদ বিষয় অবলোকন করেন। এ সকল নিয়ামত লাভ তাঁর আধ্যাত্মিক চরম উৎকর্ষতার জন্য সম্ভব হয়েছে।

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহত্ব প্রকাশ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ খলিফা সৃষ্টির অভিপ্রায় ফিরিশতাদের নিকট ব্যক্ত করলে তারা আপত্তি জানালেন। তখন ফিরিশতাদের দৃষ্টি খেলাফতের উন্নত মর্যাদার প্রতি প্রসারিত হয়নি। মানুষের খিলাফতের পটভূমিকায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই ছিলেন মূল লক্ষ্য। তাদের সামনে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহত্ত্ব প্রকাশ করা যেন তাদেরই সেই উক্তির এক নিরব প্রতিবাদ।

৪। বিশ্ব নেতৃত্বের মহান পথিকৃত ঃ

মি'রাজ রজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়ায়ে কিরাম-মুরসালীনে এজাম উপস্থিত। নামাযের জন্য আযান হয়েছে। কে হবেন এ সমবেত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এর ইমাম? হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইমামের আসনে দাড় করিয়ে দেন। এ ঐতিহাসিক জামাআতে ইমাম হওয়ায় তিনি ভূষিত হলেন ইমামুল মুরসালীন। স্পষ্ট হলো, এতোদিন বিশ্বের নেতৃত্ব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে ছিল, আজ সেসব নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি হলো।

গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব আজ থেকে মুসলিম উম্মার কান্ডারী সাইয়্যেদুল মুরসালীনের হাতে অর্পন করা হলো। সত্যিই পবিত্র মি'রাজ শরীফের মহত্ত্ব মর্যাদা অনেক! এর অন্তরনিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করা, জানা ও অনুধাবন করা সৃষ্টিকূলের জন্য দুরূহ ব্যাপার, অসম্ভব।

৫। মি'রাজ শরীফের হাকীকত ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মি'রাজের আগা-গোড়াই রহস্যপূর্ণ। এর প্রকৃত হাকীকত উদ্ধার করা মানব জাতির শক্তির অতীত। মহান আল্লাহ্‌র অতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি কৌশল হলো জিসমানী বা দৈহিক জগত, এর চেয়ে আরো অধিক সূক্ষ্ম, তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ হলো রুহানী বা আত্মিক জগত। দৈহিক জগত বিশিষ্ট নিয়মে পরিচালিত, যে বিধানের ফলে দিনের পর রাত, শীতের পর বসন্ত, ফুল ফুটে, ফল আসে, তারকারাজি আলো দেয় ইত্যাদি। তেমনিভাবে রুহানী জগতও স্বতন্ত্র ও নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত। যখন পাপের অন্ধকার দুনিয়াকে ঘিরে ফেলে, তখন হিদায়েতের আফতাব (সূর্য) জাহির হয়, সত্যপথ, হিদায়াত, রহমত, নবুয়ত ও রিসালাতের খাস কানুন রয়েছে, এ নিয়মেরও পরিবর্তন হয় না।

মানুষ বলতে পারে না ফুল কেমনে ফুটে, ফল কেমনে আসে, ফুল কেন রঙিন, ফলে কেন স্বাদ, সিতারা কেন উজ্জ্বল, চন্দ্র-সূর্য কেন নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে, মধু কেন মিষ্টি, সৃষ্টির সত্তা, মূল ও প্রাণশক্তি কিভাবে গঠিত। এমনিভাবে নবী-রসূলগণের আগমন, জীবন, অলৌকিক ক্রিয়ার প্রকাশ সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র শান, কুদরত ও হিকমত। মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে অতুলনীয় আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পলকে জমিন হতে আরশে আযীমে পৌঁছেন, তাঁর অঙ্গুলি মুবারকের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়, পবিত্র অঙ্গুলি মুবারক হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এক মুষ্টি মাটি একটি সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করে, গিরি-কান্তার, নদী-সমুদ্র, জড়-অজড় ও জল-স্থল তাঁর আদেশের সম্মুখে মস্তক অবনত।

রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী সকল নবীগণের জীবনের সারাংশ, তাঁর শিক্ষাই সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার নির্যাস, তাঁর 'হাল', আখলাক তথা সবকিছুই মু'জিযা। অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অবর্ণনীয় রুহানী শক্তির প্রকৃতস্বরূপ সম্যক ফুটে উঠেছে পবিত্র মি'রাজে। তাঁর নূর সমস্ত কায়েনাতের আত্মা, তাঁর নবুয়ত সমস্ত নবুয়তের রূহ, তাঁর কলব মুবারক সমস্ত কলবের রহস্যের খাজানা, সমুদয় সৃষ্টির লক্ষ্য প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লক্ষ্য হলো আল্লাহ্ তা'য়ালা। মি'রাজ হলো এক নিমিষের ঘটনা, কুদরতের এক উজ্জ্বল তড়িৎ প্রবাহ। এক তড়িৎ প্রবাহের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, সমস্ত নবীগণের কুঁড়ি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন পাপড়ি পাতার বন্ধনে আবদ্ধ।

অগ্নিকুন্ডের মহা পরীক্ষার মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম খলিলুল্লাহ্, আল্লাহ্‌র সাথে কালামের মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কালিমুল্লাহ্ এবং মৃতকে জীবন দানের শক্তির মাধ্যমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম রুহুল্লাহ্ খেতাব লাভ করলেন। আর মি'রাজের মাধ্যমে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয়

মাহবুবের তরফ হতে মাহবুবিয়াতের বা প্রেমাস্পদের শ্রেষ্ঠতম 'হাবিবী' খেতাব লাভ করলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার দিদার তাঁর নসিব হলো।

শেখ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারটি মাকাম রয়েছে।

প্রথমটি অজুদ বা **হাস্তির মাকাম**। দুনিয়াতে আল্লাহ্র রিসালত পৌঁছে দেয়া এই মাকামের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়টি **মাকামে মাহমুদ** বা প্রশংসিত মাকাম। এটা আখিরাতের মাকাম। তা আরশের নিচে অবস্থিত। কিয়ামতের দিন হিসাব শুরু হওয়ার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শাফায়াত করবেন তাকে শাফায়েতে কুবরা বলা হয়। এই শাফায়াতে কুবরার জন্য তিনি ঐ মাকামে উন্নীত হবেন। এটা তাঁর খাস মাকাম।

তৃতীয়টি **মাকামে খুলুদ** অথবা শুহূদ বা স্থায়ী মাকাম। এটা তাঁর জান্নাতের মাকাম।

চতুর্থটি **মাকামে মাশহুদ** বা আল্লাহ্র দীদারের মাকাম। এই মাকামের অপর নাম মাকামে কা'বা-কাওসাইনে-আও-আদনা। এই মাকামে তিনটি স্তর রয়েছে– **সান্নিধ্য, নিবিড়তর সান্নিধ্য ও আল্লাহ্র দীদার**। এরই জন্য মি'রাজ। এটাও তাঁর খাস মাকাম।

সরদারে দো'জাহান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমন রূহানী শক্তি দান করেছেন যার প্রভাব তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার তাজাল্লী ও নূরসমূহের রহস্যরাজি গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং তাঁর কালাম শ্রবণ ও দীদার লাভের অপূর্ব শক্তি লাভ করলেন। এ প্রসঙ্গেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমি তোমাদের কারো মত নই।" তিনি আরও বলেন– "আল্লাহ্র সাথে আমার এমন এক বিশেষ সময় আসে, যখন রসূলগণ ও সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফিরিশতাগণ পর্যন্তও আমার নিকটবর্তী হওয়ার অধিকার রাখেন না।"

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কে যখন নবুয়ত দেয়া হলো, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে বলা হলো–

وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"এবং এরূপে আমি ইব্রাহীম-কে আসমান ও জমিনের বাদশাহী দেখাতে থাকি।"– কুরআন (৬ঃ৭৫)

এটাই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর মি'রাজ। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর পর্বতে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাজাল্লী দেখলেন, এটা তাঁর মি'রাজ। বনি ইসরাঈল বংশীয় নবীগণ এবং অপরাপর বহু নবী রূহানী দীদার ও রূহানী মি'রাজ লাভ করেছিলেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউহান্না আলাইহিস সালাম পয়গম্বরদের কাশফ-মোকাশাফা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়েছিল। মোটের উপর পয়গম্বরদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন না কোন বিশিষ্ট রূহানী মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর কেউ বা রূহানী দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাইয়্যেদুল মুরসালীন সশরীরে মি'রাজে চরম সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি মুহাব্বতের খাস দীওয়ানে নীত হলেন। তিনি আল্লাহ্

জাল্লা-শানুহুর চরম উন্নত দরবারে বারেগাহে লা-মাকান ও লা-জামানে উন্নীত হলেন। তিনি এমন স্থানে উপস্থিত হলেন, যে স্থানে অন্য কোন আদম সন্তান পা রাখতে পারেননি, আর তিনি যা দেখলেন তা দেখার নসিব অন্য কারো হয়নি, সম্ভবও না। সুবহান-আল্লাহ্।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

আল-মদিনা মুনাওয়ারা

মদীনা মুনাওয়ারার পরিচিতি ঃ

১। মদীনাতুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

আরবী 'মদীনা' শব্দটি বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'শহর' বা 'নগর'। আরব ভূ-খণ্ডের ইয়াছরিব নামক স্থানটি ইতিহাসে মদীনা নামে অভিহিত। শব্দটির আভিধানিক অর্থের সাথে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মুসলিম জাতির, বিশেষতঃ সমকালীন মুহাজির ও আনসারগণের রসূল প্রেম, ভক্তি, আবেগ ও অনুরাগের চিরন্তন প্রকাশ ঘটানো হয়েছে।

মদীনাবাসীগণ নির্যাতিত মুসলমানগণকে এবং প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাদরে গ্রহণ করে আশ্রয় দিলেন। যে স্থানটিতে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবাস স্থাপন করেন সে স্থানটি মদীনাতুর রসূল বা রাসূলের অবস্থান ক্ষেত্র, রসূল নিবাস বা রসূল নগরী নামে অভিহিত। অবশেষে সহজীকরণ প্রক্রিয়ায় শুধু 'মদীনা শরীফ' নামে অভিহিত হয়। এখন বিশ্ববাসী, বিশেষতঃ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্ মদীনা বলতে মদীনাতুর রসূলকেই বুঝিয়ে থাকে।

২। মদীনা শরীফের প্রাচীন ইতিহাস ঃ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফের মর্ম অনুসারে সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কাভূমি সৃষ্টি করে একে ফিরিশতাদের পাহারায় বেষ্টিত করে রাখেন এবং এর সাথে মদীনা শরীফকে সংযুক্ত করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণিত হাদীস অনুসারে, পানিপূর্ণ বিশ্বে আল্লাহ্ তা'য়ালা বায়ু প্রবাহিত করলে তা পানির উপর একখণ্ড ফেনা সৃষ্টি করে এবং একে চারভাগ করে এক ভাগ মক্কা শরীফ, দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে মদীনা শরীফ, তৃতীয় ভাগ দ্বারা আল-বায়তুল মুকাদ্দাস এবং চতুর্থ ভাগ দ্বারা কূফা সৃষ্টি করেন।– ইবনে ইউসুফ সালিহী

৩। মদীনা শরীফের অবস্থান ঃ

এ শহরটি আরব উপদ্বীপের অন্তর্গত রাজকীয় সৌদি আরবের অন্যতম প্রদেশ হিজাযে অবস্থিত এবং প্রাদেশিক রাজধানী। ভূ-গোলকে এর অবস্থান বিষুব রেখার উত্তরে ৩৯°-৫০° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২৪°-৩২° উত্তর অক্ষাংশে। এটা মক্কা শরীফ হতে প্রায় ২৭০ মাইল উত্তরে, ইয়ানবূর ১৩০ মাইল দূরে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৬০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এর উত্তরে উহুদ পর্বত এবং দক্ষিণে ঈর বা 'আইর পর্বত রয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারা হতে এ পর্বতদ্বয়ের দূরত্ব ৪ কিলোমিটার। শহরটি পূর্বে ও পশ্চিমে হাররাতুল ওয়াবারাহ্ ও হাররাতুল ওয়াকিম নামক কৃষ্ণ পাথুরে অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উল্লেখ্য, এ হাররাকে 'লাবাতায়ান'ও বলা হয়। আগ্নেয় তরল পদার্থ এ পাথরগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছে। শক্ত খোঁচযুক্ত আঁকাবাঁকা এ পাথরাঞ্চল কয়েক মাইল জুড়ে বিস্তৃত।

শহরের আশপাশে কয়েকটি উপত্যকা রয়েছে। তন্মধ্যে আল-আকীক ও রানূনা উপত্যকাদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব উপত্যকায় অনেক বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র রয়েছে। এগুলো মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসীদের বেড়ানোর স্থান।

৪। মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার প্রাকৃতিক তারতম্য ঃ

মক্কা ও মদীনা শরীফের প্রাকৃতিক তারতম্য সম্পর্কে উভয় স্থানের প্রার্থক্যের প্রতি একবার লক্ষ্য করুন; একদিকে ধূ ধূ প্রজ্বলিত উত্তপ্ত বালুকা স্তুপ, প্রস্তর-কঙ্কর-পরিপূর্ণ বন্ধুর উপত্যকা-অধিত্যাকা, পানি শূন্য, ছায়াহীন, তরুলতাহীন মরুভূমি, অনল প্রবাহবৎ জ্বালাময় মারুত-হিল্লোল। অন্যদিকে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, কানন-কুন্তলা, বসন্ত-মলয়-পুলকিতা, বিহগ-কূজন-মুখরিতা ইয়াসরিব। এ প্রাকৃতিক বৈপরিত্য উভয় স্থানের জড় ও জীবকে পৃথক পৃথক উপাদানে গড়ে তুলেছে। এরই ফলে এক জাতির হৃদয় অতি কঠোর, তার প্রকৃতি অতি উগ্র এবং তার বিবেক অতিশয় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবার অন্য জাতি স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়বান, দূরদর্শী, চিন্তাশীল, ধীর প্রকৃতি ও ধীমান হয়ে থাকে। এ হিসাবে মক্কা ও মদীনা শরীফের প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য মনে রেখে উভয় স্থানে ইসলামের সফলতার 'তারতম্য' আলোচনা করলে, আমরা সহজেই তার কারণ বুঝতে পারবো।

৫। ইয়াসরিব-মদীনা মুনাওয়ারা ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতস্থল হলো ইয়াসরিব। এ ইয়াসরিবই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র পরশে ধন্য হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা নামে খ্যাতি লাভ করে। এটা পর্বতরাজির মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত প্রান্তর, যার দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, প্রস্থ এর কিছু কম। এর দক্ষিণে আয়র পর্বত, উত্তরে সূর পর্বত এবং পূর্ব-পশ্চিমে লাভার তৈরি প্রাচীর। পাহাড়-পর্বত ও ছোট-বড় উঁচু-নিচু টিলা দ্বারা বেষ্টিত এ পবিত্র প্রান্তরটি। বিশেষ স্মরণীয় হলো বেশ দীর্ঘ ও উঁচু "জাবালে

উহুদ"। এটা প্রাণের নবীজীর শাহানশাহ্ দরবার থেকে উত্তরে তাকালেই সকলের নজরে পড়ে, মনে হয় যেন এটি বসতিপূর্ণ মদীনা মুনাওয়ারাকে ঘিরে রেখেছে। এ প্রান্তরে অনেকগুলো উপত্যকা রয়েছে, যেমন- ওয়াদিয়ে রাসুনা, ওয়াদিয়ে মাহবুর, ওয়াদিয়ে বুতহান ও ওয়াদিয়ে আকীক ইত্যাদি।

৬। জনবসতি ঃ

এ প্রশস্ত প্রান্তরে অনেকগুলো জনবসিত ছিলো। কুবা, আলীয়া, জাবালে আয়র, ওয়াদিয়ে মাহবুব এছাড়াও বনী যুফার, বনী আবদিল আশহাল ইত্যাদি এলাকায় লোকজন বসবাস করতো। কুবা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী জায়গা বেশ জনবসতিপূর্ণ ছিলো।

৭। বরকতময় ভূখণ্ড ঃ

এ বরকতময় ভূখণ্ড হলো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতস্থল এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী মুহাজির-আনসার সাহাবীগণের সম্মিলনক্ষেত্র ও নিবাস। এই ভূমিতেই শায়িত আছেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ শহীদগণ, সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর এক বিপুল সংখ্যা তথা খায়রুল কুরূন এর সদস্যগণ, উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ [হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ] এবং সর্বোপরি সায়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই কারণেই মক্কা ও মদীনার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলতের ব্যাপারে মনীষীদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য থাকলেও তারা প্রায় সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের সংস্পর্শযুক্ত স্থান তথা রওজা শরীফ পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বরকতময় স্থান।"– ইবনে কাছীর

৮। ইয়াসরিবের গুরুত্ব ঃ

এ স্থানটি মযলুম মুসলমানদের আশ্রয়স্থান, বিশ্ববাসীর কাছে এখান থেকেই সত্য দ্বীন প্রচার হয়েছে। ভৌগলিক দিক দেখলে তখনকার সময় এর গুরুত্ব ছিল অনেক। কারণ কুরাঈশের বাণিজ্য কাফেলার সিরিয়া যাতায়াত পথ ছিল মাত্র আশি মাইল দূরে। এ পথটি ছিল তাদের অর্থনীতির শাহ্রগ তুল্য। মুসলমানদের একত্রিত হওয়াটা মক্কাবাসীদের ভবিষ্যতে বাণিজ্য পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার লাল সংকেত ছিল। এটা তাদের মহাসর্বনাশের কারণ হতে পারে বলে তারা ধারণা করছিল।

৯। মদীনা মুনাওয়ারার নাম ঃ

মদীনাতুর রসূল, আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা এমনিভাবে বিভিন্ন নাম উল্লেখিত হয়েছে। হযরত জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনায় রয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মদীনার দশটি নাম।

হযরত ইব্রাহীম ইবনুল হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তাওরাতে মদীনার ১১টি নাম উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে মদীনার নাম– উনত্রিশটি বা চল্লিশটি বা চুরানব্বইটি, তবে ইবনে ইউসুফ সালিহী (রঃ) 'সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ' এ পঁচানব্বইটি নামের ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করেছেন। বরকতের জন্য কয়েকটি নাম উল্লেখ করছি। যেমন– ১) ইয়াছরিব, ২) আল-মদীনা, ৩) তায়বা, ৪) আল-ঈমান, ৫) আল-মাহবুব, ৬) হারামু রসূলিল্লাহ্, ৭) আল-হাবীবাহ্, ৮) বায়তুর রসূলিল্লাহ্, ৯) বালাদুর রসূলিল্লাহ্, ১০) আরদুল্লাহ্ ইত্যাদি। সীরাত বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ডে ব্যাখ্যাসহ মদীনা মুনাওয়ারার ৯৫টি মুবারক নাম বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত

মদীনা শরীফকে হারাম ঘোষণা ঃ

হারাম অর্থ- সম্মানিত, নিষিদ্ধ। যে স্থানে কিছু কিছু কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ করে একে পবিত্র ও সম্মানিত সাব্যস্ত করা হয়, সে স্থানকে হারাম বলা হয়। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা শরীফের চারদিকের একটি পরিধিকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন যা অদ্যাবধি অনুরূপ অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।–কুরআন (২ঃ১২৬, ৩ঃ৯৭, ২৯ঃ৬৭)

সরকারে দু'আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা তথা মসজিদে নববী শরীফকে কেন্দ্র করে বিশেষ পরিধিকে হারাম ঘোষণা করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ما بين لابتيها حرام

"এর (মদীনার) দুই লাবা (কালো পাথরের বেষ্টনযুক্ত) অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান হারাম।"– বুখারী শরীফ

অন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

المدينة حرم ما بين عير الى ثور

"মদীনার ঈর পর্বত হতে সওর পর্বত পর্যন্ত অঞ্চল হারাম।"– বুখারী শরীফ

একবার কোন সফর হতে ফেরার পথে উহুদ পাহাড় দৃষ্টি সীমায় পড়লে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

"এটা এমন পাহাড় যা আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন, আমি এর (মদীনার) দুই পাথুরে অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানকে (মদীনা) হারাম ঘোষণা করছি।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَا بَيْنَ بَيْتِيْ (قَبْرِيْ / حُجْرَتِيْ) وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

"আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগিচাসমূহের বাগিচা এবং আমার মিম্বরটি আমার হাউজের উপর অবস্থিত।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الايمان يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها.

"ঈমান মদীনার দিকে সংকুচিত হয়ে আসবে যেরূপ সাপ (ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে) তার গর্তে ফিরে আসে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার জন্য এরূপ দু'আ করেছেন–

اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.

"ইয়া আল্লাহ্! আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন মদীনায় এর দ্বিগুণ (ত্রিগুণ) বরকত দান করুন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি–

من صبر على لاوائها (لاواء المدينة) وشدتها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি মদীনাতে জীবনকালে সংকট ও কঠিন পরিস্থিতিতে সবর অবলম্বন করবে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হবো।"– মুসলিম শরীফ

অন্য বর্ণনায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– **"তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে মদীনায় মৃত্যুবরণের সামর্থ্য থাকে সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কেননা সেখানে যে মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য সুপারিশ করা হবে অথবা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়া হবে। সেখানে মৃত্যুবরণকারীর জন্য আমি সুপারিশ করবো।"**– তিরমিযী শরীফ

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

لَايَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

"মসীহ্ দাজ্জালের ভয়-ভীতি মদীনায় প্রবেশ করবে না। সেই দিন এর সাতটি তোরণ (প্রবেশপথ) থাকবে এবং প্রতিটি তোরণে দু'জন করে ফিরিশতা থাকবে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত ঘোষণার প্রথম তিন বছর গোপনে এবং পরে দশ বছর প্রকাশ্যে লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে উকাজ, মিজাননা ও যুল-মাজায প্রভৃতি মেলায় গিয়ে প্রত্যেক গোত্রের কাছে বলতেন– "হে লোক সকল! তোমরা বল– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সফলকাম হবে, সমগ্র আরবের মালিক হতে পারবে। সমগ্র অনারব তোমাদের অধীনস্থ হবে। তোমরা ঈমান আনলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"– ইবনে হিশাম

নবুয়তের দশম বর্ষে তায়েফ থেকে আসার পর কুরাঈশদের নির্যাতন আরো বেড়ে গেল। তিনি বনি কালব, বনি হানীফা, বনি আমিরের লোকদেরকে আহ্বান জানালেন, সকলেই প্রত্যাখ্যান করলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১। আকাবায় প্রথম বায়আত ঃ

প্রাচীনকালে জেরুযালেম হতে বিতাড়িত হয়ে একদল ইহুদী ইয়াসরিবে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তারা খুবই প্রতাপ-প্রতিপত্তির সাথে সেখানে বসবাস করতে থাকে। এদিকে সাবাঈ রাজ্য ধ্বংস হলে কাহ্তান বংশের দুই ভ্রাতা আওস ও খাযরাজ মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও তারা শক্তিশালী হয়; কিন্তু নিজেদের মধ্যে দলাদলির কারণে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়, শেষ পর্যন্ত আওস গোত্র পরাজিত হয়। আওস গোত্র খাযরাজদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের জন্য শক্তি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে আবুল হায়সার একটি দল নিয়ে মক্কায় আসেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলামের আহ্বান জানালেন। দলনেতার অসন্তুষ্টির কারণে তারা প্রকাশ্যে ঈমান গ্রহণ করেনি। আর কুরাঈশদের সাথে চুক্তিও হয়নি।

ইহুদীরা ছিল আসমানী কিতাবধারী। মদীনায় তারা ছিল সংখ্যালঘু। আওস ও খাযরাজের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের সময় তারা বলতো অচিরেই শেষ নবীর আবির্ভাব হবে, আমরা তাঁর অনুসরণ করে তোমাদেরকে ধ্বংস করবো। নবুয়তের একাদশ বর্ষে হজ্জের সময় খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন লোক মক্কায় আগমন করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনার অদুরে আকাবা উপত্যকায় তাদের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে শুনান। তারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখা মাত্র চিনতে পারলেন, একে অন্যকে বলতে লাগলেন– আল্লাহ্র কসম! ইনিই সেই নবী, যাঁর কথা ইহুদীরা আলোচনা করতো। দেখ, ইহুদীরা যেন কল্যাণ ও সফলতার ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রণী হতে না পারে। এ বৈঠক হতে উঠার পূর্বেই তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারা হযরত

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যেরূপ পারস্পরিক শত্রুতা আছে, তা অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই। আমরা আশাবাদী, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের গোটা সম্প্রদায়কে অচিরেই আপনার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে দিবেন। আমরা দেশে ফিরে গিয়ে তাদের মধ্যেও আপনার দ্বীন প্রচার করবো এবং আমরা যে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাদেরকেও তা গ্রহণ করতে বলবো। আল্লাহ্ যদি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার তওফিক দান করেন, তবে আপনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হবেন। তারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে **ইয়াসরিবে হিজরতের আহ্বান জানান। ৬ জন তরুণের এ দলটির দাওয়াতই মদীনায় হিজরতের বীজ বপন হয়।** মাত্র তিন বছরের মাথায়ই এ বীজে ফল হয়।–আল-হামদুলিল্লাহ্

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মদীনা শরীফে আগমন ঃ

হযরত বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

اَوَّلُ مَا قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

"সর্বপ্রথম মদীনায় আমাদের নিকট আগমন করেন মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। অতঃপর আমাদের নিকট আগমন করেন আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।"– বুখারী শরীফ

অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু ইসহাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "আমি বারাআ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছি, প্রথম যাঁরা আমাদের নিকট আগমন করলেন তাঁরা হলেন মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁরা লোকজনকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আগমন করলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ২০ জন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আগমন করলেন, যাদের মধ্যে উমর ইবনুল খাত্তাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও ছিলেন। এরপর আগমন করলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি মদীনার অধিবাসীগণকে কোন কিছুতে এতো আনন্দিত হতে দেখিনি, যেমন আনন্দিত হয়েছিল তারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে। এমনকি স্ত্রীলোকগণ বলতে লাগলো, আল্লাহ্র রসূল আগমন করেছেন। আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আগমন করলেন তখন

মুফাস্‌সাল সূরাসমূহের অন্তর্ভূক্ত সূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى আমি পাঠ করি।"– বুখারী শরীফ

উক্ত সৌভাগ্যবান ৬ জন খাযরাজী যুবনেতা ছিলেন– আব্দুল মুত্তালিবের মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জার গোত্রের ১) আস'আদ বিন যুরারাহ্‌রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। ইনি ছিলেন কনিষ্ঠতম। কিন্তু ইনিই ছিলেন তাদের নেতা। ২) একই গোত্রের 'আওফ বিন হারেছ বিন রেফা'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৩) বনু যুরায়েক্ব গোত্রের রাফে' বিন মালেক বিন আজলান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৪) বনু সালামাহ্ গোত্রের ওৎবা বিন 'আমের বিন হাদীদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৫) বনু হারাম গোত্রের ওক্ববা বিন 'আমের বিন নাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৬) বনু ওবায়েদ বিন গানাম গোত্রের জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ বিন রিআব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩। আকাবায় দ্বিতীয় বায়আত ঃ

আকাবায় ইসলাম গ্রহণকারী ৬ জন তরুণের প্রচারের ফলে ১২ নববী বর্ষে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া বাকি ৫ জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জনের একটি দল হজ্জে আসেন। এক গভীর রাতে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়, তাঁরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন।

উক্ত বায়আতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন যে, তোমরা এসো আমার নিকটে বায়আত করো এই মর্মে যে, ১) তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক করবে না, ২) চুরি করবে না, ৩) যিনা করবে না, ৪) নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবেনা, ৫) কাউকে মনগড়া অপবাদ দিবে না, ৬) সঙ্গত বিষয়ে আমার অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এগুলো পূর্ণ করবে, আল্লাহ্‌র নিকটে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে। আর যদি কেউ এগুলোর কোনটি করে আর দুনিয়াতে তার শাস্তি হয়ে যায়, তাহলে সেটি তার জন্য কাফ্‌ফারা হবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ এগুলোর কোনটি করে, অতঃপর আল্লাহ্ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র উপরেই ন্যস্ত থাকবে। চাইলে তিনি বদলা নিবেন, চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন'। রাবী উবাদাহ্ বিন ছামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, অতঃপর আমরা উক্ত কথাগুলোর উপরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়আত গ্রহণ করলাম। ইতিহাসে এটাই আকাবার প্রথম বায়আত বা আকাবায়ে ঊলা হিসাবে পরিচিত। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ছিল দ্বিতীয় বায়আত।

এ বায়আতে গত বছরের ৫ জন ছাড়াও এ বছর নতুন ৭ জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন– ১) বনু নাজ্জার গোত্রের মু'আয বিন হারেছ বিন রিফা'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ২) বনু যুবায়েক্ব গোত্রের যাকওয়ান ইবনে আব্দে ক্বায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৩) বনু গানাম গোত্রের উবাদাহ্ বিন ছামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহু, ৪) বুন গানামের মিত্র গোত্রের ইয়াযীদ ইবনে ছা'লাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৫) বনু সালেম গোত্রের আব্বাস বিন ওবাদাহ্ বিন নাযালাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৬) বনু আব্দিল আশহাল গোত্রের আবুল হায়ছাম মালেক ইবনুত তাইয়েহান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ৭) বনু আমর বিন আওফ গোত্রের ওয়ায়েম বিন সা'এদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। শেষোক্ত দু'জন ছিলেন আউস বংশের এবং বাকিরা ছিলেন খাযরাজ বংশের। তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত।– ইবনে হিশাম

আনসারগণ বায়আত সম্পন্ন করে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রস্থানকালে কুরআন তা'লীম ও ইসলামের আহকাম শিক্ষা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে তাঁদের সঙ্গে পাঠালেন। মদীনায় পৌঁছে তাঁরা আস'আদ ইবনে যুরারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে অবস্থান করেন। মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মদীনার মুসলমানগণ পূর্ণভাবেই প্রতিজ্ঞা পালন করে চলতে লাগলেন। মুষ্টিমেয় মুসলমানাদের চরিত্রের প্রভাব আনসার সম্প্রদায়ের হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে লাগলো। বাস্তবিক মৌখিক ওয়াজ অপেক্ষা আদর্শগত আনুষ্ঠানিক প্রচারই সমধিক কার্যকর ও মর্মস্পর্শী হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব দর্শনে মদীনাবাসীগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো।

হযরত মুস'আব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আস'আদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর চেষ্টায় আওস ও খাযরাজ বংশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগলো। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আস'আদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাসভবনে মুসলমানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং নামাযে ইমামতি করতেন। আর অবশিষ্ট সময় আনসারদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে কুরআন ও ওয়াজ শুনাতেন। ফলে প্রত্যহ দু'একজন করে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।– ইবনে হিশাম

মদীনা মুনাওয়ারাতে ইসলাম প্রচারের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত পত্রে এ কথা লেখা ছিল– 'দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হবার পর সালাতুল-জুমু'আ আদায় করবে'। এ আদেশের প্রেক্ষিতে যখন সালাতুল জুমু'আর ব্যবস্থা করা হয়, তখন প্রথম জুমু'আর দিনই উপস্থিত মুসল্লীদের সংখ্যা হয়েছিল ১৫ জন।– ইবনে হিশাম

৪। আকাবায় তৃতীয় বায়আত ঃ

নবুয়তের ১৩তম বর্ষ। হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুসলমানদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা হতে মক্কা মুকাররমা যাত্রা করেন। মুসলমান ছাড়া আওস ও খাযরাজের মুশরিকরাও হজ্জের জন্য

গমন করে। সংখ্যায় তারাই ছিল বেশি, চারশ'র অধিক। মশহুর উক্তি অনুযায়ী মুসলমান সংখ্যা ছিল পঁচাত্তর, তিয়াত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। এরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হস্ত মুবারকে সেই আকাবায় বায়আত গ্রহণ করেন যেখানে প্রথমবার করেছিলেন।

আকাবায় বায়আত গ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রঃ) বায়আতকারীদের নামের যে তালিকা উল্লেখ করেছেন তা পঁচাত্তর হতে কিছু বেশি। নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো–

১) হযরত আস'আস ইবনে যুরারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২) হযরত উসায়দ ইবনে হুদায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩) হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৪) হযরত আওস ইবনে ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (হযরত হাস্সান বিন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ভাই),
৫) হযরত আওস ইবনে য়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬) হযরত বারা' ইবনে মা'রুর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭) হযরত বাশার ইবনে বারা' ইবনে মা'রূর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮) হযরত বাশীর ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৯) হযরত বুহায়র ইবনুল হায়ছাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১০) হযরত ছাবিত ইবনুল জাযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১১) হযরত ছা'লাবা ইবনে আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১২) হযরত ছা'লাবা ইবনে গানামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৩) হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৪) হযরত জাবির ইবনে সাখর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৫) হযরত হারিছ ইবনে কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৬) হযরত খালিদ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৭) হযরত খালিদ ইবনে 'আসর ইবনে আবী কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৮) হযরত খালিদ ইবনে আমর ইবনে আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, (ওয়াকিদীর উক্তি অনুযায়ী)
১৯) হযরত খালিদ ইবনে কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, (ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদীর উক্তি অনুযায়ী)
২০) হযরত খারিজা ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২১) হযরত খাদীজ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২২) হযরত খাল্লাদ ইবনে সুওয়ায়দ ইবনে ছা'লাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৩) যাকওয়ান ইবনে 'আবদ কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, (উভয়– আকাবায়)

২৪) হযরত রাফে‘ ইবনে মালিক ইবনে ‘আজলান রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
২৫) হযরত রিফা’আ ইবনে রাফে‘ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
২৬) হযরত রিফা‘আ ইবনে ‘আবদিল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
২৭) হযরত রিফা‘আ ইবনে ‘আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
২৮) হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
২৯) হযরত যায়দ ইবনে সাহল আবূ তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩০) হযরত সা’দ ইবনে যায়দ ইবনে মালিক আল-আশহালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু, (ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী),
৩১) হযরত সা’দ ইবনে খুছায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩২) হযরত সা’দ ইবনুর রাবী‘ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৩) হযরত সা’দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৪) হযরত সালামা ইবনে সালাম ইবনে ওয়াক্‌শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৫) হযরত শিমার ইবনে সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৬) হযরত সিনান সায়ফী রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৭) হযরত সাহল ইবনে আতীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৮) হযরত শিমার ইবনে সা’দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৩৯) হযরত সায়ফী ইবনে সাওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪০) হযরত দাহ্‌হাক ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪১) হযরত দাহ্‌হাক ইবনে হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪২) হযরত তুফায়ল ইবনে নু‘মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৩) হযরত যুহায়র ইবনে রাফে‘ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৪) হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৫) হযরত আবআদ ইবনে কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৬) হযরত আবদুল্লাহ্ বিনে উনায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৭) হযরত আব্বাস ইবনে নাদলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৮) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুর রাবী‘ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৪৯) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৫০) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু, (আযানের স্বপ্ন দ্রষ্টা)
৫১) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৫২) হযরত আবস্ ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,
৫৩) হযরত উবায়দ ইবনুত্ তায়্যিহান রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু, অর্থাৎ হায়ছাম ইবনুত্ তায়্যিহান রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু এর ভাই, কেউ কেউ উবায়দ এর স্থলে আতীক বলেছেন),
৫৪) হযরত উকবা ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা’য়ালা আনহু,

৫৫) হযরত উকবা ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৫৬) হযরত উকবা ইবনে ওয়াহব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৫৭) হযরত উবাদা ইবনে হাযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৫৮) হযরত আমর ইবনে হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৫৯) হযরত আমর ইবনে গুযায়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬০) হযরত আমর ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬১) হযরত উমায়র ইবনুল হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬২) হযরত আওফ ইবনে হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬৩) হযরত উয়ায়ম ইবনে সা'ইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬৪) হযরত ফারওয়া ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬৫) হযরত কাতাদা ইবনুন নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, (ইবনে ইসহাক ছাড়া এই নাম সকলেই উল্লেখ করেছেন),
৬৬) হযরত কুতবা ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬৭) হযরত কায়স ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬৯) কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭০) হযরত মালিক ইবনে তায়্যিহান আবুল হায়ছাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭১) হযরত মালিক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জু'শাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭২) হযরত মাসঊদ ইবনে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৩) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৪) হযরত মু'আয ইবনুল হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৫) হযরত মু'আয ইবনে আমর আল-জামুহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৬) হযরত মাকিল ইবনুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৭) হযরত মা'ন ইবনে আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৮) হযরত মু'আওয়ায ইবনুল হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭৯) হযরত মুনযির ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮০) হযরত নু'মান ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮১) হযরত নু'মান ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮২) হযরত হানী ইবনে নায়্যার আবু বুরদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮৩) হযরত ইয়াযীদ ইবনে ছা'লাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮৪) হযরত ইয়াযীদ ইবনে খাযযাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮৫) হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮৬) হযরত ইয়াযীদ ইবনুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮৭) হযরত নুসায়বা বিনতে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও
৮৮) হযরত আসমা বিনতে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– **দশ বছর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের দ্বারে দ্বারে, বাজারে ও মেলায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতেন** এবং বলতেন–

من يؤويني ومن ينصرني حتى ابلغ رسالة ربي وله الجنة.

"কে আছ আমাকে আশ্রয় দেয়ার, কে আছ আমাকে সাহায্য করার, যাতে আমি আমার পালনকর্তার বার্তা পৌঁছে দিতে পারি এবং তার জন্য রয়েছে জান্নাত।"– মুসনাদে আহমাদ

কিন্তু কোন আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী পাওয়া যেত না। শেষে আল্লাহ্ আমাদেরকে ইয়াছরিব হতে তাঁর নিকট পাঠালেন। আমরা তাঁর সত্যতা বুঝতে পারলাম এবং তাঁকে আশ্রয় দিলাম। আমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তিই তাঁর নিকট গমন করতো, সেই মুসলমান হয়ে প্রত্যাগমন করতো। যখন মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে গেল তখন আমরা পরামর্শ করলাম যে, আমরা আর কত দিন আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ অবস্থায় ফেলে রাখতে পারি? তিনি মক্কার পাহাড়-পর্বতের মধ্যে আর কত দিন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করবেন? অবশেষে আমরা ৭০ জন লোক হজ্জ মৌসুমে মদীনা হতে মক্কায় আসলাম। মুসলমানগণ গোপনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট খবর পাঠালো, **'আমরা আপনার সাক্ষাৎ লাভ করে সৌভাগ্যবান হতে চাই।'** তিনি তাশরীকের দিনগুলোর মধ্যে মিনার সেই পবিত্র ঘাঁটিতে (আকাবায়) নিশিকালে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করলেন যেখানে গত বছর বারজন আনসার বায়আত গ্রহণ করেছিলেন।– সীরাতুল মুস্তফা

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ই যিলহজ্জ রাত তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সাথে নিয়ে ইয়াছরিবের (মদীনা শরীফের) কাফেলার নিকট পৌঁছেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কথা বলা শুরু করেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে কিভাবে আছেন তোমরা জানো। তাকে আমরা আমাদের কওমের শত্রুতা থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং তিনি ইজ্জতের সাথে তার শহরে বসবাস করছেন। এক্ষণে তিনি তোমাদের ওখানে হিজরত করতে ইচ্ছুক। এ অবস্থায় তোমরা তাঁর পূর্ণ জিম্মাদারীর অঙ্গীকার করলে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এমনটি হয় যে, তোমারা তাঁকে নিয়ে গেলে, অতঃপর বিপদ মুহূর্তে তাকে পরিত্যাগ করলে, তাহলে তোমাদের তাঁকে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। তিনি আমাদের মধ্যে সসম্মানেই আছেন।

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বক্তব্যের পর প্রতিনিধি দলের মধ্য থেকে হযরত কা'ব বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ' হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কথা শুনেছি। এক্ষণে–

تَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ

'আপনি কথা বলুন এবং আপনার নিজের জন্য ও নিজ প্রভুর জন্য যে চুক্তি আপনি ইচ্ছা করেন, তা করে নিন।' তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে কুরআন শরীফ থেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তাদেরকে ইসলাম কবুলের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি বলেন–

أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ

'আমি তোমাদের বায়আত নিব এ বিষয়ের উপর যে, তোমরা আমাকে হিফাজত করবে ঐসব বিষয় থেকে, যেসব বিষয় থেকে তোমরা তোমাদের নারী ও সন্তানদেরকে হিফাজত করে থাকো।' সাথে সাথে হযরত বারা বিন মা'রূফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারক ধরে বললেন–

نَعَمْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا–

'হ্যাঁ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই আমরা আপনাকে হিফাজত করবো ঐসব বিষয় থেকে, যা থেকে আমরা আমাদের মা-বোনদের হিফাজত করে থাকি।' এরপর সকলে বায়আত গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন।

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– সর্বপ্রথম আস'আদ ইবনে যুরারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (যিনি সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ছিলেন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। অতঃপর বারা ইবনে মা'রূফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তারপর উসায়দ ইবনে হুদায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।– মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী শরীফ

হযরত আব্বাস ইবনে উবাদা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (বায়আতকে শক্ত ও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে) বললেন– হে খাযরাজ দল! তোমরা কি অবগত আছ, কোন্ বিষয়ের উপর বায়আত করছো? মনে করো, সারা আরব ও আজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বায়আত করছো। যদি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিপদ ও সংকটে ভীত হয়ে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই তা পরিত্যাগ করো। তখন ভয় পেয়ে পরিত্যাগ করা ইহ-পরকালের লজ্জার কারণ হবে। আর যদি তোমরা ভবিষ্যতের কষ্টক্লেশ সহ্য করতে পারো, ধন-প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করে ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করতে পারো, তবে তাতে তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণ ও সাফল্য রয়েছে। সকলে বললো, হ্যাঁ, আমরা এর উপরই বায়আত করছি। আল্লাহ্র রসূলের জন্য ধন-প্রাণ বিসর্জন দিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করবো না। আল্লাহ্র কসম! বিপদে অধৈর্য হয়ে আমরা এ বায়আত ত্যাগ করবো না।–ইবনে হিশাম

সকলের বায়আত গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাঈলের মধ্য হতে বারজন

প্রতিনিধি (নকীব) মনোনীত করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমিও জিব্রাঈলের ইঙ্গিতে তোমাদের মধ্য হতে বারজন নকীব (প্রতিনিধি) মনোনীত করছি। তিনি এ বারজন নকীবকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা নিজ নিজ গোত্রের জন্য দায়ী ও জিম্মাদার, যেরূপ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর হাওয়ারীগণ (সহচরগণ) তাঁর জন্য জিম্মাদার ছিলেন।– তাবাকাত ইবনে সা'দ

নকীবগণের নাম ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে নকীব মনোনীত করেছিলেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলো–

১) হযরত আস'আদ ইবনে যুরারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩) হযরত সা'দ ইবনুর রাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৪) হযরত রাফে' ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৫) হযরত আবূ জাবির আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৬) হযরত বারা ইবনে মা'রূফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৭) হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৮) হযরত মুনযির ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৯) হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১০) হযরত উসায়দ ইবনে হুদায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১১) হযরত সা'দ ইবনে খায়ছামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও
১২) হযরত রিফা'আ ইবনে আবদিল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে বারজন নকীব মনোনীত করবো। তোমরা কেউ এরূপ মনে করবে না যে, আমাকে কেন নকীব মনোনীত করা হলো না। কেননা আমি আদিষ্ট। যেরূপ আদেশ হবে সেরূপ করবো। জিব্রাঈল আমিন তখন তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। যাকে যাকে নকীব মনোনীত করার নির্দেশ ছিল, তিনি তার প্রতি ইশারা করেছিলেন।– রাওদুল উনুফ

ইয়াসরিবের মুসলমানগণ এ কাফেলাকে বলেছিলেন, তারা যেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মদীনায় আগমনের আমন্ত্রণ জানান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আমন্ত্রণের জবাবে দুটি কথা বলেন–

ক) তোমরা কি ইসলাম প্রচারে আমাকে পুরোপুরি সাহায্য করবে?

খ) তোমরা কি তোমাদের শহরে আমার এবং আমার সঙ্গীদের ঠিক সেরূপ যত্ন নেবে, যেরূপ যত্ন নেন তোমাদের নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের?

ইয়াসরিব বাসীরা জিজ্ঞাসা করলো, আমরা এসব কাজের বিনিময়ে কি পুরস্কার পাব?

ইমামুল মুরসালিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন– জান্নাত (যা পরিত্রাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জায়গা)।

জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের কাছে যাওয়ার পর ইহুদীদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা তো নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, এমন যেন না হয় যে, আপনি যখন ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হবেন তখন আমাদেরকে পরিত্যাগ করে আপন জন্মভূমিতে ফিরে আসেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন– "না, এরূপ হবে না। **তোমাদের রক্ত আমার রক্ত। তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের।"**

অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, **"আমার জীবিত থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা তোমাদের সাথেই হবে।"**

যা হোক, দীর্ঘ ১৩ বছর অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন সহ্য করার পর আল্লাহ্ তা'য়ালা আপন করুণা গুণে ইসলামের জন্য এমন একটি আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করে দেন, যেখান থেকে এই সত্য দ্বীনের আইন-কানুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিশ্বের জন্য অভূতপূর্ব কল্যাণ ও বরকত বয়ে নিয়ে আসে। যেখানে মক্কা মুকাররমা এবং তায়েফের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ পবিত্র দ্বীন এর পবিত্র শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেখানে আওস ও খাযরাজ গোত্র এটাকে পরম সোহাগ ভরে নিয়েছিল নিজেদের মাথায় তুলে। এই সত্য দ্বীনকে সাহায্য করার কারণেই তাঁরা 'আনসার' (সাহায্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন এবং পরিবেষ্টিত হন স্থায়ী পুণ্যের আলোকিত নূরানী প্রাচীরে।

আনসারগণের কাফেলা মক্কা শরীফ হতে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এরপর মদীনা শরীফের অধিকাংশ গোত্র ইসলাম কবুল করেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মদীনা শরীফে হিযরত

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ

"হে আমার বান্দারা যারা আমার উপর ঈমান এনেছো, আমার জমিন অনেক প্রশস্ত। সুতরাং একমাত্র আমারই ইবাদত করো।"– কুরআন (২৯ঃ৫৬)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক হাতে তৃতীয় দফায় মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করেন ও অঙ্গীকার করেন যে সকল মুসলমান তাদের নিকট গমন করবেন, তারা তাদেরকে আশ্রয় দিবেন এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে সাহায্য করবেন। এ বায়আতের মাধ্যমে মক্কার মুসলমানদের হিজরতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। অপরদিকে মক্কার কাফের-মুশরিকরা মুসলমানদের দেশ ত্যাগের আভাস

পেয়ে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তখন মুসলমানগণ অতিষ্ট হয়ে হিজরতের অনুমতির আবেদন করেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দের সাথে সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বলেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তা হলো 'ইয়াসরিব'। যে আগ্রহী সে সেখানে চলে যাও। আল্লাহ্ সেখানে তোমাদের ভাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন, ঘরও নির্ধারিত করে রেখেছেন। তোমরা সেখানে নিরাপদে থাকতে পারবে। এ অনুমতি পেয়ে সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম গোপনে হিযরত করতে শুরু করেন।

হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) এর বর্ণনাতে সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিযরত করেন হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি স্ত্রী উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও পুত্রকে নিয়ে মদীনা শরীফে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে মা ও পুত্রকে উটের পিঠ থেকে কেড়ে নিলে হযরত আবু সালামা একা মদীনা শরীফে চলে গেলেন। বনু আবদুল আসাদ হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে গেল। বনু মুদীরা তাকে বন্দী করে রাখে। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত উসমান ইবনে তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে মদীনা শরীফে পৌঁছে দেন। ইবনে ইসহাক (রঃ) এর বর্ণনা মতে, হযরত আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পর হিযরত করেন হযরত মুস'আর ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। অন্য বর্ণনায় 'হযরত আমের ইবনে রাবী'আ ও তার স্ত্রী হযরত লায়লা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হিযরত করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম হিযরতকারিণী। অতঃপর হিযরত করেন– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তাঁর পরিবার ও ভ্রাতা হযরত আবু আহমাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। গানম ইবনে দুহান গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নারী-পুরুষ সকলেই মদীনা শরীফে হিযরত করেন।

হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) এর বর্ণনা মতে এরপর হিযরত করেন– হযরত মুনকিয ইবনে নুবাতা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'ঈদ ইবনে রুকায়শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মুহরিয ইবনে নাদলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইয়াজীদ ইবনে রুকায়শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত কায়স ইবনে জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত 'আমর ইবনে মিহসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মালিক ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সাফওয়ান ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ছাকাফ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত রাবী'আ ইবনে আকছাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আয যুবায়র ইবনে উবায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত তাম্মাম ইবনে উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সাখবারা ইবনে উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আর মহিলাদের মধ্যে হযরত জয়নব বিনতে জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা

বিনতে জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জুযামা বিনতে জানদান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মু কায়স বিনতে মিহ্‌হসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মু হাবীবা বিনতে ছুমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আমিনা বিনতে রুকায়শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত সাখবারা বিনতে তামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত হামনা বিনতে জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা।– ইবনে হিশাম

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হিযরত ঃ

সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) গোপনে মদীনা মুনাওয়ারা হিযরত করেছিলেন। কারণ কারো হিযরত সম্পর্কে জানতে পারলে তার আত্মীয়-স্বজন তাকে আটকিয়ে রেখে আরো বেশি নির্যাতন করতো। কিন্তু হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে হিযরত করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার জানা মতে একমাত্র হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া আর সকল মুহাজিরই গোপনে হিযরত করেন। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন হিযরত করার ইচ্ছা করলেন তখন তরবারি গলায় ঝুলিয়ে, কাঁধে ধনুক নিয়ে, হাতে তীর এবং কোমরে ফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে বের হলেন। অতঃপর তিনি কা'বা শরীফে গেলেন। এর চত্বরে তখন কুরাঈশদের একটি সভা চলছিল। তিনি ধীরস্থির ভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করলেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমে এসে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। অতঃপর এক এক করে সভায় উপস্থিত সকলের সামনে গিয়ে বললেন, এ চেহারা গুলো অপদস্ত হোক। আল্লাহ্ এ নাকগুলোকে ধুলোমলিন করুন। যে নিজ মাতাকে সন্তানহারা করতে চায়, যে নিজ সন্তানকে ইয়াতীম বানাতে চায়, সে যেন ঐ প্রান্তরে আমার সাথে মুকাবিলা করে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, তাঁর এই আহ্বান সত্ত্বেও কেউ তাঁর অনুসরণ করলো না, শুধুমাত্র কতিপয় দুর্বল মুসলমান ছাড়া। অতঃপর তিনি মদীনাভিমুখে রওয়ানা করলেন।– আশ-শামী

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনা– হযরত আয়্যাশ ইবনে আবী বারীমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হিশাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আমি এ তিনজন একত্রে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো বলে ঠিক করেছিলাম। হযরত হিশাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পরিবারের লোকজন তাকে আটক করে রাখে, আর আমরা দু'জন মদীনা শরীফ পৌঁছলাম। তবে হযরত আয়্যাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আবু জাহল ও হারিছ ষড়যন্ত্র করে মক্কায় এনে বন্দী করে রাখে। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর বলেন– "আয়্যাশ ও হিশামের ব্যাপারে-কে আমাকে সাহায্য করবে? তখন আল-ওয়ালীদ বলেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তাদেরকে নিয়ে আসার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবো।" অতঃপর তিনি অতি সন্তর্পনে মক্কায় প্রবেশ করে ও সুকৌশলে তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন।

মদীনা শরীফে মুহাজিরদের বাসস্থান ঃ

মদীনা শরীফে পৌঁছার পর মুজাহিরগণ আনসারগণের বিভিন্নজনের গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করতে থাকেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তার পরিবার ও গোত্রের লোকজন যারা তাঁর সাথে শামিল হয়েছিলেন, তাঁরা ভ্রাতা হযরত জায়দ ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সুরাকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জামাতা হযরত খুনায়ত ইবনে হুজাফা আস-সাহমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভগ্নীপতি হযরত সাঈদ ইবনে জায়দ ইবনে আমার ইবনে নুফায়ল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তাঁদের মিত্র হযরত ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আত-তামীমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত খাওয়ালী ইবনে আবু খাওয়ালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মালিক ইবনে আবু খাওয়ালী, বুকায়র এর চার পুত্র– হযরত ইয়াস ইবনুল বুকায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আকিল ইবনুল বুকায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আমের ইবনুল বুকায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত খাশিদ ইবনুল বুকায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁদের মিত্রবর্গ প্রমুখ হিযরত করে কুবায় বানু আমর ইবনে আওফ গোত্রের হযরত রিফা'আ ইবনে আবদুল মুনজির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, পালকপুত্র হযরত জায়দ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মিত্র আবু মারছাদ ও তার পুত্র হযরত মারছাদ আল-গানাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আজাদকৃত গোলাম হযরত আনাসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবু কাবশা কুবায় কুলছুম ইবনুল হিদ্‌ম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।– ইবনে হিশাম

হযরত উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আত-তুফায়ল, হযরত আল-হুসায়ন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত খাব্বার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আনসারগণের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। আর যারা অবিবাহিত ছিলেন তাঁরা হযরত সা'দ ইবনে খায়ছামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতের প্রস্তুতি

সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) দলে দলে মদীনা শরীফে হিযরত করলেন। উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলেন– হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। বন্দী, আটক, নিঃস্ব ও অক্ষম কিছু সাহাবী সে মূহুর্তে হিযরত করতে পারেননি, পরে তারাও হিযরতের সুযোগ পেয়েছেন। মুজাহিরগণ মদীনা

শরীফে পৌঁছার পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতির আশায় প্রতীক্ষা করতে থাকেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রায়ই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে হিযরতের অনুমতি প্রার্থনা করতেন। জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

لاتعجل لعل الله يجعل لك صاحبا

"তাড়াতাড়ি করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার কোন সাথী জুটিয়ে দিবেন।" হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগতো, সে সাথী যেন স্বয়ং হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই হন।

কুরাঈশদের পরামর্শ সভা ঃ

কুরাইশদের চিন্তা হলো, মুসলমানগণ মদীনা শরীফে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করছে। তারা আশঙ্কা করছিলো, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে চলে যাবেন, সেখানে সংগঠিত হয়ে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে ইসলাম প্রচার করবেন, ফলে ইসলাম বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়বে। মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। মুসলমানরা একটি সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হয়ে কুরাঈশদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন কুরাঈশগণ একমত হলো যে, কুসাই ইবনে কিলাবের বাড়ি 'দারুন্ নাদওয়া' যা ছিল তাদের পরামর্শস্থল সেখানে নির্ধারিত সময় পরামর্শ সভায় মিলিত হবে। দারুন্ নাদওয়া'য় সভার নির্ধারিত দিনটি যখন আসলো সেদিন এক প্রবীণ বৃদ্ধের বেশে ইবলীস তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলো। তার গায়ে তখন একটা মোটা চাদর ছিলো। সে দরজার সম্মুখে দাঁড়ালো। তাকে দারুন্ নাদওয়া'র দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করলো– এ প্রবীণ বৃদ্ধটি কে? একজন বললো, নজদ্‌বাসী এক প্রবীন ব্যক্তি। তোমাদের পূর্ব নির্ধারিত পরামর্শের কথা শুনে তোমাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে এসেছেন। তারপর তিনি তার নিজ অভিমত ও পরামর্শ দানেও কার্পণ্য করবেন না। তারা বললো, আচ্ছা বেশ বেশ, আসুন! তখন সেও তাদের সাথে পরামর্শ সভায় যোগ দিলো।

সভায় উপস্থিত ছিলো– উতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, তাঈমা, জুবায়র, হারিস, নযর, হাকীম, আবু জাহল ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ এ সকল কুরাঈশ বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা।

বৈঠকে আলোচনার জন্য ৩টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। যেমন–

১। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শিকল পরিয়ে একটি স্থানে বন্দী করে রাখা হবে;

২। তাঁকে এমন একটি জায়গায় বিতাড়িত করা হবে, যেখান থেকে তিনি কোনভাবেই যেন তার ঐ সব উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে না পারেন, যারা মদীনা শরীফে চলে গেছে;

৩। তাঁকে হত্যা করা হবে।

প্রথম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয় এ জন্য যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বন্দী করা সম্ভব হলেও বন্দী করে রাখা সম্ভব ছিল না। কেননা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগামীরা তাঁকে যে কোন মূল্যে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবকেও বাহ্যত অযৌক্তিক মনে করা হয়। কেননা এমন কোন জায়গাই ছিল না, যেখান থেকে ইয়াসরিবের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ছিল অসম্ভব।

শেষ পর্যন্ত তৃতীয় প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তবে এক্ষেত্রে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। আর তা হলো, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোষ্ঠী (বনু আবদে মানাফ) এর প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে? আবু জাহল প্রস্তাব দিল, কুরাঈশের প্রতিটি অভিজাত গোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচন করা হবে। তারা রাতের বেলা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহ অবরোধ করে রাখবে এবং ভোরবেলা যখন তিনি নামাযের জন্য বের হবেন, তখন তারা সবাই একযোগে হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করবে। এভাবে বনু আবদে মানাফ ছাড়া কুরাঈশের সবগুলো গোত্রই একাজে শরীক হয়ে যাবে এবং তাদের মোকাবেলা করা শুধু বনু আবদে মানাফের পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমেই এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কুরআন শরীফে বর্ণনা ঃ

কুরআন শরীফ থেকেও এ পরিকল্পনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন বর্ণনা করা হয়েছে–

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ، وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"স্মরণ করুন, আপনাকে বন্দী, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।"– কুরআন (৮ঃ৩০)

শেষ পর্যন্ত সত্য অস্বীকারকারী ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা পূর্ব থেকেই যে ফয়সালা করে রেখেছিলেন, দিবালোকের ন্যায় তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হলেন, তাঁর বিছানায় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন– 'আজ আপনি আপনার বিছানায় রাত্রি যাপন করবেন না।'

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যখন রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসলো, তখন ঐ বাছাই করা যুবকরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কখন তিনি ঘুমাতে গমন করেন তার অপেক্ষায়

থাকলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের অবস্থান লক্ষ্য করলেন, তখন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে বললেন– "তুমি আমার বিছানায় আমার সবুজ হাযরামী চাদরটি গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকো। কেননা এতে তারা তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।" উল্লেখ্য, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘুমাতে যেতেন তখন ঐ চাদরটি গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন।–ইবনে হিশাম

যদিও কুরাঈশরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাণের শত্রু ছিলো, তবুও মক্কা মুকাররমার বেশির ভাগ লোক তাদের জিনিসপত্র হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছেই আমানত রাখতো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব আমানতের ব্যাপারটি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি এগুলো এসবের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ইয়াসরিবে চলে আসবে। এখন নিশ্চিন্তে আমার বিছানায় ঘুমাও। আল্লাহ্র দয়ায় ও রহমতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত ঃ

১৯ বছরের যুবক হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চাদর গায়ে জড়িয়ে নিজ বিছানায় শুইয়ে দিলেন। নির্দেশ দিলেন– আমানতের মাল মালিকদের হাতে দিয়ে তুমি মদীনা শরীফ গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে। এ থেকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বুঝে নিলেন, আপাততঃ তিনি শহীদ হবেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يا علىّ انك لن تموت حتى احمرت لحيتك البياض بالدم

"হে আলী, তুমি সাধারণভাবে মৃত্যুবরণ করবে না যে পর্যন্ত না তোমার সাদা দাঁড়ি রক্তে রঞ্জিত হবে।"– বিদায়া-নিহায়া

দেখা গেল– হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৬৩ বছর বয়সে মুসলমান নামধারী এক খারেজীর হাতে কুফার জামে মসজিদে ফজরের নামাযে গমনের সময় শহীদ হন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাদর মুবারক গায়ে জড়িয়ে শুয়ে মৃত্যু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সে জন্যে তিনিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে মারিফাতের প্রধান নিয়ামত লাভ করেছিলেন এবং তাঁর থেকে দুটি প্রধান তরিকা– কাদরিয়া ও চিশতিয়া বের হয়েছে। তাঁর শানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

انا مدينة العلم وعلىّ بابها

"আমি বিশেষ ইলমের (মারিফাতের) শহর, আর আলী হচ্ছে সেই শহরের বিশেষ দরজা।" সে জন্যই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মারিফাত বিদ্যায় প্রাধান্য পেয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরত

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসূলে আকরাম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়ায্যামায় অবস্থানকালে আল্লাহ্ তা'য়ালা আয়াত নাজিল করে বলেন–

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

"বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করুন কল্যাণের সাথে এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি।"– কুরআন (১৭ঃ৮০)

১। মক্কা শরীফে অবস্থান, হিযরতের স্বপ্ন ও তারিখ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়্যত প্রাপ্তির পর হতে তের বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করেন।"– বুখারী শরীফ

মদীনা শরীফই যে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতের স্থান হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা পূর্বেই তাঁকে স্বপ্নে অবহিত করেছিলেন। হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মক্কা হতে এমন এক দেশে হিযরত করেছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমি মনে করলাম, তা 'ইয়ামামা' অথবা 'হাজার' নামক দেশ হবে। কিন্তু তা হলো মদীনা বা ইয়াসরিব।"– বুখারী শরীফ

হযরত সুহায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমাকে তোমাদের হিযরতের দেশ দেখানো হয়েছে। তা হলো দুই প্রস্তরময় ভূমির মধ্যবর্তী লবণাক্ত ভূমি। হয়তো তা 'হাজর' বা 'ইয়াসরিব'।"– আশ-শামী

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত ঘোষণার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এরপর হিযরতের নির্দেশ দেয়া হলে হিযরত করেন এবং দশ বছর মুহাজির অবস্থায় কাটান। তেষট্টি বছর বয়সে তিনি অন্তরায় হন।"– বুখারী শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– "আমাদের নবী (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণ (শুভাগমন) করেন সোমবার, মক্কা হতে হিযরতের জন্য বের হন সোমবার, নবুয়তপ্রাপ্ত হন সোমবার, তিনি মদীনা শরীফে প্রবেশ করেন সোমবার এবং অন্তরায় হন সোমবার।"– মুসনাদে আহমাদ শরীফ

১৪ নববী বর্ষের ২৭শে সফর মোতবেক ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ি থেকে হিযরত শুরু হয় এবং রাত থাকতেই তাঁরা ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে সওর গিরি গুহায় পৌঁছে যান। অতঃপর সেখানে তাঁরা শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার তিনদিন তিন রাত অবস্থান করেন। এ সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল ৫৩ বছর।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মদীনা শরীফে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, অপেক্ষা করো। আমি আশা করছি যে, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনাকেও কি অনুমতি দেয়া হবে? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন এবং দুটি উষ্ট্রী ক্রয় করে চার মাস যাবৎ গাছের পাতা ভক্ষণ করিয়ে তাদেরকে মোটা-তাজা করলেন।"– বুখারী শরীফ

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসলে কাফিররা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় একত্রিত হলো। তখন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্মুখ দিয়ে বের হলেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের দৃষ্টিশক্তিকে সাময়িকভাবে অকার্যকর করে রাখলেন। ফলে তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পেলো না। তিনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফিরদের মাথায় নিক্ষেপ করেন এবং সূরা ইয়াসিন এর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন–

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ
تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۔ لَقَدْ
حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ
اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۔ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ
سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

আল্লাহ্ তা'য়ালার কুদরতে সকল কাফিরদের মাথায় মাটির কণা পৌঁছেছিল।

এক আগন্তুক (শয়তান) কাফিরদেরকে বললো– মুহাম্মাদ-তো বের হয়ে গিয়েছেন। তিনি তোমাদের মাথায় মাটি দিয়ে চলে গেছেন। অতঃপর তারা উঁকি-ঝুঁকি মেরে বিছানায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাদর মুড়ি দিয়ে শায়িত অবস্থায় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখতে পেয়ে বললো, আল্লাহ্র কসম! এই তো মুহাম্মাদ চাদর মুড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। তাই সকাল পর্যন্ত সেভাবেই তারা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলো। অতঃপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চাদর ফেলে বিছানা হতে উঠে দাঁড়ালেন। তখন তারা বললো, আল্লাহ্র কসম! যে লোক আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিল সে সত্যই বলেছিল।–আশ-শামী

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গৃহে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে তিনি বললেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে হিযরত করার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আমি কি সঙ্গী হবো ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন– হ্যাঁ। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– আল্লাহ্র কসম! আনন্দে আমি কাউকেও কাঁদতে দেখিনি, কিন্তু হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সেদিন কাঁদতে দেখলাম। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার এ দুটি বাহনের মধ্য হতে একটি গ্রহণ করুন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মূল্যের বিনিময়ে। আমি সেই উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করি না যা আমার জন্য নয়। তিনি বললেন, এটা আপনার জন্য। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– না, বরং যে মূল্যে তুমি তা ক্রয় করেছ তা তোমাকে নিতে হবে। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আমি এতো মূল্যে তা ক্রয় করেছি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমিও সেই মূল্যে তা ক্রয় করলাম। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– তা আপনার জন্য। ইমাম বুখারী (রঃ) এর বর্ণনা মতে, এর নাম 'আল-জাদ'আ'।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বনু 'আবদ ইবনে 'আদী এর একজন অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শককে ভাড়া করেন। লোকটি তখন ছিল কাফির, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, তাকে আমরা বিশ্বস্ত মনে করলাম। তাই তার নিকট সওয়ারী দুটি সোপর্দ করা হলো এবং সফরের সময় ও স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হলো যে, তিন রাত্রির পর সওর পর্বত হতে সফর শুরু করা হবে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমরা তাঁদের জন্য উত্তম পাথেয় প্রস্তুত করে দিলাম। খাবার দ্রব্যাদি তৈরি করে একটি থলের মধ্যে ভরে দিলাম।

অতঃপর হযরত আস্‌মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার কোমরবন্দ ছিঁড়ে দু'খন্ড করলেন। একটি দ্বারা থলের মুখ বাঁধলেন এবং অপরটি দ্বারা পানির পাত্রের মুখ বেঁধে দিলেন। এ জন্য তাঁকে 'যাতুন নিতাকায়ন' (দু'খন্ড কোমরবন্দের মালিক) বলা হতো। বালাযুরী বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– জান্নাতে তাহার দুটি কোমরবন্দ হবে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– এমনিভাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছে গেলেন।

মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ দু'আ করেন যা নিম্নরূপ–

الحمد لله الذى خلقنى ولم أك شيئا اللهم أعنى على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والايام أللهم أصحبنى فى سفرى واخلفنى فى أهلى وبارك لى فيما رزقتنى ولك فذللنى وعلى صالح خلق فقومنى وإليك رب فحببنى وإلى الناس فلا تكلنى رب المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوجهك الكريم الذى أشرقت له السموات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والاخرين أن تحل على غضبك وتنزل بى سخطك أعوذبك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العتبى عندى خير ما استطعت لا حول ولا قوة إلا بك .

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার পূর্বে আমি কিছুই ছিলাম না। হে আল্লাহ্! আমাকে দুনিয়ার ভীতি হতে, কালের বিপদাপদ হতে এবং দিবারাত্রের বালা-মুসীবত হতে উদ্ধার পেতে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ্! আপনি আমার সফরে সঙ্গী হউন, আমার পরিবারবর্গের জিম্মাদারি গ্রহণ করুন এবং আমাকে যে রিজিক দিয়েছেন তাতে বরকত দিন। আপনার জন্যই নম্র আচরণ করার তৌফিক দিন এবং আমাকে সৎ চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আপনার প্রতিই হে প্রতিপালক! আমাকে প্রেমিক বানিয়ে দিন। আর মানুষের প্রতি আমাকে সোপর্দ করবেন না। হে দুর্বলদের প্রতিপালক! আপনিই আমার প্রতিপালক। আমি আপনার সেই সম্মানিত চেহারার স্মরণ করছি যার দ্বারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল দ্যুতিময় হয়, যার দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়, যার মাধ্যমেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বিষয়াবলি নির্ধারিত হয়। আমার মধ্যে আপনার ক্রোধ প্রবেশ করা হতে এবং আমার ব্যাপারে আপনার রাগান্বিত হওয়া হতে আমি আপনার স্মরণ করছি। আপনার নিয়ামত বিলুপ্ত হওয়া হতে, আপনার আকস্মিক শাস্তি হতে, আপনার ক্ষমা পরিবর্তন হওয়া হতে এবং আপনার সর্বপ্রকারের ক্রোধ হতে। আপনার সন্তুষ্টি আমার নিকট আমি যার সামর্থ রাখি তার সব কিছু হতে উত্তম। আপনি ব্যতীত কোনো শক্তি-সামর্থ কার্যকর নয়।"– ইবনে কাছির

তাঁরা উভয়ে সওর পর্বতের গুহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক রকম পাহারা দিয়ে নিয়ে যান।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গুহার উদ্দেশ্যে বের হন তখন তিনি একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে, একবার পিছনে, একবার ডানে, একবার বামে চলতে থাকেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ওঁৎ পেতে থাকা ঘাতকের আশঙ্কা করে আপনার সামনে চলি। আবার কোন অনুসন্ধানকারী আসছে কি-না তা চিন্তা করে আপনার পিছনে চলি। আবার আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে আপনার ডানে-বামে চলি।– বায়হাকী শরীফ ও ইবনে কাছির, বিদায়া ও নিহায়া

অতঃপর গুহার মুখে পৌঁছে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! আমি আপনার পূর্বে গুহায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত আপনি এতে প্রবেশ করবেন না। এতে কোনও ক্ষতিকর কিছু থাকলে যাতে আপনার পূর্বে আমাকেই আক্রমণ করে। এ বলে তিনি গুহায় প্রবেশ করে কোনও গর্ত বা ক্ষতিকর কিছু আছে কি-না তা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি নিজের কাপড় ছিঁড়ে এর সকল গর্ত ও ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন। কাপড় শেষ হয়ে যাওয়াতে একটিমাত্র গর্ত বাকি রয়ে গেল। তিনি পায়ের গোড়ালি দ্বারা তা বন্ধ করে রাখলেন।

অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় প্রবেশ করলেন। উক্ত গর্ত হতে একটি সাপ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দংশন করতে লাগলো। এর বিষের যন্ত্রণায় তার চক্ষু হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এক বর্ণনা মতে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন স্বীয় থু থু মুবারক দংশিত স্থানে লাগিয়ে দিলে যন্ত্রণা উপশম হয়ে যায়।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, দিনের বেলা লোকালয় থেকে আমাদের প্রসঙ্গে যা শুনবে সন্ধ্যায় সে খবর আমাদেরকে পৌঁছাবে। হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন– দিনের বেলায় বকরী চরিয়ে সন্ধ্যায় গুহার নিকট আসবে। দু'জনে তাই করতেন। আর সন্ধ্যা বেলা উপযোগী খাবার নিয়ে হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁদের কাছে আসতেন।

২। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ত্যাগ ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের জন্য জান ও মাল দিয়ে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যে দিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন তাঁর কাছে ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম।

আর হিযরতের দিন ছিল চার বা পাঁচ হাজার দিরহাম মাত্র। তা সবই পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুহায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। সফরের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা খাদ্যদ্রব্য, পথের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিযরতের পর দিন ভোরবেলা আবু জাহল হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে যায় এবং হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পিতা কোথায়? হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উত্তর দেন, আমি জানি না। পাষাণচিত্ত আবু জাহল তখন রাগের বশে হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে এমন জোরে থাপ্পড় মারে যে, তাঁর কানের দুলটি ছিঁড়ে নিচে পড়ে যায়।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তাঁর পরিবারবর্গ এ সমস্ত দুঃখকষ্ট ও জুলুম-নির্যাতন সেই পবিত্র সত্তার হিফাযতের উদ্দেশ্যে হাসিমুখে সহ্য করে যান, যে সত্তা ছিলেন উভয় জাহানের হিদায়াত ও সাফল্যের উজ্জ্বলতম মিনার।

৩। কুরাঈশদের অনুসন্ধান ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুহায় পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'য়ালার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে হিফাজত করেন। মুশরিকগণ শত চেষ্টা করেও তাঁদেরকে খুঁজে পায়নি। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রাতে সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছলেন সে রাতে আল্লাহ্র কুদরতে গুহাদ্বারে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথা বরাবর একটি গাছ উৎপন্ন হয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখে। আল্লাহ্ তা'য়ালা সেখানে মাকড়সা প্রেরণ করলে সে সেখানে বাসা বেঁধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আড়াল করে ফেলে। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে দুটি কবুতর গুহার মুখে বাসা বেঁধে অবস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর কুরাঈশদের বিভিন্ন শাখার কয়েক যুবক লাঠিসোটা ও তরবারি নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারা যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মাত্র চল্লিশ হাত দূরে ছিল তখন তাদের একজন গুহার ভিতরে দৃষ্টিপাত করতে লাগলো। কিন্তু গুহার মুখে দুটি কবুতর ছাড়া আর কিছুই দেখতে না পেয়ে সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি খবর? সে বললো, আমি দুটি কবুতর দেখেছি, তাই বুঝতে পারলাম সেখানে কোন লোক নেই। তার এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও শুনতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুতর দ্বয়ের মাধ্যমে লোকটিকে হটিয়ে দিয়েছেন।– আশ-শামী

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গুহায় যখন আমরা ছিলাম তখন আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, এদের কেউ যদি স্বীয় পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে তারা পায়ের নিচ দিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সঙ্গে তৃতীয় জন আল্লাহ্ আছেন।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে পরবর্তীতে আয়াত নাজিল করা হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ج

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ করো, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দু'জনের একজন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষন্ন হবে না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"– কুরআন (৯ঃ৪০)

মদীনা শরীফের পথে সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত রাসূলে আকরাম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উক্ত গুহায় তিনদিন অতিবাহিত করেন। তিন দিন পর লোকজন যখন শান্ত হয়ে গেল, কাফিররাও নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া এর ভাড়া করা পথ প্রদর্শক সকাল বেলা তিনটি উটসহ সওর পর্বতের গুহায় এসে হাজির হলো। তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উষ্ট্রে আরোহণ করলেন তাঁদের সাথে হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও পথ প্রদর্শক হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরায়কিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সহ মোট চারজন মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

সওর গুহা থেকে বের হয়ে তাঁরা সেই রাস্তা ধরে চলতে থাকেন, যে রাস্তা সাধারণভাবে যাতায়াতের জন্য তখন ব্যবহৃত হতো না। এভাবে পশ্চিম-উত্তরমুখী হয়ে চলতে চলতে তাঁরা সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। অনুমান মতে, এটা হচ্ছে সেই রাস্তা যা জেদ্দা থেকে রাবিগ অভিমুখে চলে গেছে।

মঙ্গলবার দিন দুপুরবেলা একটি কঙ্করময় ভূমির পাশে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছায়া দেখতে পান। জায়গা পরিস্কার করে তাতে একটি চাদর বিছিয়ে দেন, যাতে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারেন। এদিক সেদিক তাকানোর পর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেখানে একটি রাখালকে দেখতে পান। তিনি রাখালকে তার হাত এবং বকরীর স্তন ভালোভাবে পরিস্কার করে নিয়ে ওলান থেকে কিছু দুধ বের করতে বলেন। সে তাই করে। তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দুধের পাত্রটি ঢেকে নেন, যাতে তা ধূলাবালি থেকে নিরাপদ থাকে। অতঃপর দুধের সাথে কিছু পানি মিশিয়ে তা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি তা পান করেন। এরপর তাঁদের কাফেলাটি পুনরায় চলতে শুরু করে।

মদীনা শরীফের রাস্তা ঃ

পাহাড়-পর্বত মরুভূমি বালুময় আরব অঞ্চলে সফরের একমাত্র মাধ্যম ছিল উট। এ সময় আসকান, রাগিব ইত্যাদি স্থানগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। তখন মোটর গাড়ির প্রচলন হয়নি। সে সময় ৪টি রাস্তা প্রসিদ্ধ ছিল। যথা– তরীকে শারকী, তরীকে সুলতানী, তরীকে ফারয়ে এবং তরীকে গায়র।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তারীকুল গায়র' ধরে মদীনা শরীফ সফর করেছিলেন। সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাস্তা হওয়ার কারণে অন্যান্য রাস্তার অনুপাতে এ রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে অতিক্রম করা যেত এবং 'জাবালুল গায়র' অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য ছিল বলে অনেক কম লোকই এ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতো। আর এ কারণেই এটাকে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা মনে করা হয়ে থাকে।

হিযরতের প্রথম প্রস্তুতি ঃ

মদীনা শরীফে ইসলামের প্রসার দেখে কাফিররা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। যিলহজ্জ মাসের শেষ তারিখে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন– যে কোন সময় আল্লাহ্র পক্ষ হতে মক্কা ভূমি ত্যাগের নির্দেশ আসতে পারে। এ ইঙ্গিত পেয়ে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পরদিনই মহররমের পহেলা তারিখ আটশত দিরহাম দিয়ে কাসওয়া ও আদরা উট দুটি ক্রয় করেন। দুটি উট ক্রয়ের মাধ্যমে হিযরতের প্রস্তুতি শুরু হয়। এ ঘটনাকে মর্যাদা দিয়ে পহেলা মহররম থেকে হিজরী সাল গণনা শুরু হয়।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সমমর্যাদা আর কোন সাহাবীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নসিব হয়নি। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজে, তাঁর পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং জামাই ও নাতী আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর সকলেই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। 'সাহাবী ইবনে সাহাবী ইবনে সাহাবী ইবনে সাহাবী'– এই দুর্লভ সৌভাগ্য হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর কথা উল্লেখ করতেন, তখনই বলতেন– 'ইউসুফু নবীউন, ইবনে নবী, ইবনে নবী, ইবনে নবী' অর্থাৎ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দ্বিতীয়। দ্বিতীয় হওয়ার মর্যাদা সাহাবীগণের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মধ্যে একমাত্র তাঁর জন্য খাস। তিনি বয়সে দ্বিতীয়, ইসলাম গ্রহণে দ্বিতীয়, হিযরতের পথে দ্বিতীয়, জান ও মাল কুরবানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, মৃত্যুতে দ্বিতীয়, চিরশয্যা কবর শরীফে শায়িত হিসাবে দ্বিতীয়।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহায় তাঁর কোলে মাথা মুবারক রেখে শায়িত হলেন এবং চোখ মুবারক বন্ধ করে আবু বকরকে যিকরে খফীর তাওয়াজ্জুহ্ দিতে লাগলেন। সুবহান-আল্লাহ্।

আল-হাদিকাতুন নাদিয়া ফিত্ তরিকাতিন নক্শবন্দিয়া নামক আরবী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে–

قال رسول اللّٰه صلى الله عليه وسلم ماصبّ اللّٰه شيأً فى صدرى
الاّ وصببته فى صدر ابى بكر

"আমার অন্তরে আল্লাহ্ যে বাতেনী নিয়ামত ঢেলে দিয়েছেন, আমি তা আবু বকরের অন্তরে ঢেলে দিয়েছি।" সে কারণেই তাঁর থেকে দুটি মশহুর তরিকা বের হয়েছে। একটি হচ্ছে তরিকায়ে নক্শবন্দিয়া এবং অন্যটি তরিকায়ে মোজাদ্দেদীয়া।

গুহায় অবস্থানকালে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পানির পিপাসা লাগে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পানির আবেদন পেশ করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুহার ভিতরে এক দিকে ইশারা করে বললেন– ওখানে গিয়ে পানি পান করে আসো। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গিয়ে দেখলেন একটি পানির নহর প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি প্রাণ ভরে পানি পান করলেন। মধুর চেয়ে মিষ্ট, দুধের চেয়ে সাদা এবং বরফের চেয়েও ঠান্ডা। কোথা হতে এ নহর প্রবাহিত হলো তা জিজ্ঞাসা করলে নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

انّ اللّٰه امـر الملك المؤكل بانهـار الجنة ان يخـرق نهـرا من جنت
الفردوس الى صدر الغار لتشرب يا ابابكر–

"আল্লাহ্ তা'য়ালা জান্নাতের নহরের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাকে নির্দেশ করেছেন যেন জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে একটি নহর গুহার মাথায় প্রবাহিত করে দেয়। হে আবু বকর! তোমাকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়েছে।"– তাফসীরে রুহুল বয়ান (সূরা তওবা)

সুরাকার ঘটনা ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে না পেয়ে কুরাঈশ কাফিরগণ ঘোষণা দিল, নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনতে পারলে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। এ পুরস্কারের লোভে সুরাকা ইবনে মালেক ঘোড়ায় চড়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খুঁজতে বের হয়।

সুরাকা নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো, হে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এবার তোমায় কে রক্ষা করবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন–

يمنعني الجبار الواحد القهار

"শক্তি প্রয়োগকারী ও চরমশাস্তি প্রদানকারী আল্লাহ্ই আমাকে রক্ষা করবেন।" হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে সংবাদ দিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্ তা'য়ালা জমিনকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। আপনি জমিনকে যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিনকে লক্ষ্য করে বললেন–

يَا أَرْضُ خُذِيهِ

"হে জমিন, তাকে গ্রাস করো।" সাথে সাথে জমিন সুরাকার ঘোড়ার হাটু পর্যন্ত গ্রাস করে ফেললো। সুরাকা কাতর স্বরে বললো, আল-আমান অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করুন! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় জমিনকে নির্দেশ করলেন–

يَاأَرْضُ اطْلِقِيهِ

"হে জমিন, তাকে ছেড়ে দাও।" জমিন তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধরতে উদ্যত হলে পুনরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিনকে গ্রাস করতে এবং ছাড়তে বলেন। এবার সে তওবা করলো এবং অন্য অনুসন্ধানকারীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফিরিয়ে রাখার শর্তে মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে আসলো।

বুরায়দা আল-আসলামীর ঘটনা ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গীদের নিয়ে মদীনা শরীফ অভিমুখে চলছেন। পথিমধ্যে হযরত আবু আবদুল্লাহ্ বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ৭০ জন সহচর সহ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধরার জন্য কুরাঈশদের পুরস্কার লাভের আশায় বের হয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কোন্ গোত্রের? কোন্ শাখার? তিনি সব উত্তর দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কে? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল্লাহ্র রসূল। হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলে উঠলেন–

أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।"

এ বলে হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তাঁর সাথে যত লোক ছিলেন সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যাঁর রহমতে বানু সাহম স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

পথ প্রদর্শক সানিয়াতুল গাইর হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে রিআম প্রান্তরে পৌঁছেন। এখান থেকে কুবায় বনু আমর ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পল্লীতে অবতরণ করেন। সেদিন খুব গরম ছিল। সোমবার দুপুরের কাছাকাছি সময় হযরত রসূলে আকরাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছেন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মদীনা বাসীগণের আনন্দ ঃ

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন, এ সংবাদ যথাসময়েই আনসার মুহাজিরগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কাছে পৌঁছে। তাঁরা প্রতিদিন ঘর থেকে বের হয়ে হাররায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য প্রতীক্ষায় থাকতেন, দুপুরে ফিরে যেতেন। আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কাছে মেহমান হয়ে আসছেন, মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ। বৃদ্ধ-যুবা, নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে কিশোর-কিশোরী সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ব্যাকুল। **দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে তাঁদের সৌভাগ্য রবি উদিত হলো।** দুপুরে তাঁরা ঘরে ফিরেছেন। এমন সময় একজন ইহুদী চিৎকার করে বলতে লাগলো– "হে কাইলা (আনসারগণ) গোত্রের লোকজন, তোমাদের মহান পুরুষ ঐ এসে পড়েছেন।"

মদীনাবাসীগণ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলেন। রাবী বর্ণনা করেন, তিনি তখন একটি খেজুর গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে তখন তাঁর সমবয়সী হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেনি। তাই তখন লোকজন প্রচণ্ড ভিড় করেছে। আর তারা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পৃথক করে চিনে উঠতে পারছিল না। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর থেকে ছায়া সরে গেল। তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছায়া দান করলেন। এবার তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিনতে পারলেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় পৌঁছে হযরত কুলসুম ইবনে হিদাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে উঠেন। এরপর সা'দ ইবনে খায়সামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে তাশরীফ রাখেন। তিনি ছিলেন চির কুমার, অবিবাহিত। মুহাজির সাহাবীদের অবস্থান ছিল এখানে। এ বাড়িকে বলা হলো

'চিরকুমার সদন'। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উঠেন হযরত খুবায়ব ইবনে ইসাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মক্কায় তিন দিন তিন রাত অবস্থান করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে গচ্ছিত দ্রব্যাদি মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। তিনিও গিয়ে তাঁর সাথে হযরত কুলসুম ইবনে হিদাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে পৌঁছেন।

কুবায় মসজিদ নির্মাণ ঃ

কুবায় আগমনের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত কুলসুম ইবনে হিদাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খেজুর শুকানোর একটি চত্বর ছিল। সেখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে সর্বপ্রথম একটি পাথর নিয়ে কিবলার দিকে মুখ করে রাখলেন। তারপর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তারপর হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি করে পাথর রাখলেন। এরপর অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)ও একটি করে পাথর রাখতে আরম্ভ করলেন। এভাবে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হলো। সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)ম স্বতস্ফূর্তভাবে পাথর এনে তা নির্মাণ করতে লাগলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের সাথে বড় বড় পাথর এনে উক্ত নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করছিলেন। পাথর ভারী হওয়ায় কখনো বা তিনি পেটের সাথে লাগিয়ে তা বহন করছিলেন। ফলে তাঁর পেটে ধূলির চিহ্ন লেগে যাচ্ছিল। সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার বহন করার প্রয়োজন নেই। আমরাই তো তা বহন করছি। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কথা আমলে আনলেন না।

এভাবে কুবায় মসজিদ নির্মিত হয়ে গেল। এটাই মুসলমানদের প্রকাশ্যে জামা'আতে নামায আদায়ের জন্য সর্বপ্রথম মসজিদ। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে নিয়ে সর্বপ্রথম তিনি এখানে জামা'আতে নামায আদায় করেন। ইতিপূর্বে মদীনা শরীফে দু-একটি মসজিদ নির্মিত হলেও তা ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে নামায আদায়ের জন্য।"– মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, আল-কাসতাল্লানী

কুরআন শরীফে এ মসজিদকেই 'তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত' মসজিদ বলে প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতে স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর তাই তোমার নামাযের জন্য অধিকযোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন।"– কুরআন (৯ঃ১০৮)

মদীনায় গমনের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন ও দুই রাকআত নামায আদায় করতেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে কুবা মসজিদে নামায আদায় করে, সে এক উমরাহ্র সওয়াব পাবে।" কুবার আনসারগণ প্রস্রাব ও পায়খানা হতে পবিত্রতা লাভে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা কুলুখের পর পানিও ব্যবহার করতেন। আল্লাহ্ তাদের প্রশংসায় নাজিল করলেন–

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

"তাতে (কুবা মসজিদে) কতিপয় পুরুষ আছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হতে ভালোবাসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উত্তমরূপে পবিত্র সাধনকারীদেরকে ভালোবাসেন।"– কুরআন (৯ঃ১০৮)

এ আয়াত নাযিল হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবার আনসারগণকে ডেকে বললেন– "আল্লাহ্ তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন, সেই পবিত্রতা কি?" তাঁরা বললেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পায়খানার পর (কুলুখ গ্রহণ করে) পানি ব্যবহার করে থাকি।" তিনি বললেন– এ কারণেই ঐ প্রশংসা।"

কুবায় অবস্থানকাল ঃ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর বর্ণনা মতে– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪ রাত কুবায় অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত ১৮ দিন বা ২২ দিনেরও বর্ণনা পাওয়া যায়।

কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে শুক্রবার পূর্বাহ্নে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কুবার সমস্ত লোক কেউ হেঁটে, কেউ সওয়ার হয়ে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কাসওয়ার রশি ধারণের জন্য পরস্পর বাদানুবাদ করতে লাগলো। সহগামী জনতা মুহুর্মুহু 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহরে আসছেন, এ সংবাদ প্রকাশ হওয়া মাত্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্য স্রোতের মতো জনতা ছুটে এসে কুবা হতে মদীনা পর্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। সকলেই আনন্দ হিল্লোলে হিল্লোলিত। তাঁর

শুভাগমনে সেখানের অধিবাসী হাবশীগণ ছোট ছোট তলোয়ার নিয়ে খেলতে লাগলো। পথে তিনি বনি সালামের মহল্লায় বাতনুল ওয়াদিতে সুবাইব নামক একটি ক্ষুদ্র মসজিদে জুমআর নামায পড়েন। সেই হতে তা মসজিদুল জুমআ নামে পরিচিত। নামাযের পূর্বে তিনি খুৎবা পাঠ করেন। এটাই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বপ্রথম জুমআর নামায ও খুৎবা। খুৎবার প্রারম্ভে হামদ্ এবং সানা পাঠের পর তিনি বললেন, "লোকসকল! তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রে নেক আমল প্রেরণ করো। **আল্লাহ্র কসম, তোমরা অচিরেই অবগত হবে (কিয়ামতের সময়) তোমাদের প্রত্যেকেই চেতনাশূন্য হয়ে পড়বে এবং নিজের বকরীর পাল (ধন-সম্পদ) ছেড়ে যাবে, তখন সেই বকরীর পালের কোন চাকর থাকবে না।** অতঃপর (কিয়ামতের দিন) তার প্রতিপালক জিজ্ঞাসা করবেন) (তার ও তাঁর মধ্যে তখন কোন দোভাষী বা আবরণ থাকবে না) আমার কোন রসূল কী তোমার নিকট কখনো গমন করেনি এবং তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছায়নি? আমি তোমাকে সম্পদ দান করেছিলাম, তোমার উপর নিয়ামতের ধারা বর্ষণ করেছিলাম, তুমি নিজের জন্য কি কি নেক আমল প্রেরণ করেছ? তখন সে (বদকার) দক্ষিণ ও বামে দৃষ্টি সঞ্চালিত করবে; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। অতঃপর সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করবে, তখন জাহান্নাম ছাড়া সে কিছুই দেখবে না। সুতরাং **যে কেউ স্বীয় মুখমণ্ডল অর্ধাংশ খেজুর দানে দোযখ হতে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, সে তাই করুক।** আর যে ব্যক্তির তাও জুটে না সে একটি কালিমা তাইয়্যেব বা একটি দ্বীনের কথা দ্বারাই তা করুক। নিশ্চয়ই সে তার বিনিময়ে দশ হতে সাতশ গুণ নেকী লাভ করবে। আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।"

জুমআ শেষ হলো। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়ায় আরোহণ করলেন এবং স্বহস্তে বগুা ধারণ করলেন। কাসওয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে দৃষ্টি ফিরাতেই লাগলো। প্রতিটি লোকই তাঁকে অতিথিরূপে গ্রহণ করতে চাইল। সকলেই তাঁর খিদমতে আরজ জানাতে লাগলো। বনি সালেম কবিলা এসে আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঘর এই, মাল এই, জান এই, কবুল করুন। আমাদের এখানে অবস্থান করুন। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র পর্যাপ্ত, বাগ-বাগিচা প্রচুর, শক্তিও বিপুল। আমরা আপনাকে সসম্মানে ও নিরাপদেই রাখবো। আরবের লোক আমাদেরই নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আপনি আমাদের এখানে অবস্থান করুন।" হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের ভক্তিপূর্ণ আবেদনের উত্তরে স্মিত হাসি হাসছিলেন এবং স্বাভাবিক বিনয় ও মধুর কণ্ঠে বলছিলেন, "কাসওয়ার পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র আদেশেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।" তিনি তাঁদের জন্য দু'আ করছিলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের উপর বরকতের ধারা বর্ষণ করুন।" মদীনার পথে সমস্ত কবিলা হতেই অনুরূপ আরজ আসলো এবং তিনিও অনুরূপ উত্তর দিয়ে চললেন। কিছু দূর অগ্রসর হলে তাঁর নানার বংশধর বনি নাজ্জারের মহল্লার নিকট যেখানে মসজিদে নববীর দরজা অবস্থিত সেখানে গিয়ে কাসওয়া বসে পড়লো; কিন্তু

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করলেন না। কাসওয়া উঠলো ও কিছুদূর অগ্রসর হলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথের নির্দেশ দিতে ছিলেন না। কিছুদূর অগ্রসর হয়েই সে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি ফিরালো এবং পূর্বস্থানে এসে আবার বসে পড়লো, দেহ ঈষৎ সঞ্চালন করলো, মৃদু গুঞ্জন তুললো আর মাটির উপর দীর্ঘ গ্রীবা প্রসারিত করে দিলো। হযরত রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করলেন এবং চারবার পড়লেন–

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মুবারক মঞ্জিলে অবতরণ করুন এবং আপনিই সর্বোত্তম অবতরণকারী।"– কুরআন (২৩ঃ২৯)

তিনি বুঝলেন– এটাই তাঁর মঞ্জিল। এর অনতিদূরেই নাজ্জার বংশীয় আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাসভবন ছিলো।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত–

قَالَ وَخَرَجَ النَّاسُ حِيْنَ قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فِي الطُّرُقِ وَعَلَى الْبُيُوْتِ وَالْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ جَاءَ مُحَمَّدٌ اَللّٰهُ اَكْبَرُ جَاءَ مُحَمَّدٌ اَللّٰهُ اَكْبَرُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

"তিনি বললেন, আমরা যখন মদীনা শরীফে আগমন করি তখন লোক রাস্তায় নেমে আসলো এবং কতক ঘরের ছাদে আরোহণ করলো। আর বালক ও খাদিমগণ বলতে লাগলো, আল্লাহ্ জানেন, আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। আল্লাহ্ মহান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। আল্লাহ্ মহান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। আল্লাহ্ মহান, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন।"– আল-বিদায়া ওয়া নিহায়া

ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) 'দালাইলুন নবুওয়াত' এ লিখেছেন– যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করেন তখন স্ত্রী লোক ও বালকগণ বলতে লাগলো–

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

ছানিয়াতুল বিদা হতে আমাদের নিকট পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হয়েছে। আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, একজন আহ্বানকারী আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করেছেন। হে আমাদের নিকট প্রেরিত রসুল! আপনি এমন আদেশ নিয়ে এসেছেন যা মান্য করা হবে।"– আল-বিদায়া ওয়া নিহায়া

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত–

قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيِّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ وَإِذَا جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفُوفِ يَقُلْنَ نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ.

"তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী নাজ্জারের একটি গোত্রের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তখন বালিকাগণ দফ বাজিয়ে বাজিয়ে গাইতেছিল, 'আমরা বনু নাজ্জারের বালিকা দল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতইনা উত্তম প্রতিবেশী!"– ইমাম বায়হাক্বী সংকলিত 'আদ্‌দালায়েল'

ইমাম ইবনে মাজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের সম্বোধন করে বললেন–

يَعْلَمُ اللّٰهُ اَنَّ قَلْبِيْ يُحِبُّكُمْ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা জানেন, অবশ্যই আমার কলব (অন্তর) তোমাদের ভালোবাসে।"

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْتَلِأً فَقَالَ اللّٰهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

"তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীলোক ও শিশুদেরকে আগমন করতে দেখলেন। বর্ণনাকারী বলেন– আমার ধারণা তিনি বললেন, তারা যেন বিবাহ অনুষ্ঠান হতে আসছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মদীনাবাসীরা! তোমরা আমার নিকট প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত। একথা তিন বার বললেন।"– বুখারী শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অপর বর্ণনায় রয়েছে 'বালিকারা দফ বাজিয়ে গাইছিলেন–

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ.

"আমরা বনু নাজ্জারের বালিকাগণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতই না উত্তম প্রতিবেশী।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট গমন করলেন এবং বললেন– "তোমরা কি আমাকে ভালোবাস?" তারা বললো– "হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"। এর জবাবে নবী করীম রউফুর রহীম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَأَنَا وَاللّٰهِ أُحِبُّكُمْ وَأَنَا وَاللّٰهِ أُحِبُّكُمْ وَأَنَا وَاللّٰهِ أُحِبُّكُمْ

"এবং আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও তোমাদের ভালোবাসি এবং আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও তোমাদের ভালোবাসি এবং আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও তোমাদের ভালোবাসি।"– ইবনে কাছীর

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গৃহে অবস্থান ঃ

কাসওয়া হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গৃহের সন্নিকটে অবস্থান নেয়ায় রউফুর রহীম হুজুরেপুর নূর রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–"এখানেই আমার অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে।" হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মাল-সামানা নিজ গৃহে তুলে নিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নানার বংশ বনু নাজ্জারের লোক। এই গৃহ সম্পর্কে আল-বিদায়া গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৪০০ বছর পূর্বে ইয়েমেন এর বাদশাহ্ আবু কোরাব তিব্বা ইয়াসরিব শহর ধ্বংস করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ইহুদী পন্ডিতগণ বাদশাকে বলেছিল– আপনি এই শহর ধ্বংস করতে পারবেন না। কেননা, এখানে শেষ যুগের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিযরত করে স্থায়ী বাসস্থান বানাবেন। একথা শুনে তিব্বা বাদশাহ্ সাথে সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর গায়েবী ঈমান আনেন। তাঁর এই অগ্রিম ঈমান আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়। তিব্বা বাদশাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে একটি কবিতা রচনা করেন এবং হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পূর্ব পুরুষগণের কাছে হস্তান্তর করেন এবং বলেন, আমার এ কবিতা বা পত্রখানা তোমরা ঐ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পৌঁছে দিও। ঐ কাব্যপত্রখানা হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উত্তরাধিকার সূত্রে স্বযত্নে সংরক্ষণ করতে থাকেন। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ কাব্যপত্রের মালিক হন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গৃহে অবস্থান করে ঐ কাব্যপত্রখানা তলব করেন। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঐ পত্র সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পুরাতন কাগজপত্রের মধ্য হতে উক্ত পত্রখানা বের করলেন। সকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে গায়েব দেখে হতবাক হয়ে গেল। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দোতলা বাসভবনটিও ১৪০০ বছর পূর্বে তিব্বা বাদশাহ্ তৈরি করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উৎসর্গ করে যান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উট সেই ঘরের সন্ধান করে এখানে বসে পড়লো।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংস্পর্শে এসে উটের বিদ্যা অর্জিত হলো– তিব্বা বাদশাহ্ কর্তৃক লিখিত কাব্যপত্রের কিয়দাংশ আল-বিদায়া গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো–

شهدت على احمد انه + رسول من الله بارئ النسم
فلو مدّ عمرى الى عمره + لكنت وزيرا له وابن عمّ -
وجاهدت بالسّيف اعداءه + وفرّجت عن صدره كلّ همّ -

"আমি (তিব্বা) এ কথার উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং ঈমান আনছি যে, আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্বাচিত রসূল এবং মানব সন্তানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আমার হায়াত যদি তাঁর যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর পরামর্শক হতাম ও চাচাত ভাইয়ের ন্যায় তার সাহায্যকারী হতাম। আমি তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করতাম এবং তাঁর মনের ব্যথা দূর করে দিতে চেষ্টা করতাম।"– আল-বিদায়া ও নিহায়া

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا تسبوا تبعا فانه كان قد اسلم

"তোমরা তিব্বা বাদশাহ্‌কে গালি দিওনা। কেননা, সে পূর্বেই আমার উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেছে।"

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘর ছিল দোতলা। তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি দোতলায় থাকুন। আমাদের যাতায়াতের সময় ধূলি উড়ে আপনার উপর পড়তে পারে, আপনার নিকট জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হন এবং ওহী অবতীর্ণ হয়। এই অনুরোধ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সুবিধার্থে তিনি নিচ তলায় থাকাই পছন্দ করলেন। গৃহস্বামী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে খাদ্য উপস্থিত করতেন এবং দম্পতিদ্বয় বরকত লাভের আশায় পরমানন্দে ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করতেন। পাত্রের যে দিক হতে তিনি আহার্য গ্রহণ করতেন তাঁরাও সেদিক হতে আহার শুরু করতেন। এক রাতে যথারীতি খাবার প্রেরণ করা হলো। তাতে কাঁচা রসুন কিংবা পেঁয়াজ দেয়া হয়েছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ফেরৎ দিলেন। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি খাবার ফেরত দিয়েছেন তাতে আপনার মুবারক হস্তের কোন নিশানা নাই।" তিনি বললেন, "তাতে মশলার অরুচিকর গন্ধ অনুভব করেছি। এরূপ খাদ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। তাই আমি আহার করিনি। কেননা আল্লাহ্‌র সাথে সর্বক্ষণ আমার কালাম বিনিময় হতে থাকে; তবে তোমরা তা খাও।" তাঁরা তা খেলেন। সেই হতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাবারে কখনো রসুন বা পেঁয়াজ দেয়া হয়নি। হযরত সায়াদ বিন ওবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং

আসায়াদ বিন জোরারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রত্যেক রাতেই খাবার প্রেরণ করতেন। অপরাপর সাহাবীগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) খাবার প্রেরণ করতেন এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন কলসী ভেঙ্গে ঘরের দোতলা পানিতে ভরে যায়। পাছে পানি ঝরে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকের উপর পতিত হয় এই আশঙ্কায় স্বামী-স্ত্রী ব্যবহারের একমাত্র লেপটি দিয়ে পানি শুকিয়ে ফেললেন।

হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করার পর তাঁর জন্য সর্বপ্রথম হাদিয়া (খাবার) নিয়ে আমিই উপস্থিত হয়েছিলাম। তা ছিল গমের রুটি, ঘি ও দুধের তৈরি সারীদ এর একটি বড় পাত্র। আমি তা তাঁর সম্মুখে রেখে বললাম– 'আল্লাহ্ এতে বরকত দান করুন'। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের ডাকলে তারা আহার করলেন।

হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– এইভাবে (প্রায়) প্রতি রাতে আমাদের বনু মালিক ইবনুন নাজ্জারের তিন/চারজন পালাক্রমে খাদ্য বহন করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসতো। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ি হতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (মসজিদে নববীর পাশে নির্মিত হুজরায়) স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চলতে থাকলো।

মক্কা শরীফ হতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আনয়ন ঃ

হযরত ইবনে ইসহাক এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে অবস্থানকালে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উরায়কিত আদ্-দীলী মক্কা শরীফে ফিরে যাচ্ছিল। এ সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁদের পরিবারবর্গকে মক্কা হতে আনার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আজাদকৃত গোলাম জায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবু রাফি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ইবনে উরায়কিতের সাথে পাঠালেন। তাদের সাথে দু'টি বাহন (উট) এবং কুদায়দ হতে আরও উট খরিদ করার জন্য পাঁচশত দিরহাম সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'জন কন্যা উম্মে কুলসুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, তাঁর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন) সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে এবং আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কন্যা হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে এবং (হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) এর

আম্মা) উম্মে রূমানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে নিয়ে আসলেন। হযরত জায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর স্ত্রী উম্মে আয়মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও পুত্র উসামা ইবনে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পুত্র আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ভগ্নীদ্বয় ও মাতার সাথে সফর সঙ্গী হলেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছে সুনহ্ মহল্লায় হারিসা ইবনুন নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। রসূল তনয়া রুকাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর স্বামী হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে ইতিপূর্বে হাবশায় হিযরত করেছিলেন এবং কন্যা জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তাঁর (কাফির) স্বামী আবুল আস ইননুর রাবী' আসতে দেয়নি।– আল-বিদায়া ও নিহায়া

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে মোট **সাত মাস অবস্থান করেন**। হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই দীর্ঘ সময় তাঁর বাড়িতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থান ও তাঁর খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এর (পূর্ব) সংলগ্ন নবী পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় হুজরা নির্মিত হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এবং উম্মুল মু'মিনীন সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র জন্য) নির্মিত আবাসে চলে আসেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

মদীনার তৎকালীন আবহাওয়া

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, মদীনা শরীফ (ইয়াসরিব) ছিল আরবের একটি জ্বর ব্যাধি অঞ্চল। এর কারণ ছিল প্রবহমান পানির স্বল্পতা এবং পানি দূষণের ফলে আবহাওয়া দূষিত হওয়া। বিশেষ করে নবাগতরা এখানে এসে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়তো।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মদীনা শরীফে আগমন করলে প্রবলভাবে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁদেরকে বসে বসে নামায আদায় করতে দেখে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জেনে রেখো যে, **দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, বসে আদায় করলে তার অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়**। এ কথা শুনে পূর্ণ সওয়াবের আশায় দুর্বলতা ও জীর্ণতা সত্ত্বেও অতি কষ্টে তারা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। তবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নবীর নিকট হতে এ ব্যাধিকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।– ইবনে কাছীর

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তাঁর আজাদকৃত গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে মাথা তুলে দু'আ করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِهَا وَفِىْ مُدِّهَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ ۔

"হে আল্লাহ্! মক্কাকে আমরা যতো ভালোবাসি ততো অথবা তার থেকেও বেশি আমাদের নিকট মদীনাকে প্রিয় করে দিন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এর সা' ও মুদ্দ বরকত দান করুন, একে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান করে দিন এবং জ্বর জুহ্ফায় স্থানান্তরিত করে দিন।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা এ দু'আ কবুল করলেন এবং মদীনার কঠিন জ্বরপীড়া জুহ্ফায় স্থানান্তরিত হলো। মদীনার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হয়ে গেল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর ফুফু'র ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করলে লোকেরা তাঁর নিকট ছুটে গেল। আমিও তাদের সাথে ছুটে গেলাম। আমি গভীরভাবে তাঁর মুখমন্ডল নিরীক্ষণ করে উপলব্ধি করলাম যে, এটা কোন মিথ্যাবাদীর মুখাবয়ন হতে পারে না। আমি তাঁর নিকট হতে সর্বপ্রথম এ বাণী শ্রবণ করলাম–

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখো এবং রাতের বেলা নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করো যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তা হলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাক্বী শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ি অবতরণ করেন তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর একটি জমিনে (বাগানে) ফল তুলছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবো যা নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। ১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম

আলামত কি হবে? ২) জান্নাতবাসীগণের সর্বপ্রথম খাদ্য কি হবে? এবং ৩) সন্তান কি কারণে তার পিতার সাথে অথবা তার মাতার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হয়? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

اخبرني بهن جبريل انفا

"জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এই মাত্র আমাকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করলেন।" আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, জিব্রাঈল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবদুল্লাহ্ বললেন, সে তো ফিরিশতাদের মধ্যে ইহুদীদের দুশমন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ...

"যে কেউ জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর শত্রু এ জন্য যে, সে আল্লাহ্র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে।"– কুরআন (২ঃ৯৭)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– ১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হবে একটি আগুন যা মানুষের উপরে পূর্ব দিক হতে বের হয়ে তাদেরকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, ২) আর জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাবার খাবেন তা হবে মাছের কলিজার একটি অংশ, ৩) আর সন্তানের (সাদৃশ্যের) বিষয়টি এই যে, যখন পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের চেয়ে প্রবল হয় তখন সন্তান পিতার সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যখন নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের চেয়ে অগ্রগামী হয় তখন সেই সন্তান স্ত্রীর সাদৃশ্য হয়। আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহা নাই এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল। ইয়া রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইহুদীরা একটি মিথ্যাবাদী জাতি। আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পূর্বে তারা আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হলে আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে। ইহুদীরা আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বললো, তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র এবং আমাদের নেতা ও আমাদের নেতার পুত্র।"– বুখারী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'সোনার মদীনা'

হিযরতের মূল উদ্দেশ্য হলো– অন্ধকারাচ্ছন্ন আরব তথা সমগ্র বিশ্বকে আগত উষার নবালোকে আলোকিত করা। এজন্যই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আঘাত হানতে হলো কুফর ও শিরকের দুর্গে। মদীনা হলো তার উপযুক্ত কেন্দ্র। অবশেষে সত্যের জয় ও মিথ্যার বিলুপ্তি হলো। একদিন যে মক্কাবাসী তাঁকে বহিষ্কার করেছিল, আবার তাঁকে বিজয়ী সম্রাটরূপে গ্রহণ করলো। মারহাবা ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মারহাবা ইয়া হাবিবাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্র আদেশে হিযরত সমাপ্ত হলো।

মদীনা তাইয়্যেবা আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতময় মঞ্জিল। মদীনার প্রতিটি অলি-গলি, ধূলা কণা তাঁর সৌরভে সুরভিত। তাঁকে বহন করে প্রতিটি রেণু অধিক সম্মানিত। হে অতীতের অপরিচিত মদীনা! শ্রেষ্ঠতম মানব দ্বারা তোমার শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। সাইয়্যেদুল মুরসালীন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই ধারণ করে তুমি আজ চিরধন্য। হে হিযরতের পরম পবিত্র ভূমি! ধন্য তোমার অশেষ রহস্য। বিশ্ব দরবারে তোমার শির চির উন্নত। সর্ববিজয় ও গৌরব তোমারই জন্য। তোমারই শিরোভূষণ ঐ গৌরব মুকুট।

মক্কা ও মদীনার সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতি চির বিজড়িত। মক্কায় তাঁর আবির্ভাব, নবুয়ত প্রাপ্তি, ইসলামের বিকাশ, আর মদীনায় তাঁর হিযরত, ইসলামের সর্বপ্রথম পূর্ণতা। আল্লাহ্র খলিল ও জবীহ্'র স্মৃতি বহন করে দুনিয়ার সর্বপ্রথম ইবাদতগাহ্ কা'বা শরীফ আল্লাহ্র হাবীবের উসিলায় মূর্তিপূজা হতে আজ মুক্ত। তাঁর দেহ মুবারক ধারণ করে আজ মদীনা সৃষ্ট জগতে শ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্র রহমতের অজস্র ধারায় উদ্ভাসিত। তাইতো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন প্রেমিক গেয়েছেন–

সোনার মদীনা আমার প্রাণের মদীনা
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।
ভুলিনি ভুলবো না, ভুলতে পারি না
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

ইয়াসরিব নামে তুমি অলক্ষণের দেশ
বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ;
নবীর (দরূদ) ছোয়া পেয়ে তুমি সোনার মদীনা।
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

জান্নাতের বাগান তোমায় নবী (দরূদ) বলেছেন
খাকে শিফার অধিকারী তোমায় করেছেন;
তোমার মাঝে প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

আরশ মুয়াল্লার চেয়ে দামী তুমি হও
খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও;
তোমার মাঝে শুয়ে আছেন শাহে মদীনা
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। (ঐ)

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

আল্লাহ্‌র রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মক্কা শরীফে যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তারা কাফিরদের দ্বারা কঠিনভাবে নির্যাতিত হতে থাকেন। নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মদীনায় হিযরতের আদেশ দেন। তাঁরা আত্মীয়-স্বজন, স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি এবং জীবনের সকল সঞ্চয় পরিত্যাগ করে দ্বীনের খাতিরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষায় সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীনরূপে মদীনায় আগমন করেন। অবশেষে প্রাণের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও হিযরত করে মদীনায় তাশরীফ আনেন। মদীনাবাসীগণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আগত মুসলমান ভাইদের সাহায্য করবেন। তাই তাঁরা মুহাজির ভাইদের সহোদর ভাইয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সম্বলহীন হিযরতকারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি আনসারদেরকে বললেন–

اِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْ تَرَكُوا الْاَمْوَالَ وَالْاَوْلَادَ وَ خَرَجُوْا اِلَيْكُمْ.

"তোমাদের (মুহাজির) ভাইগণ সম্পদ ও সন্তান ত্যাগ করে তোমাদের আশ্রয়ে এসেছেন।"

আনসারগণ বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের সম্পদ আমাদের সকলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হোক। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– অন্য কিছু? তারা বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা কি হতে পারে?

هُمْ قَوْمٌ لَايَعْرِفُوْنَ الْعَمَلَ فَتَكْفُوْنَهُمْ وَتُقَاسِمُوْنَهُمُ الثَّمَرَ.

"তারা বাগান পরিচর্যার কাজে অভিজ্ঞ নয়। সুতরাং তাদের কর্মে তোমরা সহায়তা করবে এবং উৎপাদিত ফলমূল তাদের মধ্যে বন্টন করে দিবে।"

পৃথিবীর সূচনাকাল হতে মানুষের সাথে মানুষের সম্বন্ধের মূল সূত্র ছিল জন্মগত রক্ত সম্বন্ধ অথবা বৈবাহিক সম্বন্ধের আত্মীয়তা। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয়তার এক নতুন সম্বন্ধ উদ্ভাবন করলেন। তা ছিল **একই দ্বীনের অনুসারী হওয়ার সূত্রে "দ্বীনি ভাই"**। তিনি আনসার ও মুহাজিরগণকে সমবেত করে আনুষ্ঠানিকভাবে পরস্পরের ভাই ঘোষণা করলেন।

অধিকাংশের মতে এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সম্পাদিত হয়েছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে মসজিদে নববী নির্মাণকালে। ভিন্ন মতানুসারে, মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পরে অথবা হিযরতের নয় মাস পরে।

মোট ৪৫ জন মুহাজির ও ৪৫ জন আনসার, মতান্তরে ৫০ জন মুহাজির ও ৫০ জন আনসারের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সম্পাদিত হয়েছিল।– ইবনে সা'দ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

تَاخَوْا فِى اللّٰهِ اَخَوَيْنِ اَخَوَيْنِ.

"তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুই দুইজন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হও।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বান অনুযায়ী পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

১।	হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত জায়েদ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
২।	হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৩।	হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত খারিজা ইবনে জায়েদ আল-খাযরাজী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
৪।	হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত ইতবান ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৫।	হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৬।	হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	সা'দ ইবনুর রাবী' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৭।	হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়ামে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত সালামা ইবনে সুলামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৮।	হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত আওফ ইবনে ছাবিত নাজ্জারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
৯।	হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১০।	হযরত সা'ঈদ ইবনে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত উবায়্যি ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১১।	হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত আবু আইউব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১২।	হযরত আবু হুজায়ফা ইবনে উতবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত আব্বাস বিশর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১৩।	হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও	হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

১৪।	হযরত আবু যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও হযরত মুনযির ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১৫।	হযরত ইবনে আবু বালতা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও হযরত উওয়ায়ম ইবনে সা'ইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১৬।	হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও হযরত আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
১৭।	হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	ও হযরত আবু রুওয়ায়হা আবদুল্লাহ্ আল-খা'সআমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

অবশেষে হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাত ধরে বললেন– ইনি আমার ভাই।

আনসার-মুহাজির হৃদ্যতার সম্বন্ধ এতোই সুগভীর হয়েছিল যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও অন্যতম আনসার গোত্রপতি ও নকীব সা'দ ইবনুর বারী' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত করলে হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, "আনসারগণ জানে যে, আমিই তাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদশালী। সুতরাং তুমি আমার সম্পদ দুই ভাগ করে অর্ধেক গ্রহণ করো। আর আমার স্ত্রী দু'জন। তাদের মধ্যে তুমি যাকে পছন্দ করবে তাকে আমি তালাক দিব। পরে তার ইদ্দত সম্পন্ন হলে তুমি তাকে বিবাহ করবে। হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহ্ তোমার সম্পদে ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন। আমরা মক্কার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। সুতরাং আমাকে তোমাদের বাজারটি দেখিয়ে দাও। অর্থাৎ হযরত আবদুর রহমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রস্তাব গ্রহণ না করে স্বাবলম্বী হওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবসা শুরু করলেন।"– বুখারী শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণের আয়োজন

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে শুভাগমন করার পরই সেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদতের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করার নিমিত্তে হযরতের মন ব্যাকুল হয়ে পড়লো। যে আল্লাহ্র নাম বলায়, যাঁর তাওহীদের ঝান্ডা উড়ানোর অপরাধে, তিনি ও ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আজ দীর্ঘ ১৩ বছর হতে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে আসছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর সহযাত্রী-কে সঙ্গে নিয়ে আজ মদীনা শরীফের মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে, মুক্তির মূর্ছনা জাগিয়ে মুক্তপ্রাণে মুক্ত কণ্ঠে সেই প্রেমময় কল্যাণকারীর মহিমা গাওয়ার জন্য হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

মসজিদে নববী শরীফের আয়তন ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণের সময় সত্তর গজ দৈর্ঘ্য ও ষাট গজ প্রস্থ বা পূর্ব-পশ্চিমে তেষট্টি গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে পঞ্চান্ন গজ বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ একশত গজের কম ছিল।

মসজিদে নববী শরীফ ঃ

ঈমানদার জ্বিন্ন ও ইনসানের মুহব্বতের হেরেম-মদীনার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মসজিদে নববী। মদীনা যেরূপ নবীর শহর এ মসজিদও সেরূপ নবীর মসজিদ। যে ভূমিখণ্ডের উপর কাসওয়া বসে পড়েছিল সেখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে এ মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপন করেন।

মদীনায় পদার্পণ করার পর তাঁর লক্ষ্য হলো মসজিদ নির্মাণ করা। তিনি নামায আদায়ের সময় বিশেষ অসুবিধা অনুভব করতেন। তাঁর বাসস্থানের নিকট নাজ্জার বংশের কিছুটা জমিন ছিল। তিনি লোকদেরকে ডেকে বললেন, "আমি এ ভূমিখণ্ড মূল্য দিয়ে নিতে চাই।" তাঁরা বললেন, "মূল্য নিব কিন্তু আপনার নিকট হতে নয়, আল্লাহ্র নিকট হতে।" ঐ ভূমিখণ্ডের প্রকৃত মালিক ছিলেন সাহ্ল ও সোহাইল নামক দুই এতিম সহোদর। এঁরা হযরত মুয়াজ বিন আকরার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত। ঐ ভূমিখণ্ডের সংলগ্ন হযরত আসায়াদ বিন জোরার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর এক খণ্ড ভূমি ছিল। উক্ত খণ্ডের একদিকে হযরত আসয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি ক্ষুদ্র মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তার চতুর্দিকে প্রাচীর দেয়া হয়েছিল উপরে ছাদ ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতের পূর্বে সেখানে জুমআ ও জামাত অনুষ্ঠিত হতো। হিযরতের পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো ঐ মসজিদে নামায আদায় করতেন। তিনি ঐ মসজিদের ভূমিখণ্ড এবং সংলগ্ন অংশ ক্রয় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তিনি হযরত আসয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মুখে এর পূর্ণ তথ্য অবগত হন। হযরত মুয়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একা সমস্ত মূল্য পরিশোধ করে ভূমিখণ্ড দান করতে প্রস্তাব করলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে সম্মত হলেন না। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতিমদ্বয়কে ডেকে পাঠালেন। এতিমদ্বয় উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তা হেবা করে দিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।" তিনি তাঁতেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং দশ দীনারের বিনিময়ে তা ক্রয় করে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মূল্য দিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহু সন্তুষ্ট চিত্তে হুকুম তামিল করলেন। এ ভূমিতে বহু খেজুর বৃক্ষ, গর্ত ও মুশরিকদের কবর ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশে বৃক্ষসমূহ কেটে ফেলা হলো, গর্তসমূহ ভরাট করা হলো এবং মুশরিকদের অস্থিপুঞ্জ তুলে অন্যত্র পুতে রাখা হলো।

মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আবির্ভূত হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলে গেলেন যেন তাঁর ছাউনি তাঁর ভ্রাতা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর ছাউনির মতো হয়। তাই তিনি সাহাবীগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বললেন, "আমার জন্য মূসার ছাউনির মতো সুম্মা তৃণ ও কাঠের একটি ছাউনি-মূসার ছায়ার মতো ছায়া নির্মাণ করো।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "মূসার ছায়া কি?" তিনি বললেন, "তিনি দাঁড়ালে ছাদ মস্তক স্পর্শ করতো।" এর মর্ম এই যে, **হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর ছাউনি যেরূপ মাত্র ছায়ার জন্যই নির্মিত হয়েছিল, সেরূপ মসজিদে নববীও শুধু ছায়ার জন্য নির্মিত হবে, জাঁকজমকের জন্য নয়।**

মসজিদ নির্মাণের স্থান নির্ধারণের পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচা ইট বানানোর নির্দেশ দেন এবং নিজেও ইট বানানোর কাজে অংশগ্রহণ করেন। আনসার ও মুহাজির সকলেই এ কাজে শরীক ছিলেন। কাঁচা ইট তৈরি করে রৌদ্রে শুকিয়ে দেয়াল গাঁথা হয়।

মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপনের সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পার্শ্বে দাঁড়ালেন। তখন মসজিদে নববী হতে কা'বা শরীফ পর্যন্ত পর্দা সরে গেল এবং সবকিছু দৃষ্ট হতে লাগালো।– যাদুল মায়াদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদ নির্মাণ করেন তখন ভিত্তি নির্মাণে প্রথম পাথরটি তিনি নিজে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পাথর স্থাপন করতে বললেন তিনি পাথর স্থাপন করেন। তারপর তিনি হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দ্বারা স্থাপনকৃত পাথরের পাশে পাথর স্থাপন করতে বলেন এবং হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তা স্থাপন করেন। এরপর হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্থাপনকৃত পাথরের পাশে পাথর স্থাপন করতে বলেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পাথর স্থাপন করার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তারা আমার পরে খলীফা হবে।

ইট বানানোর পর গাঁথুনী দেয়ার সময় সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইট বহন করেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالَ خَيْبَرَ + هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرُ.

"এই বোঝা খায়বারের খেজুরের বোঝা নয়; হে প্রভু! এই বোঝাই সবচেয়ে উত্তম পবিত্র বোঝা।"

নবনির্মিত মসজিদের চারপাশের প্রাচীর ইটের দ্বারা তৈরি করা হয় এবং ভিত্তি দেয়া হয় পাথর দ্বারা। সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সাথে সাথে তিনিও পাথর বহন করেন এবং ঐ সময়ে তিনি আবৃত্তি করেন–

اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشُ اِلاَّ عَيْشَ الاخِرَةِ + فَانْصُرِ الاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةَ.

"হে আল্লাহ্! একমাত্র আখিরাতের শান্তি ছাড়া আর কোন শান্তি নেই। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।"

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الاَجْرَ اَجْرُ الاخِرَةِ + فَارْحَمِ الاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

"হে আল্লাহ্! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের অনুগ্রহ করুন।"

তখন সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আবৃত্তি করেন–

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِىُّ يَعْمَلُ كَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

"যদি আমরা বসে থাকি আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করেন, তা হলে আমাদের এই কাজ অর্থাৎ বসে থাকা হবে অত্যন্ত খারাপ।"

ইট বহনের সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কবিতাও আবৃত্তি করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الاَجْرَ اَجْرُ الاخِرَةِ + فَارْحَمِ الاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

"হে আল্লাহ্! প্রতিদান তো একমাত্র আখিরাতের প্রতিদান; সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের দয়া করুন।"

বরকতময় স্তম্ভ ঃ

মসজিদে নববী শরীফের অভ্যন্তরে রিয়াজুল জান্নাহ্তে আটটি স্তম্ভ (উস্তুয়ানা) রয়েছে। সোনালী অক্ষরে গোলাকার বৃত্তে নামগুলো অতিচমৎকারভাবে শোভা পাচ্ছে। মসজিদ সম্প্রসারণ হয়েছে বটে কিন্তু পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্তম্ভগুলো বিলুপ্ত হয়নি। সৌভাগ্যবান যিয়ারতকারীগণ আল্লাহ্র রহমতের আশা নিয়ে এ স্থানগুলোতে দু'আ-মুনাজাত করে থাকেন।

১। উস্তুওয়ানা হান্নানা ঃ

হান্নানা শব্দের অর্থ হলো দুঃখ বা আনন্দে জোড়ে শব্দ করা। উক্ত স্তম্ভটি খেজুর গাছের যে গুড়িটি মাটিতে দাফন করা হয়েছে সে স্থানেই নির্মিত হয়েছিল। মিম্বরুন্নবী স্থাপিত হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই খেজুর গাছের

গুড়িটির পাশে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবর্তিত স্থানে মিম্বর স্থাপন করার সময় এই গুড়িটি উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে সান্তনা দিয়েছিলেন এবং তখন এর ক্রন্দন থেমেছিল। এই স্তম্ভটি মিহ্‌রাবুন্নবীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

২। উস্‌তুওয়ানা আবী-লুবাবা ঃ

হযরত আবু লূবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তওবা কবুল হওয়ার জন্য নিজকে এ স্তম্ভের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর তওবা কবুল করেন, একে 'উসতুওয়ানায়ে তওবা'ও বলা হয়।

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্তম্ভের কাছে নফল নামায আদায় করতেন। ফযর বাদ এখানে বসতেন। আসহাবে সুফ্‌ফাগণ এখানে বসে থাকতেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের কাছে বসতেন। রাতে অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করে তাদেরকে শুনাতেন। ইতিকাফের সময় এখানে খাট বসাতেন ও হেলান দিয়ে বসতেন।

৩। উস্‌তুওয়ানা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মসজিদের ভিতরে একটি জায়গা এমন রয়েছে যে, যদি লোকজন সেখানে নামায পড়ার ফজিলত সম্পর্কে অবগত হত, তাহলে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারির প্রয়োজন দেখা দিত। ঐ সময় হতে সাহাবীগণ সে জায়গাটি চিহ্নিত করার জন্য তালাশ অব্যাহত রাখলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর ভাগিনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। সেখানেই বর্তমানে এই স্তম্ভটি রয়েছে। এই স্তম্ভের নিকটে গিয়ে দু'আ করবেন।

৪। উস্‌তুওয়ানা সরীর বা খাটের স্তম্ভ ঃ

এখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফে অবস্থান করতেন এবং রাতের বেলা আরাম করার জন্য তাঁর বিছানা মোবারক এখানেই স্থাপন করা হত।

৫। উস্‌তুওয়ানা জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ঃ

এটাকে মাকামে জিব্রাঈলও বলা হয়। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম যখনই দিহ্‌য়াতুল কালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর রূপ ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন তখন এখানেই তিনি উপস্থিত হতেন। এ স্তম্ভটি সারিয়াতুল বারীর নামেও পরিচিত।

৬। উস্‌তুওয়ানা মুহাররম ঃ

এটাকে উস্‌তুওয়ানা আলীও বলা হয়। এর অপর নাম উসতুওয়ানা হারিছ বা প্রহরীর স্তম্ভ। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অধিকাংশ সময় এখানে নামায আদায় করতেন। তিনি এখানে বসে বেশির ভাগ সময় রসূলুল্লাহ্-কে পাহারা দিতেন।

এটা সেই দরজার বিপরীতে অবস্থিত, যেই দরজা দিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘর হয়ে মসজিদে আসতেন।

৭। উসতুওয়ানা ওয়াফূদ ঃ

এটা উসতুওয়ানা মুহাররমের পিছনে উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল। আরবের বিভিন্ন এলাকা হতে ইসলাম গ্রহণ বা ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিনিধি দল আগমন করতেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই স্তম্ভের নিকট সাক্ষাৎকার দিতেন। বিশিষ্ট সাহাবা কিরামও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁর নিকট তখন বসতেন।

৮। উসতুওয়ানা তাহাজ্জুদ ঃ

এটা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাহাজ্জুদ আদায়ের স্থান, যা অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে। এটা হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরার পিছনে উত্তর দিকে অবস্থিত। বর্ণিত আছে– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে এখানে মাদুর বিছিয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

উম্মুল মু'মিনীনদের হুজরা মুবারক নির্মাণ

মুহাম্মাদ রিদা (রঃ) তাঁর "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" গ্রন্থে বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণ সমাপ্ত করার পর তাঁর দু'জন স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর জন্য মসজিদে নববী শরীফের সংলগ্ন স্থানে কাঁচা ইট ও খেজুর শাখার দ্বারা দুটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বাসগৃহের একটি দরজা সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উপরোক্ত দু'জন ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন তাঁদের জন্যও হুজরা নির্মাণ করেন এবং হুজরার মোট সংখ্যা ছিল ৯টি।

হযরত উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মু হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জুওয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত জয়নব বিনতে জাহ্শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরাসমূহ মসজিদে নববী শরীফের উত্তরপার্শ্বে ছিল এবং হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরাসমূহ বিপরীত দিকে ছিল।

এই হুজরাসমূহ মসজিদে নববী শরীফের এতোই কাছে ছিল যে, যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী শরীফে ইতিকাফরত থাকতেন, তখন তিনি মসজিদ হতে মাথা বের করতেন আর তাঁর স্ত্রীগণ মাথা ধৌত করে দিতেন।– তাবাকাতে ইবনে সা'দ

হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি যখন প্রায় বয়োপ্রাপ্ত তখন দাঁড়িয়ে হুজরার ছাদ হাত দ্বারা স্পর্শ করতাম। হুজরাসমূহ মসজিদে নববী শরীফের পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে কোন হুজরা ছিল না।–সীরাতুল মুস্তফা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে উমার (রঃ) বলেন, আমার নিকট আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজীদ আল-হুযালী বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরাসমূহ দেখেছি। হুজরাসমূহ কাঁচা ইট, খেজুর কাঠ ও খেজুর শাখায় মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয়। আমি ৯টি হুজরা গণনা করি। এদের মধ্যে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরাটি মসজিদে নববী শরীফের বাবুন নবী'র মুখোমুখী ছিল।

হুজরাসমূহের প্রশস্ততা ছিল ৬ হতে ৭ হাত। প্রবেশদ্বার হতে ১০ গজ এবং উচ্চতা ছিল ৭/৮ হাতের মধ্যে। ইবনে মান্দা (রঃ), বিশর ইবনে সুহার আল-আবদী (রঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের হুজরাসমূহে প্রবেশ করতাম এবং তখন আমি হাত দ্বারা হুজরার ছাদের নাগাল পেতাম।"

দু'জাহানের বাদশা্ রসুলে আকরাম, সাইয়্যেদিল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় তাঁর বাসভবনে প্রাচীর ছিল না। হযরত উমর উবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেখানে প্রথম প্রাচীর নির্মাণ করেন যা সঙ্কীর্ণ ছিল, অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রশস্ত প্রাচীর নির্মাণ করেন।

খলিফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিক (রঃ) এর সময় মদীনা শরীফের তৎকালীন গভর্ণর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) খলিফার ফরমানে হুজরা মুবারকসমূহ ভেঙ্গে ফেলেন এবং মসজিদে নববী শরীফের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন মদীনাবাসী অনেক কেঁদেছেন। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চয় তা চাই যে, শাসকগোষ্ঠী এ আদেশ প্রত্যাহার করুন, যা মদীনাবাসীদের মনের কথা।"–আল-ওয়াফা

ওয়ালীদের নির্দেশ জারির সময় মসজিদে নববী শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যে হযরত আবু সালাম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনায়ফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত খারিজা ইবনে জায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এতো কেঁদেছিলেন যে, তাঁদের দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গিয়েছিল।

বাস্তবিকই দুনিয়াবাসী দেখতে পেত, শাহে মদীনা অতি সাধারণ হুজরাসমূহে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন! অথচ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দুনিয়ার সকল সম্পদের কুঞ্জি দেয়া হয়েছে।

আসহাবে সুফ্‌ফা

আরবী ভাষায় 'সুফ্‌ফাতুন' এর অর্থ শামিয়ানা, বারান্দা, বর্ধিত অংশ বিশেষ। মসজিদে নববী শরীফের পূর্ব চত্বরে আঙ্গিনার ভিতরেই চত্বর বানিয়ে তার উপর একটি চাঁদোয়া লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ মর্যাদা মন্ডিত স্থানটি হলো 'সুফ্‌ফা' আর যারা অবস্থান করেছিলেন তারাই হলেন 'আসহাবে সুফ্‌ফা'। যেখানে ঐ সময় দরিদ্র মুহাজিরগণ কালাতিপাত করতেন, যাদের ঘর-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি কাজ, এমনকি স্ত্রী সন্তান কিছুই ছিল না। তাদের বেশি সময় ইবাদত-বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কল্যাণময় সংস্পর্শে কেটে যেত। তাঁরা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীসমূহ শ্রবণ করতেন, সেগুলোকে সংরক্ষণ করতেন এবং অন্যের কাছেও তা পৌঁছে দিতেন। দিনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমত করতেন আর রাতে সুফ্‌ফায় পড়ে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন অন্যতম। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) গাছ থেকে খেজুরের ছড়া ভেঙ্গে এনে মসজিদের খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু আসহাবে সুফ্‌ফাগণ তা থেকে শুধু ঐ সব খেজুরই আহার করতেন যা ছড়া থেকে ঝড়ে নিচে পড়তো।

এদের মাঝে কেউ জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতেন এবং এর দ্বারা অন্যান্য সাথী ভাইদের সামান্য আহার্য সামগ্রী জোগাড় করতেন। কখনো এমন হতো দু-তিন দিন পর্যন্ত তাদের কোন খাদ্য জোগাড় হতো না।

অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় তাশরীফ আনতেন তারাও নামাযে শরীক হতেন। কিন্তু ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় কখনো কখনো নামাযের হালতে ঢলে পড়তেন। দূর থেকে যারা আসতেন, তারা মনে করতেন, এ লোকগুলো পাগল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখন কারো কাছ থেকে সদকার খাবার আসতো, তখন তিনি তার সবটুকুই আসহাবে সুফ্‌ফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আর যখন তাঁর কাছে দাওয়াতের (হাদিয়ার) খাবার আসতো, তখন আসহাবে সুফ্‌ফাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁদের সাথে বসে ঐ খাবার খেতেন। প্রায়ই এমন হতো যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা আসহাবে সুফ্‌ফাকে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে বলতেন, যেন তাঁরা নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী আসহাবে সুফ্‌ফার মধ্য থেকে এক অথবা দু'জন-কে নিজেদের সাথে করে নিয়ে যান এবং তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করেন।

হযরত সায়াদ বিন ওবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুবই ধনী এবং দয়ালু ছিলেন। তিনি কখনো ৮০জন মেহমানও সাথে করে নিয়ে যেতেন। একবার হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আবেদন করলেন যে, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। আমাকে একজন চাকরাণী দেয়া হোক। আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা কখনো হতে পারে না যে, আমি তোমাকে চাকরাণী দেব আর আহলে সুফ্‌ফাহ্ ক্ষুধার্ত থাকবে।

রাতে তাঁরা ইবাদত করে কাটাতেন। তাদের জন্য একজন শিক্ষকও নির্দিষ্ট ছিল। তাঁরা শিক্ষকের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করতেন। এ কারণেই তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ক্বারী। ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজে যখন কাউকে পাঠানো প্রয়োজন হতো, তখন তাঁদেরকেই প্রেরণ করা হতো।

মাউনার যুদ্ধের প্রাক্কালে এদের ৭০ জনকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার কাজে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা কখনো বাড়তো আবার কখনো কমতো। তাদের সর্বমোট সংখ্যা চারশত পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু কোন সময়েই একসাথে এই সংখ্যা ছিল না। তাছাড়া সুফ্‌ফার মাঝেও এতো লোকের সংকুলান সম্ভব ছিল না।

মসজিদে নববী'র ফজিলত ও বরকত

আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম কর্তৃক নির্মিত ৩টি মসজিদ পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী, তাই তার নির্মিত 'মসজিদে নববী' নবী নির্মিত সর্বশেষ মসজিদের বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক অবস্থিত, সাথে আরাম করছেন মহান খলিফা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও এখানে স্থান লাভে ধন্য হবেন। এখানে রয়েছে– 'রিয়াজুল জান্নাহ্', বরকতময় স্তম্ভ ও স্থানসমূহ, উম্মুল মু'মিনীনগণের হুজরা মুবারক, আসহাবে সুফ্‌ফাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অবস্থানের স্থান, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহরাব ও মিম্বর মুবারক ইত্যাদি।

কুরআন শরীফের আলোকে মসজিদে নববী শরীফ ঃ

পবিত্র কালামেপাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা মসজিদে নববী শরীফকে তাকওয়ার উপর ভিত্তিশীল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"নিশ্চয়ই ঐ মসজিদ, যার ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরহেযগারীর উপর রাখা হয়েছে, তা এরই উপযুক্ত যে, আপনি তাতে দাঁড়াবেন এবং সেটার মধ্যে সব লোক রয়েছে, যারা খুব পবিত্র হতে চায় আর পবিত্র লোকেরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। তবে কি যে ব্যক্তি নিজ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর সে-ই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি, যে ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছে এক গভীর গর্তের কিনারায়, ফলে তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে ধসে পড়েছে?"– কুরআন (৯ঃ১০৮-১০৯)

হাদীস শরীফের আলোকে মসজিদে নববী শরীফ ঃ

০১। عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اِمْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هُوَ هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَهُ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ.

"হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু খুদরার এক ব্যক্তি ও বনু আমর ইবনে 'আওফ এর এক ব্যক্তি তাকওয়ার উপর ভিত্তি স্থাপিত মসজিদ সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হলো। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদ এবং অপর ব্যক্তি বললেন, তা কুবা মসজিদ। প্রসঙ্গটি নিয়ে তারা দু'জন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন– 'এটা তাই' অর্থাৎ তাঁর মসজিদ 'এবং এতে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।"– মুসলিম শরীফ

০২। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার এ মসজিদে এক সালাত তা ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের এক হাজার সালাত অপেক্ষা উত্তম, মসজিদুল হারাম ব্যতীত।"– বুখারী শরীফ

০৩। عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي خَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ.

"হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আর আমার মসজিদে কারো এক ওয়াক্ত সালাত পঞ্চাশ হাজার ওয়াক্তের সালাতের সমান মর্যাদাপূর্ণ।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

০৪। عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِيْ هٰذَا لَمْ يَأْتِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি কোন উত্তম বিষয় শিক্ষালাভের বা শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে আমার এ মসজিদে আসে সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আসে সে অপরের মালের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর সমতুল্য।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

০৫। عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَإِنِّيْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِيْ آخِرُ الْمَسَاجِدِ.

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– নিশ্চয় আমি নবীগণের শেষ এবং নিশ্চয় আমার মসজিদও (নবী কর্তৃক নির্মিত) মসজিদসমূহের সর্বশেষ।"– মুসলিম শরীফ

০৬। عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِيْ مَسْجِدِيْ أَرْبَعِيْنَ صَلَاةً لَا تَفُوْتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَبَرِيَ مِنَ النِّفَاقِ.

"হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কোন ব্যক্তি আমার মসজিদে (ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে এবং এক ওয়াক্তও বাদ না গেলে তাকে দোযখ হতে মুক্তি, শাস্তি হতে মুক্তি এবং মুনাফিকী হতে মুক্তির বিধান দেয়া হয়।"– মুসনাদে আহমাদ শরীফ

০৭। عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ.

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার ঘর (বর্তমান রওজা শরীফ) ও আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের উদ্যানসমূহের অন্তর্ভূক্ত একটি উদ্যান এবং আমার মিম্বর আমার হাওয কাউসারের উপর স্থাপিত।"– বুখারী শরীফ

০৮। عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِيْ فِيْ قَبْرِيْ

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে পুনরাগমন করবেন। তিনি বিবাহ করবেন এবং সন্তানের অধিকারী হবেন। তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁকে আমার কবরস্থানে আমার পাশে দাফন করা হবে।"– মিশকাতুল মাসাবীহ্

০৯। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ لاَ يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ الْكَعْبَةَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ وَالْمَسْجِدَ الأَقْصَى وَمَسْجِدَ الطُّوْرِ.

"দাজ্জালের রাজত্ব সর্বত্র বিস্তৃত হবে। কিন্তু চারটি মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। কা'বা শরীফ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদ, মসজিদুল আকসা ও তূর মসজিদ।"– মুসনাদে আহমাদ শরীফ

আযান

'আযান' অর্থ ঘোষণা, আহ্বান। শরীয়তের পরিভাষায় বিশেষ বিশেষ শব্দের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট ওয়াক্তসমূহে বিশেষ ধরনের ঘোষণাকে আযান বলে। বিশেষভাবে নামাযের জন্য আহ্বান হলো 'আযান'।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– আযানের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা জুমুআর আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, যখন নামাযের আহ্বান করা হয় জুমু'আহ্-দিবসে, তখন আল্লাহ্র যিক্রের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।"– কুরআন (৬২ঃ৯)

ইমাম বুখারী (রঃ) সূরা মায়েদা'র নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি আযান অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লেখ করেছেন–

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ،

"তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান করো তখন তারা একে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে।"– কুরআন (৫ঃ৫৮)

তাফসীরবিদগণ বলেছেন, আযান ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত, স্বপ্নলব্ধ নয়। কেউ বলেছেন, এ আযান হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক হজ্জের আযান তথা আহ্বান হতে সংগৃহীত। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা আদেশ করেছেন–

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

"এবং মানুষের নিকট হজ্জ এর ঘোষণা করে দাও।"– কুরআন (২২ঃ২৭)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কী জীবনের সুদীর্ঘ ১৩ বছরের মধ্যেও আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়নি বলে প্রায় সকল হাদীস ও তাফসীরবিদ

মত পোষণ করেছেন। অবশ্য কিছু দুর্বল বর্ণনা অনুযায়ী হিযরতের পূর্বে মি'রাজের রাতে আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল।

কোন প্রকার আহ্বান ছাড়া সর্বপ্রথম নির্ধারিত সময়ে মুসলমানগণ নামাযের জন্য সমবেত হতেন। হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা শরীফে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ জীবনযাপন করতে লাগলেন, তখন তাঁর নিকট যথেষ্ট সংখ্যক মুহাজির ও আনসার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সমাগম হতে লাগলো। তখন হতে ইসলামের বিধিবিধান পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করতে লাগলো। জামআতে নামায আদায়, যাকাত ও রোজার বিধান ফরয, দণ্ডবিধি প্রবর্তিত হলো, হালাল ও হারামের বিধান প্রবর্তিত হলো। এভাবে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো, মদীনা শরীফে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পর মুসলমানগণ নামাযের ওয়াক্তসমূহে কোনরূপ ঘোষণা ছাড়াই তাঁর নিকট সমবেত হতেন।– আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

কিছুদিন যাবৎ অনুমান দ্বারা মুসলমানগণ নামাযে আসছিলেন, তাতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। সাম্য ও সম্মেলনের যে মহামূল্য নীতি ইসলামের সকল ইবাদতের– বিশেষতঃ নামাযের একটা প্রধানতম লক্ষ্য; এক প্রকার বিক্ষিপ্তরূপে নামায সম্পাদিত হওয়ায় তা সম্যকরূপে সুসম্পন্ন হচ্ছিল না। এই সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে এ সম্পর্কে পরামর্শ করতে বসলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বললেন, খ্রিষ্টানদের মতো ঘন্টা বাজিয়ে সকলকে নামাযের সময় জানিয়ে দেয়া হোক। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, ইহুদীদের মতো শিঙ্গা বাজিয়ে বা মজুসদের মতো আগুন জ্বালিয়ে সকলকে নামাযের জন্য আহ্বান করা হোক। কিন্তু এর কোন প্রস্তাবকেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করলেন না। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তখন সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, একটা লোক পাঠিয়ে সকলকে ডেকে আনলে হয় না? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন উত্তর না দিয়ে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন– উঠে লোকদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করো।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বপ্নযোগে আযানের শব্দগুলো আমাকে জানানো হয়েছে।– আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারমী শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই স্বপ্নের কথা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালে তিনি তাই গ্রহণ করেন এবং হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করে আযান দিতে আদেশ করেন। সেই অনুসারে আযান দেয়া শুরু হলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তা শুনে দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিও ঠিক এরূপ স্বপ্ন দেখেছি।

পরবর্তীতে এই স্বপ্নযোগে আযানই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমোদন করলেন।

হযরত ইবনুল মুনযির (রঃ) খুব দৃঢ়তার সাথে বলেন– মক্কায় হিযরতের পূর্ব পর্যন্ত এবং আযানের ব্যাপারে পরামর্শ না হওয়া পর্যন্ত বিনা আযানে নামায আদায় করা হতো। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হলো– হিজরী প্রথম সনে আযান প্রবর্তিত হয়েছে।– ফতহুল বারী

আযান ও ইকামতের শব্দাবলী ঃ

আযানের শব্দাবলী	উচ্চারণ	তরজমা
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার	আল্লাহ্ মহান
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার	আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	২ বার	নামাযের দিকে এসো
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	কল্যাণের পথে এসো
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ [শুধুমাত্র ফযরের সময়]	২ বার	ঘুম হতে নামায উত্তম
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	২ বার	আল্লাহ্ মহান
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	১ বার	আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই

আযানের জবাব ঃ

আযান শ্রবণকারীর উপর মৌখিক জবাব দেয়া সুন্নাত। শ্রবণকারী মুয়ায্যিনের সাথে সাথে আযান ও ইকামতের অনুরূপ বাক্যের মাধ্যমে জবাব দিবে। শুধুমাত্র মুয়ায্যিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বাক্যদ্বয় বলবে, তখন শ্রবণকারী لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্য দ্বারা জবাব দিবে। ফযরের আযানে মুয়ায্যিন যখন অতিরিক্ত বাক্য اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলবে, তখন শ্রবণকারী صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বাক্য দ্বারা জবাব দিবে।

মুসলিম জাতির প্রাণকেন্দ্র মসজিদ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনে ইহকালীন কল্যাণও পরকালীন মুক্তির প্রাণকেন্দ্র হলো মসজিদ, কারণ মসজিদকে কেবল সিজদার স্থান বা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের কেন্দ্ররূপেই গড়ে তোলা হয়নি, বরং তাদের জীবনে সব চাওয়া পূরণের তথা সমাজ পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনার প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্ররূপেও একে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিযরত করে কুবায় পৌঁছে সর্বপ্রথম কায়েম করেন 'মসজিদ-ই-কুবা'। অতঃপর মদীনা শরীফে পৌঁছেও নির্মাণ করেন 'মসজিদে নববী'।

মসজিদে নববী ছিল দ্বীন ইসলামের একটি অজেয় দূর্গ। সেখান হতেই দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিধিবিধান ও আইন-কানুনের বিস্তার লাভ করেছিল। এখানেই শিক্ষা দেয়া হতো যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধের কলাকৌশল এবং তথা হতেই পরিচালিত হতো সামরিক অভিযান। দেশ-বিদেশের প্রতিনিধি দল এখানেই উঠতো। পৃথিবীর প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মসজিদে নববীর এক প্রান্তে। মসজিদে নববীর বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো।

ইবাদতের স্থান ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদতের স্থানরূপে ব্যবহারের জন্যই প্রধানতঃ মসজিদে নববী শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণসহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এখানেই পাঞ্জেগানা ও জুমুআর সালাত জামাআত সহকারে আদায় করতেন, দু'আ-কালাম পাঠ করতেন, ওয়াজ-নসিহত করতেন, নৈশ ইবাদত করতেন এবং রমযান মাসে ইতিকাফ করতেন।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

"আর তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে।"– কুরআন (৭ঃ২৯)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ

"তারাইতো আল্লাহ্র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ (ইবাদত) করবে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না।"– কুরআন (৯ঃ১৮)

৩। মসজিদে কোনরূপ গর্হিত কাজ করা চরম অন্যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ

"আরও এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।"– কুরআন (৭২ঃ১৮)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ؕ

"যে কেউ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং সেগুলোর বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে?"– কুরআন (২ঃ১১৪)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِي الْمَسٰجِدِ ؕ

"তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না।"– কুরআন (২ঃ১৮৭)

পরামর্শ সভা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে মসজিদে নববী শরীফে পরামর্শ সভা করতেন। খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও তাঁরা মুহাজির, আনসার ও তাবেঈনদের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শুরা বৈঠকে বসতেন। এমনকি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন কুফায় যান তখনো মসজিদে মজলিসে শুরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো।

শিক্ষালয় ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ মসজিদের ছাত্রবৃন্দই মানব ইতিহাসে সর্বোত্তম জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হয়েছেন। তিনি এখানেই জ্ঞানভান্ডার বিতরণ করতেন। রাখাল হতে গোলাম-বাঁদী পর্যন্ত বিজ্ঞ আলীম, ফকীহ্, সেনাপতি ও শাসন কর্তা ইত্যাদি হয়েছেন। আসহাবে সুফ্‌ফা শিক্ষকবৃন্দ সর্বদা শিক্ষার্থীদের মতো জ্ঞান বিতরণ করতেন। পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানে মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে যার ধারা বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

মেহমানদের আবাসন স্থান ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা করতেন। সুফ্‌ফা নামে মসজিদ সংলগ্ন স্থানে পরিজনহারা সহায়-সম্বলহীন সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তথা ইসলামের মেহমান হিসাবে বসবাস করতেন।

সম্পদ সংরক্ষণ ও বিতরণস্থল ঃ

তৎকালে যাকাত, সদকা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও অন্যান্য খাত হতে প্রাপ্ত সম্পদ মসজিদে নববী শরীফে জমা করা হতো এবং তথা হতে তাহা প্রাপকদের মধ্যে বণ্টিত হতো।

সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুসলিম যুবকগণ মসজিদে নববী শরীফের প্রাঙ্গনে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করতেন। মুজাহিদ, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের আহ্বান ইত্যাদি সামরিক কাজে মসজিদে নববী শরীফ ব্যবহৃত হতো। এমনকি নির্দোষ খেলাধূলার অনুষ্ঠানও মসজিদে নববী শরীফের প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়েছে যা স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে সঙ্গে নিয়া উপভোগ করেছেন।– বুখারী শরীফ। মসজিদে নববী শরীফের চত্বরে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম কর্তৃক তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ লাভের কথাও জানা যায়।

আহত মুজাহিদদের শুশ্রূষা ঃ

সে সময় মসজিদে নববী শরীফের এক প্রান্তে যুদ্ধাহত সৈনিকগণের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা প্রদান করা হতো। আহত সৈনিকদের নার্সরূপে পরিচিত হযরত রুফায়দা আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মসজিদে নববী শরীফের এক প্রান্তে এতদুদ্দেশ্যে তাঁবু খাটানোর জন্য হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মতি লাভ করেছিলেন।– আল-ইসাবা

রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সাক্ষাৎ ও মেহমানদারি ঃ

আরব ও আরবের বাইরে যেসব প্রতিনিধি দল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতো, তিনি মসজিদে নববী শরীফের প্রান্তে তাদেরকে সাক্ষাৎ দান করতেন, আপ্যায়ন করতেন এবং রাত যাপনের ব্যবস্থা করতেন।

বন্দীদেরকে রাখার ব্যবস্থা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে কখনো কখনো অপরাধী বা যুদ্ধবন্দীকে মসজিদে নববী শরীফে আটক করে রাখা হতো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে বনূ হানীফার সদস্য নজদবাসী সুমামাকে গ্রেফতার করে মদীনা শরীফে আনা হলে তাকে মসজিদে নববী শরীফের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল।– বুখারী শরীফ

বিচারালয় ঃ

মসজিদে নববী শরীফ বিচারালয় ও সালিশ মীমাংসার কেন্দ্ররূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদিন এখানে বসে বহু বিবাদের মীমাংসা করেছেন।

আশ্রয়কেন্দ্র ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমলে মসজিদে নববী শরীফের প্রান্তে সাময়িক অসুবিধায় পতিত লোকজনকে আশ্রয় দেয়া হতো।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ... فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ وَكَانَتْ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ.

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। আরবের কোন এক গোত্রের একটি কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসীকে তারা দাসত্বমুক্ত করলো। ... সে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে ইসলামে দীক্ষিত হলো। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, মসজিদের প্রান্তে তার থাকার জন্য একটি তাঁবু বা খুপরি ছিল।"– বুখারী শরীফ

বিশ্রামাগার ঃ

মসজিদে নববী শরীফ সাময়িকভাবে বিশ্রাম গ্রহণ ও নিদ্রার জন্যও ব্যবহৃত হতো–

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ... كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

"আব্বাদ ইবনে তামীম (রঃ) হতে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মসজিদে নববী শরীফে তাঁর এক পা অপর পায়ের উপর রেখে কাঁত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। ..... উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাই করতেন।"– বুখারী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে সর্বপ্রথম মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হয়ে নামায পড়তেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মসজিদে নববী শরীফ এভাবে বহুমুখী প্রয়োজনে ও কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হতো।

মসজিদে নববী শরীফের বিশেষত্ব

পাঠক বন্ধুরা লক্ষ্য করুন! দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠতম মসজিদ নির্মাণের জন্য দেশ-বিদেশের বড় বড় মিস্ত্রি আনয়ন করা হয়নি। চারুশিল্পে শোভিত বিশাল মেহরাব, কারুকার্য খচিত সুউচ্চ প্রাচীর, দিগন্তচুম্বী মিনার ও গগণস্পর্শী গুম্বজরাজির দ্বারা এ মসজিদের শোভাবর্ধনের চেষ্টাও করা হয়নি। নবী নির্মিত মহামসজিদের মেহরাব ছিল না, শ্বেত প্রস্তরের মিম্বর ছিল না; মিনার ছিল না, গুম্বজ ছিল না। কাঁচা ইটের প্রাচীর খেজুরের আড়া ও খেজুরের পাতার ছপ্পর। ইসলামের সেই বিরাট, বিশাল ও মহান শক্তিকেন্দ্র এ সকল উপকরণ দিয়াই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরের সম্পূর্ণ অভাব

থাকলেও, মহিমাময় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরম হাতের ছোয়ায়, শিক্ষা-মাহাত্ম্যে ও চরিত্র-প্রভাবে পারস্যাদি দেশের বিশ্ববিজয়ী বীর সেনাপতি ও রাজদূতগণেরও সেখানে প্রবেশ করতে বুক কেঁপে উঠতো।

হিযরতের প্রথম বছর হতে, খুলাফায়ে রাশিদিনদের স্বর্ণযুগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ মসজিদই ইসলামের সর্বপ্রধান বরং একমাত্র কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেখানে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মুসলমানদের যে সম্মেলন হতো, তা ছাড়া সকল প্রকার শাসন-বিচার, শালিস-পঞ্চায়েৎ, যুদ্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ, বিদেশে দূত প্রেরণ বা বৈদেশিক রাজদূতগণের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ, এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত, দেশগত সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শই এ আড়ম্বরহীন মসজিদ প্রাঙ্গণ হতে সুসম্পাদিত হতো।

মদীনা সনদ

সরকারে দু'জাহা রসূলে আকরাম সাইয়্যিদিল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনের পর প্রথম 'মসজিদে নববী' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করেন ও পারিবারিক প্রয়োজন সুসম্পন্ন করেন। এখন তিনি দেশের শান্তি রক্ষা ও মঙ্গল বিধানের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী তিনটি স্বতন্ত্র জাতি বাস করতো। পরস্পর বিপরীত চিন্তা, রুচি ও ধর্মভাব সম্পন্ন ইহুদী, পৌত্তলিক ও মুসলমানদেরকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য একই কর্মকেন্দ্রে একত্রিত হতে হবে, সকলকে রাজনৈতিক মঞ্চে একটি জাতিতে পরিণত করতে হবে। এক দেশেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নিজের ধর্ম স্বাতন্ত্রভাবে রক্ষা করে ও দেশের দশের সেবা করতে পারে এবং এটা করাই কর্তব্য।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সফল রাজনীতিবিদ। শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় ও অবিসংবাদিত নেতা। মদীনা শরীফকে কেন্দ্র করে সকলকে নিয়ে সুসংহত ও সমুন্নত ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। বিশ্বের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র যা 'মদীনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ। এ আন্তর্জাতিক সনদে মুহাজির, আনসার ও সকল মুসলমানের পরস্পর সম্বন্ধ, স্বত্বাধিকার, তাদের সমাজগত বিষয়সমূহের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হলো। সকল বিষয়ে বিচারের ভার মুসলমানদের উপর ন্যস্ত থাকবে। প্রত্যেক গোত্র, ধর্ম তথা সকলের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডেকে বৈঠক করেন। সকলেই এ সন্ধিপত্র মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করেন।

মদীনা সনদের সারমর্ম ঃ

১। ইহুদিগণ মুসলমানদের সাথে এক 'উম্মত' তথা জাতি।

২। এই সনদের অন্তর্ভুক্ত কোন গোত্র বা সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে, সকলকে সমবেত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করতে হবে।

৩। কেউ কুরাঈশদের সাথে কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবে না, কেউ তাদের কোন লোককে আশ্রয় দিবে না, তাদের সঙ্কল্পের সহায়তা করবে না।

৪। মদীনা শরীফ আক্রান্ত হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলে যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধ ব্যয় নিজেরা বহন করবে।

৫। ইহুদী-মুসলমান সহ সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে, কেউ কারো ধর্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।

৬। অমুসলমানগণের মধ্যে কেউ কোন অপরাধ করলে, তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ মাত্র বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তজ্জন্য তার বা তাদের জাতির স্বত্বাধিকারের কোন প্রকার খর্ব করা হবে না।

৭। মুসলমানগণ সাধারণ তন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সদাই সস্নেহ ব্যবহার করবেন এবং তাঁদের কল্যাণ ও মঙ্গলে চেষ্টারত থাকবেন। কোন প্রকারে তাদের অনিষ্ট সাধনের সংকল্প তাঁরা পোষণ করবেন না।

৮। উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে হবে।

৯। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্র জাতিসমূহের স্বত্বাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

১০। মদীনা শরীফে নরহত্যা বা রক্তপাত করা, আজ হতে 'হারাম' বলে গণ্য হবে।

১১। শোণিত পণ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

১২। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই সাধারণ তন্ত্রের প্রধান নায়করূপে নির্বাচিত হলেন। যে সকল বিবাদ-বিসংবাদ সাধারণভাবে মীমাংসিত হওয়া সম্ভবপর না হবে, তার মীমাংসার ভার তাঁর উপরে ন্যস্ত হবে। আল্লাহ্‌র ন্যায় বিধান মতে, তিনি তার মীমাংসা করে দিবেন।

১৩। আল্লাহ্‌র নামে এটা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যারা এটা ভঙ্গ করবে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

এই সনদের চুক্তিসমূহের মাধ্যমে মুসলমানদের শত্রু পক্ষকে সুকৌশলে পরোক্ষাভাবে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা দুর্বল নয়। আর মুসলমানদের মনেও অধিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে আছেন।

মূলতঃ এ সনদ হলো পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে যেসব সংবিধান ও শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে তারই পথপ্রদর্শক। সেই প্রেক্ষাপটে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সংবিধান রচনার উদ্ভাবক। ভাষার গাম্ভীর্য, সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম দিক সন্নিবেশকরণ, পক্ষ ও বিপক্ষ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য, সুশীল সমাজ গঠনের নীতিমালা প্রভৃতি দিক দিয়ে এই সনদ বিশ্ব ইতিহাসে অনবদ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কিবলা পরিবর্তন

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"পূর্ব পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।"– কুরআন (২ঃ১১৫)

কিবলা অর্থ মুখ করার দিক। যে দিকে মুখ করে নামায আদায় করা হয় তাকে কিবলা বলে।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম সকল মানবজাতির পিতা। আর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হলেন শাজারাতুল আম্বিয়া বা অনেক নবীর মূল। তাদের কিবলা ছিল এই কা'বা ঘর। কারণ, এটা ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল। এখান হতেই ভূ-মণ্ডলকে ছড়ানো হয়েছিল। এটা বায়তুল মা'মুর এর সোজা নিচে। মানুষ যেহেতু মাটি হতে সৃষ্ট তাই স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ 'সকল জিনিস তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে'। এর ভিত্তিতে মানুষের হৃদয়ের টান ভূ-মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলের দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। এই কারণে কা'বা ঘর বিশ্বজনীন কিবলা নির্ধারিত হলো। এটাও বর্ণনাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত যে, যখন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে আদেশ করা হলো– "তোমরা স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে উপস্থিত হও" তখন সর্বাগ্রে এই ভূখণ্ডটি আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। এর মর্যাদা দানের জন্যই আল্লাহ্ এই স্থানটিকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলেন। অবশ্য কিছু দিনের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সময় বনু ইসরাঈল এর জন্য মসজিদুল আক্‌সাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলেন। এটা ছিল বনু ইসরাঈলের নবীগণের আবাসস্থল ও প্রচার কেন্দ্র। এ কারণে এটাও ছিল মুবারক স্থান। তাই মি'রাজ রজনীতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'বুরাকে' সওয়ার করিয়ে বায়তুল মাকদিসে নেয়া হয়েছিল, নবীগণের রূহসমূহের সাথে সাক্ষাৎ করানো হয়েছিল। এখান হতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানে গিয়েছিলেন। তাওরাত ও ইঞ্জিলের সুসংবাদ শেষকালের নবী দুই কিবলার অধিকারী হবেন, এই পরিবর্তনে এটাও প্রমাণিত হয়ে যায়। এর শোকরিয়া হিসেবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ বায়তুল মাকদিস হতে শুরু হয়েছিল, কিছু দিনের জন্য বায়তুল মাকদিসের দিকে নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছিল।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, কা'বা শরীফকে কিবলা নির্ধারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা কতিপয় হিকমতের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা কা'বা শরীফকে তাঁর ঘর অর্থাৎ 'বায়তি' বলে উল্লেখ করেছেন, আর মু'মিনগণকে 'ইবাদুল্লাহি' বলেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য কা'বাকে কিবলাস্বরূপ পছন্দ করেছেন।

প্রত্যেক ইবাদতে মু'মিনের মুখ ও মন আল্লাহ্‌র দিকেই থাকে। আল্লাহ্ পবিত্র সত্তা, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত। ফলে ইবাদতকারী যে দিকেই মুখ করুক মূলতঃ সে আল্লাহ্ মুখীই হবে। আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান। সমস্ত ইবাদতকারীর মুখ এক দিকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। নামায ও হজ্জ সমষ্ঠিগত ইবাদত। আর রোযা ও যাকাত ব্যক্তিগত ইবাদত। সমষ্ঠিগত ইবাদত সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে দলবদ্ধ হয়ে সম্পাদন করতে হয়। সংঘবদ্ধ ইবাদতে সংঘবদ্ধ জীবন ধারার ও শিক্ষা পাওয়া যায়। সংঘবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি হলো বহু ভিত্তিক ঐক্য ও একত্বতা। ঐক্য যত দৃঢ় হবে সংঘবদ্ধ জীবন ততেই মজবুত ও দৃঢ় হবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۚ

"আমি লক্ষ্য করছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো। সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো সেই ক্বিবলার দিকে, যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখনই আপন মুখ ফিরিয়ে দিন মসজিদে হারামের দিকে; এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা যেখানেই থাকো স্বীয় মুখ সেটার দিকে ফিরাও।"– কুরআন (২ঃ১৪৪)

বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব কিংবা শা'বান মাসে বদরের যুদ্ধের দু'মাস পূর্বে মসজিদে বনু সালমায় যোহরের তৃতীয় রাকআতে কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাজিল হয়, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিশর বিন বাররাহ্ বিন মারুরের ঘরে দাওয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের নামাযের তৃতীয় রাকআতের সময় উপরোক্ত কিবলা পরিবর্তনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখনই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বায়তুল্লাহ্ এর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এ স্থানে পরবর্তী সময় একটি মসজিদ নির্মিত হয় যা 'মসজিদুল কিবলাতাইন' বা দুই কিবলার স্মৃতিবাহী মসজিদ নামে অভিহিত হয়।

মুসনাদ-ই ইমাম আহমদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের সাথে আহল-ই কিতাবের সর্বাধিক হিংসা হলো তিনটি বিষয়ে– ১) প্রতি সপ্তাহে সকল উম্মতের জন্য একটি দিবস ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার আদেশ করা হয়েছিল। ইহুদীগণ ঐ দিন শনিবার স্থির করলো এবং নাসারাগণ স্থির করলো রবিবার। প্রকৃতপক্ষে ঐ ইবাদতের দিনটি আল্লাহ্‌র নিকট জুমুআর দিন যা মুসলমানগণ লাভ করেছে। ২) ঐ কিবলা যা পরিবর্তনের পর মুসলমানদের জন্য ধার্য করা হয়েছিল অন্য কোন উম্মতের ঐ সৌভাগ্য হয়নি। ৩) ইমামের পিছনে আমীন বলা। ঐ তিনটি বিষয় লাভ করে মুসলমানগণ গৌরবান্বিত, আহলে কিতাবগণ তা হতে বঞ্চিত।– মুফতি শফী, মা'আরিফুল কুরআন

ইহুদী ও খৃষ্টানদের অভিযোগের যথাযথ জবাবদানে অবতীর্ণ হলো–

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আপনি বলে দিন, পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে চান সোজা পথে পরিচালিত করেন।"– কুরআন (২ঃ১৪৩)

কা'বা শরীফ ও বায়তুল মাকদিসের আলাদা বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুমেই এ দুটি ঘরকে মর্যাদা দিয়ে কিবলা বানানো হয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তৃতীয় বা চতুর্থ কোন কিছুকে কিবলা বানাতে পারতেন। যে পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা তাঁরই হুকুম পালন ও আনুগত্যের কারণেই।

মক্কা মু'আয্‌যামায় যখন নামায ফরয হয় তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ কা'বা শরীফ সামনে রেখে নামায আদায় করতেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় গমনের প্রথম দিন হতেই বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত নামায আদায় করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– ইহুদীগণ বলতো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের বিরোধিতা করেন অথচ আমাদের কিবলা অনুসরণ করেন। আরও বলতো- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিবলা সম্পর্কে অজ্ঞ, এজন্যই আমাদের দেখাদেখি বায়তুল মাকদিসের দিকে নামায আদায় করেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা অহঙ্কার করে বলতো, আমাদের ধর্মই প্রকৃত ধর্ম, আমাদের কিবলাই হলো মূল কিবলা। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের উচিত আমাদের ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া। যারা বায়তুল্লাহ্‌কে সম্মান করতেন, কেবলা পরিবর্তন হওয়ায় তাদের মনোকষ্টের আর শেষ নেই। ইহুদীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শ্রবণে তাদের মর্মজ্বালা বহুগুণে বেড়ে গেল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে আসমানের দিকে বারবার তাকাতেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুযায়ী এ সময় আয়াত অবতীর্ণ হলো–

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا

"অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিবো সেই কিবলার দিকে যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে।"– কুরআন (২ঃ১৪৪)

উক্ত আয়াত শরীফে একটা গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। তা হলো যে, হে হাবীব! সকলেই আমার সন্তুষ্টি কামনা করে, আর আমি ইহকালে ও পরকালে 'আপনারই সন্তুষ্টি চাই।' ইহকালের সন্তুষ্টির স্পষ্টভাবে বর্ণনা এ আয়াতে, আর পরকালের সন্তুষ্টির বর্ণনা রয়েছে ৯৩ঃ৫ আয়াতে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ

"এবং নিশ্চয়ই অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ পরিমাণ দিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"– কুরআন (৯৩ঃ৫)

উক্ত ২ঃ১৪৪ নং আয়াত শরীফে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের কিবলা নির্ধারণ করে দেয়া হলো কা'বাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, "তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।" কা'বা কিংবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরাও

বলেননি। তার কারণ হলো, যদিও মূল কিবলা হলো কা'বা, কিন্তু মূল কা'বার দিকে মুখ ফিরানো শুধু ঐ সকল মানুষের জন্য সম্ভব হবে যারা কা'বাকে প্রত্যক্ষ করবে। যারা দূরের হবে, বায়তুল্লাহ্-কে চোখে দেখবে না, তাদের জন্য মূল কা'বার দিকে মুখ ফিরানো অতি কঠিন ব্যাপার হবে। সুতরাং সহজতর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাবার আদেশ করলেন, কা'বা বা বায়তুল্লাহ্র দিকে ফিরাবার আদেশ করেননি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

বলে বিষয়টি আরও সহজ করে দিলেন যে, দূর-দূরান্ত হতে মূল মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরানো সম্ভব হবে না। সুতরাং شَطْرَ الْمَسْجِدِ মসজিদুল হারাম যেই দিকে সেই দিকে মুখ করলেই চলবে।

মসজিদে নববী শরীফ সম্প্রসারণ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭ম হিজরী সালে মসজিদে নববী শরীফ নতুন করে নির্মাণ করেন এবং আরও জমি ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করেন। মু'জাম তাবারানীতে আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা করেন তখন মসজিদ সংলগ্ন স্থানে এক আনসারীর জমি ছিল। তিনি আনসারীকে বলেন, এ জমি জান্নাতের এক মহলের বিনিময়ে আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও। কিন্তু ঐ আনসারী তার দারিদ্র্য ও অধিক পরিবার-পরিজনের কারণে বিনিময় ছাড়া জমি দিতে সক্ষম ছিলেন না। এ জন্য হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ জমিটি দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ আনসারীর নিকট হতে ক্রয় করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! যে জমি আপনি ঐ আনসারীর নিকট হতে জান্নাতের মহলের বিনিময়ে ক্রয় করতে চেয়েছিলেন, তা আমার নিকট হতে ক্রয় করুন। হযরত রসূলে আকরাম তাহা জান্নাতের বিনিময়ে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট হতে ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং প্রথম ইট তিনি তাঁর হস্ত মুবারক দ্বারা স্থাপন করেন এবং তাঁর পরে তাঁর নির্দেশে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তারপর হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, এরপর হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং সর্বশেষ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইট স্থাপন করেন।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালে মসজিদে নববী শরীফে কোন সম্প্রসারণ করেননি। কেবল যেসব খুঁটি ভেঙ্গে পড়েছিল সেগুলোর স্থলে পুনরায় খেজুর গাছের খুঁটি খাড়া করে দেন। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ১৭ হিজরী সনে কিবলার দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ করেন এবং পূর্বদিকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের বাসগৃহ থাকায় সম্প্রসারণ করেননি। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি

করেন। কিন্তু এর মূল অবস্থান ও আঙ্গিকে কোন পরিবর্তন আনেননি। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালে মসজিদে নববী শরীফের সম্প্রসারণ করেন। কাঁচা ইটের স্থলে নক্শা কাঁটা পাথর ও চূনা (প্লাষ্টার) ব্যবহার করে দেয়াল নির্মাণ করেন। পাথর দ্বারা স্তম্ভ এবং সেগুন কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করেন।

হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন শান-শওকতের সাথে মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ করেছিলেন তখন সাহাবায়ে কিরামদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বিষয়টি অপছন্দনীয় মনে হয়। খলিফা এক পর্যায়ে ভাষণে বলেন–

"আপনারা এ ব্যাপারে অনেক কথা বলেছিলেন অর্থাৎ সমালোচনা করেছেন। নিশ্চয় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করে তা হলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি প্রাসাদ বানিয়ে দিবেন।"– বুখারী শরীফ, ফতহুল বারী

২৯ হিজরীর রবিউল মাসে নির্মাণ শুরু হয় এবং ৩০ হিজরী মুহররম মাসে মোট ১০ মাসে শেষ হয়।

খলিফা ওয়ালিদ মদীনার গভর্ণর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ)-কে মসজিদে নববী শরীফ ভেঙ্গে পুনরায় নির্মাণের অনুমতি দেন এবং তার কাছে মোজাইক পাথর, মার্বেল পাথর, রোম হতে আনা আশিজন কারিগর এবং সিরিয়া ও মিশর হতে বেশ কিছু কিবতী শ্রমিক প্রেরণ করেন। গভর্ণর মসজিদে নববী শরীফের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন। ৮৭ হিজরীতে এটা সম্পন্ন হয়। হযরত সালিহ্ ইবনে কায়সান এ ব্যয়ভার বহন করেন।

মসজিদে নববীর আভ্যন্তর

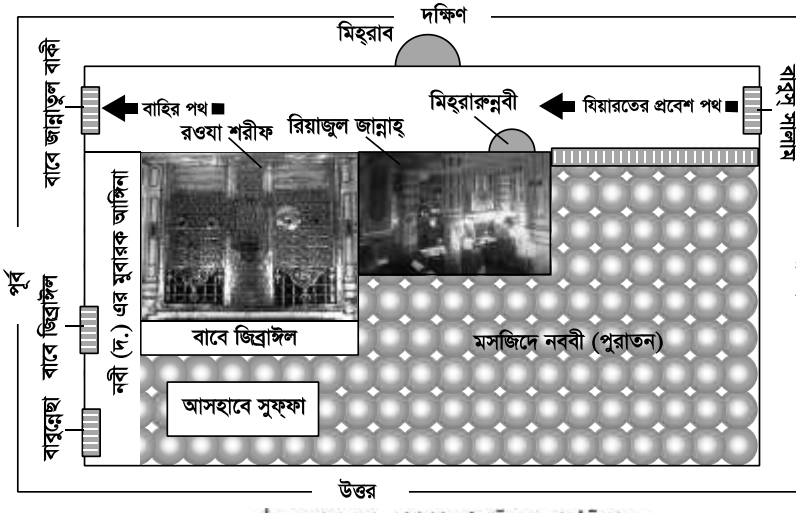

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

আল-মদীনার মসজিদসমূহ ঃ

মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী ছাড়াও শহরের আশে-পাশে বহু মসজিদ রয়েছে। নিম্নে প্রসিদ্ধ মসজিদসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো–

১) মসজিদে কুবা ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ صَلٰوةَ رَكْعَتَيْنِ فِيْهِ كَعُمْرَةٍ

"মসজিদে কুবায় দুই রাকআত নামাযের সওয়াব উমরাহ্র সওয়াবের মতো।"

২) মসজিদে জুম'আ, ৩) মসজিদে মুসাল্লা অথবা মসজিদে গামামা ৪) মসজিদে সুকইয়্যা, ৫) মসজিদে আহ্যাব বা মসজিদে ফাতাহ্, ৬) মসজিদে যুবাব, ৭) মসজিদে কিবলাতাইন, ৮) মসজিদুল ফাযীহ্, ৯) মসজিদে বনী কুরায়যা, ১০) মসজিদে বনী যাফর বা মসজিদুল বাগলাহ্, ১১) মসজিদুল ইজাবাহ্, ১২) মসজিদে সজদা বা মসজিদুল বাহীর, ১৩) মসজিদে বনী হারাম, ১৪) মসজিদে আবু বকর, ১৫) মসজিদে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও ১৬) মসজিদে উম্মে ইব্রাহীম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) ইবনে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আল-মদীনার কূপসমূহ

মদীনা মুনাওয়ারায় বর্তমানে ২৪টি কূপ ও খাল বা নালা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়টিই প্রসিদ্ধ কূপের নাম উল্লেখ করা হলো–

১) বীরে আরীস, ২) বীরে গারাস, ৩) বীরে বুদাআহ্, ৪) বীরে বুস্সা, ৫) বীরে হা-অ, ৬) বীরে আ'হন, ৭) বীরে রুমাহ্, ৮) বীরে আনা, ৯) বীরে আওয়াফ, ১০) বীরে আনাস, ১১) বীরুল হাযারম, ১২) বীরুস-সুকইয়া, ১৩) বীরে আবি আইয়্যুব, ১৪) বীরে উরওয়াহ্, ১৫) বীরে যারদান, ১৬) বীরুল কাওয়ীম, ১৭) বীরুস সুফইয়া, ১৮) বীরে বাউঈতাহ্ ও ১৯) বীরে ফাতেমা।

কাযা উমরাহ্

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দেখতে দেখতে ৭ম হিজরীর যিলক্বদ মাস এসে গেল। সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর যিলক্বদ মাসে উমরাহ্ আদায়ের প্রস্তুতি নেন। গত বছরে যারা হুদায়বিয়ায় ছিলেন তারা ছাড়াও অন্যান্য সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সহ ২০০০ সাহাবী নিয়ে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রা করেন। মহিলা ও শিশুরা এর বাইরে ছিলেন। সঙ্গে নেন কুরবানীর জন্য ৬০টি উট। হযরত নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উওযাইফ বিন আযবাত্ব (রা)-কে অন্য মতে হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মদীনা শরীফের প্রশাসক নিযুক্ত করে আসেন। এ গুরুত্বপূর্ণ উমরাহ্ ৪টি নামে পরিচিত। যেমন– ১) উমরাতুল কাযা, ২) উমরাতুল কাযিয়াহ্, ৩) উমরাতুল কিছাছ ও ৪) উমরাতুল ছুল্হ।

কুরাঈশগণ বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তি ভঙ্গে করতে পারে এ আশঙ্কায় যুদ্ধে পারদর্শী ২০০ মুসলিম বীরকে বর্ম, ঢাল, বর্শা, তীর প্রভৃতি উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ সঙ্গে নিয়ে আসেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুলহুলাইফা পৌঁছলেন, সেখানে উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধেন ও লাব্বাইক তালবিয়া পাঠ করেন। সকলে মক্কা শরীফের পথে দীর্ঘ সফর শেষে ৮ মাইল দূরে ইয়ায্‌য নামক স্থানে পৌঁছলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আওস বিন খাওলা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নেতৃত্বে বীর সৈনিকদেরকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাসওয়াহ্ উটে সওয়ার। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিজ নিজ অস্ত্র ও কোষবদ্ধ তরবারি কাঁদে ঝুলিয়ে লাব্বাইক বলতে বলতে 'হাজন' মুখী টিলার পথ ধরে মক্কা শরীফ প্রবেশ করেন। ২০০০ সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পবিত্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠলো "লাব্বাইক। প্রভু হে, আমরা হাজির!"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনে আজ কত ব্যথা, কত আনন্দ। দীর্ঘ সাত বছর পরে আজ তিনি জন্মভূমিতে ফিরে আসলেন। সেই মক্কা, সেই কা'বা, সেই হেরা, সেই আবদুল মুত্তালিব, সেই খাদিজা– সব কিছুই তাঁর মনে পড়তে লাগলো। প্রাণের দুলালকে বুকে পেয়ে বিমর্ষ মক্কানগরী যেন সজ্জীবিত হয়ে উঠলো।

মক্কা শরীফের লোকেরা মুসলমানদের এ অগ্রাভিযানকে একটি তামাশা-সুলভ ব্যাপার মনে করে তা দেখার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে কা'বা ঘরের উত্তর দিকে অবস্থিত কায়াইকায়ান নামক পাহাড়ের উপরে গিয়ে বসেছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল যে, 'তোমাদের নিকট এমন একটি দল আসছে মদীনার জ্বর যাদেরকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।' এ কারণে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে এ বলে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, প্রথম তিনটি চক্কর যেন তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে (রমল করে) সম্পন্ন করেন। **রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্বাভাবিক অবস্থায় অতিক্রম করবে।**

দৌড়িয়ে সাত চক্কর পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কাফির-মুশরিকরা বুঝতে পারে, মুসলমানগণ দুর্বল নয়, তারা শক্তি-ক্ষমতা দেখতে পায়। একই উদ্দেশ্যে সাত চক্করেই ইজতেবা করার নির্দেশ দেন। যার অর্থ ডান কাঁদ খোলা রেখে বগলের নিচ দিয়ে চাদর বাম কাঁদের উপরে রাখা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখার জন্য মুশরিকগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তিনি একটানা 'লাব্বায়েক' ধ্বনি উচ্চারণ করে চলছিলেন। অতঃপর হারামে পৌঁছে তিনি নিজ লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করালেন এবং কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন। মুসলমানগণও কা'বা ঘর তাওয়াফ করলেন। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগে আগে গমন করছিলেন এবং যুদ্ধাবৃত্ত ছন্দের নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন।

বর্ণনাসমূহের মধ্যে উল্লিখিত কবিতাগুলো এবং তার বিন্যাস সম্পর্কে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে।

"কাফিরগণের পৌত্র! এদের পথ ছেড়ে দাও। পথ ছেড়ে দাও এ জন্য যে যাবতীয় কল্যাণ তাঁর রিসালতেই রয়েছে। রহমান স্বীয় কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ সহীফাসমূহের মধ্যে যা তাঁর রসূলের ওপর পাঠ করা হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তা গ্রহণ করাই সত্য বলে আস্থা স্থাপন করছি যে, ঐরূপ নিহত হওয়াই সর্বোত্তম, যা আল্লাহ্‌র পথে হয়। আজ আমরা তাঁর কুরআন অনুযায়ী তোমাদেরকে এমনিভাবে মারব যে মাথার খুলী স্বীয় স্থান হতে বিদূরিত হয়ে যাবে এবং বন্ধুকে বন্ধু হতে বেখবর করে দেবে।"

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এ কারণে হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, 'ওহে রাওয়াহার পুত্র! আপনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র ও মর্যাদামন্ডিত স্থানে কবিতা আবৃত্তি করছেন?' তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে ওমর! ওকে আবৃত্তি করতে দাও। কারণ, এটা মুশরিকদের জন্য বর্শার আঘাত হতেও অধিক তীক্ষ্ণ'।"– তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) দৌড় দিয়ে তিন চক্কর সম্পন্ন করলেন। তা দেখে মুশরিকরাও বলতে থাকলো– এ সকল লোক সম্পর্কে আমরা ধারণা করেছিলাম যে, মদীনার জ্বর এদেরকে ক্লিষ্ট করে ফেলেছে। তাতো সঠিক নয় বরং এরা সাধারণ লোকজন হতেও বেশি শক্তিশালী।– মুসলিম শরীফ

আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ শেষ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা ও মারওয়া সাঈ করলেন। এ সময়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরবানীর পশু মারওয়া পাহাড়ের নিকটে দাঁড়িয়েছিল। সাঈ শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা হচ্ছে কুরবানীর জায়গা এবং মক্কার সমস্ত জায়গা কুরবানীর স্থান। এরপর মারওয়ার নিকটেই পশুগুলোকে কুরবানী করে দিলেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করলেন। সাহাবগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)ও অনুরূপ করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে ইয়াযেজ পাঠালেন, কারণ যাদেরকে অস্ত্রের পাহাড়ায় রেখে এসেছেন তারা এসে উমরাহ্ করবেন, এরা গিয়ে অস্ত্রের তত্ত্বাবধানে থাকবেন।

মক্কা শরীফের মুসলিমগণ তাঁদের পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন, কেউ ঘরে প্রবেশ করলেন না, বাইরে তাবুতে অবস্থান করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব সকলে বুঝতে পারলেন। মুসলমানদের আজ কতইনা আনন্দ! আজ তারা সত্যিই কি বিজয়ী নয়? ইসলাম কি আজ জয়যুক্ত নয়? আজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই বিজয় হয়েছে?

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন সকালে মুশরিক নেতারা এসে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলেন, 'সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী তিনদিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার আপনাদের নেতাকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) যেতে বলেন।– বুখারী শরীফ

তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তরে তান'ঈম এর নিকটবর্তী 'সারিফ' নামক স্থানে অবতরণ করেন।

মক্কা শরীফ থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শিশুকন্যা আমাতুল্লাহ্ হে চাচা, হে চাচা, বলতে বলতে ছুটে আসে। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে কোলে তুলে নেন। এরপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মধ্যে বিতর্ক হয়। কেননা সবাই তাকে নিতে চান। তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অনুকূলে নেয়ার ফায়সালা করে দেন। কেননা হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন মেয়েটির আপন খালা। এ সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– 'খালা হলেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'।– বুখারী শরীফ

কী অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা। কুরাঈশদের নিকট হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। আপন বাসভূমি, আপন আত্মীয়-স্বজন কোথায় দূরে দূরে পড়ে থাকলো, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। সত্য ও ন্যায়ের জন্য, তাঁরা আপন জন্মভূমিতেও প্রবাসীর মতো তিনদিন কাটিয়ে গেলেন। ঘরের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের প্রেম তাঁদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো; আকাশ তাদেরকে নীল নয়ন মেলে মমতা জানালো, বাতাস, তাঁদেরকে স্নেহের পরশ বুলিয়ে গেল। কত স্মৃতি, কত আকর্ষণ তাঁদের অন্তরকে বারে বারে দোলা দিয়ে গেল, কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) একেবারে নির্বিকার। ইচ্ছা করলেই তাঁরা একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু তা তাঁরা করলেন না।

কিন্তু এ অল্পপরিসর সময়ের মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে তিনদিন মক্কা শরীফে ছিলেন, সে তিনদিন কারো ঘরে প্রবেশ করেননি; তবে অনেক কুরাঈশ নাগরিকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা হয়েছিল। সেই সূত্রে মায়মুনা নামীয় তাঁরই জনৈক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া বিধবা রমনী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার বাসনা জানিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম তাঁর এ বাসনা পূর্ণ করেন। হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে সঙ্গে করে মদীনায় নিয়ে যান।

এ বিবাহের এক আশ্চর্য ফল ফললো। বীরযোদ্ধা হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর আপন ভগিনীর পুত্র। এ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অসাধারণ বীরত্ব ও রণচাতুর্যের ফলেই ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বিবাহের পরই হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অপ্রত্যাশিতভাবে মদীনা শরীফে গিয়ে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। শুধু কি হযরত খালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু? আরও দু'জনকে তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন। একজন মক্কার প্রখ্যাত কবি আমর ইবনুল আ'স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অন্যজন কা'বা ঘরের কুঞ্জিরক্ষক হযরত ওসমান বিন তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এই তিনজন শক্তিমান পুরুষের ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাঈশদের মেরুদন্ড যে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো সে কথা বলাই বাহুল্য।

আবু সুফিয়ান ছাড়া কুরাঈশদের উল্লেখযোগ্য আর কোন নেতা অবশিষ্ট নেই। তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই লক্ষ্য করলেন। এখন হযরত নবী করীম রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম বিজয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

ইসলামের প্রথম হজ্জ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ম হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে তিনশত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রেরণ করেন। হুজুরে আকরাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন কুরবানীর জন্য ২০টি উট সাথে পাঠালেন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও ৫টি উট সাথে নিলেন।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের ব্যবস্থাপনা পূর্ব থেকেই কুরাঈশদের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। এ বারের দায়িত্ব ছিল বনু কেনানার উপর। তারা নিজেদের সুবিধা মতো ১০ই জিলক্বদ তাওয়াফের তারিখ ঘোষণা করে। সেই হিসেবেই উক্ত তারিখে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জ ফরয না হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের পর মক্কার মুসলিম শাসক হযরত আত্তার ইবনে উসাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নেতৃত্ব দিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিয়ে আরাফাতে গমন করে অকুফ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রওয়ানা হওয়ার পর শাওয়াল মাসে সূরা তওবা'র ৪০টি আয়াত নাজিল হয়। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াত লিখে পাঠ করে শুনানোর জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পাঠালেন। পথিমধ্যে তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহু এর সাথে মিলিত হন। ১০ই যিলক্বদ আরাফাতের ময়দানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হজ্জের খুৎবা প্রদান করেন।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি হিসেবে সূরা তওবার ৪০টি আয়াত শরীফ সম্বলিত নির্দেশ পাঠ করে শুনান। মিনাতেও তিনি উক্ত ঘোষণা পাঠ করে শুনান।

ঘোষণাপত্রে চারটি বিষয় ছিল। যথা– ১) এ বছরের পর কোন মুশরিক তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় আসতে পারবে না, ২) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না, ৩) মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, ৪) যাদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুক্তি রয়েছে, উক্ত চুক্তির মেয়াদের পর তা আর নবায়ন করা হবে না এবং যাদের সাথে চুক্তি নেই অথবা চার মাসের কম সময়ের জন্য চুক্তি আছে, তাদেরকে চার মাস সময় দেয়া হবে। সে অনুযায়ী চার মাস রবিউস সানী'র ১০ তারিখে শেষ হয়ে যাবে।

এ ঘোষণার ফলে মুশরিকদের তাওয়াফ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত তাদের আগমন ও তাওয়াফ বহাল রাখা হয়। রাজনৈতিক এ সিদ্ধান্তের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী বছরে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। একজন মুশরিকও এ হজ্জে শরীক হতে পারেনি।

যে মক্কা মুয়াজ্জামা হতে নবী করীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বিদায় হতে বাধ্য হয়েছিলেন, আজ সেই বিতাড়নকারীরাই চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মক্কা মুয়াজ্জামাকে চিরদিনের জন্য নিষ্কন্টক করে দিলেন।

বিদায় হজ্জ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ،

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সত্য ধর্ম (জীবন-বিধান) বলে মনোনীত করে দিলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

'বিদায় হজ্জ' হলো 'শেষ হজ্জ'। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ হজ্জ। মদীনা শরীফে হিযরতের পর এ হজ্জই

ছিল প্রথম হজ্জ। জীবনের শেষ হজ্জ, এ কারণে 'হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ' বলা হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হজ্জে লোকজন থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, তাই বিদায় হজ্জ। অপর নাম 'হাজ্জাতুল বালাগ বা আহকাম পৌঁছানোর হজ্জ'। এর আর এক নাম হলো- 'হাজ্জাতুল ইসলাম' কারণ ইসলামের পূর্ণ নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হজ্জ সম্পাদন করেন।

মক্কা বাসীগণ পূর্ব হতেই হজ্জের মৌসুমে আরাফাত ও মিনায় অবস্থান করতো এবং জাহেলী যুগের পাপপঙ্কিল ও শিরকী নিয়মে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতো। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত ঐ সময় মিনা, আরাফায় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতেন। আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন– **নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে ও পরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহুবার হজ্জ সম্পাদন করেছেন এর সংখ্যা জানা নেই।** হিযরতের পূর্বে তিনি হজ্জের সময় মিনার আকাবায় মদীনাবাসী নর-নারীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান ও তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। এখানেই হজ্জের সময় তাদের সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার মিলিত হন এবং হিজরতের কথা চূড়ান্ত করেন।

অধিকাংশ ইমামদের মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **চারবার পবিত্র উমরাহ্ ও একবার হজ্জ করেন।** প্রথমতঃ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইহ্রাম ছেড়ে হালাল হন, এটাও উমরাহ্র মধ্যে গণ্য। দ্বিতীয়তঃ এরপর সপ্তম হিজরী উমরাতুল কাবা আদায় করেন। তৃতীয়তঃ অষ্টম হিজরীতে মক্কা শরীফ বিজয়ের পর হুনায়ন ও তায়েফ যুদ্ধ শেষে জি'রানা থেকে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্ আদায় করেন। চতুর্থতঃ বিদায় হজ্জের সাথে উমরাহ্ আদায় করেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরীতে পূর্ণভাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী হজ্জ আদায় করেন।

উল্লেখ্য, মক্কা শরীফ বিজয়ের পর ইসলামী যুগের প্রথম হজ্জ অষ্টম হিজরীতে প্রাচীন রীতিনীতিতেই উদযাপিত হয়। নবম হিজরীতে হজ্জ সম্পাদনের জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আমীরুল হজ্জ করে পাঠান। এরপরেই সূরা তওবা'র প্রথমাংশে সম্পর্কচ্ছেদের আয়াতগুলো নাজিল হয় এবং ঘোষণা বাণী শুনানোর জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পিছনে প্রেরণ করেন। দশম হিজরীতে পূর্ণ ইসলামী আদর্শ অনুসারে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ সম্পাদন করেন। **এ হজ্জই প্রখ্যাত 'বিদায় হজ্জ'।**

রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র সত্য দ্বীন প্রচারের এক মহান দায়িত্ব নিয়ে এ পৃথিবীতে শুভাগমন করেছেন। নবুয়ত ঘোষণার পর থেকে অন্তরায় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, সীমাহীন প্রচেষ্টায়

মানবকূল মূর্তিপূজা, নানা ধরনের পাপপঙ্কিল ও সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে পবিত্র হয়েছে। আল্লাহ্‌র ঘর কা'বা শরীফ মূর্তিমুক্ত হলো, জাহিলিয়াতের সকল ভ্রান্ত মতবাদ বিলুপ্ত হলো, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো।

মক্কা শরীফ বিজয়ের পর থেকেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ের আশঙ্কা করছিলেন। এরই মধ্যে ধর্ম, রাষ্ট্র তথা সকল কাজই তিনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন। মোট কথা সূরা নাসর নাজিল হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর বিদায়ক্ষণ অতি নিকটবর্তী। সেজন্যই তিনি বিশ্বের মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালাও চেয়েছেন তাঁর হাবীব সুদীর্ঘ বাইশ বছরের দ্বীন প্রচারের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের সুফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালাও তার প্রিয় হাবীব নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হজ্জের অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছা অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জে গমনের ঘোষণা করলেন।

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষণা অনুযায়ী দলে দলে মুসলমানগণ মদীনা শরীফে সমবেত হতে লাগলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله ﷺ ويفعل مثل ما يفعل.

"ইতিমধ্যে মদীনায় প্রচুর লোকের সমাগম হলো। উপস্থিত জনতার প্রত্যেকেই মনেপ্রাণে কামনা করছিলেন যে, তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হজ্জ সম্পন্ন করবেন ও তিনি যা করবেন তারাও তা করবেন।"– মুসনাদে আহমদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিয়ে হজ্জে যাবেন এ সংবাদ সারা আরব জাহানে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে অভাবনীয় উদ্দীপনার সাথে পাহাড়-পর্বত ধূসর মরুভূমি অতিক্রম করে দলে দলে লোক মদীনা শরীফে সমবেত হতে থাকে। ডানে-বামে পিছনে-সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। এক কথায় এটা ছিল এক জনসমুদ্র।

হজ্জের কার্যাবলী

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরী যিলক্বদ মাসের ২৫ তারিখ অন্য বর্ণনায় ২৬শে যিলক্বদ শনিবার যোহর নামায আদায়ের পর উম্মাহাতুল মু'মিনীন নয়জনসহ সাহাবায়ে কিরামদেরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফের পথে রওয়ানা হলেন। গলায় মালা পরিয়ে কুরবানীর পশু সঙ্গে নিলেন। মদীনা শরীফের দক্ষিণে ছয় মাইল অতিক্রম করে যুল-হুলায়ফায় আসরের পূর্বেই পৌঁছেন ও যাত্রাবিরতি করেন। এখানে তিনি রাত যাপন করেন। পরদিন রবিবার

দুপুরের পূর্বে তিনি ইহ্‌রামের জন্য গোসল করেন। গোসল শেষে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজ হাতে দেহ মুবারকে ও পোশাকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেন। অতঃপর যোহরের নামায আদায় করেন এবং ভিন্ন মতে ইহরামের দু'রাকআত নামায আদায় করে মুসল্লায় বসেই **হজ্জ ও উমরাহ্‌র জন্য একত্রেই ইহ্‌রাম বাঁধেন** ও সেমতে তালবিয়া পাঠ করেন। সাহাবায়ে কিরামগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অনুসরণ করে ইহ্‌রাম বাঁধেন ও তালবিয়া পাঠ করেন।

তালবিয়া হলো–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

"হাজির, আপনার দরবারে হাজির। হে আল্লাহ্! আপনার কোন শরীক নাই। সকল প্রশংসা, সকল নিয়ামত একমাত্র আপনারই। রাজত্ব কেবল আপনারই। আপনার কোন শরীক নাই।"

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يلبى الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدار حتى تنقطع الارض من ههنا وههنا.

"যে কোন মুসলমান তালবিয়া পাঠ করে, তার সাথে তার ডানে-বামে যা কিছু রয়েছে– পাথর, বৃক্ষ অথবা মাটির টিলা, এমনকি জমিনের এদিকে সেদিক শেষ সীমা পর্যন্ত যা কিছু রয়েছে, সকলেই তালবিয়া পাঠ করে থাকে।"

একত্ব ও সাম্যের সে কি মোহনীয় চিত্র! আজ ইতর-ভদ্রে, ধনী-দরিদ্রে, বাদশা-গোলামে কোন প্রভেদ নেই। সকলেই আজ সমান, সকলেরই আজ একই পোশাক, একই পরিচ্ছদ; সকলের মুখে আজ একই বাণী– একই ভাষা, একই স্বপ্ন, একই আশা, একই ধ্যান, একই ধারণা, একই লক্ষ্য, একই বাসনা। মানুষ মাত্রই যে এক আদমের সন্তান, এক মাতার সন্তান, সকলেই যে ভাই ভাই, দীর্ঘকাল পর এই মহাসত্য জগত আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছে। প্রত্যক্ষ করেছে মানবতা আজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক হৃদয়স্পর্শী অনুপম দৃশ্যে দৃশ্যমান। আল্লাহ্‌র কি কুদরত! এই মানুষগুলোই তো কিছু দিন পূর্বেও একে অপরের, এমনকি ইসলামেরও ঘোর শত্রু ছিল, লিপ্ত ছিল বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনায়। কিন্তু ইসলাম আজ তাদেরকে সুদৃঢ় এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। পৌত্তলিকতার বেদীমূল হতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করেছে। ইসলাম তাদের মন-মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। শিক্ষা দিয়েছে সাম্য-মৈত্রী, প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসা। বিভেদ বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্যের শিক্ষা। ফলে তারা আজ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লৌহ প্রাচীরের মত সুদৃঢ় ও অজয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমুদ্র বেষ্টিত হয়ে ধীরে ধীরে মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে হযরত রসূলে আকরাম যখন 'লাব্বায়কা, লাব্বায়কা' বলে মধুর স্বরে তালবিয়া পাঠ করতেন তখন সহস্র কণ্ঠ হতে একই ধ্বনি

প্রতিধ্বনি হয়ে উঠতো। পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, মরু প্রান্তর অপূর্ব এক মধুর ঝংকারে ঝংকৃত হয়ে উঠতো। আকাশ-বাতাস মনোমুগ্ধকর গুঞ্জণে মুখরিত হয়ে উঠতো।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর অব্যাহত রাখেন। পথে রাওহা, ওয়ামায়া অতিক্রম করে আরজ পৌঁছে যাত্রা বিরতি করেন। এরপর আবওয়া উপস্থিত হন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিলহজ্জের চার তারিখ রবিবার যি-তুওয়া নামক স্থানে পৌঁছেন ও রাত যাপন করেন। পরদিন ফজরের নামায আদায় করে গোসল করে মক্কা শরীফের অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সাহাবীগণও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফে পৌঁছেন। সময়টা ছিল চাশতের সময়। সূর্য তখন অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সংবাদ শুনে বনি হাশেম গোত্রের বালকগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অধিক মহব্বতের জোশে কাউকে উটনীর সামনে, আবার কাউকেও উটনীর পিছনে বসিয়ে নিলেন। জাহুনের দিকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ছানিয়াতুল উলিয়া'র দিক দিয়ে তিনি মক্কা শরীফে প্রবেশ করলেন। মক্কার প্রবেশদ্বারে পৌঁছে যখন তিনি কা'বা ঘরকে দেখতে পান তখন ভক্তি সহকারে দু'হাত উঠিয়ে নিম্নরূপ দু'আ করলেন–

اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه واعتمره تكريما و تشريفا وتعظيما.

"হে আল্লাহ্! শান্তির আপনিই উৎস এবং শান্তি আপনার পক্ষ হতেই; আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তাসহ জীবিত রাখুন। হে আল্লাহ্! এই ঘরের মান-মর্যাদা ইজ্জত হুরমত ও এর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাজনিত ভয় বৃদ্ধি করুন এবং যারা এ ঘরে হজ্জ ও উমরাহ্ করবে তাদের মান-মর্যাদা, ইজ্জত-হুরমত ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করুন।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাবুস্ সালাম দিয়ে কা'বার চত্বরে প্রবেশ করেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করেন। হাজরে আসওয়াদের নিকটে এসে চুম্বন করেন। অতঃপর সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেন। প্রথম তিন চক্করে কিছুটা দৌড়ে, পরবর্তী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হেটে তাওয়াফ করেন। তাওয়াফের সময় প্রতিবার হাজরে আসওয়াদ অতিক্রমকালে হাতের লাঠি দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাতেই চুম্বন করতেন। আবার অনেক সময় হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে আপন হাতে চুম্বন করতেন। আবার অনেক সময় ওষ্ঠদ্বয় হাজরে আসওয়াদে লাগিয়েও চুম্বন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুল সাঈব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুই রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পাঠ করতে শুনেছি–

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন।"– কুরআন (২ঃ২০১)

অতঃপর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীম এর নিকট পৌঁছেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেন–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

"তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।"– কুরআন (২ঃ১২৫)

এখানে তিনি দু'রাকআত নামায আদায় করেন। এ সময় তিনি **মাকামে ইব্রাহীম-কে কা'বা শরীফ ও নিজের মাঝখানে রাখলেন। নামাযে তিনি যথাক্রমে– সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করেন।**– মুসলিম শরীফ

নামায শেষে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার হাজরে আসওয়াদ এর নিকট আসলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করলেন। তারপর সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হন। সাফা পাহাড়ের নিকটে এসে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করলেন–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভূক্ত।"– কুরআন (২ঃ১৫৮)

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা ও দু'আ করেন। দুই পাহাড়ের মাঝে সাতবার সাঈ করেন। সাঈ শেষ হলে পরে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– যাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই তারা ইহ্‌রাম খুলে সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যাবে। আর যাদের সাথে কুরবানীর পশু আছে তাঁরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে। হালাল হওয়াদের মধ্যে কেউ মাথা মুণ্ডন করে আবার কেউ চুল ছেটে হালাল হয়েছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণীগণ সকলেই হালাল (ইহ্‌রামমুক্ত) হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাও রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হালাল হয়েছিলেন। হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহরাও রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হালাল হয়েছিলেন। কেননা তাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না।

বিদায় হজ্জের কিছুদিন পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ইয়েমেনের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। হজ্জের সংবাদ শুনে তিনি একদল মুসলমান নিয়ে হজ্জে আসেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, কীরূপে তাহলীল করেছ হে আলী? উত্তরে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'য়ালা আনহু বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ্রাম বাঁধার সময় বলেছিলাম–

اللهم انى اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم.

"হে আল্লাহ্! আমি সেই (হজ্জের) ইহ্রাম বাঁধলাম যার ইহ্রাম আপনার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁধেছেন।"

বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কুরবানীর পশু নিয়ে আসেননি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের কুরবানীতে শরীক করেন। তাই তিনি ইহ্রাম অবস্থায় থাকেন, হালাল হননি।

মক্কা মুয়াজ্জামায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করে উমরাহ্ সম্পন্ন করেন। যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসেননি তাঁরা মাথা মুণ্ডান অথবা চুল ছেটে হালাল হন। তবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও যারা কুরবানীর পশু সঙ্গে এনেছেন তাঁরা ইহ্রাম অবস্থায় থাকেন। উমরাহ্ সমাপ্ত করার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবতাহ-এ ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন। সাহাবীগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সেখানে অবস্থান করেন।

কিরান ও ইফরাদকারীগণের ইহ্রাম তো পূর্ব হতেই ছিল আর তামাত্তুকারীগণ (যারা উমরাহ্ করে হালাল হয়েছেন) তাঁরা ৮ই যিলহজ্জ হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধেন। অতঃপর হযরত রসূলে আকরাম, সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণসহ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মিনায় রওয়ানা হন। **৮ই যিলহজ্জ মিনায় পৌঁছে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এবং ৯ই যিলহজ্জ ফযর আদায় করেন।** হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থানের কারণে উক্ত সময় মিনায় হাজীদের রাত যাপন ও অকুফ করা সুন্নাত।

৯ই যিলহজ্জ শুক্রবার ফযরের নামায আদায়ের পরও কিছু সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতে অবস্থান করেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি কাসওয়ায় আরোহণ করে আরাফাতে রওয়ানা করেন। আরাফাত প্রান্তরের পূর্বদিকে 'নামিরায়' তাবু স্থাপন করা হয়েছিল, তিনি তথায় অবতরণ করেন, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর তিনি তাবু হতে বের হয়ে উটে আরোহণ করে বাতনুল ওয়াদী অর্থাৎ আরাফাত ময়দানের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হন। সেখানে তিনি উটের উপর অবস্থানরত অবস্থায় উপস্থিত জনতার সামনে নীতি নির্ধারণী এক চিরন্তন ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন,যা ইসলামী জীবনাদর্শের এক অমূল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি উচ্চ কণ্ঠে প্রতিটি বাক্য বিরতি দিয়ে এ ভাষণ প্রদান করেন। হযরত রাবীআ ইবনে

উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উচ্চারিত বাক্যগুলো সজোরে পুনরাবৃত্তি করেছেন।

আরাফাতে ভাষণ সমাপ্তির পর রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আযান দিতে নির্দেশ দেন। আযানের পর দু'রাকআত যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর ইকামত দিয়ে দু'রাকআত আসর নামায আদায় করেন। যদিও শুক্রবার কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার নামায আদায় করেননি। নামায শেষে তিনি অকুফের স্থানে গমন করেন। তবে ঘোষণা করেন, আমি এ স্থানে অবস্থান করলেও মূলতঃ আরাফাতের পুরা এলাকাই অবস্থানস্থল।

অকুফের স্থানে এসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিপ্রহরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে দু'আ করতে থাকেন। দু'আয় তিনি তাঁর হাত মুবারক তাঁর বুক পর্যন্ত উঠিয়েছিলেন ঠিক তেমনিভাবে যেমন **কোন ভিক্ষুক, প্রার্থী ও অসহায় মিসকীন কিছু চাওয়ার সময় হাত তুলে থাকে**। দু'আয় তিনি নিজের এবং সকল উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আরাফাত প্রান্তরে তিনি দীর্ঘ সময় দু'আয় রত ছিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা আয়াত নাজিল করে বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ،

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সত্য ধর্ম (জীবন-বিধান) বলে মনোনীত করে দিলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

এ আয়াত নাজিলের পর দূরদর্শী হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাঁদতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন– হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অচিরেই বিদায় নিবেন। কারণ পূর্ণতার পর তো কেবল অপূর্ণতাই বাকী থাকে। উক্ত আয়াত নাজিলের পর রহমাতুল্লিল আলামিন নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র **তিন মাস ধরাধামে জাহেরী হায়াতে ছিলেন**।

আরাফাত প্রান্তরে এক লোক সওয়ারী হতে অবতরণকালে পড়ে গিয়ে ইন্তিকাল করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল দিতে নির্দেশ দেন। ইহ্রামের দুই টুকরা কাপড় দ্বারাই তাকে দাফন করা হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দাফনকালে কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করতে এবং তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করে দেন। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি কবর হতে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।– আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেন ও সকল কার্যাবলি সম্পন্ন করেন। সূর্যাস্তের পরে, এমনকি আভাটুকুও বিদূরিত হলে পরে আরাফাত ত্যাগ করে সকলকে নিয়ে মুযদালিফা রওয়ানা হন। পথে চলার গতি ছিল স্বাভাবিক, তবে যখন খোলা জায়গা পেতেন তখন দৌড়ে চলতেন। **সারা রাস্তায় তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন।** মুযদালিফা পৌঁছে ভালভাবে নামাযের জন্য অযু করেন। মুয়ায্যিন আযান দেন,তারপর **মাগরিব ও ইশা এক সাথে আদায় করেন।** এক আযান ও দুই ইকামতে এ নামায সম্পন্ন করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায আদায় করে আরাম করার জন্য শুয়ে পড়লেন এবং ফযর পর্যন্ত ঘুমালেন। আউয়াল ওয়াক্তে তিনি সালাতুল ফযর আদায় করলেন। এরপর তিনি সওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন এবং মাশ'আরুল হারাম এ আসেন ও কিবলামুখী হয়ে দু'আ ও অশ্রুসিক্ত কান্না, তাকবীর-তাহলীল ও যিক্র এ মশগুল হলেন। **পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এতে মশগুল থাকলেন।** এ ছিল সূর্যোদয়ের পূর্বের অবস্থা। অতঃপর তিনি মুযদালিফা থেকে রওয়না হন। হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এ সময় তাঁর উটনী পৃষ্ঠে তাঁর পেছনে সঙ্গী হলেন। তিনি বরাবরের মতোই তালবিয়া পাঠরত ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা-কে নির্দেশ দিলেন **জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপের জন্য পাথর কুড়িয়ে নিতে।** ওয়াদীয়ে মুহাস্সারের মাঝামাঝি পৌঁছতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং তা আরো দ্রুত করলেন। কেননা এটি সেই জায়গা যেখানে হস্তিবাহিনীর ওপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হয়েছিল। এভাবে তিনি মিনায় পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে জামরাতুল আকাবায় তশরীফ গ্রহণ করেন এবং সওয়ারীতে আরোহরণপূর্বক **সূর্যোদয়ের পর শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ করেন এবং তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেন।** এরপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মিনায় একটি খুৎবা প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে তাঁর থেকে হজ্জ ও কুরবানীর মাসআলা-মাসায়েল ও নিয়ম-কানুন জেনে নিতে বলেন। তিনি লোকদেরকে আরও বলেন– দেখ, আমার পর তোমরা কাফিরদের মতো হয়ে যেও না, তাদের মতো পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করো না। তিনি আরো নির্দেশ দেন, কথাগুলো অপর লোকদের নিকট পৌঁছে দিবে। খুৎবায় তিনি আরো বলেন–

اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا اذا امركم تدخلوا جنة ربكم ٭

"আপন প্রভু প্রতিপালকের ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো, (রমযান) মাসের রোযা পালন করো, শাসন কর্তৃত্বের সমাসীন ব্যক্তির নির্দেশ পালন করো, আপন প্রভু প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অতঃপর তিনি মিনায় কুরবানীর স্থলে পৌঁছেন এবং **তেষট্টিটি উট স্বহস্তে কুরবানী করেন।** যতগুলো উট তিনি কুরবানী দিয়েছিলেন হিসাব করে দেখা যায় তত বছরই

তিনি হায়াত পেয়েছিলেন। এরপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলেন ১০০ পূরণ হওয়ার যতগুলো বাকী আছে তা পূরণ করতে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহধর্মিণীদের পক্ষ হতে **গরু কুরবানী করেছেন।** মোটেরওপর কুরবানী সম্পূর্ণ হতেই ক্ষৌরকার ডেকে পাঠান, মাথা মুণ্ডন করেন এবং মুণ্ডিত কেশ মুবারক নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হলক (মাথা মুণ্ডন) ও কসর (ছাঁটা) উভয়টিই জায়েয। **তবে কসরের চেয়ে হলক করাই উত্তম।** হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হলক করেছিলেন। আর সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কেউ কেউ হলক (মুণ্ডন) করেছিলেন, আবার কেউ কেউ কসর (চুল খাটো) করেছিলেন। তবে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলককারীদেরকে কসরকারীদের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে– **"হে আল্লাহ্! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করুন।** সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আরজ করলেন– **ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কসরকারীকেও**। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! হলককারীদেরকে ক্ষমা করুন। **এই কথা তিনি তিনবার বললেন**। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কসরকারীদেরকেও। তখন তিনি বললেন, কসরকারীদেরকেও।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

এরপর তিনি মক্কা শরীফে রওয়ানা হন। তাওয়াফ-ই ইফাদা আদায় করেন যাকে তাওয়াফ-ই যিয়ারতও বলা হতো। অতঃপর তিনি যমযম কূপের নিকট গমন করেন এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করেন। এরপর ঐদিনই মিনায় ফিরে আসেন এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করেন।

পরের দিন ১১ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর তিনি পদব্রজে মসজিদে খায়ফের দিকে অবস্থিত জামরাসহ সকল জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবির ধ্বনি দেন।

১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতেই অবস্থান করেন এবং ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পরে জামরাসমূহে কংকর নিক্ষেপ করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ হতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করেন। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের পর মিনা হতে রওয়ানা হয়ে মুহাস্সা প্রান্তরে এসে অবস্থান করেন। হযরত আবু রাফে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সর্বপ্রথম মুহাস্সার এসে তাঁবু স্থাপন করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই তাঁবুতেই প্রবেশ করেন। সেখানে আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। রাত সেখানেই অতিবাহিত করেন। **হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় মক্কা মুয়ায্যামায় এসে বিদায়ী তাওয়াফ করেন।** তাওয়াফ শেষে কা'বা শরীফেই ফযরের নামায আদায় করেন। বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **১৪ই যিলহজ্জ সরাসরি মদীনায় রওয়ানা করেন।**

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের বিরাট কাফেলা নিয়ে মদীনা মুখে যাত্রা করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন নিজ ঘরে চতুর্দিকে চলে গেলেন।

রাস্তায় আল-জুহফা হতে তিন মাইল দূরে খুম নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। স্থানটি ছিল মক্কা ও মদীনা শরীফের মাঝখানে। সেখানে একটি পুকুর ছিল, যাকে আরবিতে গাদীর বলে। পরবর্তীকালে স্থানটি 'গাদীরে খুম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে বিশেষভাবে তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মর্যাদা বর্ণনা করেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জায়দ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, সেই খুৎবায় প্রথমেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিরাচরিত পন্থায় আল্লাহ্র হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। তারপর ভাষণ প্রদান করেন–

اما بعد الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب
وانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب
الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكر الله
في اهل بيتي.

"হামদ ও সানার পর বললেন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আমিও মানুষ। সম্ভবত আমার প্রতিপালকের বার্তাবহ ফিরিশতা এসে উপস্থিত হতে পারেন এবং আমিও এটা কবুল করতে পারি। আমি তোমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। এদের **প্রথমটি হলো আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআন। এতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর।** সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কিতাব শক্তভাবে আকড়িয়ে ধরো। তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করলেন। আর **অপরটি হলো আমার পরিবারবর্গ। আমি আমার আহলে বায়াতের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করে দিচ্ছি।"**

প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফের সন্নিকটে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি দেন এবং এখানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রত্যুষে একদিকে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদয় হলো, অপরদিকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদলবলে মদীনা শরীফের পথে চললেন। এক সময় মদীনা মুনাওয়ারা দৃষ্টি সীমার খুব কাছাকাছি চলে আসে। মদীনা শরীফের জনপদ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তিনি বলতে লাগলেন–

الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ
قدير. ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم
الاحزاب وحده.

"আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব কেবল তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। (বান্দাহগণ) প্রত্যাবর্তন করেছে তাওবারত, আনুগত্যশীল,

সিজদারত এবং প্রতিপালকের প্রশংসারত অবস্থায়। মহান আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত বাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের বেলায় মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করলেন। আর এ দিনটি ছিল **১লা মহররম ১১ হিজরী রোববার**। পবিত্র হজ্জ সমাপ্ত হলো আর এ হজ্জই হলো 'বিদায় হজ্জ'।

বিদায় হজ্জের বাণী

বিদায় হজ্জে বিশ্ব মুসলিমের প্রতি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ঃ

[কুতুবুল এরশাদ আলহাজ্ব মৌঃ সুফী হাবিবুর রহমান (রাঃ), পীর সাহেব, ভোলা, রচিত 'বিশ্ব রহমত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)' কিতাব থেকে উদ্ধৃতি]

"হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ! আমি আজ যে কথা তোমাদেরকে বলবো, তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং আজীবন মনে রেখ; হয়তো তোমাদের সঙ্গে এক সাথে হজ্জ করার সুযোগ আমার জীবনে আর ঘটবে না,– 'ইলম' উঠে যাওয়ার পূর্বে আমার নিকট হতে শিখে নাও।

প্রত্যেক মুসলমানের রক্তবিন্দু, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদাকে ঐরূপ মহান ও পবিত্র মনে করে চলবে, যেরূপ আজকের এই হজ্জ দিবসকে, এই হজ্জের মাসকে ও মক্কা শরীফের হেরেমকে তোমরা মহান ও পবিত্র বলে বিশ্বাস করে থাক। এগুলোর পবিত্রতারহানী করা যেরূপ হারাম ও মহাপাপ কোন মুসলমানের প্রাণের, ধনের ও সম্মানের ক্ষতি সাধন করাও সেরূপ হারাম ও মহাপাপ।

হে মুসলিমগণ! বর্বর যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার, বে-ইনসাফী, বে-পর্দা, জিনা-ব্যাভিচার, লুটতরাজ, অত্যাচার, শোষণ, সুদখোরী, ঘুষখোরী, পরের দোষ চর্চা বা গীবত, বেহায়াপনা, মদ্যপান, নাচ-গান, বাদ্য, জুয়া, কুকুর পালন করা, ছবি তোলা, নাপাক থাকা, মানুষ হয়ে মানুষকে পূজা করা, মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজা করা, নিজ সন্তানকে নিজে নষ্ট করা, পরস্পর মারামারি-কাটাকাটি করা, মিথ্যা মকদ্দমা, মিথ্যা সাক্ষী, মিথ্যা মকদ্দমার সহায়তা করা, একজনের অপরাধে আর একজনকে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি সকল প্রকার অনাচার ও অন্ধবিশ্বাস আমার পদতলে দলিত-মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল বলে ঘোষণা করলাম। তোমরা ঐগুলো চিরতরে বর্জন করে ইসলামের খাঁটি আলোকে পথ চলতে শিখো। আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও শোণিতের দাবী সর্বপ্রথম রহিত ও বাতিল বলে ঘোষণা করলাম।

নারী জাতির ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে। সাবধান! নারী জাতিকে উৎপীড়ন, খেলনা বা ভোগবিলাসের বস্তু বানাবে না। যদিও স্বামী আল্লাহ্র আইনে স্ত্রীর

উপর অধিনায়ক এবং স্বামীর মর্তবা স্ত্রীর কাছে অনেক বড়, তবুও নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপরও নারীর তদ্রুপ অধিকার আছে। নারীর প্রতি অত্যাচার বা অবিচার করবে না। মনে রাখবে তোমরা আল্লাহ্‌র আমানত স্বরূপ তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র কালাম উচ্চারণ দ্বারাই তোমরা নারীর দেহের উপর দাম্পত্য-স্বত্ব লাভ করেছ। নিশ্চয় জেনে রাখ! তোমাদের হক তাদের উপর এই যে, তারা যেন তোমাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেও তোমাদের শয্যায় আসতে না দেয়; তারা যেন পূর্ণভাবে তাদের সতীত্বকে রক্ষা করে। যদি তারা এর অন্যথা করে, তবে তাদেরকে একাকী তোমাদের বিছানায় পরিত্যাগ করতে পার অথবা তাদেরকে এতটুকু প্রহার করতে পার যাতে তাদের শরীরে দাগ না পড়ে। আর তারা তাদের কর্তব্য পালন করলে, তোমাদের নিকট তারা রীতিমত খোরাক ও পোশাক পাওয়ার অধিকারিনী। এটা সর্বদা স্মরণ রাখবে যে এই অবলাদেরকে একমাত্র বল তোমরাই, তারা নিজেদের সত্বাকে বিলীন করে দিয়ে তোমাদের অধীনস্তা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে তার পরিবারের সাথে ব্যবহারে উত্তম।

হালাল পেশায় এবং শ্রম করায় দোষ নেই। আশরাফ-আতরাফে ভেদাভেদ নেই। মানুষ বংশগত, বর্ণগত, দেশগত বা ভাষাগতভাবে কেউ কারো চেয়ে ছোট নয় বা বড় নয়। প্রত্যেক মুসলমানই প্রত্যেক মুসলমানের ভাই এবং আল্লাহ্‌পাকের চোখে সকলেই সমান। **একমাত্র তাকওয়া ও চরিত্রগুণেই মানুষ বড় বা ছোট হয়।**

সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করো না। অত্যাচার করো না! অত্যাচার করো না! হুশিয়ার! কারো অসম্মতিতে তার সামান্য মালও গ্রহণ করো না। সকল প্রকার মলিনতা হতে নিজকে মুক্ত রেখে পবিত্রভাবে জীবন যাপন করো। **চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হবে।** কখনো শিরক করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না এবং অন্যায়ভাবে নরহত্যা করবে না।

হে মুসলিম জাতি হুশিয়ার! খবরদার! মুসলিম নেতার আদেশ কখনো লঙ্ঘন করবে না, শৃঙ্খলা কখনো ভঙ্গ করবে না। **যদি কোন নাক-কান কাটা হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নির্বাচিত বা নিযুক্ত হয়** এবং সে যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদেরকে পরিচালিত করে, তবে **অবনত মস্তকে তার আদেশ মেনে চলবে;** কিন্তু সাবধান! আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধে আদেশ করলে তখন আর **সে নেতা থাকবে না এবং তার আদেশও পালন করা যাবে না।**

আর তোমাদের দাস-দাসী, নিঃসহায় নিরাশ্রয় দাস-দাসী। তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করবে, তাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করবে না, তাদের মনে ব্যাথা দিবে না। তোমরা যা খাবে এবং পরিধান করবে তাদেরকেও তাই খাওয়াবে, পরিধান করাবে। ভুলে যেওনা তারাও তোমাদের মতই মানুষ; আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ধনী করেছেন আর তাদেরকে গরীব করেছেন; **কিন্তু তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকেও তাদের মত করতে পারতেন।**

মনে রেখো! একদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হতে হবে এবং সেদিন কড়ায়-ক্রান্তিতে সারা জীবনের আমলের হিসাব সেই মহাবাদশার দরবারে দিতে হবে ও সব বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে।

হে আমার উম্মতগণ! রীতিমত পাঁচ ওয়াক্তের নামায, রমযানের রোজা ও যাকাত আদায় করবে। এতদ্ব্যতীত হালাল, হারাম ও জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে যে সুন্দর ব্যবস্থা রেখে গেলাম, তা চিরজীবন মেনে চলবে, এর অন্যথা করবে না, কারণ এতেই নিহিত রয়েছে তোমাদের নাজাত ও বেহেশতে প্রবেশ অধিকারের সনদ।

বংশের গৌরব করবে না এবং নিজ বংশকে হেয় মনে করে অপর কোন বংশের নামে আত্মপরিচয় দিবে না, কারণ এতে আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসে এবং এর দ্বারা নিজের মাকে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার অপবাদ করা হয়, এটা মহাপাপ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করবে না। ধর্মের ব্যাপারে এই অতিরিক্ততার ফলেই তোমাদের পূর্ববর্তী বহুজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সকল ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম।

নিশ্চয়ই জেনে রেখ আমার পর আর কোন নবী আসবে না, আমিই শেষ নবী, কুরআন শরীফই আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব এবং আমার আনীত এই ইসলাম ধর্মই সর্বাঙ্গীন সুন্দর, সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ ও সর্বশেষ ধর্ম।

বন্ধুগণ, নিশ্চয় জেনে রেখো! আমি যা তোমাদের নিকট গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি তা যে পর্যন্ত তোমরা দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকবে, সে পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট, পতন বা ধ্বংস হবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব আমার সুন্নাত বা জীবনাদর্শ।

যারা উপস্থিত আছো তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এ বাণী পৌঁছে দিবে; হয়তো উপস্থিত ব্যক্তিগণের কতেক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কতেক লোক এর দ্বারা অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হবে।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখমণ্ডল ক্রমেই অধিকতর জ্যোতির্দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলে তিনি আবেগ ভরে বলতে লাগলেন– "হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি কি আপনার বাণী পৌঁছে দিতে পারলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলাম? লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো– "নিশ্চয়! নিশ্চয়! হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাতর কণ্ঠে পুনরায় বললেন– "প্রভুহে শ্রবণ করুন, সাক্ষী থাকুন, এরা বলছে– আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি।" ভাবের আতিশয্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব হয়ে রইলেন। স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ সময় আল্লাহ্‌পাক আয়াত নাজিল করলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ،

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সত্য ধর্ম (জীবন-বিধান) বলে মনোনীত করে দিলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع

"যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনার প্রভুর প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করবেন এবং ক্ষমা চাইবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।"– কুরআন (১১০ঃ১-৩)

কাজ শেষে রাজদূত যেমন আপন রাজ্যে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন, তেমনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই হলো। এ মহা প্রস্থানের মহামুহূর্ত তাঁর জীবনে কখন আসবে তা তিনি জানতেন। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে অসংখ্য গোত্রকে দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে মিলিত হতে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় সত্য সত্যই এসেছে। কাজেই বিদায়ের সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফ

বিদায়ের ইঙ্গিত ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা ঘোষণায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের ৮১ দিন পূর্বে বিদায় হজ্জে পবিত্র আরাফাহ্ ময়দানে অবতীর্ণ করেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতসমূহ সমাপ্ত করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সত্য ধর্ম (জীবন-বিধান) বলে মনোনীত করে দিলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায়ের ইঙ্গিতে নাজিল হয়–

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع

"যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি দলে দলে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনার প্রভুর প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করবেন এবং ক্ষমা চাইবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।"– কুরআন (১১০ঃ১-৩)

বিদায়ের ৩৫ দিন পূর্বে নাজিল হয়–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি।"– কুরআন (৯ঃ১২৮-১২৯)

বর্ণিত আছে বিদায়ের ২১ দিন মতান্তরে ০৭ দিন পূর্বে অবতীর্ণ হয়–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"এবং ভয় করো সেদিনকে, যেদিন আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর প্রত্যেক আত্মাকে তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।"– কুরআন (২ঃ২৮১)

বিদায়ের পূর্বাভাষ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে মানব জাতির কাছে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। তা হলো শিরকী-কুফরী, পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত, ধ্বংসে নিপতিত মানব গোষ্ঠীকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র একত্বে, দাসত্বে ও আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, তাঁর আনুগত্যকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ ও নাফরমান-অমান্যকারীকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব পালনেরত ছিলেন। বিদায় হজ্জে সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর সাক্ষ্যদান করেন। আরাফাত ময়দানে নবী করীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন– الا هل بلغت "আমি কি আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়েছি?" সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর উত্তরে বললেন– نعم "হ্যাঁ, আপনি যথাযথভাবে তা পৌঁছিয়েছেন।"– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনবার বলেন– يا امتاه هل بلغت 'হে আমার উম্মত! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছিয়েছি?' উত্তরে তারা বললেন– نعم 'হ্যাঁ।' তখন তিনি তিনবার বললেন– اللهم اشهد 'হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন', اللهم اشهد 'হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন', اللهم اشهد 'হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।' – ইবনে মাজাহ্ শরীফ

উপরন্তু যারা দূরদেশে অবস্থান করার কারণে তাঁর এ বাণী শুনতে পায়নি অথবা যাদের জন্ম তখনও হয়নি তাদের নিকটও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন–

الا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع

"শোন! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এই বাণী পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা অনেক সময় যার নিকট পৌঁছানো হয় সে বাহকের তুলনায় অধিক স্মৃতিধর হয়ে থাকে।"– আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া

দায়িত্ব শেষ হলে নবী-রসূলদের থাকার প্রয়োজন হয় না, এসে যায় বিদায়ের পালা।

বিদায় হজ্জের পূর্বে রমযান মাসে সাইয়্যেদুল মুরসালিন হুজুরেপুর নূর রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ের চিহ্ন-আলামত অনুভব করতে পারছিলেন। কারণ প্রতি বছর রমযান মাসে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম একবার পরস্পর কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন, আর এবারে দু'বার তিলাওয়াত করেন।

২৩ বছরে কুরআন মজিদ নাজিল হয় এবং হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তা পাঠ করে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুনিয়েছেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জবান মুবারকে তা পাঠ করে উম্মতকে শুনিয়েছেন। **কালাম হলো- আল্লাহ্‌র; আর জবান হলো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। হযরত রসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবানে আল্লাহ্ তা'য়ালা কালাম করেছেন ২৩ বছর পর্যন্ত।**

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

"তিনি আপন ইচ্ছায় নিজের পক্ষ থেকে বানানো কথা বলেন না; বরং যা বলেন- তা ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তাঁর প্রতি গোপনে অবতীর্ণ হয়।"– কুরআন (৫৩ঃ৩-৪)

২৩ বছর পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'য়ালা এভাবে নিজের বাণী আপন হাবীব রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবান মুবারকে প্রকাশ করেছেন। অন্য কোন নবীর মুখে এভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা আপন বাণী প্রকাশ করেননি। এটা নবী করীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একক বৈশিষ্ট্য।

প্রতি বছর রমযান মাসে দশ দিন ই'তিকাফ করা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল; কিন্তু এবার তিনি বিশদিন ই'তিকাফ করলেন। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণনা হয়েছে–

فلما كان العام الذى قبض فيه اعتكف عشرين يوما

"যে বছর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাত হয় সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন।"– বুখারী শরীফ

স্মরণ করা যায়, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন ইয়েমেনের গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে উদ্দেশ্যে করে বললেন–

يا معاذ انك عسى ان لا تلقانى بعد عامى هذا ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى

"হে মু'আয! সম্ভবত তুমি এ বছরের পর আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। সম্ভবত তুমি আমার এ মসজিদে ও রওজা শরীফে আসবে।"

এ কথা শুনে হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চিরবিদায়ের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন।– আর-রাহীকুল মাখতুম

বিদায় হজ্জের সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'জামরাতুল আকাবায়' দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বললেন–

خذوا عنى مناسككم فلعلى لا احج بعد عامى هذا

"তোমরা হজ্জের বিধানসমূহ আমার নিকট হতে জেনে নাও। সম্ভবতঃ এ বছরের পর আমার আর হজ্জ করা হবে না।"– মুসলিম শরীফ

বিশেষভাবে আরাফাত ময়দানে শুক্রবার বিদায় হজ্জের দিনে সূরা মায়েদা এর ৩ নং আয়াত এবং সূরা নছর নাজিল হওয়ায় তিনি পৃথিবী হতে আসন্ন বিদায়ের কথা বুঝতে পারেন।

সূরা নছর নাজিলের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি তাসবীহ-তাহমীদ ও ইসতিগফার করতে থাকেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, উক্ত সূরা নাজিলের পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায় তাসবীহ-তাহমীদ ও ইসতিগফার করতেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ সময়ে বেশি বেশি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন–

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب إليك اللهم اغفرلى انك انت التواب الرحيم

"হে আল্লাহ্, আপনি আমাদের প্রভু! সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা আপনারই জন্য, আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে ফিরে আসছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মদীনা মুনাওয়ারায়
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মদীনা শরীফে পৌঁছলেন ঃ

সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ সম্পাদন করে ১১ হিজরী সনের ১লা মুহররম মদীনা শরীফে এসে পৌঁছেন। সেদিন থেকে ৭২ দিন পর তিনি উম্মতদেরকে ইয়াতিম করে বিদায় নেন। ইতিমধ্যে তিনি হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নেতৃত্বে একটি সামরিক বাহিনী সিরিয়া পাঠিয়ে দেন।

মহান ভাষণ ঃ

মহানবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ অবস্থায় সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বিশেষ একটি খুৎবা দেন। এটিই সুস্থ অবস্থায় তাঁর শেষ খুৎবা। তিনি বলেন–

"মুসলমানগণ, মারহাবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন রহমতের ছায়ায় রাখুন, তোমাদের মনের নৈরাশ্য দূর করুন, তোমাদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হোন, তোমাদেরকে রিযক ও বরকত দান করুন। তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে উচ্চ সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা দিন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়ত করছি। আমি আল্লাহ্কেই তোমাদের অভিভাবক বানাচ্ছি, তাঁরই ভয় প্রদর্শন করছি। কেননা আমি হচ্ছি প্রকাশ্য সতর্ককারী। দেখো, আল্লাহ্ তা'য়ালার বসতিসমূহে এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যে কখনো ঔদ্ধত্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করো না। আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন–

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

"এটা আখিরাতের সেই আবাস, যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"– কুরআন (২৮ঃ৮৩)

অতঃপর বলেন–

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

"উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?"– কুরআন (৩৯ঃ৬০)

সবশেষে বলেন– "তোমাদের সকলের প্রতি আমার সালাম এবং সালাম ওদের প্রতি যারা ইসলমের মাধ্যমে আমার বায়'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

তাবরানী শরীফে উল্লেখ আছে– যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জ শেষে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন একদিন মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও সানা পাঠ করে বললেন– "হে লোক সকল! আবু বকর কখনো আমাকে কষ্ট দেয়নি। তোমরা তাঁর এ কাজের স্বীকৃতি দিও। হে উপস্থিত লোক সকল! আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, তালহা, যোবাইর, আবদুর রহমান (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এবং প্রথম দিকের হিযরতকারীদের প্রতি আমি সন্তুষ্ট। তোমরা তাদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি দিবে। হে লোক সকল! তোমরা আমার সাহাবী ও শ্বশুরদ্বয়ের ব্যাপারে এবং আমার বন্ধুদের ব্যাপারে আমার কথার সম্মান রক্ষা করবে। হে লোক সকল! তোমরা মুসলমানের ব্যাপারে তোমাদের মুখকে সংযত রাখবে। **তাদের কেউ ইন্তিকাল করলে তার সম্পর্কে ভালো বলবে।"**– বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

জান্নাতুল বাকী শরীফে সরকারে দু'আলম নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

হযরত আবু মুয়ায়বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যরাতে বলেন, হে আবু মুয়ায়বাহ্! বাকী বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তুমিও আমার সাথে চল। তিনি রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে চলতে থাকি। তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাকী বাসীদের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর বলেন–

"হে আবু মুয়ায়বাহ্! একদিকে আমার সামনে সমগ্র বিশ্বের ভাণ্ডারসমূহ, চিরস্থায়ী জীবন এবং জান্নাত পেশ করা হয়। অপরদিকে রাখা হয় **আল্লাহ্ তা'য়ালার সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।** আমাকে বলা হয়, এ দুটির মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আবু মুয়ায়বাহ্ বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন, আপনি সমগ্র বিশ্বের ভাণ্ডারসমূহ ও চিরস্থায়ী জীবনের সাথে জান্নাতকে গ্রহণ করুন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, হে আবু মুয়ায়বাহ্! আমি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ এবং জান্নাতই বেছে নিয়েছি।"

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

জান্নাতুল বাকীর নক্‌শা

মদীনা শরীফ

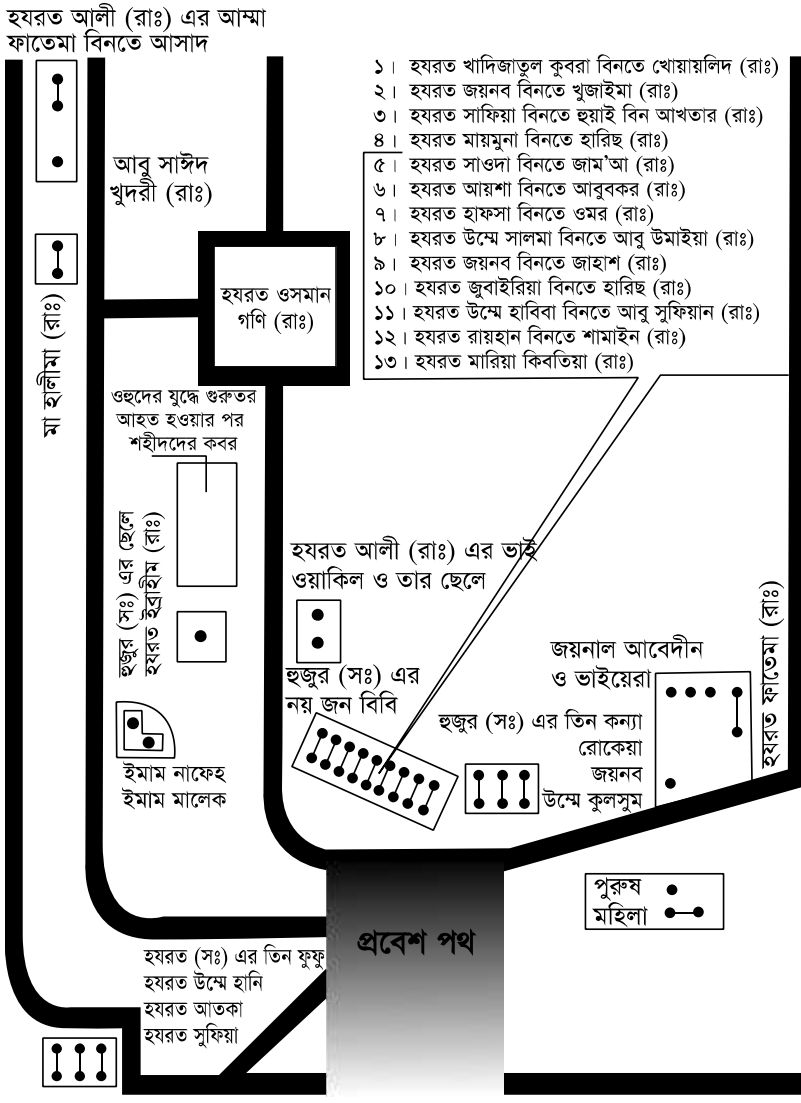

নবী করীম রউফুর রহীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোহাদায়ে ওহুদদের নিকট উপস্থিত ঃ

ওহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ভয়ঙ্কর একটি বিপদের ঘটনা। নবী প্রেমিক অনেক সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এখানে শাহাদাত বরণ করেন ও ওহুদের ময়দানেই তাঁরা চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সফর মাসে ওহুদ প্রান্তরে গমন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোহাদাগণের কাছ থেকে বিদায় নেন যেমনভাবে একজন মৃত্যু পথযাত্রী আপন জীবিত আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে থাকেন। শেষে তিনি বলেছিলেন– إِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ "আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি।"

এখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ একটি ভাষণ প্রদান করেন–

"আমি তোমাদের আগে হাওযের কাছে যাচ্ছি, যাতে তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে সাক্ষ্য দিতে পারি। আল্লাহ্র কসম, এই মুহূর্তে আমি হাওযটিকে আমার সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে জমিনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে। আমার মোটেই এই ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরক্ করবে। কিন্তু আমার এই ভয় আছে যে তোমরা দুনিয়া নিয়ে মত্ত হয়ে পড়বে অর্থাৎ দুনিয়ায় আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং পরস্পরের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করবে। এর পরিণাম হতে পারে যে, তোমরাও ঠিক সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন– আমি ওসিয়ত করছি, **প্রাথমিক হিযরতকারীদের সাথে তোমরা ভালো ব্যবহার করবে, তোমরা পরস্পরে ভালো ব্যবহার করবে।"**

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন জান্নাতুল বাকী হতে ফিরে মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে আমার হুজরায় প্রবেশ করলেন। আমারও তখন মাথা যন্ত্রণা করছিল। যন্ত্রণায় আমি বলতেছিলাম, হায় আমার মাথা! তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! বরং আমারই মাথায় যন্ত্রণা হে আয়েশা! হায় আমার মাথা! এরপর তিনি রসিকতা করে বললেন, ক্ষতি কী, তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ করো তা হলে আমি তোমার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবো, তোমাকে কাফন পরিধান করাবো, তোমার জানাযার নামায পড়াবো এবং তোমাকে দাফন করবো। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! ঐ রকম যদি হয় তবে আমার ধারণা, আজ দিবসের শেষেই

আপনি আপনার অন্য স্ত্রী নিয়ে আমার গৃহে থাকবেন। এটা শুনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন।"– আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া

সপ্তম হিজরী সনে খায়বার হতে ফিরার পথে ইহুদি সালাম এর স্ত্রী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাওয়াত করে বকরীর গোশতের সাথে বিষ খেতে দেয়। হযরত বিশর ইবনে বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক লোকমা গলাধঃকরণ করে সঙ্গে সঙ্গে শহীদ হন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে দিলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম জানান, তিনি তৎক্ষণাৎ ফেলে দেন। উক্ত বিষ ক্রিয়া সাময়িকভাবে আরোগ্য লাভ করলেও শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ব্যাথা অনুভব করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রোগের সূচনা হয় ১৮ বা ১৯শে সফর বুধবার। রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন।

মিম্বরে খুৎবা প্রদান করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পীড়িত অবস্থায় একদিন মিম্বরে বসে খুৎবা দিলেন–

ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله *

"আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা দুনিয়া এবং আল্লাহ্র কাছে যা কিছু আছে এ দুয়ের মধ্যে কোন একটিকে বাছাই করে নেয়ার ইখতিয়ার দিলেন। আল্লাহ্র বান্দা তখন আল্লাহ্র কাছে যা আছে তাই বেছে নিলেন।

উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথার মর্ম বুঝে ফেললেন এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এর দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। আর এটা বুঝতে পেরে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন– না, আমাদের জীবন ও সন্তান-সন্তুতি সব কিছুই আপনার জন্য কুরবান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর! থাম, তাড়াহুড়া করো না। নিঃসন্দেহে এমন কেউ নেই যে তার জীবন ও সম্পদ দিয়ে আমাকে এতোটা উপকৃত করেছে যতটা করেছে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আর আমি যদি মানুষের মধ্যে কাউকে আমার বন্ধু বানাতাম তাহলে আবু বকরকেই আমার বন্ধু বানাতাম। কিন্তু ইসলামের সম্পর্ক ও ইসলামের প্রতি ভালোবাসাই সর্বোত্তম।"– বুখারী শরীফ

তিনি আবার বললেন– (আমার মন চায়) আমার সামনে মসজিদের সকল জানালা বন্ধ করে দেই, কেবল আবু বকরের জানালা খোলা থাকুক।– বুখারী শরীফ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিম উপদেশ ঃ

বিদায়ের কাছাকাছি সময় **নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** বেশির ভাগ ওসিয়ত ছিল–

الصلاة وما ملكت ايمانكم

"দেখো, সালাতের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং অধীনস্থ লোকদের (দাস-দাসী ও চাকর-বাকরদের) প্রতি খেয়াল রাখবে।"

এ কথা তিনি বার বার বলতে লাগলেন, এমনকি কথাগুলো মুখে উচ্চারণ করাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। জানা যায় যে, বুকের ভেতর থেকে কথাগুলো বারবার আওড়াবার চেষ্টা করছেন।– বায়হাক্বী

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়ের সময় সালাত ও যাকাত আদায় ও অধীনস্থ লোকজন ও দাস-দাসীদের সঙ্গে উত্তম আচার-আচরণ ও সদ্ব্যবহারের উপদেশ দেন।– ইমাম আহমদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ উপদেশ ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আনসারদের এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, সকলে কাঁদছে। তাঁরা উভয়ে তাঁদেরকে তাঁদের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য ও তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলোর কথা স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠছে। তা জানতে পেরে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসলেন। এ সময় তিনি তাঁর মাথা মুবারক চাদর মুবারকের প্রান্তদেশ দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন। তিনি মিম্বরে বসলেন। এরপর আর কখনো তাঁর মিম্বরে বসার সুযোগ হয়নি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার হামদ ও ছানা পেশ করলেন যা তাঁর মর্যাদা ও শানের উপযুক্ত। এরপর ভাষণ প্রদান করেন–

"(হে মুহাজিরগণ!) আমি এখন আনসারদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি। ওরা তোমাদের পূর্বে মদীনাকে নিজেদের বাসভূমি করেছে এবং ঈমানকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। ওরা কি নিজেদের সম্পদের মধ্যে তোমাদেরকে শরীক করেনি? ওরা কি নিজেদের ঘরসমূহ তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেনি? অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও ওরা কি নিজেদের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দেয়নি?"

তাবাকাতে কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

১। আমি আনসারদের ওখানেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। তোমরা তাদের এই দানের যথার্থ মর্যাদা প্রদান করবে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিবে।

২। আনসাররা আমার উত্তরাধিকার, আমার সম্পদ। লোক কমও হয়, আবার বেশিও হয়। তাদের দানের কথা তোমরা স্মরণ রাখবে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিবে।

৩। লোক সকল! অন্যান্য মানুষেরা বাড়তে থাকবে এবং আনসাররা কমতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা হবে সে পরিমাণ, যে পরিমাণ লবণ থাকে খাবারের মধ্যে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে শাসক হবে, সে যেন তাদের ইহসানের কথা স্মরণ রাখে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেয়।

৪। কসম ঐ সত্তার, যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের সকলের প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। আনসারদের জিম্মায় যা কিছু করণীয় ছিল, তা বাকি রয়ে গেছে। তাদের এই অবদানের জন্য তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিবে।

৫। স্বয়ং আনসারদের সম্বোধন করে তিনি বলেন– হে আনসার! আমার পরে তোমরা দুঃখ-কষ্টে অস্থির হয়ে উঠবে। তারা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী করার হুকুম দেন? তিনি বলেন, আমি হুকুম দিচ্ছি- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে গিয়ে মিলিত হও।

আখেরী চাহার শোম্বা ঃ

সফর মাসের ৩০ তারিখ বুধবার 'আখেরী চাহার শোম্বা' হঠাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ হলেন। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে সকাল বেলা বললেন– "আমার জ্বর কমে গেছে, তুমি আমাকে গোসল করিয়ে দাও।" সে মতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গোসল করানো হয়। হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাস্তা করেন। আসহাবে সুফ্‌ফাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ও হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনার ঘরে ঘরে এ সংবাদ ছড়িয়ে দেন। সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আনন্দ আর আনন্দ, তাঁরা দলে দলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসেন। নবী প্রেমিকগণ 'আখেরী চাহার শোম্বা' স্মরণ করে অনুষ্ঠান করে থাকেন।

নবী প্রেমে উৎসর্গ ঃ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রোগ মুক্তির সংবাদে সাহাবায়ে কিরামগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কত খুশি ও আনন্দিত হয়েছিলেন তাঁর কিছুটা আন্দাজ করা যায় নিম্নের বর্ণনার মাধ্যমে–

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পাঁচ হাজার দিরহাম ফকির মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দান করলেন সাত হাজার দিরহাম। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দান করলেন দশ হাজার দিরহাম। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দান করলেন তিন হাজার

দিরহাম। সবচেয়ে বেশি দান করলেন ধনী ব্যবসায়ী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি একশত উট আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দিলেন। সুবহান আল্লাহ্‌ ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটু শান্তি ও আরামের সংবাদে সাহাবীগণ কিভাবে জানমাল উৎসর্গ করে দিতেন, এটা তারই আংশিক প্রমাণ। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনে একটি মূল্যবান লাল উট জবেহ করে যিয়াফত দিতেন।– সাআদাতে আবাদিয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাময়িক রোগ মুক্তির দিবসকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য পারশ্যসহ মধ্য এশিয়া ও পাক ভারত উপমহাদেশে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই দিবসটি পালন করা হয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইমামতিতে শেষ নামায ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থাতেও মসজিদে উপস্থিত হয়ে ১১ দিন পর্যন্ত নামাযের ইমামতি করেছেন। এমন কি সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কাঁধে ভর করেও মসজিদে আসতেন। বুধবার মাগরিবের নামাযে তিনি ইমামতি করেন। এটাই ছিল ইমামতিতে শেষ নামায। হুজরা শরীফে অবস্থানকালীন ইশার নামাযের সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, নামায কি শেষ হয়ে গেছে? নিবেদন করা হলো, মসজিদে সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন তিনি ১টি জলাধার নিয়ে গোসল করেন। এরপর দাঁড়াতে ইচ্ছা করেন কিন্তু চেতনা হারিয়ে ফেলেন। এভাবে ৩ বার চেতনা হারিয়ে ফেলেন। পুনরায় চেতনা ফিরে পান তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নামায পড়াবার নির্দেশ দেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ওজর পেশ করেন যে, আমার পিতা হচ্ছেন খুবই কোমল হৃদয়ের। আপনার জায়গায় তিনি কি দাঁড়াতে পারবেন? হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও নির্দেশ করায় হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামায পড়ান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায় নেয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত তিনি ১৭ বা ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ান।

নামাযের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমেই হযরত রসলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যৎ খেলাফতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। খলিফা নির্বাচনের পালায় সম্ভবতঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ কারণেই হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নাম প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তা সর্বসম্মতিভাবে অভিনন্দিত হয়। মূলতঃ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ব্যক্তিত্বের সাথে তখন কেউই সমতুল্য ছিলেন না, আর ভবিষ্যতেও কেউ হবে না।

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণভরে দেখলেন নামাযের দৃশ্য ঃ

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যথারীতি নামায পড়াতে থাকেন। সোমবার সকাল, ফযরের নামাযে কাঁতার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা মুবারকের পর্দা তুলে কিছুক্ষণ এ দৃশ্য দেখলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে আনন্দে লোকজনের নামায ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হলো। তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের জন্য জায়গা করে দিলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও পিছিয়ে আসতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তিনি ইশারায় সকলকে নামাযে থাকার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের এ পরিবেশ দেখে আনন্দে মুচকি হাসলেন। তাঁর দাওয়াত ও জিহাদ, সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনা কি রূপ নিয়েছে, এ উম্মত কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে, এ সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠলো নামাযের এ মনোরম দৃশ্যে। মুসলমানগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে বর্তমানে ও অবর্তমানে এরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দাতিশয্য সহকারে দরবারে ইলাহী সমীপে বিনীতভাবে উপস্থিত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন- জীবন ব্যাপী সাধনার সফলতা, তাঁর চক্ষু জুড়ালো, তিনি নিশ্চিত হলেন আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহ্র সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ক চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন তিনি কতটা খুশি হয়েছেন। তাঁর চেহারা কতইনা ঝলমলিয়ে উঠেছিল। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– তাঁর চেহারা তখন বইয়ের পাতার মত (সাদা) হয়ে গিয়েছিল।

বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামায শেষে হুজরা মুবারকে আসেন ও রোগের উপশম মনে করে অনুমতি নিয়ে মদীনার বাইরে 'সুখ' এ অবস্থানরত স্ত্রীর ঘরে চলে যান।

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঐ দিন কিংবা এর একদিন পূর্বে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললেন–

وانى والله لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا- انى لاعرف وجوه بنى عبد المطلب عندالموت -

"আল্লাহ্র কসম! আমি দেখছি, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রোগে শীঘ্রই ইন্তিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের চেহারা দেখেই বুঝে নিতে পারি, মৃত্যু আসন্ন।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা'র হুজরা মুবারকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রসূলে আকরাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালাক্রমে উম্মুল মু'মিনীনদের কাছে অবস্থান করেন। প্রচণ্ড জ্বর ও মাথা ব্যথা যে দিন বৃদ্ধি পেল সে দিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়মূনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পালায় তাঁর ঘরে ছিলেন। তখন পরিবারস্থ সকলে সেখানে সমবেত হন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কাছে থেকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রোগের শুশ্রুষা করার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল ছিল। এ জন্যই তিনি বলতেন– আগামীকাল কার পালা এবং আমি কোথায় থাকবো?

এ অবস্থাতে হযরত ফাতিমাতুজ্ জাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উম্মুল মু'মিনীনদের থেকে অনুমতি নেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে আসেন। এক বর্ণনায় রয়েছে– হযরত আসমা বিনতে উমায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উম্মুল মু'মিনীনদের থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন আমার গৃহে আগমন করেন আর পরের সোমবার দিনই বিদায় নেন।

অসুস্থতা বৃদ্ধি ঃ

৩০ তারিখ বুধবার দিন বিকাল থেকেই পুনরায় জ্বর দেখা দেয়। এর ১২ দিন পর অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় নেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে পৌঁছার সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর ভর করে পবিত্র কদম হেচড়িয়ে হেচড়িয়ে এগুচ্ছিলেন। শরীর মুবারকে সাংঘাতিক জ্বর ছিল। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আরও কয়েকজন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে মোটা চাদর মুবারক ছিল। অত্যাধিক উষ্ণতার কারণে আমরা শরীর মুবারকে হাত রাখতে পারছিলাম না।

বিদায়ের চার দিন পূর্বে ঃ

বৃহস্পতিবার জ্বর খুবই বৃদ্ধি পায়। তখন হুজরা মুবারকে উপস্থিত সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বলেন– কাগজ, কলম ও দোয়াত নিয়ে আসো। আমি তোমাদের জন্য কিছু বিষয় লিখে দেই। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ অবস্থায় কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, তাই যথেষ্ট। উপস্থিত সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কথা সমর্থন করেন। শেষ পর্যন্ত লেখা হয়নি। তিনি বুঝেছিলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন, আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বর্ণিত আছে– এহেন অসুস্থতা সত্ত্বেও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩টি বিষয় ওসিয়ত করেন। যথা– ১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করবে, ২) প্রতিনিধি দল ফিরে যাওয়ার সময় তাদেরকে উপঢৌকন দিবে যেমনটি আমি করতাম, ৩) কুরআন অনুসারে আমল করবে অথবা বলেছেন নামাযের প্রতি এবং দাস-দাসীদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে। কারো মতে তিনি এ ৩টি বিষয় লিখতে চেয়েছেন। হযরত সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখের বর্ণনা মতে তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খলিফা হওয়ার বিষয়টি লিখতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু তকদীরের উপর নির্ভর করে লেখার সংকল্প পরিত্যাগ করেন, যা তাঁর কথায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন– **'আবু বকর ছাড়া অন্য কারো খিলাফত আল্লাহ্ গ্রহণ করবেন না, মু'মিনগণও নয়।"**– বুখারী শরীফ

হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমার সান্নিধ্য লাভে এবং দ্বীনের জন্য ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আমার উপর আবু বকরের চেয়ে অন্য কারো অধিক ইহ্‌সান আছে বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে যদি আমি খলিল বা একান্ত বন্ধু বানিয়ে নিতাম, তা হলে আবু বকরকেই খলিল বানিয়ে নিতাম। আল্লাহ্ আমাকে খলিল বা একান্ত বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন এবং আমিও আল্লাহ্-কে জানপ্রাণ দিয়ে খলিল বা একক বন্ধু বানিয়েছি। তোমরা আমার মসজিদের দিকে তোমাদের ঘরের ছোট ছোট সব দরজা, জানালা বন্ধ করে দাও। একমাত্র আবু বকরের দরজাটি খোলা রাখো। আবু বকরের সাথে আমার ইসলামের বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রয়েছে।"

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ ছিল বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম দিকে। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বিশ্রাম নেন। যোহরের সময় পূর্ণ চেতনা ফিরে পেলেন ও সুস্থবোধ করলেন। তিনি বললেন– আমার মাথায় বিভিন্ন কূপ হতে ৭ মশক পানি ঢালো, যাতে আমি মানুষের কাছে গিয়ে কিছু ওসিয়ত করতে পারি। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– আমরা তাঁর দেহ মুবারকে পানি ঢাললাম, তিনি আরাম বোধ করলেন। অবস্থার আরও একটু উন্নতি হলো, তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাঁধে ভর করে মসজিদে গেলেন ও যোহর নামায পড়ালেন। নামায বাদ বিশেষভাবে উম্মতদের উদ্দেশ্যে ওসিয়ত করেন।

বদলা নেয়ার অনুমতি ঃ

তাবাকাতে খুতবার কিছু অংশ বর্ণিত হলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমাদের কারো কারো হক্ব আমার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যদি আমার থেকে কারো সম্মানেরহানী হয়, সে যেন বদলা নেয়, যদি দেহে কষ্ট পেয়ে থাকে সে যেন বদলা নেয়, সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকলে ক্ষতি পূরণ নিয়ে নেয়, কোন রকম পাওনা থাকলে যেন নিয়ে নেন। এ সময় এক ব্যক্তি বলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার কাছে ভিক্ষুক এসেছিল, তাকে ৩ দিরহাম দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ করেন, আমি তাকে দিয়েছিলাম। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– হে ফযল তুমি ওকে দেরহামগুলো ফেরত দাও।

একজন লোক নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি অত্যন্ত কৃপণ ও কাপুরুষ এবং সারাদিন শুয়ে থাকি। আপনি দু'আ করুন, আমার এ অভ্যাসগুলো দূর হয়ে যায়, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন।

দু'দিন আগে ঃ

হুজুরেপুর নূর রউফুর রহিম সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শনিবার একটু সুস্থ অনুভব করেন এবং যোহরের নামাযে মসজিদে আসেন। তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইমামতি করছিলেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের আভাস পেয়ে তিনি পেছনে আসার ইচ্ছা করলে প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেন। তিনি সাহায্যকারীদেরকে ইমামের ডানপাশে বসিয়ে দিতে বলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইমামতি দেন ও অনুসরণ করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাকবীর শুনাচ্ছিলেন।

একদিন আগে ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিবার দিন তাঁর গোলামদের-কে মুক্তিদান করেন। নিজ অস্ত্রগুলো মুসলমানদেরকে হেবা করে দেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর নিকট ছয় বা সাতটি দীনার এসেছিল, তা হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট রেখেছিলেন। সোমবার হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বুকে হেলান দেয়া অবস্থায় তাঁকে বলেন– দীনারগুলো দান করার জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে পাঠিয়ে দাও। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তা দান করে দেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– **মুহাম্মাদ সম্পর্কে তাঁর রবের কি ধারণা হবে, যদি তাঁর নিকট দীনার থাকা অবস্থায় সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করে।** রাতে এমনভাবে সব বিলিয়ে দিলেন যে, রাতে বাতি

জ্বালানোর জন্য হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তেল ধার করে আনেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– আমার ঘরে সামান্য কিছু জব ছিল। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যেরা (লৌহবর্ম)টি এক ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা' জবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। তখন বর্মটি ছাড়িয়ে আনার মতো হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এমন কিছু ছিল না।

স্মরণীয় ঃ

সাইয়্যেদুল মুরসালিন সরকারে দু'জাহান হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বকালে সারা আরব জাহানে মুসলিম কর্তৃত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর করতলগত হয়। তৎকালীন পৃথিবীর সকল রাজা-বাদশাহ্ আমীর উমরা সবাই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভয়ে কম্পিত, সকল শক্তি ধামিত হয়েছিল। এক সময় এমন ছিল যে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধনবল-জনবল বলতে কিছুই ছিল না, সামান্য কয়েকজন সাথী নিয়ে যাত্রা। আজ সেখানে দলে দলে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের জীবন, সন্তান-সন্ততি ধন-সম্পদ সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এত সব সত্ত্বেও তিনি যখন বিদায় নেন তখন তিনি এক দীনার বা এক দিরহাম, কোন দাস-দাসী বা সে রকম কোন সম্পদ পেছনে রেখে যাননি।

হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর আগমন

সোমবার দিনটি যত বাড়তে লাগল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কষ্টও তত বৃদ্ধি পেয়ে চললো। তিনি বার বার অচেতন হতে থাকেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আসলেন। তাঁর চলার ভঙ্গিটা ছিল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই মত। তাঁকে দেখে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'স্বাগতম, আমার প্রিয় কন্যা। তিনি তাঁকে তাঁর ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। এরপর তাঁর সাথে চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। সেকথা শুনেই ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা কাঁদতে লাগলেন। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কানে চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। সেকথা শুনে ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হাসতে লাগলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায় নেয়ার পর ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, প্রথমে আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন, আমার ধারণা এই রোগেই আমার ইন্তিকাল হবে। এ কথা শোনামাত্র আপনা-আপনি আমার চোখে পানি আসে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ কথা বলেন যে, আমার পরিবারের মধ্যে তুমি প্রথমে আমার সাথে মিলবে। সাথে সাথে এই সুসংবাদ দেন যে,

মারিয়াম বিনতে ইমরানের পর আমিই জান্নাতের স্ত্রীলোকদের সর্দার হব। এ কথা শুনে আমি আনন্দে হেসে উঠি।

হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অস্থিরতা দেখে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন– "আজকের পর তোমার আব্বাজানের আর কোন যন্ত্রণা থাকবে না।"

হযরত ফাতিমাতুজ জাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর শোক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হারানোর শোকে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা যেরূপ ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে উঠেছিলেন, তার সাথে অন্য কারো অবস্থার তুলনা করা চলে না। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল নিম্নোক্ত শব্দগুলো–

হায়! আমার প্রিয় আব্বাজান, মহান প্রভুর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন।

হায়! আমার প্রিয় আব্বাজান, জান্নাতুল ফেরদাউসকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছেন।

হায়! আমার প্রিয় আব্বাজান, আমি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে আপনার ওফাতের খবর শুনাই।

হায়! আমার প্রিয় আব্বাজান, আপন প্রভুর কতই নিকটতর হয়েছেন।

যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফন সম্পন্ন হলো তখন হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সম্বোধন করে বলেন, হে আনাস, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহের উপর মাটি ফেলাটা কি তুমি খুশি মনে গ্রহণ করেছ?

হযরত আবু জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর কোন ব্যক্তিই হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে কখনো হাসতে দেখেননি। শুধু তাঁর পবিত্র মুখের কিনারাটি সামান্য পরিমাণ উন্মুক্ত হওয়া ছাড়া।

আল্লাহুম্মার রফিকুল আ'লা

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন রোগে আক্রান্ত হতেন তখন বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন। তার মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি অন্যতম। এ দু'আ পাঠ করে তিনি তাঁর পবিত্র শরীরের উপর হাত বুলিয়ে নিতেন। দু'আটি হলো–

اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافى لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দিন। রোগ নিরাময় শুধু আপনার হাতে। আপনি ছাড়া আর কোন নিরাময়কারী নেই। আপনি আমাকে এমনভাবে নিরাময় করুন যেন কোন রোগ বাকি না থাকে।"

কঠিন রোগের প্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এই দু'আ পাঠ করেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হাত তাঁর দেহ মুবারকের উপর বুলিয়ে দিতে লাগলেন। প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিম্নের দু'আটি পাঠ করেন–

رب اغفرلى والحقنى بالرفيق الاعلى

"হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর দয়া করুন এবং আমাকে মহান সঙ্গীর সাথে মিলিয়ে দিন।"

উপরোক্ত বাক্যগুলো থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, রফিকে আ'লা তথা মহান সঙ্গীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমগ্র পরিচ্ছন্ন অন্তর একেবারে আচ্ছাদিত করে নিয়েছিল।

হুজরা মুবারকে হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর আগমন ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইচ্ছা করলেন, বন্ধুকে তাঁর নিকটে নিয়ে আসবেন। তখন হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম-কে বলেন– "তুমি উত্তম সুরতে আমার প্রিয় হাবিবের খিদমতে হাজির হয়ে প্রথমে আমার সালাম দিয়ে বলবে যে, তুমি তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছো এবং তাঁর অনুমতি পেলেই তাঁর রূহ মুবারক কব্‌য করবে।"

হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম অনুমতি নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন– "আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আমি আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি। আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া যেন আপনার রূহ্ মুবারক কব্‌জ না করি।" এ কথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "তুমি বসো, আমার ভাই হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসুক।" হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম বসে রইলেন।

এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন– "আলবেদা; ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বিচ্ছেদের সময় সমাগত, প্রস্থানের সময় নিকটবর্তী, আপনার প্রভু আপনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান।" হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হে ভাই জিব্রাঈল! আজরাঈল আলাইহিস সালাম আমার রূহ্ কব্‌জ করার অনুমতি চাচ্ছে। আমি তেইশ বছর ধরে আমার উম্মতের দেখাশুনা করেছি এবং তাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করেছি। আমার পর উম্মতের জিম্মাদার কে হবেন?" এ কথা শুনে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অদৃশ্য হয়ে

গেলেন। আবার মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে বললেন– "আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়ে বলেছেন, আপনার পর তিনিই আপনার উম্মতের জিম্মাদার হবেন। কুরআন মজিদে তো আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে রাজী ও সন্তুষ্ট করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (সূরা- আদ-দোহা)! অতএব, আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী হয়ে যান।"

বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে– এ মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর সাথে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নামক একজন বিশেষ ফিরিশতা আসলেন। তিনি এক লক্ষ ফিরিশতার সরদার। তিনি তাদের সহ এসেছেন। আবার হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর অধীনস্ত প্রত্যেকটি ফিরিশতার অধীনে এক লক্ষ ফিরিশতা ছিলেন। (এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ হয়েছে অগণিত-অসংখ্য ফিরিশতা এসেছিলেন।) তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানে উপস্থিত হন। রূহ কব্জের অনুমতি পেয়ে হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম অর্পিত দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কষ্ট হচ্ছে, তখন বলেন– "আর একটু সহজভাবে রূহ কব্জ করো।" হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন– প্রাণীকুলের মধ্যে সবচেয়ে সহজে আপনার রূহ মুবারক কব্জ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। উম্মতের স্মরণে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "তাহলে আমার উম্মতের রূহ কব্জের সমস্ত কষ্ট আমাকে দিয়ে দাও।"

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মার্ রফিকুল্ আ'লা।

"হে আল্লাহ্! হে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী, আপনারই সন্নিধানে, (অর্থাৎ আপনার সাথে পুনঃমিলিত হওয়াই আমার একমাত্র বাসনা)।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– এটাই ছিল রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ কথা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের সময় অত্যন্ত সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মুবারক যখন বের হয়ে গেল তখন আমি এমন সুগন্ধ পেলাম, যা হতে উত্তম সুগন্ধ আমি আর কখনো পাইনি।– মুসনাদে আহমদ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি তাঁর বুকে হাত রেখেছিলাম। অতঃপর আমার হাত এতো সুগন্ধিময় হয়েছিল যে, এরপর আমি খানাপিনা করেছি, অযু করেছি, তারপরও আমার হাত হতে মিশ্ক-আম্বরের ঘ্রাণ মিশে যায়নি।– মুসনাদে আহমদ

বন্ধুর সাথে বন্ধুর মিলন ঃ

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে তখন সময়টি ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্বে চাশ্‌ত এর নামাযের সময়। দিনটি ছিল সোমবার। মাস ছিল রবিউল আউয়াল। তারিখ ছিল প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ বর্ণনাকারীদের মতে ১২ই রবিউল আউয়াল। এ সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স হয়েছিল চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৬৩ বছর ০৪ দিন।– আল-বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া

আল্লামা তাকিউদ্দিন সুবুকী (রঃ) বলেন– "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফনের পর আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রূহ মুবারক দেহ মুবারকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। তাই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত 'হায়াতুন্নবী'। কাজেই তাঁর মৃত্যুদিবস পালন করা অবৈধ।"– শিফাউস সিকাম

নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন– 'হায়াতুন্নবী-জিন্দানবী'। তাঁর রূহ মুবারক কব্‌যের বিষয়টি ছিল ক্ষণিকের। গভীরভাবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যাবে যে, ৪ঃ৬৯ নং আয়াত শরীফে মর্যাদার স্তরে নবীগণ আলাইহিস সালাম হচ্ছেন প্রথম, সিদ্দিকগণ হলেন দ্বিতীয় ও শহীদগণ হলেন তৃতীয়। শহীদগণের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হন তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, হ্যাঁ, যদিও তোমরা তা বুঝনা।"– কুরআন (২ঃ১৫৪)।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন, জীবিকা পেয়ে থাকেন।" – কুরআন (৩ঃ১৬৯)

শহীদগণ শাহাদাতের পর জীবন লাভ করেন। তাঁদের জীবিত থাকার বিষয়টি প্রশ্নাতীত ব্যাপার। আম্বিয়া আলাইহিস সালামও জীবন লাভ করে থাকেন, এটা খুবই স্পষ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হায়াতুন্নবী-জিন্দানবী প্রসঙ্গে ২ঃ১৪৩, ৩ঃ১০১, ৪ঃ৪১, ৪ঃ৬৪, ৮ঃ৩৩, ৯ঃ১০৫, ১৬ঃ৮৯, ২১ঃ১০৭, ৩৩ঃ৬, ৩৩ঃ৪৫-৪৬, ৩৩ঃ৫২, ৭৩ঃ১৫, ৮৯ঃ৬, ১০৫ঃ১, আয়াতসমূহ দেখার অনুরোধ থাকলো।

সৃষ্টি জগতের জন্য রহমাতুল্লিল আলামিন এর বিদায়ের দিন ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল সবচেয়ে অন্ধকার ও ভয়াবহতম দিন, সবচেয়ে বিষাদময় পরীক্ষার দিন আর গোটা মানবতার জন্য দিনটি ছিল বিরাট এক দুর্ঘটনা, যেভাবে তাঁর শুভাগমন দিনটি ছিল মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল ও বরকতময় দিন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন– যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করেছিলেন সেদিন মদীনা শরীফের প্রতিটি বস্তু তাঁর শুভাগমনে ধন্য, পূত-পবিত্র ও আলোকপ্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আর যেদিন তিনি বিদায় নিলেন সেদিন সবকিছুই যেন আঁধারে ঢাকা পড়লো।

হযরত উম্মে আয়মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাও কাঁদছিলেন। লোকে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন– আমি জানতাম আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, ওহীর ধারাবাহিকতা একই সাথে আমাদের থেকে চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেল।– আস-সীরাতুন্নাবাবিয়্যা, ইবনে কাছির

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পোশাকে ছিলেন ঃ

হযরত নবী করীম রউফুর রহীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায়ের সময় তাঁর পরিধানে ছিল ইয়ামানী মোটা পা'জামা ও চাদর। হযরত আবু বুরদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, "আমি একবার হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে একটি পা'জামা ও একটি চাদর বের করে বললেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।"– আল-বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া

ছড়িয়ে পড়ে শোক সংবাদ ঃ

প্রাণের নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের সংবাদ সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর নিকট খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কারণ তাঁর সাথে সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) গণের যে প্রেম-ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তার তুলনা নেই। সন্তান যেভাবে মাতা-পিতার স্নেহাঞ্চলের নিচে অবস্থান করে তার চেয়েও বেশি সম্পর্ক ছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর মধ্যে। তাঁরা সকলেই মনে করতেন, তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্নেহ-সদয় দৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের সংবাদে সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এমনভাবে দিশেহারা হলেন যে, কোন কোন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ওফাতই অস্বীকার করে ফেললেন, এদের মধ্যে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কথাই প্রথম কাতারে।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মানসিক অবস্থার বর্ণনায় আল্লামা কাসতাল্লানী (রঃ) লিখেছেন– হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এমন হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন যে, তিনি কোষমুক্ত তরবারি হাতে বের করে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, যে বলবে আল্লাহ্র রসূল ইন্তিকাল করেছেন, আমি তার মস্তক দ্বিখন্ডিত করে ফেলব।– আসাহ্হুস-সিয়ার

তিনি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গৃহে প্রবেশ করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক দেখে বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী ভীষণ অচৈতন্যের মধ্যে ডুবে আছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত হয় তখন লোকেরা কাঁদতে থাকে। এমনি মুহূর্তে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি কারো একথা শুনতে রাজী নই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, বরং তাঁকে সাময়িকভাবে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে ডেকে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি তখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে চল্লিশ দিন অদৃশ্য ছিলেন।– তাবাকাত

সৌভাগ্যবতী হযরত আয়েশ সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– "আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "নবীগণ যখন অন্তিম পীড়ায় পীড়িত হয়েছেন, তখন তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তিম পীড়ার সময় তাঁর কণ্ঠনালীর মধ্য হতে আওয়াজ নির্গত হচ্ছিল। আমি শুনতে পেলাম তিনি ঐ অবস্থাতেই বলছেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

"কেউ আল্লাহ্ ও রসূলকে মেনে চললে সে আল্লাহ্‌র নিয়ামত প্রাপ্ত নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহীনদের সাথী হবেন। তারা কত উত্তম সাথী।"– কুরআন (৪ঃ৬৯)

তখন আমি বুঝতে পারলাম, তাঁকেও দুনিয়া এবং আখিরাত এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটি বাছাই করে নেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং তিনি আখিরাতকেই বেছে নিয়েছেন।"

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা আরও বলেন, "আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার অন্যতম নিয়ামত হলো, আমারই ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার কোলের উপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় নিয়েছেন এবং এ সময়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থুথুর সাথে আমার থুথু মিশানোর সুযোগ দিয়েছেন। আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সে সময় আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর হাতে পীসু বৃক্ষের একটি মিসওয়াক ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বক্ষ সংলগ্ন হয়ে ঠেশ দিয়ে বসেছিলেন। দেখলাম, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি

বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মিসওয়াকটি কি আপনার জন্য প্রস্তুত করে দিব? তিনি মাথা মুবারক নেড়ে ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমি মিসওয়াকটি নিয়ে প্রস্তুত করে তাঁকে দিলাম। এতে শক্ত বোধ হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, ওটা কি নরম করে দিব? তিনি ইশারায় সম্মতি জানালেন। আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বারা দাঁত মাজন করলেন। সম্মুখেই একটি পাত্রে পানি রক্ষিত ছিল। তিনি দু'হাত সেই পানিতে ডুবিয়ে স্বীয় পবিত্র বদন মুখমণ্ডল মাসেহ করতে লাগলেন। তারপর বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিত সত্য।

তাঁকে আমার কোল থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়, এ অবস্থাতেও আমি তাঁকে ছাড়িনি। শেষ পর্যন্ত আমার কোল থেকে উঠিয়ে নিয়ে গোসল করানো হয়। এরপর আমি একটি বালিশ নিয়ে মাথার নিচে দেই, চাদর দিয়ে ঢেকে দেই এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সাথে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করতে থাকি।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ক্রন্দনাবস্থা ঃ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যান্য সহধর্মিণীদের যে করুণ অবস্থা সেদিন দাঁড়িয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। সেদিন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মুখ ছিল শুধু নবুয়্যতের বৈশিষ্ট্যাদি বর্ণনায় উৎসর্গীকৃত।

"হায়! এ নবী যিনি ঐশ্বর্যের উপর দারিদ্র্যকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যিনি ধন-দৌলত উপেক্ষা করে কৃচ্ছ্রতার জীবন বেছে নিয়েছিলেন;

হায়! ঐ দ্বীনদরদী রসূল, যিনি তাঁর গুনাহ্গার উম্মতের চিন্তায় পূর্ণ একটি রাতও স্বস্তিতে ঘুমাননি;

হায়! ঐ মহান চরিত্রের অধিকারী, যিনি অনবরত তাঁর নফসের সাথে সংগ্রামরত ছিলেন;

হায়! ঐ বিশ্ব জগতের রহমত, যার বদান্যতার দরজা গরীব ও নিঃস্বদের জন্য সর্বদা খোলা থাকতো, যাঁর করুণাময় অন্তর এবং পবিত্র হৃদয় শত্রুদের জুলুম-নির্যাতন কখনো ধূলি ধূসরিত হয়নি;

হায়! ঐ নবী, যাঁর মোতি সদৃশ দাঁত মুবারক ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছিলেন। যাঁর নূরানী ললাট আহত করা হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর করুণা ও মার্জনা গুণটি হাতছাড়া করেননি।"

প্রাণের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ভালোবাসা ছিল নজিরবিহীন। পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এমনকি নিজ প্রাণের চেয়েও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁরা বেশী ভালোবাসতেন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ললাট মুবারকে চুম্বন করেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি নিয়ে সোমবার হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর স্ত্রী হযরত হাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছিল। এ অবস্থায় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় নেন। বিশিষ্ট সাহাবীদের নির্দেশে হযরত সালিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট গমন করেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট পৌঁছে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে হযরত সালিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– 'হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তো বলেছেন যে বলবে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, তাকে আমি হত্যা করবো'।–আসাহ্হুস সিয়ার

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সংবাদ পেয়েই মসজিদে নববী শরীফে আসেন। এ সময় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লোকজনের সাথে বিভিন্ন কথা বলছেন। তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখাবরণ সরিয়ে বলেন– **হায় বন্ধু! তারপর ললাট মুবারকে চুম্বন করতঃ** বললেন– 'আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হোক! মৃত্যুর স্বাদ যা আল্লাহ্ আপনার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন তা আপনি আস্বাদন করেছেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন– আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন, আপনার জীবন ছিলো কত পবিত্র এবং মৃত্যুও কত পবিত্র! অতঃপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যথিত হৃদয়ে হুজরা শরীফ হতে বের হয়ে আসলেন। তাঁর শিরায় শিরায় শোকাগ্নি জ্বলছিল। তাঁর গণ্ডদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত। তথাপি তিনি স্থির ও গম্ভীর। সময়ের দাবিও এই যে, উম্মতের এই নাজুক মুহূর্তে এমন একজন প্রজ্ঞাবান ও ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব চাই, যিনি তাঁর সর্বোচ্চ দৃঢ়তা, পর্বতসম মনোবল এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা উম্মাতকে তাদের করণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে সর্বাধিক পদস্খলন হতে বাঁচিয়ে রাখবেন। নববী সুহবত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে এ সমস্ত বিরল গুণে পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছিলো।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মসজিদে নববীতে সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সমাবেশে হাজির হলেন। সেখানে হযরত ওমর

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারি হাতে দাড়িয়ে আছেন। তিনি তাকে বললেন– 'ওমর! তুমি বস।" এরপর তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) একটি সুদীর্ঘ ভাষণ দেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সর্বপ্রথম হামদ্ ও সানা পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমরা অবহিত হও, এতদিন যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করছিল, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র মৃত্যু নেই, তিনি অবিনশ্বর। আর যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করছিল সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন।" এরপর তিনি পবিত্র কালামেপাকের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো একজন রসূল। তাঁর পূর্বে আরো রসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করবে না এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দেবেন।"– কুরআন (৩ঃ১৪৪)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন এ আয়াতগুলো পাঠ করছিলেন, তখন তাঁর প্রশান্তি ভরা গম্ভীর বাক্যগুলোর সুর-মূর্ছনা যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষের ঝড় থামিয়ে দিতে লাগলো। পরম বিষাদের মধ্যেও শ্রোতাগণ যেন গভীর এক প্রশান্তির সন্ধান পেলেন। তাদের সকল সংশয়ের নিরসন হলো, সকল সন্দেহের পরিসমাপ্তি ঘটলো। স্বয়ং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর নিজ সম্বন্ধে বললেন, 'হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন এই আয়াতগুলো পাঠ করলেন, তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমার পদযুগল ভারি মনে হতে লাগলো। আমি হতবিহ্বল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।– বুখারী শরীফ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায় ঘটনা সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) জন্য ছিল সবচেয়ে দুঃখবহ ও বিষাদময় ঘটনা। এ শোক সহ্য করা তাদের জন্য কঠিন ছিল। এ আঘাতে ব্যথিত হয়ে কেউ কেউ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। একদিন হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতি স্মরণ করে, শোকে সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে নিরবে বসে আছেন। একজন সাহাবী এ পথ ধরে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলেন। শোকাভিভূত হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সালাম গ্রহণ না করায় বিষয়টি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলেন। তিনি হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করায় বলেন– মহান আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কিছুই বলতে পারছি না।

আল্লামা কাসতাল্লানী (রঃ) লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের দিন হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শোকে এমন দিশেহারা ও অস্থির হলেন যে, তিনি একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন, তিনি অস্থির হয়ে একবার তাঁর হুজরায় আসতেন আবার বের হয়ে চলে যেতেন, কিছুই বলতে পারতেন না।– আসাহ্হুস্ সিয়ার

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও অসাড় হয়ে বসে রইলেন। তাঁর নড়াচড়ার শক্তিটুকুও থাকলো না। শৈশব হতে জীবনের এই দীর্ঘকাল যাঁর সাথে কাটল, সেই প্রাণ প্রতীমের বিরহ তিনি কীভাবে সহ্য করবেন?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর **ইন্তিকালের সংবাদ শুনে শোকের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন**।– আসাহ্হুস সিয়ার

হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখন মৃত্যু শয্যায়। তাঁর স্ত্রী কাঁদছেন, তিনি স্ত্রীকে সান্তনা দিয়ে বললেন, 'কেন কাঁদছো? **কি আনন্দের কথা! আগামীকাল প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করবো**।'– সাহাবা চরিত

খলিফা নির্বাচন

খলিফা পরিচিতি ঃ

হযরত রসূলে আকরাম নূরে মুযাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি হিসেবে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয় মুসলমানদেরকে নেতৃত্বদান ও সঠিক পথে পরিচালনা করাকে খিলাফত বলে। দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি হলেন 'খলিফা'। **ইসলামী সমাজে খলিফা নির্বাচন করা হলো ওয়াজিব**।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায় শোকে সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) একটু প্রশমিত হলে তাদের সর্বপ্রথম কাজই হলো খলিফা নির্বাচন। এ কাজে তড়িৎ পদক্ষেপের কারণ হলো শয়তান যাতে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, আভ্যন্তরীণ কোন্দল, অনৈক্য ও সন্দেহ-অনাস্থা সৃষ্টি করতে না পারে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফন-কাফন তথা সবকিছুই খলিফাতুল মুসলিমীনের নেতৃত্বে হয়।

খলিফা নির্বাচনে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণকে আমরা ৩টি মর্যাদার স্তরে দেখতে পাই। আহলে বায়াত, মুহাজিরীন ও আনসার।

আহলে বায়াত ঃ

আহলে বায়াত ও তাদের ঘনিষ্ঠজন হযরত ফাতিমাতুজ্ জোহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে সমবেত হলেন। এদের মধ্যে হলেন– হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত জুবায়র ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

মুহাজির ঃ

মুহাজির সাহাবীগণ সমবেত হলেন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর চারপার্শ্বে।

আনসার ঃ

আনসার সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁদের সাইয়্যেদ হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গোত্র বনু সাঈদার চত্বরে সমবেত হন। সাধারণ জনতা ও অধিকাংশ মুহাজিরগণের ভাবনা ছিল বনু হাশিমদের নিকট এ দায়িত্ব অর্পিত হবে। আনসারগণ হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরের সম্মুখে সামিয়ানা টানিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। তারা মনে করছিলেন আহলে বায়াত হতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলিফা হবেন আর আনসার সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ধারণা করছিলেন যে, তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সহযোগিতা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, জান-মাল দিয়ে যুদ্ধ করেছেন, তাদের কোন একজনকে খলিফা বানাবেন। সাধারণ সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ধারণা ছিল, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এ কারণে খিলাফতের কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি মতামত ও প্রস্তাবনা পেশ করার অনুরোধ করেন।

আহলে বায়াত ও মুহাজিরগণ আনসারদের এ পরামর্শ সভার কথা জানতেন না। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সংবাদ দিলেন। আনসারগণ হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছেন। আবার কারো কারো প্রস্তাব মুহাজিরদের থেকে একজন ও আনসারদের থেকে একজন খলিফা মনোনীত হোক। সংবাদ বাহক বলেন, আপনাদের উচিত আনসারদের সিদ্ধান্তের আগেই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এ সংবাদে উভয়ই খুবই চিন্তিত হলেন, কারণ খিলাফত নিয়ে উম্মতের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি না হয়। কালবিলম্ব না করে তাঁরা সঙ্গে আরও কয়েকজন মুহাজিরসহ সাকীফায়ে বনু সা'ইদায় পৌঁছলেন। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের যৌথ পরামর্শ সভা শুরু হলো। আনসারদের পক্ষে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, 'আনসারদের মধ্য হতে একজন খলিফা মনোনীত করা হোক'। যুক্তি পেশ করেন–

১। মদীনা শরীফে অবস্থানকারী মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন আনসারগণ, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে তাঁরাই সর্বাপেক্ষা রণনিপুণ সামরিক শক্তি সম্পন্ন।

২। আনসারগণ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নিজ ভূখণ্ডে নিগৃহীত অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন বিধায় আজ ইসলাম সারা আরবময় বিজয়ী হয়েছে। কাজেই ইসলামের বিজয়ের ক্ষেত্রে আনসারদের অবদান অনেক বেশি।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এরপর সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন, হামদ ও সানার পর বললেন– হে আনসারগণ তোমাদের বৈশিষ্ট্য আমরা স্বীকার করি। তবে আরবগণ কুরাঈশ ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব মেনে নেবে না। আমার প্রস্তাব খলিফা কুরাইশদের থেকে এবং মন্ত্রী হবে আনসারদের থেকে। হে আনসারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। ইসলামে ফিতনা সৃষ্টিতে প্রথম কারণ তোমরা হবে না। আমি কুরাঈশদের থেকে দু'জনকে প্রস্তাব করছি, **একজন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অপরজন আবু উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।**

এরপর হযরত হাব্বাব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রস্তাব দিলেন, আমরা আনসার ও মুহাজির থেকে দু'জন আমীর নির্বাচন করি। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الأئمة من قريش

"আমীর কুরায়শদের মধ্য হতে হবে।"– সীরাতুল মুস্তফা

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর এ উক্তি শুনে প্রখ্যাত আনসার সাহাবী হযরত জায়দ ইবনে ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উঠে বললেন– হে আনসারগণ! তোমরা কি অবগত আছো যে, **রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুহাজির** এবং আমরা তাঁরই আনসার ছিলাম। **এখনও আমরা তাঁর খলিফার আনসার হবো**।– সাইয়্যেদুল মুরসালীন

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরও বললেন– হে আনসারগণ! আপনারা অবশ্যই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণী শুনেছেন–

ان هذا الامر فى قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على أمره

"এই খিলাফত ও ইসলামী নেতৃত্ব কুরাঈশদের মধ্যে বহাল থাকবে, যতকাল তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে এবং এর উপর অটল অবিচল থাকবে।"

অতএব, তোমরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করো না। এতে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আসবে, তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় হীনবল হয়ে পড়বে।

দীর্ঘ পরামর্শের পর স্থির হলো খলিফা কুরাঈশদের থেকে হবে। তবে নুবয়তের প্রতিনিধিত্বকারী এ মহান ব্যক্তি কে হবেন? হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হে আমার আনসার ও মুহাজির ভাইগণ! আপনারা অবশ্যই দেখেছেন যে,

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ইমামতি করার জন্য হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মনোনীত করেছিলেন। উপরন্তু তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীতে তিনি আমাদের সকলের অগ্রে। তিনি আরও বললেন– দেখুন, এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মধ্যে রয়েছে, যা অপর কারও মধ্যে নেই।

১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মহান আল্লাহ্ তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছানী দ্বিতীয়জন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২। তাঁকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাহিব' (সাথী) বন্ধু, বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

৩। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আপন ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের ঘোষণা দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের ব্যাপারে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রস্তাবে আপত্তি তুলে বলেন– না, বরং আমি ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আবু উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মনোনীত করছি। হে উপস্থিত সকল! তোমরা এ দু'জনের মধ্যে যাকে খুশি তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে বললেন, এটা হতেই পারে না। আপনিই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, আপনাকেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতি দান করে গিয়েছেন। আপনি জীবিত থাকতে কারও খলিফা হওয়া সমীচীন হবে না।

এ কথা বলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি প্রথম বায়াত গ্রহণ করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত বাশীর আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রথম বায়াত হন। অতঃপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবু উবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বায়াত গ্রহণ করেন। এরপর উপস্থিত আনসার ও মুহাজির সবাই বায়াত গ্রহণ করেন। এটা ছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের দিন সন্ধ্যা বেলার ঘটনা। ইতিহাসে এটাকে 'বায়াতে খাস' বলা হয়। পরদিন মঙ্গলবার মসজিদে নববী শরীফে সর্বসাধারণের ব্যাপকভাবে 'বায়াতে আম' অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবুয়তের প্রতিনিধিত্বকারী প্রথম খলিফার মহামর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায়ের পরের অনুষ্ঠান

সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় নিজ ইন্তিকাল পরবর্তীকালের সমস্ত অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণিত হাদীস শরীফটি যা ইমাম বায়হাকী (রঃ) কর্তৃক সংগৃহীত, আল-বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন– যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়লেন, তখন আমরা কতিপয় ঘনিষ্ট সাহাবী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে একত্রিত হলাম। আমাদেরকে দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'চোখ মুবারকে পানি ভরে উঠলো। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন– **"বিদায়কাল অতি নিকটবর্তী। তোমাদের আগমন শুভ হোক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তমভাবে জীবিত রাখুন। আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন। তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে উপকৃত করুন। তোমাদেরকে উত্তম কাজের তওফিক দিন। দ্বীনের সাথে তোমাদেরকে দৃঢ় রাখুন। তোমাদেরকে তিনি হিফাযত করুন। তোমাদেরকে সাহায্য করুন। তোমাদেরকে কবুল করুন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি ভয়-ভীতির জন্য ওসিয়ত করে যাচ্ছি। আমার ইন্তিকালের পর তোমাদের জন্য আল্লাহ-কে হিফাযতকারী রেখে গেলাম। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহ্র বান্দার ব্যাপারে এবং আল্লাহ্র রাজত্বে আল্লাহ্র নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না।"**

তারপর তিনি পরকালের শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কিত দুটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা আরজ করলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার ইন্তিকাল কখন হবে? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী। উত্তম বিছানা, পরিপূর্ণ পানপাত্র, সিদরাতুল মুনতাহা এবং আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে আসছে।

আমরা পুনরায় আরজ করলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে গোসল দেবে কে? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'আমার আহলে বায়া'আতের পুরুষগণ; অতি নিকটজন, তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যরা। সাথে থাকবে অনেক ফিরিশতা। তারা তোমাদেরকে দেখেন, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখ না।

আমরা আরজ করলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ ধরনের কাপড় দিয়ে আপনার কাফন পরানো হবে? তিনি বললেন– আমার পরিধানের জামা দ্বারা এবং ইয়ামেন দেশীয় কাপড় দ্বারা অথবা মিশরীয় সাদা কাপড় দ্বারা।

আমরা আরজ করলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে আপনার উপর সালাত আদায় করবে? এ কথা শুনে তিনি কাঁদলেন। আমরাও কাঁদলাম। অতঃপর তিনি বললেন– এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দান করুন। শুন! যখন তোমরা আমাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি লাগাবে এবং কাফন পরাবে, তখন তোমরা আমাকে আমার রওজার কিনারে রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, এ সময়ে আমার দুই বন্ধু জিব্রাইল ও মিকাঈল, এরপর ইসরাফীল, তারপর মালাকুল মউত সহ অন্যান্য ফিরিশতাগণকে সাথে নিয়ে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। এরপর প্রথমে আমার আহলে বায়াত বা পরিবারবর্গের পুরুষেরা আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। এরপর আমার পরিবারের মহিলাগণ দরূদ পাঠ করবে। এরপর তোমরা ভাগে ভাগে আমার ঘরে প্রবেশ করে দরূদ পাঠ করবে অথবা একা একা এসে দরূদ পাঠ করবে। রোনাজারীকারিনী কোন মহিলা দ্বারা আমাকে কষ্ট দিও না। আমার যেসব সাহাবী উপস্থিত হতে পারবে না, তাদের কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিও। **আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি– যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবে, যারা আমার দ্বীনের বিষয়ে আমার অনুসরণ করবে, আমি তাদের সকলকে সালাম দিয়ে গেলাম।**

আমরা পুনরায় আরজ করলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে আপনাকে রওজা মুবারকে নামাবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'আমার পরিবারস্থ পুরুষ লোকজন, নিকটতম ব্যক্তি, তারপর ক্রমানুসারে অন্যরা। সাথে অনেক ফিরিশতা প্রবেশ করবে, যারা তোমাদেরকে দেখছেন, কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছ না।– বায়হাকী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসল মুবারক ঃ

প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দ্বিপ্রহরে বিদায় নেন। মঙ্গলবার পূর্বাহ্নে তাঁকে গোসল দেয়া হয় এবং সূর্যাস্তের কিছু সময় পর দাফন কাজ সমাপ্ত হয়– আসাহ্হুস সিয়ার

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসলের কাজে যারা দায়িত্ব পালন ও অংশগ্রহণ করে সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তারা হলেন– আহলে বায়াত ও ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাহাবী। এদের মধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গোসল দানের মূল কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দেহ মুবারক উঠিয়ে বুকের সাথে লাগিয়ে রাখেন। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন তার সহযোগিতায়। গোসলের স্থানে পর্দা রক্ষা করেছেন হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত

ফাদল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা। হযরত আওস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পানি সরবরাহ করেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেহ মুবারকে পানি ঢেলে দেন, এ কাজে আরো সহযোগিতা করেন হযরত শাকরান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। পার্শ্ব পরিবর্তনে সহযোগিতায় ছিলেন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ফাদল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত কুমাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এদের মধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া সকলেই চোখে পট্টি বেঁধে ছিলেন, যাতে দেহ মুবারকের কোন অংশ অনাবৃত হলে কারো নজরে না পড়ে।– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

হযরত আওস ইবনে খাওলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– 'হে আলী! আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আমাদের অধিকারের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে আসতে দিন।' তিনি ছিলেন বদরের অন্যতম সৈনিক, একজন বিশিষ্ট সাহাবী, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে সঙ্গী করলেন।

গায়েবী আওয়াজ ঃ

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আহলে বায়াত ও সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গোসল দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন, তখন তাঁরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন যে, দেহ মুবারক অনাবৃত করে তাঁর গোসল দিতে হবে, না দেহের কাপড় স্বঅবস্থায় রেখেই গোসল দিতে হবে। এমন সময় উপস্থিত সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন এবং এক গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর পরিধেয়সহই গোসল দাও। তাই কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই তাঁকে গোসল দেয়া হলো এবং কাফন পরিধান-করার সময় তা দেহ মুবারক হতে অপসারণ করা হলো।– সীরাতুল মুসতাফা

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবা পল্লীর গার্স কূপের সাত মশক পানি দ্বারা তাকে গোসল দেয়ার জন্য ওসিয়ত করেছেন। গোসলদানকালে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের উপর **তিনবার পানি ঢালা হয়। প্রথম নির্মল, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ পানি, দ্বিতীয়বার বরই পাতা দেয়া পানি, তৃতীয়বার তথা সর্বশেষ কর্পূর মিশ্রিত পানি ঢেলে তাঁকে গোসল দেয়া হয়।**– আসাহ্হুস-সিয়ার

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফন মুবারক ঃ

প্রিয় নবী সাইয়্যেদুল মুরসালিন খাতামুন্ নাবিয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসলদান শেষ হলে তাঁর সিজদার অঙ্গ মুবারক সমূহ এবং গ্রন্থি মুবারক সমূহ কর্পূর দ্বারা খোশবুদার করা হয় এবং 'হানূত' (খোশবুদার কাষ্ঠ) জ্বালিয়ে তাঁর কাফনের কাপড় ধুনি করা হয়। এরপর খাটিয়ায় কাফন

বিছিয়ে তাঁর দেহ মুবারক আচ্ছাদিত করা হয়। কাফন আচ্ছাদন শেষে দেহ মুবারক তাঁর হুজরা শরীফেই রাখা হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে কাফনের কাপড়ের নমুনা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে দেখা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন ধরনের কাপড়ের মধ্যে যে কোন কাপড় দিয়ে কাফন দেয়ার কথা পূর্বেই বলে গেছেন। কাফনের কাপড় হবে আমার পরিধানের কাপড় বা ইয়েমেনে তৈরি অথবা মিশরীয় সাদা কাপড়। সে মতে দু'খানা সাদা কাপড় এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজ গায়ের জামা মুবারক দিয়ে কাফন পরিধান করানো হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের সময় গায়ের জামা মুবারক এবং ইয়েমেন দেশীয় দুটি কাপড় (এক জোড়া) দিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কাফন পরিধান করানো হয়। পাগড়ী পরিধান করানো হয়নি। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমি নিজ হাতে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুটি সাদা কাপড় ও একটি চাদর দ্বারা কাফন পরিধান করিয়েছি। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বর্ণনা মোতাবেক তিনটি সাদা 'সাহুলী' কাপড় দ্বারা কাফন পরিধান করানো হয়। হযরত ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনা মতে দুটি সাদা সাহুলী কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। **মোট কথা নিজ জামাসহ তিনটি কাপড়েরই উল্লেখ পাওয়া যায়।**

পবিত্র গোসলদানে আহলে বায়াতগণকে বলার হিকমত ঃ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আহলে বায়াত ও ঘনিষ্ঠ নিকট আত্মীয়রা আমাকে গোসল দিবে এবং তারাই আমাকে কবরে নামাবে। উপরোক্ত নির্দেশের মধ্যে বিশেষ হিকমত নিহিত ছিলো। তা স্পষ্ট যে, যদি এমন না বলতেন তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তিই অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হতেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসলদান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে যে বরকত ও কল্যাণ, এ থেকে কে বঞ্চিত হতে চায়? সকলেই আন্তরিকভাবে কামনা করতেন।

প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসল, কাফন ও দাফনে বিলম্বের কারণ ঃ

১। শোকের প্রচণ্ড চাপে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর বিশেষতঃ হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সীমাহীন শোকাভিভূত ও আত্মবিস্মৃত হওয়া। অতঃপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

২। মুসলমানদের জন্য নবুয়্যত ও রিসালাতের প্রতিনিধিত্বকারী একজন 'খলিফাতুর্ রাসূল ও খলিফাতুল্ মুসলিমীন' নির্বাচিত করা, যাতে তাঁর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে উম্মাতের এ নাজুক মুহূর্তে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফনসহ যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হয়। খলিফা নির্বাচিতকরণের কাজটি সম্পাদনে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়।

৩। দাফনের জায়গা নির্ধারণ, অতঃপর রওজা মুবারক খনন, এতেও অনেক সময় লেগে যায়।

৪। হুজরা মুবারক সংকীর্ণ হওয়ায় একসঙ্গে ১০ জনের বেশি লোক প্রবেশ করতে পারেননি। তাই ক্রমান্বয়ে ১০জন করে দরূদ-সালাম পাঠ করেন। এতেও অনেক সময় লেগে যায়। এ সকল কারণে মঙ্গলবার সূর্যাস্তের কিছু সময় পর দাফন কার্য সমাপ্ত হয়।

রওজা মুবারক

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– নবীকে সেখানেই দাফন করা হয় যেখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রূহ কবয করেছেন। অতএব, সে অনুযায়ী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরের যে অংশে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত হয়েছে, বিছানা সরিয়ে নিয়ে সেখানেই তাঁর দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

মদীনা মুনাওয়ারায় কবর মুবারক খননে সর্বাধিক পারদর্শী ছিলেন দু'ব্যক্তি। তাঁদের একজন ছিলেন আবু উবায়দা ইবনে আল-জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং অপরজন আবু তালহা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আবু উবায়দা ইবনে আল-জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মক্কাবাসীদের রীতি অনুযায়ী সিন্দুকী কবর খুড়তেন। আর আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনাবাসীদের রীতি অনুযায়ী লাহদী (বগলী) কবর খুঁড়তেন। তাঁদের উভয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় এবং এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যিনি আগে এসে পৌঁছবেন তাঁকেই কবর খননের কাজে লাগানো হবে। ঘটনাচক্রে আবু তালহা প্রথমে এসে পৌঁছেন এবং লাহদী কবর খনন করেন। যেহেতু জমিনে কিছুটা আর্দ্রতা অনুভূত হচ্ছিলো, তাই **শাকরান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা বা ঐ চাদর, যা তিনি গায়ে দিতেন, রওজাপাকের মধ্যে বিছিয়ে দেন।**

হুজরার অভ্যন্তরে দাফন করার ফলে একটি বিশেষ উপকার এই হয় যে, সেখানে ঢুকে আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে কারো পক্ষে ইসলামের রীতি-বহির্ভূত কোন কাজ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। কেননা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের ৪৬ বছর ৫ মাস ১৭ দিন পর হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ওফাত হয় (১৭ রমযান, হিজরী ৫৭ সন মুতাবেক ২৩ জুলাই, ৬৭৭ খ্রি.)। এ সম্পূর্ণ

সময়কালের মধ্যে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অনুমতি না নিয়ে কোন ব্যক্তি ভিতরে আসতে পারতেন না, বাইরে দাঁড়িয়েই দু'আ করে চলে যেতেন।

রওজা মুবারকে অবতরণ ঃ

রওজা মুবারকের মধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা, হযরত উসামা ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত আওস বিন খাওলা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবতরন করেন।

সবার পরে যিনি রওজা মুবারক ত্যাগ করেছিলেন ঃ

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শেষ মুহূর্তে আপন আংটিটি জ্ঞাতসারেই রওজা শরীফের মধ্যে ফেলে দেন। সাথে সাথে তাও বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা মুবারকের দিকে কিছুটা ত্রুটি রয়ে গেছে, এটাকে শুধরে দেয়া প্রয়োজন। অতএব, হযরত মুগারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেই বলা হলো, তুমি তোমার আংটিটি বের করে নিয়ে আস এবং এ ত্রুটিও শুধরে দাও। রওজা মুবারকে নেমে ঐ কাজ সেরে হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এবার মাটি ঢালা শুরু করো। যখন মাটি হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পায়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন তিনি বেরিয়ে আসেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বলতেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছি এবং সকলের পরে তাঁর থেকে পৃথক হয়েছি।– তাবাকাতে ইবনে সা'দ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– গোসল শেষে কাফন পরানোর পর আমার দেহ মুবারক রওজা মুবারকের কিনারায় রেখে দিবে এবং কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে যাবে। কেননা আমার জানাযার সালাত অন্যান্য ফিরিশতাদের সাথে সর্বপ্রথম আদায় করবেন, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম, হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম এবং হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম। এরপর তোমরা এক এক করে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং আমার উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করবে। প্রথমে আমার জানাযা আদায় করবে আমার নিকট আত্মীয় পুরুষরা, এরপর স্ত্রী লোকেরা। তারপর অন্য লোকেরা।– তাবাকাতে ইবনে সা'দ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দরূদ-সালাম ঃ

আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আমল হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শিখে রেখেছেন। ওয়াকেদী তা এভাবে বর্ণনা করেছেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কাফন পরিধানের পর খাঁটের

উপর রেখে ঐ খাঁট (হুজরা শরীফের ভিতরে) রওজা মুবারকের পার্শ্বে রাখা হলো। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হুজরা শরীফের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কয়েকজন মুহাজির ও আনসারকে সাথে নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁরা দু'জনে প্রথম এভাবে সালাম আরজ করলেন– **'আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্ নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'**। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতো মুহাজির ও আনসারগণও সালাম আরজ করলেন। তারপর সকলে সারিবদ্ধভাবে খাঁটের চারপাশে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে কেউ ইমাম ছিলেন না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাঁটের চারপাশে দাঁড়ানো কাতারগুলোর মধ্যে প্রথম কাতারে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাঁড়িয়ে নিম্নরূপে মুনাজাত করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَشْهَدُ اَنَّهٗ قَدْ بَلَّغَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَنَصَحَ لِاُمَّتِهٖ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى اَعَزَّ اللّٰهُ دِيْنَهٗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُهٗ وَاٰمَنَّا بِهٖ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ فَاجْعَلْنَا اِلٰهَنَا مِمَّنْ يَّتَّبِعُ الْقَوْلَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهٗ وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ حَتّٰى تَعْرِفَنَا بِنَا وَتَعْرِفَنَا بِهٖ فَاِنَّهٗ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفًا رَّحِيْمًا لَانَبْتَغِيْ بِالْاِيْمَانِ بِهٖ بَدِيْلًا وَنَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا اَمَدًا فَيَقُوْلُ النَّاسُ : اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ وَيَخْرُجُوْنَ وَيَدْخُلُ اٰخَرُوْنَ حَتّٰى صَلَّى الرِّجَالُ ثُمَّ النِّسَاءُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ -

"হে আল্লাহ্! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি তা পরিপূর্ণভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। উম্মতকে তিনি উপদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তিনি জিহাদ পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর কালিমা পূর্ণতা লাভ করেছে। লা-শারীক আল্লাহ্‌র উপর লোকেরা ঈমান আনয়ন করেছেন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে তাঁর উপর অবতীর্ণ যাবতীয় বাণীর অনুসরণকারী বানিয়ে দিন। আপনি আমাদের ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিন। আপনি আমাদের (কার্যকলাপের) দ্বারা যেন তাঁর পরিপূর্ণ প্রকাশ্য পরিচয় পান এবং তাঁর মাধ্যমেও আমাদের প্রকাশ্য পরিচয় পান। কেননা, তিনি মু'মিনদের প্রতি রউফ (স্নেহ পরায়ণ) এবং রাহীম (দয়ালু)। তাঁর প্রতি **ঈমান আনার বিনিময়ে আমরা কিছুই প্রতিদান চাই না এবং তাঁর নাম করেও আমরা কখনো দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিল করতে চাই না।"**

কাতারে দাঁড়ানো লোকজন শুধু আমিন আমিন বলেছেন। তাঁরা বের হয়ে যাওয়ার পর অন্য একদল প্রবেশ করতেন। এভাবে প্রথম পুরুষগণ, তারপর মহিলাগণ, তারপর শিশুগণ ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে দরূদ ও সালাম পেশ করেছেন। **মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত এভাবেই পালাক্রমে দরূদ ও সালামের অনুষ্ঠান চলতে থাকে।**

হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযা, দরূদ ও সালাম ঃ

মঙ্গলবার আহলে বায়াত ও সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সম্মিলিতভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসল ও কাফন ইত্যাদি সম্পন্ন করেন। পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, দেহ মুবারক হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে খননকৃত রওজা মুবারকের পাশেই খাঁটিয়ার উপর রাখা হবে এবং হুজরার দরজা খুলে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখার জন্য অগণিত লোক জমা হয়েছেন। হুজরা মুবারকের ভিতরে সঙ্কুলান হয় এমন লোক ভিতরে প্রবেশ করবেন ও বের হয়ে আসবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মসজিদের দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে দরূদ-সালাম ও শেষ বিদায় নিয়ে শোক বিহ্বল অবস্থায় অপর দরজা দিয়ে বের হয়ে আসেন।

দুটি প্রশ্ন–

খলিফাতুর্ রাসূল হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দু'টি প্রশ্ন করা হলো– ১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযা কি পদ্ধতিতে আদায় করা হবে? ২) জামা'আতে জানাযা আদায়ে ইমাম কে হবেন?

প্রথম প্রশ্নের সমাধানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– **"তোমরা এক এক জামা'আত করে হুজরা শরীফের ভিতরে যাও এবং যথানিয়মে তাকবীর বলে দু'আ-দরূদ পাঠ করো।"**

দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকতে যেমন তোমাদের ইমাম ছিলেন তেমনি এখনো তিনি তোমাদের ইমাম আছেন।"– আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতের উপর সকল সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ঐক্যমত পোষণ করলেন।

জানাযার নামায

ইসলামী বিধান হলো– মুসলমান মৃত ব্যক্তিকে চার তাকবীরের সাথে এক ইমামের পিছনে ইক্বতাদা করে জানাযার নামায আদায় করা হয়। এতে তিনটি অংশ রয়েছে। যথা– ১) আল্লাহ্র সানা, ২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ এবং ৩) মৃত ব্যক্তির জন্য আম-দু'আ। এতে ইমাম ও মুক্তাদী আছে। শরীর

পাক হতে হয়। ক্বিবলামুখী হতে হয়। নাভীতে হাত বাঁধতে হয়। শুধু রুকু, সিজদা, বৈঠক ও ক্বিরাত নেই এবং তাশাহ্হুদও পাঠ করতে হয় না। তবুও এটাকে নামায বলা হয় এ জন্য যে, মৃত ব্যক্তির লাশ সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে হাত বেঁধে ইমামের পিছনে ইক্বতাদা করতে হয়। এতেই প্রমাণ হয় যে, জানাযা হলো নামায। শুধু দু'আ হলে এসব করতে হতো না। এর একটি অংশ মাত্র দু'আ।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযার ধরন ঃ

সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাফিউল মুজনিবিন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে জানাযার বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায় জানাযার কোন ইমাম ছিল না। মুক্তাদীও ছিল না। কিবলামুখী হওয়াও ছিল না। আদ্দু'আউ লিহাজাল মাইয়্যেতে বলেননি।

হাদীস শরীফে শুধু সালাত শব্দের উল্লেখ আছে। এখানে সালাত অর্থ দু'আ ও দরূদ শরীফ। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ওসিয়ত করে গেছেন, সে অনুযায়ী সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরা মুবারকে প্রবেশ করে রওজা মুবারকের কিনারায় রক্ষিত খাঁটিয়ার কাছে গিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করে বের হয়ে আসতেন। এক দল বের হওয়ার পর এক দল প্রবেশ করেন এবং দরূদ ও সালাম পেশ করেন।

ইমামবিহীন বিচ্ছিন্নভাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হওয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লামা সুহায়লী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন (আল্লাহ্ রহমত করেন ও ফিরিশতাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন); হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) উপর দরূদ ও যথার্থভাবে সালাম পাঠ করো।"– কুরআন (৩৩ঃ৫৬)

প্রত্যেক মু'মিন রসূলের প্রতি এককভাবে সালাত ও সালাম পাঠ করবে। সুতরাং যেমনিভাবে পার্থিব জীবনে জামা'আত ও ইমামবিহীন তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ ছিল, তদ্রূপ তাঁর ইন্তিকালের পরও ইমামবিহীন তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ হয়েছে।– শরহে মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া

হুজরা মুবারকের অভ্যন্তরে সালাতে জানাযা চলাকালীন এক গভীর নীরবতা বিরাজ করছিল। পুরুষ, মহিলা ও শিশু সকলেই অত্যন্ত তন্ময়তার সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করছিলেন। এটা ছিল তাঁদের জন্য প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিকট হতে দেখার সর্বশেষ সুযোগ।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে দাফন করা হবে, তাই প্রাণ প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিয়োগ ব্যথায় তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন সীমাহীন শোকাহত ও ভারাক্রান্ত। এমন একজনও ছিল না, যার চেহারায় দুঃখ-বেদনা ভেসে উঠেনি।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকাশ্য বিদায়ী অনুষ্ঠান দরূদ ও সালামের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। এর কারণ হলো– তিনি ইন্তিকাল করলেও তাঁর সাথে রূহ্ মুবারকের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তাই তিনি ইন্তিকাল অবস্থায়ও **ঠোঁট মুবারক নেড়ে নেড়ে ইয়া উম্মাতী! ইয়া উম্মাতী! বলে কেঁদেছিলেন।** এজন্যই এ কথার উপর সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের অবস্থান ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক অবস্থিত। হুজরাটি মসজিদে নববী শরীফের পূর্বদিকে ছিলো। হুজরার কিবলার দিকে পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে তাঁর রওজা শরীফ খনন করা হয়। আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের অবস্থান সংক্রান্ত এ বর্ণনাকে 'মুতাওয়াতির' বর্ণনা বলে দাবি করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর রওজা শরীফে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত উমর ফারূক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দাফন করা হয়। বর্তমানে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরায় তিনটি কবরের অবস্থান নিম্নরূপে রয়েছেন–

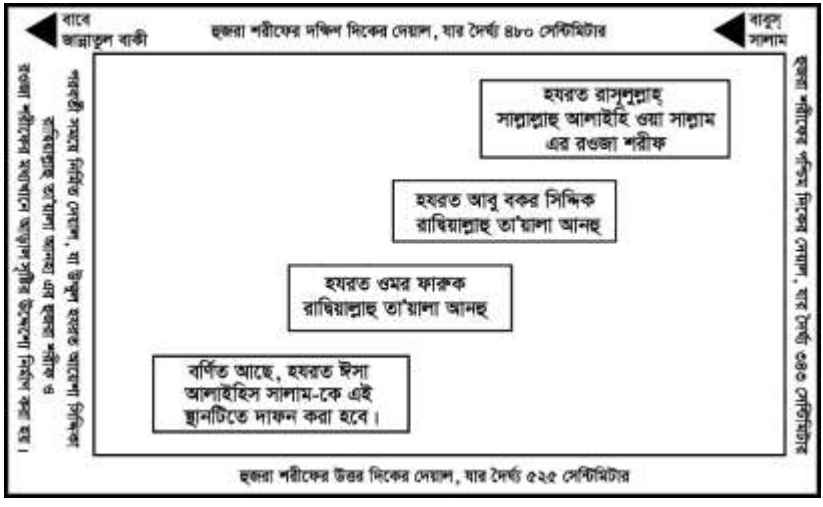

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে রওজা মুবারক যিয়ারত

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারত অত্যন্ত উচ্চ স্তরের পুণ্যের কাজ। মুস্তাহাব কাজসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম কাজ, এমন কি আবশ্যকীয় ওয়াজিব পর্যায়ভূক্ত একটি সওয়াবের কাজ। আল্লামা আশ-শাওকানীর ভাষায়–

قد اختلفت فيها اقوال اهل العلم فذهب الجمهور الى انها مندوبة وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية الى انها واجبة وقالت الحنفية انها قريبة من الواجبات وذهب ابن تيمية الحنبلي الى انها غير مشروعة وتبعه على ذلك بعض الحنابلة وروى ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض ۔

"এ ব্যাপারে আলিমগণের ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। জমহুর আলিমগণের অভিমত হলো– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফ যিয়ারত মুস্তাহাব। কিছু সংখ্যক মালিকী মাযহাবের অনুসারী আলিম ও কতিপয় আহলে জাহির আলিমের মতে তা ওয়াজিব। হানাফী মাযহাব অনুসারী আলিমগণের মতে তা ওয়াজিবের নিকটবর্তী।"– নায়লুল আওতার

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে রওজা মুবারক যিয়ারতের ফজিলত ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারতকে সর্বকালে অত্যন্ত ফজিলতের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিছু বরকতপূর্ণ হাদিস শরীফ রয়েছে। যেমন–

১। عن ابن عمر قال ﷺ من جاءني زائرا لا يهمه الا زيارتي كان حقا على ان اكون له شفيعا رواه الطبراني وصححه ابن السكن ۔

"হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার নিকট যিয়ারতকারী হিসাবে আগমন করবে, তার সংকল্প আমার যিয়ারত ব্যতীত অন্য কিছু না হয় তার জন্য সুপারিশকারী হওয়া আমার কর্তব্য।"– তাবারানী শরীফ

২। عن حاطب قال قال رسول الله ﷺ من زارني بعد موتي فكانما زارني في حياتي ومن مات باحد الحرمين بعث من الامنين يوم القيامة ۔

"হযরত হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার ইন্তিকালের পর যেই ব্যক্তি আমার যিয়ারত করতে আসবে সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় আমার যিয়ারত করলো। যে

ব্যক্তি দুটি 'হারাম' এর কোন একটিতে ইন্তিকাল করবে কিয়ামতের দিন তাকে নিরাপদ ব্যক্তিগণের সাথে উঠানো হবে।"– দারা কুতনী শরীফ

৩। عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني

"হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্য় হজ্জ করবে অথচ আমার যিয়ারত করবে না, সে অবশ্যই আমার প্রতি অভদ্রতা প্রদর্শন করলো।"– ইবনে হিব্বান শরীফ

৪। عن رجل من ال الخطاب عن النبي ﷺ قال من زارني متعمداً كان جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ومن مات في احد الحرمين بعثه الله من الامنين يوم القيامة ۔

"আল-খাত্তাব পরিবারের জনৈক লোক হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করেই আমার যিয়ারত করবে সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে। যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করবে এবং এর বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো। যে ব্যক্তি দুটি হারাম শরীফের কোন একটিতে ইন্তিকাল করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে নিরাপদ ব্যক্তিগণের সাথে পুনরুত্থান করবেন।"– বায়হাক্বী শরীফ

৫। عن ابن عباس مرفوعا من حج الى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان

"আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **যে ব্যক্তি মক্কায় হজ্জ করবে, অতঃপর আমার উদ্দেশ্যে আমার মসজিদে আসবে, তার জন্য দুটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লিখা হবে।"**– মুসনাদুল ফিরদাওস

৬। عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي وفي رواية وصحبني

"ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করে আমার ওফাতের পর আমার রওজা যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার সাক্ষাৎ করলো। অপর একটি বর্ণনাতে আছে, সে যেন আমার সাহচর্য লাভ করলো।"– দারা কুতনী শরীফ

৭। قال رسول الله ﷺ من حج حجة الاسلام وزار قبري وغزى غزوة وصلى في بيت المقدس لم يسأل الله عز وجل فيما افترض عليه ۔

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি ইসলামের বিধানে হজ্জ আদায় করবে, আমার রওজা যিয়ারত করবে, জিহাদে অংশগ্রহণ করবে, বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর যা ফরয করেছিলেন সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না।"– জাযবুল কুলুব

৮। عن علی من سأل لرسول اللّٰه ﷺ الدرجة والوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة ومن زار قبر رسول اللّٰه ﷺ كان فی جوار رسول اللّٰه ﷺ ۔

"হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উচ্চ মর্যাদা ও 'উসিলা'র জন্য দু'আ করবে তার জন্য কিয়ামতের দিনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফ যিয়ারত করবে সে তাঁর প্রতিবেশীর মর্যাদা লাভ করবে।"– জাযবুল কুলুব

৯। قال رسول اللّٰه ﷺ من زارنی ميتا فكانما زارنی حيا ومن زار قبری وجبت له شفاعتی يوم القيامة وما من احد من امتی له سعة ثم لم يزرنی فليس له عذر ۔

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওজা শরীফ যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার সাক্ষাৎ করলো। যে ব্যক্তি আমার রওজা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে। আমার উম্মতের মধ্যে যার সাধ্য আছে অথচ আমার যিয়ারত করলো না তার কোন ওজর গৃহীত হবে না।"– জাযবুল কুলুব

নূরে রওজা যিয়ারতের নিয়ত

সাইয়্যেদুল মুরসালিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নিয়ত করে সফর ঃ

হযরত নবী করীম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারত করা সওয়াবের কাজ এবং এর দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়, এ ব্যাপারে জমহুর উলামায়ে কিরাম একমত। আল্লামা ইবনে তায়মিয়া ও আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ্ বিন বা'য এর অনুসারিগণ অভিমত পোষণ করেন যে, সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে বা অন্য কোন স্থানের দিকে সফরে বের হওয়া জায়েজ নাই।

তাহলে আউলিয়া-ই-কিরামের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফরে বের হওয়া কিরূপে জায়েজ হবে? অর্থাৎ অলিদের মাজার শরীফ যিয়ারতও জায়েজ না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن ابی هريرة عن النبی ﷺ قال لا تشد الرحال الا الی ثلثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی ۔

"আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাত্র তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে সফর করবে

না। তিনটি স্থান হলো– মসজিদুল হারাম, মসজদির রাসূল ও মসজিদুল আক্সা।”– বুখারী শরীফ

এ হাদীস শরীফের আলোকে তারা মসজিদত্রয় ছাড়া অন্য কোন বরকতময় স্থানে সফরে যাওয়া হারাম মনে করেন।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন, আল্লাহ্ নৈকট্যপ্রাপ্ত সলেহীনগণের ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহের যিয়ারতের লক্ষ্যে সফর করা মুহাক্কিক আলিমগণের মতে হারামতো নয়ই, মাকরূহ্ও নয়।– মুসলিম শরীফের হাশিয়া (দেওবন্দ সংস্করণ)

ইমামুল হারামায়নসহ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ইমামগণের বিশুদ্ধ অভিমত হলো– এ ধরনের সফর হারাম নয়। ইমাম আহম্মাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) উক্তি হতেও বুঝা যায়, এটা হারাম নয়। তারা মসজিদত্রয়-কে সীমাবদ্ধকারী হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন–

১) উক্ত হাদীস শরীফে পূর্ণ ফজিলত লাভের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে অন্যান্য স্থানে এ পরিমাণ ফজিলত না হলেও সফর করা না জায়েজ নয়।

২) উক্ত মসজিদত্রয় ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায়ের মান্নাত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

৩) নিষেধাজ্ঞার সীমাবদ্ধতা কেবল মসজিদসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে মসজিদ ছাড়া কোন পুণ্যবান ব্যক্তি ও নিকটাত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ, ইলম তলব, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেড়ানোর উদ্দেশ্যে সফরে যাওয়া নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়।

হযরত ইবনে হাজর আসকালানী (রঃ) এ হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বশেষে বলেন– সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এর উহ্য বাক্য এরূপ ধরে নেয়া–

لا تشد الرحال الى مسجد للصلاة فيه الا الى الثلاثة

“সালাতের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদে ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে সফরে বের হওয়া যাবে না।” ফলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফ ও অন্যান্য নেককারগণের মাজার যিয়ারতের লক্ষ্যে সফরে বের হওয়া যাবে না বলে যারা অভিমত পোষণ করেন তা বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে।”

মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা'র বাইরেও কিছু ফজিলতময় মসজিদ রয়েছে যেখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিয়মিত গমন করতেন।

১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن سهيل بن حنيف قال قال رسول الله ﷺ من تطهر فى بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرة ·

“সুহায়ল ইবনে হূনায়ফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে পবিত্র হয়ে মসজিদে কুবায় আগমন করবে এবং এতে সালাত আদায় করবে তার জন্য উমরাহ্র

সওয়াব অর্জিত হবে।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ (আল-হাকিম রহঃ হাদীস শরীফটিকে সহীহ্ বলেছেন)

২। অন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن اسيد بن ظهير الانصارى وكان من اصحاب النبى ﷺ يحدث عن النبى ﷺ انه قال صلوة فى مسجد قباء كعمرة ۔

"উসায়দ ইবনে জুহায়র আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, মসজিদে কুবায় সালাত আদায় উমরাহ্ আদায়ের সওয়াবের অনুরূপ হবে।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ (ইমাম তিরমিযী রহঃ হাদীসটিকে হাসান-গরীব বলেছেন)

৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن ابن عمر قال كان النبى ﷺ يأتى قباء راكبا وماشيا زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلى فيه ركعتين ۔

"আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্তুযানে ও পদব্রজে কুবাতে আগমন করতেন। ইবনে নু'মায়র উবায়দুল্লাহ্ নাফি' সূত্রে বর্ণনায় উক্ত বর্ণনায় আরও বর্ণনা করেছেন, সেখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন।"– বুখারী শরীফ

৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن عبد الله بن دينار ان ابن عمر كان يأتى قباء كل سبت وكان يقول رأيت رسول الله ﷺ يأتيه كل سبت ۔

"আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার (রঃ) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রতি শনিবার কুবায় আগমন করতেন। আর তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রতি শনিবার এখানে আগমন করতে দেখেছি।"– মুসলিম শরীফ

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ প্রমাণ করে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্সা ছাড়াও অন্য মসজিদে যিয়ারতের গমন করেছেন এবং অন্যদেরকেও গমন করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সাহাবীগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁর অনুসরণে সেখানে গমন করতেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর **রওজা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ** হওয়ার সমর্থনে একদল হক্কানি আলিম কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি দলিল হিসাবে পেশ করেন–

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল (আপনি) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই (তারা) আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।"– কুরআন (৪ঃ৬৪)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু রওজা মুবারকে জীবিত আছেন, সেহেতু তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা, ইন্তিকালের পরও তা বলবৎ রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

الانبياء احياء فى قبورهم

"নবীগণ তাঁদের রওজা শরীফে জীবিত রয়েছেন।"– বায়হাকী শরীফ

ইমাম বায়হাকী এ হাদীস শরীফটিকে সহীহ্ বলেছেন। শুধু তাই নয় তিনি 'হায়াতিল আম্বিয়াই আলাইহিমুস্ সালামু ফি কুবুরিহীম' নামক একটি সতন্ত্র হাদীস শরীফের সংকলন করেছেন।

হযরত মানসূর আল-বাগদাদী বলেন– আমাদের মুহাক্কিক আকাঈদ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন– "হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকালের পরও রওজা মুবারকে জীবিত রয়েছে।"

বিশুদ্ধ সনদে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর চেহারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফ মুখী রাখতে চাইলে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হলে তখন তিনি মন্তব্য করেন–

انما جئت رسول الله ﷺ ولم ات اللبن او الحجر

"আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করেছি, ইট বা পাথরের নিকট আগমন করিনি।" এতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতের বিধান এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে কেউ জুলুম বা অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়লে তার জন্য কর্তব্য হবে হযরত রসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফ যিয়ারত করা এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।–আহসানুল ফাতাওয়া

সরকারে দু'আলম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে তাঁর উসিলায় মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমা পেয়েছেন। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ) কিছু ঘটনা বিবৃত করেছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করেন–

মুহাম্মাদ ইবনে হারব হিলালী (রঃ) বলেন, আমি মদীনা শরীফে আগমন করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা যিয়ারত করার পর সেখানে

উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময়ে আমি দেখতে পেলাম, জনৈক বেদুইন এসে রওজা মুবারক যিয়ারত করে বলতেছে– হে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার উপর যে সত্য গ্রন্থ নাজিল করেছেন তাতে বর্ণনা করা আছে–

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল (আপনি) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই (তারা) আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, দয়ালু পাবে।"– কুরআন (৪ঃ৬৪)

অতঃপর বললো, আমি আপনার নিকট নিজ গুনাহ্‌র ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হয়েছি। আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর সে খুবই কান্নাকাটি করলো এবং হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলো। সুবহান-আল্লাহ্!

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হারব (রঃ) বলেন, এ দৃশ্য দেখার পর আমি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে বলছেন, সেই বেদুইনটিকে ডেকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার সুপারিশে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাহঃ) আরও বলেন, হাফিজ আবু আবদিল্লাহ্ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বরাতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রওজা শরীফে দাফন করার তিন দিন পর জনৈক বেদুইন সেখানে আগমন করে রওজা শরীফের উপর পড়ে গেল। সে রওজা শরীফের মাটি মাথায় নিক্ষেপ করতে করতে বললো, ইয়া রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি রব্বুল আলামিনের নিকট হতে যা শ্রবণ করেছেন, আমি তা আপনার নিকট হতে শুনেছি। আপনি যা আল্লাহ্ নিকট হতে স্মরণে রেখেছেন, আমি তা আপনার নিকট হতে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

অতঃপর সে বললো, আমি আমার উপর জুলুম করেছি। এখন আপনার দরবারে আগমন করেছি, যাতে আপনি আমার জন্য ইস্তিগফার করেন। অতঃপর রওজা মুবারক হতে একটি আওয়াজ আসলো– 'ক্বদগুফিরা লাকা' অর্থাৎ 'তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে'।– জাযবুল ক্বুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব

বিরোধী আলিমদের অভিমত– এ আয়াত হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবিত থাকা অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং অন্তরায় হওয়ার পর তাঁর নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা অর্থহীন।

আমাদের আক্বিদা হলো, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী। তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও সেরকমই আছেন। এ কারণে উক্ত আয়াত এখনও পূর্বের মতো প্রযোজ্য।

হযরাতুল আল্লামা তকী উসমানী (রঃ) বলেন, 'রওজায়ে আতহার' এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের বেশীর ভাগ দুর্বল হলেও উম্মতের আমল এ ব্যাপারে পূর্বকাল হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। ফলে এ সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহকে উম্মতের আমল সহায়তা করছে। অপরদিকে উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন আমল স্বতন্ত্র দলীল হিসেবে বিবেচিত।

মসজিদে নববী শরীফ যিয়ারত, সওয়াব লাভ ও সালাতের জন্য যদি সফর হয় তবে এমন বোকা কে আছে? যিনি এক লক্ষ সওয়াব পরিহার করে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে মসজিদে নববী যাবেন! প্রকৃত কথা, মূল লক্ষ্য হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজায়ে আকদাস যিয়ারত।

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনুল হুমাম এ অভিমতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, মদীনা মুনাওয়ারার দিকে যারা যিয়ারত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাদের জন্য উত্তম হলো, রওজায়ে আতহার যিয়ারত করার নিয়তে সফর করা। মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপূরী 'আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' গ্রন্থে দেওবন্দের আকাবিরদের এ রকমই মত উল্লেখ করেছেন।

হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওয়া মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ঃ

হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলা হতো মু'আযযিনুর রাসূল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন মসজিদে নববী শরীফের মু'আযযিন। কিন্তু হযরত রসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পর তিনি মসজিদে নববী শরীফে আযান দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমার আযান শুনে যে প্রিয়নবী হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা শরীফ হতে মসজিদের দিকে বের হতেন তাঁকে দেখে আমার নয়ন জুড়াতো। আযান শুনে তিনি এখন আর হুজরা শরীফ হতে বের হবেন না। কাকে দেখে আমি আমার প্রাণকে সান্তনা দিবো? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালে তিনি এতোই ভেঙ্গে পড়েছিলেন যে, মনের দুঃখে তিনি মদীনা শরীফ ত্যাগ করে সিরিয়া চলে গিয়েছিলেন।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খিলাফতকালে তিনি সিরিয়া হতে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে সফর করেন। তাঁর এ সফরটি ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ। ইবনে আসাকির (রঃ) তাঁর এ ভ্রমণ কাহিনীটি বিশিষ্ট সাহাবী আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সুত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে বলতে দেখলেন– "বিলাল! তা কেমন কথা যে, তুমি কখনো আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসো না? বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জাগ্রত হয়ে তৎক্ষণাৎ সওয়ারীতে আরোহণ করে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওজা মুবারকে উপনীত হয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত নম্রতার সাথে তার মুখমন্ডল রওজা শরীফের মাটিতে রাখলেন। অতঃপর হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘর হতে বের হলে তিনি তাদেরকে কোলে নিলেন এবং চোখে ও মাথায় চুমু খেলেন। কারণ অল্প কিছুদিন পূর্বে খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ইন্তিকাল করেন।

সেদিন মদীনা শরীফের লোকজন হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কণ্ঠে আযান শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দিয়ে তাঁর নিকট অনুরোধ করালে তিনি আযান দিতে সম্মত হবেন। কারণ ইতিপূর্বে তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পর কারোও জন্য আযান দেননি। এ ব্যাপারে তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অনুরোধও রক্ষা করেননি। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খলিফা মনোনীত হওয়ার পর তাঁকে পূর্বের ন্যায় আযান দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন– হে আবু বকর! আপনি আমাকে অর্থ ব্যয় করে খরিদ করেছিলেন এবং আল্লাহ্র পথে আমাকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। এসব আপনি নিজ স্বার্থে করেছিলেন না আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম। হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, তা হলে এখন আমাকে আপনি ছেড়ে দিন যাতে আমি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারি। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর অন্য কারো জন্য আযান দেয়ার কোন শক্তি আমার নেই। অতঃপর তিনি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ ত্যাগ করেন।

হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে আযান দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি নিরুপায় হয়ে মসজিদের সেই স্থানে গেলেন যেখান হতে হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে আযান

দিতেন। যখন তিনি 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর' বলে উঠলেন তখন মদীনাবাসীগণের মধ্যে এমন হৈ চৈ শুরু হলো যেন গোটা শহর আলোড়িত হয়ে গেল। যখন তিনি 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বললেন তখন প্রকম্পন আরও বেড়ে গেল এবং কান্নাকাটি ও হট্টগোল চরমে পৌঁছে গেল। আবার যখন তিনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' উচ্চারণ করলেন তখন কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। নারী-পুরুষ সকলেই পথে নেমে আসলো। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমন কেউ ছিল না, যারা ঘর হতে রাস্তায় নেমে আসেনি। 'হু হু' করে সকলেই তখন কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। মনে হচ্ছিল যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের বেদনা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। চরম অস্থিরতা ও মানসিক যন্ত্রণায় বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আযান সমাপ্ত করতে পারলেন না। মিনার হতে নিচে নেমে পড়লেন।"– নীমাবী, আসারুস সুনান

হযরত কা'ব আহবার (রঃ) এর রওজা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর ঃ

হযরত কা'ব আহবার (রঃ) ছিলেন একজন ইহুদী পণ্ডিত। তিনি বাইবেল এর একজন সুদক্ষ আলিম ছিলেন। আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন সিরিয়া জয় করেন তখন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সিরিয়া বিজয়ের পর বায়তুল মুকাদ্দাস এর অধিবাসীগণের সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের মুহূর্তে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সানন্দে তাঁকে ইসলামে স্বাগত জানান। মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তনের সময় ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে বললেন, হে কা'ব আহবার! ইচ্ছা করলে আপনি আমার সাথে মদীনায় রওয়ানা করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারত করতে পারেন।

হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বললেন, তা খুবই উত্তম প্রস্তাব। আমি তাই করবো। অতঃপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনা শরীফে হযরত কা'ব আহবার (রঃ)-কে নিয়ে রওয়ানা করলেন। মদীনা শরীফে পৌঁছে খলিফা তাঁকে নিয়ে যে কাজ সর্বপ্রথম করেছিলেন তা হলো– রওজায়ে আকদাসের যিয়ারত এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান।– জাযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের জাহেরী ও বাতেনী গুরুত্ব

মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনওয়ারার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ও হযরত ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই

তিন ইমামের মতে শহর হিসাবে মক্কা শহর মদীনা থেকে উত্তম। কেননা, আল্লাহ্পাক মক্কা শহরের শপথ করেছেন।

মক্কা মোয়াজ্জামায় আল্লাহ্রই ঘর খানায়ে কা'বা, হাজরে আসওয়াদ, যমযম, সাফা মারওয়া, মাকামে ইব্রাহীম, মিনা-মোজদালেফা আরাফাত সবকিছুই মক্কা শরীফে অবস্থিত। প্রাণের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এখানেই জন্ম, কৈশর, যৌবন এমনকি এখানেই জীবনের ৫৩ টি বৎসরই অতিবাহিত করেন।

হযরত ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতে মদীনা শহরই উত্তম। তাঁর যুক্তি হলো– মক্কাতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থানের কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কা শহরের শপথ করেছেন।– (সূরা বালাদ-এ)। সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐ হুকুমেরও পরিবর্তন হওয়া যুক্তিযুক্ত। তদুপরি, তাবরানী শরীফে আছে "মক্কা হতে মদীনা উত্তম" (শেখ দেহলভীর জযবুল কুলুব সূত্রে তাবরানী)।

কোন কোন অভিমতে জানা যায়, হযরত ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতে মদীনা মুনাওয়ারাই উত্তম।

প্রাণের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন– "মক্কা থেকে মদীনা উত্তম।" –তাবরানী শরীফ, জযবুল কুলুব ও মাওয়াহিব

তাবরানী শরীফের এ হাদীসের আলোকে হযরত শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর রচিত জযবুল কুলুব গ্রন্থে বলেছেন– হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফ ছিল উত্তম। হিজরতের পর মদীনা শরীফই এখন উত্তম। নবীজীর অবস্থানের কারণেই মদীনা শরীফের ফযিলত বেশী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকের মর্যাদা

রওজা মোবারকের পবিত্র স্থানটুকু সম্পর্কে সকল ইমামই একমত যে, রওজা মোবারকের যে স্থানটুকু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র দেহের সাথে সংযুক্ত, তা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমনকি, বাইতুল্লাহ, বাইতুল মামুর, আরশ-কুরছি-লাওহ-কলম থেকেও উত্তম।- ফতোয়ায়ে শামী যিয়ারত অধ্যায়

কাজী ইয়ায (রহঃ) এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য দাবী করেছেন যে, তা (রওজা মুবারক) দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। মাওলানা শিব্বীর আহামদ উসমানী বলেন, হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ আদ-দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে–

ومكة افضل منها (اى المدينة) على الراجح الا ما ضم اعضاء عليه الصلوة والسلام
فانه افضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسى ·

"মক্কা মদীনা হতে উত্তম স্থান। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। তবে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক যেই মাটির সাথে রয়েছে তা ব্যাপক অর্থে উত্তম। এমনকি তা কা'বা, আরশ ও কুরসী হতেও উৎকৃষ্ট।"– ফাতহুল মুলহিম

ইমাম নববী (রঃ) এর মতে, জমহুর ওলামার অভিমত হলো, পৃথিবী হতে আকাশ হলো উত্তম। তবে নবীগণের দেহ মুবারক পৃথিবীর যে ভূখণ্ডের সাথে মিলিত রয়েছে তা হলো এ উত্তমের আওতা বহির্ভূত। আস-সুবকী (রঃ) বলেন, যেই ভূখণ্ডটিতে হযরত রসূলে আকরাম হুজুরেপুর নূর সাইয়্যেদিল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাফন করা হয়েছে তা আল্লাহ্র আরশ হতে উত্তম। ইবনে আকীল হাম্বালীও (রঃ) এ অভিমত পোষণ করেন। আত-তাজ আল-ফাকিহী (রঃ) বলেন, নভোমণ্ডল হতে ভূমণ্ডলের মর্যাদা অত্যধিক। কারণ ভূমণ্ডলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শায়িত রয়েছেন।

জনৈক আশেক কবি বলেন–

কাব্যানুবাদ ঃ

আরশ হতে অধিক উত্তম দয়াল নবীর রওজাপাক,
সেই রওজাতে আশেকদেরই লক্ষ কোটি সালাম যাক।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে– আইনের চোখে যাই হোক না কেন, প্রেমের চোখে কিন্তু মদীনার মূল্যই আলাদা। প্রেমিকজনের কাছে প্রেমাস্পদের শহরই সর্বোত্তম। ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনাবাসী হয়েও জীবনে মাত্র একবার ফরয হজ্জ আদায় করতে মক্কা শরীফ এসেছিলেন। তিনি মদীনা ছেড়ে জীবনে আর কোথাও ভ্রমণ করেননি। তিনি জীবনে কখনো জুতা পায়ে দিয়ে মদীনার গলিতে চলতেন না এবং প্রস্রাব পায়খানার কাজও মদীনার বাইরে যেয়ে সেরে আসতেন। রূহানী জগতে বিচরণকারী আশেকান মদীনার জমিনে যেই প্রশান্তি লাভ করেন– মক্কার জমিনে সেই প্রশান্তি পান না। মদীনাতে হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে আরাম করছেন। সুতরাং প্রেমিকজনের দিলের কা'বা হচ্ছে মদীনা। "মক্কা হচ্ছে কপালের কা'বা কিন্তু মদীনা হচ্ছে ক্বলবের কা'বা (খাজা আজমেরী)। সত্যি বলতে কি– কা'বারও কা'বা হচ্ছে সোনার মদীনা।

জনৈক কবি বলেন– "আমাদের মুখ কা'বার দিকে, কিন্তু কা'বার মুখ মদীনার দিকে। সত্যিই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন কা'বারও কা'বা।

মক্কা হলো নবিজীর প্রিয় মাতৃভূমি, আর মদীনা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবীবের রওজা ভূমি। আমাদের আক্বিদা হলো ফতোয়ায়ে শামী বর্ণিত ফতোয়া এবং তাবরানী বর্ণিত হাদীস।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

জিহাদ

জিহাদ এর সংজ্ঞা ঃ

'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম, সাধনা, কষ্ট, ক্ষমতা, শক্তি ইত্যাদি। জান, মাল, বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করার কাজে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করাকে জিহাদ বলে।

হাতিয়ার, ধন-সম্পদ, আমল, ইল্‌ম, কলম, কথা বা বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কালিমা তথা দ্বীনকে সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফির ও কুফরের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে সমূলে উৎখাত করার লক্ষ্যে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করাকে জিহাদ বলে।

কুরআন শরীফের আলোকে জিহাদ ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۙ

"অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে, যাদের বিরুদ্ধে কাফিরগণ যুদ্ধ করে এ কারণে যে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করার উপর অবশ্যই শক্তিমান।"–কুরআন (২২ঃ৩৯)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ
انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

"এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সীমা অতিক্রম করো না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না সীমা অতিক্রমকারীদেরকে। এবং কাফিরদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তোমাদেরকে তারা বের করেছিলো। আর তাদের ফিৎনাতো হত্যা অপেক্ষাও প্রচণ্ডতর এবং মসজিদে হারামের নিকট তাদের সাথে যুদ্ধ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। আর যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করো। কাফিরদের এটাই শাস্তি। অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে যাবৎ কোন ফিৎনা না থাকে এবং এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত হতে থাকে। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়, তবে আক্রমণ নেই, কিন্তু জালিমদের উপর।"– কুরআন (২ঃ১৯০-১৯৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"অভিযানে বের হয়ে পড়ো, চাই হালকা প্রাণে হোক, চাই ভারী হৃদয়ে হোক এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানো।"– কুরআন (৯ঃ৪১)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য এর বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়।"– কুরআন (৯ঃ১১)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করুন। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম আর তা কতোই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান।"– কুরআন (৯ঃ৭৩)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে কঠোর শাস্তি হতে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জ্ঞাত হতে।"– কুরআন (৬১ঃ১০-১১)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ، وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۙ

"এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং স্বীয় সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের মর্যাদা বড় এবং তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন স্বীয় দয়া ও আপন সন্তুষ্টির এবং ঐসব বাগানের (জান্নাত), যেগুলোর মধ্যে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি রয়েছে।"– কুরআন (৯ঃ২০-২১)

৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ع

"যুদ্ধ করো তাদের সাথে, যারা ঈমান আনে না, আল্লাহ্‌র উপর ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর এবং হারাম বলে মান্য করে না ঐ বস্তুকে, যাকে হারাম করেছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল, এবং সত্য দ্বীনের অনুসারী হয় না; অর্থাৎ সেসব লোক, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যে পর্যন্ত নিজ হাতে জিয্‌য়া দেবে না লাঞ্ছিত হয়ে।"– কুরআন (৯ঃ২৯)

হাদীস শরীফের আলোকে জিহাদ ঃ

০১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا

"আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু রয়েছে তা থেকে উত্তম।"– বুখারী শরীফ

০২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ
الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত করে রেখেছেন। এর দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের মতো।"– বুখারী শরীফ

০৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

"আল্লাহ্‌র পথে যে বান্দার দুই পায়ে ধুলি লাগে সে পা জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।"– বুখারী শরীফ

০৪। عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَ
أَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ. [ابو داود]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'তোমরা মুশরিকদের সাথে নিজেদের জান, মাল ও জবান দিয়ে জিহাদ করো।"– আবু দাউদ শরীফ

০৫। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. [ابن ماجه]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমাকে মানুষের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রসূল, সাথে সাথে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৬। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সত্তর জন শহীদকে দেখলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন– "আমি হাশরে এঁদের জন্য সাক্ষ্য দিবো। যারা আল্লাহ্র পথে রক্ত দান করে শহীদ হয়, তাঁরা হাশরের ময়দানে রক্তঝরা অবস্থায় উত্থিত হবে। ঐ রক্তের রং হবে লাল; কিন্তু সুগন্ধ হবে মেশ্ক-আম্বরের চেয়েও অধিক।"

জিহাদ-যুদ্ধের সূচনা ঃ

প্রাণের নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাঈশদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের তাড়নায় নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে মদীনা শরীফে হিজরত করেন। তাঁর অনুচর মুসলমানগণকেও বর্ণনাতীত নির্যাতন করে কুরাঈশরা তাঁদের মাতৃভূমি হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের বিষয় সম্পত্তি সবকিছু জোরপূর্বক অধিকার করে নিয়েছিল। হিজরত করতে অক্ষম অবশিষ্ট দুর্বল মুসলমানগণকেও তারা এমন অকথ্য জুলুম করতে থাকে যে, তা শুনলে শরীর শিহরিত হয়। কিন্তু এতেই তাদের মনের ঝাল মিটেনি।

মদীনা শরীফের অধিবাসীরা মক্কা শরীফের মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে না দিয়ে সাদরে গ্রহণ করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন এবং সর্বপ্রকারে তাদের সাহায্য করেছিলেন। এজন্য তাঁদের উপরও পাষন্ডদের ভয়ানক ক্রোধ জন্মেছিল। তখন হতে মদীনা শরীফের কোন ব্যক্তিকে পেলেই তারা ভর্ৎসনা করতো, গালি-গালাজ করতো এবং ভয় প্রদর্শন করতো।

শত্রুরা ইতিমধ্যে চক্রান্ত ও গোপন প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিয়েছে। তারা স্থির করে, মদীনা শরীফ গিয়ে মুসলমানদের উপর চড়াও হবে। দুনিয়ার বুক থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে এ ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। মদীনা বাসীদের দৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি দেয়ার দুরাশাও তারা মনে মনে পোষণ করতো।

এ সময় কুরাঈশ নেতারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই'র নিকট পত্র পাঠালো, তাতে লেখা ছিল– "আমাদের শত্রুদেরকে তোমরা আশ্রয় দিয়েছ। আমরা স্পষ্টভাবে বলে

দিচ্ছি, হয় তোমরা তাদেরকে কতল করো, তা না পারলে তোমাদের দেশ হতে তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। অন্যথায় নিশ্চিত জেনে রাখো, আমরা আরবের সকল গোত্র সম্মিলিতভাবে মদীনা শরীফ আক্রমণ করবো এবং তাদেরকে নিপাত করবো। তখন তোমাদেরকেও রেহাই দেব না।"

মদীনা শরীফের ইহুদী সম্প্রদায় দেখলো, মদীনা শরীফে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তাছাড়া এখানে শুধু ধর্ম প্রচারই নয়, উপরন্তু রীতিমতো হুকুম-আহকাম, সালিস-বিচার ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একজন ধর্ম প্রচারকই নন, বরং রাষ্ট্রপতিরূপেও ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন এবং মদীনা শরীফকে করা হয়েছে এর রাজধানী। এসব দেখে তাদের অন্তরজ্বালা আরও বেড়ে যায় এবং হিংসানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তাই আবু রাফে, কা'ব ইবনে আশরাফ প্রমুখ ধনশালী ইহুদী প্রধান ব্যক্তিরা ধন-জন প্রভৃতি সবকিছু নিয়ে গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করতে লাগলো। ইহুদী ও মুনাফিকরা মক্কার নেতাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে মদীনা আক্রমণের উস্কানী দেয়। তারা বলতো– "আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে পারছি না। তোমরা আসো, আমরা তোমাদেরকে সবরকম সাহায্য করবো।"

ক্রমেই পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠলো। মুসলমানগণ সবসময় ভয়-ভীতির মধ্যে ছিলেন, কখন কি ঘটে যায়। এরূপ দুর্যোগপূর্ণ ও সংকটময় পরিস্থিতিতে প্রাণে বাঁচার জন্য হলেও একমাত্র পন্থা হিসাবে অস্ত্র হাতে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এটা ছিল মুসলমানদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ

"যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে হত্যা করো "– কুরআন (২ঃ১৯১)

প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার ইসলামের শক্তি-বিধান খুঁজে পেলেন। এতোদিন বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, আত্মত্যাগ ও প্রেম বিতরণই পরম ধর্মরূপে পরিচিত ছিল, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা শক্তি প্রয়োগকে লোকে নিষিদ্ধ বলেই মনে করতো, কিন্তু এবার আল্লাহ্পাক বিশ্বমানবকে জানালেন যে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্বক আল্লাহ্র ধর্ম তথা বিশ্ব শান্তি বিধানকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য সক্রিয় প্রতিরোধ বা যুদ্ধও একান্ত প্রয়োজন।

একজন লোক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন– "যদি কেউ আমার ধন-সম্পদ নিয়ে যেতে চায়, তবে আমি কি করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমার ধন-সম্পদ তাকে নিতে দিবে না। লোকটি বললো– যদি সে আমার সাথে যুদ্ধ করে? তিনি বললেন– তবে তুমি তার সাথে যুদ্ধ করো। লোকটি পুনরায় বললো– যদি আমি নিহত হই? তিনি পুনরায় বললেন– তাহলে তুমি শহীদ হবে। লোকটি আবারও বললো– যদি আমি খুন করতে সক্ষম হই?

হযরত রসূলুল্লাহ্ মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তাহলে সে জাহান্নামবাসী হবে।"– মুসলিম শরীফ

তুমি অন্যায় করে আমার গালে চড় মারবে, আর আমি তোমার পায়ে লুটিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবো, অথবা অন্য গালটি ফিরিয়ে দিবো, তা ইসলাম নয়। দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট হতে নিরাপদে থাকার জন্য সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাবে, ইসলাম তাও নয়। ইসলাম মানবের স্বাভাবিক ধর্ম; আত্ম গোপন বা পশ্চাদাপসরণ ইসলামের বাণী নয়। স্বীয় হক্ব রক্ষার জন্য বীরের মতো সংগ্রাম করে অগ্রসর হও, এটাই তাঁর বাণী। অত্যাচারীকে বাঁধা দাও, দুর্বলকে রক্ষা করো, সত্য প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপনের জন্য তরবারী ধরো, প্রয়োজন হলে মার, প্রয়োজন হলে মর; কিন্তু বিপদ দেখে কা-পুরুষের মতো পশ্চাদাপসরণ করোনা, এটাই ইসলাম। ইসলামের তরবারী জোরপূর্বক অপরের রাজ্য অধিকার করার জন্য নয় বরং আত্মরক্ষার জন্য, সত্য প্রতিষ্ঠা ও শান্তি স্থাপনের জন্য।

অ-মুসলমানগণ যে পর্যন্ত মুসলমানদের ধর্ম-কর্মে বাঁধা দেয় ও অশান্তি সৃষ্টি করে সে পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করা ফরজ; কিন্তু তারা যদি ঐ সকল ফিৎনা ত্যাগ করে জিজিয়া কর দান করে ইসলামিক রাষ্ট্রে শান্তিতে জীবন-যাপন করতে সম্মত হয় তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই জায়েজ বা বৈধ হবে না।

হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতে, আরব দেশে কোন অমুসলমান জিজিয়া কর দানে স্বীকৃত হয়েও জিম্মিরূপে বাস করতে পারবে না; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুসলিম রাষ্ট্রে পারবে। অপরাপর ইমামগণের মতে, আরবের কাফিরদেরকেও জিম্মিরূপে বসবাস করতে দেয়া যায়।– তাফসীরে আশরাফী

ইসলাম অতি উদার ধর্ম। সকল দেশের সকল জাতির সাথে শান্তিতে সহঅবস্থান করাই এর মূল নীতি। বল প্রয়োগে কাউকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা ইসলামের নীতি নয়।

ইসলামে জিহাদ তত্ত্ব ও হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসৃত সমরনীতি সম্পর্কে কুরআন শরীফে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণাযোগ্য আয়াত রয়েছে। আয়াতসমূহে যে বিষয়গুলো বুঝানো হয়েছে এর সার-সংক্ষেপ তুলে ধরছি–

সামগ্রিকভাবে মুসলমানগণ বছরের পর বছর নির্যাতন ভোগ করে আসছিলেন। প্রতিপক্ষ শুরু থেকেই নিপীড়নমূলক আচরণ করছিল। মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীন জীবন গড়বেন, সে সুযোগ তারা দিতে চায়নি। মুসলমানদের নিজ আক্বীদা পোষণ, স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ, সত্যের দিকে মানুষকে ডাকা ইত্যাদি অধিকার তারা হরণ করে নিয়েছিল। নিরীহ, ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ও ধৈর্যশীল মুসলমানদের উপর বর্বরোচিত হিংস্র আঘাত হেনে নিজ জন্মভূমিতে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা যুদ্ধের বদলে যুদ্ধ করার আয়াত নাজিল করলেন, মুসলমানগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলে সফলকাম হন।

জিহাদ-যুদ্ধের প্রয়োজন কেন?

মুসলিম উম্মাহ্‌র ঈমান, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও নিজ ভূ-খন্ডের সার্বভৌমত্ব প্রতিরক্ষার জন্য জিহাদ অপরিহার্য। সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হলে অবশ্যই তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করতেই হবে। মজলুমের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অসহায় নারী-পুরুষ ও শিশুদের জান-মাল রক্ষার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করা অবশ্য কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'য়ালা জিহাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۙ

"(অপকর্ম, ধ্বংস ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জিহাদের) অনুমতি দেয়া হয়েছে সে সকল লোককে যাদের সাথে (অন্যায়ভাবে) যুদ্ধ করা হয়েছে, কারণ, তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এদেরকে (অত্যাচারিতদেরকে) সাহায্যের ক্ষেত্রে সম্যক সক্ষম।"– কুরআন (২২ঃ৩৯)

প্রমাণিত হলো জালিমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যুদ্ধের প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
اللَّهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"(এরা) সেসব লোক যাদেরকে তাদের গৃহ থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল, কেবল এ কারণে যে তারা বলতো, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' (অর্থাৎ তারা বাতিলের আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল)। আর যদি আল্লাহ্ মানব জাতির এক দলকে অন্য দলের মাধ্যমে (জিহাদ ও বৈপ্লবিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে) না হঠাতেন তাহলে মঠ-আশ্রম (আগুন পূজারীদের পূজা মন্ডপ), গীর্জা (খ্রিষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়), সিনাগগ (ইহুদীদের উপাসনালয়), মসজিদ সমূহ (মুসলমানদের সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকায় অবস্থিত ইবাদতের স্থান) যেখানে অধিকতর আল্লাহ্‌র নাম জিকির করা হয় তা ধ্বংস ও বিরান করে দেয়া হতো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ (তা'য়ালার দ্বীন)-কে সাহায্য করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, (সকলের উপর) আধিপত্যশীল। (যেন সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াতেই সত্যের বহাল থাকা সম্ভব)।"- কুরআন (২২ঃ৪০)

ঈমান রক্ষা, ইবাদত বন্দেগী করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু রাখা, দুর্বল, নির্যাতিত ও পরাভূত পুরুষ, নারী, শিশুদের মুক্তি এবং সর্বভৌমত্বের অধিকার রক্ষার জন্য জিহাদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন চেনা-জানা সবকিছু ছেড়ে, স্নেহ-মমতায় ভরা মাতৃভূমি ছেড়ে কা'বা শরীফ থেকে বিদায় নিয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। শৈশব থেকে কৈশর, কৈশর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে পৌঢ় সবকয়টি জীবনের স্তরই এখানে কাটিয়েছেন। তাই বুকভরা বেদনা নিয়ে তিনি মদীনা শরীফে পৌঁছলেন। মুহাজির, আনসার পরিবেষ্ঠিত নবীর পরিবেশ। মক্কার চরম শত্রু আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান ছাড়াও আরো কিছু লোভী-অত্যাচারী লোক যারা ইসলামকে মানতে পারেনি, নবীজীকে গ্রহণ করতে পারেনি, তারা কঠিন শত্রু হয়ে যায়। মদীনায় মুসলমানগণ দিশেহারা, তাকিয়ে আছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে। তিনি দেখলেন– বাঁচতে হলে দুটি পথ খোলা রয়েছে– ক) আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অর্থাৎ যুদ্ধ করা অথবা খ) শত্রুদের কাছে মাথানত করে আত্মসমর্পণ করা।

মানজাতির মুক্তির দিশারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌত্তলিক ধর্ম মূর্তির কাছে পরিত্রাণের জন্য হাত জোড় করে মিনতি জানাবেন? অত্যাচার-অবিচার, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন ইত্যাদি আত্ম বলি দিবেন? নিজেকে অপরাধী বলে ধরা দিবেন? কখনোই নয়! কখনোই নয়! কোন নবী পূর্বে কি তাই করেছেন? হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত লূত আলাইহিস সালাম, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেউ কি আগুনের ভয়ে, শত্রুর অত্যাচারে, সাগরের গভীর চাপে, কূপের অন্ধকারে থেকেও নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন? যদি তাই না হয়ে থাকে তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বা কেন শত্রুর সাথে মিতালি করবেন? **সত্যের সঙ্গে তো মিথ্যার আপোষ নেই।**

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সহচর, ভক্ত, জ্ঞানী-গুণী মুসলিমদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন বেঈমান কুরাঈশদের প্রহিত করতে হবে, কুরাঈশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে।

কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি অর্জিত হয় সে শক্তিবলে নগর উদ্ভাসিত হয়, ইঞ্জিন চলে। এই কয়লা থেকেই হীরকখন্ডের সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের হৃদয় বছরের পর বছর কয়লার মতো পুড়ে হীরকখন্ডের মতোই জ্বলছে। এর আলো উদ্ভাসিত করবে সারা বিশ্ব। এর শক্তিতে কম্পিত হবে অবিশ্বাসীদের প্রাণ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির করলেন পর্বতসম বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। কাঁটা বিছানো পথকে ফুল শয্যায় রূপান্তর করতে হবে। যারা সংগ্রামকে আশীর্বাদ মনে করে পথ চলে তারাই ধন্য। জুলুম অত্যাচার প্রতিহত করার জন্যে যুদ্ধ প্রয়োজন, যুদ্ধ অপরিহার্য।

জিহাদের বিধান ঃ

জিহাদের মূল হলো– আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় ধর্ম, ন্যায় এবং সত্যের পথে অথবা মজলুমের সাহায্যকল্পে নিজের শারীরিক শক্তি, অর্থ ও জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যয় করা। সাধারণ অবস্থায় জিহাদ 'ফরযে কিফায়া' অর্থাৎ দেশ ও ধর্মের শত্রুগণ যদি

অল্প সংখ্যায় ইসলামী রাজ্য আক্রমণ করে, তবে কিছু সংখ্যক মুসলমান তারা নিয়মিত বা অনিয়মিত যেমন যোদ্ধাই হোক, লড়াই করে শত্রুগণকে বিতাড়িত করে দিলেই সকল মুসলমানের দায়িত্ব সম্পন্ন হবে।

আর যদি ইসলামী রাজ্যের শত্রুগণ বিপুল সংখ্যায় ইসলামী রাজ্য আক্রমণ করে ইসলামী রাজ্যের অধিবাসীগণের ধন প্রাণ বিনাশ করতে থাকে, তখন জিহাদ করা 'ফরযে আইন' অর্থাৎ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের জন্য সে সময় শত্রুর সাথে লড়াই করা অপরিহার্য কর্তব্য।

শহীদগণের মর্যাদা ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ، بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হন তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, যদিও তোমরা তা বুঝনা।"– কুরআন (২ঃ১৫৪)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন, জীবিকা পেয়ে থাকেন।" – কুরআন (৩ঃ১৬৯)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ،
وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

"এবং ঐসব লোক যারা আল্লাহ্র পথে আপন ঘর-বাড়ি ছেড়েছে অতঃপর নিহত হয়েছে অথবা মারা গেছে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্র (প্রদত্ত) জীবিকা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যাকে তারা পছন্দ করবে; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানবান, সহনশীল।"– কুরআন (২২ঃ৫৮-৫৯)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ، وَمَنْ
يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

"সুতরাং তাদের আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করা উচিৎ, যারা পার্থিব জীবন বিক্রয় করে আখিরাতকে গ্রহণ করে এবং যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর নিহত হয় কিংবা বিজয়ী হয়, তবে অবিলম্বে আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করবো।"– কুরআন (৪ঃ৭৪)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"এবং নিশ্চয় যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো তবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।"– কুরআন (৩ঃ১৫৭)

শহীদগণ জীবিত ঃ

চল্লিশ বছর পরের ঘটনা। প্রবল বন্যার ফলে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আমর বিন যামুহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর লাশ বের হয়ে পড়লো। দেখা গেল, লাশ দুটি অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে, যেন কাল দাফন করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতটি সরানো মাত্র রক্ত বের হতে লাগলো। পুনরায় হাতটি যথাস্থানে রাখার পর রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওহুদের শহীদানের কবরস্থানের মধ্য দিয়ে একটি নহর খনন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে লোকদেরকে নিজ নিজ শহীদানের লাশ নিয়ে যেতে জানিয়ে দিলেন। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– আমরা লাশগুলো তুলে আনলাম। তা সম্পূর্ণ তাজা ছিল ও সুগন্ধি বিস্তার করছিল। স্থানান্তরিত করার সময় হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পায়ে একটি আঁচড় লাগে, ফলে রক্ত বের হয়। ঐ সমস্ত শহীদানের কবর হতে মেশকের খুশবু ছড়িয়ে পড়ছিল।

গনিমতের মাল বন্টন ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"যেই গনিমত প্রদান করেছেন আল্লাহ্ আপন রসূলকে নগরবাসীদের নিকট থেকে, তা আল্লাহ্‌ও রসূলের এবং নিকট-আত্মীয়দের এবং ইয়াতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের, যাতে তা তোমাদের ধনীদের সম্পদ না হয়ে যায় এবং যা কিছু তোমাদেরকে রসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় ও মহব্বত করো! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।"– কুরআন (৫৯ঃ৭)

সংঘটিত জিহাদ

গাযওয়া ও সারিয়া ঃ

জিহাদ করার ব্যাপারে যে সেনাবাহিনীর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন তাকে 'গাযওয়া' বলা হয়। আর যে বাহিনীর সাথে তিনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন না তাকে 'সারিয়া' বলা হয়। সারিয়াতে কোন সাহাবীকে আমীর

বা সেনাপ্রধান করে পাঠাতেন। আমীর বা সেনাপ্রধানের নামানুসারে কখনো গোত্র বা স্থান কিংবা দেশের নামানুসারে সারিয়ার নামকরণ করা হয়েছে।

সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে ২৮টি গাযওয়া, ৫৭টি সারিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৯টি গাযওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং সশরীরে জিহাদ করেছেন তা হলো– বদর, ওহুদ, বুআইসী, খন্দক, কুরাইযা, খায়বর, ফতেহ মক্কা, হুনাইন ও তায়েফ। অন্যদিকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৯টি গাযওয়ায় উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, মুসা ইবনে উকবা ও আবু মা'শার প্রমুখের মতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছেন এমন গাযওয়ার সংখ্যা ২৭টি।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়ত জীবনে শহীদের সংখ্যা ২৫৯ জন, আহত হন ১২৭ জন, বন্দী হন ১ জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। আর বিধর্মী নিহত হয় ৭৫৯ জন, বন্দী হয় ৬৫৬৪ জন।– ইবনে হিশাম

সীরাত বিশ্বকোষে বর্ণিত আছে যে, প্রধান গাযওয়ার সংখ্যা ছিল ০৭টি। যেমন– বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তাবুক। এ সকল গাযওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা ও আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন– বদর সম্পর্কে সূরা আল-ইমরান এর ১২১ নং আয়াত হতে প্রায় সূরার শেষ পর্যন্ত। খন্দক ও বনূ কুরায়যা সম্পর্কে সূরা আহযাব এর শুরুর অংশ। বনু নাযীর সম্পর্কে সূরা হাশর, হুদায়বিয়া এবং খায়বার সম্পর্কে সূরা ফাতহ। এ সূরায়ই পরবর্তী মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং সূরা নাসরেও এর উল্লেখ রয়েছে। তাবুক প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে সূরা তাওবায়।– সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ

এক নজরে গাযওয়াসমূহ

নং	গাযওয়ার নাম	স্থান	হিজরী সন
১	গাযওয়াতুল আবওয়া (যা ওয়াদ্দান নামেও পরিচিত)	ওয়াদ্দান	রমযান, ১ম হিজরী
২	গাযওয়া বুওয়াত	বুওয়াত	রবিউল আউয়াল ও রবিউস্ সানী, ২য় হিজরী
৩	গাযওয়া সাফওয়ান (যা প্রথম বদর নামেও পরিচিত)	বদরের কাছাকাছি	জামাদিউস্ সানী, রজব ও শা'বান, ২য় হিজরী
৪	গাযওয়া আল উশায়রাহ্	যুল-উশায়রাহ্	রবিউল আউয়াল, ২য় হিজরী

৫	গাযওয়া বদর আল কুবরা (প্রসিদ্ধতম বদর যুদ্ধ)	বদর প্রান্তর	রমযান, ২য় হিজরী
৬	গাযওয়া বানূ সুলায়ম (যা কারকারাতুল কুদর নামে পরিচিত)	কুদ্‌র ঝর্ণাধারার নিকটে	শাওয়াল, ২য় হিজরী
৭	গাযওয়া বনূ কায়নুকা	মদীনা শরীফ	শাওয়াল, ২য় হিজরী
৮	গাযওয়া আস-সাবীক (ছাতুর যুদ্ধ)	উরাইয	যিলহজ্জ বা যিলক্বদ, ২য় হিজরী
৯	গাযওয়া গাতফান (যা গাযওয়া যী আমর নামে পরিচিত)	-	মহররাম, ৩য় হিজরী
১০	গাযওয়া আল-ফুর	হিজাযের বুহরান	রবিউল আউয়াল, ৩য় হিজরী
১১	গাযওয়া ওহুদ	ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে	শাওয়াল, ৩য় হিজরী
১২	গাযওয়া হামরাউল আসাদ	হামরাউল আসাদ	শাওয়াল, ৩য় হিজরী
১৩	গাযওয়া বনু নাযীর	মদীনা শরীফের দক্ষিণ প্রান্তে	রবিউল আউয়াল, ৪র্থ হিজরী
১৪	গাযওয়া নজদ	নাজদ	রবিউস্ সানী ও জমাদিউল আউয়াল, ৪র্থ হিজরী
১৫	গাযওয়া বদর আখের (যা বদর ছুগড়া নামে পরিচিত)	বদর	যিলকাদাহ, ৪র্থ হিজরী
১৬	গাযওয়া দূমাতুল জানদাল	সিনিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দাল	রবিউল আউয়াল, ৫ম হিজরী
১৭	গাযওয়া খন্দক বা পরিখা যুদ্ধ বা আহযাব যুদ্ধ	মদীনা শরীফ	শাওয়াল ও যুল ক্বা'দাহ, ৫ম হিজরী
১৮	গাযওয়া বনূ কুরায়যা	মসজিদে নববী থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে	যিলক্বদ ও যিলহজ্জ, ৫ম হিজরী

১৯	গাযওয়া বনু লিহয়ান	মক্কা শরীফের সীমান্তে রাজী	জমাদিউল উলা, ৬ষ্ঠ হিজরী
২০	গাযওয়া বানুল মুসতালিক (যার অপর নাম আল-মুরায়সী)	মুরাইসী ঝর্ণার নিকট	শা'বান, ৫ম হিজরী/ শা'বান, ৬ষ্ঠ হিজরী
২১	গাযওয়া হুদায়বিয়া	মক্কা শরীফের অদূরে	যিলক্বদ, ৬ষ্ঠ হিজরী
২২	গাযওয়া যীকারাদ	যূ-কারাদা ঝর্ণা	মুহররম, ৭ম হিজরী
২৩	গাযওয়া খায়বার	খায়বর প্রান্তরে	মুহররম, ৭ম হিজরী
২৪	গাযওয়া ওয়াদিল ক্বোরা	খায়বরের ওয়াদিল ক্বোরা	মুহররম, ৭ম হিজরী
২৫	গাযওয়া যাতুর রিকা (যা গাযওয়া মুহারিব বা বনূ ছা'লাবা নামে অভিহিত)	নাজদের বনু গাত্বফান	মহররম, ৫ম হিজারী / রবিউল আউয়াল, ৭ম হিজরী
২৬	গাযওয়া আল-ফাতহ (মক্কা বিজয়)	মক্কা শরীফ	রমযান, ৮ম হিজরী
২৭	গাযওয়া হুনায়ন (হাওয়াযিন/ আওতাস)	হুনায়ন উপত্যকায়	শাওয়াল, ৮ম হিজরী
২৮	গাযওয়া তায়েফ	তায়েফ দুর্গ	শাওয়াল, ৮ম হিজরী
২৯	গাযওয়া তাবূক	তাবূক প্রান্তরে	রজব, ৯ম হিজরী

– ইবনে হিশাম, সুবুলুল হুদা, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিস ও সীরাত রচয়িতাগণ এই গাযওয়াগুলোর সময়কাল ও ক্রমবিন্যাসে কিছুটা পূর্বাপর করেছেন।

গাযওয়া সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা

১। গাযওয়া আল-আবওয়া

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে সর্বপ্রথম গাযওয়া হলো– 'গাযওয়া আল-আবওয়া'। আবওয়া নামক স্থানের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্যের সাথে মক্কা মুয়য্যামার ১৩ বছরের নবুয়তী জীবনে নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছেন। মদীনা শরীফে হিজরী ১ম বছরেই আল্লাহ্ জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"– কুরআন (২২ঃ৩৯)

ইমাম বুখারী (রঃ) ইবনে ইসহাকের সূত্রে বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি সর্বপ্রথম যে অভিযান পরিচালনা করেন তা হলো আবওয়া, এরপর বুওয়াত, অতঃপর উশায়রা।

পরিচিতি ঃ

আবওয়া নামক স্থানটি হলো– মক্কা ও মিনার পথে, জুহফা হতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে ২৩ মাইল দূরত্বে। এ পথে সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করতো। মূল অঞ্চল হলো– 'ফুরু' যেখানে মুমায়না গোত্র বসবাস করতো।

উল্লেখ্য যে, আবওয়ায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মায়ের কবর অবস্থিত। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে মদীনায় তাঁর পিতার কবর যিয়ারত করতে যান। সেখান হতে মক্কা শরীফে ফেরার পথে আবওয়ায় তাঁর মাতা ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ঃ

মক্কাবাসীদের অত্যাচার-নিপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে মক্কা শরীফ হতে মদীনা শরীফে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হিজরতের পর মদীনা শরীফে তাঁরা শান্তিতে বসবাস করতে পারলেন না। কারণ মক্কার জীবনে কাফিরদের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পরও মুসলমানদের সেখানকার স্বাভাবিক জীবন যাপন দেখে মক্কার কাফিররা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে এবং দ্বীন ইসলামের ক্রমোন্নতিতে তারা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। ফলে তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য মদীনায় সামরিক হামলা চালানোর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে এবং

প্রয়োজনীয় রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য সিরিয়ামুখী বাণিজ্যিক তৎপরতা জোরদার করে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন এই সকল সংবাদ আসতে থাকে, তখন কাফিরদের ষড়যন্ত্র হতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাঈশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ করার জন্য ৭০ জন মুহাজিরের একটি বাহিনী নিয়ে ১২ই সফর, ২য় হিজরী ওদদান পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। কোন সংঘর্ষও হয়নি।

এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বনু জামরাত গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ অভিযানে ১৫ দিন কাটানোর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সাদা রং এর পতাকা বহন করেছিলেন।

২। গাযওয়ায়ে বুওয়াত

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২য় হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে ২০০ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে অভিযানে বের হন। উমাইয়া ইবনু খালফের নেতৃত্বে ১০০ জনের কুরাঈশ কাফেলার গতিরোধ করা ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। মদীনা শরীফ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'বুওয়াত' নামক স্থান পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী পৌঁছেছিলেন, কিন্তু কোন সংঘর্ষ হয়নি। স্থানের নাম হিসেবে নামকরণ হলো– 'গাযওয়ায়ে বুওয়াত'। মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল সাদা, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পতাকাবাহী।

৩। গাযওয়ায়ে সাফওয়ান-বদরে উলা

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২য় হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে ৭০ জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে অভিযানে বের হলেন। এ যুদ্ধের কারন ছিল, কুবয ইবনু জারীর মুশরিকদের একটি বাহিনী নিয়ে মদীনার চারণ ভূমি হতে মুসলমানদের কিছু গবাদি পশু লুট করে নিয়ে যায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করেন। মুসলিম বাহিনী বদর প্রান্তরের কাছাকাছি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছেন।

শত্রুরা দ্রুত বেগে অগ্রসর হওয়ায় নাগালের বাইরে চলে যায়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। এ গাযওয়ার পতাকাবাহী ছিলেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আর পতাকা ছিল সাদা। অন্তরবর্তী সময়ে মদীনার দায়িত্বে ছিলেন হযরত জায়েদ বিন হারেছাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এটাই হলো মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে কুরাঈশদের প্রথম হামলা।

৪। গাযওয়ায়ে যিল উশাইরাহ্

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২য় হিজরী জমাদিউল উলায় ২০০ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে মূল্যবান রশদবাহী সিরিয়া অভিমুখী কুরাঈশ বাণিজ্য কাফেলার গতিরোধের জন্য বের হন। এ যুদ্ধে সাওয়ারী ছিল মাত্র ৩০টি উট। এ কারণে তারা পালাক্রমে সাওয়ার হতেন। এ কাফেলার সঙ্গে কুরাঈশদের বহু মূল্যবান মালপত্র ছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনীসহ যুল উশাইরাহ্ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তবে কুরাঈশগণ এর আগেই এ স্থান অতিক্রম করে চলে গেছে। যাত্রীদল রক্ষা পেয়ে ছিল বটে এর ফলেই বদর যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযানের দিনে মদীনার শাসনভারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন হযরত আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে। পতাকা ছিল সাদা আর পতাকাবাহী হলেন– হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৫। গাযওয়ায়ে বদর

সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কুরাঈশগণের মধ্যে ১৩ মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক দ্বিতীয় হিজরী সনের ১৭ই রমযানে বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়, এটাই বদর যুদ্ধ। 'বদর' মদীনা শরীফ হতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বদর নামে এক ব্যক্তি একটি কূপ খনন করে তার নাম রাখে 'বদর'। এরপর এ এলাকা 'বদর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ যুদ্ধ ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ। যুদ্ধের দিনটিকে 'ইয়াওমাল ফুরকান' তথা 'সত্য ও অসত্যের পার্থক্য নির্ণয়ের দিন' বলে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধ সত্য ও অসত্যের কষ্টিপাথর। ইসলামের বিজয় গৌরবের ভিত্তিই হলো বদর যুদ্ধ।

১। কুরআন শরীফে বদর যুদ্ধ ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ○ وَمَا جَعَلَهُ
اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

"যখন তোমরা আপন প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করেছিলেন (আর বলেছিলেন), আমি তোমাদের সাহায্যকারী হাজার হাজার সারিবদ্ধ ফিরিশতা দ্বারা। এবং এটাতো আল্লাহ্ কেবল তোমাদের খুশির জন্য করেছেন এবং এ জন্যও যে, তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে, আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহ্রই নিকট থেকে আসে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"– কুরআন (৮ঃ৯-১০)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ

"এবং এ বিজয় তো আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের মনে প্রশান্তির জন্য দান করেছেন। আর সাহায্য তো কেবল মাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"– কুরআন (৩ঃ১২৬)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاذْكُرُوْٓا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ أَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"এবং স্মরণ করো! যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, রাজ্যে দমিত অবস্থায়; আশঙ্কা করতে– লোকেরা তোমাদেরকে কখনো অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে কি-না, তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন এবং পবিত্র বস্তুসমূহ তোমাদেরকে জীবিকারূপে প্রদান করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"– কুরআন (৮ঃ২৬)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ

"এবং তাদেরই ন্যায় হবে না, যারা স্বীয় ঘর হতে বের হয়েছিল– দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত করতে; এবং তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।"– কুরআন (৮ঃ৪৭)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ، بَلٰٓى ۙ إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَأْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

"যখন, হে মাহবুব! আপনি মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে? হ্যাঁ। কেন হবে না! যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেজগারী অবলম্বন করো এবং কাফির ঐ মুহূর্তেই তোমাদের উপর হামলা করে বসে তখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার চিহ্নধারী ফিরিশতা প্রেরণ করবেন।"– কুরআন (৩ঃ১২৪-১২৫)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي
قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۚ

"যখন, হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতেন, 'আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা মুসলমানদেরকে অবিচলিত রাখো;' অনতিবিলম্বে, আমি কাফিরদের হৃদয়সমূহে ভয়-ভীতির সঞ্চার করবো, সুতরাং কাফিরদের গর্দান সমূহের উপর আঘাত করো এবং তাদের একেকটা জোড়ার উপর আঘাত করো।"– কুরআন (৮ঃ১২)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"অতঃপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং হে মাহবুব! সেই মাটি, যা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করেছেন এবং এ জন্য যে, মুসলমানদেরকে তা থেকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রোতা, জ্ঞাতা।"– কুরআন (৮ঃ১৭)

৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ○
الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ○

"হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা! মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তাহলে কাফিরদের এক সহস্রের উপর বিজয়ী হবে; এ জন্য যে, তারা বোধশক্তি রাখে না। এখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর থেকে ভার লাঘব করেছেন এবং তিনি অবগত আছেন যে, তোমরা দুর্বল। সুতরাং যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক সহস্র থাকে, তবে তারা দু'সহস্রের উপর বিজয়ী হবে– আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে; এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"– কুরআন (৮ঃ৬৫-৬৬)

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"এখন তাড়া করা হচ্ছে এ দলকে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।"– কুরআন (৫৪ঃ৪৫)

হাদীস শরীফে বদর যুদ্ধ ঃ

০১। حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ بَدْرٍ ثَلٰثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ بِعِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاوَزَوْا مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ –

হযরত আবু ইসহাক (রঃ) হতে হযরত বারা ইবনু 'আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তালূতের সঙ্গে যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য নদী অতিক্রম করেছিলেন, তাদের সমান। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশত দশের কিছু বেশি। ঈমানদার ছাড়া অন্য কোন লোকই তালূতের সঙ্গে নদী অতিক্রম করেনি।"– বুখারী শরীফ

০২। عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ فَجَاءَتْ اُمُّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّىْ فَاِنْ يَكُ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرْ وَاحْتَسِبْ وَاِنْ تَكُ الاُخْرٰى تَرٰى مَا اَصْنَعُ . فَقَالَ وَيْحَكِ اَوْ هَبِلْتِ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِىَ اِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَاِنَّهُ فِىْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ –

হযরত হুমাইদ (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছি যে, হারিসা (ইবনু সূরাকা) ছিল একজন কিশোর। সে বদর যুদ্ধে শহীদ হয়। তার মা নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হারিসা আমার কত প্রিয় তা আপনি নিশ্চয় জানেন। এখন বলুন, যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি সবর করবো এবং তার জন্য সওয়াবের কামনা করবো। আর যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে কান্নাকাটি করছি। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওহে! তুমি কি শোকে পাগলিনী হয়ে গেলে? আল্লাহ্ তা'য়ালা কি মাত্র একটি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। জান্নাত অনেক আছে। আর সে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।"– বুখারী শরীফ

০৩। নিহত কুরাঈশদের ৭০ জন নেতার লাশ কালীবে বদর গর্তে রাখা হয়। একদিন উক্ত গর্তের মুখে দাঁড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক লাশের নাম ধরে ধরে ডাকলেন এবং বললেন–

يَافُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ حَقًّا ؟
فَإِنِّيْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ اللّٰهُ حَقًّا-

"হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? আমার সাথে আল্লাহ্ যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমি সত্য পেয়েছি।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে আরও বলেন–

يَا اَهْلَ الْقَلِيْبِ بِئْسَ الْعَشِيْرَةُ كُنْتُمْ كَذَّبْتُمُوْنِيْ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ-

"হে গর্তবাসীগণ! তোমাদের বর্তমান জীবন কতই না নিকৃষ্ট। যখন অন্যান্য লোকেরা আমাকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করেছিল, তখন তোমরা আমাকে মিথ্যা মনে করতে।"

তিনি আরও বলেন–

مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ غَيْرَ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَرُدُّوْا شَيْئًا -

"আমি যা বলছি, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাচ্ছ না; কিন্তু কোন জবাব দেয়ার শক্তি এদের নেই।"– বুখারী শরীফ

বদর যুদ্ধের ঘটনা ঃ

মক্কার কাফির-মুশরিকগণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। মদীনায় ইসলামের প্রসার ও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে তারা শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি ধ্বংস করার জন্য কুরাঈশদের উদ্বেগই ছিল যুদ্ধের একমাত্র কারণ। বনু খাযরাজের আবদুল্লাহ্ বিন উবাই মদীনার শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হবার কথা ছিল। মদীনা সনদের কারণে তার বাসনা পূর্ণ হলো না, তাই সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত হয়। ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও ইহুদীরা বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে। মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত পথে নির্বিঘ্নে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ হারাতে পারে সেই আশঙ্কায় মক্কার লোকেরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া গমন করে। সেখানে বিক্রয় লব্দ অর্থ দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র খরিদ করে কাফেলা মক্কার পথে অগ্রসর হয়। তারা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছালে তাদেরকে আটক করার জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে আবেদন করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮৮ জন মুহাজির ও

২২৫ জন আনসার এর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে রাওহা নামক স্থানে পৌঁছেন। আবু সুফিয়ান এ সংবাদ পেয়ে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে নিরাপদে বিপদজ্জনক স্থান অতিক্রম করে চলে যায়। এদিকে আবু জাহিল ১০০০ লোকের বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তার কাফেলায় ছিল ৭০০ উট, ১০০ ঘোড়া ও প্রচুর রসদ। উক্ত বাহিনীতে ছিলেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, চাচাতো ভাই হযরত অকিল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত নওফেল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও জামাতা হযরত আবুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আবু জাহিলের দলের কথা জানিয়ে মোকাবেলার নির্দেশ দেন এবং বিজয়ের সুসংবাদও প্রদান করেন।

এ সময় শয়তান মানবরূপ ধারণ করে প্ররোচনা দিয়ে (৮ঃ৪৮) আবু জাহিল বাহনীকে বদর প্রান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছিল। যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন মুসলিম বাহিনীকে সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা পাঁচ হাজার ফিরিশতা পাঠান। এ দেখে শয়তান পলায়ন করে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে ময়দানের উত্তরাংশে উঁচু ভূমিতে তাবু ফেলেন। প্রথমতঃ মুসলমানদের মনে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দেয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন, ৭০ জন সরদারের নিহতের স্থান ও দেখিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকজন কাফিরের নাম ধরে ধরে তাদের নিহত হওয়ার স্থান দেখিয়েছিলেন বিজয়ের পর তাদেরকে চিহ্নিত স্থানেই নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। এতে সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ঈমান আরও মজবুত হলো। আবু জাহিলের অংশ ছিল নিম্নভূমিতে, তাদের পানির সুবিধা ছিল। আল্লাহ্র হুকুমে রাত্রে বৃষ্টি হলে উঁচু ভূমির বালু হলো শক্ত আর নিম্নভূমির মাটি হলো কর্দমাক্ত। মুসলিম সৈন্যগণের পানির প্রয়োজন মিটলো। ১৭ই রমযান যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করেন, আল্লাহ্ ফিরিশতাদের দিয়ে সাহায্য করেন (৮ঃ১২৩-১২৫)। সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বলেন– আমরা তরবারী দিয়ে আঘাত করার পূর্বেই কাফিরদের মস্তক দ্বিখন্ডিত হয়ে জমিনে পড়তো। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে হযরত ওবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মল্লযুদ্ধে এগিয়ে আসেন। হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক আঘাতেই শায়বাকে ধরাশায়ী করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অলীদকে দ্বিখন্ডিত করেন। হযরত ওবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওতবার

সাথে পেরে উঠছিলেন না, তখন হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওতবাকে আক্রমণ করেন এবং তাকে নিহত করলেন। এই ওতবার কন্যা হিন্দা ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল এবং অঙ্গচ্ছেদন করে গলায় মালা পড়েছিল।

মোয়াজ ও মোয়াওয়াজ দু'জন বালকের আগ্রহে অভিভূত হয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সেনা দলে গ্রহণ করেন। তাঁরা যুদ্ধ ময়দানে আবু জাহিলকে সন্ধান করে পেয়ে তার ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। আবু জাহিল মাটিতে পরে গেল, তাঁরা তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে আবু জাহিলের শিরচ্ছেদ করে ফেলেন। আবু জাহিলের পুত্র ইকরামার তরবারীর আঘাতে মোয়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর **একটি হাত দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু মুবারক দিয়ে খন্ডিত অংশ সংযুক্ত করে দিলেন। হযরত ওকাসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তরবারী ভেঙ্গে যায়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের শুকনো ডাল দিয়ে বললেন– তুমি এটা দিয়ে যুদ্ধ করো।** হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুজিযা, আল্লাহ্র কুদরতে খেজুরের ডাল ইস্পাতের তলোয়ারে পরিণত হলো। সুবহান আল্লাহ্

এ যুদ্ধের শুরুতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে شاهت الوجوه বলে ফুঁক দিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তা তাদের চোখে গিয়ে পড়ে, তারা দিশেহারা হয়ে যায় এবং দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটে। পরবর্তীতে কুরাঈশ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

যুদ্ধের ফলাফল ঃ

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে ১৪ জন শহীদ হন। তন্মধ্যে ৬ জন মোহাজির এবং আটজন আনসার। অপরপক্ষে কোরাঈশ বাহিনীর মধ্যে ৭০ জন নেতৃস্থানীয় লোক নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল আবু জাহিল, ওতবা, অলিদ, শায়বা প্রমুখ নেতা।

বন্দী ৭০ জনের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, বড় জামাতা হযরত আবুল আ'স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, চাচাতো ভাই হযরত আকিল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত নওফেল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই চারজন ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আপনজন। বদরের যুদ্ধে কুরাঈশরা পর্যুদস্ত হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে মাল-সম্পদ ও রসদপত্র এবং অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে তারা পলায়ন করে। তাদের মাল-সামান ও ইজ্জত আবরু ধূলায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। তাদের শোচনীয় পরাজয়ে ইসলামের বিজয় ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম একটি নতুন শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বদর দিবসকে 'ইয়াওমাল ফুরকান' তথা 'হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী দিবস' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে ব্যবহার ঃ

অসামান্য রণ-নৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিধর্মী কুরাঈশগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে ৭০ জন কুরাঈশ সৈন্য বন্দী হয়।

যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি উদার ও মধুর ব্যবহার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহানুভবতার পরিচায়ক। তিনি নির্দেশ দেন যে, প্রয়োজন মতো আহার, বস্ত্র, বাসস্থান যুদ্ধ-বন্দীদের প্রদান করতে হবে। মূইর বলেন, (যুদ্ধ বন্দীর জবানীতে) "মদীনাবাসীদের উপর আর্শীবাদ বর্ষিত হোক, তারা আমাদেরকে উট কিংবা ঘোড়ায় চড়তে দিয়ে নিজেরা হেঁটে চলতো। তারা নিজেদের সামান্য রুটিও নিজেরা না খেয়ে আমাদেরকে খেতে দিতো; নিজেরা খুরমা খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। মুক্তিপণ গ্রহণ করে কুরাঈশ বন্দীদেরকে মুক্তি প্রদান করা হতো। মাত্র চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। মুক্তিপণ দিতে অক্ষম হলে মুসলমানদের বিরোধিতা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান ও মুসলমান বালককে শিক্ষাদান করার অঙ্গীকার করে মুক্তি লাভ করতো।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ

বদরের যুদ্ধ ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয়। এটা বিশাল বাহিনীর উপর স্বল্প সংখ্যক মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেছে। এরপর মদীনাবাসী দলে দলে ইসলামের ছায়া তলে আসেন। এ বিজয়ের পর ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সূচনা হয়। এ যুদ্ধাভিযান হলো অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর ও অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংঘর্ষ। ইসলাম যে আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত ধর্ম, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যিই আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল, আল্লাহই যে, মুসলিমদের সহায় এবং বিজয় যে শুধু ধনবল, জনবল ও অস্ত্র-শস্ত্রের উপর নির্ভর করে না বরং আল্লাহ্র সাহায্যই যে সকল বিজয়ের মূল, এ বিশ্বাস বদর বিজয়ের সকলের মনে বদ্ধমূল হলো।

বদর যুদ্ধ থেকে যা পেলাম ঃ

মানব জীবনে তথা যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয় ও পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যার স্বল্পতার উপর নির্ভরশীল নয় বরং শুধু আল্লাহ্ তা'য়ালার দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে।

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللهِ

"আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশ ও রহমতে বহু ক্ষুদ্র দল বহু বিরাট বিরাট দলের উপর জয় লাভ করেছে।"– কুরআন (২ঃ২৪৯)

০২। যেই দল কর্তব্যের অনুভূতির সাথে সাথে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়, তারা কখনো বিফল মনোরথ হয় না এবং পরিণামে সাফল্য তাদেরই করায়ত্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্যের পয়গাম ও প্রতিশ্রুতি সে-ই দলের প্রাপ্ত।

০৩। যদি অন্তরে ইখলাস এবং সত্যাগ্রহের আবেগ বিদ্যমান থাকে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশের সম্মুখে মস্তক অবনত থাকে, তবে পার্থিব কারণ হিসাবে মানবিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের তরফ হতে ভয় ও শঙ্কা দোষণীয় নয়। এবং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে দৃঢ়তা ও ধৈর্য প্রদান করেন।

০৪। 'ধৈর্য ও সহিষ্ণু' এমন সুস্বাদু ফল, যার মিষ্টতা ইহ-পরকাল উভয় কালেই স্বাদ, শান্তি, উন্নত মর্যাদা এবং সৌভাগ্য দান করে থাকে। যেমন- বদরের যুদ্ধ জ্বলন্ত প্রমাণ।

০৫। বাতেল ও মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সত্য ও সততার পতাকাবাহী দল পার্থিব উপকরণের দিক হতে যত অধিক নিঃসহায় হয়, আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্য ও সংরক্ষণ ততোধিক অলৌকিক শক্তি প্রকাশে সত্যের সহযোগী হয়ে থাকে এবং মিথ্যাকে বিফল মনোরথ করে দিয়ে সত্যকে সফল করে থাকে। যেমন বদরের ক্ষেত্রে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ, আল্লাহ্ তা'য়ালার ফিরিশতা আগমন, মুসলমানদের দৃষ্টি মুশরিকদের বিশাল সেনাবাহিনী অল্পসংখ্যক দৃষ্ট হওয়া, আর মুশরিকদের দৃষ্টিতে অল্পসংখ্যক মুসলিম বাহিনীকে অধিক সংখ্যক দেখা, এ সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার আল্লাহ্ তা'য়ালারই ইচ্ছা।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহুতা'য়ালা আনহুম)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮৮ জন মুহাজির ও ২২৫ জন আনসার এর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী নিয়ে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে যে সকল সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নাম বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের নাম নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১। নবী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল হাশেমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২। হযরত ইয়াস ইবনে বুকাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩। হযরত আবু বকর কুরাঈশীর আজাদকৃত গোলাম বিলাল ইবনে রাবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪। হযরত হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল হাশেমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৫। কুরাঈশদের বন্ধু হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতা'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৬। হযরত আবু হুজাইফা ইবনে উতবাহ্ ইবনে রবীয়াহ্ কুরাঈশী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৭। হযরত হারিছা ইবনে রবী' আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তাঁকে হারিছা ইবনে সুরাকা বলা হয়, তিনি দেখার জন্য গিয়েছিলেন)।

৮। হযরত খুবাইব ইবনে আদী আল-আনসারী।

৯। হযরত খুনাইস ইবনে হুজাইফা সাহমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১০ হযরত রিফা'য়াহ্ ইবনে রাফি আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১১। হযরত রিফা'আহ ইবনে আবদুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১২। হযরত আবু লুবাবা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৩। হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম কুরাঈশী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৪। হযরত জাইদ ইবনে সাহ্ল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৫। হযরত আবু ত্বলহা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৬। হযরত আবু জাইদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৭। হযরত সা'দ ইবনে মালিক জুহরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৮। হযরত সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু নুফাইল কুরাঈশী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

১৯। হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২০। হযরত জুহাইর ইবনে রাফি' আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২১। হযরত মুজহির ইবনে রাফি' আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ হুজালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৪। হযরত উতবাহ্ ইবনে মাস'উদ হুজালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৫। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জুহরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৬। হযরত উবাইদাহ্ ইবনুল হারিছ কুরাঈশী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৭। হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৮। হযরত ওমার ইবনুল খাত্তাব আদাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২৯। হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান কুরাঈশী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখাশুনার জন্য মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গনিমতের মালে তাঁকে অংশ দিয়েছিলেন)।

৩০। হযরত আলী ইবনে আবী ত্বলিব হাশিমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩১। হযরত আমির ইবনুল লুওয়াই গোত্রের আমর ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩২। হযরত উকবাহ্ ইবনে আমর আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৩। হযরত আমির ইবনে রবী'আ আনাযী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৪। হযরত আসিম ইবনে সাবিত আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৫। হযরত উয়াইম ইবনে সা'ইদা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৬। হযরত ইতবান ইবনে মালিক আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৭। হযরত কুদামাহ্ ইবনে মাজউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৮। হযরত ক্বাতাদাহ্ ইবনে নু'মান আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৩৯। হযরত মু'আয ইবনে আমর জামুহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪০। হযরত মু'আরিজ ইবনে আফরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪১। হযরত মু'আয ইবনে আফরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪২। হযরত মালিক ইবনে রবী'আ আবু উসাইদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪৩। হযরত মুরারা ইবনে রাবী আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪৪। হযরত মা'ন ইবনে আ'দী আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪৫। হযরত মিসতাহ্ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪৬। জুহরা গোত্রের মিত্র হযরত মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

৪৭। হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলেন–

১।	হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	মুহাজির
২।	হযরত ওমাইর বিন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	মুহাজির
৩।	হযরত যুশ শিমালাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	মুহাজির
৪।	হযরত আকিল বিন সালিহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	মুহাজির
৫।	হযরত মাহজা বিন সালিহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু [হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আজাদকৃত দাস]	-	
৬।	হযরত সাফওয়ান বিন বাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	মুহাজির
৭।	হযরত সাদ বিন খায়ছামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
৮।	হযরত মুবাশ্বর বিন আবদুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
৯।	হযরত উমায়র ইবনুল হুমাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
১০।	হযরত ইয়াজিদ বিন হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
১১।	হযরত রাফি বিন মুআল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
১২।	হযরত হারিছা বিন সুরাকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
১৩।	হযরত আওফ নি হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার
১৪।	হযরত মুআবিয বিন হারিছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	-	আনসার

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

৬। গাযওয়ায়ে আলকাদর বনু সুলায়ম

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের ৬ষ্ঠ যুদ্ধ হলো– 'গাযওয়ায়ে বনু সুলায়ম'। তিনি বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনা মুনাওয়ারায় সাতদিনের বেশি অবস্থান করেননি। এমন সময় সংবাদ পেলেন যে, বনু সুলায়ম সম্প্রদায় মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন এটাই সমীচীন মনে করা হলো যে, অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা উচিত। অতএব, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিবা' ইবনে উরফাতা গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে (কোন কোন রিওয়ায়ত অনুযায়ী ইবনে মাকতূম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে) মদীনায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে স্বয়ং আল-কাদরে গিয়ে পৌঁছেন। আল-কাদর ছিল বনু সুলায়মের সমবেত হওয়ার স্থান। তারা যখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন সংবাদ পেল, তখন তাঁর মোকাবেলা না করে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন পর্যন্ত আল-কাদরে অবস্থান করেন। এরপর মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন।

৭। গাযওয়ায়ে বনু কায়নুকা

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বনু কায়নুকার অভিযান সংঘটিত হয়েছিল ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে। বনু কায়নুকা হলো ইয়াহুদীদের প্রথম দল যারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বদর ও ওহুদ যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ করে।

বনু-কায়নুকার ঘটনা ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কায়নুকাদেরকে তাদের বাজারে সমবেত করে বললেন– "হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় করো, কুরাঈশদের মতো তোমাদের উপরও যেন শাস্তি না আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তোমাদের জানা রয়েছে, আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত নবী, এর প্রমাণ তোমাদের কিতাবেও পাবে আর আল্লাহ্ও তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।"

তারা বললো– " হে মুহাম্মাদ! তুমি ভেবেছো আমরাও তোমার সম্প্রদায়ের মতো! তুমি ধোঁকায় পড়ো না। তুমি এমন সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলা করেছো, যাদের যুদ্ধ সম্পর্কে আদৌ জ্ঞান নেই।"

নিম্নের আয়াতে কারীমা তাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়–

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ
يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ، وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ، اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّاُولِي الْاَبْصَارِ

"যারা কুফরী করে তাদেরকে বলে দিন, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। আর সেটি কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। দু'দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করছিল আর অন্যদল কাফির ছিল। ওরা তাদেরকে বাহ্যদৃষ্টিতে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।"– কুরআন (৩ঃ১২-১৩)

বনু কায়নুকা যুদ্ধের পটভূমি প্রসঙ্গে এ ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে যে, আরবের জনৈক মহিলা কিছু পণ্য নিয়ে বনু কায়নুকার বাজারে তা বিক্রি করলো। তারপর সেখানে এক স্বর্ণকারের কাছে বসে পড়লো। তারা মহিলাকে তার চেহারা খুলতে বললো। মহিলা তাতে অসম্মত হলে স্বর্ণকার মহিলার কাপড়ের এক কোণ তার পিছনে দিকে বেঁধে দিল। ফলে মহিলা উঠার সময় তার কাপড় উঠে গেল। এ কাণ্ড দেখে সকলে হাসতে লাগলো। মহিলা চিৎকার করে উঠলো। তখন জনৈক মুসলমান স্বর্ণকারের উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেললো। লোকটি ছিল ইহুদী। তাই ইহুদীরা মুসলমান লোকটির উপর চড়াও হয়ে তাকে শহীদ করে দিল। মুসলমান ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন ইহুদীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য অন্যান্য মুসলমানদের কাছে সাহায্য চাইলো, আর মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এখান থেকেই তাদের মাঝে ও বনূ কায়নুকার মাঝে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে।

ইবনে ইসহাক বলেন– আমাকে আসিম ইবনে আমর ইবনে কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন যে, তারপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করলেন। এ অবরোধ কাল ছিল ১৫ দিন। ফলে, তারা তাঁর কথা মানতে বাধ্য হলো।

যখন এ সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধীনস্থ করে দিলেন তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো– হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন। তারা খাযরাজ গোত্রের মিত্র। বর্ণনাকারী বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিতে বিলম্ব করলেন। সে পুনরায় বললো– 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভাল ব্যবহার করুন। বর্ণনাকারী বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তখন সে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লৌহবর্মের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমাকে যেতে দাও এবং তার আচরণে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন নারাজ হলেন যে, লোকেরা তাঁর চেহারা ছায়ার মতো দেখতে পেল। তিনি পুনরায় বললেন, 'দুর্ভাগ্য তোমার! আমাকে যেতে দাও। সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে যেতে দিবো না। যতক্ষণ না আপনি আমার বন্ধুদের ব্যাপারে ভালো ব্যবহার করেন। চারশত নিরস্ত্র ও তিনশত সশস্ত্র স্বাধীন ও গোলাম (অথবা চারশত নিরস্ত্র আর তিনশত সশস্ত্র

সুযোগে দুর্যোগে) আমার হিফাযত করেছে, আর আপনি এক সকালেই তাদেরকে শেষ করে দিবেন? আল্লাহ্‌র কসম! দুর্দিনের ভয় পাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন– হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– '(যাও) তারা তোমার জন্য মুক্ত।'

ইহুদী ও নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বনু আওফের হযরত উবাদা বিন সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসলেন। বনু কায়নুকা গোত্র যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তাদের পক্ষ অবলম্বন করলো।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ؕ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"হে মু'মিনগণ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। "– কুরআন (৫ঃ৫১)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও তার উক্তি– "আমি দুর্দিনের ভয় করছি"–

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا
دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا
فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ؕ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ

"আর যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদের ব্যাপারে দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলছে, আমাদের আশঙ্কা হয় আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। হয়তো আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ হতে দান করবেন বিজয় কিংবা এমন কিছু, যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল, তার জন্য তারা অনুতপ্ত হবে। এবং মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহ্‌র নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল।"– কুরআন (৫ঃ৫২-৫৩)

এরপর পূর্ণ ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্,তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ-যারা বিনীত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।"– কুরআন (৫ঃ৫৫)

বনু কায়নুকার সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর যেভাবে মিত্রতা ছিল হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথেও সে রকম মিত্রতাই ছিল। বনু কায়নুকা যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো তখন হযরত উবাদা বিন সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে তাদের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘোষণা করলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও ঈমানদারগণকে ভালোবাসি এবং এসব কাফিরদের বন্ধুত্ব ও মিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

হযরত উবাদা বিন সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘোষণায় আল্লাহ্ তা'য়ালা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন–

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ع

"কেউ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হবে।"– কুরআন (৫ঃ৫৬)

৮। গাযওয়ায়ে আস-সাবীক-ছাতুর যুদ্ধ

সময় ঃ হিজরী ২য় বর্ষে যিলহজ্জ মাসে মতান্তরে যিলক্বদ মাসের ০৫ তারিখ রবিবার গাযওয়ায়ে সাবীক অভিযানটি পরিচালিত হয়।

নামকরণ ঃ সাবীক অর্থ ছাতু। আবূ সুফিয়ান ও তার অনুচরগণ যে সকল রসদপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তার অধিকাংশই ছিল ছাতু। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুজাহিদদের আগমন বার্তা শ্রবণে দ্রুত পলায়ন করার সুবিধার্থে বোঝা হালকা করা এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তারা তাদের ছাতুর বস্তা ফেলে যায়। মুসলমানরা শত্রুদেরকে না পেয়ে ঐ ছাতু নিজেদের অধিকারে আনেন। এ কারণেই এই যুদ্ধ ইতিহাসে গাযওয়া সাবীক বা ছাতু যুদ্ধ নামে অভিহিত।

আবু সুফিয়ান বদর থেকে মক্কা মুকাররমা পৌঁছার পর এই মর্মে শপথ নিয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বদরে নিহত কুরাঈশদের প্রতিশোধ না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত না অপবিত্রতার গোসল করবে, আর না মাথায় তেল দিবে। সে যতশীঘ্র সম্ভব এই প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ২০০ উষ্ট্রারোহী নিয়ে রওয়ানা হয় এবং মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ১০ মাইল দূরবর্তী কোন একটি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। সে তার বাহিনীকে সেখানে রেখে স্বয়ং মদীনায় গিয়ে বনু নযীর গোত্রের হুয়াই ইবনে আখতাবের দরজায় করাঘাত করে। কিন্তু কোন সাড়া পায়নি। এরপর সে সাল্লাম ইবনে মিখকামের ঘরে যায়। সাল্লাম ছিল বনু নযীরের সর্দার এবং কোষাধ্যক্ষ। সে আবু সুফিয়ানের সামনে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ খাবার পরিবেশন করে। আবু সুফিয়ান খাবার খায়, মদ্যপান করে এবং সাল্লামের কাছ থেকে সকল গোপন তথ্য সংগ্রহ করে আপন সঙ্গীদের কাছে যায় এবং তাদের নিয়ে উরায়যের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়। উরায়য মদীনা শরীফের তিন মাইল উত্তরে

কানাতের নিকটবর্তী একটি স্থান। আবূ সুফিয়ান সেখানে কিছু গাছপালা পুড়িয়ে দেয়, জনৈক আনসারী আপন ক্ষেতের মধ্যে শুয়ে ছিলেন, তাঁকে এবং তাঁর একজন মিত্রকে হত্যা করে, এরপর ঘাসের কয়েকটি স্তুপ এবং খড়ের তৈরি কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এভাবে সে তার ধারণা অনুসারে শপথ পূরণ করে সেখান থেকে মক্কা অভিমুখে দ্রুত পালিয়ে যায়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আকস্মিক হামলার খবর পাওয়ার সাথে সাথে আবু লুবাবা বশীর ইবনে আবদুল মুনযির মদীনা মুনাওয়ারায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করে আবু সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনে বের হন এবং কারকারাতুল কাদ্‌র পর্যন্ত এগিয়ে যান। কিন্তু আবু সুফিয়ানের নাগাল পাওয়া যায়নি।

মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা শরীফে ফিরে আসার পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) জিজ্ঞাসা করলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি মনে করেন, এই অভিযানটি জিহাদ হিসাবে গণ্য হবে? তিনি বললেন– হ্যাঁ।– ইবনে কাছীর

৯। গাযওয়ায়ে গাতফান-যী আমর

গাযওয়া-ই-সাবীক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরী ২য় সনের যিলহজ্জ এবং হিজরী ৩য় সনের মুহাররম এই দু'মাস মদীনা শরীফে অতিবাহিত করেন। এরপর সংবাদ পান যে, মদীনা শরীফ আক্রমণের জন্য উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা দিয়ারে গাতফানে অবস্থিত যী-আমরে বিরাট বাহিনী নিয়ে জড়ো হচ্ছে। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে হিজরী ৩য় সনের সফর মাসের প্রথম দিকে (আগস্ট ৬২৪ খ্রিঃ) সাড়ে চারশত সৈন্য নিয়ে তিনি দিয়ারে গাতফান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ঐ অঞ্চলে সম্পূর্ণ সফর মাস (২২ আগস্ট থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ৬২৪ খ্রিঃ) কাটিয়ে দেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি। কেননা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন পাহাড় অভিমুখে পালিয়ে যায়। এ সময় হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনা শরীফের দায়িত্বে ছিলেন।

প্রিয় নবী রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঘাঁটি এলাকায় পৌঁছে যী-আমর নামক ঝর্ণার পাশে অবস্থান করেন।

১০। গাযওয়ায়ে বাহরাইন-আল-ফুর

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরী ৩য় সনের রবিউল আউয়াল মাস মদীনা মুনাওয়ারায় অতিবাহিত করেন। এরপর মক্কার কুরাঈশদের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হন। হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মদীনা মুনাওয়ারায় আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। মদীনা শরীফ

থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি বাহরাইনে গিয়ে পৌঁছেন। ফারআ জেলায় অবস্থিত বাহরাইন ছিল হিজাযের পাথর খনি। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় একশত মাইল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আখির এবং জামাদিউল আউয়াল, হিজরী ৩য় সনে ঐ অঞ্চলেই কাটিয়ে দেন কিন্তু কোন যুদ্ধ হয়নি।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

১১। গাযওয়ায়ে ওহুদ

ওহুদ মদীনা শরীফের অদূরবর্তী একটি পাহাড়। ২৩শে মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক তৃতীয় হিজরী সনের ১১ বা ১৪ই শাওয়াল তারিখে মক্কার কুরাঈশদের সাথে মুসলমানদের এ স্থানে কঠিন যুদ্ধ হয়। ওহুদ পাহাড় সংশ্লিষ্ট বিধায় এ যুদ্ধ ওহুদ যুদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ।

কুরআন শরীফে ওহুদ যুদ্ধ ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

"এবং ঐ মুসিবত, যা তোমাদের উপর এসেছে যেদিন উভয় সৈন্যদল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলো, তা আল্লাহ্র নির্দেশে ছিলো। আর এজন্য যে, পরিচয় করিয়ে দিবেন ঈমানদারদের।"– কুরআন (৩ঃ১৬৬)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ
فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْٓ
اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ اَصَابَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেই দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশক্রমে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে, এমনকি যখন তোমরা ভীরুতা প্রকাশ করেছিলে এবং হুকুমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে আর আদেশ অমান্য করেছিলে এরপর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দেখিয়েছেন তোমাদের আনন্দের বস্তু তোমাদেরই মধ্যে। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চাইতো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আখিরাত কামনা করতো; অতঃপর তোমাদের মুখ তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে

দিয়েছেন– তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন; এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহশীল। যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না আর অপর দলের মধ্য থেকে আমার রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন; অতঃপর তোমাদেরকে দুঃখের পরিবর্তে দুঃখ দিয়েছেন; আর ক্ষমার বার্তা এ জন্যই শুনিয়েছেন যেন যা হাতছাড়া হয়েছে ও যে বিপদ এসে পড়েছে তজ্জন্য (তোমরা) দুঃখ বোধ না করো এবং তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।"– কুরআন (৩ঃ১৫২-১৫৩)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

"এবং স্মরণ করুন হে মাহবুব! যখন আপনি প্রত্যুষ্যে আপনার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদের বিন্যস্ত করছিলেন এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।"– কুরআন (৩ঃ১২১)

০৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَائِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

"এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো একজন রসূল। তাঁর পূর্বে আরো রসূল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করবে না এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দেবেন।"– কুরআন (৩ঃ১৪৪)

০৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ ۙ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

"এবং কতো নবীই জিহাদ করেছেন, তাদের সাথে অনেক আল্লাহ্ওয়ালা ছিলেন। তারা এতে হীনবল হয়ে পড়েননি ঐসব মুসিবতের দরুন, যেগুলো আল্লাহ্র পথে তাদের নিকট পৌঁছেছিলো; এবং না দুর্বল হয়েছে এবং না দমিত হয়েছে। এবং ধৈর্যশীলগণ আল্লাহ্র নিকট প্রিয়ভাজন।"– কুরআন (৩ঃ১৪৬)

০৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

"যদি তোমাদের নিকট কোন কষ্ট পৌঁছে, তবে তারাওতো অনুরূপ পেয়েছিলো এবং এ দিনগুলো হলো এমনই যে, সেগুলোতে আমি মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমিক আবর্তন রেখেছি এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেবেন ঈমানদারদের। আর তোমাদের

মধ্য থেকে কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন; এবং আল্লাহ্ ভালোবাসেন না অত্যাচারীদেরকে।"– কুরআন (৩ঃ১৪০)

০৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ

"এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না; বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন, জীবিকা প্রাপ্ত হন।"– কুরআন (৩ঃ১৬৯)

হাদীস শরীফে ওহুদ যুদ্ধ ঃ

০১। حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّيْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। (তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে) 'ওহুদ পর্বত' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন, এ পর্বত আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও তাকে ভালোবাসি। হে আল্লাহ্! ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন। আমিও দু'টি কংকরময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনা) হারাম ঘোষণা করলাম।"– বুখারী শরীফ

০২। حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ السَّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ نَثَلَ لِيَ النَّبِيُّ (ص) كِنَانَتَهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ اَرْمِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ ـ

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,ওহুদের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সামনে তীরদান খুলে দিয়ে বললেন (হে সা'দ!) তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! তুমি তীর চালাতে থাকো।"– বুখারী শরীফ

০৩। حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقٰى بِهَا النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ ـ

হযরত কাইস ইবনে আবী হাযিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঘাতের কারণে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাত অবশ দেখেছি। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এ হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করেছিলেন।"– বুখারী শরীফ

০৪। حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اَدَاةُ الْحَرْبِ۔

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (যুদ্ধ ক্ষেত্রে) বলেছিলেন, এইতো জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে এসে পৌঁছেছেন।"– বুখারী শরীফ

০৫। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَلٰى قَتْلٰى اُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْاَحْيَاءِ وَالْاَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : اِنِّيْ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَاَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَاِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّيْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا وَاِنِّيْ لَسْتُ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّيْ اَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوْهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص)۔

হযরত উকবাহ্ ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের আট বছর পর কোন এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ যুদ্ধে শহীদদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে এমনভাবে দু'আ করলেন, যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দু'আ করে থাকেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি (মসজিদে নববীর) মিম্বারে উঠে বললেন, আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি। তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপর আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হাউজে কাওসারের প্রান্তে হবে। আমি এস্থান থেকে হাউজে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা করছি না যে, আমার পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে; বরং আমার আশঙ্কা হচ্ছে, **তোমরা দুনিয়ার আরাম আয়েশের প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়বে।** উকবাহ্ ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এ দেখাই ছিল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমার শেষ বারের মতো দেখা।"– বুখারী শরীফ

০৬। حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (ص) يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا؟ قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ۔

হযরত আমর ইবনে দীনার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আমি যদি শহীদ হই, তাহলে আমার অবস্থান কোথায় হবে বলে আপনি মনে করেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি জান্নাতে থাকবে। এ কথা শুনে সে তার হাতের খেজুরগুলো, দূরে ছুঁড়ে ফেলে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করতে করতে অবশেষে শহীদ হয়ে গেল।"– বুখারী শরীফ

০৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের ভাইগণ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের রূহগুলোর জন্য সবুজ পাখির দেহ কাঠামো দান করেন, তারা জান্নাতের নহরসমূহের উপর উড়ে বেড়ায়, জান্নাতী ফলমূল আহার করে, সোনালী প্রদীপসমূহ, যেগুলো আরশের নিচে ঝুলানো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অবস্থান করে, তারা পানাহার ও অবস্থানের জন্য পবিত্র ও আরামদায়ক ব্যবস্থা লাভ করেছে, তখন তারা বললো, 'আমাদের ভাইদেরকে এ খবর-কে দেবে যে, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি? যাতে তারা জান্নাত অর্জনের ক্ষেত্রে অনাসক্ত না হয় এবং জিহাদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থাকে।' আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমি তাদেরকে তোমাদের খবর পৌঁছাবো।' অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাজিল করেন।– আবু দাঊদ শরীফ

কুরাঈশদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ঃ

কুরাঈশ বাহিনীর সিপাহশালার হলো আবু সুফিয়ান। খালেদ বিন ওয়ালিদকে সাহায্যকারী ঘোড় সওয়ার বাহিনীর নেতৃত্বে দেয়া হলো। ইকরামা ইবনে আবু জাহেলকে তার সহকারী নিযুক্ত করলো। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বনি আবদুদ্ দার গোত্রের কাছে পতাকা অর্পণ করা হলো। সেনা দলে ছিল ৩০০০ সশস্ত্র সৈন্য, ৩০০ উষ্ট্রারোহী, ২০০ অশ্বারোহী, ৭০০ লৌহবর্ম, অগণিত ঢাল-তলোয়ার। তাদের সাথে ছিল যথেষ্ট পরিমাণ রসদপত্র।

মুসলিম বাহিনী ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০০ জন বর্মধারী, ৫০ জন তীরন্দাজসহ ১০০০ মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ৩০০ জন অনুচরসহ পলায়ন করে। শেষ পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০০ জনের বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

যুদ্ধের ঘটনা ঃ

বদরের যুদ্ধে পরাজয়ের লাঞ্চনা, অবমাননার প্রতিশোধ ও গ্লানি মুছে ফেলার জন্য কুরাঈশগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো। মহিলারা পুরুষদেরকে ধিক্কার দিতে লাগলো। আবু সুফিয়ান মদীনা আক্রমণের জন্য ২০০ কুরাঈশ বাহিনী নিয়ে মদীনার তিন মাইল অদূরে 'ওরাইজ' নামক স্থানে পৌঁছে একজন আনসার মুসলমানকে শহীদ করে এবং খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২০০ সাহাবী নিয়ে আবু সুফিয়ানকে ধাওয়া করলে সে বাহিনী নিয়ে পালিয়ে যায়। রাস্তায় গমের বস্তা ফেলতে ফেলতে যায় বলে এ যুদ্ধের নাম হলো ছাতিক। বদর ও ছাতিক যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করলো প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত সে নারী ও তেল স্পর্শ করবে না। এ দিকে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা চুক্তি শর্ত ভঙ্গ করে

গোপনে মক্কায় এসে আবু সুফিয়ানকে উত্তেজিত করে তুলে এবং তারা সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দেয়।

লোকদেরকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে আমর জাহমী ও মাসামেকে কবি নিযুক্ত করলো। ঘরে ঘরে যুদ্ধের সাজ সাজ রব। রমণীকূলের মনে পর্যন্ত দুর্বার শোনিত তৃষ্ণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ওহাবের কন্যা আমীর মুয়াবিয়ার মাতা, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা, আবু জাহেলের পুত্র ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম, খালেদ বিন ওয়ালিদের ভগ্নি ফাতেমা, মাসউদ সাকাফীর কন্যা ও সাফওয়ানের স্ত্রী বারজা মোট ১৫ জন সম্ভ্রান্ত মহিলা যুদ্ধে যোগদান করেছিলো। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সকল বিবরণ লিখে কাসেদ মারফত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানালেন। পত্র পেয়ে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মুনেস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে শত্রুর গতিবিধি জানার জন্য পাঠালেন। তাঁরা এসে বললেন– "কুরাঈশ বাহিনী মদীনার যিলহোলায়ফাতে শিবির স্থাপন করেছে এবং তাদের পশুগুলো চারণ ক্ষেত্র তৃণশূন্য করেছে।" অত্র বর্ণনায় শত্রু বাহিনী ওহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছে। এ সকল সংবাদে মদীনায় পাহারা নিযুক্ত হলো।

হযরত সা'দ বিন মুয়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উসাইদ বিন হোযাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ বিন ওবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরা মুবারকের দরজায় রাত্রি কাটালেন।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সাথে পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-কেও ডাকা হয়েছিল। অধিকাংশ আনসার এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর প্রস্তাব ছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করবেন। যখন কাফিররা এখানে আসবে তখন তাদের মোকাবিলা করা হবে। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এটাই ইচ্ছা ছিলো। কোন কোন সাহাবীর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) প্রস্তাব ছিলো মদীনা তৈয়্যবার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক। তারা বারবারই এ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা মুবারকে তাশরীফ নিলেন, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে তাশরীফ আনলেন। এ সময় হযরত সা'দ ইবনে মা'য রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত উসাইদ ইবনে খুজাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বললেন– 'আপনারা প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জোর করে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য বাধ্য করছেন, বিষয়টি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছেড়ে দিন।' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে ঐ সকল সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) লজ্জিত হলেন এবং আরজ করলেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে পরামর্শ দেয়া আমাদের অপরাধ,

আমাদেরকে ক্ষমা করুন আর যা আপনার বরকতময় মর্জি হয় তাই করুন।' হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য শোভা পায় না।'

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হলেন। রণক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ ছিলো, সেদিক থেকে শত্রুরা হামলা করতে পারে এ আশঙ্কায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ৫০ জন তীরন্দাজসহ** সেখানে নিযুক্ত করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিলেন– 'যুদ্ধের জয় পরাজয়ের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কোন অবস্থাতেই যেন তারা নিজ নিজ স্থান ত্যাগ না করেন। আমাদের পেছনের দিক তোমরা হিফাজত করবে। যদি দেখো যে, আমরা শহীদ হয়েছি তবুও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসো না। যদিও দেখ, আমরা গণিমতের মাল আহরণ করছি তবুও আমাদের সাথে অংশ নিবে না, তোমরা নিজ স্থানে থাকবে।'

এদিকে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিকের নেতৃত্বের মসনদ হারালো, সেই ক্ষোভে গোপনে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে লাগলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুদ্ধ প্রসঙ্গে পরামর্শ সভায় মদীনা শরীফে অবস্থান করেই যুদ্ধ করার জন্য সে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। স্বীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার অজুহাতে ক্ষুব্ধ হয়ে পথিমধ্যে তার অনুগত সৈন্যসহ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ত্যাগ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো।

রণক্ষেত্রে অবতরণের পূর্বে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ খুৎবা প্রদান করেন– " যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রোজ কিয়ামতের উপর ঈমান এনেছে, জিহাদে উপস্থিত হওয়া তার জন্য আবশ্যক। একমাত্র বালক-বালিকা, স্ত্রীলোক, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ও গোলাম এ বিধানের বাইরে। যে জিহাদ হতে দূরে অবস্থান করবে, সে আল্লাহ্ হতেও দূরে অবস্থান করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বে-নিয়াজ ও প্রশংসনীয়। আমি তোমাদেরকে একমাত্র ঐ আমল করতে আদেশ করি, যা তোমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছাবে বলে অবগত হই এবং ঐ আমল হতে নিষেধ করি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে বলে অবগত হই। **রুহুল আমিন (হযরত জিব্রাঈল আঃ) আমার কলবে পৌঁছে দিয়েছে যে, রিযিকের শেষ কণিকা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কখনো মৃত্যু আসবে না। বিলম্বে হলেও তা হতে কিছুই হ্রাস হয় না।** সুতরাং আল্লাহ্-কে ভয় ও মহব্বত করো এবং রিযিক অন্বেষণে সৎপন্থা অবলম্বন করো। বিলম্ব হতে থাকলেও রিযিক অন্বেষনে আল্লাহ্র নাফরমানীর পথ অবলম্বন করো না। মাথার সাথে দেহের যে সম্পর্ক, ঈমানদারের সাথে ঈমানদারের সে সম্পর্ক। মাথা ব্যথা হলেও সারা দেহেই যন্ত্রণা অনুভূত হয়।"

যুদ্ধের প্রথম অবস্থা ঃ

উভয় দল মুখোমুখি দাঁড়ালো এবং যুদ্ধ শুরু হলো। কাফিরদের প্রতিনিধি বীরশ্রেষ্ঠ তালহা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মোকাবিলার জন্য আহ্বান করলো। হঠাৎ হযরত জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অগ্রসর হয়ে তালহাকে কাবুতে আনেন এবং তাকে জবাই করে ফেলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অসীম সাহসিকতা দেখে প্রশংসায় বলেন– "সকল নবীর একজন হাওয়ারী থাকে আর আমার হাওয়ারী হচ্ছে জুবায়ের।"

এরপর চারদিকে যুদ্ধ শুরু হলো। চললো হামলা পাল্টা হামলা। বনু আবদুদ্ দার সম্প্রদায় রণক্ষেত্রে পতাকা বহন করতো। তালহা নিহত হওয়ার পর তার ভাই উসমান পতাকা তুলে নিল। হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে সেও নিহত হলো। এ গোত্রের দশ ব্যক্তি পৌত্তলিকদের পতাকা বহন করেছিল। তারা সবাই নিহত হলো। তাদের ক্রীতদাস মাওয়ার মনিবের পতাকা তুলে নেয়, সেও নিহত হয়। এ কারণে পতাকা মাটিতে পড়ে রইলো।

মুসলমানদের মনে ঈমানী তেজ ছিল শক্তিশালী, তাঁরা কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মাথায় লাল পট্টি বেঁধে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তলোয়ার হাতে নিয়ে কাফিরদের কাতারে কাতারে শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেললেন।

এদিকে হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বাঘের মতো লড়াই করছিলেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রুদের ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। পৌত্তলিকগণ এ অবস্থা দেখে তাঁর সামনে গিয়ে মোকাবিলার সাহস না পেয়ে ভীরু কাপুরুষের মতো তাঁকে চুপিসারে আঘাত করলো। সেই আঘাতে সাইয়্যেদুশ্ শোহাদা হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আততায়ীর নাম ছিল ওয়াহশী ইবনে হারব। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি সাইয়্যেদুশ্ শোহাদার বর্ণনা করেছেন যে, আমি ছিলাম জুবায়ের এর ক্রীতদাস। তার চাচা তুযাইমা বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। ওহুদের যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় মনিব বললো– যদি হামজা-কে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করতে পারো তবে তুমি মুক্তি পাবে। যখন যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো তখন হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সামনের লোকদের ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি একটি বৃক্ষের বা পাথরের আড়ালে ছিলাম। এমন সময় সাবা ইবনে আবদুল ওযবা তাঁর নিকট পৌঁছে গেল। হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারির আঘাতে তার মাথা দ্বিখন্ডিত করে দেন। আমি তখন বর্শা তুলে হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দিকে নিক্ষেপ করলাম। বর্শা নাভীর নিচে বিদ্ধ হয়ে দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে

পেছনে পৌঁছে গেল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও সক্ষম হননি এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি মুক্তি পাওয়ার জন্যই তাকে শহীদ করেছি এবং মক্কা ফিরে এসে মুক্তি লাভ করলাম।

মুসলমানদের সাফল্য ঃ

হযরত হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হওয়ায় মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। তা সত্বেও মুসলমানদের সাফল্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মসআব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ ইবনে মা'য রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সা'দ ইবনে রবি, হযরত নজর ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গণ এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করলেন, যাতে কাফিরদের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো, তাদের শক্তি-সাহস কমে গেল।

তীরন্দাজদের বীরত্ব ঃ

জাবালে রুমাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল তীরন্দাজকে রেখেছিলেন তারা মুসলমানদের বিজয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। খালেদ বিন ওয়ালীদ এবং আবু আমের তিনবার হামলা চালায়। মুসলমানরা তীর বর্ষণ করে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

মুশরিকদের পরাজয় ঃ

দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য যুদ্ধে কাফিররা পলায়ন করতে শুরু করে। আল্লাহ্পাক মুসলমানদের উপর তার সাহায্য নাজিল করে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেন। মুশরিকদের পক্ষে ২৩জন নিহত হয়। মহিলারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। মুসলমানগণ কুরাঈশ বাহিনীকে পশ্চাতে হাটতে বাধ্য করলেন এবং তাদের ফেলে যাওয়া গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগলেন।

তীরন্দাজদের ভুল ঃ

মুসলমানদের সাফল্য এ যুদ্ধে বদরের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু তীরন্দাজদের ভয়াবহ ভুলের জন্য মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সুস্পষ্ট বিজয় ও গনিমতের মাল সংগ্রহ করতে দেখে তাঁরা একে অন্যকে বললেন– 'গনিমত-গনিমত', তোমাদের সঙ্গীরা জয়ী হয়েছে, এখন আর কিসের প্রতীক্ষা। তাদের কমান্ডার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ স্মরণ করে দিলেন। অধিকাংশই তাঁর কথায় ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ৫০ জনের মধ্যে ১০/১২ জন পাহারায় নিযুক্ত থেকে বাকি সকলেই গনিমতের মাল

সংগ্রহ করতে লাগলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ্ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের গতি উলট-পালট করে দিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে আক্রমনে মুসলমানদেরকে কাফিররা দিশেহারা করে ফেললো। খালেদ বিন ওয়ালিদ উক্ত গিরিপথ দিয়ে প্রবেশ করে মুসলমানদেরকে পশ্চাৎ ভাগ দিয়ে প্রচন্ড বেগে আক্রমণ করলো। মুসলমানদের তখনকার ভীষণ সঙ্কটময় অবস্থা বর্ণনাতীত। একদিকে শৃঙ্খলাহীন, ছত্রভঙ্গ, অপরদিকে কাফিরগণ বেষ্টন করে প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এরূপ বিপদ দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে বলেন– "আমি আল্লাহ্র রসূল, হে বন্ধুগণ! সকলে নিজ নিজ পূর্বের স্থানে ফিরে যাও ও একত্রিত হও।" কাফিরগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থানের স্থান অবগত হয়ে সকলে একত্রে তাঁকে আক্রমণ করলো। চারদিক থেকে তীর, বর্শা, তরবারী ও প্রস্তর বর্ষিত হতে লাগলো। মুসলিম একটি বাহিনী কাফিরদের বেষ্টনীর খবর পেয়ে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ছুটে আসেন। এ সকল সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) গণের মধ্যে ছিলেন– হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ। বেষ্টনীর শুরুতে নয়জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে– সাতজন আনছার এবং দু'জন মুহাজির (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)। সাতজন আনসার শহীদ হলেন। হযরত আবু উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন লড়াই করছিলেন তখন হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না।

সঙ্কট মুহূর্ত ঃ

সঙ্কট মুহূর্তে ওতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাথর নিক্ষেপ করলো। আঘাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে পড়ে গেলেন। **তাঁর নিচের মাড়ির ডান দিকের রোবায়ী দাঁত মুবারক ভেঙ্গে গিয়েছিল, নিচের ঠোঁট মুবারক কেটে গিয়েছিল।** আব্দুল্লাহ্ ইবনে শেহাব যুহরী অগ্রসর হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আঘাত করলো। আব্দুল্লাহ্ ইবনে কামআহ্ দুর্বৃত্ত দুরাচার এসে হযরত মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো, ইবনে কামআহ তরবারি তুলে দ্বিতীয়বার আঘাত করলো। **এ আঘাতে শিরস্ত্রান কেটে ডান চোখ মুবারকের নিচের হাড়ে লাগলো এবং দুটি কড়া চেহারা মুবারকে বিধে গেল।** হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হয়ে গেল। তিনি জমিনে লুটিয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে এক মাস পর্যন্ত তিনি সেই আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। তবে আঘাত তাঁর দেহের লৌহবর্ম কাটতে পারেনি। সাথে সাথে সেই দুর্বৃত্ত বললো, এই

নাও, আমি কামআহ অর্থাৎ ভাঙ্গনকারীর পুত্র। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলের রক্ত মুবারক মুছতে মুছতে বললেন, আল্লাহ্পাক তোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।

তিবরানীর বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– 'সেই কওমের উপর আল্লাহ্পাকের কঠিন আজাব পতিত হোক, যারা নিজেদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে দিয়েছে।' কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন- 'হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা করো, কেননা ওরা জানে না।'– মুসলিম শরীফ, ফতহুল বারী, আশ শিফা

নিঃসন্দেহে কাফিরগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু উভয় কোরাঈশী সাহাবা হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তুলনাবিহীন আত্মত্যাগ এবং অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে কাফিরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। তারা উভয়ে ছিলেন আরবের সুদক্ষ তীরন্দাজ। তারা তীর নিক্ষেপ করে করে কাফিরদের-কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

দানদান মুবারক শহীদ ঃ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, ওহুদের দিনে সকল সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দেহ রক্ষীরা ছাড়া অন্য সকলেই যুদ্ধ করার জন্য সামনের কাতারে চলে গিয়েছিলেন। কাফিরদের ঘেরাও এর দুর্ঘটনার পর সর্বপ্রথম আমিই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছুটে গিয়েছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে গিয়ে দেখি একজন লোক তাঁকে রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। আমি মনে মনে বললাম, আপনার নাম তো তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। এমন সময় হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্রুত ছুটে আমার কাছে এসে পৌঁছলেন। আমরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে গেলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম, হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পড়ে আছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তোমাদের ভাইকে উঠাও। সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা পৌঁছে আরো দেখলাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিরস্তানের **তীক্ষ্ণ কড়া তাঁর চোখ মুবারকের নিচে চেহারা মুবারকে গেঁথে গেছে।** আমি সেগুলো বের করতে চাইলাম। আবু ওবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহ্র শপথ নিচ্ছি এগুলো আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধরলেন এবং ধীরে ধীরে বের

করতে লাগলেন যাতে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথা কম অনুভব করেন। শেষ পর্যন্ত একটি কড়া বের করলেন। এতে হযরত আবু ওবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিচের মাড়ির একটি দাঁত পড়ে গেল। দ্বিতীয় কড়াটি বের করতে চাইলাম। কিন্তু আবু ওবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আপনাকে আল্লাহ্পাকের শপথ দিচ্ছি, আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দ্বিতীয় কড়াটিও বের করলেন। এতে তাঁর নিচের মাড়ির আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই তালহাকে সামলাও। সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এরপর আমরা হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি মনোনিবেশ করলাম এবং তাঁকে সামলে নিলাম। **হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দেহে আশিটিরও বেশি আঘাত লেগেছিল।**

একাধিক গ্রন্থে মুসতাদরাক হাকিম এর বর্ণনা রয়েছে, ওহুদের দিন হযরত তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দেহে উনচল্লিশটি অথবা পঁয়ত্রিশটি আঘাত লেগেছিল। তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলসহ দু'টি আঙ্গুল নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল।

তিরমিযী শরীফে বর্ণনায় রয়েছে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে ভূ-পৃষ্টে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায় সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখে।

নতুন দুলহান জিহাদের ময়দানে ঃ

হযরত হানজালা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নতুন বিয়ে করেছিলেন। জিহাদে আহ্বানের সময় তিনি স্ত্রীর সাথে বাসর শয্যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানে স্ত্রীর আকর্ষণ ছিন্ন করে নবীপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে তিনি বেরিয়ে আসলেন যুদ্ধের ময়দানে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি কাফিরদের ভেদ করে আবু সুফিয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাকে লক্ষ্য করে তলোয়ার চালানোর সাথে সাথে শাদ্দাদ দেখে ফেলে এবং হযরত হানজালা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর গোসল ফরয ছিল, তাই ফিরিশতারা তাকে আকাশে নিয়ে গোসল করিয়ে ওহুদ ময়দানে ফিরিয়ে দিয়ে যান। তাই তাঁর উপাধি হলো– 'গাছিলুল মালাইকাহ্'।

হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নবীপ্রেম ঃ

আনসার হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্থূলকায় শরীর বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যুদ্ধের কঠিন বিপদ মুহূর্তে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আচ্ছাদিত করে ও তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠ ঢালস্বরূপ পেতে দিলেন। শত্রুদের তীর তাঁর পৃষ্ঠদেশ জর্জরিত করা সত্ত্বেও তিনি শরীর সরিয়ে নেননি। কি জানি কোন ফাঁকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর

মুবারকে আঘাত লেগে যায়। অবশেষে একটা তীর তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে তাঁর কলিজা বিদ্ধ হলে তিনি ঢলে পড়েন; কিন্তু তাঁর শরীর আর মাটিতে স্পর্শ করতে পারলো না, তীরের উপরই তাঁর শয্যা রচিত হলো।

বীর যোদ্ধা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লড়াই করতে করতে মুখে প্রচন্ড আঘাত পেলেন। এতে তাঁর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে গেল। তিনি বিশ থেকে বাইশটি আঘাত পেয়েছিলেন। পায়েও আঘাত লেগেছিল। তিনি এতে খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন।

জান্নাতী মানুষ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ঃ

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে নিবেদিত প্রাণ সাহাবাদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) একটি দল উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে, হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মাসআব ইবনে ওমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সহল ইবনে হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মালেক ইবনে সানান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পিতা) হযরত উম্মে আম্মারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত সুনাইবা বিনতে কা'বা মাজেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হাতেব ইবনে আবু বলতাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ।

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষাকারিণী রমণীদের মধ্যে হযরত উম্মে আমারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নামক বীরাঙ্গণা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আক্রমণ কিরূপ বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছিলেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– 'সেই বিপদের সময় আমি ডানে-বামে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করলাম সেদিকেই দেখতে পেলাম উম্মে আমারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করছে। এ যুদ্ধে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত উম্মে সলীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও কয়েকজন মহিলা আহতদের সেবার জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গমন করেন। তাঁরা মশকপূর্ণ করে পানি সরবরাহ করেছিলেন।

মক্কার মুশরিকগণ এ যুদ্ধে হিংস্র জন্তুর ন্যায়, রক্তপায়ী জানোয়ারের ন্যায়, সাহাবীদের নাক, কান কেটে ফেলেছে এবং পেট ফেঁড়ে গুর্দা ও কলিজাকে বর্শার ফলক

দ্বারা খোঁচিয়ে খোঁচিয়ে মনের ঝাল মিটিয়েছে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী 'হিন্দাহ্'তো 'শহীদকুল শিরমণি'র কলিজাকে খন্ড খন্ড করে দাঁত দ্বারা চিবিয়েছে। হযরত হামযাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ওয়াহ্শী নামক জনৈক হাবশী গোলাম শহীদ করেছিল। এতে আনন্দিত হয়ে 'হিন্দাহ্' তাকে নিজের স্বর্ণের হার দান করেছিলেন।

আবু সুফিয়ান নিজের সাফল্যের আনন্দে বলতেছিল– 'হুবালের জয়, হুবালের জয়"। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, এর উত্তরে তুমি ঘোষণা করো– "আল্লাহ্ তা'য়ালাই সুমহান ও সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।"

আবু সাফিয়ান পুনরায় উত্তেজিত হয়ে বললো– 'উয্যা দেবী আমাদের সাহায্যকারী রয়েছেন, তোমাদের নিকট উয্যার সমকক্ষ নেই। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ওমর তুমি এই উত্তর প্রদান করো– "আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের অলী ও সাহায্যকারী, তোমাদের কেউই সাহায্যকারী নেই।"

যাহোক, 'আগামী বছর পুনরায় বদরের ময়দানে যুদ্ধ হবে" এই বলে আবু সুফিয়ান সদলবলে মক্কার দিকে চলে গেল।

আত্ম-ত্যাগ ঃ

ওহুদের যুদ্ধে আহত ছয়জন সাহাবী পানি পানি করে কাতরাচ্ছিলেন। যখন তাঁদের প্রথমজনকে পানি পান করতে দেয়া হলো– তখন তিনি বললেন, আমার পাশের ভাইকে আগে পানি দিন, তিনি বেশি আহত। এভাবে ছয়জনই অপরজনকে আগে পানি পান করানোর অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেউই পানি পান করতে পারলেন না। সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। এ ছিল সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পরস্পরের প্রতি আত্ম-ত্যাগের নমুনা।

মুসলমানগণের ওহুদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া, মুনাফিকদের মুজাহেদীনে ইসলামের বাহিনী ত্যাগপূর্বক পৃথক হয়ে মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা, মুসলমানগণের প্রথমে আল্লাহ্পাকের কৃপায় জয়ী হওয়া এবং পরক্ষণেই নিজেদের ত্রুটি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ লঙ্ঘনের পরিণামে পরাজয় বরণ করা এবং লব্ধ বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার মুসলমানদেরকে সান্তনা প্রদান করা, এ সমস্ত বিষয়গুলোকে কুরআন শরীফে সূরা আলে-ইমরানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে আবি হাতেম মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামার সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলতেন– আমি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খিদমতে আরজ করলাম, আপনি আপনাদের গাযওয়ায়ে ওহুদের ঘটনাটি বর্ণনা করুন, তিনি বললেন– 'তুমি সূরায়ে আলে-ইমরানের একশত বিশটি আয়াত পাঠ করো। তাতেই তুমি সমুদয় ঘটনা জানতে পারবে।'

কয়েকটি মু'যিজার বর্ণনা

১) জান্নাতের সুগন্ধি ঃ

যুদ্ধ শেষে আহত ও নিহতদের সন্ধানকালে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ বিন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পাঠালেন হযরত সা'দ বিন রবী' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সন্ধানে। বলে দিলেন যদি তাকে জীবিত পাও, তবে আমার সালাম বলো আর আমার কথা বলবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে বলেছেন– 'তুমি নিজেকে কেমন পাচ্ছ'? হযরত জায়েদ বিন ছাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি যখন সাদ' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পেলাম, তখন তাঁর মৃত্যুক্ষণ এসে গেছে। তিনি ৭০ এর অধিক যখম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাম জানিয়ে তাঁর কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাম দিতে বললেন এবং বললেন, তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলবে– **'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি।'** অতঃপর আমার কওম আনছারদের বলবে, তাদের একজনও বেঁচে থাকতে যদি শত্রুরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ্‌র নিকটে তাদের কোন কৈফিয়ত চলবে না।' পরক্ষণেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ১৩ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত বায়াতে কুবরার দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিযুক্ত ১২ জন নক্বীবের অন্যতম এবং খাযরাজ গোত্রের অন্যতম নেতা।

২) দেহ মুবারকে ৮০টি জখম ঃ

হযরত আনাস বিন নাযার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় দুঃখিত ছিলেন এবং ওহুদ যুদ্ধে যোগদান করেন। অতঃপর যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়কালে তিনি বলেন–

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ–

'হে আল্লাহ্ এই লোকগুলো অর্থাৎ (তীরন্দাজ) মুসলমানেরা যা করেছে সেজন্য আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ওরা অর্থাৎ মুশরিকেরা যা করছে, তা হতে আমি নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি'। এ কথা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলে আউস নেতা হযরত সা'দ বিন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে বলেন–

أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ

'কোথায় যাচ্ছো হে সা'দ! আমি ওহুদের পিছন থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি।'

অতঃপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন ও প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। ঐদিন বর্শা, তীর ও তরবারির ৮০টির অধিক জখম লেগে তার দেহ ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। কেবল আঙ্গুলের মাথাগুলো দেখে তার ভগ্নী রবী বিনতে নাযার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাকে চিনতে পারেন। কাফেররা তার বিভিন্ন অঙ্গ কর্তন করেছিল। বর্ণনাকারী হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা ধারণা করতাম যে, সূরা আহযাব এর ২৩ নং আয়াতটি তাঁর বা তাঁর মতো অন্যদের কারণেই নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে–

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً–

"মু'মিনদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।"– কুরআন (৩৩ঃ২৩)

৩) মুবারক সবুজ পাখির সুরত ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন– তোমাদের ভাইয়েরা যখন ওহুদের ময়দানে শহীদ হলেন, তাঁদের রুহ মুবারক সবুজ পাখীর সুরতে জান্নাতের নহরের কূলে কূলে বেড়াতে লাগলো এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে লাগলো। আরশের তলে স্বর্ণের ঝালরবাতির নিচে তারা আশ্রয় গ্রহণ করলো। তাঁরা তাঁদের জন্য সংরক্ষিত এ উত্তম খানা-পিনা ও অবস্থান দর্শন করে বলতে লাগলো– "আমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালা যে ব্যবহার করলেন, এটা যদি আমাদের দুনিয়ার ভাইয়েরা জানতো তাহলে তাঁরাও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে কুণ্ঠিত হতো না।" আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– আমি তোমাদের এ সংবাদ আমার হাবীবের মাধ্যমে তোমাদের ভাইদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তোমরা কখনো তাদেরকে মৃত বলে মনে মনে ধারণাও করো না, বরং তাঁরা জীবিত এবং তাঁরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট রিযিক প্রাপ্ত।"– কুরআন (৩ঃ১৬৯)

ওহুদের যুদ্ধে শহীদগণ

ওহুদ যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের মধ্যে ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তাদের নামগুলো উল্লেখ করা হলো–

০১। হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

০২। হযরত মুসয়াব বিন উমায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

০৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
০৪। হযরত শাম্‌স বিন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
০৫। হযরত আমর বিন মুয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
০৬। হযরত আল-আরিস বিন খানাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
০৭। হযরত উমরা বিন জিয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
০৮। হযরত সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
০৯। হযরত সালমা বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১০। হযরত আমর বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১১। হযরত রিফা বিন ওয়াকশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১২। হযরত হুসায়ন বিন জাবির আবু হুজায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৩। হযরত সাইফি বিন কায়জি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৪। হযরত হারাব বিন কায়জি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৫। হযরত আববাদ বিন সাহল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৬। হযরত আল-হারিস বিন আউন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৭। হযরত আইয়াস বিন আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৮। হযরত উবায়দ বিন তাইয়িহান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
১৯। হযরত হাবিব বিন ইয়াজিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২০। হযরত ইয়াজিদ বিন হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২১। হযরত আবু সুফিয়ান বিন আল-হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২২। হযরত হানজালা বিন আবু আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৩। হযরত উনায়েস বিন কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৪। হযরত আবু হাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৫। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৬। হযরত খায়সামা আবু সাদ বিন খায়সামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৭। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৮। হযরত সুবাই বিন হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
২৯। হযরত আমর বিন কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩০। হযরত কায়স বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩১। হযরত সাবিত বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩২। হযরত আমির বিন মাখলাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩৩। হযরত আবু হুরায়রা বিন আল-হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩৪। হযরত আমর বিন মুতাররিফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩৫। হযরত আউস বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,
৩৬। হযরত আনাস বিন আল-নদর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৩৭। হযরত কায়স বিন মুখাল্লাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৩৮। হযরত কায়সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (কায়স বিন মুখাল্লাদের ক্রীতদাস),

৩৯। হযরত সুলায়ম বিন আল-হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪০। হযরত নু'মান বিন আবদু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪১। হযরত খারিজ বিন জায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪২। হযরত সা'দ বিন আর-রাব্বি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৩। হযরত আউস বিন আল-আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৪। হযরত মালিক বিন সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৫। হযরত সাঈদ বিন সুবায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৬। হযরত উতবা বিন রাবি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৭। হযরত সালাবা বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৮। হযরত সাকফ বিন ফারওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৪৯। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫০। হযরত দামরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫১। হযরত নওফল বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫২। হযরত আব্বাস বিন উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৩। হযরত নূ'মান বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৪। হযরত আল-মুজাদ্দর বিন যিয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৫। হযরত উবাদা বিন আল-হাশাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৬। হযরত রিফা বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৭। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৮। হযরত আমর বিন আল জামুহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৫৯। হযরত খাল্লাদ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৬০। হযরত আবু আয়মন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৬১। হযরত সুলায়মান বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৬২। হযরত আনতারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৬৩। হযরত সাহল বিন কায়েস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু,

৬৪। হযরত দাফওয়ান বিন আবদু কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও

৬৫। হযরত ওবায়দ বিন আল-মুয়াল্লা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

১২। গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

অবস্থান ঃ

মদীনা মুনাওয়ারা হতে দক্ষিণে আট মাইল দূরের একটি প্রস্তরময় এলাকার নাম 'হামরাউল আসাদ'। উত্তরে রিযওয়া পর্বত, দক্ষিণে মস্তুরা। পূর্বে সফ্‌রা পর্বত ও সফরা উপত্যকা, পশ্চিমে লোহিত সাগর। মদীনা শরীফ হতে মক্কার দিকে যুল-হুলায়ফার পথে বাম পার্শ্বে এর অবস্থান। এখানে একটি প্রাচীন মৌসুমী বাজার ছিল।

কারণ ঃ

ওহুদের যুদ্ধে প্রথম মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন। পরে আক্রমণকারীর ভূমিকা হতে আক্রান্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। শাহাদাত বরণকারীদের পরে সাহাবীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। যারা ছিলেন তারাও কমবেশি আহত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় কুরাঈশ বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলে অতি সহজেই তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাই কুরাঈশগণ রণাঙ্গণে সামান্য সংখ্যক আহত মুসলমানের উপরও আক্রমণ করতে সাহস পেল না; বরং তারা দ্রুতপদে রণাঙ্গণ ত্যাগ করে মক্কার দিকে ছুটে চললো। তারা কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করার পর 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলো।

১৫ শাওয়াল কুরাঈশ বাহিনী বলতে লাগলো আমরা আসলাম মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে, তা হলো কোথায়? এমন সুযোগও কি কেউ ছাড়ে? মুসলমানগণ এখন আঘাতে জর্জরিত, মদীনাও এখন অরক্ষিত। চল, আমরা অতর্কিতে মদীনা হামলা করি। বিশিষ্ট নেতা সাফওয়ান বললো– মদীনা শরীফে গেলে প্রাণে ফিরতে পারবে না, মক্কায় চল। কিন্তু দলপতি আবু সুফিয়ান পুনরায় মদীনা আক্রমণের ঘোষণা দিল।

পুনরায় যুদ্ধের ঘোষণা ঃ

শনিবার দিবাগত রাত। শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ রজনী। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭০ জন সাহাবীকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ওহুদে দাফন করে অশ্রু সজল নয়নে আঘাত জর্জরিত দেহে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে মাত্র মদীনা শরীফে পদার্পন করেছেন। এমন সময় তিনি ওহীর মাধ্যমে কুরাঈশদের পুনরায় মদীনা আক্রমণের অভিপ্রায় জানতে পারলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু 'রাওহা' হতে আসছিলেন। তিনি কুরাঈশদের এই অভিপ্রায় জানতে পেরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবহিত করেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, মক্কা মুয়ায্‌যামা থেকে আগত এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন আবু সুফিয়ান ও তার দলের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, তারা একে অন্যকে দোষারোপ করছে যে, শত্রু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নাগালে পেয়েও তাদেরকে ছেড়ে দিলে, ওদের নেতারা তো জীবিত রয়েছে। ওদেরকে নির্মূল করলে না। তারা আবার সৈন্য সমাবেশ করবে।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সংবাদের যথার্থতা যাচাই এবং কুরাঈশদের গতিবিধি জানার জন্য বানু আসলাম গোত্রের তিনজনের একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ করেন। এই অগ্রবর্তী দলটি হামরাউল আসাদে এসে পৌঁছলে অজ্ঞাত শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাদের দু'জন শাহাদত বরণ করেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দিয়ে মদীনা শরীফে ঘোষণা করে দিলেন যে, 'এখনই সকলে প্রস্তুত হয়ে যাও। কুরাঈশদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। যারা ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিল শুধু তারাই এই যুদ্ধে যোগদান করতে পারবে।'

একদিকে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রার ঘোষণা হয়েছে, অপরদিকে মুসলমানদের অবস্থা এই যে, ওহুদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সাহাবী কোন না কোনভাবে আহত হয়েছেন। হযরত উসায়দ ইবনে হুদায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দেহে ছিল নয়টি জখম, আর হযরত তুফায়ল ইবনে নু'মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দেহে আঘাত ছিল ১৩টি। তখনও অনেকের ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। সকলেই চরমভাবে ক্লান্ত-শ্রান্ত। এছাড়া মদীনার ঘরে ঘরে স্বজন হারানোর বেদনায় কান্নার রোল শোনা যাচ্ছিল। এমন কঠিন মুহূর্তে ঘোষিত হলো পুনঃযুদ্ধযাত্রার আহ্বান! মুসলমানগণ অবনত মস্তকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মেনে নিলেন।– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

আল্লাহ্ তা'য়ালা সাহাবা-ই কিরামগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এই অকুণ্ঠ আনুগত্যের কথা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا
مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

"জখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।"– কুরআন (৩ঃ১৭২)

যুদ্ধযাত্রা ঃ

কুরাঈশদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে ১৬ই শাওয়াল মদীনা শরীফ হতে হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হন। তিনি হযরত সাবিত ইবনুদ্ দাহ্হাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রাহবার (পথপ্রদর্শক) এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মতান্তরে হযরত আবু বাকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পতাকাধারী নিযুক্ত করলেন। রসদপত্রের মধ্যে ছিল হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রদত্ত ৩০টি উট সওয়ারী হিসাবে আর কিছু পশু কাফেলার আহারের জন্য। মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা ছিল ওহুদ ফেরত ৬৩০ জন।– তাফসীরে মাযহারী শরীফ

ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজনও বাদ থাকলেন না। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর পিতার আদেশে তাঁর সাতটি বোনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকায় ওহুদে শরীক হতে পারেননি। তাঁর পিতা ওহুদে শাহাদাত লাভ করেন। এবার যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা শুনে তিনি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, মুজাহিদদের মধ্যে কেবল আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে পূর্ব দিনের যুদ্ধে (ওহুদ যুদ্ধে) শরীক ছিলাম না।

মদীনা শরীফের শাসনভার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর ন্যস্ত করে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হলেন। আঘাত জর্জরিত দেহ নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অতিকষ্টে পথ চলছিলেন। যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও দুর্বলতার কারণে তাঁদের পায়ে হাঁটার শক্তি ছিল না। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁদেরকে উৎসাহ দান করে কুরআনুল কারীমে বলেন–

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ۚ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ
وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ع

"শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হইও না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহ্র নিকট তোমরা যা আশা করো, তারা তা আশা করে না; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"– কুরআন (৪ঃ১০৪)

শিবির স্থাপণ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামরাউল আসাদে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাত্রিতে মুসলমানগণ অগ্নিকুণ্ডলী প্রজ্জ্বলিত করে রাখতেন। অগ্নি কুণ্ডলীর আলোয় বহু দূর আলোকিত হয়ে পড়তো। দূর হতে মনে হতো যেন সেখানে সহস্র সহস্র সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছে। প্রতিদিন এরূপ পাঁচশত অগ্নিকুণ্ডলী প্রজ্জ্বলিত করা হতো। এটা ছিল হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি দূরদর্শী রণকৌশল। এতে আরও একটি উপকার ছিল এই যে, প্রত্যেক সাহাবীই (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) কিছু না কিছু আহত ছিলেন। তাঁরা এই আগুন দ্বারা নিজেদের ক্ষত স্থানটি সে'ক দিতেন।– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

ভীতির সঞ্চার ঃ

ওহুদ প্রান্তরে মুসলমানদের বিপদের কথা শুনে খুযা'আ গোত্রের সরদার মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ আল-খুযাঈ সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য হামরাউল আসাদে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রসূলের খিদমতে পৌঁছে বললেন, 'মুহাম্মাদ! আপনার ও আপনার

সঙ্গীগণের বিপদে আমরা মর্মান্তিক জ্বালা অনুভব করছি। আমরা আশাবাদী, আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে অচিরেই শত্রুদের আক্রমণ হতে নিষ্কৃতি দান করবেন।'

মা'বাদ রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে কুরাঈশদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে খুবই উৎকণ্ঠিত হলেন এবং কোন ছলে ও কৌশলে কুরাঈশদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ানের নিকট গমন করলেন। আবু সুফিয়ান মা'বাদের নিকট মুসলমানদের অবস্থা জানতে চাইলে মা'বাদ বললেন– প্রাণ বাঁচাতে হলে কাল বিলম্ব না করে অতি সত্বর পলায়ন করো। আমি দেখে এসেছি, মুহাম্মাদ বিশাল সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আসছেন। তাঁরা এসে পড়লে তোমাদের আর রক্ষা নেই। মুসলমানগণ এখন প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন। তাই আর বিলম্ব করো না, পালাও।

মা'বাদের বক্তব্য শুনে আবু সুফিয়ান ভীত হয়ে গেল এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা আবু সুফিয়ান ও তার সহচরদের অন্তরে চরম ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। ফলে তারা আর মদীনা শরীফে আক্রমণের সাহস করলো না বরং ভীত হয়ে দ্রুতপদে মক্কার দিকে পলায়নের প্রস্তুতি নিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ
سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ

"অচিরেই আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, যারা সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি। জাহান্নাম তাদের আবাস, কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল জালিমদের জন্য।"– কুরআন (৩ঃ১৫১)

মুসলমানদের দৃঢ়তা ঃ

মদীনা শরীফে গমনকারী আবু কায়স গোত্রের কাফেলার সাথে আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হয়। তখন আবু সুফিয়ান বলে, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দেখা করে বলবে, কুরাঈশগণ বিরাট সমরায়োজন করছে, তারা মদীনা আক্রমণ করবে। তারা যখন মুসলমানদের এই ভীতিপ্রদ সংবাদ শুনালো তখন মুসলমানগণ দৃঢ় কণ্ঠে সমস্বরে উত্তরে বললেন–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম-বিধায়ক"।– কুরআন (৩ঃ১৭৩)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে যখন হামরাউল আসাদে কুরাঈশ বাহিনীর ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। এর ফলে তাঁদের ঈমান আরও বহু গুণ বেড়ে গেল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ
وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

"এদেরকে লোকে বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। কিন্তু এটা তাদের (মুসলমানদের) বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল। তারা বললো, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।"– কুরআন (৩ঃ১৭৩)

মুনাফা অর্জন ঃ

হামরাউল আসাদে মৌসুমী বাজার বসত। এ সময়টি ছিল বাজারের মৌসুম। তাই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পণ্যদ্রব্য পাইকারি মূল্যে ক্রয় করে খুচরা বিক্রয় করে প্রচুর লাভবান হন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যে বন্টন করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ

"তারপর তারা আল্লাহ্র অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সম্মত তারা তাই অনুসরণ করেছিল। আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।"– কুরআন (৩ঃ১৭৪)

মদীনা শরীফে ফিরে আসেন ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামরাউল আসাদে কুরাঈশ বাহিনীর অপেক্ষায় তিন দিন (সোম, মঙ্গল ও বুধবার) অবস্থান করলেন। এরপর তিনি শুনতে পেলেন যে, আবু সুফিয়ান তার দলবলসহ মক্কার দিকে পলায়ন করেছে। এ সংবাদে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

والذى نفس محمد بيده لقد سوّمت لهم حجارة لو اصبحوا
بها لكانوا كامس الذاهب.

"সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি তারা সেখানে প্রভাত পর্যন্ত অবস্থান করতো তা হলে তাদের নামাঙ্কিত প্রস্তরাঘাতে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো।"– তাফসীরে ইবনে কাসির

অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদে প্রচুর ব্যবসায়িক মুনাফাসহ মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৩। গাযওয়া বনু নাযীর

বনু নাযীর পরিচিতি ঃ

বনু-নাযীর ইহুদী সম্প্রদায় প্রথমে আন-নাযীর নামক পাবর্ত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এজন্যই তাদেরকে বানু-নাযীর বলা হয়। তারা হযরত হারুন আলাইহিস সালাম এর উত্তরসূরী বংশধর। তারা কোন এক সময় আরবে এসেছিল এবং খায়বারে ইহুদীদের একটি গোত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তারা কৃষি কাজ, ঋণ প্রদান, অস্ত্র-শস্ত্র ও অলঙ্কারের ব্যবসা করতো।

সামাজিকভাবে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তারা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সন্ধিবদ্ধ হত। মদীনার আওসদের সাথে তাদের ছিল মিত্রবন্ধন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের প্রথম বর্ষে আওস ও খাযরাজসহ মদীনার অন্যান্য ইহুদীদের সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা সনদে স্বাক্ষর করেছিলেন। তারা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ উপজাতীয়দের মতো ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতো। এগুলো ছিল ছোট ছোট দুর্গের মতো। তারা সংখ্যায় কম ছিল না। মদীনার মুনাফিকরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো।

চুক্তি ভঙ্গ ঃ

মদীনায় ইসলামের প্রসার লাভ করলে ইহুদীদের ধর্মীয় প্রতিপত্তি লোপ পায়। এ কারণে তারা মদীনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা আশা করেছিল বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মুসলমানদের বিজয়ের কারণে দুঃখে তারা ফেটে পরার উপক্রম হলো। বনু নাযীরের নেতা কা'বা ইবনে আশরাফ মক্কায় গিয়ে তাদেরকে উস্কানি দেয়। কুরাঈশগণ বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতি নেয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিন হাজার কাফির সৈন্য অপর দিকে মুসলিম সৈন্য এক হাজার, এর মধ্যে আবার তিনশত মুনাফিক দল ত্যাগ করে। এ সুযোগে ইহুদীরা চুক্তি ভঙ্গ করে ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করার পরিকল্পনা করে।

বনু-নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি ছিল যে, এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ যদি অন্য গোত্রের কোন লোক-কে হত্যা করে তবে উভয় মিলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। মুসলমানদের মধ্যে আমর ইবনে উমাইয়া দারামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বনু আমর গোত্রের দু'জন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেলে। ঐ নিহত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য চুক্তি মোতাবেক মুসলমান ও ইহুদী উভয় পক্ষকেই অর্থ বহন করতে হবে। তাই ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ সাহাবায়ে

কিরাম-কে নিয়ে বনু নাযীর পল্লীতে গমন করেন এবং ক্ষতিপূরণ দানের কাজে তাদের সহযোগিতা চান।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের একটি ঘরের দেয়াল সংলগ্ন জায়গায় বসা ছিলেন্ তাঁকে এ অবস্থায় দেখে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, এ রকম সুযোগ তোমরা আর কখনো পাবে না। যদি আমাদের একজন ওপরে উঠে একটি ভারী পাথর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথার ওপর ফেলতে পারে তবে আমরা চিরতরে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এ সময় কয়েকজন সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বর্তমান ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ওহী মারফত তাঁর রসূল-কে দুশমনের এই দুরভিসন্ধি মূলক অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তক্ষুণি সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মদীনায় উপস্থিত হতেই সমর প্রস্তুতিতে মশগুল হন এবং তাদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের গোত্রে গিয়ে ছাউনি ফেলেন। এ ঘটনা ছিল ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের। তিনি ছয় রাত পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'য়ালা এতোটা ভীতি সৃষ্টি করেন যে, তারা স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আবেদন জানায়, আপনি আমাদেরকে এই শর্তে এখান থেকে অন্যত্র যাবার অনুমতি দিন যে, আমাদের জীবনের নিরাপত্তা থাকবে। যতটা পারি উট নিয়ে যেতে পারবো। অবশ্য সাথে তারা কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিতে পারবে না। তারা রসদ-সম্ভার যতটা উটের পিঠে চাপিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল নিয়ে যায়। অতঃপর এ দৃশ্যও দেখা যায় যে, একজন মানুষ তার সমস্ত ঘর-বাড়ি নিজের হাতেই ভাঙ্গছে, ধসিয়ে ফেলছে এবং যতটা সামান উটের পিঠে চাপানো সম্ভব চাপিয়ে রওয়ানা হচ্ছে।– ইবনে হিশাম

এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا
ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ
لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۡ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي
وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۡ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ

"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তিনি তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। তারা ধারণাও করতে পারেনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্র শাস্তি তাদের ওপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও

তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।"– কুরআন (৫৯ঃ২)

তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, কিছু লোক সিরিয়ার পানে গমন করে, আর মুসলমানরা এর ফলে ধোঁকা ও প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকীর এক বিরাট বড় আড্ডা থেকে নিষ্কৃতি পায়, অথচ লড়াই-সংঘাতের প্রয়োজনও পড়ল না।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ

"যুদ্ধে মু'মনিদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" তাদের নির্বাসনের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকল ধন-সম্পদ প্রথম সারির মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

১৪। গাযওয়া নজদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪র্থ হিজরী রবিউস্ সানী মাসে সংবাদ পেলেন, বনু মুহাবির ও বনু ছালাবাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে নজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মুসলমানদের এ আকস্মিক অভিযানে বেদুইনরা ভয়ে পালিয়ে যায়। সীরাতবিদগণের এক দলের মত হলো নজদের এ অভিযানটিও গাযওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

১৫। গাযওয়ায়ে বদর (দ্বিতীয়)

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪র্থ হিজরী যুলকাদা মাসের প্রথম দিকে আবু সুফিয়ানের ঘোষিত প্রতিশ্রুত যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিলেন। যা ওহুদ থেকে ফেরার পথে দেয়া হয়েছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫০০ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মদীনার শাসনভার দিয়ে এসেছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন এবং আবু সুফিয়ানের আগমনের অপেক্ষায় আট দিন সেখানে অবস্থান করেন।

আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে এসে মাজিন্না নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কুরাঈশদের এ বছরটি ছিল বড় দুর্ভিক্ষের। এ কারণে আবু সুফিয়ান যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সে বললো– হে কুরাঈশ সম্প্রদায়! স্বচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তি সহকারে পশুপালকে ঘাস পাতা খাওয়াতে পারবে এবং তোমরা ইচ্ছামত দুধ পান করতে পারবে সে বছরই যুদ্ধ করা ভাল হবে। আমি এখন ফিরে যাচ্ছি তোমরাও ফিরে যাও। ফলে কুরাঈশরা ফিরে গেল। ফিরে যাওয়া সেনাদলকে মক্কাবাসীগণ উপহাস করে 'ছাতুবাহিনী' নামে ডাকত। আর বলতো যে, তোমরা তো ছাতু খেয়ে খেয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলে।

এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। ফিরতি পথে কোন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার সম্মুখীন হননি।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মুসলমানগণ বদর প্রান্তরে যাওয়ার সময় সাথে নিয়েছিলেন ব্যবসায়ী পুঁজি। আর বলাবলি করছিলেন, আবু সুফিয়ানকে উপস্থিত পেলে আমরা যুদ্ধ করবো। আর তাকে না পেলে এ পুঁজি দিয়ে বদর অঞ্চলের মৌসুমী মালপত্র কিনে আনব।

ওয়াকিদী বলেন, তাঁরা সেখানে বদর বাণিজ্য মেলার প্রাক্কালে আট দিন অবস্থান করেন। এরপর তাঁরা ফিরে আসেন। ওই ব্যবসায় তাঁরা ১ দিরহামে ২ দিরহাম হারে মুনাফা অর্জন করেন। অন্যরা বলেছেন যে, তাঁরা ফিরে এলেন আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ

"তারপর তারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিলেন। কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি। আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।"– কুরআন (৩ঃ১৭৪)

১৬। গাযওয়া দূমাতুল জানদাল

গাযওয়া দূমাতুল জানদাল হিম্সের নিকটস্থ একটি গ্রাম যা দামিশক হতে ৫ দিনের এবং মদীনা মুনাওয়ারা হতে ১৫ দিনের ভ্রমণের দূরত্বে অবস্থিত। দূমাতুল জানদালের অধিবাসীদের জন্য সেখানে একটি বড় বাজার ছিল। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর পুত্র দূমান বা দূমা এই এলাকায় বসতি স্থাপন করেন এবং এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁর নামানুসারে স্থানটির এই নামকরণ করা হয়েছে। মতান্তরে দূমাতুল জানদাল একটি পাহাড়ের নাম সেই হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এই মর্মে সংবাদ আসে যে, উক্ত এলাকার মুশরিক জনগোষ্ঠী মদীনা আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছে এবং ঐ এলাকার মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারীদের প্রতি অত্যাচার করছে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনীসহ দূমা অভিযানে রওয়ানা হলেন এবং বানূ উয্রা গোত্রের মাযকূর নামে এক ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিবেলা গন্তব্যস্থলের দিকে পথ চলতেন এবং দিবসে যাত্রাবিরতি করতেন। দূমাতুল জানদালে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিযানের সংবাদ পৌঁছালে মুশরিক দল তথা হতে পলায়ন করে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌঁছে স্থানটি

মানবশূন্য দেখতে পান। তিনি সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা মুশরিকদের পক্ষ হতে কোনরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূমাতুল জানদালে পৌঁছলে পথ প্রদর্শক জানালো যে, বানু তামীমের মেষপাল ও রাখাল উক্ত এলাকায় আছে। তিনি তথায় অভিযান চালান। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এদের একজনকে গ্রেফতার করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত করলে তিনি তাকে তার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে জানায় যে, তারা গতকাল পলায়ন করেছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযানে মাসাধিক কাল অতিবাহিত করেন।

১৭। গাযওয়ায়ে খন্দক

নামকরণ ঃ

ফার্সি কান্দ শব্দ হতে আরবি হলো 'খন্দক' অর্থাৎ 'পরিখা। এ যুদ্ধে খন্দক খনন করা হয়েছিল বলে নাম হলো খন্দক যুদ্ধ। আবার বিভিন্ন দল একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছিল বিরাট সৈন্যদল, এ কারণে এ যুদ্ধকে "আহ্যাব বা দলবহুল" যুদ্ধ বলা হয়। হিযবের অর্থ দল, বহুবচনে আহ্যাব।

সময়কাল ঃ

খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল হিজরী ৫ সালের শাওয়াল মাসের শেষ দিকে এবং শেষ হয়েছিল ২৪ দিন পর অর্থাৎ ২৩শে যিলক্বদ রোজ বুধবার। মূল যুদ্ধ ৮ই যিলক্বদ সোমবার থেকে শুরু হয়ে ২৩শে যিলক্বদ শেষ হয়। এ ১৫ রাত শত্রুদের ঘেরাও কাজে অতিবাহিত হয়।

ইহুদী ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ঃ

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের পর কুরাঈশ নেতা আবু সুফিয়ান হুমকি দিয়ে যায় যে আগামী বছর বদর প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে আবার মোকাবিলা হবে। অপর দিকে মদীনা শরীফের বনী নাযীর ও বনু কোরায়যা ইহুদী সম্প্রদায় অনবরত ফিতনা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকে, যার কারণে মুসলমানদের জীবন ধারণ অসহ্যকর হয়ে উঠে। তাদের এ দূরাচারণের জন্য মদীনা শরীফ থেকে তারা বিতাড়িত হয় এবং অধিকাংশ খায়বার গিয়ে বসতি স্থাপন করে। কেউ কেউ উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। যদিও তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কিন্তু মুসলমানদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের আগুন যথারীতি প্রজ্জ্বলিত ছিল। ইহুদী নেতা সালাম ইবনে আবুল হুকায়ক, হুয়াই ইবনে আখতাব, কিনান, হাওয়া ইবনে কায়স, আবু আম্মার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মিলে

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে একটি জোট বাঁধে। তারা এক সময় মক্কায় কুরাঈশদের নিকট উপস্থিত হয়। তারা কুরাঈশদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। তারা আশ্বাস দিয়ে বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমরা তোমাদের সাথে থাকবো। কুরাঈশগণ তাদেরকে বলল, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আমরা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ে মতভেদ করছি তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেকার কিতাবের তোমরা অনুসারী এবং তোমরা তখনও জ্ঞানবান ছিলে, আচ্ছা তোমরাই বল, আমাদের ধর্ম ভাল, না কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ধর্ম? ইহুদী জোটের লোকেরা বলল, তোমাদের ধর্মই বরং তার ধর্মের চেয়ে উত্তম। তোমরাই সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী, এ সকল ইহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ○ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিল? তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য বিশ্বাস করে। তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, এদেরই পথ মু'মিনদের চেয়ে প্রকৃষ্টতর। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। এবং আল্লাহ্ যাকে লা'নত করেন আপনি তার জন্যে কখনো কোন সাহায্যকারী পাবেন না।"– কুরআন (৪ঃ৫১-৫২)

তাদের উত্তর শুনে কুরাঈশরা মহাখুশি। তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়ে গেল। তারা সকলে একমত হল এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগল। এরপর ইহুদী দল গাতফান গোত্রের নিকট যায়। তাদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতে প্ররোচিত করে। নিজেরা এই যুদ্ধে অংশ নিবে বলে তারা গাতফানীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়। কুরাঈশরা যে যুদ্ধে শরীক হবে, সে সংবাদও তারা জানালো। গাতফানীরা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলো।

কুরাঈশ, ইহুদী ও গাতফান গোত্র একমত হয়ে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদন করে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল গাতফান গোত্রের ছয় হাজার সৈন্য অংশ নিবে এবং এর বিনিময়ে ইহুদীরা খায়বারের বাগানগুলোর গোটা বছরের ফসল প্রদান করবে। কুরাঈশদের সৈন্য থাকবে চার হাজার সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা হবে দশ হাজার। আবু সুফিয়ানকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়।

মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মিলিত অভিযানের সংবাদ পেতেই এবং তাদের এ সংকল্প যে, তারা মুসলমানদের অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে ফেলবে, অবহিত হতেই মুসলমানদের ডেকে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। মুসলমানরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের জন্য তৈরি হন। তাঁরা এবার মদীনার অভ্যন্তরে দুর্গবন্দী থেকে প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে অগ্রাধিকার দেন। এ সময় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার।

এবার হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনার সামনে খন্দক (পরিখা) খননের পরামর্শ দিলেন। এটি ছিল ইরানীদের অতি পরিচিত সামরিক কর্মকৌশল। হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আরজ করলেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইরানে যখন আমরা অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার আশঙ্কা করতাম তখন আমরা তাদের মোকাবিলায় খন্দক খনন করতাম। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই অভিমত অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ময়দানে খন্দক খননের নির্দেশ দিলেন। এটি ছিল সেই খোলা অংশ যেখান থেকে শত্রু মদীনার ভিতরে প্রবেশের সহজ সুযোগ পেতে পারত।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক খননের কাজ তাঁর সাহাবায়ে কিরামের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যে এভাবে বন্টন করে দিলেন যে, প্রতি দশজনের ভাগে চল্লিশ হাত খননের দায়িত্ব পড়ে। খন্দকের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় পাঁচ হাজার হাত, গভীরতা সাত থেকে দশ হাত এবং প্রস্থ সাধারণভাবে নয় হাতের কিছু বেশি হবে।

কবিতা আবৃত্তি ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পরিখা খননের সময় কবিতা আবৃত্তি করেন– ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিখা এলাকায় গমন করলেন। তিনি সেখানে দেখতে পেলেন যে, শীতকালের ভোর বেলায় আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছেন। তাঁদের পক্ষ হয়ে কাজ করে দেয়ার মত কোন দাস তাঁদের ছিল না। তাঁদের দুঃখ কষ্ট ও ক্ষুধা দেখে তিনি দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ্! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আর জবাবে তাঁরা বললেন–

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ..... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকে বায়াত করেছি এবং অঙ্গীকার করেছি যে, যতদিন বেঁচে থাকব জিহাদ করেই যাব।"

ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার সীমানায় আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছিলেন, নিজেদের পিঠে করে তারা মাটি বহন করছিলেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন–

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ..... عَلَى الْاِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকে বায়াত করেছি এ বিষয়ে যে, যতদিন বেঁচে থাকি ইসলামের পথে অবিচল ও অটল থাকব।"

ইমাম বুখারী (রাহঃ) বলেছেন, মুসলিম ইবনে ইব্‌রাহীম ---- বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে খন্দক যুদ্ধে মাটি সরিয়েছেন। তাতে তাঁর পেট মুবারকও ধূলায়িত হয়ে পড়ে। তিনি তখন নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করছিলেন–

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَاهْتَدَيْنَا - وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

"আল্লাহ্‌র কসম, আল্লাহ্‌র দয়া না থাকলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আমরা সাদকাও করতাম না। নামাযও আদায় করতাম না।"

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا - وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের উপর প্রশান্তি নাজিল করুন এবং আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হব, তখন আমাদেরকে সুদৃঢ় ও অবিচল রাখুন।"

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا - وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا

"হে আল্লাহ্! শত্রুরা আমাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করেছে। ওরা যখনই কোন ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে তখনই আমরা তা প্রতিরোধ করি। প্রত্যাখ্যান করি।"

শত্রুবাহিনীর অবস্থানস্থল ঃ

কুরাঈশ বাহিনী বি'রে রূমা এর উত্তর পাশে যেখানে ওয়াদিয়ে কানাত ও ওয়াদিয়ে অকীক মিলিত হয়েছে সেখানেই অবস্থান নেয়। ওহুদ যুদ্ধেও তারা এখানে অবস্থান নিয়েছিল। গাতফান ও তার মিত্ররা জাবালে ওহুদের পশ্চিম পার্শ্বে যেখানে ওয়াদিয়ে কানাত ও ওয়াদিয়ে বুতহান মিলিত হয়েছে সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করে।

কঠিন পরীক্ষা ঃ

খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য যে বাহিনী এসেছে ইতিপূর্বে আরব ভূখণ্ডে কখনো এতো বড় বাহিনী জমায়েত হয়নি। মুসলিম বাহিনী পরিখা খনন করতে গিয়ে খুবই ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। উপরন্তু ভয়ানক ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় পাহারারত ছিলেন। তাছাড়া শত্রুরা কতদিন মদীনা ঘিরে রাখবে জানা যায়নি। অপর দিকে বনু কুরায়যাও ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কঠিন পরিস্থিতিতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদের নিয়ে খন্দকের উপর সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন।

শত্রুবাহিনী খন্দক দেখার সাথে সাথে সম্মিলিত আক্রমণের আশা ছেড়ে দেয় এবং আবু সুফিয়ান, খালিদ ইবনে অলীদ, আমর ইবনে আস, হুবায়রা, যিরার ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ পালাক্রমে আপন বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা চালাতে থাকে। তবে তীর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপের মধ্যেই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। একদিন ইকরামা, নওফল, খরার, হুবায়রা ও আমর ইবনে আবদে ওয়াদ্দ খন্দকের চওড়া কম জায়গা ডিঙ্গিয়ে অভ্যন্তরে চলে আসে। আরবের অন্যতম বীর আমর ইবনে ওয়াদ্দ মুসলমানদেরকে মোকাবিলার জন্য ঘোষণা দেয়। তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সামনে আসলে বিভিন্ন কথার পর দু'জনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। ইবনে আবদে ওয়াদ্দ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর আঘাত করলে তিনি আঘাত ফিরিয়ে দেন বটে তাতে ঢাল কেটে গিয়ে তাঁর ললাটের উপর একটি ক্ষতচিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠে। এরপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারি দিয়ে আমর ইবনে আবদে ওয়াদ্দকে আঘাত করেন। এতে তার কাঁধ কেটে গিয়ে নিচে নেমে যায় এবং সে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর নওফল খন্দকে পতিত হলে সেখানেই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তরবারির আঘাতে তার মৃত্যু হয়। অন্যেরা সকলেই পালিয়ে যায়।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, প্রায় বিশ দিন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে ঘিরে রাখার পর একযোগে চারদিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে। শত্রুপক্ষ একযোগে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়। সেদিন মুসলমানরা প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ করেন। ফলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কেউই যথাসময়ে আসরের নামায আদায় করতে পারেননি।

এ সময়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– "ওরা আমাদেরকে আসর নামায আদায়ে বাধা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের পেট ও অন্তর আগুনে পূর্ণ করে দিন। এক বর্ণনায় আছে যে, আরো বলেছিলেন এবং তাদের কবরগুলো আগুনে পূর্ণ করে দিন।"

মুসলমানদের এই দুঃখ-কষ্ট দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সুসংবাদ দিতে শুরু করলেন এবং বলতে লাগলেন– **"যে মহান প্রভুর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! এই বালা-মুসীবত অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা দূর করবেন। আমি অবশ্যই আশা রাখি যে, আমি নিরাপদে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করব এবং এও আশা রাখি যে, আমার হাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা কা'বা ঘরের চাবি প্রদান করবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা রোমান ও পারস্য সম্রাটকে ধ্বংস করবেন। আর তাদের ধন-সম্পদ তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে।"**

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে এই বলে দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

"হে আল্লাহ্! কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, ঐ সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করে দিন। হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাজিত করে দিন এবং তাদের অবস্থান নড়বড়ে করে দিন।" অপর এক বর্ণনায় আছে–

اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

"হে আল্লাহ্! তাদেরকে পরাজিত করে দিন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।"

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরিয়াদ কবুল করলেন। শত্রুদের সর্বশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। মুশরিকরা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলো। আবু সুফিয়ান বাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে আসল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে ২৩শে যিলক্বদ খন্দক ছেড়ে মদীনায় গমন করেন এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করেন।

কুরাঈশদের ব্যর্থতা ঃ

কুরাঈশ তথা ত্রি-শক্তি মনে করেছিল ওহুদের মত সংখ্যাধিক্যের কারণে সম্মুখ যুদ্ধে তারা মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করবে। কিন্তু পরিখা খননের ফলে তাদের সে আশা বিলীন হয়ে যায়।

ত্রি-শক্তির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে আক্রমণ শিথিল হয়ে যায়। ধূলিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাঁবু, খাদ্য সামগ্রী বিনষ্ট হয়, জীব-জন্তুগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খাদ্যাভাব তীব্রতর হয়। আসমানী ফিরিশতা নেমে আসায় তাদের অস্ত্রের ঝনঝনিতে ও আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে শত্রুদের অন্তরে ভীতি ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে। যার ফলে কুরাঈশগণ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। ওহুদের ঘটনাকে সামনে রেখে মুসলিম বাহিনী ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করে যে, তারা বিপদে ধৈর্য, একতা ও শৃঙ্খলা হারাবে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশেষ অনুগ্রহে মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

পবিত্র কালামেপাকে এই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

"হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা দেখেন।"– কুরআন (৩৩ঃ৯)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ، وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

"আল্লাহ্ কাফিরদেকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ই মু'মিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"– কুরআন (৩৩ঃ২৫)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– এ বছরের পর কুরাঈশরা আর কখনো তোমাদের ওপর আক্রমণোদ্যত হবে না, বরং তোমরাই তাদের ওপর হামলা করবে।

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের সর্বাধিক সাতজন শহীদ হন এবং মুশরিকদের চারজন নিহত হয়।

প্রিয় নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযা

১) এ যুদ্ধে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিচূর্ণ করেন ঃ

ইমাম নাসাঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত বারা' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বারা' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মোতাবেক আমরা খন্দক খনন করার কাজে লেগে গেলাম। মাটির নিচে এক বিরাট পাথর আবিষ্কৃত হলো। আমাদের কোদাল বা সাবল দ্বারা ঐ পাথর ভাঙ্গা কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এ ঘটনা পেশ করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ এনে সাবল হাতে নিলেন। বিসমিল্লাহ্ বলে আঘাত করতেই পাথরের এক তৃতীয়াংশ খন্ডিত হয়ে গেলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহু আকবার' বলে তকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বললেন– "আল্লাহ্র শপথ! আমাকে সিরিয়ার ধন ভান্ডারের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে সিরিয়ার সমস্ত প্রাসাদ এবং মূল্যবান স্বর্ণের ধনরাজি প্রত্যক্ষ করছি।" (সুবহান আল্লাহ্)

আবার তিনি ঐ পাথরে আঘাত করলেন। এবার অপর দ্বিতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় বার 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে বলে উঠলেন– "আল্লাহ্র শপথ! আমাকে পারস্যের ধন ভান্ডারের চাবিসমূহ অর্পণ করা হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে মাদায়েন শহরের (ইরাক) শ্বেতশুভ্র প্রাসাদরাজি অবলোকন করছি।"

আবার তিনি তৃতীয়বার আঘাত করলেন। এবার বাকি অংশটুকুও ভেঙ্গে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে বলে উঠলেন– "আল্লাহ্র শপথ! আমাকে ইয়েমেন এর চাবিসমূহের মালিক বানানো হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে ইয়েমেন এর সানা শহরের গেইটসমূহ অবলোকন করছি।" (সুবহান আল্লাহ্)

২) হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়িতে দাওয়াত ঃ

খন্দক খননকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাহিনীতে খাদ্যাভাব ছিল প্রকট। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতি ক্ষুধার্ত। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ অবস্থা দেখে ঘরে এসে নিজের স্ত্রী উম্মে সোলায়ম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জিজ্ঞেস করলেন– ঘরে খাবার কিছু আছে কি? বিবি বললেন, এক সা' বা চার সের পরিমাণ আটা এবং একটি মোটা তাজা ছোট ভেড়া ছাড়া আর কিছুই নাই। স্বামীর নির্দেশে তিনি উক্ত ভেড়াটি যবেহ্ করলেন এবং আটা গুলে নিলেন। গোশত চুলায় চড়িয়ে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে চুপে চুপে আরজ করলেন– ইয়া রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ছোট একটি ভেড়া যবেহ্ করেছি এবং এক সা' পরিমাণ আটার খামির করেছি। অনুগ্রহ করে আপনি এই পরিমাণ সঙ্গী নিয়ে আমাদের ঘরে তাশরিফ নিয়ে আসুন! হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক খননে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন, হে খন্দকবাসী! জাবির খানা তৈরি করেছে। তোমরা সকলে শীঘ্রই খানা খেতে চলো! তাঁর মনের অবস্থা লক্ষ্য করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "আমি না যাওয়া পর্যন্ত চুলার গোশত নামাবে না এবং খামির দিয়ে রুটিও পাকাবে না।"

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ নিয়ে আসলেন এবং হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্ত্রীকে আটার খামির সামনে আনার জন্য বললেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত সামান্য আটার খামিরে পবিত্র থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর গোশতের ডেকচির দিকে অগ্রসর হয়ে তাতেও পবিত্র থুথু নিক্ষেপ করে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর বললেন– "হে জাবির যাও, তুমি রুটি প্রস্তুতকারিনী মহিলাদেরকে ডেকে আনো। তারা তোমার সাথে রুটি বানাবে, আর গোশতের পাতিলের মুখ ঢেকে রাখবে এবং উনুনের উপর থেকে ডেকচি নামাবে না।"

তাই করা হলো। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডেকচির নিকটে গিয়ে বসলেন এবং উনুন থেকে গোশত বন্টন করতে লাগলেন। দলে দলে সাহাবীগণ আসতে লাগলেন এবং গোশত ও রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– 'সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল এক হাজার। সবার খানা সমাপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের ডেকচির গোশত তখনও উনুনে টগবগ করছিল এবং রুটিও অনুরূপ রয়ে গেল।" (সুবহান আল্লাহ্)– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

১৮। গাযওয়ায়ে বনী কুরায়যা

মদীনা মুনাওয়ারার শহরতলীতে ইহুদীদের তিনটি গোত্র বাস করত। তারা হলো বনু কাইনুকা, বনু নাযীর ও বনু কুরায়যা। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর তাদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কয়েকটি শর্তের উপর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সর্বপ্রথম বনু কায়নুকা চুক্তি ভঙ্গ করে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অপরাধ অবহিত হলেন, শেষ ফলে তারা নির্বাসিত হলো, কুরাঈশদের প্ররোচনায় বনি নাযীরও চুক্তি ভঙ্গ করে, ফলে তারাও নির্বাসিত হলো।

বনী কুরায়যার ইহুদীরা নতুন চুক্তি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মদীনা শরীফে বসবাস করতে লাগলো; কিন্তু হুয়্যাইর প্ররোচনায় তারাও চুক্তি ভঙ্গ করে খন্দকের যুদ্ধে যোগদান করলো। গুরুতর সংকটময় পরিস্থিতিতে চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাস ঘাতকতা করার বিষময় ফল ফলতে আদৌ বিলম্ব হলো না। তা এতো গুরুতর অপরাধ ছিল যে, আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দিলেন না।

খন্দকের যুদ্ধ হতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন যোহরের সময়। নামায সমাপন করে তিনি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরায় প্রবেশ করেন ও যুদ্ধসজ্জা খুলে গোসলে প্রবৃত্ত হন। তিনি পবিত্র মস্তকের অর্ধেক ধুয়েছেন বা গোসল সমাপ্ত করেছেন এমন সময় হযরত দাহিয়া কালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র আকৃতি ধারণ করে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হলেন। তাঁর দেহে বর্ম, মাথায় পাগড়ী, সাদা ও কালো বর্ণ মিশ্রিত অশ্ব তাঁর বাহন। তিনি বললেন– 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি যুদ্ধসজ্জা খুলেছেন?' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন– 'আমি ও ফিরিশতাগণ এখনও যুদ্ধসজ্জা খুলিনি; তাঁর পূর্বেই আপনি তা খুলে ফেললেন? যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় হতে এ পর্যন্ত আমরা প্রত্যাবর্তন করিনি, হামরা উল আসাদ পর্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছি। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ, বনি কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযানে বহির্গত হোন। আমি ফিরিশতা নিয়ে বনি কুরায়যার বসতি অভিমুখে চললাম, আপনি অনুসরণ করুন।' তিনি বললেন– সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত, শ্রান্ত ও ক্লান্ত। যুদ্ধ করার মতো উদ্যম ও শক্তি তাদের নেই। তাই তিনি কয়েকদিন অবকাশ চাইলেন। অভয় দান-কল্পে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– 'বের হয়ে পড়ুন। তলোয়ারের আঘাতে শিলা যেরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, আমিও তাদেরকে সেরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব, দুর্গগুলোকে কাঁপিয়ে তুলবো, আমার অশ্ব প্রবেশ করিয়ে ঐ সমস্ত ধূলিসাৎ করে দিব।' তারপর জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও ফিরিশতা বাহিনী ধুলার মেঘজাল উড়িয়ে বনি গনমের কর্ম-শালাগুলো অতিক্রম করে চললো।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালবিলম্ব না করে সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হতে ও আসরের অপেক্ষা না করে রওয়ানা হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে ঐ কথা বলে গেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অশ্ব ছিল তিনটি। একটিতে তিনি আরোহণ করলেন। মদীনা শরীফের শাসনভার হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর ন্যস্ত হলো। খন্দকে ব্যবহৃত নিশান তখনও বন্ধন মুক্ত হয়নি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে অর্পণ করে বাহিনীর পুরোভাগে চলতে নির্দেশ দিলেন। বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল।

বনি নাজ্জার কবিলা অতিক্রমের সময় দাহিয়া কালবির সুরতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য প্রতীক্ষায় থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বনি কুরায়যার মনে ভয় সঞ্চার ও তাদের দুর্গগুলো প্রকম্পিত করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।'

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কতিপয় আনসার ও মুহাজিরসহ আগে বনি কুরায়যার দুর্গের নিকট গিয়ে পৌঁছেন। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে শুনিয়ে বনি কুরায়যারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উম্মুল মু'মিনিনগণকে জঘন্য ভাষায় গাল-মন্দ দিয়ে বললো– "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন কথা নেই।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন হাজার সাহাবী ও তেষট্টিটি ঘোড়া নিয়ে বনি কুরায়যার দুর্গ অবরোধ করলেন। দীর্ঘ পঁচিশ দিন যাবৎ অবরোধ করে রাখলেন। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দেন। ফলে তারা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়।

কা'ব ইবনে আসাদ এর উপদেশ ঃ

বনু কুরায়যা যখন বুঝে ফেলল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিপর্যস্ত না করে ফিরবেন না; তখন কা'ব ইবনে আসাদ তাদের লক্ষ্য করে বললেন– 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছো, তা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের সামনে তিনটি প্রস্তাব রাখছি, যেটি খুশি গ্রহণ করতে পার।

তারা জিজ্ঞাসা করল, কি সে প্রস্তাব? কা'ব বললো– এসো, আমরা এই ব্যক্তির আনুগত্য করি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে নেই। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, তিনি একজন প্রেরিত নবী। তাওরাতে তোমরা যে নবীর উল্লেখ পাও, ইনিই তিনি। এ পথ অবলম্বন করলে– তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-পুত্র সব নিরাপদ হয়ে যাবে।

তারা বললো– আমরা কস্মিনকালেও তাওরাতের বিধি-বিধান ত্যাগ করবো না এবং তার বদলে অন্য কিছু গ্রহণ করবো না।

কা'ব বললেন– যদি তোমরা এটা মানতে অস্বীকার করো, তবে এসো, আমরা নিজ হাতে আমাদের শিশু ও নারীদের হত্যা করি, এরপর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ি। আমরা তাদের হত্যা করবো এই যে, যাতে যুদ্ধকালে আমাদের কোন পিছুটান না থাকে। এভাবে আমরা লড়াই করতে থাকবো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। আমরা যদি ধ্বংস হই, তবে এমনভাবে ধ্বংস হবো, যাতে আমাদের কোন বংশধর বাকি থাকবে না, যার উপর আমাদের কোনরূপ আশংকা থাকবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে নারী ও শিশুর কোন অভাব হবে না।

তারা বললো– আমরা ঐ নিরীহদের হত্যা করবো? ওদের হত্যা করে আর বেঁচে থাকার কি সার্থকতা?

কা'ব বললো– আমরা পবিত্র শনিবারের অমর্যাদা করবো আর এর পবিত্রতা নষ্ট করবো? অথচ তোমরা জানো, এর অমর্যাদা করে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি ভীষণ শাস্তি ভোগ করেছিল। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হয়েছিল। এ কাজ করলে আমাদেরও সেই দশা হবে।

হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

অতঃপর তারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আবেদন করলো– আবু লুবাবাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন, তার সাথে আমরা পরামর্শ করবো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে তাদের কাছে পাঠালেন। তাকে দেখামাত্র পুরুষগণ তাকে অভিবাদন জানাতে ছুটে আসল, আর নারী ও শিশুরা তার সামনে গিয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ জানালো। তাদের সে বুকফাটা কান্না দেখে তাঁর অন্তর গলে গেল। তারা বলল– হে আবু লুবাবা। আপনি কি বলেন, আমরা কি মুহাম্মাদের নির্দেশ মতো দুর্গ হতে নেমে আসব? তিনি বললেন– হ্যাঁ, সে সাথে গলদেশের দিকেও ইঙ্গিত করলেন, অর্থাৎ পরিণাম জবাই।

হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আল্লাহ্র কসম! সেস্থান হতে আমি এক কদমও নড়িনি, এর মধ্যেই আমার উপলব্ধি হলো, আমি আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছি। হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেই অবস্থাতেই সোজা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন, আর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে দেখা করলেন না। তিনি মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেকে শক্ত করে বাঁধলেন। বললেন– যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করেন,আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আমি জীবনে বনু কুরায়যার মাটি আর মাড়াবো না, আর যে মাটিতে আমি আল্লাহ্ ও

তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, সেখানে কখনোও নিজের মুখ দেখাবো না।– ইবনে হিশাম

হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে নাযিল হয়–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও না।"– কুরআন (৮ঃ২৭)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– সে যদি আমার কাছে আসতো তা হলে অবশ্য আমিই তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মোট ছয় দিন বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। নামাযের সময় হলে তার স্ত্রী তাঁকে খুলে দিতেন। আবার তিনি নামায শেষে বেঁধে রাখতেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরায় থাকা অবস্থায় শেষ রাতে হযরত আবু লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর তওবা কবুল হওয়ার আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

"আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা তাদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেক কাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।"– কুরআন (৯ঃ১০)

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফযরের নামায আদায়ের জন্য বের হলেন, তখন তিনি নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিয়ে মুক্ত করে দেন।

বনি কুরায়যার ব্যাপারে হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ফয়সালা ঃ

বনি কুরায়যার লোকজন কঠিন পরিস্থিতি দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আত্মসমর্পণ করলো। এ সময় আওস গোত্রের লোকেরা বললো, এরা আমাদের মিত্র খাযরাযের নয়। তাদের সাথে আপনি যে ব্যবহার করেছেন তা সুবিদিত। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবরোধ করেছিলেন আর তারা ক্ষমা চাওয়ায় তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের গোত্রের কোন একজন যদি ফয়সালা দেয় তবে তোমরা খুশি হবে তো? তারা বললো, হ্যাঁ।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর ফয়সালার ভার অর্পণ করা হলো। খন্দকের যুদ্ধে শত্রুদের তীরে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতের রগ কেটে যায়। চিকিৎসার জন্য তাকে মসজিদে নববীর সন্নিকটে ফায়দার তাঁবুতে

পাঠানো হয়। এ পুন্যবতী মহিলা বিভিন্ন ব্যাধি বিশেষ করে ক্ষত রোগের চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসা ছাড়াও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবাসের নিকটে যেতেন। যাতে করে তিনি খোঁজ-খবর রাখতে পারেন এ জন্য সেখানে তাকে রাখা হয়। সেখান থেকে তাকে ডেকে আনা হলো। গাঁধার পিঠে করে তিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হলেন।

বনি কুরায়যা এলাকায় তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে ইহুদীরা তাকে ঘিরে ধরলো এবং বলতে লাগলো যে, হে সা'দ আপনার মিত্রদের প্রতি দয়া করুন, তাদের জন্য কল্যাণকর ফয়সালা দিন। আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকেই বিচারক মনোনীত করেছেন। হযরত সা'দ চুপ করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। চারদিকে থেকে আবেদন-নিবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে তিনি বললেন, এখন সময় এসেছে যে সা'দ আল্লাহ্পাকের ব্যাপারে কোন শক্তিধরের রক্ত চক্ষুকে পরোয়া করে না।

হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উপস্থিত বনু কুরায়যাদেরকে বললেন– আমার ফয়সালা প্রযোজ্য হবে? সবাই বলল– হ্যাঁ। আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বললেন– হ্যাঁ। এরপর হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফায়সালা করে বলেন– "যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হবে, স্ত্রীলোক এবং শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের সব বিষয়-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে।"– বুখারী শরীফ

এ কথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ اَرْقِعَةٍ

"তুমি বনু কুরায়যা সম্পর্কে আল্লাহ্র সেই নির্দেশ অনুযায়ী ফয়সালা করেছো, যে নির্দেশ এসেছে আসমান থেকে।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর মমার্থ হলো– এটা হচ্ছে তাওরাতেরই হুকুম। আর তাওরাত হচ্ছে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছ থেকেই অবতীর্ণ একটি গ্রন্থ। মোটকথা, হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, মূলতঃ তাওরাতও তা সমর্থন করে।

এ ফয়সালার পর আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে বনু কুরায়যাকে মদীনা শরীফে হাজির করে বনু নাজ্জার গোত্রের হারেজের কন্যার বাড়িতে তাদের আটক করে রাখা হয়। এরপর মদীনা শরীফের বাজারে পরিখা খনন করা হয়। গভীর গর্ত বা পরিখা খননের পর হাত বাঁধা ইহুদীদের দলে দলে নিয়ে আসা হয় এবং মাথা কেটে সেই গর্তে ফেলে দেয়া হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ছয়শত থেকে সাতশত এর মাঝামাঝি।

বনু কুরায়যার একজন মহিলাকেও হত্যা করা হয়। এ মহিলা হযরত খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর গম পেশার চাক্কি ছুঁড়ে তাকে শহীদ করেছিলো। সেই হত্যাকান্ডের বদলে তাকে হত্যা করা হয়।

কয়েকজন লোক ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের জান-মাল এবং পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। বনু কুরায়যার ধন-সম্পদ থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে রেখে বাকি সব কিছু আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ঘোড় সওয়ারদের তিন অংশ প্রদান করেন, এক অংশ তার নিজের জন্য আর বাকি দুই অংশ ঘোড়ার জন্য। পদব্রজে আগমনকারীদের এক অংশ প্রদান করা হয়। কয়েদী এবং শিশুদের হযরত সা'দ ইবনে যায়েদ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নেতৃত্বে নজদে পাঠিয়ে তাদের বিনিময়ে অস্ত্র এবং ঘোড়া ক্রয় করা হয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কুরায়যার মহিলাদের মধ্যে রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খানাফাকে পছন্দ করেন। ইবনে ইসহাক (রহঃ) এর বর্ণনা মোতাবেক এই মহিলা আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলেন।

হযরত কালবি (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রায়হানাকে মুক্ত করে দিয়ে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হযরত রায়হানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকি শরীফে দাফন করা হয়।

শাস্তি প্রসঙ্গ ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করার পর ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের যে অঙ্গীকার ছিল তা তারা ভঙ্গ করে। এমনকি তারা কুরাঈশদের পক্ষে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ পরিস্থিতিতে তাদের অপরাধের জন্য হযরত সা'দ ইবনে মু'য়াজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ফয়সালা ও নির্দেশ পালিত হয়।

প্রথমে দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বনু ক্বায়নুক্বা, অতঃপর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বনু নাযীর এবং সর্বশেষ পঞ্চম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে তৃতীয় ও সর্বশেষ ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার নির্মূলের ফলে মদীনা শরীফ ইহুদী মুক্ত হয় এবং মুসলিম শক্তি প্রতিবেশী কুচক্রীদের হাত থেকে রেহাই পায়। এভাবেই মদীনা শরীফে ইহুদী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, ধোঁকা, প্রতারণা ও ফিৎনার হাত থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হয়ে গেল। মুসলমানরা নিশ্চিন্ত হল যে, এখন আর তারা পিছন থেকে আক্রান্ত হবে না এবং কোন রকম অভ্যন্তরীণ চক্রান্তও মাথা চাড়া দেয়ার সুযোগ পাবে না।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কুরায়যার সঙ্গে যেই ব্যবহার করেন তা সামরিক কৌশল, আরবের ইহুদী গোত্রগুলোর প্রকৃতি ও পতিত স্বভাব মোতাবেক ছিল। তাদের জন্য এ ধরনের শক্ত রকমের ও শিক্ষণীয় শাস্তিরই দরকার ছিল যার ফলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী ও ধোঁকাবাজরা যেন চিরদিনের তরে শিক্ষা পেয়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণও এ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবে একা ছিলেন। এই ভূখণ্ডটির আকার আয়তনের দিক দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ এবং এর লোকসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ। তাদের নিকট এমন কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না যারা লোকদের আদেশ পালনে ও আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, কেবল একটি ক্ষুদ্র সেনাদল ছাড়া, সংখ্যা ছিল তিন হাজার। এই বাহিনীও আবার পরিপূর্ণরূপে অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। আর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য কিংবা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিতেন এবং বনু কুরায়যাকে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গের কোনরূপ শাস্তি দান ছাড়াই ছেড়ে দিতেন তাহলে আরব উপদ্বীপে ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হতো। এতে কোনই সন্দেহ নাই যে, ইহুদীদের হত্যার ব্যাপার খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু ইহুদীদের ধর্মের ইতিহাসে এটা কোন নতুন ব্যাপার ছিল না এবং মুসলমানদের দিক দিয়ে এ কাজের পেছনে পূর্ণ বৈধতা এবং অনুমোদন বর্তমান ছিল। এর ফলে অপরাপর আরব গোত্রসমূহ ও ইহুদীরা কোনরূপ চুক্তিভঙ্গ ও ধোঁকাবাজী করার পূর্বে বারবার চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হয়। কেননা এর পরিণতি কত খারাপ হতে পারে তা তারা দেখেছিল এবং স্বচক্ষেই দেখেছিল যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ফয়সালা কার্যকর করার ক্ষমতা রাখেন।

মদীনা শরীফে ইহুদীদের এই সর্বশেষ কেল্লা ও মোর্চার পতনের আরেকটি লাভ হলো– মুনাফিক শিবির স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে যায়, মুনাফিকদের তৎপরতায় ভাটা পড়ে, তাদের মনোবল স্তিমিত হয়ে যায় এবং তাদের আস্থা ও নির্ভরতার অনেকটাই ও বড় বড় আশা-ভরসা কর্পূরের মতো উড়ে যায়। কেননা এটাই ছিল তাদের সুদৃঢ় দুর্গগুলোর সর্বশেষ দুর্গ যা বিজিত হয়।

হযরত সা'দ বিন মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শাহাদাত ঃ

খন্দক যুদ্ধে তীর বিদ্ধ হওয়ার পরে হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করেন– "হে আল্লাহ্! বনি কুরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমার মরণ দিবেন না। আর যদি আপনি কুরায়যাদের সাথে যুদ্ধের পালা শেষ করে দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমার আঘাত অব্যাহত রেখে তাতেই আমার শাহাদাত কবুল করুন।"

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, বনু কুরায়যার বিষয়টি নিষ্পন্ন হলে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আঘাত থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং এর ফলে তিনি শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করেন।

রাতের বেলা হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তিকাল করলে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম মাথায় রেশমী পাগড়ি পড়ে আগমন করে বলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! **এ মৃত ব্যক্তি কে? যার জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আরশ প্রকম্পিত হয়েছে?** তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদর টানতে টানতে হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দিকে দ্রুত গমন করে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান।

অন্যান্য সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বলেন– হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে যখন দাফন করা হয়, তখন আমরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি 'সুবহান-আল্লাহ্' বললে লোকেরাও তাঁর সঙ্গে 'সুবহান-আল্লাহ্' বললো। অতঃপর তিনি 'আল্লাহ্ আকবর' বললে লোকেরাও তাঁর সাথে 'আল্লাহু আকবর' বললো। তখন উপস্থিত সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কী কারণে 'সুবহান-আল্লাহ্' বললেন? জবাবে তিনি বললেন, এ নেককার লোকটির জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

হযরত উমাইয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পরিবারের কোন সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন উক্তি আপনাদের নিকট পৌঁছেছে কি? তারা বললো, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, এ প্রসঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন– **"তিনি প্রস্রাব শেষে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা করতেন।"**

হযরত বারী ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কবরে প্রবেশ করে কিছু সময় সেখানে কাটান। তিনি কবর থেকে বেরিয়ে আসলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বিলম্বের কারণ কি? জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– **"কবরে সা'দকে প্রচণ্ড চাপ দেয়া হয়। আমি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করলে তার কবর প্রশস্ত করা হয়।"**

১৯। গাযওয়ায়ে বনু লিহইয়ান

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল, মতান্তরে জমাদিউল-উলা মাসে দু'শত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর এক বাহিনী নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রাযী' অভিমুখে অভিযানে যান। যাত্রার প্রাক্কালে মদীনা শরীফের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ওপর। আর ঘোষণা করেন যে, তিনি শাম রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করছেন।

বানু লিহইয়ান গোত্রের লোকজনেরা প্রতারণার মাধ্যমে রাযী নামক স্থানে ১০ জন সাহাবাকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আটক করার পর ০৮ জনকেই হত্যা করেছিল। বাকি দুই জনকে মক্কার মুশরিকদের কাছে বিক্রি করে দেয়। তাঁদেরকেও পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল হিজাযের মধ্যভাগে মক্কার সীমানার নিকটবর্তী স্থানে। এ সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে কুরাঈশ ও বেদুঈনদের সম্পর্কের একটা কঠিন টানাপোড়েনের অবস্থা বিরাজমান ছিল। তাই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজাযের গভীর অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে বড় শত্রুদের নিকট যাওয়াকে সমীচীন মনে করেননি।

অগ্রাভিযানের এক পর্যায়ে অভিযাত্রী দলসহ তিনি উমাজ এবং উসফান এর মধ্যভাগে অবস্থিত বাতনে গাররান নামক উপত্যকায় উপস্থিত হন। এখানেই বনু লিহয়ান গোত্রের লোকেরা সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হত্যা করেছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি শহীদ সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে রহমতের প্রার্থনা করলেন। এদিকে বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের সংবাদ পেয়ে পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করে পলায়ন করলো, যার ফলে তাদের কাউকেও গ্রেফতার করা যায়নি।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহিনী নিয়ে বনু লেহইয়ান গোত্রের আবাসস্থলে দু'দিন অবস্থান করলেন, এদের কোন লোকজনেরই খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় দিনের পর তিনি সেখান হতে উসফানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে পৌঁছার পর তিনি ১০ জন অশ্বারোহীকে কোরাউল গামীমের দিকে প্রেরণ করেন। যাতে কুরাঈশগণও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিযান সম্পর্কে জানতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এভাবে মোট ১৪ দিন মদীনা শরীফের বাইরে অতিবাহিত করার পর তিনি মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।

আবু আইয়াম যুরাকী বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসফান নামক স্থানে সালাতুল খাওফ-ভয়কালীন নামায, যোহর ও আসর আদায় করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا
أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَّرَآئِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ
بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ
اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

"এবং আপনি যখন ওদের মাঝে অবস্থান করবেন ও তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা শেষ হলে তারা যেন আপনাদের পেছনে অবস্থান করে, আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা আপনার সাথে যেন সালাতে শরীক হয়। এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্যে কষ্ট পাও অথবা পীড়িত থাকো তবে তোমরা অস্ত্র রেখে

দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।"– কুরআন (৪ঃ১০২)

আসর নামাযের সময় হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে সকলে সশস্ত্র অবস্থায় থাকলেন। আমরা সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁর পেছনে দুই সারিতে দাঁড়ালাম। তিনি রুকু করলেন আমরা সকলে তাঁর সাথে রুকুতে গেলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা তুললেন। আমরা সকলে মাথা উঠালাম। তিনি ১ম সারিসহ সিজদায় গেলেন। ২য় সারি সিজদায় গেল না। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। ১ম সারি সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ২য় সারি বসে ওদের জায়গায় সিজদা দিলেন। এবার ১ম সারি গেলেন ২য় সারিতে আর ২য় সারি গেলেন ১ম সারিতে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় রাক'আতের জন্যে রুকুতে গেলেন। উভয় সারি রুকুতে গেল। তিনি রুকু থেকে মাথা তুললেন সকলে মাথা তুললেন। এরপর এখনকার ১ম সারিসহ তিনি সিজদায় গেলেন। ২য় সারি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ১ম সারি সিজদা থেকে উঠে বসল। এবার ২য় সারি বসে সিজদাবনত হলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয়কালীন নামায বা সালাতুল খাওফ দু'বার আদায় করেছেন, একবার উসফান অঞ্চলে, আরেকবার বনু সুলায়ম গোত্রে।

২০। গাযওয়ায়ে মুরাইসী-বনু মুসতালিক

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫ম হিজরীর ২রা শাবান মুরাইসী-বনু-মুসতালিক অভিযানে বের হন। খুযা'আ বংশের একটি গোত্রের নাম বনু মুসতালিক। তাদের প্রধান জলাশয় ছিল 'মুরাইসী'। এ জলাশয়ের নিকট হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। এ কারণে এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে– মুরাইসী আর গোত্রের নামে হয় বনু মুসতালিক।

বনু মুসতালিকের সরদার হারিস ইবনে আবী যারার তার কর্তৃত্বাধীন আরব গোত্রসমূহকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানলেন তখন যায়দ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মদীনা শরীফের দায়িত্ব দিয়ে বনু মুসতালিকে রওয়ানা হন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সংবাদ পৌঁছলে হারিসের সঙ্গীরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। অগত্যা সে নিজেও পলায়ন করতে বাধ্য হয়। শত্রুপক্ষের যেসব লোক সেখানে ছিল তারা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করে। এদের মধ্যে ১০জন নিহত এবং ১০জন বন্দী হয়। কারো কারো কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করা হয়। কিছু বন্দীকে বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। সর্বশেষে সকলকেই মুক্তি দেয়া হয়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

গোত্র নেতা হারিসা ইবনে আবী যারার এর কন্যা বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। হারিসা ইবনে আবী যারার স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কন্যা দাসীরূপে জীবন-যাপন করতে পারে না। আপনি তাকে মুক্ত করে দিন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ বিষয়টি জুয়ায়রিয়ার হাতেই ছেড়ে দাও। তখন জুয়ায়রিয়া হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে থাকাকেই পছন্দ করেন এবং তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রেও আবদ্ধ হন।

হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার পরম সুফল এই যে, বনু মুসতালিকের সব বন্দীকেই একযোগে মুক্তি দেয়া। কেননা যে বংশ বা গোত্রে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেছিলেন, সে বংশ বা গোত্রেরর কোন লোক তো আর গোলাম থাকতে পারে না। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর এ উক্তি অত্যন্ত সঠিক, তিনি বলেছিলেন– এমন আর কোন স্ত্রীলোক আমার দৃষ্টিতে পড়েনি, যে তাঁর গোত্রের জন্য এরূপ কল্যাণময়ী প্রমাণিত হয়েছে, যেরূপ কল্যাণময়ী প্রমাণিত হয়েছিলেন হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর গোত্র বনু মুসতালিকের জন্য। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উপলক্ষে ২৮ দিন মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে ছিলেন। রমযান শরীফের চাঁদ উঠলে পরে তিনি মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পিতা ফিদিয়ার মাল নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। ঐ মালের মধ্যে উটও ছিল। তিনি এর মধ্য থেকে দুটি উট আকীক উপত্যকায় লুকিয়ে রাখেন এবং হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলেন, আমি আমার মেয়ের ফিদিয়া নিয়ে এসেছি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, ঐ দুটি উটের খবর কি, যেগুলোকে তুমি অমুক উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে এসেছ? এ কথা শুনে হারিস ইবনে যারার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে কালিমা-ই-শাহাদাত পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হযরত হারিস ইবনে জারার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলে তিনি চারশ দিরহাম মোহর নির্ধারণ করে জুয়ায়রিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বিবাহ দেন।

মুনাফিকদের অপতৎপরতা ঃ

গাযওয়ায়ে বদর, ওহুদ, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধ এবং ইহুদী সম্প্রদায়গুলোর মদীনা থেকে বহিস্কারের পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করেছিলেন

যে মুনাফিকদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। বনু মুসতালিকের এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো তাদের আচরণে কোন পরিবর্তন হয়নি।

এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা–

১) মদীনা শরীফের আউস ও খাযরাজের লোকেরা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে নেতা বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ সময়ই হিজরত করে হুজুর রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করেন। মদীনা শরীফের লোকেরা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্ব বরণ করে নেয়। নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সদলবলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। একদিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাযরাজ গোত্রে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বসা ছিল। নাকে কাপড় চাপা দিয়ে তাচ্ছিল্য করে বলে উঠে– 'আমাদের উপরে ধূলাবালি উড়িয়ো না।'

২) হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে কুরআন শরীফ শুনাতেন তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বলতো–

إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ، إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلاَ تُؤْذِينَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا،
ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ

"আপনি যা বলেন তা সুন্দর নয়। যদি তা সত্য হয়, তবে তা দিয়ে আপনি এ মজলিসে আমাদেরকে কষ্ট দিবেন না। আপনি আপনার ঘরে চলে যান। আপনার কাছে যে আসে, তার কাছে এসব কথা বলেন।"– বুখারী শরীফ

৩) গাযওয়ায়ে বদরে মুসলমানদের বিজয়ের কারণে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ভীত হয়ে দলবলসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এটা ছিল বাহ্যিক। এমনকি জুমা'আর দিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়ানোর পূর্বে সে মুসল্লিদের বলতো–

هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، أَكْرَمَكُمُ اللهُ
وَأَعَزَّكُمْ بِهِ، فَانْصُرُوهُ وَعَزِّرُوهُ، وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا–

"ইনি আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাদের মাঝে উপস্থিত। আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন ও গৌরবান্বিত করেছেন। অতএব, আপনারা তাঁকে সাহায্য করুন ও তাঁকে শক্তিশালী করুন। আপনারা তাঁর কথা শুনুন ও তাঁকে মেনে চলুন।"– ইবুন হিশাম

৪) ওহুদ যুদ্ধের সময় শাওত্ব নামক স্থান হতে রওয়ানাকালে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার ৩০০ সঙ্গী নিয়ে মুসলিম দল ত্যাগ করে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসিলম বাহিনীর সামান্যতম ফাটল ধরেনি।

৫) ৪র্থ হিজরীতে বনু নাযীর গোত্রকে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বলেছিল– তোমরা মদীনা ত্যাগ করোনা, বরং যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। এছাড়াও বনু কুরায়যা ও বনু গাতফানদেরকে সাহায্য করার ঘোষণা দিয়েছিল।

৬) ৫ম হিজরী খন্দক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে। এমনকি বনু সালামার লোকদের মন ভেঙ্গে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ সূরা আহযাব এর ১২ থেকে ২০ নং আয়াত শরীফ নাজিল করে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেন।

৭) ৫ম হিজরী যিলকদ মাসে যখন জয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহ হয়, তখন উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত নগ্নভাবে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র হননের চেষ্টা করে।

৮) ৬ষ্ঠ হিজরী বনু মুসতালিক যুদ্ধের সময় জাহাজাহ আল-গেফারীর সঙ্গে সেমান বিন আবারাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আনসারীর সাথে ঝগড়া হয়। এ বিবাদ তুমুল আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বললো– "শোন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা মদীনা শরীফে ফিরে যেতে পারি, তাহলে অবশ্যই সম্মানিত ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সেখান থেকে বের করে দিবে। অতঃপর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললো, দেখো তোমরাই নিজেরা একাজ করেছো। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের শহরে প্রবেশ করিয়েছ। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের মাল-সম্পদ বন্টন করে দিয়েছো। এক্ষণে তোমাদের হাতে যা কিছু আছে, তা যদি ওদের দেয়া বন্ধ করে দাও,তাহলে অবশ্যই ওরা অন্য কোন এলাকায় চলে যাবে।

ইফকের ঘটনা ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বর্ণের হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই তার অপবাদ ও কুৎসা রটনা করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নির্দোষের ব্যাপারে সূরা নূরের ১১ থেকে ২০ নং আয়াত শরীফ পর্যন্ত ১০টি আয়াত শরীফ নাজিল করেন। তখন সর্বত্র হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর পবিত্রতা ঘোষিত হতে থাকে।

২১। হুদায়বিয়ার সন্ধি–ফাত্‌হে মুবীন

মক্কা মুয়াজ্জামার হেরেমের সন্নিকটে নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে হুদায়বিয়া অবস্থিত। এটি একটি কূপের নাম। বর্তমানে এ স্থানকে 'শুমাইয়া'ও বলা হয়। কূপের নামে এ স্থান 'হুদায়বিয়া' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাঈশদের মধ্যে ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসে এ স্থানে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, স্থানের নামেই এ চুক্তিটি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধ।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ
اٰمِنِيْنَ لا مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ
مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا

"আল্লাহ্ তাঁর রসূলের স্বপ্ন সত্যে পরিণত করলেন। ইনশা-আল্লাহ্ তোমরা নিরাপদে ও নির্ভয়ে মসজিদুল হারামে যাবে, কেউ মাথা মুড়ে, কেউ চুল ছেঁটে। তিনি জানেন যা তোমরা জান না। তিনিই তোমাদের দান করেন আসন্ন বিজয়।"– কুরআন (৪৮ঃ২৭)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا
يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ع

"যারা আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহ্‌র কাছেই বায়াত গ্রহণ করেছে; তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি তা ভঙ্গ করে সে নিজেরই ক্ষতি করে; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করে তিনি (আল্লাহ্) তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।"– কুরআন (৪৮ঃ১০)

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বপ্ন ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাওয়াল মাসের ছয় তারিখে স্বপ্নে দেখলেন তিনি মাথা মুড়িয়েছেন, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন, তাওয়াফ সাঈ শেষ করছেন এবং নিরাপদে উমরাহ্ সম্পাদন করছেন। এ পবিত্র স্বপ্ন ভবিষ্যৎ বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে এ স্বপ্নের কথা বললেন। তাঁরা এ সুসংবাদ শ্রবণে আনন্দে উৎফুল্ল হন। মক্কা মুয়াজ্জামা ও পবিত্র কা'বা থেকে তাঁরা বহুদিন দূরে রয়েছেন। মক্কার মুসলমানগণ স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন কা'বা শরীফের সৌন্দর্য দর্শন থেকে তারা বঞ্চিত, তাদের অন্তরে গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে। মদীনা শরীফের মুসলমানগণও হজ্জের জন্য কম লালায়িত ছিলেন না। আল্লাহ্‌র জন্য, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য, ইসলামের জন্য তারা অকাতরে নিজেদের জান-মাল তথা সর্বস্ব কুরবান করেছেন। সকলেই প্রাণের কা'বা তাওয়াফের জন্য ব্যকুল হয়ে আছেন। অবশেষে নবী করীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষষ্ঠ হিজরীর যিলক্বদ মাসের ছয় তারিখে (১৩ মার্চ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সোমবার ১৪০০ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে মক্কা শরীফের পথে যাত্রা করেন। সাথে নিজের কুরবানীর জন্য ৭০টি উট, একটি করে তরবারী ও ইহ্‌রামের কাপড়। যুলহুলাইফাতে পৌঁছে গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধেন। কুরবানীর উটের গলায় কিলাদা লটকানো হলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণীদের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সফর সঙ্গী ছিলেন।

যিলক্বদ মাস হারাম মাসের অন্তর্ভুক্ত, এ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা, ফিত্‌না-ফাসাদ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ কারণেই এ মাসে উমরাহ্‌র নিয়ত করেন। যাত্রীগণের কোষবদ্ধ তরবারী, কুরবানীর পশু সঙ্গে নেয়া ও হারাম মাসে উমরাহ্‌র নিয়তে বের হওয়ার উদ্দেশ্য হলো– কুরাঈশদের আশ্বস্ত করা যে, শান্তিপূর্ণভাবে উমরাহ্ সম্পন্ন করার জন্যই মক্কা মুয়াজ্জামায় আগমন করা হয়েছে।

কুরাঈশদের বাধাদানের পরিকল্পনা ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্কতা অবলম্বনের জন্য গুপ্তচর হিসেবে হযরত বাশার ইবনে সুফয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মক্কা শরীফ পাঠিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উসকান' এর নিকটবর্তী হলে হযরত বাশার ইবনে সুফয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মক্কা থেকে ফিরে এসে জানান যে, কুরাঈশগণ আপনার আগমনের সংবাদ পেয়েছে। তারা লোক-লস্কর নিয়ে 'জি-তাওয়া'য় এসে অবস্থান করছে। তারা প্রস্তুত, আপনাকে কখনো হারাম শরীফে প্রবেশ করতে দেবে না। তারা খালিদ বিন ওয়ালিদ এর নেতৃত্বে দু'শত যোদ্ধা সম্বলিত একটি অশ্বরোহী বাহিনী ইতিমধ্যে 'কুরাউল গামিম' এ প্রেরণ করেছে। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সংবাদ অবগত হয়ে বললেন– 'আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি সে জন্য অবিরাম যুদ্ধ করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ্ ইসলামকে জয়যুক্ত করেন কিংবা আমাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন।'

রাস্তা পরিবর্তন ঃ

কুরাইশগণ যে রাস্তায় অবস্থান করছে সে রাস্তায় না গিয়ে আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তির সহায়তায় দুর্গম পাথুরে রাস্তা অতিক্রম করে 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে এসে পৌঁছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'যিজা–পানির ফোয়ারা ঃ

হুদায়বিয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে নিয়ে ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন। শুষ্ক মরুভূমিতে

এমনিতেই পানির অভাব। চৌদ্দশত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর সাথে রক্ষিত পানি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পানির অভাবের কথা এবং তীব্র পিপাসার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পেশ করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'কারো কাছে সামান্য কিছু পানি আছে কি-না?" সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আরজ করলেন আপনার লোটাতেই কেবল সামান্য পানি আছে। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোটার উপরে পবিত্র ডান হাত স্থাপন করলেন। অমনি পাঁচ আঙ্গুলের চারটি ফাঁক দিয়ে চারটি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হলো। পানি উপচে পড়তে লাগলো। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে তিনি আহ্বান করলেন, যার যার প্রয়োজন মতো পানি সংগ্রহ করার জন্য। চৌদ্দশত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত মুবারক তুলে নিলেন। পানি প্রবাহ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল।– সুবহান আল্লাহ্

স্মরণীয় ঃ সাধারণ পানির চেয়ে অযুর পানি উত্তম। অযুর পানির চেয়ে যমযমের পানি উত্তম। আর যম্‌যমের পানির চেয়েও উত্তম হলো সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারক হতে প্রবাহিত পানি।– ফতোয়ায়ে শামী

তদ্রুপ দুনিয়ার যে মাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক এর সাথে লেগে আছে অর্থাৎ রওজা মুবারকের পবিত্র মাটি, তা আসমান, জমিন, কা'বা শরীফ, বায়তুল মা'মুর, এমনকি- আরশ মুয়াল্লা হতেও উত্তম।– ফতোয়ায়ে শামী, যিয়ারত অধ্যায়

ইতিমধ্যে খুযায়া প্রধান বুদাইল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরাঈশদের সকল সংবাদ জানান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাধ্যমে সংবাদ পাঠান যে, তিনি উমরাহ্ করার জন্য এসেছেন। যুদ্ধ করার জন্য নয়। তিনি এ খবরের উত্তরের অপেক্ষা করছেন। কুরাঈশদের কিছু বিজ্ঞ লোক এ শান্তিপূর্ণ প্রস্তাব মানতে চাইলেন, তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কারণ কুরাঈশরা তাহলে সিরিয়ার বাণিজ্যিক পথ পুনরায় চালু করতে পারবে। মদীনা শরীফের উপর দিয়ে যাওয়া এ পথটি মুসলমানদের আওতাভুক্ত। কুরাঈশগণ সন্ধি চুক্তির শর্ত নির্ধারণের জন্য উরওয়া ইবনে মাসউদ-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে প্রেরণ করে। উভয় পক্ষের আলোচনাকালে সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সম্পর্কে তার অপ্রীতিকর ও শত্রুভাবাপন্ন মন্তব্যের কারণে আলোচনা সফল হয়নি। তবে উরওয়া মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাঈশদের জানায় যে, আমি কেসরা, কাইসার ইত্যাদি দরবার দেখেছি; কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারীদের থেকে যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা

লাভ করেন তেমনি আর কোথাও দেখিনি। আমি এমন একটি জনদল দেখে এসেছি, যারা কোন অবস্থায়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পরিত্যাগ করবে না। বাস্তবেই তাদের অবস্থা এমন যে, **যদি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু ফেলতেন তাহলে কেউ না কেউ তা হাতে নিতেন এবং মুখমণ্ডল ও সর্বশরীরে তা মেখে নিতেন।** তিনি কিছুর নির্দেশ দিতেই প্রত্যেক মানুষ তা পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অযু করলে অযুর পানির ওপর জীবন উৎসর্গকারী এসব ভক্তের দল এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যে, মনে হতো বুঝি লড়াই বেঁধে যায়। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁরা সকলেই তাঁর দিকে মনোযোগী হতেন। সম্মান ও আদবের কারণে কেউ তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতেন না। উরওয়া এ সকল বিষয় অবগত হওয়ার পরে কুরাঈশদের বলেন এবার তোমাদের ইচ্ছা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্ত জবাবের জন্য হযরত খিরাশ ইবনে উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে কুরাঈশদের নিকট পাঠান। কুরাঈশরা তার বাহন উটটি (সালাব)-কে হত্যা করে। হযরত খিরাশ ইবনে উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেও হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে যান।

কুরাঈশ বাহিনীকে ক্ষমা ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে ৪০-৮০ জনের একটি বাহিনী মুসলমানদের হামলা করতে আসে। পুরো বাহিনীই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। অবশ্য দয়াল নবী হুজুর সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে ক্ষমা করেন ও নিজ ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি দেন।

এ ঘটনায় আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

"তাদের উপর তোমাদের বিজয় দানের জন্য মক্কায় তিনিই নিরস্ত করেছেন তোমাদের এবং তাদের; আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন।"– কুরআন (৪৮ঃ২৪)

এ ঘটনার দ্বারা কুরাঈশগণ প্রমাণ পেল যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের উদ্দেশ্য যুদ্ধ বা রক্তাক্ত নয়, বরং আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করা।

প্রেম ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা ঃ

হযরত খিরাশ ইবনে উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে খবর পৌঁছানোর জন্য কুরাঈশদের কাছে পাঠালেন। মক্কা শরীফে পৌঁছে তিনি আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য নেতৃবর্গের কাছে গেলেন এবং বার্তা পেশ করলেন। তারা বললো– তুমি চাইলে তাওয়াফ করে নিতে পার। উত্তরে তিনি বললেন– যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারি না। তারা হযতর ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে আলাপ-আলোচনা করেন যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে তাঁর পৌঁছতে বিলম্ব হয়।

বায়'আত-ই রিদওয়ান ঃ

এ দিকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান যে, হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়েই তিনি সমবেত সকলকে বায়'আত গ্রহণের দাওয়াত দেন। সকলেই উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হন। সে সময় তিনি এক বৃক্ষতলে অবস্থান করছিলেন। তিনি তাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তারা কেউ (জিহাদের ময়দান ছেড়ে) পালাবে না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বাম হাত দিয়ে ডান হাত আঁকড়ে ধরেন এবং বলেন– এটি হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পক্ষ থেকে। এটাই ছিল সেই বায়'আত-ই রিদওয়ান যা হুদায়বিয়া নামক স্থানে একটি বাবলা গাছের নিচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কুরআন শরীফে নিম্নোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে–

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ
قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۙ

"আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করলো। আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।"– কুরআন (৪৮ঃ১৮)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে শপথ নিলেন। যেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাজিরা দিলেন। পরে এটা জানাজানি হয়ে পড়ে যে, এই গুজব মিথ্যা ছিল। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কুরাঈশদের নিকট থেকে নিরাপদে মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন।

কুরাঈশরা বুঝতে পারলো যে, এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিস্ময়করভাবে একান্ত অনুগত ভক্ত সমন্বয়ে গঠিত এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সফলকাম হতে পারবে না। তাদের অবিস্মরণীয় অতীত ও শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি এখন তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। তাই তারা সুহাইয় ইবনে আমর-কে মুসলমানদের নিকট সন্ধি করার জন্য দূত হিসেবে পাঠালো। তার সাথে কিছু আলাপ-আলোচনার পর উভয়পক্ষ একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো ।

সন্ধিপত্র ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধিপত্রের মুসাবিদা প্রস্তুতের জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, লেখ-

এতে সুহাইল ইবনে আমর আপত্তি তুললেন এবং বললেন– আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে জানলেও তাঁর রহমান ও রহীম হওয়া, আল্লাহ্র কসম! তাতো আমরা জানি না। সেই পুরনো দস্তুর মাফিক লেখ। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– ঠিক আছে, লেখ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার নামে। মুসলমানরা এ সম্পর্কে বলে উঠলেন– না, আমরা তো লিখব। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– লেখ।

এরপর তিনি বললেন– লেখ, এটা সেই সন্ধিপত্র যা আল্লাহ্র রসূল সম্পাদন করছেন। এতদশ্রবণে সুহাইল বললেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমরা বিশ্বাসই করতাম যে আপনি আল্লাহ্র রসূল, তাহলে আর আপনার বায়তুল্লাহ্ যাবার পথে কেন বাধা দিলাম? আর আপনার সঙ্গে এতো যুদ্ধ-বিগ্রহই বা করতাম কেন? আপনি এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ লিখুন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমি আল্লাহ্র রসূল, তোমরা তা যতই অস্বীকার করো না কেন। লেখ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্। তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পূর্বের শব্দটি (রসূলুল্লাহ্) মুছে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। এতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আল্লাহ্র কসম! আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাগে গর্জে উঠলেন। এমন অপমানজনক শর্তে কিভাবে চুক্তি হতে পারে- ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তস্বরে বললেন, 'আমিতো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র রসূল, এটা লিখা বা না লিখার মধ্যে এমন কিছু আসে যায় না। আমি যে ইবনে আব্দুল্লাহ্, এটাও তো সত্য। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে 'রাসূলুল্লাহ্' শব্দটি মুছে ফেলতে তিনি নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আদবের সাথে ঐ শব্দ মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানালেন। একদিকে নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব, অন্যদিকে আদব রক্ষা করা ফরয। নির্দেশ পালনের উপরে হলো আদবের স্থান।

অতঃপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অস্বীকৃতি জানিয়ে আদব রক্ষা করলেন। (সুবহান-আল্লাহ্)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটি মুছে 'আবদুল্লাহ্' শব্দটি নিজ হাত মুবারকে লিখে দিলেন।

মুসলমান ও কুরাঈশদের স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তগুলো ঃ

১। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ হজ্জ সম্পাদন না করেই মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করবে।

২। কুরাঈশ ও মুসলমানদের মধ্যে আগামী দশ বছর যে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৩। যদি মুসলমানগণ ইচ্ছা করে তা হলে তিন দিনের জন্য পরের বছর (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে) মক্কা শরীফে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করতে পারবে। মুসলমানদের অবস্থানকালে কুরাঈশগণ মক্কা নগরী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিবে।

৪। আগমনকালে মুসলমানগণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কোন মরণাস্ত্র সঙ্গে আনতে পারবে না।

৫। আরবের যে কোন গোত্রের লোক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে কোন বাধা-নিষেধ থাকবে না।

৬। চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতিসাধন করবে না। কোন প্রকার লুণ্ঠন অথবা আক্রমণ চলবে না।

৭। কোন মক্কাবাসী মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মদীনা শরীফের মুসলমানগণ তাকে আশ্রয় দিতে পারবেন না। পক্ষান্তরে, কোন মুসলিম মদীনা শরীফ হতে মক্কা শরীফে আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে না।

৮। হজ্জের সময় মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং মক্কা শরীফের বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদীনা শরীফের পথ ধরে সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

৯। মক্কা শরীফের কোন নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের দলে যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফেরৎ দিতে হবে।

১০। সন্ধির শর্তাবলী উভয় পক্ষকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

মদীনার শরীফের পথে ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়ায় উট কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করে উমরাহ্‌র কাজ এখানেই সম্পন্ন করেন। সকলকে নিয়ে ১৯ দিন পর তিনি মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে 'কুরা গামীম' নামক স্থানে ১০ই মুহর্‌রম আশুরার দিনে সূরা ফাতাহ্ এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۙ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

"(হে প্রিয় রাসূল! জেনে রাখুন, এটা পরাজয় নয় বরং) নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। আপনার উসিলায়ই আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গুনাহ্‌সমূহ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেবেন।"– কুরআন (৪৮ঃ১-২)

হযরত নবীগণ আলাইহিস সালাম সবসময়ই বে-গুনাহ্-মাসুম। আয়াতের শাব্দিক অর্থ করা ঠিক নয় বরং তাফসিরভিত্তিক অর্থ করতে হবে।

মুসলমানগণ সন্ধির বিষয়বস্তু নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ বছরে উমরাহ্ পালন না করে ফিরে যাওয়া, আর কোন মক্কাবাসী মদীনায় গেলে তাকে ফেরত দিয়ে দেয়া, এটা ছিল মুসলমানদের জন্য অপমানজনক শর্ত।

কুরাঈশ দূত সুহাইল এর পুত্র আবু জন্দল পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে কুরাঈশগণ তাঁকে নির্মমভাবে মারপিট করে বন্দী করে রেখেছিল। তিনি হঠাৎ কোনক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানগণের পক্ষে দৃশ্যতঃ অসন্তোষজনক ছিল। তারপরও আবু জন্দলের ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখে এবং তাঁকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে হবে জেনে সমস্ত মুসলমানগণ এই সন্ধির শর্ত গ্রহণে আপত্তি করতে লাগলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রকাশ্যভাবেই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নানা প্রকার প্রশ্ন করতে লাগলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন– 'তিনি আল্লাহ্‌র নবী, যা কিছু করেন, আল্লাহ্‌র হুকুমেই করেন।' অবশেষে সন্ধির শর্ত পালনের প্রতি নূর নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৃঢ় মনোভাব দেখে সকলেরই উত্তেজনা প্রশমিত হলো। তিনি আবু জন্দলকে ডেকে বললেন, 'আবু জন্দল, **সবর করো এবং আত্ম-সংবরণ করো।** আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার মতো অন্যান্য মজলুম মুসলমানদের জন্য নিশ্চয়ই কোন উপায় বের করে দিবেন। আমি সন্ধির শর্তে আবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং কিছুই করার নেই।'

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে পৌঁছতেই আবু বাসীর উতবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নওমুসলিম কুরাঈশদের হাত থেকে পালিয়ে মদীনা শরীফে উপস্থিত হন। কুরাইশগণ তাঁর পিছনে দু'জন লোক পাঠায় এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফেরত দেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে আবু বাসীর উতবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কৌশলে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে আস্তানা করেন। এরপর মক্কার কোন লোক মুসলমান হলে জীবন ও ঈমান বাঁচাতে পালিয়ে আবু বাসীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সঙ্গে মিলিত হতে থাকেন। আবু জান্দাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তাঁর সাথে একত্রিত হলেন। এভাবে তাঁদের একটি ক্ষুদ্র দল তৈরি হলো। এরপর তাঁরা এ পথ দিয়ে সিরিয়ায় গমনাগমনকারী কুরাঈশদের বাণিজ্য কাফেলা আটক করতো এবং কাফেলার মালামাল কেড়ে নিত। অতঃপর কাফেলার লোকদেরকে তাঁরা হত্যা করতো। অবশেষে কোন উপায় না পেয়ে কুরাঈশরা আল্লাহ্‌র দোহাই ও আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই দিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আবেদন করলো যে, তিনি যেন তাদেরকে ডেকে পাঠান। এরপর থেকে মক্কার কোন নওমুসলিম মদীনা শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পৌঁছলে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না, নিরাপদে শান্তিতে সে সেখানে অবস্থান করতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

খুবই লক্ষণীয় বিষয়, প্রকৃতপক্ষে ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে মদীনা শরীফ হতে কেউই মক্কা শরীফে গমন করেননি। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর মাত্র কয়েকজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। মদীনা শরীফে আশ্রয় নেন। তবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ফেরত দেন, যেমন– হযরত উতবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবু জন্দল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

মহাবিজয় ঃ

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচায়ক এই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে কুরআন শরীফে 'ফাতহুম মুবিন' তথা 'মহাবিজয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্যাচারিত ও ষড়যন্ত্রকারী স্বীয় গোত্রের লোকেরা একই চুক্তিতে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে স্বাক্ষর করে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূলরূপে স্বীকৃতি প্রদান করে।

সন্ধির কারণে পরোক্ষভাবে ইসলামের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও রাজনৈতিক সংস্থারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। কা'বা শরীফের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয়। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত ও ইসলামের সার্বভৌমত্ব কুরাঈশগণ স্বীকার করে। যুদ্ধ বিরতির শর্তে দশ বছরের জন্য হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাঈশগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কুরাঈশগণ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতিবিধি হারিয়ে ফেলেছিল। এ সন্ধির কারণে কুরাঈশগণ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহানুভবতা ও দূরদর্শিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

হুদায়বিয়া সন্ধির অন্যতম প্রধান তাৎপর্য হলো– ইসলামের বিস্তৃতি ও প্রসারতা লাভ। আরবের যে কোন গোত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কুরাঈশদের সঙ্গে যোগাযোগ, মেলামেশা, আদান-প্রদান ও সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি করতে পারবে। বিশেষভাবে বনু খোজা, বনু বকর, বেদুইন গোত্রসমূহ এমনকি পৌত্তলিক আরববাসীরা ইসলামের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।

ইবনে হিশাম বলেন– এই চুক্তির ফলাফল হয়েছিল এরূপ যে, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে হুদায়বিয়ায় গমন করার মাত্র দুই বছর পরে দশ হাজার সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। উনিশ বছর কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে উম্মতের সংখ্যা দাঁড়ায় চৌদ্দশত, কিন্তু এই চুক্তির ফলে মাত্র দুই বছরে (৬২৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল দশ হাজার। মহান চরিত্রের অধিকারী নূরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্যে মাটির মানুষগুলো স্বর্ণপিণ্ডে এবং পাথর থেকে পরশ পাথরে পরিণত হলেন। আল-হামদুলিল্লাহ্

স্বাধীন ও অবাধ গতিবিধির ফলে অনেক গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে ইসলামের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব দেশের বাইরে সিরিয়া, মিশর, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে এবং আরব দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোত্র প্রধানের নিকট পত্রসহ দূত প্রেরণ করেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে থাকায় ইসলাম ধর্ম আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহির্বিশ্বে এর সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধিবলে অন্তর রাজ্য বিজয়ী প্রমাণিত হয়। অনন্তর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যিনি কুরাঈশ অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন এবং যিনি বড় বড় যুদ্ধে জয় করেছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই তিনি ইসলাম কবুল করেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 'সাইফুল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র তরবারি উপাধি দান করেছিলেন। আল্লাহ্র রাহে তিনি সর্বপ্রথম সফল, সার্থক ও সৌভাগ্যবান পুরুষ হিসেবে অভিহিত হন এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাতে সিরিয়া এলাকার বিজয় দান করেন।

আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও ছিলেন একজন বিরাট জেনারেল ও সিপাহ্শালার যিনি পরবর্তীকালে মিশর বিজেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনিও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ে মদীনা শরীফে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণে সৌভাগ্যবান হন এবং উন্নত মর্যাদা লাভ করেন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

২২। গাওয়ায়ে-যী-কারাদ

ইমাম বুখারী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন– হুদায়বিয়ার পরে আল-খায়বার যুদ্ধের তিনদিন পূর্বে যুকারাদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাতে দুশমনরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উটনী লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এ সময় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

উমাইয়া ইবনে হিসন ফাযারীর নেতৃত্বে একটা বাহিনী 'গাবা' নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধেল উষ্ট্রীর উপর হামলা চালায়। সেখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে রাখাল রূপে বনু গিফারের জনৈক ব্যক্তি সস্ত্রীক বসবাস করতো। হামলাকারীরা পুরুষটিকে হত্যা করে এবং উষ্ট্রীগুলোর সঙ্গে তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। হযরত সালমা ইবনে আমর ইবনুল আকওয়া আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ হামলা সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানতে পারেন। তীর-ধনুক নিয়ে তিনি গাবার দিকে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে ছিল হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ভৃত্য ও একটি ঘোড়া। ঘোড়া তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ছানিয়াতুল ওদা নামক স্থানে পৌঁছলে কাফিরদের কিছু অশ্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সানা পর্বতের এক কিনারায় পৌঁছে তিনি চিৎকার করে বলেন– হে সাবধান! তারপর তিনি হামলাকারীদের পেছনে ছুটে যান, তিনি ছিলেন নেকড়ের ন্যায় দ্রুতগামী। তিনি তাদেরকে নাগালে পেয়ে যান। আর তীর দ্বারা তাদেরকে আঘাত করতে করতে আবৃত্তি করেন–

তাদের পাকড়াও করো আর আমি হলাম আকওয়া তনয়

আর আজকের দিনটা হলো নীচু প্রকৃতির লোকদের বিনাসের দিন।

অশ্ববাহিনী তাঁর দিকে ছুটে এলে তিনি পিছিয়ে যেতেন। সুযোগ পেলে তিনি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতেন এবং তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুনরায় পূর্বোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করতেন।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন– ইবনুল আকওয়া এর আহ্বান শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে বিপদ সংকেত দেন– বিপদ! বিপদ!! তা শুনে মুসলিম ঘোড়াসওয়াররা তাঁর নিকট চলে আসেন। সর্বপ্রথম হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছেন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ। তারপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে অনেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) একত্র হলে সা'দ ইবনে যায়দকে তিনি তাদের আমীর নিযুক্ত করে বললেন– দুশমনের খোঁজে বের হও; আমিও সদলবলে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিবো।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, ঘোড়সওয়াররা বের হলেন। এবং ছুটে গিয়ে দুশমনের নাগাল পেলেন। সর্বপ্রথম যে ঘোড় সওয়ার ছুটে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে মিলিত হলেন তিনি ছিলেন হযরত মুহ্‌রিম ইবনে নাযলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি দুশমনের কাছে পৌঁছে তাদেরকে বললেন– হে বনু লুকায়ার লোকেরা! তোমরা অপেক্ষা করো; পিছন দিক থেকে মুহাজির আনসাররা এসে তোমাদের সাথে মিলিত হোন। ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন– এ কথা শোনার পর দুশমনদের একজন হামলা চালিয়ে তাকে শহীদ করে। আর ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়, তাকে পাকড়াও করা যায়নি। নিহত ব্যক্তির ঘোড়াটি ছুটে যায় এবং বনু আবদুল আশহালের বাগানে গিয়ে থামে। এটাই ছিল মদীনা শরীফে তাদের আস্তাবল।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলতে চলতে যিকারাদ এর একটা পাহাড়ে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সাহাবীগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হন। তিনি সেখানে এক দিন এক রাত অবস্থান করেন।

তারপর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গী সাথীদের মধ্যে গণীমতের মাল বণ্টন করেন এবং প্রতি ১০০ জন লোকের মধ্যে অনেকগুলো উট বন্টন করেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান শেষে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

গিফার গোত্রের এক নারী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উটনীতে আরোহণ করে মদীনা শরীফে আগমন করে। সেই মহিলাটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই খবরটি দেন। মহিলাটি বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি মানত করছি যে, আল্লাহ্ আমাকে নাজাত দিলে অর্থাৎ নিরাপদে পৌঁছালে আমি উটনীটি জবাই করবো। মহিলার কথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে বললেন, তুমি উটনীটিকে কতইনা নিকৃষ্ট প্রতিদান দিলে। কারণ, আল্লাহ্ তোমাকে তার উপর সওয়ার করান এবং তার সাহায্যে তোমাকে নাজাত দিলেন, আর এতো সবের পর তুমি তাকে জবাই করার

মানত করলে? জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র নাফরমানীতে কোন মানত নেই। তুমি যে জিনিসের মালিক নও, সে ব্যাপারেও মানত করার অবকাশ নেই। সেটিতো আমার উটনী। আল্লাহ্‌র বরকত নিয়ে তুমি স্বজনদের মধ্যে ফিরে যাও।

এই অভিযানে দু'জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা) শাহাদত বরণ করেন। তাদের একজনের নাম মুহরিয ইবনে নাযলা আল-আখরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং অন্যজনের নাম খুব সম্ভবতঃ হযরত ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিল।

২৩। গাযওয়ায়ে খায়বর

হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পথে আল্লাহ্ তা'য়ালা আয়াতে কারীমা নাজিল করেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ، وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً
تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

"এবং বহুল পরিমাণে গণীমতের মাল, যেগুলো তারা নেবে এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। এবং আল্লাহ্ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন বহুল পরিমাণে গণীমতের, যা তোমরা গ্রহণ করবে। সুতরাং তোমাদেরকে এটা শীঘ্রই দান করেছেন এবং মানুষের (অনিষ্টের) হাত তোমাদের দিক থেকে রুখে দিয়েছেন; এবং এ জন্য যে, ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হবে এবং তোমাদেরকে সরল পথ দেখাবেন।"– কুরআন (৪৮ঃ১৯-২০)

এখানে মুসলমানদের খায়বর বিজয় ও বহুল গণীমতের মাল-সম্পদ প্রাপ্তির অগ্রিম সুখবর রয়েছে। মহান রব এ ওয়াদা পুরণ করেছেন।

খায়বর ভূ-খণ্ড ঃ

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে, সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী স্থান হলো খায়বর। এখানে সর্বত্রই লাভায় পোড়ানো পাহাড়। এর মধ্যে রয়েছে ৭টি উপত্যকা, আর সেখানে প্রায় ১০০ ঝর্ণা রয়েছে এবং কুয়া-জলাশয়ও রয়েছে। সম্পূর্ণ জায়গায়ই অত্যন্ত সবুজ এবং সেখানে ভাল ফসল ফলে। সেখানে রয়েছে খেজুর, আঙ্গুর, বাতাবি লেবু ও ডুমুর ইত্যাদির বাগান।

ইহুদী সম্প্রদায়ের আবাস ভূমি ঃ

এক সময় ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। ফিদক, ওয়াদিউল কুরা এবং তায়মার ছিল তাদের বসতি। তাদের ৩টি গোত্র ছিল ইয়াসরিবে। খায়বরই ছিল তাদের সব চেয়ে বড় কেন্দ্র। বনু নজীর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিতাড়িত হয়ে তারাও এখানে বসতি স্থাপন করে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা সেখানে প্রতিপত্তি লাভ

করে। বনু নাজির, বনু কুরাইজা, মুনাফিকরা, বনু গাতফান ও অন্যান্য বেদুঈন সম্প্রদায় মুসলমানদের বিজয় বিশেষভাবে তাদের খন্দকের পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে পারছিল না। মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তারা চার হাজার সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এ কারণে খায়বারের উপর হামলা চালানো মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

খায়বর অভিমুখে যাত্রা ঃ

হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ম হিজরী মহররম মাসের ৪ তারিখে (৬২৮ খ্রীঃ মে মাসে) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত অশ্বারোহীসহ ষোলশত মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খায়বরের দিকে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধের জন্য নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারিয়া বিশেষ ৩টি পতাকা তৈরি করেছিলেন এবং হযরত হাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিনে খায়বর পৌঁছেন এবং তিনি 'রাযী' উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর ঘাটি স্থাপন করেন, যা খায়বর ও গাতফান বসতির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে ঘাটি নির্ধারণের উপকার হলো যে, গাতফান গোত্র খায়বারবাসীদের সাহায্যে বের হওয়া থেকে বিরত থাকবে। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে এ কেন্দ্রের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন।

খায়বরের দূর্গ ঃ

খায়বরের যুদ্ধ ছিল দুর্গ কেন্দ্রিক। এগুলো মুসলিম বাহিনী জয় করে। খায়বারে মোট আটটি দুর্গ ছিল। নাতাত, শিক এবং নায়িম– এ তিনটি দুর্গ ছিল একদিকে এবং আল-কাতিবা, আল-ওয়াতীহ্, আস-সালালিম– তিনটি দুর্গ ছিল অপরদিকে। আর সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল কামূস, যার মালিক ছিল আবি হুকায়ক। নাতাতের সন্নিকটে মুসআব ইবনে মু'আযেরও একটি দুর্গ ছিল।– আসাহ্হুস্ সিয়ার

মরহুম সুলায়মান মানসুরপুরীর বর্ণনায় দুর্গের সংখ্যা হলো ১০টি। ইতিহাসবিদদের মতে সেখানে বিশ হাজার ইহুদি যোদ্ধা অবস্থান করছিল।

বিজয় ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দেখলেন যে, ইহুদিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন। প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নাইম দুর্গে। প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং মুসলিম যোদ্ধা মুহাম্মাদ বিন মুসলিমাহ্ শাহাদাত বরণ করলেন তবে দুর্গটি জয় করে ফেললেন। মুসলমানরা অন্যান্য ছোট দুর্গগুলো সহজেই দখল করলেন। কিন্তু যখন শক্তিশালী দুর্গ কামুস গেলেন তখন কঠিন যুদ্ধের সম্মুখীন হলেন। যুদ্ধ প্রায় ২০ দিন চলল। প্রতিদিন তারা বিনা সাফল্যেই ফিরে আসতেন। হযরত রসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পাঠালেন; কিন্তু তারা কেউই সফলতার সাথে দুর্গ জয় করতে পারলেন না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছিল অপরিমেয় আশা এবং সাহস। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি এমন একজন ব্যক্তিকে পরের দিন পাঠাবেন যে আল্লাহ্ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুবই প্রিয় এবং তার হাতে দুর্গ বিজয় হবে। (আল সিরাতুন নব্যুয়াত, আল তাবাকাত আল কুবরা) সকলেই সেই ব্যক্তিকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন সকালে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডাকলেন এবং তাকে সৈন্যদলের সেনাপতি করে যুদ্ধে পাঠালেন। মুসলমানদেরকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অধীনে দেখে বিখ্যাত যোদ্ধা মারহাব তাকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানান। যুদ্ধ দুইজনের মধ্যে শুরু হলো। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রথম আক্রমণেই তাকে মেরে ফেললেন। এরপর তীব্র যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ চলাকালীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঢাল ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি দুর্গের দরজার একটি খণ্ড খুলে ফেললেন এবং ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেন। ইহুদীরা পরাজিত হলো এবং দুর্গ জয় করলেন।

কাসুম দুর্গ জয়ের পর, ইহুদীরা বুঝতে পারল যে, তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অনুরোধ করল তাদের শান্তিতে বসবাস করতে দিতে এবং এর বিনিময়ে তারা তাদের উৎপাদনের অর্ধেক অংশ প্রদান করবে। তাদের বাড়ি-ঘর, জানমাল, নারী ও শিশু অচ্ছুৎ অক্ষত রয়ে গেল। যদিও হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, তারা তাদের কথা রাখবে না তারপরও তিনি তাদের অনুরোধ রাখলেন। এটা সহজেই বুঝা যায় যে, ইসলাম যদি তরবারিরর দ্বারা প্রচার করা হতো তাহলে জোর করেই সবকিছু করা লাগত। এর বিপরীত শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্ষমা প্রদর্শন করা হলো।

মালে গণীমত ঃ

খায়বর বিজিত হলে সেখানে মুসলমানগণ বহু ধন-রত্ন লাভ করেন। ইহুদী সর্দার আবু হুকায়ক ও তার পরিবারের নিকট হতে গাধার চামড়ার বকলে ও সিন্ধুকে রক্ষিত হীরা-মানিক্য ও ধন-সম্পদ উদ্ধার করেন। সেখানকার ভূসম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়। এ যুদ্ধে ১৪০০ পদাতিক ও ২০০ অশ্বারোহী মুসলিম সৈন্য অংশগ্রহণ করেন। পদাতিককে এক অংশ ও অশ্বারোহীকে দু'অংশ হিসাবে মোট ১৮০০ অংশ বন্টন করে দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদি পূরনের জন্য পৃথক করে অংশ রাখা হয়। বিজিত অঞ্চল কতিপয় শর্তের মাধ্যমে কব্জ রাজ্য হিসাবে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়। শুক্র ফিদাক নামক অঞ্চলটি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য নিজ অধিকারে নিয়ে আসেন।

এ যুদ্ধে ইহুদীদের ৯৩ জন নিহত হয় এবং ১৫ জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) শাহাদাত বরণ করেন।

ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ঃ

এ যুদ্ধে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিষ প্রদান করা হয়। সালাম ইবনে মাশকাম নামক ইহুদীর স্ত্রী জয়নব বিনতে হারিছ বিষ মিশ্রিত একটি ভুনা বক্‌রী তোহফা হিসেবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পেশ করে। সে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, বক্‌রীর কোন অংশ তাঁর বেশি প্রিয়? তিনি বলেছিলেন, রান। এতে সে রানের অংশে বেশি করে বিষ মিশিয়েছিল। তিনি যখন রানের থেকে কিছু অংশ ভেঙ্গে খেতে শুরু করেন তখন ঐ গোশতের টুকরোই তাঁকে অবহিত করে যে, এতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তা উগরে ফেলে দেন।

হযরত বাশার ইবনে বারা খাযরাজী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন। অত্যাধিক শিষ্টাচারের কারণে তিনি তাঁর মুখের গ্রাসটি সঙ্গে সঙ্গে উগলে ফেলেননি। ফলে সেটা পাকস্থলীতে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের মধ্যে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এই ঘটনার তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। জয়নবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করে বলে, আমার ধারণা ছিল, যদি আপনি নবী হন তাহলে বিষ আপনার দেহে কোন ক্রিয়া করবে না। আর যদি নবী না হন তাহলে আপনার হাত থেকে আমরা ইহুদীরা পরিত্রাণ পাব।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

খায়বারের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কেনানাহ্‌র নব বিবাহিতা স্ত্রী সাফিয়াহ্‌ও ছিলেন। তিনি হচ্ছেন বনী নাযীর ও বনী কুরায়যার নেতাদের কন্যা। প্রথমে তাকে হযরত দাহিয়াহ্ ক্বালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেয়া হয়। পরক্ষণেই নেতৃ কন্যা হিসাবে তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেয়া হয়। তিনি ইসলাম কবুল করেন, তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্তি দেন ও স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। বিবাহের ওয়ালিমা হ্‌তে দই ও ঘি খেতে দেয়া হয়। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ৭টি উট উপহার দেন। মদীনা শরীফে ফেরার পথে 'সাহবায়' তাঁর সঙ্গে বাসর হয়। এ সময় তাঁর মুখে সবুজ দাগ দেখে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন– "হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার খায়বর আগমনের পূর্বে **আমি একরাতে স্বপ্নে দেখি যে, চাঁদ কক্ষচ্যুত হয়ে আমার কোলে এসে পড়লো।** এ কথা কেনানাকে বললে সে আমার গালে জোরে থাপ্পর মারে, আর বলে যে–

أَتُرِيْدِيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟

'তুমি কি ইয়াসরিবের বাদশাহ্‌কে চাও?' তিনি বলেন, আমার নিকটে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কেউ ছিলেন না। কারণ তিনি আমার পিতা ও স্বামীকে হত্যা করেছেন। অতঃপর হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকটে বারবার ওজর পেশ করেন এবং বলেন, হে সাফিয়াহ্! তোমার পিতা আমার বিরুদ্ধে আরবদের জমা করেছিলেন। তাছাড়া অমুক অমুক কাজ করেছিলেন। অবশেষে আমার অন্তর থেকে তার উপরে বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায়।– ইবনে হিব্বান

অস্তমিত সূর্য পুনঃউদয় ঃ

কাজী আয়ায (রহঃ), ইমাম তাহাভী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হযরত আসমা বিনতে ওমায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন– "খায়বর থেকে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তনকালে সাহ্‌বাহ্ নামক স্থানে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবু ফেলেন। সকলে মিলে আসরের নামায আদায় করেন। কিন্তু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখনও আসর নামায আদায় করেননি। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ওহী নাজিল হলো। তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ওহী নাজিল মাগরিব পর্যন্ত চলতে লাগলো। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে গেল। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বিদায় নিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কি আসর নামায আদায় করেছো? হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, জ্বী না। নবীপ্রেমে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসর নামায কাযা করে ফেললেন। **নামায হলো আমল আর নবীপ্রেম হলো ঈমান।** এমতাবস্থায় ঈমান রক্ষা করাই প্রথম ফরয।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ فِيْ حِجْرِ عَلِيٍّ وَلَمْ يُكَنْ صَلَّى الْعَصْرَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَالَهُ فَرُدَّتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتّٰى صَلّٰى ثُمَّ غَرَبَتْ ثَانِيًا : (اَلْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ ج ٦)

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কোলে মাথা মুবারক রেখে শয়ন করলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও আসর পড়তে পারেননি। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে গেলো। অতঃপর নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাত্রোত্থান করলেন এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য দু'আ করলেন। সূর্য তাঁর জন্য ফিরে আসলো। তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামায (আসর) আদায় করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ডুবে গেলো।"– আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

২৪। গাযওয়ায়ে ওয়াদিল ক্বোরা

খায়বর যুদ্ধের পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানকার ইহুদীদের নিকট গমন করেন। দিনভর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে একজন সাহাবী শহীদ হন এবং ইহুদীদের পক্ষে ১১ জন নিহত হয়। বিপুল গণীমত লাভ হয়। ইহুদীরা সন্ধি করে এবং চাষের জমিগুলো তাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দেয়ার শর্তে, যেভাবে খায়বরে করা হয়েছিল। ফাদাক ও তায়মার ইহুদীরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

২৫। গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযীর যুদ্ধের পর রবিউল আউয়াল, রবি উসসানী এবং যুমাদাল উলা মাসের কয়েক দিন মদীনা শরীফ অবস্থান করেন। এ সময় এক বণিক পণ্যদ্রব্য নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিলেন। সে সংবাদ দেয় যে, গাতফাত গোত্রের আন্‌মা ও সালাবা কিংবা বনু মাহারিব ও মালাবা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হচ্ছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে স্থলাভিষিক্ত করে ৫ হিজরী ১০ মুহররম (৬২৬ খ্রিঃ ১১ জুন) নজদ অভিমুখে রওয়ানা করেন। এলাকাটি ছিল গাতফান গোত্রের বাসভূমি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী হয়েছিলেন– ৪০০শত বা ৭০০শত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)।

নামকরণ ঃ

১) 'যাতুর রিকা' হচ্ছে একটি পাহাড়, যার মধ্যে বিভিন্ন ভূ-খণ্ড রয়েছে।

২) একটি বৃক্ষের নাম হলো– 'যাতুর রিকা'।

৩) রিকা তালি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদদের বর্শায় তালি লাগানো ছিল। একারণে যাতুর রিকা বলা হয়।

৪) এ অভিযানকালে পাথরের উপর দিয়ে চলতে চলতে সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পা ফেটে গিয়েছিল বিধায় তাঁরা তাঁদের পায়ে কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাই ঐ অভিযানকে যাতুর রিকা নামে অভিহিত করা হয়।

বস্তুত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছেন, তখন সেখানে স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া অন্য কোন জনপ্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। কেননা পুরুষেরা পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এক-একদিকে এক-একটি সন্ধানী

দলকে পাঠানো হয়। তথাপি 'সালাতুল খাওফ' আদায় করা হয়, যাতে শত্রুরা ইবাদতের এই সুযোগে মুসলমানদের উপর হঠাৎ আক্রমণের প্রয়াস না পায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫ মুহররম হিজরী ৫ সন (মোতাবেক ২২ জুন, ৬২৬ খ্রিঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

২৬। গাযওয়া আল-ফাত্হ বা মক্কা মুকাররমা বিজয়

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۚ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"[হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদেরকে] বলেছিলেন, আজ তোমাদের উপর কোন প্রতিশোধ বা অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সমস্ত দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু।"– কুরআন (১২ঃ৯২)

নূরনবী, হায়াতুন্নবী, করুণার ছবি, কুলকায়েনাতের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুকাররমা বিজয়ের দিনে মক্কাবাসীদেরকে এভাবেই ক্ষমার ঘোষণা দেন।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিজয় ঃ

নূরে মুজাজ্সাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন রউফুর রহিম রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা শরীফে অবস্থানের সময়কাল আট বছর। মদীনা শরীফে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও মক্কা বিজয় ছাড়া আরবে তথা সারা বিশ্বে ইসলাম সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ চূড়ান্ত বিজয়ের প্রেক্ষাপট ধাপে ধাপে সূচিত হয়েছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরত, বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের ফলাফলে কুরাঈশদের পরাজয় আর মুসলমানদের বিজয়ী শক্তি হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। পরিশেষে পরাজয়মূলক সন্ধিতে স্বাক্ষর করে কুরাঈশরা পঙ্গুই হয়ে যায়। সুতরাং হিযরত থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা হলো আল্লাহ্রই সাহায্য।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, মুসলমানদের প্রতি কুরাঈশদের জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, সত্য গ্রহণে বাধা প্রদান ইত্যাদি চরম সীমায় পৌঁছেছিল। মুসলমানদের প্রশিক্ষণ ও দীক্ষার সফলতার পরে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ ও মুসলমানগণ বিজয়ী বেশে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করুক। চাইলেন পবিত্র কা'বাকে মূর্তির ময়লা, মিথ্যার দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন, বায়তুল্লাহ্র বরকত ও

তাঁর রহমতের ধারাকে সমস্ত মানুষের জন্য ব্যাপক করে দিবেন। মহান আল্লাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মক্কা বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন।

অভিযানের কারণ ঃ

ষষ্ঠ হিজরীর হুদায়বিয়ার সন্ধির তৃতীয় শর্ত ছিল, যে সকল গোত্র মুসলমান বা কুরাঈশ পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে তারা তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং তাদের কারো উপরে অত্যাচার করা হলে সংশ্লিষ্ট দলের উপরে অত্যাচার বলে ধরে নেয়া হবে। উক্ত শর্তের আওতায় বনু খোযা'আহ্ মুসলমানদের সাথে আর বনু বকর কুরাঈশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু দু'বছর পূর্ণ না হতেই বনু বকর চুক্তি ভঙ্গ করে অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে রাতের অন্ধকারে বনু খোযা'আহ্র উপরে অতর্কিত হামলা করে বহু লোক হতাহত করে। বনু বকরের এ আক্রমণে কুরাঈশদের ইন্ধন ছিল,তারা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। এমনকি নেতা ইকরামা, সাফওয়ান ও সোহায়েল বিন আমর সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিল।

বনু খোযা'আহ্র এ দুঃসংবাদ নিয়ে আমের বিন সালেম ৪০ জনের একটি দল নিয়ে মদীনা শরীফে আগমন করেন। তারা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এর প্রতিকার প্রার্থনা করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, যখন কোন জাতি আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন একের বিপদে অপরকে সাহায্য করাই নিয়ম। তাই প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোযা'আহ্ সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি দূত মারফৎ কুরাঈশদের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন–

১। হয় তোমরা বনি-খোযা গোত্রকে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে এ অন্যায়ের প্রতিকার করো;

২। নয় তো বনি-বকর গোত্রের সাথে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করো;

৩। আর নয়তো হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়েছে বলে ঘোষণা করো।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে তারা তৃতীয়টি গ্রহণ করলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝলেন, যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কুরাঈশ অধিপতি আবু সুফিয়ান পরিস্থিতির অবনতি দেখে চুক্তি নবায়নের জন্য মদীনা শরীফে আসেন। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রস্তাব দিলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন।

আবু সুফিয়ান মদীনা শরীফে এসে নিজ কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে গিয়ে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানায় বসতেই হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলে উঠেন– 'আল্লাহ্র হাবীব যে বিছানায় আরাম করেন, সেখানে তাঁর দুশমন বসতে পারে না।' পিতাকে নবীর দুশমন বলা নবী প্রেমেরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মক্কা শরীফে অভিযানের প্রস্তুতি ঃ

প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অনতিবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দেন। সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রেখে সবকিছু সংগ্রহ করতে লাগলেন। মক্কা শরীফে সংবাদ না পৌঁছে সেজন্য মদীনা শরীফের চারপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছা কুরাঈশগণ জানলে বিপুল সমরায়োজন করবে, ভীষণ রক্তাক্ত হবে, কুরাঈশগণ নির্মূল হয়ে যাবে। তিনি এরূপ ধ্বংসমূলক বিজয় চাননি, চেয়েছেন প্রেম দিয়ে জয় করতে, মানবতা দিয়ে জয় করতে। এ জন্যই কুরাঈশদের প্রস্তুতির সুযোগ দেননি।

যুদ্ধের বাহ্যিক কৌশল হিসেবে তিনি হযরত আবু ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত হারেছ বিন রিবঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি দলকে ০১লা রমযান তারিখে 'ইযাম' উপত্যকার দিকে রওয়ানা করে দেন। যাতে শত্রুরা ভাবে যে, অভিযান ঐদিকেই পরিচালিত হবে। পরে তারা গিয়ে পথিমধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হন।

গোপন চিঠি উদ্ধার ঃ

বদর যুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দান্দান মুবারক শহীদকারী উৎবা বিন আবু ওয়াকক্বাস এর হত্যাকারী প্রসিদ্ধ বীর হযরত হাতিব বিন আবু বালতা'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসন্ন মক্কা শরীফ অভিযানের খবর দিয়ে একটি পত্র লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে গোপনে মক্কা শরীফে প্রেরণ করেন। ওহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত মিক্বদাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা 'রওজায়ে খাখ' নামক বাগিচায় গিয়ে একজন হাওদানশীন মহিলাকে পাবে, যার কাছে কুরাঈশদের নিকটে লিখিত একটি পত্র রয়েছে। তারা অতি দ্রুত পিছু নিয়ে ১২ মাইল দূরে ঠিক সেখানে গিয়েই মহিলাকে পেলেন ও তাকে পত্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা অস্বীকার করলে তার হাওদা তল্লাশি করা হলো। কিন্তু না পেয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বললেন–

مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ

'আল্লাহ্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলেননি। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই তুমি চিঠিটি বের করে দিবে। না হলে অবশ্যই আমরা তোমাকে উলঙ্গ করবো।' তখন মহিলা ভয়ে তার মাথার খোঁপা থেকে চিঠিটি বের করে দিল। পত্রখানা নিয়ে তারা মদীনা শরীফে ফিরে এলেন।

এ কাজের জন্য হযরত হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হলো। তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে অকপটে সকল কথা স্বীকার করলেন। নিজ পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই যে তিনি এ কাজ করেছেন, তা ছাড়া যে তাঁর মনে অন্য কোন দুরভিসন্ধি নেই, এ কথা তিনি বুঝিয়ে বললেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না; কওম ও মিল্লাতের স্বার্থকে বিপন্ন করে হযরত হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের স্বার্থের চিন্তা করেছে, এ অপরাধে তিনি হযরত হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে কতল করার জন্য দয়াল নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য হযরত হাতিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সেবা ও ত্যাগ নগন্য ছিল না। কাজেই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মক্কা শরীফের পথে ঃ

অষ্টম হিজরী সনের ৭ই রমজান তথা ২৯ ডিসেম্বর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ শুক্রবার দশ হাজার সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফ হতে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হন এবং অষ্টম হিজরী সনের ১৭ রমজান তথা ০৮ জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ সোমবার এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা শরীফ বিজয় হয়। আসলাম, গিফার, মোযায়না, জুহাইনা, আশজা, সোলায়মসহ বিভিন্ন গোত্র ও আনসার মোহাজেরীন মিলিয়ে দশটি গোত্র নিয়ে তিনি মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে জোহ্‌ফা নামক স্থানে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা হিযরত করে মদীনা শরীফে আসছিলেন। তাঁরাও সাথে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে যেখানে হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর মাজার শরীফ অবস্থিত, সেখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরেক চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেছ এবং তাঁর পুত্র জাফর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে মুসলমান হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিলেন।

মক্কা শরীফের নিকটে কোদায়দ এলাকায় পৌঁছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্য দলকে বিভক্ত করে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক পতাকা প্রদান করেন। মক্কা শরীফের উপকণ্ঠে 'মাররুয যাহরাবা' নামক স্থানে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিবির সন্নিবেশ করেন। রাতে খাবার প্রস্তুতির জন্য শিবিরে আগুন জ্বালানো হলে পাহাড়টি এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করেন। এ দৃশ্য দেখে কুরাঈশগণ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

খবরাখবর নেয়ার জন্য রাতের বেলা আবু সুফিয়ান হাকি ও বুদায়েল দু'সহচরসহ উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদল রক্ষী সৈন্যসহ ছদ্মবেশে চতুর্দিকে পাহারা দিয়ে ফিরছিলেন। আবু সুফিয়ান ও তার বন্ধুদ্বয় তাঁদেরই হাতে বন্দী হলো।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বন্দীত্রয়কে নিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলেন।

প্রাণের বৈরী, ইসলামের বৈরী, আল্লাহ্‌র বৈরী এই আবু সুফিয়ান। সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং নিরপরাধ মুসলমানদের উপর কী নিষ্ঠুর অত্যাচারই না করেছে সে। এমন শত্রুকে হাতে পেয়ে নূরনবী কি করলেন? কতল করার হুকুম দিলেন? না। জোর করে ধর্মান্তরিত করলেন? তাও না। মহাপুরুষের অন্তর করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। কুরাঈশ নেতার ভ্রান্তি ও পাপের জন্য তিনি বেদনা অনুভব করলেন। করুণ মধুর স্বরে আবু সুফিয়ানকে সম্বোধন করে বললেন, 'আবু সুফিয়ান, এখনো কি তোমার ভুল ভাঙ্গবে না? এখনো কি তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র রসূল বলে স্বীকার করবে না? এখনো কি দেব-দেবীদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে?'

আবু সুফিয়ান জবাব দিল– 'কিছুদিন যাবৎ এ প্রশ্ন আমারও মনে হয়েছে। দেব-দেবীকে কি করে আর এখন সত্য বলি? তারা সত্য হলে নিশ্চয়ই এ বিপদে আমাদেরকে সাহায্য করতো।'

আবু সুফিয়ানের মনের আঁধার কেটে গেছে দেখে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাণ খুশিতে ভরে উঠলো। তিনি বললেন, **'তবে আর কেন? বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌।**

আবু সুফিয়ানের প্রাণ একথায় সম্পূর্ণ সায় দিল না। আলো-আঁধারের মাঝখানে দোল খেতে খেতে ভাঙ্গা কণ্ঠে সে ঘোষণা করলো- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌।'

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবু সুফিয়ানকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করলেন। এক অপূর্ব জান্নাতী দৃশ্য ফুটে উঠলো। **চিরজীবনের বৈরী আজ তাঁর মিত্র হচ্ছে, আজ তাঁরই নিকট সে আত্মসমর্পণ করছে। কত বড় বিজয়! এতোদিনকার সব বিজয় অপেক্ষা এই বিজয়কেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন।**

আবু সুফিয়ান বিনীতভাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, 'মুহাম্মাদ, আপনি কি কুরাঈশদেরকে আজ ধ্বংস করে ফেলবেন? আজ যদি আপনি অনুগ্রহ না করেন, তবে আপনার স্বজাতি ও স্বগোত্রের লোকেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবু সুফিয়ানের পক্ষ হতে বললেন– "ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আবু সুফিয়ান ছিলেন এতদিন কুরাঈশদের নেতা। আজকের দিনে আপনি তার মর্যাদা রক্ষায় বিশেষ কিছু অনুগ্রহ করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'নিশ্চয়ই আমি সে মর্যাদা তাকে দিব।' অতঃপর বললেন– 'ঘোষণা করে দাও, আবু সুফিয়ানের নাম যারা করবে, অথবা তার ঘরে যারা আশ্রয় নিবে, তাদের কোন ভয় নেই। এছাড়া নিজ ঘরে যারা আবদ্ধ থাকবে, অথবা **কা'বা ঘরের স্মরণ করবে, তারাও নিরাপদ থাকবে।'**

আবু সুফিয়ান তাড়াতাড়ি মক্কা শরীফে ফিরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন– 'কুরাঈশগণ শোন, মুহাম্মাদ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের দরজায় দাড়িয়ে আছে। আজ আর কারো রক্ষা নাই। যে কেউ কা'বা ঘরে অথবা আমার ঘরে আশ্রয় নিবে অথবা নিজ ঘরে থাকবে, সে নিরাপদ থাকবে। **জেনে রাখ, আমি আর এখন তোমাদের দলপতি নই, আমি এখন মুসলমান।'**

কুরাঈশগণ প্রাণ ভয়ে আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠলো। কেউ কা'বা ঘরে, কেউ আবু সুফিয়ানের ঘরে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো, কেউ তাড়াতাড়ি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলো।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি প্রত্যেক দলপতিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে মক্কা শরীফে প্রবেশের নির্দেশ দেন। নিশান উড়িয়ে সেনাদল বীরবিক্রমে চলতে লাগলো। কী মোহনীয় এই দৃশ্য! অন্য কোন সেনাপতি হলে আজ কী আড়ম্বরেই না শহরে প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হতো। নিশ্চয়ই তিনি বিজয়মত্ত সেনাদলের পুরোভাগে থাকতেন। কিন্তু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলেছেন আজ সকলের পিছনে সামান্য একটি উটে চড়ে। তাও আবার একজন ক্রীতদাসকে পার্শ্বে বসিয়ে। অবনত মস্তকে বিনীতভাবে সকলের আড়াল দিয়ে বিজয়ী বীর আজ মুখ লুকিয়ে চলেছেন। এটা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব- মানুষকে যিনি অকপটে ভালোবাসেন, মানুষের অজ্ঞানকৃত অপরাধকে যিনি ক্ষমা করেন, সকল বিজয়ের মাঝখানে যিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র করুণা স্পষ্ট অনুভব করেন।

আজ দীর্ঘ ২১ বছর পর কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছেন। সকল কাঁটা আজ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। অতীতের ব্যথা-বেদনা মনে নেই, আজ শুধু বিজয়ের আনন্দ, সফলকামের শোকরিয়া। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতায় মস্তক নত করছেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরেম শরীফে প্রবেশ করে সাহাবাগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রাণ ভরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি করতে লাগলেন; সাহাবীদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কণ্ঠে সে ধ্বনি বার বার উচ্চারিত হতে লাগলো। কা'বা শরীফের আকাশে-বাতাসে তখন শুধু আল্লাহ্‌র একত্ববাদের ধ্বনি প্রবাহিত হচ্ছিল। স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ৩৬০টি প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি পড়তেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে বলতে লাগলেন– 'সত্য আজ সমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।' এ

বলে তিনি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মূর্তিগুলো বাইরে ফেলে দিতে বললেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ পালন করলেন। পাষাণ দেবতার মিথ্যা দখল ও অপবিত্রতা হতে আল্লাহ্‌র ঘর আজ মুক্ত হলো।

নামাযের সময় আসন্ন হলো। হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আযান দিতে বললেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রাণ ভরে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আযান দিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে নিয়ে সেখানে নামায পড়লেন। কুরাঈশগণ সেই পবিত্র দৃশ্য দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

নামায শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে সম্বোধন করে বললেন, **'কুরাঈশগণ, বল, আজ তোমরা কি ভাবছো?'**

তারা বললো, 'আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবছি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা আপনার উপর যে অত্যাচার করেছি, আজ আপনি তার কি প্রতিফল দিবেন, তাই ভাবছি।'

স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর নিঃসহায় অবস্থার কথা ভেবে মহাপুরুষের অন্তর করুণায় গলে গেল। এতো যে অবিচার, এতো যে আঘাত, তবু তিনি হাসি মুখে বললেন– **'আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নাই।' তোমাদের সব অভিযোগ ক্ষমা করলাম। যাও, তোমরা সকলে আজাদ।'**

এতো বড় করুণা– এতো বড় মহিমা কে কোথায় দেখেছে? এতো বড় ক্ষমা কে কোথায় করেছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা নেই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন উদ্দেশ্য নেই। হাতের কাছে পেয়েও যিনি দুশমনকে এমনভাবে ক্ষমা করতে পারেন, তিনি কত মহৎ! অশ্রুসজল নয়নে তারা হযরতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্!" সুবহান-আল্লাহ্!

এ বিষয়ে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহৃদয় উদারতা, রাজনৈতিক সূক্ষ্মদৃষ্টি, প্রশাসনিক দক্ষতা কুটনৈতিক প্রজ্ঞার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে।

চাবি গ্রহণ ঃ

এতোদিন পর্যন্ত কা'বা শরীফের দরজার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল ওসমান ইবনে তালহা নামক জনৈক কুরাঈশের উপর। সে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার দরজা খুলতো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কী জীবনে একদিন লোকদের সাথে কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে ওসমান হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বাধা দিয়েছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্য ধরে সেদিন মন্তব্য করেছিলেন– "হে ওসমান! আজ তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ, হয়তো এমন একদিন আসবে, যখন তোমার হাতের চাবিটি আমার হাতে আসবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে দিবো।" সুবহান-আল্লাহ্

তখন ওসমান বলেছিল, তা হলে কেবল কুরাঈশদের ধ্বংস ও অপমানের মাধ্যমেই তা হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে তখন বলেছিলেন– "না বরং কুরাঈশগণ সে সময় নতুন জীবন লাভ করবে এবং সম্মানিত হবে।"– আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া

মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ওসমানকে ডেকে এনে কা'বা শরীফের চাবি হস্তান্তর করতে বললেন। ওসমান নীরবে ঘর থেকে চাবি এনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তুলে দিলেন। দয়াল নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাবিখানা ওসমান এর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললেন– 'নাও! এ চাবি তোমার ও তোমার বংশের লোকদের হাতে চিরদিন থাকবে, যদি না কোন জালেম তা ছিনিয়ে নেয়।' ওসমান হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হতে দেখে অবাক হয়ে যায়। এটাও ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়তের প্রমাণবহ ইল্‌মে গায়েব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন কা'বার ও কা'বা

নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে কা'বা ঘরের ছাদে উঠে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাদে উঠে আরজ করলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মদীনা শরীফ থাকতে কিবলামুখী হয়ে আযান দিতাম। এখনতো কা'বা শরীফ আমার নিচে, কোন্ দিকে ফিরে এখন আযান দেবো? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দিকে ইশারা করে বললেন– 'আমার দিকে।' মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ হাদীসের তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেছেন– 'কিবলার অবর্তমানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সত্তাই কিবলা। কেননা, তিনি কা'বারও কা'বা।'– যিকরে জামীল

আমি জীবনে-মরণে তোমাদেরই সাথে

মক্কা বিজয় সমাপ্ত হওয়ায় আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় দিন সাফা পাহাড়ের শীর্ষে ওঠেন এবং কা'বার দিকে ফিরে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। অতঃপর ইচ্ছা মতো প্রাণভরে যা খুশি দু'আ করতে থাকেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু'হাত উঠিয়ে প্রার্থনায় রত ছিলেন, তখন আনসারগণ আপোষে বলাবলি করতে থাকেন, হয়তো বা আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফেই থেকে যাবেন। আর মদীনা শরীফে ফিরে যাবেন না। কেননা মক্কা শরীফ তাঁর শহর, তাঁর দেশ ও তাঁর জন্মভূমি। দু'আ শেষ করে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের ডেকে বলেন– তোমরা কি বলছিলে? তারা বললেন, তেমন কিছু নয়। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম এর পীড়াপীড়িতে অবশেষে তারা সব কথা বললেন। তখন জবাবে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন–

مَعَاذَ اللهِ الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ

"আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই। আমার জীবন তোমাদের সাথে ও আমার মরণ তোমাদের সাথে।"– ইবনু হিশাম

নারী-পুরুষ সকলেই বায়া'আত গ্রহণ ঃ

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন হাজার হাজার লোক সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জমা হতে থাকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকে ইসলামের বায়'আত নেয়ার জন্য। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা শেষে উপবেশন করলেন এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর নিচে বসলেন জনগণের বায়'আত নেয়ার জন্য।– ইবনে হিশাম

হযরত আসওয়াদ বিন খালাফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি ঐ দিন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকলের নিকট থেকে বায়'আত নিতে দেখেছি ইসলাম ও কালিমা শাহাদাতের উপরে।– মুসনাদে আহমদ

মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপরে বায়'আত গ্রহণ করা হয়। হিজরতের উপরে নয়। কেননা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দিন বলেন–

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

'মক্কা বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও জিহাদের নিয়ত বাকি রইল। যখন তোমাদেরকে আমীরের পক্ষ থেকে জিহাদে বের হতে বলা হবে, তখন তোমরা বের হবে।'– বুখারী শরীফ

মহিলাদের বায়'আত ঃ

পুরুষের বায়'আত শেষ হলে মহিলাদের বায়'আত শুরু হয়। এ সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবাহ উপস্থিত হন। তিনি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ-
ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ

"হে আল্লাহ্‌র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্‌র কসম! আপনার পরিবারের চেয়ে অন্য কোন পরিবারের ব্যাপারে আমি আকাঙ্ক্ষা করতাম না যে, তারা লাঞ্ছিত হোক। কিন্তু এখন জমিনের বুকে আপনার পরিবারের ব্যাপারেই আমি সবচেয়ে

বেশি আকাঙ্ক্ষী যে, তারা সম্মানিত হোন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন সেটাই ঠিক। অতঃপর হিন্দা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আবু সুফিয়ান কৃপণ স্বভাবের মানুষ। আমি যদি তার বিনা অনুমতিতে তার পরিবার-পরিজনের জন্য তার সম্পদ থেকে খরচ করি, এতে কি আমার কোন দোষ হবে? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ব্যয় করলে কোন দোষ নেই।"– বুখারী শরীফ

মক্কা শরীফে অবস্থান ঃ

মক্কা বিজয়ের পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ঊনিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি সর্বদা মানুষকে তাক্বওয়ার উপদেশ দেন এবং হিদায়াতের রাস্তাসমূহ বলে দিতে থাকেন। আবু উসায়েদ আল-খোযাঈ-কে দিয়ে হারাম শরীফের নতুন সীমানা স্তম্ভসমূহ খাড়া করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য এবং মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার জন্য চারদিকে ছোট ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন। এছাড়া ঘোষকের মাধ্যমে মক্কার অলি-গলিতে প্রচার করে দেন যে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدَعْ فِيْ بَيْتِهِ صَنَمًا إِلاَّ كَسَرَهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপরে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার বাড়িতে রক্ষিত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে।"– যাদুল মা'আদ

কম বয়স্ক নেতা ঃ

মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আত্তাব ইবনে ওসায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মক্কা শরীফের বিভিন্ন বিষয় এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনা আনজাম দেয়ার জন্য আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁর বয়স ছিল সে সময় বিশ বছরের কাছাকাছি। অথচ সে সময় তাঁর চেয়ে অধিক বয়সী, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী লোক মক্কা শরীফে বর্তমান ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দায়িত্ব ও পদ যোগ্যতা, দক্ষতা ও শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতে পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালেও তাঁকে একই পদে বহাল রাখেন।

মক্কা শরীফ বিজয়ের পরে ধরনী আবার নববৈচিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। মানুষ আবার নতুন জীবন লাভ করলো। কণ্ঠে ফুটলো নতুন ভাষা, বক্ষে জাগলো নতুন আশা, চোখে লাগলো অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন। জগতের ইতিহাসে তাইতো এ এক মহাস্মরণীয় দিন।

মক্কা-বিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দেশ বিজয় নয়, এটা একটা আদর্শের বিজয়! এ বিজয় কুরাঈশদের উপর নয়, মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়; অন্ধকারের উপর এটা আলোকের বিজয়! নিপীড়িত ধরণী যুগ যুগ ধরে এ মুক্তি ফৌজের স্বপ্ন দেখছিল। এ দিগ্বিজয়ী মাহাপুরুষেরই প্রতিক্ষা করছিল।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

২৭। গাযওয়ায়ে হুনাইন

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বহু ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর অহংকারী হয়ে গিয়েছিলে, তখন তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, এবং পৃথিবী এতোই বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন– আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং এমন সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি, এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। আর অস্বীকারকারীদের শাস্তি এটাই। অতঃপর, আল্লাহ্ যাঁকে ইচ্ছা তওবার শক্তি প্রদান করবেন; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"– কুরআন (৯ঃ২৫-২৭)

মক্কা মুয়ায্যামার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তায়েফের নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চল হাওয়াযিনে বেদুঈন একটি শক্তিশালী গোত্র বাস করতো। কুরাঈশদের মতো তারাও পৌত্তলিক ছিল। মক্কা শরীফ বিজয়ের আগ পর্যন্ত তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করে আসছিল। মক্কা শরীফ বিজয়, আরবের অনেক লোকের ইসলাম গ্রহণ তথা ইসলামের বিজয় তারা সহ্য করতে পারছিল না। কি জানি! মুসলমানগণ কখন তাদেরকে আক্রমণ করে এক্ষণের জন্য তারা অপেক্ষমান ছিল। এ আশঙ্কায় তারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়।

হাওয়াযিন গোত্রের নেতা মালিক ইবনে আওফ তার গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে। ছাকীফ, নাসর, জুশমে ইত্যাদি গোত্রের লোকজন মিলিত হয়। সকল গোত্রের সরদারগণ একত্রিত হয়ে মালিক ইবনে আওফ নাসরীকে নেতৃত্ব প্রদান করে। এরপর যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তখন সে সকলকে নিজেদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র সাথে নিয়ে গমন করার নির্দেশ দিল।

অন্য দিকে বনু জুশাম গোত্রের ছরায়দ ইবনে সাম্মা অতিশয় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তার মতামত, যুদ্ধের কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতার অনেক গুরুত্ব ছিল। লোকজন

আওতাস নামক স্থানে এসে তার কাছে সমবেত হলেন। তিনি সেখানে উটের গোঙ্গামী, গাঁধার বিকট আওয়াজ, শিশুদের কান্নার আওয়াজ, ছাগলের ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি প্রশ্ন করায় মালিক উত্তর দিল প্রতিটি যোদ্ধার পশ্চাতে এদেরকে রাখা হবে যাতে সেগুলোর রক্ষার্থে তারা প্রাণপণে যুদ্ধ করে। ছরায়দ বলেন, যদি যুদ্ধ বিপক্ষে যায় তবে সবাই লাঞ্ছিত হবে। মালিক তার কথায় আদৌ আমল দিল না। তারপর মালিক সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে বললো– তোমরা যখন মুসলমানদের দেখতে পাবে, তখন তোমরা তোমাদের তরবারির কোষসমূহ ভেঙ্গে ফেলবে এবং একযোগে তাদের উপর হামলা করবে।

মোট কথা, পৌত্তলিকগণ হুনাইন উপত্যকায় বিশ হাজার সৈন্য সমাবেশ করে। এ সংবাদ পেয়ে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারি মোতাবেক ৮ম হিজরী ৬ই শাওয়াল শনিবার মক্কা মুয়ায্যামা থেকে দুই হাজার নওমুসলিমসহ বার হাজার সৈন্য নিয়ে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যাত্রাকালে হযরত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান বিন উমাইয়া থেকে একশ বর্ম সরঞ্জামসহ ধার নিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, এ দলের মধ্যে আবু সুফিয়ান প্রমুখ কুরাঈশ নেতৃবৃন্দও ছিলেন। কি অপূর্ব পরিবর্তন! সারা জীবন যিনি পৌত্তলিকগণের নেতারূপে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তিনিই আজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভক্তরূপে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চললেন।

হযরত মা'আয বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবর্তমানে মক্কা শরীফের মুয়াল্লিম এবং হযরত আত্তার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মক্কা শরীফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। মক্কা শরীফ হতে দলে দলে মুসলিম সৈন্য বিচিত্র পতাকা উড়িয়ে কুচকাওয়াজ করে চললো। এ দৃশ্য দেখে মুসলিম সেনাদল মনে মনে একটু গর্বিত হয়ে উঠলেন।

মনে করেছিলেন মুসলমানের বিজয় হয়তো সুনিশ্চিত। তবে জয়-পরাজয়ের মালিক মানুষ নয়। আল্লাহ্‌র হুকুম না হলে কেউই বিজয়ী হতে পারে না।

মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিয়ে হুনাইন পৌঁছেন। শত্রু সৈন্যরা আগে পৌঁছে পাহাড়ের গিরিপথ ও উপত্যকার আশপাশের সংকীর্ণ স্থানসমূহে ওঁৎপেতে থাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অগ্রসর হয়ে ভোরের আঁধারে উপত্যকায় ঢালু এলাকায় অবতরণ করেন। মুসলিম বাহিনী যখন সে প্রান্তরে অবতরণ করে, তখন শত্রুগণ তাদের গোপন স্থান থেকে অতর্কিত অশ্বরোহী দল নিয়ে এক সঙ্গে হামলা চালায়। ফলে মুসলিমগণ হতবুদ্ধি হয়ে ছুটে পলায়ন করতে থাকে, কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাতেও পারছিল না। এ সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিতে দিতে একটু সরে গিয়ে বলতে লাগলেন–

اين ايها الناس ، هلموا الى ، انا رسول الله ، انا رسول الله ، انا محمد بن عبد الله

"হে লোকেরা, আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।"– মুসনাদে আহমদ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে কোন কাজ হলো না। বরং পলায়নকালে তাদের উটগুলো একটার উপর অপরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষের এ অবস্থা দেখেন, তখন তিনি তাঁর সাদা খচ্চরের উপর বসা ছিলেন– যা সেখানে রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তখন মাত্র কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। আহলে বায়তের মধ্যে যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন– হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তার ভাই হযরত রাবীআ ইবনে হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা ও কারও মতে হযরত ফুযায়ল ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আয়মান ইবনে উম্মে আয়মান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত উসামা ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। কেউ কেউ এ তালিকায় হযরত কুদাম ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর কথাও বর্ণনা করেছেন। আর মুহাজিরদের মধ্যে যারা সেখানে ছিলেন, তাঁরা হলেন– হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খচ্চরের লাগাম ধারণ করেছিলেন।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা যখন হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভাবিয়ে তোলে তখন তিনি তাঁর বাহন খচ্চরের রিকাবদ্বয়ের উপর দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন এবং বলেন– **"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা পূরণ করুন।** হে আল্লাহ্! ওরা যেন আমাদের উপর জয়লাভ করতে না পারে।" দু'আ শেষে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে আহ্বান করেন– হে হুদায়বিয়ার বায়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তোমরা তোমাদের নবীর কাছে ফিরে এসো। তিনি তাদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করে বলেন– হে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারীগণ! হে আল্লাহ্‌র রসূলের সাহায্যকারীগণ! হে খাযরাজ গোত্রের লোকজন! হে সূরা বাকারার সাথীগণ! এভাবে নিজে আহ্বান করার পর তিনি কোন কোন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে অনুরূপভাবে আহ্বান করার জন্যে আদেশ করেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন– এ সময়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত মুবারকে এক মুঠো কংকর নিয়ে মুশরিকদের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন এবং মুখে উচ্চারণ করেন– شاهت الوجوه ওদের চেহারা বিবর্ণ হোক। তখন তাঁর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অতি দ্রুত তাঁর কাছে ফিরে আসেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– الان حمى الوطيس "এখন যুদ্ধের চরম মুহূর্ত।" তারপর আল্লাহ্ তাঁর দুশমনদের সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করেন। শত্রুদের প্রত্যেকের চোখে-মুখে নিক্ষিপ্ত কংকর লেগে যায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তারা পলায়ন করে। মুসলিমগণ তাদের পশ্চাদ্বাবন করে অকাতরে হত্যা করেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'য়ালা ওদের নারী ও শিশুদেরকে গণীমত হিসেবে মুসলমানদেরকে প্রদান করেন। এ দিকে সেনাপতি হযরত মালিক ইবনে আওফ ও তার গোত্রের সরদারগণ পালিয়ে তায়েফের দুর্গে প্রবেশ করে। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য ও দ্বীন ইসলামের অপ্রতিরোধ্য শক্তি প্রত্যক্ষ করে মক্কার বহু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

যুদ্ধের সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب

"আমি নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই; আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।"– বুখারী শরীফ

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "আল্লাহ্র কসম! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের দিকে কংকর নিক্ষেপ করেন, তখন থেকে দেখলাম, তাদের যুদ্ধের গতিতে ভাটা পড়েছে, তলোয়ারের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে এবং ময়দান ছেড়ে পেছনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু তাহির (রাহঃ) এর সূত্রে ইবনে ওহাব (রাহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– হুনাইনের দিন আমরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। মুসলিম বাহিনী ও মুশরিকদের মধ্যে লড়াই চলছিল। **তখন আমি লক্ষ্য করে দেখি, আসমান থেকে কাল চাদরের মতো কিছু একটা নিচে নেমে আসছে। অবশেষে তা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যখানে পতিত হলো। আমি চেয়ে দেখি, অসংখ্য পিপীলিকা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা উপত্যকা ছেয়ে গেছে।** শত্রুদের বিপর্যয় না হওয়া পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করেনি। তাঁরা যে মূলতঃ ফিরিশতা তাতে আমাদের আর কোন সন্দেহ ছিল না।"

মুসলমানদের সকল অহংকার পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদেরকে যে এই হীন লজ্জাকর পরাজয় বরণ করতে হবে, স্বপ্নেও তারা তা ভাবেননি। এতোদিন সংখ্যায় অল্প হয়ে বহু সংখ্যক শত্রুসেনাকে জয় করার অভিজ্ঞতাই তারা অর্জন করেছেন, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মধ্যে যে শক্তি নেই– এ সত্য তারা কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেননি।

স্মরণীয় ঃ

গাযওয়ায়ে ওহুদে মুসলমানগণ শিখেছেন– দলপতির আদেশ লংঘন করার শোচনীয় পরিণাম, আর হুনাইনে শিখেছেন অহংকার করার মারাত্মক কুফল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যিই আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আল্লাহ্ যে তাঁর নিত্য সহচর এবং পরম বন্ধু, সম্পদে-বিপদে, আলোকে-আঁধারে তিনি যে তাঁকে চালনা করছেন, তাঁর সাহায্য এবং করুণা ছাড়া কোন কিছুই যে সম্ভব নয়, এই সত্য মুসলমানগণ আজ হৃদয়াঙ্গম করলো।

ফলাফল ঃ

এ যুদ্ধে ৪ জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) শহীদ হন আর ৭২ জন কাফির নিহত হয়। আহত হলেন– হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। প্রায় ছয় হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী হয় এবং চব্বিশ হাজার ভেড়া, আটাশ হাজার উট, একচল্লিশ তোলা রূপা এবং অন্যান্য সমর উপরকণ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

২৮। তায়েফ বিজয়

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফ অবরোধ করেন। তায়েফবাসী একদিন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রস্তর আঘাত করেছিল, তারাই মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে ভীত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলো এবং মদীনা শরীফের শাসনাধীনে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এ তায়েফবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামের বিজয় হয়, তখন হাওয়াজিনগণ পলায়ন করে তায়েফনগরে আশ্রয় নেয়। ছাকীফের পলাতক সৈন্যরা এসে শহরের প্রবেশ দ্বারগুলো বন্ধ করে দেয় এবং যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের প্রাচীরের নিকটবর্তী স্থানে সৈন্য শিবির স্থাপন করেন। তায়েফের দুর্গ তখনকার দিনে খুব সুরক্ষিত ছিল। সুদক্ষ তীরন্দাজ বলে তায়েফবাসীদের সুনাম ছিল; তাছাড়া তারা এক প্রকার আগ্নেয় অস্ত্রেরও ব্যবহার জানতো। দুর্গ মধ্য হতে তায়েফী সৈন্য তীর এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে লাগলো। কয়েকজন মুসলিম সেনা তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। তবে অগ্নিবাণের কারণে দুর্গ আক্রমণ করা সম্ভব হয়নি।

মুসলিম বাহিনী তের বা বিশ দিন দুর্গ অবরোধ করে রাখে, আর তারা দুর্গের ভিতর থেকে যুদ্ধ করে। মুসলমানগণ তায়েফবাসীদের অনেক আঙ্গুর গাছ কেটে ফেলেন– যাতে তারা ক্রোধে জ্বলতে থাকে। তখন ছাকীফ গোত্রের লোকজন এ কাজে বাধা দিয়ে বলে, সম্পদের ক্ষতি সাধন করো না। কেননা, এগুলো হয় তোমাদের অধিকারে আসবে না হয় আমাদের দখলে থাকবে। তায়েফ যুদ্ধের দিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দেন যে, কোন গোলাম আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলে সে মুক্ত। এ ঘোষণার পর কতিপয় গোলাম তাঁর কাছে বেরিয়ে আসে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন।

এ ঘোষণায় তায়েফ নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। ইসলামের গুপ্ত শক্তি তায়েফবাসীদের অন্তরে এই প্রথম ক্রিয়া করলো। বিরোধে কোনই ফল হবে না দেখে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবরোধ তুলে নিয়ে হিজরায় ফিরে আসলেন। ভাবলেন অবরোধই শত্রু জয়ের একমাত্র পন্থা নয়; বন্ধন দিয়ে যাদেরকে ধরা গেল না, মুক্তি দিয়ে তাদেরকে ধরতে হবে।

হিজরায় ফিরে আসতেই একটি ব্যাপার ঘটলো। বন্দীদের মধ্য হতে জনৈক বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে একজন দেহরক্ষী সৈন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে বললো– "হযরত, এই বৃদ্ধা বলছেন আপনি তাঁর দুধ ভাই। সত্য কি তাই?"

হযরত দেখলেন, এই বৃদ্ধা সত্য সত্যই শায়েমা, শৈশবে যাঁর কোলে তিনি চড়ে বেড়িয়েছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনি শায়েমার বন্ধন মুক্ত করার আদেশ দিলেন; তারপর আদর করে তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন এবং সঙ্গে করে মদীনা শরীফে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু শায়মা তাতে সম্মত হলেন না। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রচুর উপঢৌকনসহ আপন আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

এ ব্যাপার লক্ষ্য করে হাওয়াজিনদের মনে খুব আশার সঞ্চার হলো। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পাঠালেন। তারা বললো– "এ বন্দীদের মধ্যে আপনার দুধ ভাই, দুধ বোন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। ছোট বেলায় আপনাকে আমরাই লালন-পালন করেছিলাম। **এখন আপনি কত উচ্চ আর আমরা কত তুচ্ছ।** অতীতের কথা মনে করে আজ আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। বললেন– "তোমরা কোনটি ফিরে চাও? স্ত্রী-পুত্রদেরকে, না তোমাদের ধন-সম্পদকে?"

দূতগণ বললো– "স্ত্রী-পুত্রদেরকে। স্ত্রী-পুত্রের বিনিময়ে আমরা অন্য কিছু চাই না।"

পরদিন দূতগণ আবার হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলো। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে ডেকে বললেন– 'এদের নিকট আমি চিরঋণী; আমার ইচ্ছা, বন্দীদেরকে বিনাপণে মুক্তি দিব। তোমাদের মত কী?"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছায় কেউই বাধা দিল না। সমুদয় নর-নারী বিনাপণে বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করলো।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গণিমতের মাল মক্কা শরীফের নবদীক্ষিত কুরাঈশদেরকে বন্টন করে দেন। তখন মদীনাবাসীগণ একটু মনক্ষুন্ন হন। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– **"কুরাঈশগণ সারাজীবন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইহ-পরকাল উভয়দিক দিয়েই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কাজেই তাঁদের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু দেখাচ্ছি। আর এই অনুগ্রহ এমন কী-ই বা বেশি। ছাগল-ভেড়া নিয়ে তারা ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিয়ে দেশে ফিরবে!"**

মদীনাবাসীরা এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝি বা এখন হতে মক্কার কুরাঈশদের সঙ্গে বাস করবেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর সকলের মন হতে সেই অমূলক আশঙ্কা দূর হয়ে গেল।

২৯। গাযওয়ায়ে তাবুক

যুদ্ধের নামকরণ ঃ

নবম হিজরীর রজব মাসে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাটের মদীনা শরীফ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাবুক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এটিই ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ যুদ্ধ। তাবুক ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ৭৭৮ কিলোমিটার উত্তরে সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। স্থানের জন্যই নামকরণ হলো তাবুক যুদ্ধ।

তখন গ্রীষ্মের মৌসুম, রৌদ্রের প্রচণ্ড তাপ থেকে আশ্রয় নিতে একটু ছায়া পেলে অনেক মিষ্টি মধুর মনে হতো। পানিবিহীন শুষ্ক মরু ভূমি পাড়ি দিতে হবে মুসলিম বাহিনীর, দীর্ঘ পথ সফর করতে হবে, মোকাবিলা করতে হবে এক কঠিন শত্রু বাহিনীকে। খেজুর পাকার সময় হয়েছিল। খুবই টানাটানি ও দুর্ভিক্ষের সময় চলছিল। এ অভিযানে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার আর রোম সৈন্য ছিল চল্লিশ হাজার। এ অভিযানে যাতায়াতে ত্রিশ দিন এবং সেখানে অবস্থানে বিশ দিন কেটে ছিল। শক্তিশালী ও বিপদজনক শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, দীর্ঘ সফর ও কঠিন মৌসুমের কারণে এ বাহিনীকে 'জারশুন উসরাহ্-ক্লেশকর যুদ্ধের সেনাবাহিনী বা মহাসঙ্কট অভিযান' বলে অভিহিত করা হয়।

প্রাথমিক বর্ণনা ঃ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আরব দেশ জয় করার বাসনা রোম সম্রাটদের মনে জেগেছিল। মুসলমানদের বিজয় এবং মক্কা বিজয়ের পরেও তারা আরব জয়ের স্বপ্ন দেখছিল। তারা মনে করেছিল আরবের নাম মুছে ফেলবে। শামদেশে রোমক শক্তি ও পারস্যে কিসরার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সত্যের কাছে যে রাজশক্তি কিছুই না, এ মহাসত্য তাদের আদৌ স্মরণে ছিল না। সমস্ত সিরিয়া প্রদেশ হতে সৈন্য সংগ্রহ করল, তাদের এক বছরের বেতন অগ্রিম দিল। লাযম, জুজাম, গাসাল প্রভৃতি গোত্রও রোমানদের সাথে যোগ দিল। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারের বেশি। তারা ইতিমধ্যে শামের বাসক্কা পর্যন্ত এসে পৌঁছালো। কায়সার এবং গাসসানীরা মদীনা শরীফ আক্রমণ করবে এ গুজব মদীনা শরীফে সাধারণভাবে রটে ছিল। এরূপ ভীতিকর অবস্থায় শাম থেকে আগত তৈল ব্যবসায়ী নাবাত্বী দলের মাধ্যমে গুজব আরও বহুল প্রচারিত হয়।

প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিভিন্ন সূত্রে মদীনা আক্রমণের সত্যতার প্রমাণ পেলেন তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যুদ্ধ যখন অপরিহার্য তখন হিজাযের উত্তর সীমান্তেই তা সংঘটিত হওয়া উচিত। এর মধ্যে কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। যেমন–

১) আক্রমণকারীদেরকে তাদের দেশে ঠেলে দেয়া যাবে এবং নিজ দেশকে হত্যা ও লুটপাট থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে, দেশের লোক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে।

২) শতশত মাইল অতিক্রম করে প্রতিআক্রমণের জন্য সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলে শত্রুদের অভিযান স্বাভাবিকভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়বে।

৩) শত্রু যখন কোন দেশে প্রবেশ করে তখন বিভিন্ন মতাবলম্বী লোককে তাদের পক্ষে নিতে চেষ্টা করে।

এ সকল পরিস্থিতিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা দেন। সর্বস্তরের লোকদেরকে মুজাহিরদের সাওয়ারী, আসবাব সামগ্রী ইত্যাদি ব্যবস্থার আহ্বান জানান।

মুসলমানদের দানের প্রতিযোগিতা ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ

"যে ব্যক্তি জায়শুল উসরাহ্‌র প্রস্তুতিতে দান করবে, তার জন্য জান্নাত।"– বুখারী শরীফ। উক্ত হাদিস শরীফ শোনার পর মুসলমানদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল–

১। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সমস্ত মাল, এমনকি জামার বোতাম পর্যন্ত খুলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পেশ করেন। যখন নবুয়তী প্রদীপের এই পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা করা হলো, পরিবার-পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছেন? তখন জবাব দেন– 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা রেখে এসেছি'।

২। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সমস্ত মাল দু'ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহ্র রাহে দান করেন।

৩। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসবাব সামগ্রী বোঝাইকৃত তিনশত উট দান করেন এবং সেই সাথে নগদ দান করেন এক হাজার দীনার।

৪। মহিলারা প্রচুর অলঙ্কার হাদিয়া হিসেবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পেশ করেন।

৫। হযরত আবু উকায়লা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সারারাত কাঁধে-পিঠে পানি বয়ে এনে একটি ক্ষেত্রে সরবরাহ করেন এবং তার মজুরী বাবদ চার সের খেজুর পান। এর মধ্য থেকে দুই সের আপন পরিবার-পরিজনের জন্য রাখেন এবং বাকি দুই সের হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পেশ করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নির্দেশ দেন, এই খেজুরগুলো (কল্যাণস্বরূপ) সমস্ত মালের উপর ছড়িয়ে দাও।

৬। হযরত আছেম বিন আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৯০ অসাক্ব অর্থাৎ প্রায় ১৩,৫০০ কেজি খেজুর জমা দেন। এতদ্ব্যতীত হযরত ত্বালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ বিন ওবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ প্রচুর মাল-সম্পদ দান করেন। এভাবে এক মুদ, দুই মুদ করে কম-বেশি দানের স্রোত চলতে থাকে।

৭। সবশেষে হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাদাক্বা দানকারী আর কেউ বাকি আছে কী? হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– না। তখন তিনি তার মোট সম্পদের অর্ধেক ৪০০০ দিরহাম বা ১০০ উক্বিয়া স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এ সময় হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– তুমি কি পাগল! তিনি বললেন, আমি পাগল নই। অতঃপর বলেন, আমার মোট ৮০০০ দিরহামের মাল রয়েছে। তন্মধ্যে ৪০০০ দিরহাম রেখেছি আমার পরিবারের জন্য এবং বাকি ৪০০০ দিরহাম আমি আমার প্রতিপালককে ঋণ দিলাম।

তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়ে বললেন–

بَارَكَ اللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَفِيمَا أَمْسَكْتَ

"আল্লাহ্ তাতে বরকত দিন যা তুমি দান করেছ এবং যা তুমি রেখে দিয়েছ।'

এ সময় এক ছা' বা অর্ধ ছা' করে যারা দান করেন, সকলের উদ্দেশ্যে তিনি একই দু'আ করেন। তখন মুনাফিকরা বলল- আল্লাহ্‌র কসম! এটি স্রেফ 'রিয়া' ও শ্রুতি মাত্র। কেননা আল্লাহ্ এসব দান থেকে মুখাপেক্ষিহীন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا
يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"যারা স্বেচ্চায় সাদাক্বা দানকারী মু'মিনদের প্রতি বিদ্রূপ করে এবং যাদের স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া কিছুই নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"– কুরআন (৯ঃ৭৯)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের পথে ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবম হিজরী রজব মাসের এক বৃহস্পতিবার বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সে সময় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। আহলে বায়তের দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পন করেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে।

হযরত আবুযর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উট পথিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ল, শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বসে পড়ল। তখন তিনি উট ছেড়ে আসবাব সামগ্রী মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন।

হযরত আবু খায়সামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘটনা ও বিস্ময়কর। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হয়ে গেছেন, এরপর দুপুর হয়ে গেল। প্রখর রোদে প্রচণ্ড গরম। হযরত আবু খায়সামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উভয় স্ত্রী পানি ছিটিয়ে তাদের ঘর কিছুটা শীতল করেছেন। খাবারও তৈরি হয়ে গেছে। পান করার জন্য ঠাণ্ডা পানিও আনা হয়েছে। হযরত আবু খায়সামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। স্ত্রীদের এই আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন– **হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রখর সূর্যতাপে থাকবেন আর হযরত আবু খায়সামা স্ত্রীদের কাছে বসে পানাহার করবে, এটা কোন ন্যায্য ব্যাপার হতে পারে না।** আল্লাহ্‌র কসম, আমি কোন ঘরেই প্রবেশ করবো না, যতক্ষণ না হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হই। পিছনে থেকে যাবার দরুন তিনি একাকী দুর্গম পথ অতিক্রম করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হলেন।

স্মরণীয় ঃ আপাদমস্তক বিশুদ্ধচিত্ত এই মহান ব্যক্তিদের কাছে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালন ছিল তাঁদের জীবনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের ঈমানের পরিপক্কতার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয় ছিল না। তাই

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালনের জন্য তাঁদেরকে তাগাদা দেয়ার কোন প্রয়োজন হতো না। তাঁদের অন্তরের প্রেরণাই তাঁদেরকে সে কাজে উদ্বুদ্ধ করতো।

পতাকা হাতে ঃ

তাবুক যুদ্ধের প্রধান পতাকা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে। দ্বিতীয় প্রধান পতাকাটি ছিল হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে। আউসদের পতাকা ছিল হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে। খাযরাজদের পতাকা ছিল হযরত আবু দু'জানাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে। মতান্তরে হযরত হুবাব ইবনুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র হাতে। এছাড়াও আনসারদের অন্যান্য গোত্র এবং আরবদের অন্যান্য দলের পৃথক পৃথক পতাকা ছিল।

তাবুকে অবস্থান ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকে পৌঁছার পর সেখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। এর মধ্যে না কায়সার ও গাসসানীর কোন বাহিনীর সন্ধান মিলে, আর না তাদের আক্রমণ প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধের কি কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে? মুসলমানদের এই দুঃসাহসিক প্রতিরোধ প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করে শত্রুদের আক্রমণ স্পৃহা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কেননা মূতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাদের সামনেই ছিল। সেই যুদ্ধেতো মাত্র তিন হাজার মুসলমান তাদের চেয়ে তেত্রিশ গুণ বেশি শত্রুবাহিনীকে শেষ পর্যন্ত একবারে দিশেহারা করে তুলেছিল। আর এবার তো মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজার, উপরন্তু তাদের নেতৃত্বে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তাবুকে ভাষণ ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকে এক সালাতের পরে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। এর বাক্যগুলো খুবই ছোট, কিন্তু প্রত্যেকটি পথপ্রদর্শক ও হিকমতের এক-একটি সমুদ্র, যা একটি বিন্দুতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রতিটি বাক্য-কথা ইলমে নবুয়ত-নূরে রিসালাতের মণিমুক্তা। 'রসূলে রহমত' গ্রন্থ থেকে এ ভাষণটি সংকলন করা হলো–

১. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ-
কথার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে- কিতাবুল্লাহ্- আল্লাহ্র কালাম।

২. وَأَوْثَقَ الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى-
সবচেয়ে ভরসার বস্তু হচ্ছে- কালিমা-ই-তাক্বওয়া।

৩. وَخَيْرَ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبْرَاهِيْمَ-

সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ হলো- মিল্লাতে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম।

৪ وَخَيْرَ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ-

যাবতীয় তরীকার (পন্থার) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তরীকা হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকা।

৫ وَأَشْرَفَ الْحَدِيْثِ ذِكْرُ اللهِ-

সব কথার শ্রেষ্ঠ কথা হলো- আল্লাহ্‌র যিক্‌র।

৬ وَأَحْسَنَ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ-

যাবতীয় বর্ণনার সুন্দরতম বর্ণনা হচ্ছে- এই কুরআন মজীদ।

৭ وَخَيْرَ الْأُمُوْرِ عَوَازِمُهَا-

দৃঢ় সংকল্পের কাজই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম কাজ।

৮ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا-

বানোয়াট কথা ও বিদ'আত হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু।

৯ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ-

আম্বিয়া আলাইহিস সালাম-গণের হিদায়াতই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হিদায়াত।

১০ وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ-

সত্যের পথে শহীদদের মৃত্যুই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম মৃত্যু।

১১ وَأَعْمَى الْعَمَى الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى-

সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব হচ্ছে সেই পথভ্রষ্ঠতা, যা হিদায়াত গ্রহণের পরও মানুষ বেছে নেয়।

১২ وَخَيْرَ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ-

সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম, যা দ্বারা মানুষ ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উপকার প্রাপ্ত হয়।

১৩ وَخَيْرَ الْهُدَى مَا اُتُّبِعَ-

সেটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হিদায়াত, যার অনুসরণ করা যেতে পারে।

১৪ وَشَرَّ الْعَمَى عَمَى الْقَلْبِ-

জঘন্যতম অন্ধত্ব হচ্ছে অন্তরের অন্ধত্ব।

১৫ وَالْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى-

উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

১৬ وَمَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى-

সামান্য মাল, যা প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট তা ঐ অধিক মালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যা মানুষকে গাফিল ও কর্মবিমুখ করে ফেলে।

১৭ وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْتُ-

নিকৃষ্টতম ওজর পেশ এবং তওবা হচ্ছে তাই, যা প্রাণ নির্গত হওয়ার সময় করা হয়ে থাকে।

১৮ وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

জঘন্যতম লজ্জা ও অনুতাপ হচ্ছে তাই, যা কিয়ামতের দিন হবে।

১৯ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلاَّ دُبُرًا-

কোন কোন লোক জুম'আর সালাতের জন্য আসে, কিন্তু তাদের অন্তর পেছনে পড়ে থাকে।

২০ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يَذْكُرُ اللهَ إِلاَّ هَجْرًا-

কোন কোন লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌কে কদাচিৎ স্মরণ করে।

২১ وَمِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكُذُوْبُ-

পাপের মধ্যে বৃহত্তম পাপ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা।

২২ وَخَيْرُ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ-

আত্মার প্রাচুর্যই শ্রেষ্ঠ প্রাচুর্য।

২৩ وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى-

মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া।

২৪ وَرَأْسُ الْحُكْمِ مَخَافَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ-

আল্লাহ্‌র ভয় হচ্ছে বুদ্ধিমানদের মাথার মুকুট।

২৫ وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِيْنُ-

অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রেষ্ঠতম বস্তু হচ্ছে ইয়াকীন বা বিশ্বাস।

২৬ وَالإِرْتِيَابُ مِنَ الْكُفْرِ-

সন্দেহ-সংশয় কুফরের একটি শাখা।

২৭ وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ-

মৃতের জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা জাহিলী যুগের একটি কাজ।

২৮ وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ -

খিয়ানত হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

২৯ وَالسَّكْرُ كَيٌّ مِنَ النَّارِ-

নেশা হচ্ছে আগুনের দাগ (কালিমা)।

৩০ وَالشِّعْرُ مِنْ إِبْلِيسَ-

অশ্লীল কাব্য চর্চা শয়তানী কাজ।

৩১ وَالْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ-

মদ হচ্ছে গুনাহ্‌সমূহের সমাহার।

৩২ وَشَرُّ الْمَأْكَلِ مَالُ الْيَتِيْمِ-

ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ হচ্ছে জঘন্যতম খাদ্যভক্ষণ।

৩৩ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ-

সেই ভাগ্যবান, যে অন্যের কাছ থেকে নসীহত গ্রহণ করে।

৩৪ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ-

প্রকৃত দুর্ভাগা সে-ই, যে তার মায়ের পেটেই দুর্ভাগা থাকে।

৩৫ وَمَلاَكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ-

মানুষের আমলের পুঁজি হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠতম পরিণাম।

৩৬ وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ-

নিকৃষ্টতম স্বপ্ন হচ্ছে মিথ্যা স্বপ্ন।

৩৭ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيْبٌ-

যে ঘটনা ঘটবে, তার সময় নিকটবর্তী।

৩৮ وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ-

মু'মিনকে গোশত ভক্ষণ অর্থাৎ তার নিন্দা করা জঘন্য গুনাহের অন্যতম।

৩৯ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ-

হত্যা করা কুফরী।

৪০ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ-

গীবত করা আল্লাহর নাফরমানির অন্তর্ভূক্ত।

৪১ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ-

মু'মিনের মাল অন্যের জন্য ঠিক সেরূপ হারাম, যেরূপ হারাম রক্ত।

৪২ وَمَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللهِ يُكَذِّبْهُ-

যে আল্লাহ্‌কে বর্জন করে আল্লাহ্ তাকে মিথ্যাবাদীতে পরিণত করেন।

৪৩ وَمَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرْ لَهُ-

যে অন্যকে ক্ষমা করে, তাকেও ক্ষমা করা হয়।

৪৪ وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللهُ عَنْهُ-

যে অন্যকে মার্জনা করে, আল্লাহ্ তাকে মার্জনা করেন।

৪৫ وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللهُ-

যে রাগ হজম করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে পুরস্কৃত করবেন।

৪৬ وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضُهُ اللهُ-

যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্ তাকে উত্তম বদলা দান করেন।

৪৭ وَمَنْ يَبْتَغِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللهُ بِهِ-

যে ব্যক্তি শ্রুতি কামনা করে, আল্লাহ্ তার লজ্জাকে সর্বত্র শুনিয়ে দেন।

৪৮ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُضْعِفُ اللهُ لَهُ-

যে ব্যক্তি সবরের ভান করে, আল্লাহ্ তাকে দুর্বল করে দেন।

৪৯ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ يُعَذِّبْهُ اللهُ-

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে, আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

৫০ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا-

অতঃপর তিনি তিনবার আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও ভাষণ শেষ করেন।

অভিনন্দন ঃ

দূর হতে দেখতে পেয়ে খুশিতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে ওঠেন– هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أُحُدٌ 'এই যে মদীনা, এই যে ওহুদ'। جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ 'এই পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও একে ভালোবাসি।' মদীনার নারী-শিশু ও বালকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিপুল উৎসাহে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানান।

তাবুক হতে বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর চতুর্দিক হতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শান্তির প্রস্তাব আসতে আরম্ভ করলো। বনু তামিম, বনু মুস্তালিক, বনু কিন্দা, বনু আজাদ, বনু তাঈ প্রভৃতি বহু গোত্র ইসলাম কবুল করলো। সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই এর পুত্র আদি বিন হাতেম এ সময় মুসলমান হন। বিখ্যাত কুরাঈশ কবি কাব বিন জোহায়েরও এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, যার ইসলাম গ্রহণের পেছনে এক অদ্ভূত ব্যাপার ছিল।

মু'যিজা ঃ

এ যুদ্ধে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকটি মু'যিজা প্রকাশ পায়–

১। বৃষ্টি বর্ষণ ঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, তাবুক যুদ্ধে আমরা পানির অভাবে কাতর হয়ে পড়েছিলাম। কেউ কেউ উটের থলে বের করে পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আবেদন করলে তিনি দু'হাত তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন– বর্ষণ শুরু হলো। সকলেই প্রয়োজন মতো পানি ব্যবহার করলেন এবং জমা রাখলেন।

২। কূপে পানির ফোয়ারা ঃ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাবুকের একটি শুষ্ক কূপের নিকট পৌঁছে অল্প অল্প করে পানি তুলে একটি পাত্রে রাখলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ পানি দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে অবশিষ্ট পানিটুকু পুনরায় কূপে ঢেলে দিলেন। অমনি কূপে পানির স্রোত প্রবাহিত হতে লাগলো।– মুসলিম শরীফ

৩। খেজুর দিয়ে যিয়াফত ঃ তাবুকের যুদ্ধে খাদ্যাভাব ছিল প্রকট। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) খাদ্যের অভাবের কথা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পেশ করেন। তখন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে বললেন– দেখ, কারো কাছে সামান্য খাদ্যবস্তু আছে কি-না? হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনুসন্ধান করে ২১টি খেজুর থলেতে করে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পেশ করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐগুলোর উপর হাত মুবারক রেখে দু'আ করলেন এবং লোকদেরকে ডেকে আনলেন। সবাইকে তিনি উক্ত খেজুরের থলে থেকে প্রয়োজন মাফিক খুরমা-খেজুর সরবরাহ করলেন। সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এভাবে পুরো বাহিনী উক্ত খেজুর খেয়ে তৃপ্ত হলেন। তাবুক বাহিনীতে ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। এরপর থলে খুলে দেখা গেলো ২১টি খেজুরই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সুবহান-আল্লাহ্।– যিকরে জামিল

অতঃপর নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "হে আবু হুরায়রা! তুমি খেজুরের থলেটি নিয়ে যাও। যখনই তুমি প্রয়োজন মনে করবে, তখন থলের মুখে হাত প্রবেশ করে খেজুর বের করে আনবে। কিন্তু মুখ একেবারে খুলবেনা।"

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাকী যুগ, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আড়াই বছরের খিলাফত যুগ, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দশ বছরের খিলাফত যুগ, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বার বছরের খিলাফত যুগ, মোট সাড়ে ছাব্বিশ বছর উক্ত থলে থেকে নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়েছি এবং আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করেছি। যেদিন হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হলেন সেদিন আমার অন্যান্য আসবাবসহ উক্ত থলেটিও লুট হয়ে যায়। আমি কি আপনাদেরকে বলবো, কি পরিমান খেয়েছি এবং কি পরিমাণ দান করেছি? নিজেরা খেয়েছি দুইশত ওয়াসাক এবং দান করেছি পঞ্চাশ ওয়াসাক।"– বায়হাকী শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

সারিইয়া

সারিইয়া অর্থ ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাহিনীর সাথে স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন না তাকে সারিইয়া বলা হয়। সারিইয়াতে কোন সাহাবীকে আমীর বা সেনাপ্রধান করে পাঠাতেন। আমীর বা সেনাপ্রধানের নামানুসারে কখনো গোত্র বা স্থান কিংবা দেশের নামানুসারে সারিইয়ার নামকরণ করা হয়েছে। সীরাত গ্রন্থে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে ৬১টি সারিইয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, মুহাদ্দিস ও সীরাত রচয়িতাগণ এই সারিইয়াগুলোকে সময়কাল ও ক্রমবিন্যাসে কিছুটা পূর্বাপর করেছেন।

এক নজরে সারিইয়াসমূহ			
নং	**সারিয়ার নাম**	**স্থান**	**হিজরী সন**
১.	সারিইয়া সায়ফুল বাহ্‌র বা সমুদ্রোপকুলে প্রেরিত বাহিনী	ঈছ	প্রথম হিজরী সনের রমযান মাস
২.	সারিইয়া রাবেগ	রাবেগ	প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাস
৩.	সারিইয়াতুল খাররার	খাররার	প্রথম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস
৪.	সারিইয়া নাখলা	'নাখলা উপত্যকা'	দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাস
৫.	সারিইয়াহ ওমায়ের ইবনুল আদী আল-খুত্বামী	বনু খাত্বমা	দ্বিতীয় হিজরীর রামাযান মাসে
৬.	সারিইয়াহ সালেম বিন ওমায়ের আনছারী	বনু আমর বিন আওফ	দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাস
৭.	সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী	কুদর ঝর্ণাধারার নিকটে	দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাস
৮.	সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	কা'ব বিন আশরাফ এর দূর্গে	তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল
৯.	সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসা	ক্বারদাহ্	তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ্
১০.	সারিইয়া আবু সালামা	কাত্বান	চতুর্থ হিজরীর ১লা মুহাররম
১১.	সারিয়াহ আব্দুল্লাহ বিন আনীস	উরানাহ্	চতুর্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম

১২.	সারিইয়া বি'রে মাউনা	বি'রে মাউনা	চতুর্থ হিজরী সফর মাসে
১৩.	সারিইয়া রাজী'	রাজী' ঝর্ণার নিকটে	চতুর্শ হিজরীর সফর মাস
১৪.	সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী	ক্বারক্বারা	চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস
১৫.	সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক আনছারী	আবু রাফে' দূর্গের অভ্যন্তরে	পঞ্চম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস
১৬.	সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	বনু বাকর বিন কিলাব গোত্র	৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাস
১৭.	সারিইয়াহ উক্কাশা বিন মিহছান	বনু আসাদ গোত্র	৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল
১৮.	সারিইয়াহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ	যুল-ক্বিছছা	৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল
১৯.	সারিইয়া আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ	যুল-ক্বিছছা	৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের
২০.	সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	জামূম ঝর্ণার নিকটে	ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস্ সানী মাস
২১.	সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	ঈছ	ষষ্ঠ হিজরী জামাদি আল-উলা
২২.	সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	'তুরুক্ব'	ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ
২৩.	সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	ওয়াদিল ক্বোরা	ষষ্ঠ হিজারীর রজব মাস
২৪.	সারিইয়া আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ	দূমাতুল জান্দাল	৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাস
২৫.	সারিইয়া আলী ইবনু আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	খায়বর এর ফাদাক	ষষ্ঠ হিজরী সনের সাবান মাস
২৬.	সারিইয়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	ওয়াদিল ক্বোরা	ষষ্ঠ হিজরী সনের রমযান মাস
২৭.	সারিইয়া কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী	মদীনা শরীফের হাররাহ	৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস

২৮.	সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী	ক্বাররাতুল কুদর	৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে
২৯.	সারিইয়া আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ	আর-রাইস	৬ষ্ঠ হিজরীতে যুলক্বা'দাহ মাস
৩০.	সারিইয়া আবান বিন সাঈদ	নাজদ	৭ম হিজরীর ছফর মাস
৩১.	সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী	ক্বাদীদ	৭ম হিজরীর ছফর
৩২.	সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	হিসমা	সপ্তম হিজরীর জমাদিউস সানী
৩৩.	সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু	তুরাবাহ্	সপ্তম হিজরী সনের শাবান মাস
৩৪.	সারিইয়া আবুবকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	বনু কেলাব গোত্র	৭ম হিজরীর শা'বান মাস
৩৫.	সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ	ফিদাক	৭ম হিজরীর শা'বান মাস
৩৬.	**সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী**	মীফা'আহ বা হারাক্বাত	৭ম হিজরীর রামাযান মাস
৩৭.	সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা	বনু গাত্বফান	৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস
৩৮.	সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ	ইয়ামন ও জাবার	৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস
৩৯.	সারিয়াহ আবু হাদরাদ আসলামী	বনু গাত্বফানের গাবাহ	৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস
৪০.	সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা	বনু সুলায়েম গোত্র	৭ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস
৪১.	সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী	ফেদাক বনু মুররাহ্ গোত্র	৮ম হিজরীর ছফর মাস
৪২.	সারিইয়াহ যাতে আত্বলাহ	যাতু আত্বলাহ	৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস
৪৩.	সারিইয়াহ যাতে ইরক	যাতু ইরক্ব	৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস
৪৪.	মূতার যুদ্ধ	মূতা	৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা
৪৫.	সারিইয়া যাতুস সালাসেল	সালসাল	৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ

৪৬.	সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ	নাজদের বনু গাত্বফান শাখা 'মুহারিব'	৮ম হিজরীর শা'বান মাস
৪৭.	সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ	নাখলা	৮ম হিজরীর ২৫ রামাযান
৪৮.	সারিইয়াহ 'আমর ইবনুল 'আছ	রেহাত	৮ম হিজরীর রামাযান মাস
৪৯.	সারিইয়া সা'দ বিন যায়েদ আশহালী	ক্বাদীদের মোশাল্লাল	৮ম হিজরীর রামাযান মাস
৫০.	সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ	বনু জুযাইমা গোত্র	৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস
৫১.	সারিইয়া আওত্বাস	আওত্বাস	৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস
৫২.	সারিইয়া নাখলা	নাখলা	৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস
৫৩.	সারিইয়া তোফায়েল বিন 'আমর দাওসী	আমর বিন হুমামাহ্ দাওসী গোত্র	৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস
৫৪.	সারিইয়া কায়েস বিন সা'দ	ইয়ামানের ছুদা অঞ্চল	৮ম হিজরীর যিলক্বদ মাস
৫৫.	সারিইয়া উয়াইনা বিন হিছন ফাযারী	'ছাহরা'	৯ম হিজরীর মুহাররম মাস
৫৬.	সারিইয়া কুত্ববাহ বিন 'আমের	তাবালা	৯ম হিজরীর ছফর মাস
৫৭.	সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী	বনু কেলাব গোত্র	৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস
৫৮.	সারিইয়া আলী ইবনে আবী ত্বালেব	খৃষ্টান গোত্র ত্বাঈ	৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস
৫৯.	সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজযিয আল-মুদলেজী	জেদ্দা তীরবর্তী	৯ম হিজরীর রবীউল আখের
৬০.	সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ	দূমাতুল জান্দালের	৯ম হিজরীর রজব মাস
৬১.	সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ বিন হারেছাহ	ফিলিস্তিনের তুখুম,বালক্বা, দারূম এলাকা	১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস

সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) গণের সম্মান-মর্যাদা স্মরণে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে সারিইয়া সমূহ বর্ণনা করা হলো ঃ

১। সারিইয়া সায়ফুল বাহ্‌র বা সমুদ্রোপকুলে প্রেরিত বাহিনী ঃ

প্রথম হিজরী সনের রমযান মাস। সিরিয়া হতে আবু জাহেলের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০০ জনের কুরাঈশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হামজাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি মুহাজির বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয় বাহিনী মদীনা থেকে ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরের তীরবর্তী 'ঈছ' নামক স্থানে মুখোমুখি হয়। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী বিন আমর, যিনি ছিলেন উভয় দলের মিত্র, তাঁর কারণে যুদ্ধ হয়নি।

২। সারিইয়া রাবেগ ঃ

মদীনা শরীফ থেকে দক্ষিণে এবং জেদ্দা থেকে ১৪০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত 'রাবেগ' উপত্যকায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ২০০ জনের এক বাহিনীর সাথে হযরত ওবায়দাহ্ ইবনুল হারেছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৬০ জন মুহাজির বাহিনী প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে মুখোমুখি হয়। উভয় পক্ষে কিছু তীর নিক্ষেপ ছাড়া তেমন কিছু সংঘর্শ হয়নি।

এ যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্‌ক্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাফিরদের প্রতি সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। সে কারণে তিনি–

أَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

"আরবদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপকারী" হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু'আ করেছিলেন–

اللَّهُمَّ سَدِّدْ سَهْمَهُ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ

"হে আল্লাহ্! আপনি তার তীরকে লক্ষ্যভেদী করুন এবং তার দু'আ কবুল করুন।"– আর-রাহীক্ব। এ যুদ্ধের পতাকা বাহক ছিলেন মিসত্বাহ্ বিন আছাছাহ বিন মুত্ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

৩। সারিইয়াতুল খাররার ঃ

প্রথম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সা'দ ইবনু আবী ওয়াকক্বাছের নেতৃত্বে জুহফার নিকটবর্তী খাররার নামক স্থানে ২০ জনের মুহাজির বাহিনী প্রেরিত হয়। কিন্তু কুরায়েশ বাণিজ্য কাফেলা আগের দিন চলে যাওয়ায় সাক্ষাৎ মেলেনি।

৪। সারিইয়া নাখলা ঃ

মক্কা মুয়াজ্জিমা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ এলাকা হলো 'নাখলা উপত্যক্কা'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাসে ৮ বা ১২ জন মুহাজিরের একটি দল নাখলায় কুরাঈশ কাফেলার অপেক্ষায় থাকার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের রওয়ানা হবার সময় তাদের কাছে একটি পত্র দিয়ে বলেন– দু'দিন পথ চলার পর পত্রখানা খুলবে। যথাসময়ে পত্র খুলে দেখলেন তাদেরকে নাখলায় অবতরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যিনি শহীদ হতে চান কেবল তিনিই আমার সাথে যাবেন, আর ইচ্ছা করলে ফিরেও যেতে পারেন। তখন মুহাজিরগণ সকলেই সাথী হলেন। মুহাজিরগণের মধ্যে ছিলেন– সা'দ বিন আবু ওয়াকক্বাছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবু হুযায়ফা বিন উৎবা বিন রাবী'আহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, উক্কাশা বিন মিহছান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, উৎবা বিন গাযওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ওয়াক্বিদ বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, খালেদ বিন বুকাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সোহায়েল বিন বায়যা' রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।– ইবনে হিশাম

অতঃপর তাঁরা নাখলা উপত্যক্কায় পৌঁছে একটি কুরাঈশ কাফেলাকে আক্রমণ করেন ও তাদের নেতা আমর ইবনুল হাজরামীকে হত্যা করে দু'জন বন্দী সহ গণীমতের মাল নিয়ে মদীনা শরীফে ফিরে আসেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গণীমত লাভ এবং প্রথম নিহত হওয়ার ঘটনা ও প্রথম দু'ব্যক্তি বন্দী হওয়ার ঘটনা।

ঘটনাটি ঘটে রজব মাসের শেষ দিনে। কেননা তারা দেখলেন যদি আমরা যুদ্ধ না করি, তাহলে শত্রু পালিয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দীদের মুক্তি দেন ও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের রক্তমূল্য পরিশোধ করেন। এ সময় মুসলমানেরা হারাম মাসের বিধান লঙ্ঘন করেছে বলে মুশরিকদের রটনার জবাবে সূরা বাক্বারাহ্ ২১৭ নং আয়াতটি নাজিল হয়।

নাখলা যুদ্ধের ফলাফল ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিযরত করার পর কুরাঈশগণ আশঙ্কা করছিল, যে কোন সময় তিনি মক্কা আক্রমণ করতে পারেন। বাস্তবেই তাই হতে চলেছে, মদীনা শরীফ এখন কুরাঈশদের জন্য বিপদজনক এলাকায় পরিণত হলো। আমর ইবনুল হাজরামীর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বদরের যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়। হলো বদরের যুদ্ধ, আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।

৫। সারিইয়াহ ওমায়ের ইবনুল আদী আল-খুত্বামী রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর রামাযান মাসে একাকী স্বীয় সম্পর্কিত বোন আছমা বিনতে মারোয়ান খুত্বামিয়াকে হত্যা করেন। কেননা মহিলাটি সর্বদা তার গোত্রকে রাসূলের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিত। ওমায়ের ছিলেন তার গোত্রের প্রধান এবং সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী।

৬। সারিইয়াহ সালেম বিন ওমায়ের আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে একাকী জনৈক ইহুদী আবু ওকফা-কে হত্যা করেন। কারণ সে সর্বদা অন্য ইহুদীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উষ্কানী দিত।

৭। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে আগ্রাসী বনু সুলায়েম বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে তিন দিন অবস্থান শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পর শত্রুরা পুনরায় সংগঠিত হয়েছিল। তখন এদের বিরুদ্ধে পুনরায় এই অভিযান প্রেরিত হয়। যাতে শত্রুপক্ষের কয়েকজন এবং মুসলিম পক্ষের তিন জন শহীদ হন।

৮। সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

তৃতীয় হিজরীর ১৪ রবীউল আউয়াল। মদীনার ইহুদী পুঁজিপতি ও কবি কা'ব বিন আশরাফ সর্বদা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদেরকে যুদ্ধে প্ররোচনা দিত। বদর যুদ্ধের পর সে মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ নেতাদের উস্কে দেয়। তারপর মদীনায় ফিরে এসে ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা গেয়ে কবিতা বলতে থাকে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। সেমতে আউস গোত্রের মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল ১৪ই বরীউল আউয়াল চাঁদনী রাতে তার বাড়ী গিয়ে তাকে হত্যা করে। এর ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকা হতে মুক্ত হন।

৯। সারিইয়া জাযেদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। মদীনার পথে ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতার কথা ভেবে কুরাঈশ বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পূর্বদিক দিয়ে দীর্ঘ পথ ঘুরে সম্পূর্ণ অজানা পথে নাজদ হয়ে সিরিয়া যাবার মনস্থ করে। এ খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র নেতৃত্বে ১০০ জনের একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করেন। তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে 'ক্বারদাহ' নামক প্রস্রবণের কাছে পৌঁছে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিতে এই হামলার মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে কাফেলা নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া সবকিছু ফেলে পালিয়ে যায়।

১০। সারিইয়া আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

চতুর্থ হিজরীর ১লা মুহাররম। ত্বালহা ও সালামা বিন খুওয়াইলিদ নামক দুই কুখ্যাত ডাকাত ভাই বনু আসাদ গোত্রকে মদীনা আক্রমণের প্ররোচনা দিচ্ছে মর্মে খবর

পৌঁছলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দুধভাই আবু সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নেতৃত্বে মুহাজির ও আনছারের ১৫০ জনের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। বনু আসাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই তাদের 'কুত্বন' নামক ঘাঁটিতে অতর্কিত আক্রমণের ফলে তারা হতচকিত হয়ে পালিয়ে যায়।

১১। সারিয়াহ আব্দুল্লাহ বিন আনীস রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

চতুর্থ হিজরীর ৫ই মুহাররম। মুসলমানদের উপরে হামলার জন্য খালেদ বিন সুফিয়ান হুযালী সৈন্য সংগ্রহ করছে বলে সংবাদ পেয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ বিন আনীস আল-জুহানী আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং অবশেষে খালেদকে হত্যা করে তার মাথা নিয়ে মদীনায় ফেরেন।

১২। সারিইয়া বি'রে মাউনা ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বারা আমের বিন মালেকের আমন্ত্রণক্রমে নজদবাসীদেরকে কুরআন শরীফ ও ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা দেয়ার জন্য ৭০ জন শীর্ষস্থানীয় ক্বারী ও বিজ্ঞ আলেম প্রেরণ করেন, যাঁরা দিনে কাঠ কুড়াতেন ও রাতে নফল নামাযে রত থাকতেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম চতুর্থ হিজরী সফর মাসে বি'রে মাউনার নিকটে অবতরন করেন। কুয়ার নামের কারণে বি'রে মাওনার যুদ্ধ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের হাতে একটি পত্র দিয়েছিলেন, তা নিয়ে হযরত হারাম বিন মিলহান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গোত্র নেতা আমের বিন তুফায়েলের নিকট পৌঁছলেন। সে পত্রের সম্মান না করে জাব্বার বিন সালমাকে ইঙ্গিত করায় সে পিছন দিক থেকে বর্শা বিদ্ধ করে। এ সময় রক্ত দেখে হযরত হারাম বিন মিলহান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠেন–

اللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

"আল্লাহু আকবর! কা'বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি।" অতঃপর আমের বিন তুফায়েলের আবেদনক্রমে বনু সুলাইমের তিনটি গোত্র- উসাইয়া, রে'ল ও যাকওয়ান চারদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করে এবং সবাইকে শহীদ করে। একমাত্র আমর বিন উমাইয়া যামরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুযার গোত্রের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে রক্ষা পান। এছাড়া বনু নাজ্জার গোত্রের হযরত কা'ব বিন জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদদের মধ্য থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তুলে আনা হয়। পরে তিনি পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে একটি অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শহীদ হন।– যাদুল মা'আদ

এ সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খবর দিয়ে বললেন– প্রেরিত দলটি তাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত হারাম বিন মিলহান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শহীদ হবার সময়কার শেষ বাক্যটি জাব্বার বিন সালমা এর অন্তরে এমনভাবে দাগ কাটে যে পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন।– ইবনু হিশাম

১৩। সারিইয়া রাজী' ঃ

চতুর্শ হিজরীর ছফর মাস। কুরায়েশরা ষড়যন্ত্র করে আযাল ও ক্বারাহ গোত্রের সাতজন লোককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে পাঠায়। তারা গিয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের মধ্যে ইসলামের কিছু চর্চা রয়েছে। এক্ষণে তাদের অধিক তা'লীমের প্রয়োজন। সেকারণে কয়েকজন উঁচু মর্তবার ছাহাবীকে পাঠালে আমরা উপকৃত হতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরল বিশ্বাসে তাদের গোত্রে আছেম বিন ছাবিতের নেতৃত্বে ১০ জন বিশিষ্ট সাহাবীকে প্রেরণ করেন। আছেম হযরত ওমরের শ্বশুর ছিলেন এবং আছেম বিন ওমরের নানা ছিলেন। তারা রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী 'রাজী' নামক প্রস্রবণের নিকটে পৌঁছলে পূর্ব পরিকল্পনা মতে বনু লেহিয়ানের ১০০ তীরন্দায তাদেরকে হামলা করে। যুদ্ধে আছেম সহ আটজন শহীদ হন এবং দু'জনকে তারা মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। তারা হ'লেন হযরত খোবায়েব বিন আদী ও হযরত যায়েদ বিন দাছনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা।

১৪। সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বি'রে মাঊনার মর্মান্তিক ঘটনায় বেঁচে যাওয়া সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বি'রে মাঊনা হতে মদীনায় ফেরার পথে ক্বারক্বারা নামক বিশ্রাম স্থলে পৌঁছে বনু কেলাব গোত্রের দু'ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সাথীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত গোত্রের সঙ্গে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্ধিচুক্তি ছিল, তা তিনি জানতেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রক্তমূল্য প্রদান করেন।

১৫। সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন আতীক আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

পঞ্চম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু কুরায়যার শত্রুতা থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পর খায়বারের আবু রাফে' দুর্গের অধিপতি অন্যতম শীর্ষ দুষ্টমতি ইহুদী নেতা সালাম বিন আবুল হুক্বাইক্বকে হত্যার জন্য খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে দাবী করে। অতঃপর রাসূলের অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আতীকের নেতৃত্বে তাদের পাঁচ সদস্যের একটি দল খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং কৌশলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আবু রাফে' সালাম বিন আবিল হুক্বাইক্বকে হত্যা করে ফিরে আসে।

১৬। সারিইয়া মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাস। মদীনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী নাজদের বনু বাকর বিন কিলাব গোত্রের প্রতি মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র নেতৃত্বে ৩০ জনের এই দলকে ১০ই মুহাররম তারিখে মদীনা থেকে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে তারা পালিয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে আসার পথে ইয়ামামার হানীফা গোত্রের সরদার ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী তাদের হাতে গ্রেফতার হয়। উক্ত ব্যক্তি ইয়ামামার নেতা মুসায়লামার নির্দেশ মতে ছদ্মবেশে মদীনায় যাচ্ছিল রাসূলকে গোপনে হত্যা করার জন্য। উল্লেখ্য যে, মুসায়লামা ১০ম হিজরী সনে নিজেই মিথ্যা নবুঅত দাবী করে এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খেলাফতকালে দ্বাদশ হিজরী ইয়ামামার যুদ্ধে ওয়াহশীর হাতে নিহত হয়।

১৭। সারিইয়াহ উক্কাশা বিন মিহছান রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। ৪০ জনের একটি সেনাদল নিয়ে বনু আসাদ গোত্রের গামার প্রস্রবণের দিকে উক্কাশার নেতৃত্বে প্রেরিত হয়। কেননা বনু আসাদ গোত্র মদীনায় হামলা করার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিল। মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক উপস্থিতিতে তারা পালিয়ে যায়। পরে গণীমত হিসাবে ২০০ উট নিয়ে বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

১৮। সারিইয়াহ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল অথবা আখের মাস। ১০ সদস্যের একটি বিদ্বান দল মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহর নেতৃত্বে বনু ছা'লাবাহ অঞ্চলের যুল-ক্বিছছা নামক স্থানে প্রেরিত হয়। মানছূরপুরী বলেন, এঁরা সেখানে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীমের জন্য গিয়েছিলেন। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুদের প্রায় একশত লোক এসে তাদেরকে শহীদ করে। দলনেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ আহত অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হন।

১৯। সারিইয়া আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর রবীউল আখের। পূর্বের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ৪০ জনের এই দল যুল-ক্বিছছায় প্রেরিত হয়। কিন্তু বনু ছা'লাবাহ গোত্রের সবাই পালিয়ে যায়। একজন প্রেফতার হলে সে মুসলমান হয়ে যায়। ফলে তাদের পরিত্যক্ত গবাদি-পশু নিয়ে তারা ফিরে আসেন।

২০। সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস্ সানী মাসে একটি সেনাদল মার্রুয জাহ্রানের বনু সুলায়েম গোত্রের জামূম ঝর্ণার দিকে প্রেরণ করেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সেখানের কয়েকজন লোককে বন্দী করে। তাঁরা বন্দী লোকজন ও গবাদিপশু ইত্যাদি নিয়ে মদীনা শরীফ ফিরে আসেন।

২১। সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

হযরত জায়েদ বিন হারেসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ষষ্ঠ হিজরী জামাদি আল-উলা মাসে ১৭০ জন সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-কে নিয়ে শামের সায়ফুল বাহর এলাকার 'ঈস' অভিমুখে প্রেরিত হন। এখানে মক্কা শরীফ থেকে আগত নওমুসলিম হযরত আবু জান্দাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবু বাছীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ও তাদের সাথীরা অবস্থান করতেন এবং কুরাঈশ কাফেলার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। ঐ পথে তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাতা আবুল আছ বিন রবী' এর নেতৃত্বে একটি কুরাঈশ বাণিজ্য কাফেলা মক্কা অভিমুখে অতিক্রম করছিল। আবুল আছ লুকিয়ে দ্রুত মদীনায় এসে নবী তনয়া হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফেলার সকল মালামাল ফেরত দানের অনুরোধ করেন। সেমতে তাকে সব মাল ফেরত দেয়া হয়। আবুল আছ মক্কায় গিয়ে পাওনাদারদের মালামাল বুঝিয়ে দেন ও প্রকাশ্যে ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে এলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে পূর্বের বিবাহের উপরে তার স্বামীর নিকটে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, আবুল আছ ছিলেন হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার আপন খালাতো ভাই এবং হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর জীবদ্দশায় তাদের বিবাহ হয়।– যাদুল মা'আদ

২২। সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল আখিরাহ্। ১৫ সদস্যের একটি বাহিনীসহ হযরত জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদীনা শরীফ থেকে ৩৬ মাইল দূরে বনু সালাবাহ্ গোত্রের 'তারাফ' অথবা 'তুরুক্ব' নামক স্থানে প্রেরিত হন। কিন্তু শত্রুপক্ষ পালিয়ে গেলে তিনি ০৪ দিন সেখানে অবস্থান শেষে গণীমতের ২০টি উট নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

২৩। সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজারীর রজব মাস। হযরত জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শত্রু পক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ১২ জনের একটি দল নিয়ে ওয়াদিল ক্বোরা এলাকায় প্রেরিত হন। কিন্তু এলাকাবাসী তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে ৯ জনকে শহীদ করে। দলনেতা জায়েদ বিন হারেসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ তিনজন প্রাণে রক্ষা পান।– আর-রাহীক্ব

২৪। সারিইয়া আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস। দূমাতুল জান্দাল এলাকায় বনু কলব খৃষ্টান গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় এবং সহজে বিজয় অর্জিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন ও যুদ্ধে সর্বোত্তম পন্থা গ্রহণের উপদেশ দেন। তিনি এখানে তিনদিন অবস্থান করে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে খৃষ্টান গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়।

২৫। সারিইয়া আলী ইবনু আবী ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরী সনের শাবান মাস। ২০০ জনের একটি সৈন্যদল নিয়ে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খায়বর এর ফাদাক অঞ্চলে বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, যারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বনু সা'দ পালিয়ে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া ৫০০ উট ও ২০০০ ছাগল মুসলিম বাহিনী গনীমতের মাল হিসেবে পেয়ে যায়।

২৬। সারিইয়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

ষষ্ঠ হিজরী সনের রমযান মাস। ওয়াদিল ক্বোরা এলাকার বনু ফাযারাহ্ গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মে ক্বিরফা ৩০ জন সশস্ত্র অশ্বারোহীকে প্রস্তুত করছিল। এ কথা জানতে পেরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে সেখানে একটি বাহিনী প্রেরিত হয়। উক্ত ৩০ জনের সবাই নিহত হয় এবং দলনেত্রীর কন্যা অন্যতম সেরা আরব সুন্দরীকে দাসী হিসেবে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে সেখান থেকে কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা হয়।– আর-রাহীক্ব

২৭। সারিইয়া কুরয বিন জাবের আল-ফিহরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৬ ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস উরাইনা গোত্রের প্রতি তিনি ২০ জন অশ্বারোহী সহ প্রেরিত হন। দলনেতা কুরয ছিলেন কুরাঈশ নেতা, যিনি ২য় হিজরীর রবীউল আওয়াল মাসে সর্বপ্রথম মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালিয়ে বহু গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং যার পশ্চাদ্ধাবন করে বদরের উপকণ্ঠে সাফওয়ান পর্যন্ত পৌঁছে যান। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন শহীদ হন।

২৮। সারিইয়াহ আমর ইবনে উমাইয়া যামরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী ও হযরত সালামাহ বিন আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা দুইজনের এই ক্ষুদ্র দলটি প্রেরিত হয় আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য। কেননা তিনি ইতিপূর্বে একজন বেদুঈনকে মদীনায় পাঠিয়েছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করার জন্য। কিন্তু কারো কোন অভিযানই সফল হয়নি।

২৯। সারিইয়া আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীতে যুলক্বা'দাহ মাসে হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে আবু ওবায়দাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নেতৃত্বে ৩০০ অশ্বারোহীর এ দলটি প্রেরিত হয় একটি কুরাঈশ বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর জন্য। অভিযানে কোন ফল হয়নি। কিন্তু সেনাদল দারুণ অন্নকষ্টে পতিত হন। ফলে তাদের গাছের ছাল-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। সেকারণে এই অভিযান 'ছাল-পাতার অভিযান' নামে অভিহিত হয়। এই সময় সমুদ্র হ'তে একটি বিশালাকারের মাছ কিনারে নিক্ষিপ্ত হয়। যাকে আম্বর বলা হয়। বাংলাতে যা 'তিমি মাছ' বলে পরিচিত। এই মাছ তারা ১৫দিন যাবৎ ভক্ষণ করেন। বিশেষভাবে

সংরক্ষণ করে উক্ত মাছের কিছু অংশ মদীনায় আনা হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'হাদিয়া' প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, 'এটি রূযী, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্গত করেছিলেন'।

৩০। সারিইয়া আবান বিন সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর ছফর মাসে মদীনার আশপাশের লুটেরা বেদুঈনদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আবান বিন সাঈদের নেতৃত্বে নাজদের দিকে প্রেরিত হয় এবং যথাসময়ে তারা অভিযান সফল করে ফিরে আসে।

৩১। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর ছফর অথবা রবীউল আউয়াল মাস। ক্বাদীদ অঞ্চলের বনু মলূহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক এই অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। কেননা তারা ইতিপূর্বে বাশীর বিন সুওয়াইদের সাথীদের হত্যা করেছিল। রাতেই হামলা করে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয় ও গবাদি-পশু নিয়ে সেনাদল ফিরে আসে। প্রতিপক্ষ বিরাট দল নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করলেও হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসে।

৩২। সারিইয়া জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

সপ্তম হিজরী সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাটের নিকট হযরত দাহিয়া কলবী রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেন। পত্রবাহক সম্রাট প্রদত্ত উপঢৌকন নিয়ে ফেরার পথে হিসমা নামক স্থানে পৌঁছলে জুযামের লোকেরা সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। তিনি মদীনায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ৫০০ সৈন্য হিসমা প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী কিছু লোককে হত্যা করে এবং ১০০০ উট, ৫০০০ ছাগল ও ১০০'র মতো নারী-পুরুষ বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন।

তাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল এবং কয়েকজনে ইসলাম কবুল করেছিলেন। আর ডাকাত দলের বিরুদ্ধে হযরত দাহিয়া কলবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে সাহায্য করেছিলেন। হযরত জায়েদ বিন হারেসাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কালবিলম্ব না করে মদীনা শরীফ আসেন ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সবকিছু বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের সব মাল ফেরত প্রদান করেন।– আর-রাহীক্ব

৩৩। সারিইয়া ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

সপ্তম হিজরী সনের শাবান মাস। হাওয়াযেন গোত্রের বিরুদ্ধে তুরাবাহ্ নামক স্থানে ৩০ জনের এই অভিযান প্রেরিত হয়। তারা রাতের বেলায় চলতেন ও দিনের বেলায় লুকাতেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ খবর জানতে পেরে ভয়ে পালিয়ে যায়। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে ফিরে আসেন।– আর-রাহীক্ব

৩৪। সারিইয়া আবুবকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর শা'বান মাস। বনু কেলাব গোত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান প্রেরিত হয়। এরা বনু গাত্বফানের মুহারিব ও আনমার গোত্র সমূহের সহযোগী ছিল এবং মুসলমানদের উপরে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হয়। শত্রুদের কিছু নিহত ও কিছু আহত হয়।

৩৫। সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর শা'বান মাস। খায়বরের ফিদাক অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে বাশীর বিন সা'দ আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নেতৃত্বে ৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। তিনি সেখানে পৌঁছে কাউকে না পেয়ে কিছু গবাদিপশু খেদিয়ে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু রাত্রি বেলায় শত্রুদল পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপরে অতর্কিতে হামলা করে। এমন সময় তাদের তীর ফুরিয়ে যাওয়ায় সবাই শহীদ হয়ে যান। দলনেতা বাশীর আহত অবস্থায় ফিদাকে নীত হন এবং এক ইহুদীর নিকটে অবস্থান করেন। পরে সুস্থ হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

৩৬। সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর রামাযান মাস। বনু আওয়াল অথবা জুহায়না গোত্রের বিরুদ্ধে মীফা'আহ অথবা হারাক্বাত নামক স্থানে ১৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। যুদ্ধে তারা জয়ী হন এবং উট ও গবাদি-পশু নিয়ে ফিরে আসেন।

৩৭। সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস। ৩০ জন অশ্বারোহীর এই দলটি খায়বরে প্রেরিত হয় আসীর অথবা বাশীর বিন রেযাম-কে দমন করার জন্য। কেননা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনু গাত্বফানকে একত্রিত করছিল। আসীরকে এই বলে প্রলুব্ধ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে খায়বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন'। আসীর তার ত্রিশজন সঙ্গীসহ মুসলমানদের সাথে মদীনায় রওয়ানা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে কুধারণার বশবর্তী হয়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় এবং আসীর ও তার ৩০ সাথীর সকলে নিহত হয়।

৩৮। সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস। বনু গাত্বফান অথবা ফাযারা গোত্রের ইয়ামন ও জাবার এলাকায় ৩০০ সৈন্যের এই দলটি প্রেরিত হয়। কেননা শত্রুরা তখন মদীনার সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের উপরে হামলার জন্য বিরাট একটি দল একত্রিত করেছিল। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের দল বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যায়। বহু গনীমত হস্তগত হয় ও দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হলে তারা মুসলমান হয়ে যায়।

৩৯। সারিয়াহ আবু হাদরাদ আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে রাসূলের ওমরাহ পালনের পূর্বে মাত্র দু'জন সঙ্গী সহ আবু হাদরাদকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করেন জাশম বিন মু'আবিয়া গোত্রের একটি দলের বিরুদ্ধে বনু গাত্বফানের গাবাহ নামক স্থানে। যেখানে তারা জমা হয়েছিল ক্বায়েস গোত্রের লোকরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল করার জন্য। আবু হাদরাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেখানে গিয়ে এমন এক যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন যে, শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বহু উট ও গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৪০। সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৭ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু সুলায়েম গোত্রকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য ৫০ জনের এই দলটিকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা অগ্রাহ্য করে বলে, 'তুমি যেদিকে আমাদের আহবান করছ, আমাদের তার কোন প্রয়োজন নেই'। অতঃপর তারা মুসলিম দলটির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দলনেতা আহত হন। তবে শত্রু পক্ষের দু'জনকে তারা বন্দী করতে সক্ষম হন।

৪১। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর ছফর মাস। ২০০ লোকের একটি সেনাদল নিয়ে তিনি ফেদাক অঞ্চলের বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন বশীর বিন সা'দ এর ৩০ জন সাথীর শাহাদাত স্থলে। যা ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুদের অনেকে নিহত হয় ও বহু গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৪২। সারিইয়াহ যাতে আত্বলাহ ঃ

৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মুসলমানদের উপরে হামলা করার জন্য বনু কুযা'আহ বিরাট একটি দলকে একত্রিত করছে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব বিন ওমায়ের আনছারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সেখানে প্রেরণ করেন। তারা যাতু আত্বলাহ নামক স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি হন। তাঁরা প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে সকল সাহাবীকে তীরের আঘাতে আঘাতে শহীদ করা হয় যাদের মধ্যে একজন মাত্র কোনভাবে বেঁচে যান।

৪৩। সারিইয়াহ যাতে ইরক্ব ঃ

৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু হাওয়াযেন গোত্র বারবার শত্রুদের সাহায্য করে যাচ্ছিল। ফলে তাদের দমনের জন্য শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদীর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল উক্ত গোত্রের যাতু ইরক্ব নামক স্থানে প্রেরিত হয়। যুদ্ধ হয়নি। তবে কিছু গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৪৪। মূতার যুদ্ধ ঃ

রোম সম্রাট কাইসারের অধীনে বহু শাসনকর্তা ছিলেন। তখন কাইসার হিরক্লিয়াসের অধীনস্থ বুসরার শাসক ছিলেন শোরাহবিল। তার শাসনাধীন একটি স্থানের নাম 'মূতা'। ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ আগস্ট) মাসে মুসলিম বাহিনী ও রোমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় এ সামরিক অভিযানই "মুতার যুদ্ধ" নামে অবিহিত। হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সময়ে মসলমানগণ ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল মূতা অভিযান।

মূতা পূর্ব জর্দার এর কির্ক শহরের দক্ষিণে ১২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মদীনা ও মূতার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১১০০ কিলোমিটার। মুসলমানরা এই দূরত্ব উট ও অশ্বপৃষ্ঠে এভাবে অতিক্রম করেন যে, তাঁদের রসদ সরবরাহের ধারা ছিল বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং গোটা সফরই ছিল দুশমনের পেটের ভিতর।

মুসলিম দূত শহীদ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭ম ও ৮ম হিজরী সনে অনেক রাজা-বাদশাহ্কে ইসলামের আমন্ত্রণ জানিয়ে দাওয়াত পত্র প্রেরণ করেছিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হারিস ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পত্র দিয়ে বুসরার শাসনকর্তা শুরাহ্বিলের নিকট পাঠালেন। সে তাঁকে প্রথমে ভাবনা-চিন্তা করার হুকুম দেয়, এরপর তাঁকে সামনে ডেকে নিয়ে শহীদ করে।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ যত তীব্রই হোক না কেন এবং পত্রের বিষয়বস্তু যত তিক্তই হোক, দূত হত্যার কখনো কোন দিন নিয়ম ছিল না। এটা দূতের জন্য বিপদজনক আর পত্র প্রদানকারীর জন্য চরম অপমান। দূতের রক্ত বৃথা না যায় এবং এ জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা জরুরী। এ কারণেই মূতার যুদ্ধ।

রোম সাম্রাজ্যে মুসলিম সেনাদল ও অধিনায়ক ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুসরায় প্রেরণের জন্য তিন হাজার মুজাহিদ বিশিষ্ট একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ অভিযানে বড় বড় জলিলুল ক্বদর ও উচ্চ মর্যাদার আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অংশগ্রহণ করেন।

অধিনায়ক মনোনয়ন ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাবান সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যে তিনজনকে অধিনায়ক হিসাবে মনোনয়ন দান করেন। যেমন– হযরত যায়দ ইবনে হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হয়; তিনি শহীদ হলে সর্বাধিনায়ক হবেন হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু; তিনি শহীদ হলে সর্বাধিনায়ক হবেন হযরত

আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু; তিনিও যদি শহীদ হন তাহলে মুজাহিদরাই নিজেদের মধ্যে একজনকে সর্বাধিনায়ক নির্ধারিত করবেন।

অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়দ ইবনে হারিসার হাতে সাদা পতাকা তুলে দিয়ে বলেন, তুমি ঐ স্থানে যাও, যেখানে হারিস ইবনে উমায়র তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শাহাদত বরণ করেছে। সেখানে যেসব লোককে পাবে, তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সানিয়াতুল বিদাহ্' পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীকে এগিয়ে দেন। এরপর তাদেরকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসেন।

শত্রু বাহিনী ঃ

মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে মা'আন নামক স্থানে ছাউনি ফেললেন। এখানে মুসলমানরা জানতে পারলেন যে, হেরাক্লিয়াস বালকা' নামক স্থানে এক লক্ষ রোমক সৈন্য সমভিব্যাহারে অবস্থান করছেন এবং তাঁর সঙ্গে বিরাট সংখ্যক আরব কবিলা, যথা লাখম, জুযাম, বালকায়ন, বাহরা ও বিল্লী এসে মিলিত হয়েছে। মুসলমানরা দু'রাত মা'আনেই কাটিয়ে দিলেন এবং অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পত্র পাঠানো হোক এবং দুশমনের সংখ্যা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হোক। এতে হয় তিনি অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন অথবা মুকাবিলা করার হুকুম করবেন আর তা তা'মীল করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ভাষণ ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক ভাষণ দিয়ে মুসলিম মুজাহিদের সাহস জোগালেন, উৎসাহিত করলেন এবং বললেন– আল্লাহ্র কসম! আজ তোমরা একে অপছন্দীয় ও তিক্ত মনে করছো যার জন্য তোমরা বেরিয়েছিলে আর যা ছিল তোমাদের আন্তরিক কামনা অর্থাৎ শাহাদাতের সৌভাগ্য লাভ। তিনি বললেন, আমরা দুশমনের মুকাবিলা সংখ্যা কিংবা শক্তির ভিত্তিতে করি না। আমরা তো এর মুকাবিলা করি সেই দীনের শক্তিতে যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে সৌভাগ্যমন্ডিত করেছেন। অতএব, তোমরা রওয়ানা হও। উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য কল্যাণকর; জিতলেও লাভ আর শাহাদাত অর্জনেও লাভ। এতদশ্রবণে লোকেরা তখনই দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন।

উভয় বাহিনী সম্মুখীন ও তিন অধিনায়ক শহীদ ঃ

মুসলিম বাহিনী বালকার কাছাকাছি পৌঁছলেন, তখন রোমক ও আরব বাহিনী মাশরিকে মোতায়েন ছিল। দু'বাহিনী অগ্রসর হলে মূতায় পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হয়।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যিনি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রদত্ত পতাকা বহন করছিলেন, যুদ্ধের সূচনা করলেন এবং শেষাবধি শহীদ হলেন। বল্লমের আঘাত তাঁর গোটা দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। এবার হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্বহস্তে পতাকা তুলে নিলেন এবং যুদ্ধ করতে থাকলেন। যুদ্ধের চাপ বৃদ্ধি পেতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে পড়লেন এবং ঘোড়ার সামনের দু'পা কেটে দিলেন এবং মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শত্রুর আঘাতে তাঁর দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তখন বাম হাতে পতাকা ধরলেন। বাম হাতও কাটা পড়লে তিনি পতাকা কর্তিত বাহুর অবশিষ্ট অংশ দিয়ে জাপটে ধরলেন। অবশেষে এক সময় তিনিও শাহাদাতের পরম সৌভাগ্যে ধন্য হলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। তাঁর বুক ও দুই বাহুর মাঝে এবং সামনের অংশে ৯০টি জখম ছিল যার সবগুলোই ছিল তলোয়ার বল্লমের। এসবের একটিও পৃষ্ঠদেশে ছিল না। মোট কথা, এভাবে এই নির্ভীক যুবক জান্নাতের নিয়ামতসমূহের গান গাইতে গাইতে এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য, শক্তি, শান-শওকত, আসবাবপত্র ও পার্থিব বাহ্যিক আড়ম্বর ও সাজসজ্জাকে দু'পায়ে দলতে দলতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতনোন্মুখ পতাকা হাত দিয়ে সামলে নিলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। তিনিও তাঁর অশ্ব পরিত্যাগ করলেন। তলোয়ার হাতে নিয়ে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং শত্রুর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অবশেষে শাহাদাতের অমিয় পেয়ালা পান করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শাহাদাতের পর মুসলিম সৈন্য ও শত্রু সৈন্য মিশ্রিত হয়ে যায়। এমনি সময় হযরত ওকবা বিন আমের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন মহাবিপদ, তিনি উচ্চঃস্বরে হাঁকিয়ে বলেন– "পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নিহত হওয়া অপেক্ষা শত্রুর সম্মুখীন হয়ে নিহত হওয়া শ্রেয়।" হযরত সাবেত বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পতাকা তুলে নিয়ে বললেন– 'মুসলিমগণ! তোমরা সিপাহশালার নিযুক্ত করো।' তাঁরা বললেন, 'আপনি নিজেই হোন'। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করলে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সিপাহশালার নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও তাঁকেই পতাকা গ্রহণ করতে হলো। তিনি বীর বিক্রমে তলোয়ার চালালেন। তিনি বলেছেন– 'মূতার যুদ্ধে আমার হাতে একে একে ৯টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। সর্বশেষে মাত্র একটি ইয়ামানী কাটারী আমার হাতে ছিল।' শত্রুবাহিনীর চোখে ধূলি দেয়ার জন্য পরিশেষে একটি কৌশল উদ্ভাবন করলেন– তিনি দক্ষিণ বাহুর সৈন্যদেরকে বাম বাহুতে, বাম বাহুর সৈন্যদেরকে দক্ষিণ বাহুতে, পেছনের সৈন্যদেরকে সামনে, সামনের সৈন্যদেরকে পেছনে অভিনবভাবে সমাবেশ করালেন। বলা বাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে সফল হলো। তা দেখে শত্রুরা মনে করলো যে, মদীনা হতে অধিক সংখ্যক সৈন্য এসে

পৌঁছেছে, তাদের সম্মুখে আর টিকে থাকা যাবে না। কাজেই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। এই উপায়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্যদেরকে অগণিত শত্রু সেনার কবল হতে রক্ষা করলেন এবং প্রচুর গণিমত হস্তগত করে বিজয়ী বেশে মদীনা শরীফে ফিরলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছি**লেন– 'খালিদের হাতে আল্লাহ্ ফাতেহ (বিজয়) দান করবেন।'**

নূর নবীর নূরানী চোখ মুবারকে মূতা ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীবের সামনে মূতা রণক্ষেত্রের দৃশ্য তুলে ধরেন। হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শাহাদাত বরণ করলে তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী শরীফে বসে হঠাৎ গায়েবী সালামের জবাব দিলেন– 'ওয়া লাইকুমুস্ সালাম ও য়া রাহমাতুল্লাহ্' সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– "উর্ধ্বজগতের কতিপয় ফিরিশতার সাথে জাফরের রুহ উর্ধ্বগামী হওয়ার সময় সে আমাকে সালাম পেশ করেছে।" যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রণক্ষেত্রের সংবাদ দিলেন তিনি লোকজনের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন 'নামায হাজির'। লোকজন সমবেত হলো তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে নয়ন যুগলত্রাসে ভারাক্রান্ত। তাঁর হৃদয় দুঃখে অভিভূত ও গন্ডে অশ্রুধারা প্রবাহিত। তিনি বললেন, **'সমবেত জনমন্ডলি! শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ!! শুভ সংবাদ!!!** আমি তোমাদেরকে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ দিতেছি। তারা রওয়ানা হয়ে গেল ও শত্রুর সম্মুখীন হলো। যায়েদ শহীদ হলো, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করো। জাফর পতাকা ধারণ করলো ও শত্রুকে আক্রমণ করলো। সেও শহীদ হলো, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করো। আবদুল্লাহ্ পতাকা ধারণ করলো। সে অটল থাকলো ও শহীদ হলো। তার জন্য মাগফিরাত কামনা করো। খালিদ পতাকা ধারণ করলো। সে সাইফুল্লাহ্ (আল্লাহ্র তলোয়ার) এবং তার রণ কৌশলে মুহাজিরগণ বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।' সেদিন হতেই তিনি মুসলিম জগতে **'আল্লাহ্র শমশের'** বলে পরিচিত।

জনৈক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আগেই মদীনা শরীফে পৌঁছলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে বললেন, **'যুদ্ধের সংবাদ কি আমি দিব, না তুমি দিবে?' তিনি বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনিই দিন।' অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের হুবহু বিবরণ প্রদান করলেন।** তিনি শুনে বললেন, 'ঐ পাকজাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি ঘটনাবলীর একটি বর্ণও বাদ দেননি।' হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যুদ্ধের দৃশ্য দেখার জন্য আল্লাহ্ আমার সম্মুখে জমিনকে বুলন্দ করেছিলেন।' সুবহান-আল্লাহ্!

হযরত জাফর তায়্যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "জাফর, যায়েদ ও আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা এর প্রতিরূপ আমাকে দেখানো হলো। তারা একটি মুক্তার তাঁবুর ভিতরে তখতপোষের উপর রয়েছে।' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আল্লাহ্ জাফরকে দু'খানা হাতের পরিবর্তে দুটি বাহু দান করেছেন। সে তার সাহায্যে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিহার করে!' অপর পবিত্র উক্তিতে বর্ণিত আছে– 'জাফর জিব্রাঈল ও মিকাঈলের সাথে বিহার করছে। আল্লাহ্ তাঁর (কর্তিত) হাতদ্বয়ের বিনিময়ে দুটি বাহু দান করেছেন।

জানাযার নামায ও দু'আ ঃ

মূতার যুদ্ধে তিন জন সেনাপতি শহীদ হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে সঙ্গে সঙ্গে তাদের জানাযা আদায় করেছিলেন এবং সালাম ফিরিয়ে নিম্নের দু'আ পাঠ করেছিলেন–

فَصَلَّى عَلَيْهِ (زَيْد) رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ
اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ..... فَصَلَّى عَلَيْهِ
(جَعْفَر) رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا
لِاَخِيْكُمْ فَاِنَّهُ شَهِيْدٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَطِيْرُ فِى الْجَنَّةِ ۔

"হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মূতায় শাহাদাত বরণ করার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে তাঁর জানাযা নামায আদায় করে সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে বললেন– তোমাদের ভাই যায়েদ ইবনে হারিছার জন্য দু'আ করো, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হলে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে তাঁর জানাযা নামায আদায় করলেন এবং সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে বললেন– তোমাদের ভাই জাফরের জন্য দু'আ করো। কেননা, সে শহীদ হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে।" .....- আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ও ফতহুল ক্বাদীর

৪৫। সারিইয়া যাতুস সালাসেল ঃ

৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। আমর ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নেতৃত্বে প্রথমে ৩০০ এবং পরে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নেতৃত্বে ২০০ মোট ৫০০ সৈন্যের এই দলটি সিরিয়া সীমান্তে বনু কুযা'আহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এরা রোমানদের সঙ্গে মিলে মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী উক্ত গোত্রের 'সালসাল' নামক প্রস্রবণের নিকটে অবতরণ করে বিধায় অভিযানটির নাম হয় 'যাতুস সালাসেল'। শত্রুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। শেষোক্ত

সাহায্যকারী বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আছকে সেনাপতি করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর দাদী অর্থাৎ পিতার মা ছিলেন অত্র এলাকার 'বালী' গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে তারা রোমকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।

৪৬। সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর শা'বান মাস। নাজদের বনু গাত্বফানের শাখা 'মুহারিব' গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলার জন্য তাদের এলাকায় খাযেরাহ নামক স্থানে সেনা প্রস্তুত করছে জানতে পেরে ১৫ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। তারা তাদের অনেককে হত্যা করেন ও বাকীরা পালিয়ে যায়। অনেক গনীমত হস্তগত হয়। তারা এ সফরে ১৫ দিন মদীনার বাইরে থাকেন।

৪৭। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর ২৫ রামাযান। কুরায়েশ ও বনু কেনানার সবচেয়ে বড় দেবতা উযযা দেবীমূর্তি ভাঙ্গার জন্য একটি ছোট্ট সেনাদল সহ তিনি 'নাখলা' উপত্যকায় প্রেরিত হন। মূর্তি ভেঙ্গে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় পাঠান। সেবারে একজন বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ নগ্ন নারীকে বেরিয়ে আসতে দেখে খালেদ তাকে এক কোপে দ্বিখন্ডিত করে ফেলেন। ফিরে এসে এ ঘটনা বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'হাঁ এটাই উযযা। তোমাদের দেশে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে সে এখন চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেল'।

৪৮। সারিইয়াহ 'আমর ইবনুল 'আছ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর রামাযান মাস। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রেহাত নামক স্থানে রক্ষিত হোযায়েল গোত্রের বড় দেবমূর্তি সুওয়া' ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমর ইবনুল আছ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে একদল সঙ্গীসহ প্রেরণ করা হয়। প্রহরী বলল, তুমি এ কাজে সক্ষম হবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তুমি বাধাপ্রাপ্ত হবে'। তিনি বললেন, তোমরা এখনো বাতিলের উপরে আছ? এ মূর্তি কি শুনতে পায় না দেখতে পায়? বলেই তিনি ওটাকে গুঁড়িয়ে দিলেন'। প্রহরীকে বললেন, এবার তোমার মত কি? সে বলল, 'আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম কবুল করলাম'।

৪৯। সারিইয়া সা'দ বিন যায়েদ আশহালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর রামাযান মাসে। ২০ জন অশ্বারোহী দল সহ সা'দ বিন যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবী মূর্তি মানাত-কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়, যা ক্বাদীদের মোশাল্লাল নামক জায়গায় স্থাপিত ছিল। এই মূর্তিকে বিশেষ করে আউস, খাযরাজ ও গাসসান গোত্রের লোকেরা পূজা করত। সা'দ মূর্তির দিকে অগ্রসর হতেই একটি

কৃষ্ণাঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট উলঙ্গ নারীকে স্বীয় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে আসতে দেখেন। এ সময় সে কেবল হায় হায় করছিল। সা'দ তাকে এক আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর মূর্তি ও ভান্ডারগৃহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন।

৫০। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। মুহাজেরীন, আনছার ও বনু সুলায়েম গোত্রের সমন্বয়ে ৩৫০ জনের একটি দলকে বনু জুযাইমা গোত্রের লোকদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য পাঠানো হয়, যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু স্থানীয়রা স্পষ্টভাবে 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম' না বলে 'আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি' বলে। এতে সন্দেহে পতিত হয়ে খালেদ তাদের হত্যা করতে থাকেন ও বন্দী করতে থাকেন এবং পরে প্রত্যেকের নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সবাইকে নির্দেশ দেন। কিন্তু বনু সোলায়েম ব্যতীত মুহাজেরীন ও আনছার ছাহাবীগণ কেউ এ নির্দেশ মানেননি। এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তার সাথীগণ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সব ঘটনা বললে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'বার বলেন, 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে, আমি তা থেকে তোমার নিকটে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি'। উক্ত ঘটনায় খালেদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সাথে মুহাজির ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন 'আওফের কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পাঠিয়ে নিহত ব্যক্তিদের রক্তমূল্য এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

৫১। সারিইয়া আওত্বাস ঃ

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকদের একটি দল পার্শ্ববর্তী আওত্বাসে গিয়ে আশ্রয় নিলে আবু 'আমের আল আশ'আরীর নেতৃত্বে একটি সেনাদল তাদের ধাওয়া করে তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। কিন্তু দলনেতা আবু 'আমের শহীদ হন।

ইন্তিকালের সময় তিনি ভাতিজা আবু মূসা-আশ'আরীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। অতঃপর তাকে ওসিয়ত করেন, যেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার সালাম পৌঁছে দেন এবং তাঁর কাছে তার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেন। সে মতে আবু মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর আবেদনক্রমে তার শহীদ চাচা আবু 'আমের আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করে ক্বিবলামুখী হয়ে একাকী দু'হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেন।

৫২। সারিইয়া নাখলা ঃ

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হুনায়েন যুদ্ধে পরাজিত পলাতকদের আরেকটি দল নাখলায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাদের বিরুদ্ধে যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামের নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরিত হয়। সেখানে মুশরিকদের বয়োবৃদ্ধ ও দূরদর্শী নেতা দুরাযেদ বিন সিম্মাহ নিহত হন ও অন্যেরা পালিয়ে যায়। উক্ত বৃদ্ধ নেতা তাদের তরুন নেতা মালেক বিন 'আওফকে হুনায়েন যুদ্ধ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

৫৩। সারিইয়া তোফায়েল বিন 'আমর দাওসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হুনায়েন যুদ্ধের পর তায়েফ যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোফায়েল বিন 'আমর দাওসীকে 'আমর বিন হুমামাহ্ দাওসী গোত্রের 'যুল-কাফফাইন' মূর্তি ধ্বংস করার জন্য পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তার কওমের নিকট সাহায্য চায় ও তাদেরকে তায়েফ নিয়ে আসে। অতঃপর তিনি সেখানে দ্রুত গমন করেন ও 'যুল-কাফফাইন' মূর্তি ধ্বংস করে দেন। তিনি তার মুখে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন।

৫৪। সারিইয়া ক্বায়েস বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৮ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাস। হুনায়েন যুদ্ধের পর জি'ইর্রানাহ্ থেকে মদীনায় ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কায়েস বিন সা'দ বিন ওবাদাহ এর নেতৃত্বে ৪০০ সৈন্যের একটি দলকে ইয়ামন সীমান্তবর্তী ছুদা অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তখন তাদের নেতা যিয়াদ ইবনুল হারেস ছুদাঈ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হন এবং অনুরোধ করে বলেন, আপনি সৈন্যদলকে ফিরিয়ে নিন। আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিচ্ছি।' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাদল ফেরত নিলেন।

৫৫। সারিইয়া উয়াইনা বিন হিছন ফাযারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৯ম হিজরীর মুহাররম মাস। বনু তামীম গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের জিযিয়া প্রদান না করার জন্য উত্তেজিত করছিল। সে কারণে তাদের বিরুদ্ধে 'ছাহরা' এলাকায় ৫০ জন অশ্বারোহীর একটি দল প্রেরিত হয়। বনু তামীম পালিয়ে যায়। তাদের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে ৬২ জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। পর দিন তাদের ১০ জন নেতা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন এবং সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়।

৫৬। সারিইয়া কুত্বাহ বিন 'আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৯ম হিজরীর ছফর মাস। তুরবার নিকটবর্তী তাবালা অঞ্চলে খাছ'আম গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে ২০ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। যুদ্ধে তাদের অনেকে হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনী উট, বকরী, নারী

সহ অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে আসে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ছেড়ে দেন।

৫৭। সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য এই দলটিকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বনু কেলাব তাতে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের একজন নিহত হয়।

৫৮। সারিইয়া আলী ইবনে আবী ত্বালেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বিখ্যাত খৃষ্টান গোত্র ত্বাঈ-এর 'ফুলস' মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ১৫০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। মূর্তি ভাঙ্গার পর দানবীর হাতেম তাঈ-এর পরিবার সহ অনেকে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেন। হাতেম তাঈ-এর বৃদ্ধা কন্যা সাফানাহ মুক্তি পেয়ে পলাতক ভাই খ্যাতনামা বিদ্বান ও গোত্রনেতা 'আদী ইবনে হাতেমকে পাবার জন্য সিরিয়ায় যান। পরে 'আদী মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে যান।

৫৯। সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজযিয আল-মুদলেজী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৯ম হিজরীর রবীউল আখের। হাবশার কিছু নৌদস্যু জেদ্দা তীরবর্তী এলাকায় সমবেত হয়ে মক্কায় হামলা করার ষড়যন্ত্র করছে জানতে পেরে ৩০০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। আলক্বামা একদল সাথী নিয়ে সাগরে নেমে যান ও একটি দ্বীপে পৌঁছে যান। এ খবর পেয়ে দস্যুদল দ্রুত পালিয়ে যায়।

৬০। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

৯ম হিজরীর রজব মাস। বিনা যুদ্ধে বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকে অবস্থানকালেই পার্শ্ববর্তী দূমাতুল জান্দালের খৃষ্টান নেতা উকাইদারের বিরুদ্ধে ৪২০ জনের সেনাদল সহ হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে প্রেরণ করেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বন্দী করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আনেন এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৬১। সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ বিন হারেছাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

১১ হিজরীর ছফর মাস। রোম সম্রাটের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এবং মো'আন ও পার্শ্ববর্তী আরব অঞ্চলের রোমক গভর্ণর ফারওয়াহ বিন 'আমর আল-জোযামীকে ইসলাম কবুলের অপরাধে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এ অভিযান প্রেরিত হয়। সিরিয়ার বালক্বা' ও ফিলিস্তীন অঞ্চল অশ্বারোহীদের দ্বারা পদদলিত করে রোমকদের ভীত করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। অভিযান প্রেরণকালে উসামার হাতে পতাকা

দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যাও তোমার পিতার নিহত হওয়ার স্থানে এবং সেখানকার লোকদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করো'। বড় বড় ছাহাবী উসামাকে সেনাপতি হিসাবে মেনে নিতে না পারলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলেন, তোমরা তার পিতার ব্যাপারেও এরূপ বলেছিলে। আল্লাহর কসম! সে যোগ্য ছিল। তার পুত্রও যোগ্য'।

কিন্তু মদীনা হতে তিন মাইল দূরে 'জুরফ' নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর শুনে বাহিনী সেখানেই যাত্রা বিরতি করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তরায় হবার পরে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খেলাফতকালে উক্ত বাহিনী পুনরায় যাত্রা করে এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসে।

স্মরণীয় :

রহমাতুল্লীল আলামিন সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শত্রুদের মুকাবেলায় মোট ২৯টি গাযওয়া ও ৬১টি সারিইয়াহ্ পরিচালনা করেন। এ অভিযান সমূহের হিসাবান্তে দেখা যায় মদীনা মুনাওয়ারার জীবনের ১০ বছরে ৭৮১ দিনের অধিক তিনি জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করেছেন। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে প্রায় ছয় মাস সময় কিছুটা স্বস্তিতে ছিলেন। এরপর রমযান মাস থেকেই শুরু হয় অভিযান। শেষ পর্যন্ত বিদাযের দু'দিন আগ পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকে। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথ কখনোই মসৃন ছিল না। শত্রুদের কঠিন শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র গায়েবী মদদে ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অমান্য করে কেউই গায়েবী মদদ ও সফলতা লাভ করতে পারে না। এটাই আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়।

শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

প্রারম্ভিকা ঃ

মাহবুবে খোদা, সরকারে দু'জাহাঁ, শাহে মদীনা, ইমামুল আম্বিয়া, হযরত মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় এ জগত সৃষ্টি। তিনি হলেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ। সারা দুনিয়া এই একটি মাত্র ফুলের জন্যই সৃষ্টি। তিনি হলেন আলমের রহমত, নবীদের সরদার। তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীগণের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। তিনি হলেন সর্বপ্রথম নবী, প্রেরণের দিক দিয়ে সর্বশেষ নবী। তাঁর মহান মাধুর্যপূর্ণ চরিত্রে সর্বপ্রকার মহৎগুণের সমাহার। বলতে হয়, এমন কোন সৎগুণ নেই যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। তাঁর শুভাগমনের পূর্বক্ষণে দুনিয়া ছিল অন্ধকারে আচ্ছাদিত। তাঁর নূরে আলোকিত হলো সারা পৃথিবী, সর্বদিকে নেমে আসল শান্তি আর শান্তি। মহান সৃষ্টিকর্তাই তাঁর শান-মান বর্ণনা করেছেন। কত নবী প্রেমিক, জ্ঞানী-গুণী, সাধক, কবি, মহামনীষী তাঁর শান প্রচার করেছেন তার হিসেব নেই। অধম লেখকের তাঁর শান-মান-মর্যাদা, রিসালত-নবুয়তের পূর্ণতা, মহৎ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা লিখতে কলম ধরার সাহস নেই। আমার স্বল্প জ্ঞানের পরিসরে কুরআন-হাদীস শরীফ ও মুহাক্কিকগণের বর্ণনার আলোকে যৎসামান্য শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশেকদের সমীপে উপস্থাপন করছি। এটা তাদের নবীপ্রেমের সামান্য তৃষ্ণা নিবারণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করুন।

কুরআন শরীফে "আল্লাহ্" ও "রাসূল" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুবারক শব্দ দু'টি পাশাপাশি ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন শরীফে বিভিন্ন আয়াতে স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এর নাম মুবারক নিজের নামের পাশাপাশি রেখেছেন। এটা হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

"প্রকৃত মু'মিনতো তারাই, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর প্রতি ঈমান এনেছে।"– কুরআন (২৪ঃ৬২)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"তোমরা ঈমান আনয়ন করো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর, আর ব্যয় করো ঐ সম্পদ থেকে আল্লাহ্ যার উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করেছেন ।"– কুরআন (৫৭ঃ৭)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۙ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"হে প্রিয় রসূল! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে। যাতে তোমরা (মানবজাতি) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এর প্রতি ঈমান আন, তাঁর রসূলকে সাহায্য ও সম্মান করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহ্র) তাসবিহ্ (মহিমা বর্ণনা) পাঠ করো।"– কুরআন (৪৮ঃ৯)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"আপনি বলে দিন, আনুগত্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।"– কুরআন (৩ঃ৩২)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।"– কুরআন (৩ঃ১৩২)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করেছে।"– কুরআন (৪ঃ৮০)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

"এবং যে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন– অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্ঠগণ (সিদ্দিকীন), শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিগণ। এরা কতই উত্তম সঙ্গী।"– কুরআন (৪ঃ৬৯)

৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ،

"আর যে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সর্বদা তাতে তাঁরা থাকবেন।"– কুরআন (৪ঃ১৩)

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ প্রদানে (ক্ষমতার) অধিকারী তাদেরও আনুগত্য করো।"– কুরআন (৪ঃ৫৯)

১০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ

"যারা আল্লাহ্ ও রসূলদের প্রতি ঈমান আনে তারাই প্রভুর কাছে সিদ্দিক।"– কুরআন (৫৭ঃ১৯)

১১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ع

"সম্মানতো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের এবং মু'মিনদের প্রাপ্য; কিন্তু মুনাফিকরা তার ভেদ জানে না।"– কুরআন (৬৩ঃ৮)

১২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকেন।"– কুরআন (৮ঃ২৪)

১৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে রাজী রাখাই অত্যাবশ্যক, যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে।"– কুরআন (৯ঃ৬২)

১৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"– কুরআন (৪ঃ১৪)

১৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ
فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে কতল করা অথবা ফাঁসিতে চড়ানো।"– কুরআন (৫ঃ৩৩)

১৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আল্লাহ্র শাস্তি অতি কঠোর।"– কুরআন (৮ঃ১৩)

১৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

"আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তারা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পতিত হয়ে গিয়েছে।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৬)

১৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۝

"আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো।"– কুরআন (৯ঃ১)

১৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ
ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ

"আর হজ্জে আকবরের দিনে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে এই ঘোষণা করা হলো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।"– কুরআন (৯ঃ৩)

২০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ

"(যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে) যারা হারাম মনে করে না ঐ জিনিসকে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম ঘোষণা করেছেন।"– কুরআন (৯ঃ২৯)

২১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

"তারা কি এ বিষয় অবগত নয় যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে শত্রুতা করছে– তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।"– কুরআন (৯ঃ৬৩)

২২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে উক্ত বিষয়টির ফায়সালা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে ন্যস্ত করো।"– কুরআন (৪ঃ৫৯)

২৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ
سَبِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে- আমরা কিছু মানি, কিছু মানি না এবং আল্লাহ্ ও রসূলগণের মধ্যবর্তী তৃতীয় রাস্তা উদ্ভাবন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের।"– কুরআন (৪ঃ১৫০)

২৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"বলুন, হে প্রিয় হাবীব! যুদ্ধেপ্রাপ্ত সম্পদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।"– কুরআন (৮ঃ১)

২৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ

"(হে ফিরিশতাগণ), তোমরা বদরের যুদ্ধে কোরাঈশ কাফিরদের গর্দানের উপর আঘাত করো এবং তাদের শরীরের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানো। কেননা, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়ে গেছে।"– কুরআন (৮ঃ১৩)

২৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۝

"যারা আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মু'মিনগণকে ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত না রয়েছে (সে সব মুনাফিকদেরকে) এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে না।"– কুরআন (৯ঃ১৬)

২৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ

"মুনাফিকদের দান কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ হলো– তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে।"– কুরআন (৯ঃ৫৪)

২৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

"কতই না ভালো হতো, যদি মুনাফিকরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত গনিমতের (যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত মালামাল) সম্পদে রাজী থাকতো।"– কুরআন (৯ঃ৫৯)

২৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ

"(আর মুনাফিকরা যা পেয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থেকে) যদি তারা বলতো– আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আপন অনুগ্রহে যা দিয়েছেন তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তাহলে কতইনা ভালো হতো।"– কুরআন (৯ঃ৫৯)

৩০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ

"আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূল আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়েছেন।"– কুরআন (৯ঃ৭৪)

৩১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

"যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল মুনাফিকদের আহ্বান করেন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিতে, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়।"– কুরআন (২৪ঃ৪৮)

৩২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"মুনাফিকরা কি ভয় পায় যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবে।"– কুরআন (২৪ঃ৫০)

৩৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

সাহাবীগণ আরো বললেন– "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলতো সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনের মনোভাব আরো বৃদ্ধি পেল।"– কুরআন (৩৩ঃ২২)

৩৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবী পত্নীগণ, তোমরা যদি ভোগবিলাস ত্যাগ করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং আখিরাতকে প্রাধান্য দাও, তাহলে তোমাদের পূতঃপবিত্র জনদের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বিরাট পুরস্কার তৈরী করে রেখেছেন।"– কুরআন (৩৩ঃ২৯)

৩৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ
وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

" হে নবী পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং নেক আমল করবে, আমি তাঁকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবো।"– কুরআন (৩৩ঃ৩১)

৩৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

"কোন বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল নির্দেশ দেয়ার পর ঐ বিষয়ে কোন ঈমানদার পুরুষ এবং কোন ঈমানদার নারীর ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার নেই।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৬)

৩৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সামনে অগ্রগামী হয়ে কিছু করো না।"– কুরআন (৪৯ঃ১)

৩৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করছো না? অথচ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো।"– কুরআন (৫৭ঃ৮)

৩৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"হে প্রিয় রসূল, যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী, এমন কাউকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীরূপে পাবেন না।"– কুরআন (৫৮ঃ২২)

৪০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

"যারা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদেরকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহ্র দল) তবে নিশ্চয় আল্লাহ্র দলই বিজয়ী।"– কুরআন (৫ঃ৫৬)

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

কুরআন শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক ও গুণাবলী

পবিত্র কুরআনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ২৯টি মুবারক নাম ও মহৎ গুণাবলী ২২৫টি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে, এটা হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন–

নং	মুবারক নাম ও গুণাবলী	সূরা নম্বর ও আয়াত শরীফ	মোট
০১	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	৩ঃ১৪৪, ৩৩ঃ৪০, ৪৭ঃ২, ৪৮ঃ২৯	০৪টি
০২	আহ্মদ	৬১ঃ৬	০১টি
০৩	আব্দুল্লাহ্	৫৭ঃ৯, ৭২ঃ১৯, ১৮ঃ১	০৩টি
০৪	শাহেদ	৪৮ঃ৯, ৩৩ঃ৪৬, ৭৩ঃ১৫	০৩টি
০৫	মুবাশ্শির	৩৩ঃ৪৬, ৪৮ঃ৯, ২৫ঃ৫৬	০৩টি
০৬	বাশির	৪ঃ১৯, ৭ঃ১৮৮, ১১ঃ২, ৩৫ঃ২৪, ৩৫ঃ২৮	০৫টি
০৭	নাযির	২ঃ১১৯, ৪ঃ১৯, ২৯ঃ৫০, ৭ঃ১৮৮, ১১ঃ২, ১৫ঃ৮৯, ৩৫ঃ২৩, ২৪, ৩৭, ৪২, ৪৬, ৪৮ঃ৯, ৫১ঃ৫০-৫১, ৬৭ঃ৮-৯, ১৭, ২৬, ২৫ঃ৫৬, ৩৪ঃ২৮, ৪৬, ৪৬ঃ৮	২২টি
০৮	মুযাক্কির	৮৮ঃ২১	০১টি
০৯	সিরাজুম্ মুনীর	৩৫ঃ৪৬	০১টি
১০	দাঈ ইলাল্লাহ্	৩৫ঃ৪৬	০১টি
১১	হাক্কু	১০ঃ১০৮	০১টি
১২	আযীযুন	৯ঃ১২৮	০১টি
১৩	রাউফুন	৯ঃ১২৮	০১টি
১৪	রাহীম	৯ঃ১২৮	০১টি
১৫	আমীন	৪৪ঃ১৯	০১টি
১৬	নূর	৫ঃ১৫	০১টি
১৭	নি'য়ামত	২ঃ২৩১, ২৭ঃ৮১	০২টি
১৮	হাদী	৩০ঃ৫৩	০১টি
১৯	রাহমাতুন	২১ঃ১১৭	০১টি
২০	তোয়া-হা	২০ঃ১	০১টি
২১	ইয়া-সীন	৩৬ঃ১	০১টি

২২	মুয্যাম্মিল	৭৩ঃ১	০১টি
২৩	মুদ্দাস্সির	৭৪ঃ১	০১টি
২৪	মুন্জির	২৭ঃ৯২	০১টি
২৫	খাতামুন নাবিয়্যীন	৩৩ঃ৪০	০১টি
২৬	নবী	৩ঃ১৬১, ৫ঃ৮১, ৭ঃ১৫৭-১৫৮, ৮ঃ৬৪-৬৫, ৬৭, ৭০, ৯ঃ৬১, ৭৩, ১১৩, ৪৯ঃ২, ৩৩ঃ১, ২৮, ৩২, ৩৮, ৪৬, ৩৫ঃ৫০, ৫২, ৬৬ঃ১, ৩, ৮, ৯, ৬৫ঃ১, ৬০ঃ১২	২৫টি
২৭	রসূল	২ঃ১৪২, ২৫০, ৩ঃ২৩, ৮১, ৮৬, ১০১, ১৩২, ১৫৩, ১৭২, ১৭৯, ১৮৩, ৪ঃ১৪, ৫২, ৬১, ৬৪, ৬৯, ৭৯, ৮০, ১০০, ১১৫, ১২৬, ১৭০, ৫ঃ১৫, ৩২, ৪১, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ৮২, ৯২, ৯৯, ১৪০, ৭ঃ১৫৭-১৫৮, ৮ঃ১. ১২, ২৪, ৯ঃ১-২, ৭, ১৬, ২৪, ২৬, ২৯, ৩৩, ৫৪, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ৮০, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯১, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০৫, ১০৭, ১২৮, ১৬ঃ১১৩, ১৭ঃ৯৩, ২২ঃ৭৮, ৪০ঃ৭৮, ৪৩ঃ২৯, ২৯ঃ১৮, ৪৯ঃ১, ৩, ৮, ১৪, ১৫, ৪৮ঃ৯, ১২, ১৩, ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৯৬, ৩৩ঃ৬, ২১, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৪০, ৩৫ঃ৫২, ৫৭, ৭১, ৪৪ঃ১৪, ১৯, ৫৭ঃ৭-৮, ২৯, ৫৮ঃ৫, ৮, ৯, ১২-১৩, ২০, ২২, ৪৭ঃ৩২-৩৩, ৬৩ঃ১, ৭-৮, ৬৪ঃ৮, ১২, ২৫ঃ৭, ২৭, ৩০, ৪১, ৬৫ঃ১১, ৬২ঃ২, ৬১ঃ৯, ১১, ৬৬, ৫৯ঃ৪, ৬-৮, ৬০ঃ১, ৭২ঃ২২, ২৮, ৬৯ঃ৪২, ২৪ঃ৪৭-৪৮, ৫১-৫২, ৫৪, ৫৬, ৬২-৬৩,	১৩৪টি
২৮	শাহীদ	২ঃ১৪৩, ৪ঃ৪১, ১৬ঃ৮৯, ২২ঃ৭৮	৪টি
২৯	আবদ	২৫ঃ১, ১৭ঃ১	২টি

পবিত্র নামসমূহের মর্যাদায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বিশেষত্ব ও শান

আল-কুরআনে ২২৫টি আয়াত শরীফে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নাম, মহৎ গুণাবলীর বর্ণনা ও আরো অনেক উপাধির উল্লেখ আছে। যেমন– নূর, সিরাজুম মুনীরা, মুনজির, নাজির, মুবাশ্‌শির, বাশির, শাহিদ, শহীদ, আলহক্ব, আল মুবীন, খাতামুন নাবিয়্যীন, আর রাউফ, আর রাহিম, আল আমীন, কাদামু-সিদকীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, নিয়ামাতুল্লাহ্, আল উরয়াতুল উসকা, আসসিরাতুল মুসতাকিম, আন নাজমুছ ছাক্বিব, আল কারীম, আল নাবিয়্যিল উম্মী, দা'য়ী ইলাল্লাহ্।

মহান গুণ বা শানদার নিদর্শনাবলীর কারণে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে তাঁর অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন– মুস্তফা, মুজতবা, আবুল কাসেম, হাবিব, রাসূলু রাব্বিল আলামীন, আশ্‌শাফী, আল মুশাফফিঈ, আল মুত্তাকি, আল মুসলিহ, আযযাহির, আল মুহাইমিন, আসসাদিক, আল মাসদুক, আল হাদী, সাইয়্যিদি উলদি আদম, সাইয়্যিদিল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন, কায়িদুল গুররিল মুহাজ্জিলীন, হাবিবুল্লাহ্, খলিলুর রাহমান, ছাহিবুল হাউযিল মাওরূদ, ওয়াশ শাফায়াত, ওয়াল মাকামিল মাহমুদ। সাহিবুল উসিলাহ্, ওয়াল ফজিলাহ্, ওয়াদ্দারাজাতার রাফী'আ, আর রাকিবুল বোরাক ওয়ান নাকাহ্, আন-নাজির, সাহিবুল হুজ্জাত, আস সুলতান, আল খাতিম, আল আল্লামাহ্, আল বোরহান, সাহিবুল হারাওয়াত, সাহিবুন না'লাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কিতাবেও তাঁর এ নামগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেমন– আল মুতাওয়াক্কিল, আল মুখতার, মুকিমুস সুন্নাহ্, আল মুকাদ্দাস, রূহুল কুদ্দুস, রূহুল হক্ব।– আশ-শিফা শরীফ

কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে পবিত্র নাম সমূহের উদাহরণ ঃ

কুরআন শরীফে মহিমান্বিত উপাধিতে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"(রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'মিনদের প্রতি পূর্ণ দয়াদ্র ও দয়ালু।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে اَلصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ "আস্-সাদিকুল মাসদুক" গুণবাচক নামে ভূষিত করা হয়েছে।– আশ-শিফা শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মুবারক সিফাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করেছেন

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ মুবারক নাম প্রসঙ্গে বলেন–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص

"আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা সে সব নামে তাঁকে ডাক।"– কুরআন (৭ঃ১৮০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ع

"(হে হাবীব) আপনি বলে দিন, তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রহমান নামে ডাক, যে নামেই ডাক তাঁর সকল নামই সুন্দরতম।"– কুরআন (১৭ঃ১১০)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ্ তা'য়ালার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যীক্ত তা আয়ত্ব করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।– তাফসীরে ইবনে কাসির

ইমাম রাজী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন– আল্লাহ্পাকের পাঁচ হাজার নাম রয়েছে। এক হাজার কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিতরে, এক হাজার তাওরাতে, এক হাজার ইঞ্জিলে, এক হাজার জবুরে এবং এক হাজার লওহে মাহফুজে লিখিত রয়েছে।– তাফসিরে ইবনে কাসির

হযরত কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন– আল্লাহ্ তাঁর ৯৯ নাম থেকে ৩০টি নাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। হযরত শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি স্বীয় মাদারেজুন্ নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আল্লামা কাসতালানী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি স্বীয় মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে বলেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা ৯৯ নাম থেকে ৭০টি নাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা কাসতালানী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি চার শতাধিক নামের তালিকা লিখেছেন।

হাফেজ অধ্যক্ষ আল্লামা আব্দুল জলিল রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি আনওয়ারে মোহাম্মাদীয়া ও কানজুল ঈমান দুটি গ্রন্থ হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ১৬০টি নামের তালিকা স্বীয় 'নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' কিতাবে পেশ করেছেন।

পাঠক বন্ধুরা, লক্ষ্যণীয় বিষয়– কুরআনুল কারীমে ২২৫টি আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ২৯টি মুবারক নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ মুবারক নাম ও সিফাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিভিন্ন আয়াতে স্মরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা মুবারক সিফাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্মরণ করেছেন

আমরা যদি জানতে চাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নাম, পরিচয়, মর্যাদা, শান-মান, কুরআন শরীফেই এর যথাযথ বর্ণনা রয়েছে। আমরা তাহলে দেখতে পাই, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নাম মুবারক ও গুণাবলীতে কিভাবে স্মরণ করেছেন! এখানে এর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ পরিচয় দিয়েছেন "নূর"–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ্ আসমান-জমিনের নূর।"– কুরআন (২৪ঃ৩৫)

আল্লাহ্ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচয় দিয়েছেন 'নূর'–

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা নূর এসেছে।"– কুরআন (৫ঃ১৫)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন 'রাব্বুল আলামীন'–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।"– কুরআন (১ঃ১)

আল্লাহ্ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে করেছেন 'রহমতুল্লিল আলামীন'–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"এবং আমি আপনাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (২১ঃ১০৭)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন 'শাহেদ'–

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।"– কুরআন (২২ঃ১৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন 'শাহেদ'–

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

"নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (সাক্ষী) করে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী করে।"– কুরআন (৪৮ঃ৮)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় শান বর্ণনা করে বলেন–

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

"আমি শাহ্‌রগ অপেক্ষাও তার (মানুষের) অধিক নিকটে আছি।"– কুরআন (৫০ঃ১৬)।

আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বলেন–

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'মিনদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে-অধিক প্রিয়।"– কুরআন (৩৩ঃ৬)

জ্ঞাতব্য ঃ 'আওলা' শব্দের কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন–

এক. আমাদের সবকিছুই প্রাণের আওতাধীন। প্রাণ ছাড়া সবই বিকল। তেমনিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিপত্য ও মালিকানা এর চেয়েও অধিক।

দুই. অধিক হক্বদার। স্বীয় প্রাণের চেয়েও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা অধিকতর প্রযোজ্য।

তিন. অধিক নৈকট্য। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি স্বীয় মাদারেজুন্ নবুওয়াতে এর অর্থ লিখেছেন– 'নযদিকতর-খুবই নৈকট্য'। অতএব, অর্থ হলো– মু'মিনদের কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণ থেকেও অধিক নিকটতম। বুঝা গেল যে, মহান রব আমাদের হৃদয়-শিরা অপেক্ষাও নিকটে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে। আল-হামদুলিল্লাহ্। গভীরভাবে ভেবে দেখুন, এটাই হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন 'আযীম'–

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ

"সুতরাং হে মাহবুব! আপনি আপন মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"– কুরআন (৫৬ঃ৯৬)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীব রাসূলে আকরাম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানেও বলেন– 'আযীম'–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।"– কুরআন (৬৮ঃ৪)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা হচ্ছেন 'কারীম'–

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

"হে মানুষ! তোমাকে কোন জিনিস ভুলিয়ে রেখেছে– আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে।"– কুরআন (৮২ঃ৬)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীব সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও 'কারীম' বলে সম্বোধন করেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

"নিশ্চয় এ কুরআন একজন সম্মানিত রসূলের সাথে বলা বাণী সমূহ।"– কুরআন (৬৯ঃ৪০)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা হচ্ছেন– 'রউফ ও রহীম'–

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড় দয়ার্দ্র, দয়ালু।"– কুরআন (২২ঃ৬৫)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীব সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও 'রউফ ও রহীম' বলেছেন–

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"(তোমাদের জন্য তিনি খুবই উদ্বিগ্ন) মু'মিনদের জন্য তিনি খুবই স্নেহশীল, পরম দয়ালু।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

৮। আল্লাহ্ হলেন 'আফুওউন গফুর'–

إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"– কুরআন (২২ঃ৬০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীব সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও 'আফওউন' সিফাতে সম্বোধন করেছেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"হে মাহবুব! ক্ষমা পরায়নতা অবলম্বন করুন এবং নেক কাজের আদেশ দিন।"– কুরআন (৭ঃ১৯৯)

৯। সকল ইয্যত-সম্মান আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যই–

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

"সম্মান তো সব আল্লাহ্রই।"– কুরআন (৪ঃ১৩৯)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীব সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে ইয্যাতের ঘোষণা দিয়েছেন–

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

"আর সম্মান তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের জন্যই।"– কুরআন (৬৩ঃ৮)

১০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাকে তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাথে রাসূলেরও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রাসূলের।"– কুরআন (৪ঃ৫৯)

গভীরভাবে চিন্তা করুন! রাসূলের আনুগত্য হলো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করছে।"– কুরআন (৪ঃ৮০)

১১। আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন মু'মিনদের 'বন্ধু-ওলী'–

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর ঈমানদারদের বন্ধু হলেন আল্লাহ্।"– কুরআন (৩ঃ৬৮)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হলেন মু'মিনদের 'বন্ধু-ওলী'–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

"নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ।"– কুরআন (৫ঃ৫৫)

১২। আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন 'হাদী-সুপথে পরিচালনাকারী'–

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সোজা পথে পরিচালিত করেন।"– কুরআন (২ঃ২১৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'হাদী'–

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

"এবং নিশ্চয় নিশ্চয়ই আপনি ও দেখাচ্ছেন সিরাতল মুসতাকিম-সোজা পথ।"– কুরআন (৪২ঃ৫২)

১৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়াত তো আল্লাহ্‌রই নিকট বায়াত–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۭ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ

"যারা আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করছে, তারা তো আল্লাহ্‌রই নিকট বায়াত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে।"–কুরআন (৪৮ঃ১০)

১৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন 'হক্কুল মুবীন'–

اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সুস্পষ্ট সত্য।"– কুরআন (২৪ঃ২৫)

আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন– 'হক্কুল মুবীন'–

إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ

"নিশ্চয় আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"– কুরআন (২৭ঃ৭৯)

১৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণেই লাভ হবে আল্লাহ্ তা'য়ালার বন্ধুত্ব অর্থাৎ নবীজীর ভালোবাসায় লাভ হবে আল্লাহ্র ভালোবাসা–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"(হে নবী) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালা-কে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।"– কুরআন (৩ঃ৩১)

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ জাতেপাকের নূর হতে সর্বপ্রথম তাঁর হাবীব আহমাদে মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর সৃষ্টি করেছেন এবং সে নূর হতে সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন– জাতি নূরের প্রতিবিম্ব, সমস্ত আসমা ও সেফাত এবং আল্লাহ্পাকের মহব্বতের বিকাশস্থল। স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁকে মহব্বত করেন, তাঁর তাজীম করেন, সানা-সিফাত বর্ণনা করেন। মহান সৃষ্টিকর্তা নিজ হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কেমন করে সাজিয়েছেন? তাঁর হাকীকত, তাঁকে প্রদত্ত অলৌকিক বাতেনী বিষয়সমূহ তিনিই (আল্লাহ্) জানেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সকল সিফাত-সানা বর্ণনা করেছেন এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা হলো ঈমান। আর এগুলো মনেপ্রাণে গ্রহণ করা শিরক নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা খালেক-স্রষ্টা আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সৃষ্টি। প্রতিটি কাজে তিনি ছিলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থী। এ জন্যই তিনি সকল নিয়ামতের বিষয় তাঁর নিজস্ব শক্তি বা গুণের ফখর না করে তা তাঁর প্রতি আল্লাহ্র অযাচিত দান বলে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন–

اَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَافَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَافَخْرَ وَ اَنَا اَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَافَخْرَ
وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِىْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِىْ
فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَافَخْرَ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَلَافَخْرَ

"আমি আল্লাহ্র সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু; কিন্তু এতে আমার ফখর বা গর্বের কিছুই নেই; আমি কিয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা বহন করবো এবং হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও অন্যান্য সকলেই এর নিচে অবস্থান করবে কিন্তু এতে আমার গর্বের কিছুই নেই; এবং কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম সুপারিশ করবো এবং আমার সুপারিশই গৃহীত

হবে, কিন্তু এতে আমার গর্বের কিছুই নেই; আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা নাড়া দিব এবং আল্লাহ্ আমার জন্য তা খুলে দিবেন ও আমি দরিদ্র ঈমানদারগণসহ এতে প্রবেশ করবো; কিন্তু এতে আমার গর্ব করার কিছুই নেই; এবং আমি প্রথম ও শেষ যুগের সকল লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত কিন্তু এর জন্য আমার গর্বের কিছুই নেই।"– তিরমিযী শরীফ

আল্লাহ্ তা'য়ালা সকল মাখলুকাতে, বৈচিত্রময় সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সম্মানিত, অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্র হাবীব হলেন বেনজীর, বেমিছাল, অতুলনীয়, অবর্ণনীয় মহান স্রষ্টার বিশেষ সৃষ্টি। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্পাক যেমন একক ও অদ্বিতীয়, তেমনি সৃষ্টি জগতের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন একক ও অদ্বিতীয়। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'য়ালার যেমন কোন সমকক্ষ নেই, তেমনি সৃষ্টি জগতের মধ্যেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সমকক্ষ নেই। এসকলই হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইতায়াত-আনুগত্য

ইতায়াত-আনুগত্য পরিচিতি ঃ

'ইতায়াত' অর্থ আনুগত্য করা, মান্য করা, অনুসরণ করা ইত্যাদি। ইহ-পরকালের শান্তি ও মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম-ব-কদম অনুসরণই হলো ইতায়াত বা আনুগত্য। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রঙে এমন রঙ্গিন হয়েছেন যে, তাঁর আনুগত্য-অনুসরণই আল্লাহ্র আনুগত্য-অনুসরণ। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য আল্লাহ্রই আনুগত্যের নামান্তর।

কুরআন শরীফের আলোকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইতায়াত-আনুগত্য ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্র এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।"– কুরআন (৪ঃ৫৯)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করো এবং রসূলের নির্দেশ মান্য করো আর আপন কৃতকর্ম বাতিল করো না।"– কুরআন (৪৭ঃ৩৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

" হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রসূলকে মেনে চলো; তার কথা শোনার সময় মুখ ফিরিয়ে নিও না।"– কুরআন (৮ঃ২০)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ

"এবং আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করো এবং রসূলের নির্দেশ মান্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখো যে, আমার রসূলের উপর দায়িত্ব হচ্ছে শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।"– কুরআন (৬৪ঃ১২)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ

"আপনি বলে দিন, হুকুম মান্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।"– কুরআন (৩ঃ৩২)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।"– কুরআন (৩ঃ১৩২)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"এবং নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য করো এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে।"– কুরআন (২৪ঃ৫৬)

৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا

"আপনি বলুন, 'নির্দেশ মান্য করো আল্লাহ্র এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে রসূলের দায়িত্বে তা-ই রয়েছে, যা তাঁর

উপর অপরিহার্য করা হয়েছে এবং তোমাদের উপর অর্পিত হয়েছে এবং যদি রসূলের আনুগত্য করো, তবে সৎপথ পাবে।"– কুরআন (২৪ঃ৫৪)

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী আপনি ঘোষণা করে দিন– যদি তোমরা আল্লাহ্র বন্ধুত্ব লাভ করতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ্পাক তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"– কুরআন (৩ঃ৩১)

১০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ

"আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট রাখাই অত্যাবশ্যক, যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে।"– কুরআন (৯ঃ৬২)

১১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রাসূল তোমাদেরকে আহ্বান করেন (রাসূলের আহ্বান করা আল্লাহ্র আহ্বান করার নামান্তর)।"– কুরআন (৮ঃ২৪)

১২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ○

"তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। বরং তা হচ্ছে অহী, যা তাঁর (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) প্রতি (নাযিল) করা হয়।"– কুরআন (৫৩ঃ৩-৪)

১৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি রসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করেছে।"– কুরআন (৪ঃ৮০)

১৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করে সে মহাসাফল্য লাভ করেছে।"– কুরআন (৩৩ঃ৭১)

১৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আর যে নির্দেশ মান্য করে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের, আল্লাহ্ তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সর্বদা তাতে থাকবে। আর এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।"– কুরআন (৪ঃ১৩)

১৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ
وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا

"তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে এবং সৎকর্ম করবে আমি তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবো। আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা রেখেছি।"– কুরআন (৩৩ঃ৩১)

১৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

"এবং যে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মান্য করে, তবে সে তাঁদের সঙ্গ লাভ করবে যাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন– অর্থাৎ নবীগণ, সত্যনিষ্টগণ (সিদ্দিকীন), শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিগণ। এরা কতই উত্তম সঙ্গী।"– কুরআন (৪ঃ৬৯)

১৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"এবং যা কিছু তোমাদেরকে রসূল দান করেন, তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"– কুরআন (৫৯ঃ৭)

১৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"আমি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামকে শুধু এ জন্যে (দুনিয়াতে) প্রেরণ করেছি যাতে আল্লাহ্র হুকুমে (দুনিয়াবাসীরা) তাদের অনুসরণ করে চলে।"– কুরআন (৪ঃ৬৪)

২০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"– কুরআন (৪ঃ১৪)

২১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের একমাত্র শাস্তি হচ্ছে কতল করা অথবা ফাঁসিতে চড়ানো।"– কুরআন (৫ঃ৩৩)

২২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

"তারা কি একথা অবগত নয় যে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে শত্রুতা করছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন।"– (৯ঃ৬৩)

২৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তারা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পতিত হয়ে গিয়েছে।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৬)

২৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও পরকালে লা'নত করবেন বা অভিশপ্ত করবেন।"– কুরআন (৩৩ঃ৫৭)

২৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা অপদস্ত হয়েছে।"– কুরআন (৫৮ঃ৫)

আল্লামা ইকবাল (রহঃ) বলেন ঃ

আল্লামা ইকবাল (রহঃ) মুসলিম জাতিকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন–

"মুহাম্মাদ ছে ওফা তুনে, কে হাম তেরে হেঁ,
ইয়ে আসমা কিয়া চিজ হাঁয়, লাওহো কলম তেরে হেঁ।"

বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় নভচারীদেরকে সামনে রেখে কবি নবীজীর শান-মান ও অনুগত্যের বর্ণনায় বলছেন–

আল্লাহ্ বান্দাদের বলছেন– আমার বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তোমরা পূর্ণতা-একত্ততা তথা ঈমান, মহব্বত ও আনুগত্যের মিল করে নাও। তাহলে "আমি আল্লাহ্ তোমার।"

(আজ এক শ্রেণির বৈজ্ঞানিক নভমন্ডল ভ্রমণ করছেন, তাদের এ সফলতার সাথে তুলনা করে কবি বলেছেন– আল্লাহ্ সুসংবাদ দিয়ছেন) তোমরা যদি আমার বন্ধুর সাথে মিল করে নাও তাহলে এ আসমান আর কি জিনিস ! লাওহো-কলমও তোমার।"

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

কুরআন শরীফে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাইয়্যেদুল মুরসালিন, সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ, মানব জাতির সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আখিরাতেও তিনিই হবেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর সুপারিশই সর্বাগ্রে গৃহীত হবে। মুক্তির উসিলা হবেন তিনিই। মানুষ হলো আশরাফুল মাখ্লুকাত তথা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহ্র খলিফা। ফিরিশতা, জ্বীন, দৈত্য-দানব, জীব-জানোয়ার অর্থাৎ সকল সৃষ্টির উপরে তার স্থান। অন্য কথায় আল্লাহ্র পরেই মানুষের স্থান। সেই মানব জাতির মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এখন যুক্তিধারা এরূপই দাঁড়ায়–

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ,

মানুষের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ,

অতএব, হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এ কারণেই আল্লাহ্পাক কুরআন শরীফে স্বীয় মাহবুবের পরিচয়, মর্যাদা ও গুণাবলী উপস্থাপন করেছেন। এখানে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত শরীফ উল্লেখ করতঃ শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলে ধরা হলো।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সৃষ্টিকুলের রহমত

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (২১ঃ১০৭)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্পাকের যিনি গোটা সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।"– কুরআন (১ঃ১)

'আলামীন' অর্থ হলো সমস্ত সৃষ্টি, তথা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্পাক ছাড়া যা কিছু আছে তা আলামীনের অন্তর্ভুক্ত। আকাশ-পাতাল, জল-স্থল, মানব-দানব, পাহাড়-পর্বত, অন্তরীক্ষে জিন-ফিরিশতা ইত্যাদি সবকিছুই আলমের অংশ। সবকিছুরই পালনকর্তা হলেন তিনি। তিনিই হলেন 'রব্বুল আলামীন'।

আল্লাহ্পাক তাঁর নিজের জন্য 'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বজগতের প্রতিপালক) এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধিরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'রহমাতুল্লিল আলামিন' (বিশ্বজগতের জন্য জীবন্ত রহমত), এই উপাধি দ্বারা জগতবাসীর নিকট পরিচিত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালার রবুবিয়াত (বিশ্ব জগতের প্রতিপালন) অসীম, অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়, কোন মাখলুকই তা ধারণা করতে পারে না। তিনিই হলেন "রাব্বুল আলামিন"। আর তিনি সকল আলমের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে করেছেন "রাহমাতুল্লিল আলামিন"। নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহ-পরকালের, সর্বযুগের, সর্বকালের ও সকল সৃষ্টির জন্য হলেন রহমত। প্রতিটি সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং অস্তিত্ব লাভ করার পর তার পালনকর্তাও আল্লাহ্ তা'য়ালা আর রহমত হলেন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিখিল বিশ্বের মালিক ও প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্। এ উদ্দেশ্যে যে করুণা ধারা সৃষ্ট জগতের প্রতি প্রবাহিত হচ্ছে, তা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ্র করুণা ধারার সাথে নিখিল বিশ্বে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সময় বিদ্যমান রয়েছেন এবং সৃষ্ট জগতের সাথে তাঁর অহরহ সম্পর্ক রয়েছে।

আশেকের ভাষায়–

"যেখানে জগত, সেখানে রাহমাতুল্লিল আলামীন বিরাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণরূপ দান করার পর রাহমাতুল্লিল আলামীন এর মাধ্যমে এর সজীবতা প্রদান করে থাকেন।"

হযরত আল্লামা ইবনুল আরবী তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ফতুহাত' গ্রন্থে বলেন– "জেনে রাখো, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তির আত্মাসমূহের একমাত্র উৎস রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই আত্মা।"

এ কথা সুনিশ্চিত যে, 'রহমত' ছাড়া কোন বস্তু বা ব্যক্তি এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের জন্য রহমত। কারণ তিনি মানুষকে পথ প্রদর্শন করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে নিয়ে এসেছেন, কুফর থেকে তৌহিদের পথে নিয়ে এসেছেন, জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা করে জান্নাতের চির শান্তির পথে নিয়ে এসেছেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তথা সারা জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। তিনি কাফিরদের জন্যও রহমত। কারণ তাঁকে মিথ্যারোপ করায় তাদের উপর আযাব নাজিল হয়নি। অথচ অন্য নবী-রসূলকে মিথ্যারোপ করার কারণে পূর্ববর্তী কাফিরদের প্রতি আজাব নাজিল হয়েছে।

স্রষ্টার সৃষ্টি জগৎ যতদিন থাকবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রহমত হিসেবে ততদিন থাকবেন। এ নশ্বর জগতে তিনি রহমত, কিয়ামতে, মিযানে, হাউজে কাওসারে, জান্নাতে, গুনাহ্গার উম্মতের জন্য জাহান্নামে অর্থাৎ সর্বত্র বস্তুতঃ তার রহমত ব্যাপৃত।

হুজুরপুর নুর রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এরূপ অন্তর্নিহিত রয়েছেন যেরূপ পানি বৃক্ষের প্রতিটি অঙ্গে অন্তর্নিহিত আছে। যেরূপ পানি ছাড়া বৃক্ষ বাঁচতে পারে না তদ্রূপ আল্লাহ্র সৃষ্ট হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রহমত (যা আল্লাহ্ প্রদত্ত রহমত) ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তু টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহ্পাকের বিধান, তিনি কোন না কোন মাধ্যমে বিভিন্ন কর্ম সম্পন্ন করে থাকেন। সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর তাঁর রহমত বর্ষণের মাধ্যমই হচ্ছেন 'রহমাতুল্লিল আলামিন' হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ মর্যাদাই হলো– শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ও ফিরিশতাগণ সদায়-সর্বদায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেন

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন (আল্লাহ্ রহমত করেন ও ফিরিশতাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন); হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরূদ ও যথার্থভাবে সালাম পাঠ করো।"– কুরআন (৩৩ঃ৫৬)

এ পবিত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুরপুর নূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দাদেরকে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি অনেক প্রকার ইবাদতের হুকুম করেছেন। যেমন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِۦ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে মহব্বত ও ভয় করো এবং তাঁর রাসূল (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনয়ন করো।"– কুরআন (৫৭ঃ২৮)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।"– কুরআন (৫৮ঃ১৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা সকলে হজ্জ এবং উমরাহ্ সম্পাদন করো"।– (কুরআন ২ঃ১৯৬)

কিন্তু কোন আমল এমন নেই যা আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজে করেন, ফিরিশতারাও করেন, আবার আমাদেরকেও করার আদেশ করেছেন। শুধুমাত্র দরূদ শরীফেই এমন হুকুম দিয়েছেন।

সূক্ষ্ম বিষয় ঃ

উক্ত আয়াত শরীফে يُصَلُّوْنَ ক্রিয়া পদটি 'মুযারির ছিগা', যা হাল ও মুছতাকবিল অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা ও ফিরিশতাগণ হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সদা-সর্বদা দরূদ শরীফ পাঠ করছেন এবং পাঠ করতে থাকবেন। বুঝা যায়, এক মুহূর্তের জন্যও রহমত বর্ষণ বন্ধ থাকে না বা রহমত বর্ষণের প্রার্থনা বন্ধ হয় না। আরও স্পষ্ট বলা যায় যে, এক সময় এ দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মানব তথা সকল সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা হাইউল কাইয়ূম, চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। আল্লাহ্ আছেন, আল্লাহ্‌র দরূদও (রহমত বর্ষণ) আছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ জারী থাকবে সদায় সর্বদায়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা কেউ করুক আর নাই বা করুক তাতে তাঁর মর্যাদার কোন কমতি হবে না, কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই তাঁর প্রিয় হাবীবের উপর সালাত পেশ করছেন এবং করতে থাকবেন অনাদি অনন্তকাল। তিনি এক নিমিষের জন্যও বন্ধুকে ভুলেন না। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীব-কে কতই না মর্যাদা দিয়েছেন, কতই না ভালোবাসেন! সুবহান-আল্লাহ্।

প্রিয় পাঠক! আরও একটু ভেবে দেখুন। নামাযের নির্দিষ্ট সময় আছে, রাকআত আছে, গণনা আছে, রোযাও তেমনি। এমনকি হজ্জও জীবনে একবার ফরয। আর দরূদ শরীফ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র আদেশ– "হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) প্রতি দরূদ এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।" এখানে সময় ও সংখ্যার নির্ধারণ করা হয়নি, কোন সীমানা দেয়া হয়নি অর্থাৎ যত বেশী পার যত সংখ্যায় পার, সবসময়, সর্বাবস্থায় তোমরা আমার হাবীবকে স্মরণ করো এবং রহমত বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করতে থাকো। এ আদেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা কত যে ঊর্ধ্বে হতে পারে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

জ্ঞাতব্য ঃ

হযরত সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রহঃ) তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন– **হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু** এর মত হলো, জীবনে একবার হলেও হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাম দেয়া ওয়াজিব। তাঁদের মতে নামাযের শেষ বৈঠকে হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত।

ইমাম শাফিঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ইমাম আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত হলো, প্রত্যেক নামাযে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর সলাত ও সালাম ওয়াজিব। তাদের দলিল হলো– হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"যে ব্যক্তি নবীর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে না তার নামায হয় না।"

ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) বর্ণনা করেন–

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهٗ وَلاَ وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبِّ الْاَنْصَارَ ـ

"তার সালাত আদায় হয় না,যার অযু নেই। তার অযু হয় না যে তাতে আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম নেয় না। তার সালাত হয় না, যে নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করে না এবং তার সালাত হয় না, যে আনসারদেরকে ভালোবাসে না।"

দুর্‌রুল মুখতার ১ম খণ্ডে সালাত অধ্যায়ে আছে, গোটা জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয। আর যদি কোন একটি মজলিসে বার বার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক উচ্চারণ করা হয় তাহলে প্রথম বার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব আর পরের প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব।

ফতোয়ায়ে শামী'র মতানুযায়ী কতগুলো স্থানে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। যেমন– পবিত্র জুমু'আর রাতে এবং দিনে, প্রতি সপ্তাহে রবিবার আর সোমবার প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা, মসজিদে আসা-যাওয়ার সময় হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক যিয়ারতের সময় সাফা-মারওয়ার পার্শ্বে জুমু'আর খুৎবায়, কিন্তু

খুৎবা শ্রবণকারী দরূদ মনে মনেই পাঠ করবে, আযানের পর, প্রত্যেক দু'আর পূর্বে এবং পরে, অযু করার সময়, যখন কোন গায়বী আওয়াজ শুনতে পাবে, যখন কোন কিছু ভুলে যাবে, বিবাহের সময়, পাঠ অর্জন এবং পাঠ দান করার সময়, ফতোয়া লিখার সময়, বিবাহের সময়, যে কোন বিপদে আপতিত হলে, মোট কথা এ জাতীয় স্থানে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

হযরত আবু হামীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, আমরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবো? তখন তিনি আমাদেরকে দরূদ শরীফ শিক্ষা দিলেন, যে দরূদ আমরা নামাযে তাশাহুদের পর পাঠ করি। এটা 'দরূদে ইব্রাহীম' নামে প্রসিদ্ধ।

কিছু লোকের ধারণা, এ দরূদ শরীফই পাঠ করতে হবে, অন্য কোন দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে না। এটা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ আয়াত শরীফে صَلُّوا عَلَيْهِ অর্থাৎ "দরূদ পড়" হুকুমটি মতলক (শর্তহীন)। দরূদে ইব্রাহীম পড়ার ফজিলত রয়েছে তবে অন্য কোন দরূদ পাঠ করা যাবে না তা বলা হয়নি। আউলিয়ায়ে কিরাম , ওলামায়ে দ্বীন বিভিন্ন কিতাবে অনেক দরূদ শরীফের বর্ণনা করেছেন।

ফতোয়ায়ে শামী এবং আলমগীরীতে কিতাবুল কারাহিয়্যাত এর মধ্যে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারো উপর ভিন্নভাবে দরূদ পাঠ করা নিষেধ। যেমন– إمام حُسَين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অথবা إمام حُسَين عَلَيْهِ السَّلَام বলা নাজায়েয। হ্যাঁ, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারকের অধীন করে অন্যদের উপরও দরূদ পাঠ করা জায়েয। কেননা এতে মূল উদ্দেশ্য হযরত রসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরই দরূদ শরীফ পাঠ করা। আর তাঁর উসিলায় অন্যদের নামও এসে গিয়েছে।

পাঠক বন্ধুরা! নজর করলে দেখবেন তরীকত জগতে সাহাবায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে এজামদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরূদ শরীফের সাথে স্মরণ করা হয়েছে। যেমন–

নিসবাতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى اَسَاسِهَا صَاحِبِ الْغَارِ
حَضْرَتْ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

"আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিম্ মাদিনাতিল ইলমি ওয়া আলা আসাসিহা সাহিবিহিল গারে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হু।"

ক্বাদরীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَرْشَدِ
اَوْلَادِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ اِمَامُ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ
الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আলো প্রজ্জ্বলনকারী প্রদীপ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّدَاعِيًا اِلَى
اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী, আমি আপনাকে (বিশ্ব মানবের জন্য) সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী আল্লাহ্র দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী এবং আলো প্রজ্জ্বলনকারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (৩৩ঃ৪৫-৪৬)

আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। আয়াত শরীফের ০৮টি বিষয়ের উপর নজর করা প্রয়োজন। যেমন–

(১) يَا (২) النَّبِىُّ (৩) اَرْسَلْنٰكَ (৪) شَاهِدًا
(৫) مُبَشِّرًا (৬) نَذِيْرًا (৭) دَاعِيًا (৮) سِرَاجًا مُّنِيْرًا

(১) يَا সম্বোধন সূচক শব্দ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে সম্বোধন হয়ে থাকে। বুজুর্গী প্রকাশ করার জন্য, যেমন– يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অর্থাৎ হে চাদর আবরণকারী! কোন বস্তুর সৃষ্টির অর্থে এবং মুহাব্বত প্রকাশার্থেও ব্যবহার হয়। যেমন– হে প্রিয়! ইত্যাদি।

(২) نَبِىٌّ (নবী) দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংবাদ প্রদানকারী অথবা উচ্চ মর্যাদাধারী। এখানে দুটি অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা এরপরে অর্থাৎ شَاهِدًا সাক্ষ্য প্রদানকারী ইত্যাদি। আর এগুলো সংবাদই। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী, রাসূল, মুয্যাম্মিল, মুদ্দাচ্ছির ইত্যাদি সকল মর্যাদারই অধিকারী ছিলেন, এতদসত্ত্বেও এখানে নবী বলে এজন্যই সম্বোধন করা হয়েছে যে, এর পরে اَرْسَلْنَا দ্বারা রিসালতের বর্ণনা আসছে। সুতরাং এখন নবুয়ত এবং রিসালত উভয়টিরই বর্ণনা হয়ে গেল।

(৩) أَرْسَلْنٰكَ "আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি" এখানে ইশারা হলো– রিসালাত, নবুওয়াত, ওলায়াত তথা হাদীর এ মহা সম্মানিত খাছ পথ কেউ ইচ্ছাকৃত অর্জন করতে পারে না। এটা প্রদত্ত ও নির্বাচিত পদ। ইলেকশনে নয়, সিলেকশনেই হয়ে থাকে। মহাপ্রভু যাকে ইচ্ছা তাকেই এ নিয়ামতে ধন্য করেন, সৌভাগ্যশালী করেন।

(৪) **شَاهِدَ** তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাক্ষ্য, হাজির এবং মাহবুব। মূলতঃ হাজির থাকাকেই **شَاهِدَ** বলা হয়। যেমন– অর্থাৎ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 'তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা'। আর সাক্ষ্য এবং মাহবুব অর্থেও **شَاهِدَ** এ জন্য ব্যবহৃত হয় যে, সাক্ষ্য তো সংঘটিত ঘটনাসমূহে মজুদ ছিলই। আর মাহবুব আশেকের অন্তরে সর্বদাই হাজির থাকেন।

(৫) مُبَشِّرًا সু-সংবাদ দাতা

(৬) نَذِيرًا সতর্ককারী

সকল নবী-রাসূলগণ হলেন আল্লাহ্‌র সাক্ষী, তাঁর করুণারাজির সুসংবাদ দাতা এবং শাস্তি সমূহের ভয়-প্রদর্শনকারী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা আর অন্যান্য নবী-রাসূলদের বর্ণনা সমান নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখেছেন। বস্তুতঃ চাক্ষুষ সাক্ষ্যের ফলে শ্রুত সাক্ষ্যের পূর্ণতা বিধান হয়ে যায়। তারপর অন্য কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন থাকে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন শেষ নবী, তাঁর সাক্ষ্যই হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সাক্ষ্য। আর আল-কুরআনের ৫ঃ৩ নং আয়াত শরীফের আলোকে দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা হয়েছে। সূর্য থাকাকালে যেমন কোন চেরাগের প্রয়োজন হয় না, তেমনি সাইয়্যেদুল মুরসালিন থাকাকালীন আর কোন নবীরও প্রয়োজন নেই।

(৭) دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهِ আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য-মহব্বৎ এমন সাক্ষাতের দিকে যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই, তাঁর একত্ববাদ ও আনুগত্যের দিকে বা জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী। بِإِذْنِهِ "তাঁর অনুমতিক্রমে" আহ্বান কার্যকে অনুমতি যুক্ত করার তাৎপর্য হলো– এটা খুবই কঠিন কাজ। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্তি ছাড়া এটা সম্পন্ন করা একেবারেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের দিকে ডাকা তো নেহাত কঠিন কাজ। **কেননা বান্দাকে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাক্ষাত ও সমীপে পৌঁছানো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়।** যেমন– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"আপনি (হে নবী) যাকে ভালোবাসেন তাকে ইচ্ছা করলেই সৎপথে আনতে পারবেন না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"– কুরআন (২৮ঃ৫৬)

(৮) سِرَاجًا مُّنِيْرًا "আলো প্রজ্জ্বলকারী প্রদীপ"। 'সিরাজ' অর্থ চেরাগ, প্রদীপ। আর 'মুনীরা' অর্থ উজ্জ্বল, আলোকোজ্জ্বল। কালামেপাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা একাধিক আয়াতে 'সিরাজাম্ মুনীরা'র উল্লেখ করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ উপাধি হলো– "সিরাজাম্ মুনীরা"।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা আল্লাহ্ তা'য়ালাই বুলন্দ করেছেন

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ،

"এবং আমি আপনার খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি।"– কুরআন (৯৪ঃ৪)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ، আয়াত শরীফের মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, যখন আমাকে স্মরণ করা হবে, তখন আমার সাথে আপনাকেও স্মরণ করা হবে।– বুখারী শরীফ

এ আয়াত শরীফ এবং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঊর্ধ্ব জগতের অধিবাসীগণ যখন আল্লাহ্র যিক্র করেন, তখন আল্লাহ্র যিক্রের সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিক্রও করেন।

হযরত বাগাবী (রহঃ) আপন সনদে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন–

اِنَّ فِيْ صَدْرِيْ اللَّوْحِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ دِيْنُهُ الْاِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .....

"লাওহে মাহফূযের মধ্যস্থলে অঙ্কিত আছে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তার মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খাস বান্দা ও প্রিয় রাসূল।"– তাফসীরে মাযহারী শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এতদ্বারা কালিমা, আযান, ইকামত, তাশাহ্হুদ ও মিম্বরের উপর প্রদত্ত খুৎবার কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ সকল স্থানে আল্লাহ্র নামের সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামও উচ্চারিত হয়। কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং সকল বিষয়ে আল্লাহ্কে মেনে নেয়, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য না দেয়, তবে উক্ত ইবাদতে তার কোনই লাভ হবে না। সে হবে কাফির।

আয়াত শরীফে وَرَفَعْنَا অর্থ আমি আপনার চর্চা উঁচু করেছি। এখানে এই উঁচু শব্দের মধ্যে বহু অর্থের অবকাশ রয়েছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক মহান ব্যক্তির চর্চা তো জমিনে, কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চর্চা জমিনে, আসমানে এবং জান্নাতেও।

মহান ব্যক্তিগণ দুনিয়া হতে এমনভাবে বিদায় নিয়েছেন যে, সাথে সাথে তাঁদের নামও মুছে যায়। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণ কখনো মুছে যাবে না। লোকেরা তাঁর সুমহান স্মরণ-কে বন্ধ করার বহু চেষ্টা করেছে। তাঁর স্মরণ-কে তারা বিদআত আখ্যায়িত করেছে, শিরকের ফতোয়া আরোপ করেছে, কিন্তু তারা নিজেরাই মুছে গিয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণ-কে মুছতে পারেনি। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ওয়াদা করেছেন।

মানুষের তৈরি জিনিসের ক্ষয়-লয়, পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের পরিবর্তন করা যায় না। যেমন– একটি বাতি মানুষ নিভাতে পারে। কারণ মানুষই জ্বালিয়েছে কিন্তু চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্ তা'য়ালাই রওশন করেছেন, তা কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালাই নিজ প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। কোন সৃষ্টিই তাঁর মর্যাদাকে খর্ব করতে পারবে না। বরং যে তার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মরণ করবে আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করে দিবেন।

وَرَفَعْنَا শব্দটি অতীত কাল হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, বর্তমানে যেমনিভাবে **আপনার শান-মান সর্বোচ্চ, তেমনিভাবে অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।**

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কাওছার' এর মালিক

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ع

"আমি-তো আপনাকে কাওসার দান করেছি; সুতরাং আপনি প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। আপনার শত্রুরাই নির্বংশ।"– কুরআন (১০৮ঃ১-৩)

الْكَوْثَرَ আল-কাওছার অর্থ অধিক কল্যাণ, শাফায়াত, মুজিযাসমূহ, নবুয়াত ও মা'রিফাত ইত্যাদি।

আয়াত শরীফে শব্দটি হলো– كَوْثَر 'কাওছার'। كثير (বেশী) নয়, اكثر (অধিক)ও নয়, আবার كثار (অত্যাধিক)ও নয়, বরঞ্চ তা كوثر অর্থাৎ 'খুব অধিক'। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর মাহবুবকে এতো অধিক পরিমাণে দান করেছেন যা সৃষ্টিকুলের ধারণার অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি মাহবুবকে এমন সুমহান মর্যাদা দিয়েছেন যা কারো চিন্তা শক্তিও সে পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

"আপনার উপর রয়েছে আল্লাহ্র মহান অনুগ্রহ।"– কুরআন (৪ঃ১১৩)

শাব্দিকভাবে কাওসার এর অর্থ অনেক। যেমন– হাউজে কাওসার, অধিক সৌন্দর্য, অর্ধিক চর্চা। অধিক, প্রচুর, বিপুল, প্রত্যেক বস্তুর সর্বোচ্চ পরিমাণ, বিপুল সংখ্যক, প্রভূত কল্যাণ ইত্যাদি। যে জিনিস সংখ্যায় প্রচুর কিংবা মূল্য ও মর্যাদায় সুবিপুল, আরবগণ তাকে 'কাওসার' নামে অভিহিত করে থাকে।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন– হযরত আস ইবনে ওয়াইল সাহমী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছিলেন। এ সময় তিনি দেখলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন। বানু সাহমের ফটকে দু'জনের সাক্ষাত হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হয়। এ সময় কুরাঈশ নেতৃবর্গ মসজিদের ভিতরে বসা ছিল। আস্ ইবনে ওয়াইল সাহমী ভিতরে প্রবেশ করলে তারা জিজ্ঞেস করলো– তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে। তিনি উত্তরে বললেন– সেই লেজকাটা তথা নির্বংশ লোকটির সাথে। সে ইঙ্গিত করছিল হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি। এর কারণ, সে সময় হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গর্ভজাত নবী করীম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক পুত্র সন্তানের ইন্তিকাল হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ সূরা নাজিল করেন।

এ সূরার ৩নং আয়াত শরীফে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমনদেরকে জবাব দিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ع

"নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নির্বংশ।"– কুরআন (১০৮ঃ৩)। কারণ তাদের মৃত্যুর পরে কোন সুনাম খ্যাতি থাকবে না। বরং তাদের উপর পতিত হতে থাকবে আল্লাহ্, ফিরিশতা ও সমস্ত মানুষের লা'নত। আর ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সকল মু'মিনই হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহানী সন্তান এবং তার পত্নীগণ মু'মিনদের মাতা। (দেখুন, কুরআন-৩৩ঃ৬)

اِنَّ এ বিধেয়কে ال এর দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ করা এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মাঝখানে هو সর্বনামকে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো– সীমাবদ্ধতা বুঝানো, অর্থাৎ নির্বংশ তারাই, আপনি নন। কেননা, আল্লাহ্র নামের সাথে আপনার নামের উল্লেখ চিরকালই হতে থাকবে। আপনার সুখ্যাতি এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের নিদর্শন

বাকী থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আর আপনার জন্য আখিরাত তো দুনিয়া অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট। এমনকি আপনার উম্মতের মধ্যে যারা মু'মিন, তাদের কথা ফিরিশতা ও মু'মিনদের মুখে মুখে জীবন্ত হয়ে থাকবে, তারা বলবে–

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

"হে আল্লাহ্! আপনি মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করুন।" মহান আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

কাওছার এর আধিক্য প্রসঙ্গে উল্লেখ হয়েছে যে, এ দ্বারা উম্মতের আধিক্য বুঝানো হয়েছে। অতএব অর্থ এই দাঁড়ালো যে, যদিওবা বাহ্যিকভাবে আপনার সন্তানের ওফাত হয়েছে, কিন্তু আপনার রূহানী সন্তান এতো অধিক হবে যে, আর কারো তা হবে না। আর দুশমনদের নাম উচ্চারণ করার মতো কেউই থাকবে না। তাদের বংশ ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। আশ-শিফা

হাউজে কাওছার ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

دخلت الجنة فاذا انا بنهر حافتا هخيام اللؤلؤ فضربت يدى الى ما يجرى فيه الماء فاذامسك ازفر فلت ما هذا يا جبرئيل قال هذا الكوثر الذى اعطاك الله ـ

"আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমি সেখানে একটি নহর দেখতে পেলাম, যার দুই ধারে মণি-মুক্তার ছাউনি। আমি তার প্রবাহে হাত রাখলাম, দেখলাম তা খাঁটি মিশক। আমি বললাম- হে জিব্রাঈল! এটা কী? তিনি বললেন- এটাই সেই কাওছার, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে দান করেছেন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

هو اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل وفيه طيور اعناقها كاعناق الجزر قال عمر يارسول الله انها لناعمة قال اكلها انعم منها يا عمر ـ

'তা দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্ট। তাতে উটের গলার মত গলাবিশিষ্ট পাখী আছে। এ কথা শুনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন- ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে তো ভারী মজার হবে। তিনি বললেন- হে ওমর! তা খেতে আরও বেশী মজা!"– মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফ

হযরত উসামা ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর স্ত্রী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনাকে কি জান্নাতে কাওছার নামক একটি নহর দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন- হ্যাঁ। আর তার মাটি পান্না, পলা, চুণি ও মুক্তার মতো। তার বিস্তার আয়লা ও সান'আর মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ। তার পান-পাত্র আকাশের নক্ষত্র তুল্য।– তাবরানী

হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যার গহ্বর সুবিস্তৃত। তার পাত্রসমূহ সোনা-রূপার এবং তা যে কি বিপুল সংখ্যক, তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।– তাবরানী

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب والماء يجرى على اللؤلؤ الحديث

"কাওছার জান্নাতের একটি নহর। তার দুই কিনারা সোনার আর তার পানি প্রবাহিত হয় মণি-মুক্তার উপর দিয়ে।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তাঁকে إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কাওছার একটি নহর, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেছেন।– বুখারী শরীফ

পঞ্চাশেরও বেশী সংখ্যক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হতে হাউজে কাওছার' এর কথা বর্ণিত আছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ। ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) 'বুদূরুস-সাফিরা' গ্রন্থে এ সম্পর্কিত প্রায় ৭০টি হাসিদ শরীফ বর্ণনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্মানের সাথে মধুর সম্বোধন

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। বরং মহব্বত ও সম্মানের সাথে একাধিক উপাধি নামে সম্বোধন করেছেন। এটাই শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ
اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

"হে বস্ত্রাবৃত (বন্ধু)! রাত্রি জাগরণ করুন, রাতের কিছু অংশ ব্যতীত; অর্ধরাত্রি অথবা তা থেকেও কিছু কম করুন; অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন এবং কুরআন তারতিলের সাথে (খুব থেমে থেমে) পাঠ করুন।"– কুরআন (৭৩ঃ১-৪)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَاَنْذِرْ ۫ ۙ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۫ ۙ

"হে চাদর আবৃতকারী (বন্ধু)! দণ্ডায়মান হয়ে যান। অতঃপর সতর্ক করুন। এবং আপন প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন।"– কুরআন (৭৪ঃ১-৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰسٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

"ইয়া-সীন (হে সাইয়্যেদ)। হিকমতময় কুরআনের শপথ; নিশ্চয় আপনি রাসূল (প্রেরিত)।"– কুরআন (৩৬ঃ১-৩)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ

"ত্বহা। হে মাহবুব! আমি আপনার উপর এ কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি ক্লেশে পড়বেন; হ্যাঁ, তারই জন্য উপদেশ, যে ভয় করে।"– কুরআন (২০ঃ১-৩)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ

"হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যথেষ্ট।"– কুরআন (৮ঃ৬৪)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।"– কুরআন (৮ঃ৬৫)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ

"হে রসূল! যা আপনার রব আপনার প্রতি নাজিল করেছেন তা আপনি (মানুষের নিকট) পৌঁছে দিন।"– কুরআন (৫ঃ৬৭)

অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন, যেমন– يَانُوْحُ হে নূহ্, يَا اِبْرَاهِيْمُ হে ইব্রাহীম, يَا مُوْسٰى হে মূসা, يَا دَاوٗدُ হে দাউদ, يَا يَحْيٰى হে ইয়াহইয়া, يَا عِيْسٰى হে ঈসা।

জ্ঞাতব্য ঃ কুরআন মজীদে সম্বোধন ছাড়া কয়েকটি আয়াত শরীফে 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমদ' নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

"(হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল।"– কুরআন (৪৮ঃ২৯)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

"এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্র রসূল।"– কুরআন (৩ঃ১৪৪)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ

"(হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল।"– কুরআন (৩৩ঃ৪০)

(হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মদাতা পিতার মতো নন, বরং তিনি হলেন রূহানী পিতা। দেখুন- কুরআন- ৩৩ঃ৬)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

"এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তা সত্য বলে বিশ্বাস করে।"– কুরআন (৪৭ঃ২)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা মুলতঃ আল্লাহ্রই ভালোবাসা

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণাঢ্য জীবন-আদর্শ এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বময় সুন্নাতের অনুসরণ অনুকরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে আল্লাহ্ তা'য়ালার সান্নিধ্য-সন্তুষ্টি লাভের নিশ্চয়তা।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী আপনি ঘোষণা করে দিন– যদি তোমরা আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভ করতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ্‌পাক তোমাদেরকে ভালোবাসবেন ও তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"– কুরআন (৩ঃ৩১)

আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আয়াত শরীফে স্পষ্ট বলেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে চাও, তাহলে হাবীব আপনি তাদেরকে বলুন 'তোমরা আমার অনুসরণ করো'। এটাই শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি মু'মিনদের ভালোবাসা হল তাঁর নির্দেশ পালন, আনুগত্যকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দান ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা আর মু'মিনদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা হল– তাদের প্রশংসা করা, কাজের পুরস্কার দান করা ও অপরাধ মার্জনা করা।

মহব্বত ঃ

মহব্বত অর্থ প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের এমন অনুরাগ ও মনঃসংযোগ, যার ফলে সে অন্য কারো দিকে ঝুঁকতে পারে না। প্রেমাস্পদই হয় তার অহোরাত্রের ধ্যান ও ভাবনা। এ হতে সে নিস্তার পায় না। এ কথাই শুনি প্রেমিকদের মুখে–

العشق نار فى القلوب تحرق ما سوى المحبوب

প্রেম হল এক আগুন, যা হৃদয় হতে প্রেমাস্পদ ভিন্ন সবকিছুকে জ্বালিয়ে দেয়, অর্থাৎ প্রেমিকের অন্তর হতে অন্যের চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেয়। মনে হয়, যেন প্রেমাস্পদ ছাড়া দুনিয়ায় আর কারোর অস্তিত্বই নেই। এক সময় এমন আসে, যখন তার দৃষ্টিপথ হতে স্বীয় অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়। ফলে, নিজেকেও দেখতে পায় না, যেমন দেখতে পায় না অন্য কাউকে।

আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন, বান্দাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন। **এ আকর্ষণের ফলেই বান্দা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে।** সুতরাং বান্দার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসারই ফল, তারই প্রতিবিম্ব।– তাফসীরে মাযহারী

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

"আমি আমার নিকট হতে আপনার উপর ভালোবাসা ঢেলে দেই।"

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

"তিনি (আল্লাহ্) তাদের ভালোবাসেন, আর তারাও তাঁকে ভালোবাসেন।"

এখানে প্রথমেই বলা হয়েছে 'আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন' এবং তার পরে বলা হয়েছে, 'তারাও আল্লাহ্‌কে ভালোবাসেন'।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা ও হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সূত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত (যার শব্দ বিভিন্ন, কিন্তু মর্ম একই) আছে– "আল্লাহ্র ১০০ (একশত) রহমত আছে। তা হতে এক রহমত তিনি সব সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। এরই প্রকাশ ঘটে নিখিল সৃষ্টির মাঝে। বাকি নিরানব্বই ভাগ রহমত তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য নিজেই রেখে দিয়েছেন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

নিসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসার মূলে তা আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নামান্তর মাত্র। এই প্রেম মহাপ্রভুর প্রেমের পবিত্র ঝর্ণা হতে প্রবাহিত এবং মানব জীবনের সমুদয় কল্যাণ তা হতেই উৎসারিত। এই অনুরাগ তাঁরই প্রতি, যাঁর ব্যক্তিত্ব নিখিল বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এই ভক্তি, এই শ্রদ্ধা তাঁরই প্রতি, যাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা আপন প্রেমাস্পদরূপে চিহ্নিত করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ও অনুসরণে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ হয়। এটাই হুজুরেপুর নূর রউফুর রহিম রাহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মর্যাদা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণকারী হবে জাহান্নামী

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ
الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ، وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

"আর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করবে তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্যপথ অবলম্বন করবে, আমি তাকে করতে দিব সে যা কিছু করে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো; আর এটা হলো নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।"– কুরআন (৪ঃ১১৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি দীর্ঘ হাদীসের এক স্থানে বর্ণনা করেছেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে আমার নয়, অর্থাৎ সে আমার জামায়াতভুক্ত নয় বা সে আমার অনুসরণকারী নয় বা আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"– মিশকাত শরীফ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানে কাফির-মুশরিকদের কটুক্তির জবাব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই দিয়েছেন

অন্যান্য নবীগণকে কুটুক্তি করা হলে নবীগণই জবাব দিতেন। যেমন– ফির'আউন যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে বললো– "হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।" তার জবাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন–

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَٰفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

"তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফির'আউন! আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।"– কুরআন (১৭ঃ১০১-১০২)

কিন্তু রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে হয়েছে এর ব্যতিক্রম। যেমন–

১। কাফির-মুশকিরগণ বলতো–

وَقَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَٰٓئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

"ওরা বলে, ওহে যার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তুমি তো নিশ্চয় উন্মাদ! তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফিরিশতাগণকে উপস্থিত করছো না কেন?– কুরআন (১৫ঃ৬-৭)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা এ কথার জবাবে বলেন–

مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا۟ إِذًا مُّنظَرِينَ

"আমি ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ছাড়া; ফিরিশতারা উপস্থিত হলে ওরা আর তখন অবকাশ পাবে না।"– কুরআন (১৫ঃ৮)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

نٓ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নূন-শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"– কুরআন (৬৮-১-৪)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○ قُلْ اَنْزَلَهُ
الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"তারা বলে, এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়। বলুন, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"– কুরআন (২৫ঃ৫-৬)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বায়াত গ্রহণ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকটই বায়াত গ্রহণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকে হাত রেখে সাহাবায়ে কিরামগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বায়াত গ্রহণ করেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা নাজিল করলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۚ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا
يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ع

"ঐসব লোক, যারা আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করেছে তারা তো আল্লাহ্রই নিকট বায়াত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। সুতরাং যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে; আর যে কেউ পূরণ করেছে ঐ অঙ্গীকারকে যা সে আল্লাহ্র সাথে করেছিলো, তবে অতি সত্বর আল্লাহ্ তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।"– কুরআন (৪৮ঃ১০)

এ আয়াত শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও উচ্চ মর্যাদার প্রকাশ হয়েছে। এখানে বায়াতে রিদওয়ানের বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাম হাত মুবারকের প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা হযরত ওসমানের হাত। আর ডান হাত মুবারকের দিকে ইশারা করে বললেন, এটি আল্লাহ্র রসূলের হাত। যারা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট বায়াত গ্রহণ করেছে, তারা মূলতঃ আল্লাহ্রই নিকট বায়াত নিয়েছে।

এটা হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো পিতা নন বরং তাঁর মর্যাদা পিতার চেয়েও উর্ধ্বে

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"(হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"– কুরআন (৩৩ঃ৪০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা পিতার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, কারণ পার্থিব জীবনে পিতা সন্তানকে লালন-পালন করেন, যত্ন নিয়ে বড় করেন, উপযুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন, সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইহ-পরকালের জন্য কল্যাণকামী। উভয় জগতের মুক্তি ও শান্তিকামী। এ কারণে আল্লাহ্‌র রসূলের শান ও মর্যাদা পিতার তুলনায় অনেক অনেক উর্ধ্বে। এটা শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'সর্বশেষ নবী'। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়াত প্রবাহ চলতে থাকবে। এটাই শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত রাসূল

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"(হে নবী) আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল।"– কুরআন (৭ঃ১৫৮)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"এবং হে মাহবুব! আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অনেকে জানে না।"– কুরআন (৩৪ঃ২৮)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালত হলো ব্যাপক। সমগ্র মানব জাতিই এর অন্তর্ভুক্ত। শ্বেতাঙ্গ হোক, কৃষ্ণাঙ্গ হোক, আরবী হোক বা অনারবী হোক, পূর্ববর্তী হোক বা পরবর্তী হোক, মোট কথা তিনিই হলেন সবারই জন্য রসূল।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "নবীগণ বিশেষ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ। এটা শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিকমত ও জ্ঞানের অধিকারী

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ج

"এবং আল্লাহ্‌র শান এ নয় যে, তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দিবেন। তবে আল্লাহ্ নির্বাচিত করে নেন তার রসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান। সুতরাং ঈমান আনয়ন করো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর।"– কুরআন (৩ঃ১৭৯)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

"আল্লাহ্ আপনার প্রতি কিতাব ও হিক্‌মত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"– কুরআন (৪ঃ১১৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ج

"অদৃশ্যের খবর বলতে তিনি কৃপণতা করেন না।"– কুরআন (৮১ঃ২৪)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ

"আমি (আল্লাহ্) এ কিতাবের (কুরআন) মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।"– কুরআন (৬ঃ৩৮)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ইলম-জ্ঞানের দার উন্মোচন করে দিয়েছেন। ইলমে গায়েবের খাজিনা খুলে দিয়েছেন। কিতাব, হিকমত ও অদৃশ্যের জ্ঞান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ দান। এটা শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী যাঁকে সম্মান করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ দিয়েছেন ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ع

""যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁকে সম্মান করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ঐ নূরের অনুসরণ করেছে, যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তারাই সফলকাম হয়েছে।"– কুরআন (৭ঃ১৫৭)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী (সাক্ষী) করে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে। যাতে হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং রসূলের মহত্ব বর্ণনা ও (তাঁর প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো আর সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করো।"– কুরআন (৪৮ঃ৮-৯)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

"আমার রসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।"– কুরআন (৫ঃ১২)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মান্য করা, সম্মান করা, তাজিম করাই হলো ইহ-পরকালের সফলতার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'য়ালার এ নির্দেশেই নবীর শান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উল্লেখিত আয়াত তিনটিতে وَعَزَّرُوْهُ, وَتُعَزِّرُوْهُ, وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ অর্থাৎ 'তোমরা তাঁকে (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) সম্মান করো' এ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাজিম ও সম্মান করা সকলের জন্য ফরয এবং এটাই সৌভাগ্যের কুঞ্জি।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে আদব-শিষ্টাচার

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আগে বাড়াবে না এবং আল্লাহ্-কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।"– কুরআন (৪৯ঃ১)

কথায়, কাজে বা অন্য কোনভাবেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অগ্রগামি হওয়া উম্মতের জন্য আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। সকলের জন্যই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বিনয় প্রকাশ ও আদব রক্ষা করা অপরিহার্য।

আয়াত শরীফের শানে নুযুল ঃ

ক) ঈদুল আযহার দিনে কয়েক জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বেই কুরবানী করায় তাদেরকে পুনর্বার কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়।

খ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের একদিন পূর্বে কিছু সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সিয়াম পালন করেন। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাজিল হয়েছে। নির্দেশ হলো– 'সিয়াম পালনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অগ্রগামী হবে না।' এ আদেশ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিচু স্বরে কথা বলা আল্লাহ্র নির্দেশ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)-এর কণ্ঠস্বরের উপর এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না যেভাবে

পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করো, যেন কখনো তোমাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল না হয়ে যায় আর তোমাদের সে খবরই থাকবে না।"– কুরআন (৪৯ঃ২)

নির্দেশ হলো– যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে কিছু আরজ করবে তখন নিচু স্বরে আরজ করবে। এটাই দরবারে রিসালাতের আদব ও মর্যাদা। এটাই শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করতে হবে এবং সর্বস্থলে তাঁকে নেতৃত্বের আসনে স্থান দিতে হবে। এটা আল্লাহ্‌রই নির্দেশ।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিচু স্বরে কথা বলাই অন্তরের তাক্বওয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তির নিদর্শন

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট, তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাক্বওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে।"– কুরআন (৪৯ঃ৩)

আয়াত শরীফের শানে নুযুল ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, এ সাহাবীদ্বয় পূর্ববর্তী আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হবার পর অতিমাত্রায় নিম্নস্বরে আলাপ করতেন।

এই আয়াত শরীফ দ্বারা বুঝা গেল সমস্ত ইবাদত শরীরের তাক্বওয়া, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আদব হলো অন্তরের তাক্বওয়া। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা এ দু'জন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-কে তাদের অন্তরের তাক্বওয়ার জন্য যাচাই বাছাই করে নিয়েছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাধারণের মতো সম্বোধন করা নিষেধ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ

"রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করোনা যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।"– কুরআন (২৪ঃ৬৩)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইয়া মুহাম্মাদ! (হে মুহাম্মাদ!), ইয়া আবাল কাসিমি! (হে আবুল কাসিম!) বলে সম্বোধন করতেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর হাবীবের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের লক্ষ্যে এভাবে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। তারপর তাঁকে ইয়া নাবীয়াল্লাহ্, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বলে সম্বোধন করা হতো।

হযরত আলকামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন– ইয়া মুহাম্মাদ বলো না; বরং ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এবং ইয়া নাবীয়াল্লাহ্ বলো।– বায়হাক্বী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানই আল্লাহ্ তা'য়ালার আহ্বান

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে হাজির হও! যখন রসূল তোমাদেরকে সেই বস্তুর জন্য আহ্বান করেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।"– কুরআন (৮ঃ২৪)

আয়াত শরীফের শানে নুযুল ঃ

হযরত সাঈদ ইবনে মু'আল্লা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে নামায আদায় করছিলাম। আমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহ্বান করলেন। আমি জবাব দিলাম না। অতঃপর আমি হুজুরের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নামাযরত ছিলাম।' তখন তিনি বললেন– 'আল্লাহ্ তা'য়ালা কি একথা বলেননি– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে হাজির হও?'– বুখারী শরীফ

অপর হাদীস শরীফে বর্ণিত– হযরত উবাই ইবনে কা'আব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামায আদায় করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আহ্বান করলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে সালাম আরজ করলেন। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'ডাকে সাড়া প্রদানে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল?' তিনি বললেন– 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নামাযরত ছিলাম।' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'তুমি কি কুরআনেপাকে এ কথা পাওনি, 'আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্বানে হাজির হও?' তিনি বললেন– 'নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতে আর এমন হবে না।'

এতে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বান করা, আল্লাহ্ তা'য়ালারই আহ্বান করার নামান্তর মাত্র।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আযাব-গজব থেকে পরিত্রাণ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় আযাব-গজব থেকে পরিত্রাণ মিলে ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। আর **তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও** আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।"– কুরআন (৮ঃ৩৩)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত। আল্লাহ্ তা'য়ালার বিধান হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নবী বর্তমান থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর কঠিন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক শাস্তি প্রেরণ করেন না। বর্ণিত আছে– মক্কার কাফিরদের উক্তি হলো– "হে প্রতিপালক! যদি আপনার পক্ষ থেকে এটা (ধর্ম) সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আযাব নাজিল করুন।" নবীর মর্যাদায় আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিলেন না।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা মুকাররমায় অবস্থানরত ছিলেন তখন তো আল্লাহ্ শাস্তি প্রদান করেননি। এমনকি তিনি যখন হিযরত করলেন এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান এখানে রয়ে গেলেন, যারা আল্লাহ্র দরবারে 'ইস্তিগফার-গুনাহ্ ক্ষমার প্রার্থনা' করতেন, এ ক্ষমাপ্রার্থী ঈমানদারগণ যতক্ষণ উপস্থিত থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি আসবে না।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার উম্মতের জন্য দুটি নিরাপত্তা দান করেছেন। ১) তাদের মধ্যে আমার উপস্থিত থাকা, ২) তাদের নিজ গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ দুই অবস্থায় তারা নিরাপদে থাকবে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশে ক্ষমা লাভ হয়

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আপনি) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্কে অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, দয়ালু হিসাবে পাবে।"– কুরআন (৪ঃ৬৪)

এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদারগণকে তওবা করা এবং গুনাহ্ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মর্যাদা প্রকাশ করেছেন। এখানে তওবা কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বর্ণনা হয়েছে– ১) গুনাহ্ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজিরা দেয়া, ২) রিসালতের সেই মহান দরবারেই গুনাহ্ হতে তওবা করা, ৩) রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ করা। এ তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে, তওবা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এটা শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক স্নেহশীল ও অনুগ্রহ পরায়ন

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয়ই (হে মু'মিনগণ) তোমাদের মধ্য হতে (বা তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জামাআত হতে) সম্মানিত রসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও অনুগ্রহ পরায়ন।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

আয়াত শরীফ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় ভরপুর। এখানে তাঁর মহান আগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এ আগমনের বর্ণনা দেয়ার নামই হচ্ছে মীলাদ।

এছাড়াও আয়াত শরীফে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছয়টি মহান সিফাত বর্ণিত হয়েছে– ১) রসূল, ২) তোমাদের মধ্য হতে, ৩) তোমাদের কষ্ট তাঁর জন্যও কষ্টদায়ক, ৪) তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, ৫) রউফ (মু'মিনদের প্রতি উদার, স্নেহশীল ও পরম দয়ালু) এবং ৬) রহীম (মু'মিনদের প্রতি উদার, স্নেহশীল ও পরম দয়ালু)। এ সবই হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদার কারণেই শহরের কসম

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

"এ (মক্কা) শহরের শপথ, যেহেতু হে মাহবুব! আপনি এ শহরে তাশরীফ রাখছেন।"– কুরআন (৯০ঃ১-২)

আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কা নগরের শপথ করেন। এ ঐতিহাসিক নগরটি হলো সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামীন, কুল মাখলুকাতের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের স্থান। এখানেই অবস্থিত পবিত্র কা'বা বাইতুল্লাহ্। হিদায়াতের আলো সর্বপ্রথম এখান থেকেই বিচ্ছুরিত হয়। আধ্যাতিক জগতের উন্নতি এখন থেকেই শুরু হয়। ফায়েজ ও বরকত, নূরে রহমত এ নগর থেকেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বসবাসকে যুক্ত করে মক্কা নগরীর শপথ করেছেন, যা দ্বারা মক্কা শরীফের বাড়তি মাহাত্ম ফুটিয়ে তোলার ইঙ্গিত। কেননা, অবস্থানকারীর মর্যাদার কারণে অবস্থানস্থলের মর্যাদা বেড়ে যায়, যদিও মক্কা নগরীনিজেই মহিমাময় (মূলই হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।– তাফসিরে মাযহারী শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

ما اطيبك من بلد واحبك الى الله لولا ان قومى
اخرجونى منك ماسكنت غيرك

"তুমি কতই না উত্তম নগরী এবং আল্লাহ্র কাছে তুমি কতই না প্রিয়! যদি না আমার কাওম আমাকে তোমা হতে বের করে দিত, তবে আমি তোমা ভিন্ন আর কোথাও বাস করতাম না।"– তিরমিযী শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله
ولولا انى اخرجت منك ماخرجت۔

"আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আল্লাহ্‌র জমিনের শ্রেষ্ঠতম স্থান এবং তাঁর জমিনের মধ্যে তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ভূমি। যদি না আমাকে তোমার থেকে বের করে দেওয়া হতো, আমি বের হতাম না।"– তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা আত-ত্বীনে মক্কা নগরীকে নিরাপদ নগরী বলে ঘোষনা করে বলেন–

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ

"এ নিরাপদ নগরীর শপথ।"– কুরআন (৯০ঃ৩)

নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে শুধু শুভাগমনই করেননি বরং এখানেই তার বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করে বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন। জীবনের তিপ্পান্ন বছর এখানেই কাটিয়েছেন। এখান থেকেই পরম বন্ধুর সাথে মহামিলন আরশেপাকে ভ্রমণ পবিত্র মিরাজ শরীফে গমন করেন।

মুসলিম মিল্লাতের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করে হজ্জ সম্পাদন, তাওয়াফে কা'বা, সাফা-মারওয়া সাঈ, আরাফাত-মীনা-মুযদালিফায় অবস্থান, কুরবানী, মিনায় রমীয়ে যিমার (শয়তানকে পাথর মারা) পবিত্র যমযম ইত্যাদি বহমান, তথা সবকিছুই বরণীয়, গ্রহণীয়, মহাসম্মানিত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায়ই, সবকিছুরই মূলেই হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটাই হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমেই দ্বীন ইসলামের পূর্ণতার ঘোষণা

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

বিদায় হজ্জে জুমআর দিন জিলহজ্জের নয় তারিখ দু'জাহানের মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটের উপর উপবিষ্ট হয়ে হজ্জের খুৎবা প্রদান করছিলেন, এমতাবস্থায়ই এ আয়াতখানি নাজিল হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সেদিন ছয় ঈদ একত্রিত হয়েছিল। তিনটি ঈদ ছিল মুসলমানদের আর তিনটি ঈদ ছিল বিভিন্ন কাওমের। মুসলমানদের জন্য **জুমআর দিন এমনিতেই ঈদ, হজ্জের দিন ঈদ আর অন্যটি নবী করীম**

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদারের ঈদ। বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বে কেবল আনন্দই আনন্দ। এতোগুলো ঈদ আজ পর্যন্ত একত্রিত হয়নি।– তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফ

প্রথমতঃ এ আয়াত শরীফে ধর্মের পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের পূর্বের কোনটিই পরিপূর্ণ হয়নি। ইসলাম ধর্ম এমন পরিপূর্ণ যে, কেউ এতে কমাতে-বাড়াতে পারবে না, কেউ কুরআনে পরিবর্তন আনতে পারবে না, না কেউ নতুন নবী হয়ে আসবে, আর না কখনো এই ধর্ম রহিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ যেমনিভাবে ইসলাম ধর্ম সকল ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণ, একইভাবে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাও সব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হতে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ।

তৃতীয়তঃ ইসলাম গ্রহণ ও রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলামী ছাড়া কোন আমল আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়, সকল বরবাদ। কারণ কুফুরী এক ধরনের বিষ, যদি কোন খাদ্যে বিষ মিশ্রিত হয়ে যায়, তা যত ভালো মসল্লা দিয়েই রান্না করা হোক না কেন, যদি কেউ খায়, মারা যাবে। যে বৃক্ষের মূল কেটে গেছে, তার পাতা-পল্লবে যতই পানি এমনকি দুধ ঢালা হোক না কেন, অর্থহীন হবে। একই ভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ আনুগত্য মেনে না নিয়ে যত আমলই করা হোক না কেন, অর্থহীন হবে।

চতুর্থতঃ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। ধরার বুকে মানব জীবনে যে বিধিবিধান এবং আদর্শের প্রয়োজন ছিল, প্রিয় নবীর মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়েছে। যখন পূর্ণই হলো তখন তার মধ্যে কমানো-বাড়ানো বা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন প্রয়োজন নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে দ্বীন পূর্ণ হওয়ায় তিনি হলেন– 'শেষ নবী'।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আমি আ'কিব'। আ'কিব তাকেই বলা হয় যার পরে কোন নবী নাই। অন্যত্র মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আমার পিছনে কোন নবী নাই।'

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন ইসলাম ধর্মের উপর সন্তুষ্ট আছেন, তখন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার উপর আরও অনেক বেশী সন্তুষ্ট থাকবেন। এটাই শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

হাদীস শরীফের আলোকে
শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নবীকূল শিরোমনি, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা, তাজিম-সম্মান করা আল্লাহ্ তা'য়ালারই নির্দেশ। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআন শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচয়, গুণাবলী ও সম্মান-মর্যাদার বর্ণনা করেছেন। এমন কি তিনি প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিজের রিসালত ও হিদায়াতের পদ মর্যাদা ঘোষণা করার আদেশ করেছেন। (কুরআন ৫ঃ১৫, ৩৪ঃ২৮)। এ কথা সর্ববাদী স্বীকৃত, সম্মান-মর্যাদার জন্য পরিচিতি বাঞ্ছনীয়। এখানে সবিস্তার ও সার-সংক্ষেপ বর্ণনার সাথে কয়েকটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলে ধরা হলো–

১। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أنا سَيِّدُ ولدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ من ينْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، أَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ من يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ لِي فَأَدْخُلُهَا فَيَدْخُلُهَا مَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ.

"কিয়ামতের দিন আমিই আদমের সন্তানদের সরদার হবো। আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হবো। সকলের পূর্বে আমিই সুপারিশ করবো এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই গৃহিত হবে। এতে আমার কোন গৌরব নেই। সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের দরজায় কড়াঘাত করবো। আর আমার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। আর আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবো। আর আমার সাথে গরীব মুসলমানেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। এতে আমার কোন গৌরব নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মধ্যে আমিই সম্মানিত হবো। তাতেও আমার কোনো গৌরব নেই।– মুসলিম শরীফ

২। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا، أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ والآخرِينَ.

"আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের সুপারিশ করবো এবং আমার সর্বাধিক অনুসারী থাকবে। কিয়ামতের দিনে আমিই সমস্ত মানুষের সরদার হবো। তোমরা কি জানো?

কেন সেদিন আমিই সরদার হবো? কারণ সেদিন আল্লাহ্ তা'য়ালা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রে সমবেত করবেন।"–আশ-শিফা শরীফ

৩। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا إِذَا بَعَثُوْا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا شَفِيْعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أُبْلِسُوا لِوَاءُ الْكَرَمِ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلَا فَخْرَ وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.

"হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম আমাকে উঠানো হবে। যখন লোকেরা আমার নিকট সমবেত হবে তখন আমি তাদের প্রতিনিধিত্ব করবো। যখন তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদান করবো। সেদিন আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার হাতেই থাকবে। আমার রবের নিকট আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হবো। এতে আমার কোন গৌরব নেই। সেদিন হাজারখানেক খাদেম আমার চতুষ্পার্শ্বে উজ্জ্বল মুক্তার মতো প্রদক্ষিণে থাকবে।– বায্যার শরীফ

৪। وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بُنْيَانُهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ –

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার দৃষ্টান্ত ও (আমার পূর্ববর্তী) অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ– যেমন, একটি প্রাসাদ, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু এক স্থানে একটি ইটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, এর নির্মাণ কত সুন্দর, কিন্তু একটি ইটের স্থান খালি রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমিই উক্ত খালি ইটের স্থানটি পূর্ণ করি। আমার দ্বারাই উক্ত প্রাসাদটি সমাপ্ত করা হয়েছে এবং আমার দ্বারাই নবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে।

অন্যত্র এক বর্ণনায় আছে– 'আমি সেই ইট এবং আমিই নবীদের সিলসিলা সমাপ্তকারী।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৫। وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِيْ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ –

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের

যোগ্যতাসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। এক রাত্রে আমি যখন নিদ্রাবস্থায় ছিলাম, এই সময় আমার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ আনা হয়, অতঃপর তা আমার হাতে রেখে দেয়া হয়।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৬। وَعَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ بَعَثَنِىْ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْاَفْعَالِ –

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলি পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন।– শরহে সুন্নাহ্

৭। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা বুঝতে হলে এ হাদীস শরীফ নিয়ে একটু চিন্তা করলেই সহজে বুঝে আসবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ

"যদি আমার সময়ে মূসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতো আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।"

৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণ করো তখন মুয়াজ্জিনের আযানের অনুরূপ বাক্য পাঠ করো। তৎপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্পাক তার প্রতি দশবার রহমত নাজিল করেন। অতঃপর আমাকে উসিলা প্রদানের জন্য দু'আ করো, আর সেই উসিলা জান্নাতের মধ্যে একটি মাত্র স্তর, যা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিকে দান করা হবে। আমি আল্লাহ্র করুণার প্রতি আশাবাদী যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হব। তাই যে ব্যক্তি আমাকে উসিলা দান করার জন্য দু'আ করবে তার জন্য আমার শাফায়াত সুনিশ্চিত।– মুসলিম শরীফ

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ؕ

"এবং নিশ্চয়ই অচিরে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এতো পরিমাণ দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।– কুরআন (৯৩ঃ৫)

এ আয়াত শরীফের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জান্নাতের মধ্যে এক হাজার অট্টালিকা দান করবেন এবং প্রত্যেক অট্টালিকায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা অনুযায়ী স্ত্রীগণ এবং খাদিমগণ থাকবে।

১০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মি'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসে বক্তব্য পেশ করলেন, তখন তিনি স্বীয় শুভাগমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া, মধ্যপন্থী উম্মত হওয়া এবং তাঁর খাতামুন নাবিয়্যীন হওয়া সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। এসব কথা শ্রবণ করে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেন, 'এসব গুণাবলীর কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাদের সকলের চেয়েও অধিকতর সম্মানিত।– বায্যার, মুস্তাদরাকে হাকিম

১১। "সকল নবী আল্লাহ্র প্রেমিক, কিন্তু আল্লাহ্ হলেন নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেমিক। তিনি একাধারে খলিলুল্লাহ্ ও হাবীবুল্লাহ্ (আল্লাহ্র প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ)।"– মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া

১২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– জাহান্নামের মধ্যভাগে পুলসিরাত থাকবে। অতএব, রসূলগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আমার উম্মতগণকে নিয়ে তা অতিক্রম হয়ে যাব।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

১৩। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **এমন কোন দিন যায় না যেদিন উম্মতের আমল সকাল-সন্ধ্যায় আমার নিকট পেশ করা হয় না।**

১৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ 'নূর' হতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'নূর' সৃষ্টি করেন। ঐ সময় না ছিল লাওহ-কলম, আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম, মানব-দানব, ফিরিশতা-জ্বীন, আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি। হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'নূর' হতে সৃষ্টি করলেন সকল মাখলূক; এমনকি সেই নূরের বন্টন হলো মু'মিনের নয়নের নূর (অন্তর্দৃষ্টি), মু'মিনের কলবের নূর, মু'মিনের মহব্বতের নূর।–মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া

১৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত।– তিরমিযী শরীফ

১৬। নূর নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ রজনীতে সশরীরে ও স্বচক্ষে আল্লাহ্র দীদার লাভ করেন। বিশ্বজগত তাঁর পদতলে। তিনি লা-মাকানের বাসিন্দা।– বুখারী, মুসলিম শরীফ

১৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর মাহমুদ ও আহাদ নাম হতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম রেখেছেন।– তাফসীরে রুহুল বয়ান

১৮। আল্লাহ্ তা'য়ালার ৯৯টি সিফাতি নাম রয়েছে। এর মধ্য থেকে ৭০টি সিফাতি নাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেছেন। যেমন– রহিম, কারীম, রাউফ, আউয়াল, আখের, জাহির, বাতিন, নূর ইত্যাদি।– মাদারেজুন্নবুয়ত

১৯। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারক আরশ হতেও উত্তম।– মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া

২০। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমাকে 'শাফায়াতে কুবরা' দান করা হবে, যা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য হিসাব গ্রহণের কারণ হবে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

২১। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশী হবে। আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবো।"– মুসলিম শরীফ

২২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমাকে জান্নাতের পোশাক থেকে এক জোড়া পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর আমি আল্লাহ্পাকের আরশের ডানপাশে দন্ডায়মান হবো। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে ঐস্থানে অন্য কোনো মানুষ দন্ডায়মান হবার সুযোগ পাবে না।"– তিরমিযী শরীফ

২৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল নবী ও উম্মতের কার্যকলাপের একমাত্র চাক্ষুস সাক্ষী তথা হাজির-নাজির। (কুরআন শরীফ, আয়াত-৪৮ঃ৮)। – আখবারুল আখইয়ার, আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)

২৪। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা মুবারকে দুনিয়ার শরীর মুবারক নিয়েই জীবিত বা হায়াতুন্নবী। তিনি মদীনা শরীফ থেকেই সমস্ত উম্মতের সালাম শুনতে পান।– ত্ববরানী শরীফ

২৫। কবরে শুধু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হবে, অন্য কোন নবীর পরিচয় নয়।"– তাফসীরে নাঈমী ও মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া

২৬। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে, পিছনে, দিনে ও রাত্রে সমান দেখতেন।– বুখারী ও বায়হাকী শরীফ

২৭। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা অবস্থায়ও সবকিছু দেখতেন ও শুনতেন।– বুখারী শরীফ

২৮। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্মল ও পাক-পবিত্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।– ইবনে ছা'আদ

২৯। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুকালে চাঁদের সাথে কথা বলতেন ও খেলা করতেন।– হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

৩০। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খররৌদ্র তাপে মেঘমালা ছায়া দিত।– আবু নোয়াইম

৩১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাম মুবারক মেশ্ক এর চেয়েও বেশী সুগন্ধি।– আবু নোয়াইম

৩২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়ত কলবের বিপরীতে সেই স্থানে স্থাপন করা হয়েছে যে স্থান দিয়ে শয়তান মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে।

৩৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। যারা ঈমান আনতে পারেনি, তাদের জন্য তাঁর আযাব কমানোর দু'আ গৃহীত হয়েছে। যেমন– আবু তালিবের ঘটনা

৩৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মানুষের ক্ষতি, অপকার থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন। রাতের বেলায় ভ্রমণের মাধ্যমে তাঁর মি'রাজ হয়েছে এবং তাঁর জন্য সাত আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয়েছে। তিনি দু'ধনুকের ব্যবধান পর্যন্ত এমন স্থানে উপনীত হয়েছেন, যেখানে কোন নবী, রাসূল এমনকি কোন মুকাররম ফিরিশতা পর্যন্ত যেতে পারেননি।

৩৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'কুরআন শরীফ' এর মু'যিজা দান করা হয়েছে। যা অক্ষয়-অব্যয়, অপরিবর্তনীয়, সারগর্ভ এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বলিত। কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করা অনায়াসসাধ্য করা হয়েছে।

৩৬। দিনে-রাতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফিরিশতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মুবারকে কিয়াম অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করছেন।

৩৭। হযরত ইবনে জান্‌যয়ার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমি কিয়ামতের দিন একটা বোরাকের উপরে উপবিষ্ট থাকবো এবং নবীগণের আলাইহিমুস্ সালাম মধ্যে আমিই এ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবো।– মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

কালিমায়ে তাইয়্যেবায় শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)"- "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল।"

কালিমায়ে তাইয়্যেবা পরিচিতি ঃ

'কালিমা'র শাব্দিক অর্থ– অর্থবিশিষ্ট একক শব্দ। আবার এটি একটি সার্থক বাক্যকেও বুঝায়। এভাবে ভাষণ, বক্তব্য, প্রবন্ধ ও কাসীদার জন্যও কালিমা শব্দ ব্যহহৃত হয়। এ অর্থে তাওহীদের বাণী লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং রিসালতের বাণী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্-কে কালিমা বলা হয়।

'তাইয়্যেবাহ্' শব্দটি 'তাইয়্যেব' এর স্ত্রীলিঙ্গ। শাব্দিক অর্থ পূতঃপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত। আরবী ভাষায় কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধিমুখর কোন কিছুকে তাইয়্যেবা বলা হয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়– তাওহীদ ও রিসালাত ভিত্তিক পূতঃপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, কল্যাণ ও শান্তির বাণীকে কালিমা তাইয়্যেবাহ্ বলা হয়। এক কথায় উলূহিয়্যাত ও রিসালাত সম্পর্কীয় উভয় বিষয় সম্বলিত জ্ঞান তথা আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সম্মিলিত স্বীকৃতিই হলো কালিমা তাইয়্যেবাহ্।

এ পবিত্র কালিমাই হলো ঈমান ও ইসলামের বুনিয়াদ-মূল। এর উপর বিশ্বাস ছাড়া ঈমান হবে না, এ মূল মন্ত্র মান্য করা ছাড়া ইসলাম হবে না। কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ্র মাঝে অন্তরনিহিত আছে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা দেখতে পাই, কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ্য় ২৪টি হরফ রয়েছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, হরফগুলোর একটিতেও নূকতা নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা যেমন পূতঃপবিত্র তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পূতঃপবিত্র।

লক্ষণীয় বিষয়, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লিখতে ১২টি হরফ এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখতেও ১২টি হরফ। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ নামের সাথেই হাবীবকে রেখেছেন। আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট হবে اللّٰهُ এর সাথে মিলিত আছে مُحَمَّدٌ মাহবুবের নামটি। দু'এর মাঝে কোন পর্দা নেই। আবারও দেখবেন اللّٰهُ এর পর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ এর পরে হলো اللّٰهُ অর্থাৎ ডানে-বামে اللّٰهُ আর মাঝে হলো مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ। ঈমান ও ইসলামের বুনিয়াদ কালিমায়ে তাইয়্যেবায়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টিকূলের কাছে কিভাবে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলে ধরেছেন। সুবহানআল্লাহ্।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন অনাকাঙ্ক্ষিত কাজটি করে ফেললেন তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করেন, হে আমার রব, আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উসিলায় আমার দু'আ কবুল করুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাঁকে চিনলে কিভাবে? উত্তরে হযরত আদম আলাইহিস সালাম বললেন– আমাকে সৃষ্টি করার পর আরশের দিকে তাকালে আরশের গায়ে লেখা দেখলাম– لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। আমি বুঝতে পারলাম ইনিই হবেন আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্ বলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম পুত্র হযরত শীশ আলাইহিস সালাম-কে উপদেশ দিয়ে বলেন– হে বৎস! তুমি আমার অবর্তমানে আমার প্রতিনিধি হবে। তুমি পরহেজগারী অবলম্বন করো। আল্লাহ্পাকের যিকির করার সময় তুমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম অবশ্যই উচ্চারণ করবে। কেননা আমি তাঁর পবিত্র নাম আরশে মুআল্লায় তখনই লিপিবদ্ধ দেখেছি যখন আমি রূহ এবং মাটির মধ্যবর্তী অবস্থায় বিরাজমান ছিলাম। তারপর আমি সমগ্র নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করার সময় এমন কোন স্থান দেখিনি যেখানে তাঁর পবিত্র নামটি লেখা নেই। আমার প্রতিপালক আমাকে সৃষ্টি করে বসবাস করার জন্য জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। তখন আমি জান্নাতে এমন কোন প্রাসাদ ও দরজা, জানালা দেখিনি, যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামটি লেখা নেই। আমি এ পবিত্র নামটি হুর-পরীদের বক্ষে, ফিরিশতাদের চোখের পুত্তলিতে, জান্নাতের তুবা গাছের পত্র-পল্লবে এবং সিদরাতুল মুনতাহার পাতায় পাতায় লেখা দেখেছি। তুমি বেশি বেশি করে এ নাম স্মরণ করবে। কেননা ফিরিশতাগণ সব সময় এ পবিত্র নাম স্মরণ করে থাকে।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার মি'রাজ গমনকালে আমি আরশে মু'আল্লার নিচে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্য লেখা দেখেছি।– ইবনে আদী, ইবনে আসাকির

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে রাতে আমার মি'রাজ হলো, সে রাতে আমি আরশে আযীমে لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লেখা দেখতে পেয়েছি। তার সাথে আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ওসমান যিন্নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নামও লেখা ছিল।– ইবনে আসাকির

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি যে আসমানেই আরোহণ করেছি, সেখানেই আমার নাম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ লেখা দেখেছি।– বায্যায

হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আরশে আযীমে একটি সবুজ বর্ণের কাপড়ে স্বচ্ছ-শ্বেত বর্ণের নূর দিয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্, আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লেখা দেখেছি।– দারে কুতনি, ইবনে আসাকির

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের দরজায় مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ লেখা রয়েছে।– ইবনে আসাকির

হযরত উবাদাহ্ ইবনে ছামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর আংটির মোহরটি আসমান থেকে প্রেরিত হয়েছিল। তিনি উক্ত মোহরটি তাঁর আংটিতে লাগিয়ে নিলেন। তাতে লেখা ছিল, "আমি ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, মুহাম্মাদ আমার বান্দা এবং প্রেরিত রসূল।"– তিবরানী শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মোহরে নবুওয়াত

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'কাঁধের মধ্যভাগে ছিল মোহরে নবুওয়াত। মোহরে নবুওয়াত হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'কাঁধ মুবারকের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি গোশতের টুকরা। তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শনস্বরূপ আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত এ সীল মোহর। আর এ মোহরের কথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস শরীফে মোহরে নবুওয়াত ঃ

১। حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ , يَقُولُ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ . فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ، وَتَوَضَّأَ ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ، " وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ " .

হযরত সায়িব ইবনে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার খালা আমাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলেন। এরপর তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ভাগ্নে অসুস্থ। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। তারপর তিনি অযু

করলেন। আমি তার অযুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম এবং তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সহসা তার দু'কাঁধের মধ্যস্থ মোহরে নবুওয়াতের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে, যা দেখতে পাখির (কবুতরের) ডিমের মতো।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

২। حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : " رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , غُدَّةً حَمْرَاءَ , مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ " .

হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত দেখেছি। আর তা যেন ছিল ডিমের মতো লাল গোশতপিণ্ড।– বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত শরীফ

হযরত সালমান ফারসি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মোহরে নবুওয়াত দেখে ঈমান গ্রহণ করেন ঃ

৩। حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ ، يَقُولُ : جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ , فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا ؟ " فَقَالَ : صَدَقَةٌ عَلَيْكَ , وَعَلَى أَصْحَابِكَ ، فَقَالَ : " ارْفَعْهَا ، فَإِنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ " ، قَالَ : فَرَفَعَهَا ، فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ " فَقَالَ : هَدِيَّةٌ لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ : " ابْسُطُوا " ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَآمَنَ بِهِ ، وَكَانَ لِلْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخْلا ، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ ، حَتَّى تُطْعِمَ ، فَغَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , النَّخْلَ إِلا نَخْلَةً وَاحِدَةً ، غَرَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا ، وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا شَأْنُ هَذِهِ النَّخْلَةِ ؟ " فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا غَرَسْتُهَا ، فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا .

হযরত আবু বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পর একবার সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি পাত্রে কিছু কাঁচা খেজুর নিয়ে এলেন এবং তিনি

তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে রাখলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে সালমান! এগুলো কিসের খেজুর? (অর্থাৎ হাদিয়া না সাদাকা?) তিনি বললেন, এগুলো আপনার ও আপনার সাথীদের জন্য সাদকা। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এগুলো তুলে নাও। আমরা সাদাকা খাই না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তা তুলে নিলেন। পরের দিন তিনি অনুরূপ খেজুর নিয়ে আসলেন এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে পেশ করেন। তখন তিনি বললেন, সালমান! এগুলো কিসের খেজুর? সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আপনার জন্য হাদিয়া। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা হস্ত প্রসারিত করো (হাদিয়া গ্রহণ করো)। এরপর সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেলেন; অতঃপর ঈমান আনলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জনৈক ইহুদীর গোলাম ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এতো এতো দিরহামের বিনিময়ে এবং এ শর্তে খরিদ করেন যে, সালমান তার ইহুদী মনিবের জন্য একটি খেজুর বাগান করে দেবে এবং তাতে ফল আসা পর্যন্ত তত্ত্বাবধান করতে থাকবে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজ হাতে একটি চারা ছাড়া সবগুলো রোপণ করলেন এবং অবশিষ্ট একটি চারা গাছ ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রোপণ করেছিলেন। সে বছরই সকল গাছেই খেজুর আসল কিন্তু একটি গাছে খেজুর আসল না। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, এ গাছটির এ অবস্থা কেন? হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এটি রোপণ করেছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ চারাটি উপড়িয়ে আবার রোপণ করলেন। ফলে সে বছরই তাতে খেজুর আসল।– বায্‌যার, মুসনাদে আহমাদ শরীফ

মোহরে নবুওয়াত ছিল এক গুচ্ছ কেশের মতো ঃ

৪। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ الْيَشْكُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أَبَا زَيْدٍ ، ادْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهْرِي " ، فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ ، " فَوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ : وَمَا الْخَاتَمُ ؟ قَالَ : " شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ

হযরত আবু যায়েদ আমর বিন আখতাব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু যায়েদ! আমার কাছে এসো এবং আমার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাও। তখন আমি তাঁর পিঠে হাত বুলাতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমার আঙ্গুলগুলো মোহরে নবুওয়াতের উপর লেগে গেল। বর্ণনাকারী আমর বিন আখতাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন,

খাতাম (মোহরে নবুওয়াত) কি জিনিস? তিনি বললেন, এক গুচ্ছ কেশ।– মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাকে হাকেম

মোহরে নবুওয়াত ছিল মুষ্টিবদ্ধ আঙ্গুলীর মতো, আর এর চারপার্শ্বে আচিলের মতো কতগুলো তিলক ছিল ঃ

৫। حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ ، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ , مِثْلَ الْجُمْعِ حَوْلَهَا خِيلاَنٌ , كَأَنَّهَا ثَآلِيلُ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " وَلَكَ " فَقَالَ الْقَوْمُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَكُمْ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের মাঝে ছিলেন। এক পর্যায়ে আমি তার পিছু ধরলাম। তিনি আমার মনোবাঞ্ছা বুঝতে পেরে পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেলেন। তখন আমি তাঁর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পাই। আর তা ছিল মুষ্ঠিবদ্ধ আঙ্গুলীর মতো এবং এর চারপার্শ্বে আচিলের মতো কতগুলো তিলক শোভা পাচ্ছিল। এরপর আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন তিনি বললেন, তোমাকেও ক্ষমা করুন। তারপর লোকে আমাকে বলতে লাগলো, তুমি বড়ই সৌভাগ্যবান। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মাগফিরাত কামনা করেছেন। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ তিনি তোমাদের জন্যও দু'আ করেছেন। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন– (হে রসুল) আপনি আপনার জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।(সূরা মুহাম্মাদ-১৯)।– সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

কুরআন শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন মুবারক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা

আল্লামা আবদুর রউফ মুনাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লিখেছেন যে, হযরত রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের-শানের মধ্যে অন্যতম হলো– কুরআন শরীফে তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১। কলব মুবারক ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۙ عَلٰى قَلْبِكَ

"উহাকে (কুরআন) 'রুহুল আমীন' অবতরণ করেছেন, আপনার কলবে।"– কুরআন (২৬ঃ১৯৩-১৯৪)

২। বক্ষ মুবারক ঃ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

"আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি?"– কুরআন (৯৪ঃ১)

৩। চেহারা মুবারক ঃ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ

"এখনই আপন চেহারা ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে।"– কুরআন (২ঃ১৪৪)

৪। চক্ষু মুবারক ঃ

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

"আপন চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করে ঐ বস্তুর প্রতি তাকাবেন না।"– কুরআন (১৫ঃ৮৮)

৫। জিহ্বা মুবারক ঃ

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

"অতঃপর আমি এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছে আপনার ভাষায় (জিহ্বায়)।"– কুরআন (১৯ঃ৯৭)

৬। হাত ও ঘাড় মুবারক ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ

"এবং আপন হাত আপন ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ করে রাখবেন না।"– কুরআন (১৭ঃ২৯)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী শরীর মুবারকের সৌন্দর্য

কুরআন শরীফের আলোকে নূরানী শরীর মুবারক ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি নূর ও একখানি সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।"– কুরআন (৫ঃ১৫)

হাদীস শরীফের আলোকে নূরানী শরীর মুবারক ঃ

০১। হযরত জাবির ইবনে ছামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "এক চাঁদনী রাতে আমি নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে

দেখছিলাম। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিল লাল পোশাক। আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে এবং একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর।"– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

০২। হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মতো ছিল? তিনি উত্তরে বললেন– না, বরং তাঁর চেহারা মুবারক ছিল চাঁদের মতো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক ছিল গোলাকার।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

০৩। হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "নবী করীম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। দেখে মনে হতো যেন এক টুকরো চাঁদ।"– বুখারী শরীফ

০৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোন মানুষ কিন্তু আমি দেখিনি। মনে হতো সূর্য যেন তাঁর চেহারা মুবারকে জ্বলজ্বল করছে। আমি তাঁর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি হাঁটতে শুরু করলে জমিন যেন তাঁর পায়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসতো। হাঁটার সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু তিনি থাকতেন নির্বিকার।"– তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ

০৫। হযরত রবি বিনতে মুয়াওয়েজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "তোমরা যদি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে তখন মনে হতো যে, যেন উদিত সূর্যকে দেখছ।"– মুসনাদে দারেমী, মিশকাত শরীফ

০৬। হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক ছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর চেহারা মুবারক ছিল সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।"– বুখারী, মুসলিম শরীফ

০৭। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) পূর্বে ও পরে তাঁর মতো সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি।"– বুখারী ও মিশকাত শরীফ

০৮। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "আমি এমন কোন রেশম দেখিনি, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের তালু মুবারকের চেয়ে বেশী নরম ছিল। এমন কোন মেশক আম্বর শুকিনি যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুবাসিত ছিল।"– বুখারী শরীফ

০৯। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাম মুবারক ছিল মুক্তার মতো। হযরত উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, এই ঘাম মুবারকই ছিল সবচেয়ে উত্তম খুশবু।"– মুসলিম শরীফ

১০। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রাস্তা দিয়ে পথ চলার পর অন্য কেউ সেই পথে সেই রাস্তা দিয়ে গেলে বুঝতে পারতো যে, তিনি এ পথ দিয়ে গমন করেছিলেন।"– মিশকাত শরীফ

১১। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বদন মুবারকের রং ফুলের মতো উজ্জ্বল কমনীয় ছিল। পবিত্র শরীরে ঘর্মবিন্দুগুলো মুক্তার মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতো। রাস্তায় চলার সময় তিনি সম্মুখে ঝুঁকে চলতেন। আমি এমন কোন রেশমী জিনিস কোন দিন স্পর্শ করিনি যা রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকের চেয়ে বেশী নরম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র শরীর এমন সুগন্ধময় ছিল যে কোন মৃগনাভী অথবা আম্বরের সুগন্ধও তেমন সুঘ্রাণযুক্ত পাইনি।"

১২। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে অবস্থান করছিলেন। ঘামে চেহারা মুবারক ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠার পর তাঁর চেহারা মুবারক আরো উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবু কুবায়ের হাজলি এর এই কবিতা আবৃত্তি করলেন–

'তাঁর চেহারায় তাকিয়ে দেখতে পেলাম
চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম।'

সৃষ্টি জগতের শান্তি-ছবি, কল্যাণরূপী নূরের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সমস্ত সৌন্দর্য্যের আঁধার। অতুল স্বাস্থ্য-সম্পদ, উজ্জ্বল লাবণ্যময় দৈহিক সৌন্দর্য, মধুময় কমনীয়তা, স্নেহ-ক্ষমা-সুন্দর কল্যাণময় রূপ, সেই নূরানী চেহারা মুবারক ভক্ত বিশ্বাসীর চোখে ভূবন-মোহন রূপে চমক সৃষ্টি করতো। কঠোর হৃদয়, শত্রুও সম্মুখে আসলে সে নূরানী চেহারা মুবারকের দর্শন করে সভয়-সম্ভ্রমে মস্তক অবনত করতো। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ন্যায় বলিষ্ঠ হৃদয় বীরপুরুষও তাঁকে হত্যা করতে এসে কদম মুবারকে লুটিয়ে পড়েছেন। দয়াময় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর পরম প্রিয় হাবিবে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমস্ত সৌন্দর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। সুবহান-আল্লাহ্!

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে এই কবিতা আবৃত্তি করতেন–

أَمِينٌ مُصْطَفَى لِلْخَيْرِ يَدْعُو + كَضَوْءِ الْبَدْرِ زَايَلَهُ الظَّلَامُ

'ভালোর পথে দেন দাওয়াত পূরণ করেন অঙ্গীকার
চতুর্দশীর চাঁদ, লুকোচুরি খেলে যেন অন্ধকার।'

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পর্কে যোহাইর এর এ কবিতা আবৃত্তি করতেন–

لَوْ كُنْتَ مِنْ شَيْءٍ سِوَى بَشَرٍ + كُنْتَ الْمُضِيَّ لِلَيْلَةِ الْبَدْرِ

'মানুষ যদি না হতেন এই আল্লাহ্‌র প্রিয়জন
চতুর্দশীর রাত তিনি করতেন তবে রওশন।'

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'হাবীবুল্লাহ্'

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– একদিন কয়েকজন সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সমবেত হয়ে আলোচনা করছিলেন যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ্ খলীল বানিয়েছেন, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালা সরাসরি কথা বলেছেন তাই তিনি কালিমুল্লাহ্, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন রুহুল্লাহ্ আর হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে বানিয়েছেন ছফীউল্লাহ্। এ সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিস্ময় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি।

وَهُوَ كَذَالِكَ۔ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ

তোমরা যা বলেছ তা সম্পূর্ণ সত্য। তবে জেনে রাখ! আমি হলাম 'আল্লাহ্‌র হাবীব' এতে আমার ফখর নেই। .....।– তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত শরীফ

ফকীহ্ আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ বিশ্লেষণ করেছেন– খলীল (অন্তরঙ্গ) তাঁকে বলা হয়, যে আগ্রহ ও ভীতিসহ তার রবের ইবাদত করে।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

"ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।"– কুরআন (৯ঃ১১৪)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا

"আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"– কুরআন (৪ঃ১২৫)

পক্ষান্তরে 'হাবীব' বলা হয় তাকে, যে রবের ইবাদত করে দর্শনের সাথে ও মহব্বতের সাথে। তিনি আরো লিখেন যে, খলীল ঐ ব্যক্তি, যে কারো দানের ও পুরস্কারের অপেক্ষায় থাকে। আর হাবীব সেই ব্যক্তি যে কারো সাক্ষাতের অপেক্ষায় অধীর থাকে। তিনি আরও বলেন, খলীল ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার সাথে সুসম্পর্ক করা হয় কোন মাধ্যম দ্বারা। আল-কুরআনুল কারীমেই এর বহুল উদাহরণ রয়েছে। যেমন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

"এভাবেই ইব্রাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।"– কুরআন (৬ঃ৭৫)

আর হাবীব বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যার সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি সুসম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ

"ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম।"– কুরআন (৫৩ঃ৯)

২। হযরত ইব্রাহীম খলীল আলাইহিস সালাম বলেন–

وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

"আমি আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন।"– কুরআন (২৬ঃ৮২)

অপর দিকে হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

"যাতে আল্লাহ্ আপনার কারণে গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের।"– কুরআন (৪৮ঃ২)

এখানে গুনাহ্ অর্থ উম্মতের ঐসব গুনাহ্ যেগুলোর ক্ষমার জন্য সুপারিশ করা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দায়িত্ব রয়েছে। যেমন- মুকাদ্দমার উকিল বলেন- এটা আমার মুকাদ্দমা।

৩। আল্লাহ্র নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম খলিলুল্লাহ্ আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেছেন–

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ

"এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না যেদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে।"– কুরআন (২৬ঃ৮৭)

আর 'হাবীব' সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ

"সে দিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ নবীকে লাঞ্ছিত করবেন না।"– কুরআন (৬৬ঃ৮)

৪। খলিলুল্লাহ্ বিপদের সময় আবেদন করেছেন–

حَسْبِيَ اللّٰهُ

'হাসবী আল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'য়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট'।– কুরআন (৩৯ঃ৩৮)

আর 'হাবীব' এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ

"হে নবী! আল্লাহ্ আপনার জন্য যথেষ্ট।"– কুরআন (৮ঃ৬৪)

৫। হযরত ইব্রাহীম খলীল আলাইহিস সালাম বলেছেন–

وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ؕ

"এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখুন।"– কুরআন (১৪ঃ৩৫)

অন্য দিকে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব এর ক্ষেত্রে বলেছেন–

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ع

"হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান আপনাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং আপনাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৩)

৬। হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস সালাম বলেছেন–

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ

"এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"– কুরআন (২৬ঃ৮৫)

আর হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ؕ

"আমি আপনাকে সকল মঙ্গলের অধিক পরিমাণ দান করেছি কিংবা হাওজে কাওছার দান করেছে।"– কুরআন (১০৮ঃ১)

৭। হযরত খলিল আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট প্রার্থনা করছেন–

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ

"এবং আমার স্মরণকে (সুনামকে) প্রতিষ্ঠিত রাখুন পরবর্তীদের মাঝে।"– কুরআন (২৬ঃ৮৪)

'হাবীব'-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ

"এবং আমি আপনার জন্যে আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।"– কুরআন (৯৪ঃ৪)। এটাই হলো শানে মুস্তফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সকল নবী-রসূলগণ থেকে রিসালত ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী-রসূলগণের পবিত্র আত্মাসমূহ থেকে আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাদের স্বীকৃতি ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে "সাইয়্যেদুল মুরসালিন" উপাধিতে ভূষিত করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সুসংবাদ দিয়ে বলেন–

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ،
قَالُوا أَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

"(আর সেই সময়টিকে স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত পয়গম্বরগণ হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, আমি আপনাদেরকে যা কিছু কিতাব ও হিকমত দান করবো এবং অতঃপর আপনাদের নিকট সেই রাসূল আগমন করবেন, যিনি সেই কিতাবসমূহের সত্যায়ন করবেন, যা আপনাদের নিকট হবে, আপনারা অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবেন এবং অবশ্যই তাঁর সহায়তা করবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– আপনারা কি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন? এবং একে আমার প্রতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে কবুল করছেন? তখন তাঁরা সকলে বললেন– নিঃসন্দেহে আমরা তা স্বীকার করছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– এখন আপনারা সকলে এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের উপর সাক্ষী থাকেন এবং আমিও আপনাদের সাথে সাক্ষীদের দলভুক্ত রইলাম।"– কুরআন (৩ঃ৮১)

পরবর্তীকালে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতে নবী-রসূলগণের আত্মাসমূহ এক একটি মনোহরিণীরূপ ধারণ করে পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার বুকে প্রকাশিত হন এবং তাঁদের মাধ্যমে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জগতের বুকে বিভিন্নরূপে বিকাশ লাভ করে নব-নব বসন্তের সৃষ্টি করেন। সকল নবী-রসূলগণ প্রতিশ্রুতি পালন করেন ও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের বার্তা প্রচার করেন। তাঁদের নবুওয়াত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের ছায়াস্বরূপ।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং সময় ও স্থানের (Time & Space) সংকীর্ণতার গন্ডির উর্ধ্বে থেকে সর্বকালে, সর্বস্থানে, সদা-সর্বদা উপস্থিত আছেন, সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করেন। তিনি (আল্লাহ্) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বক্ষণ, সর্বত্র, সর্বকালে উপস্থিত থাকার সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি আমাদের মাঝে সবসময়ই অদৃশ্যভাবে আছেন। এটা আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই সম্ভব।

কুরআন শরীফের আলোকে হায়াতুন্নবী ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

"তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রয়েছেন।"– কুরআন (৪৯ঃ৭)।

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ

"আল্লাহর আয়াত তোমাদের নিকট পাঠ করা হয় এবং এখনও তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল আছেন, তা সত্ত্বেও তোমরা কিরূপে কুফরী করছো?"– কুরআন (৩ঃ১০১)।

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ، وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"আপনি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায় তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।"– কুরআন (৮ঃ৩৩)।

আল্লাহ্র অনুগ্রহ, পূর্ব যুগের উম্মতগণের মতো পাথরের বৃষ্টি, গ্রাম উল্টানো, আকৃতি পরিবর্তন ইত্যাদি আযাব-গজব থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতদের পরিত্রাণ দিয়েছেন। তার কারণ হলো তিনি তাদের মধ্যে রয়েছেন। "ওয়া আন্তা ফিহিম" আয়াতের অংশটুকু অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য।

০৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ،

"এবং আপনি বলুন, 'কর্ম (আমল) করো, তোমাদের কাজ দেখেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ।"– কুরআন (৯ঃ১০৫)

০৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ،

"হে মাহবুব! **আপনি কি দেখেননি,** আপনার রব ঐ হস্তী আরোহী বাহিনীর কি অবস্থা করেছেন?"– কুরআন (১০৫ঃ১)

আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ 'আবরাহা' হস্তী আরোহী বাহিনী নিয়ে কা'বা শরীফ ধ্বংস করতে এসেছিল। ছোট ছোট পাখি আবরাহা বাদশাহ্'র সৈন্যদের উপর ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ করেছিল, সেই ছোট পাথরের আঘাতে হস্তী আরোহী বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল। ঐ বৎসরই এ ঘটনার ৫০ দিন পর হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাকে আলোকিত করে শুভাগমন করেন।

০৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

"হে মাহবুব! **আপনি কি দেখেননি,** আপনার রব আ'দ (জাতি) এর লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?"– কুরআন (৮৯ঃ৬)। 'আদ' সম্প্রদায় যাদের জীবন খুবই দীর্ঘ আর দেহের গঠন অনেক উঁচু, সবল ও শক্তিশালী ছিল, তাদের নিয়ে শাদ্দাদ নিজ নির্মিত জান্নাতে পৌঁছার এক মঞ্জিল পূর্বে একটা 'ভয়ানক আওয়াজ' আসলো যা দ্বারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেল।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে 'আলাম তারা' অর্থাৎ 'হে মাহবুব! আপনি কি দেখেননি' উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও এ পৃথিবীতে প্রকাশ্যে আগমন করেননি। আয়াতে বলা হয়নি 'হে মাহবুব! আপনি কি শোনেননি'। উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের আলোকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হলো হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ঘটনাগুলো দেখেছেন, অবগত আছেন। তিনি হায়াতুন্নবী ও সাক্ষী।

০৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

"আমিতো আপনাকে বিশ্বজগতের রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (২১ঃ১০৭)

০৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ

"সেদিন উত্থিত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায়ের তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী, আর হে মাহ্বূব! আমি আপনাকে তাদের ব্যাপারে সাক্ষী বানাব।"– কুরআন (১৬ঃ৮৯)

০৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍۭ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا

"অনন্তর তখন কী দশা হবে, যখন আমি প্রত্যেক জাতি হতে সাক্ষী আনয়ন করবো। আর হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সকলের জন্য সাক্ষী ও রক্ষাকারী করবো?"– কুরআন (৪ঃ৪১)

১০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ
ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

"এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবগণের জন্যে সাক্ষী হও এবং রসূলও তোমাদের জন্যে সাক্ষী ও রক্ষাকারী হন।"– কুরআন (২ঃ১৪৩)

১১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

"নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের উপর সাক্ষী (উপস্থিত, পর্যবেক্ষণকারী), যেভাবে আমি ফিরাউনের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (৭৩ঃ১৫)

১২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত-প্রত্যক্ষকারী (সাক্ষী) করে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে।"– কুরআন (৪৮ঃ৮)

১৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۙ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

"হে নবী, আমি আপনাকে (বিশ্ব মানবের জন্য) সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী আল্লাহ্র দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী এবং আলো প্রজ্জ্বলনকারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (৩৩ঃ৪৫-৪৬)

উক্ত ১৬ঃ৮৯, ৪ঃ৪১, ২ঃ১৪৩, ৭৩ঃ১৫, ৪৮ঃ৮, ৩৩ঃ৪৫-৪৬ আয়াত সমূহে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবের সাক্ষ্য প্রদানকারী। সাক্ষ্য প্রদান করতে হলে বিবিধ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। তার মধ্যে একান্ত প্রয়োজন, সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তা স্বচক্ষে অবলোকন করা চাই, আর সাক্ষ্য প্রদানের সময়ও তাঁকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে হবে। এ জন্য আরবীতে তাকে 'শাহেদ' 'শহীদ' বা 'হাজির' বলা হয়।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সকল সৃষ্টির, জান্নাতের এবং জাহান্নামের তথা সকল গায়েবী বিষয়বস্তুরই সাক্ষ্য প্রদানকারী। অতএব দুনিয়ায় আগমন করার পূর্বেই তিনি মহান স্রষ্টার একান্ত সান্নিধ্যে থেকে সকল বিষয় অবলোকন করতঃ দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি আখিরাতেও স্রষ্টার সামনে সৃষ্টির সাক্ষ্য প্রদানকারী হবেন। অতএব সমস্ত সৃষ্টির সমুদয় অবস্থা সম্পর্কেও তাঁকে অবগত হতে হবে। নতুবা সাক্ষ্য কিভাবে প্রদান করবেন?

আল্লাহ্ তা'য়ালাই সর্বক্ষণ সর্বত্র উপস্থিত থাকার, সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করার ক্ষমতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রদান করেছেন। এ বিষয়টি জানা, বুঝা, মেনে নেয়া তথা যথাযথভাবে ঈমান-ইয়াকীনে গ্রহণ করা খুবই কঠিন ও জটিল। মোটেই সহজলব্দ নয়।

১৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (প্রকৃত) ঈমানদারদের নিকট তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষা অধিকতম নিকটে ও অধিকতম প্রিয় এবং তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) স্ত্রীগণ তাদের (ঈমানদারদের) মাতা।"– কুরআন (৩৩ঃ৬)

উক্ত আয়াতে 'আওলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকতম নিকটে, অধিকতম হকদার, অধিকতম প্রিয় ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মু'মিনের প্রাণের চেয়েও অধিকতম নিকটে, অধিকতম প্রিয়, মু'মিনের সাথে তাঁর এমন নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান। মু'মিনের নিকট তাদের প্রাণের চেয়ে বেশী ঘনিষ্টতম হওয়া জীবন-হায়াত ব্যতীত অসম্ভব।

১৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার কাছে হাজির হয়, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রসূল তাদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা (সুপারিশ) করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্কে তারা অত্যন্ত তওবা কবুলকারী, দয়ালু হিসাবে পাবে।"– কুরআন (৪ঃ৬৪)

পাপীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজাপাকে এসে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হলে, আর তিনি সুপারিশ করলে আল্লাহ্কে ক্ষমাকারী পাবেন। এ ক্ষমার সুযোগ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরায় হবার পরেও বিদ্যমান রয়েছে। এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় সুপারিশকারীর জীবিত থাকা বাঞ্চনীয়। তাই প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হায়াতুন্নবী'।

বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরায় হবার পর একজন হাবসী মুসলমান রসূলেপাকের রওজায় এসে কেঁদে কেঁদে উক্ত আয়াত পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, রওজা শরীফের ভিতর থেকে আওয়াজ আসে 'তোমার ক্ষমা হয়ে গেছে'। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হায়াতুন্নবী'।

১৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا أَزْوَاجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ

"তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্র রসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর পার্থিব জীবনের পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনও সঙ্গত নয়।"– কুরআন (৩৩ঃ৫২)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার পরে তাঁর বিবিদেরকে বিবাহ করা ও তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন করা বৈধ নয়। এতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী'।

১৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌۢ ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহীদ) হন তাদেরকে মৃত বলো না, তারা জীবিত, হ্যাঁ, যদিও তোমরা তা বুঝনা।"– কুরআন (২ঃ১৫৪)।

১৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ، بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করো না, বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছেন, জীবিকা পেয়ে থাকেন।" – কুরআন (৩ঃ১৬৯)

উপরোক্ত দুটি আয়াতে শহীদদের জীবনকে (হায়াত) স্পষ্ট করে। সম্মানিত নবীগণের মর্যাদা যেহেতু শহীদদের অনেক উপরে, সেহেতু তাঁদের জন্য অবশ্যই জীবন প্রমাণিত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদাতো আরো অনেক অনেক উপরে। তাই তাঁর কবরের জীবনেও হায়াত প্রমাণিত।

বাস্তবেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ। কেননা খায়বার যুদ্ধের সময় তিনি বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত ভক্ষণ করেছিলেন। বিষের প্রভাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। এভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর জন্য নবুয়ত ও শাহাদাত একত্র করলেন। তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন "হায়াতুন্নবী"।

হাদীস শরীফের আলোকে হায়াতুন্নবী ঃ

০১। ইমাম আবূ ইয়া'লা নিজ মুসনাদে হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন–

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

"নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত এবং তাঁরা নামায আদায় করেন।"– আল খাসাইসুল কুবরা

০২। হযরত আবূ দারদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ নবীদের শরীর জমিনকে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্র নবীগণ জীবিত ও রিজিকপ্রাপ্ত।"– ইবনে মাজাহ্, আবু দাউদ, বায়হাকী শরীফ

০৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللهَ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هٰذِهِ

"আল্লাহ্পাক এই পৃথিবীকে আমার চোখের সামনে এরূপভাবে রেখেছেন যে, আমি সমগ্র পৃথিবীকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে যা কিছু সৃজিত হবে তদসমুদয়কে এমনভাবে দেখি যেন তা সবই আমার এই হাতের তালুর মধ্যে।"– তাবরানী শরীফ

০৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ এর বর্ণনায় বলেছেন–

وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ، جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شِبْهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ،

"নিশ্চয়ই আমি নিজেকে নবীদের দলে দেখেছি। তখন দেখলাম মূসা আলাইহিস সালাম নামায আদায় করছেন। তিনি মধ্যম গড়নের, কোকড়ানো চুল, মনে হলো তিনি শানুয়ার অধিবাসী এবং ঈসা আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন, তাঁর সাদৃশ্য হলো উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীর। আর ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন, তাঁর সাথে বেশী সাদৃশ্য হলো তোমাদের সাথী অর্থাৎ আমি। অতঃপর নামায কায়েম হলো, আমি তাঁদের ইমামতি করলাম।"– মুসলিম শরীফ

০৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি'রাজ শরীফের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

"আমি মূসা আলাইহিস সালাম এর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। তখন তিনি রওজাপাকে নামাযরত ছিলেন।"– মুসলিম শরীফ

হাদীসসমূহের মর্মে বুঝা যায় নবীগণ আপন আপন রওজাপাকে শুধু জীবিতই নন বরং ইবাদত-বন্দেগীর স্বাদ ভোগ করছেন এবং জীবিতদের মতো আমল করছেন। ভেবে দেখুন, নবীগণের ইবাদতের জন্য জীবন-হায়াত আবশ্যক। নামায আদায় করতে আটটি অঙ্গের প্রয়োজন। যেমন– দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু, নাক ও কপাল। বিধান অনুযায়ী একজন জীবন্ত মানুষ এ আটটি অঙ্গের মাধ্যমে নামায আদায় করেন। তাই বাইতুল মুকাদ্দাসে নবী আলাইহিমুস্ সালাম-গণের নামাযে **ইমাম ও মুকতাদী সবাই জীবিত।**

০৬। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَى قَبْرِي، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَأُجِيبَنَّهُ»

"আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঐ সত্ত্বার কসম যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, ঈসা ইবনে মরিয়ম তোমাদের মাঝে নিশ্চয়ই তাশরীফ আনবেন। অতঃপর যদি তিনি আমার রওজায় এসে

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে আরজ করেন, তখন আমি নিশ্চয় তাঁর উত্তর প্রদান করবো।"– আলহাবী লিল ফতাওয়া

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি না-ই শুনতেন বা হায়াতুন্নবী না-ই হতেন তবে গোটা পৃথিবীর নামাযী "আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্ নবীও" অর্থাৎ "হে নবী! আপনাকে সালাম" বলা অমূলক হতো। আর নামাযের মতো পবিত্র ইবাদতে এ রকম কিছু থাকাটা অযৌক্তিক হতো।

হযরত আবূ মা'মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

عَلَّمَنِيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ عَلَّمَنِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ،

"আমাকে ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাশাহ্হুদ শিখালেন। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ তাশাহ্হুদ কুরআন শিখানোর মত করে শিখালেন।"– জালাউল আফহাম

কুরআন শরীফে ৩৩ঃ৫৬ আয়াতে صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا "তোমরা তাঁর (নবীর) উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো এবং সালাম পাঠাবার মতো সালাম পাঠাও।" এখানে দেখা না দেখার সাথে দরূদ ও সালাম সম্পৃক্ত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লামু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় ও তিরোধানের পর সর্বক্ষণ দরূদ ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দর্শন ও শ্রবণ শক্তির মালিক যা আল্লাহ্ কোন মাখলুককে দান করেননি। **নামায অবস্থায় কাউকে সালাম করা জায়েয নেই।** অথচ তাশাহুদে প্রাণের নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হাজির জেনে সালাম দেয়ার হুকুম স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে দিয়েছেন। সকল মুহাদ্দিছিনে কিরাম, আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন, ফোকাহায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে কিরাম, আতকিয়া ও মু'মিন মুসলমান ছালেহীনদের সকলের সর্বসম্মত মত হলো নামাযে তাশাহুদের মধ্যে "আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ" বলার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করতঃ সালাম দিতে হবে এবং তিনি সালাম দাতার সালাম শুনেন ও জবাব দেন। নামায অবস্থায় কফ-কাশি ও থুথু ডানে-বামে ফেলা নিষেধ, তাতে ফিরিশতাদের সম্মানহানী হয়। এটা চর্ম চোখে না দেখেও তাজিম করা। তাই আমরা বিশ্বাস করি, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সালাম শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন, তিনি হায়াতুন্নবী।

০৭। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

صَلُّوْا عَلَيَّ وَسَلِّمُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَسَيَبْلُغُنِيْ سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ

"তোমরা যেখান থেকেই আমার নিকট দরূদ পাঠ করো, তোমাদের এ সালাম ও দরূদ আমার নিকট পৌঁছে যায়।"– আল খাসাইসিল কুবরা

০৮। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أَبْلَغْتُهُ

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি আমার রওজার নিকটে দরূদ পাঠ করে আমি তা নিজেই শুনি এবং যে দূর থেকে আমার নিকট দরূদ পাঠায় তা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।"– আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া

প্রত্যেক উম্মতের কবরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থাকবেন ঃ

৯। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّيَ اللهُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ دِيْنِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَيَقُوْلَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ

হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "(কবরে মু'মিন) বান্দার নিকট দু'জন ফিরিশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর, তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে উত্তর করে, আমার রব আল্লাহ্! অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। পুনঃজিজ্ঞাসা করেন, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে উত্তর করে, তিনি আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন ফিরিশতাগণ তাকে বলেন, তুমি কিরূপে বুঝতে পারলে? সে উত্তর করে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি (তাতে দেখে) তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাঁকে সমর্থন করেছি।

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ فَيَقُوْلَانِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُوْلُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِيْ

অতঃপর হুজুর কাফিরের মৃত্যু প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে আনা হয় এবং দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর করে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর, তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি? সে উত্তর করে, হায়! হায়! আমি

কিছুই জানি না। পুনঃজিজ্ঞাসা করেন, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না।

১০। وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِىْ قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَّلَا مَشْغُوْبٍ ثُمَّ يُقَالُ فِيْمَ كُنْتَ فَيَقُوْلُ كُنْتُ فِى الْاِسْلَامِ فَيُقَالُ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "মুর্দা কবরে পৌঁছে, (নেককার) ব্যক্তি ভয়-ভীতিহীন ও মন্দের ভাবনামুক্ত হয়ে উঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি কোন্ দ্বীনে ছিলে? তখন সে বলে, আমি দ্বীন ইসলামে ছিলাম। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হয়, এ ব্যক্তি কে? সে বলে ইনি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আল্লাহ্র রসূল। আল্লাহ্র পক্ষ হতে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ সহকারে তিনি আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আমরাও তাঁকে সত্যবাদী বলে মেনেছিলাম।

উপরোল্লিখিত হাদীস শরীফসমূহের আলোকে প্রমাণিত হলো হুজুর পুর নূর, নবী করীম, রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়াতুন্নবী-জিন্দা নবী।

আকাবেরগণের বর্ণনায় হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

০১। নবী করীম হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা মুবারকে আরাম নিলেন ঃ উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য জানাযার যে বিধান করা হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলায় তা করা হয়নি। যেমন– জানাযায় ইমাম, মুক্তাদী, কিবলামুখী হওয়া, হাত বাঁধা ইত্যাদি কোন বিধান পালন করা হয়নি। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসিয়ত অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হুজরা মুবারকে প্রবেশ করে কামরায় রক্ষিত খাটের কাছে গিয়ে দরূদ-সালাম ও মুনাজাত পেশ করে চলে আসেন। প্রথমে পুরুষগণ, তারপর মহিলা, তারপর বালক-বালিকা, তারপর দাস-দাসীগণ সালাম পেশ করেছেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মোহাজের আনসার সবাই সালাম পেশ করেছেন। কিন্তু তারা "আদ্দুয়াউ লিহাজাল মাইয়েতে" বলেন নাই।

ইমাম বিহীন, তাকবীর বিহীন, শুধু দরূদ-সালাম ও মুনাজাতের মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমাধিস্থ করা হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

০২। **নবী করীম হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা মুবারকে আরাম নিয়েও উম্মতের জন্য কাঁদছেন ঃ** রওজা মুবারকে প্রাণের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক রাখার পরে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখতে পেলেন কাফনের ভিতরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঠোঁট মুবারক নড়ছে, তিনি তার কান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখের কাছে নিলেন, শোনতে পেলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **"রব্বি হাবলী উম্মতী"** বলে কাঁদছেন। সুতরাং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন– "হায়াতুন্নবী"।

০৩। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রওজাপাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী ঃ "খাসায়েসুল কুবরা" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন যে, যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ওফাতের সময় সন্নিকটে আসল, তখন তিনি একদিন তাঁকে শিয়রের পাশে বসিয়ে বললেন– "হে আলী! যখন আমার এই খাঁচা (শরীর) হতে প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে, তখন আমাকে তোমার স্বহস্তে গোসল দিবে– যে হাতে তুমি নবী করীম (সঃ)-কে গোসল দিয়েছিলে। অতঃপর আমাকে সুগন্ধি মাখিয়ে হুজুর (সঃ)-এর রওজাপাকের সম্মুখে নিয়ে কতক্ষণ অবস্থান করবে এবং নবীজির দরবারে আমার ব্যাপারে এই আবেদনটুকু করবে– হে আমার মনিব! আপনার গারে সুরের সাথী, দেশের সাথী, সফরের সাথী, তিনি এখন রওজাপাকেও আপনার সাথী হতে চান। এ আবেদন করার পর যদি রওজাপাকের দরজা এমনিভাবেই খুলে যায় তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করে দিবে, নচেৎ জান্নাতুল বাকী বা অন্য যে কোন স্থানে দাফন করবে।"

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নির্দেশমত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর দেহ মুবারক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজাপাকের সামনে রেখে বললেন– "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এই যে আবু বকর, তিনি আপনার পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন।" **হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– "অতঃপর আমি দেখলাম, রওজাপাকের দরজা (এমনিতেই) খুলে গেল** এবং তৎপর শুনতে পেলাম কে যেন বললেন **'বন্ধুকে বন্ধুর নিকটে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং অবশ্যই বন্ধু বন্ধুর অপেক্ষায় আছে।"** এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত এবং শোনেন ও জবাব দেন।

০৪। ওলীকুল শিরোমণি মাহবুকে সুবহানী, কুতুবে রব্বানী, গাউসুল আজম, সৈয়দ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৫০৯ হিজরী সনে মদীনা মুনাওয়ারায় রওজাপাক যিয়ারতকালে তাঁর ফরিয়াদে জিন্দা নবী নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডান হাত মুবারক রওজা শরীফ থেকে উপরে বের হয়ে আসে এবং তিনি হাত মুবারক চুম্বন করেন।– বাহজাহুল আসরার

০৫। হযরত সাইয়েদ আহামদ রেফায়ী (রঃ) (৫৫৫ হিজরী) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজাপাকে উপস্থিত হয়ে স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে অন্তরের

নবী প্রেমের আবেগ প্রকাশ করেন। এর শেষ অংশ হলো– "আপনি আপনার হস্ত মুবারক বাড়াইয়া দিন, আমি ঐ নূরানী হস্তে চুম্বন করিয়া ধন্য হই!" উক্ত আবেদন করার সাথে সাথে **রেফায়ী (রঃ)-এর দিকে হুজুর (সঃ) হস্ত মুবারক প্রসারিত করলেন এবং তিনি (রেফায়ী রঃ) লাফিয়ে গিয়ে তা চুম্বন করলেন।** অপর এক বর্ণনায় আছে, ঐ সময় ৯০ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন এবং তারা স্বচক্ষে ঐ অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন–"হায়াতুন্নবী"।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম "নূর"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নূর

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অতুলনীয় একক সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহ্ তা'য়ালা আপন নূরের জ্যোতি হতে তাঁর নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নূরের সৃষ্টি। তাঁর নূর মুবারক হতেই সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি।

কুরআন শরীফে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

"আল্লাহ্র পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর (নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং পবিত্র কুরআন এসেছে, যার আদেশসমূহ প্রকাশ্য।"– কুরআন (৫ঃ১৫)

আয়াত শরীফে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূর অর্থাৎ তিনি হলেন নূরের সৃষ্টি, নূরের নবী। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হাদীস শরীফে নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

১। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِّنْ نُوْرِ وَجْهِيْ

"আমি মুহাম্মাদ-কে আমার চেহারার নূর হতে সৃষ্টি করেছি।"–ছিররুল আছরার

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِيْ وَاَوَّلُ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِيْ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ
الْقَلَمَ وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ–

"আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার রুহ সৃষ্টি করেছেন, সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন, সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন।"– ছিররুল আছরার

৩। অত্র কিতাবের ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণিত হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম কোন্ বস্তু সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

قَالَ يَاجَابِرُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ

'হে জাবের, আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে 'তাঁর নিজ নূর হতে' তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।' – মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক

কুরআন শরীফের ৫ঃ১৫ নং আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা

পাঠকবন্ধুরা, কুরআন শরীফের সূরা মায়েদা'র ১৫ নং আয়াত শরীফে 'নূর' দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য মুহাক্কেক ওলামা ও মুফাসসিরগণের আলোচনার সাথে বিশেষভাবে মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন জিহাদী সাহেবের প্রণীত "নূরে মুজাচ্ছাম" কিতাবের আলোকে বিষয়টি তুলে ধরা হলো–

১। হাফিজুল হাদিস, আল্লামা ইমাম জালালুদ্দিন সূয়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এই আয়াত শরীফের তাফসিরে বলেন–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُور هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَاب قُرْآن مُبِين

"অবশ্যই আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের নিকট নূর এসেছে আর তিনি হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর কিতাব হলো সুস্পষ্ট কুরআন।"– তাফসিরে জালালাইন শরীফ

২। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজুল হাদিস আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির বলেন–

فَنُورُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَظْهَرَ وَأَكْبَرَ وَأَعْظَمَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ.

"নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছুর মধ্যে সু-প্রকাশিত, সবচেয়ে বড় নূর ও অধিক সম্মানিত নূর।"– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

৩। ইমাম আবু জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

قَدْ جَاءَكُمْ يَا أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ يَعْنِي بِالنُّورِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَنَارَ اللّٰهُ بِهِ الْحَقَّ، وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَامَ

"হে আহলে তাওরাত ও ইঞ্জিলগণ! আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর অর্থাৎ নূর দ্বারা অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালা সত্যকে উজ্জ্বল করেছেন এবং যার মাধ্যমে ইসলামকে প্রকাশ করেছেন।"– তাফসিরে তাবারী শরীফ

৪। আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار صلّى الله عليه وسلّم، وإلى هذا ذهب قتادة، واختاره الزجاج،

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর; তিনি সবচেয়ে বড় নূর এবং তিনি সকল নূরের নূর, তিনি নবী মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই অভিমত হলো হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত জুযায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর।"– তাফসিরে রূহুল মা'আনী শরীফ

৫। আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে ইব্রাহীম খাজেন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إنما سماه الله نورا

"অবশ্যই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর এর অর্থ হচ্ছে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কেননা আল্লাহ্ তাঁর নামও রেখেছেন নূর।"– তাফসিরে খাজেন শরীফ

৬। আল্লামা আহমদ ইবনে মুস্তফা মারাগী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

(قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ) النور هو النبي صلى الله عليه وسلم،

"অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে নূর এবং সু-স্পষ্ট কিতাব' এখানে নূর হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"– তাফসিরে মারাগী শরীফ

৭। ইমাম কুরতবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

وَقِيلَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ الزَّجَّاجِ.

"কেউ কেউ বলেছেন– হযরত জুযায রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, নূর হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"– তাফসিরে কুরতবী শরীফ

ইমাম কুরতবী (রহঃ) অন্যত্র বলেন–

وَسَمَّى نَبِيَّهُ نُورًا فَقَالَ: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ

"আল্লাহ্ তার নবীর নাম রেখেছেন নূর, যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর ও সু-স্পষ্ট কিতাব।"– তাফসিরে কুরতবী

৮। বিখ্যাত ফকিহ্ আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনটি মত উল্লেখ করে একটি অভিমতকে দুর্বল ও বাতিল ঘোষণা করেন এবং নূর দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন–

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ، وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ الْإِسْلَامُ، وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ. الثَّالِثُ: النُّورُ/ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ

"অবশ্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর এসেছেন এবং সু-স্পষ্ট কিতাব' এই ব্যাপারে একাধিক বক্তব্য রয়েছে। প্রথমতঃ নিশ্চয় নূর দ্বারা মুরাদ বা অর্থ হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কিতাব দ্বারা অর্থ হচ্ছে কুরআন। দ্বিতীয়তঃ নূর দ্বারা অর্থ হচ্ছে ইসলাম এবং কিতাব দ্বারা অর্থ হচ্ছে কুরআন। তৃতীয়তঃ নূর ও কিতাব একই, কিন্তু এটা দুর্বল অভিমত,কারণ মা'তুফ এবং মা'তুফ আলায়হি ভিন্ন জাত হওয়া আবশ্যক।"– তাফসিরে কবীর শরীফ

৯। আল্লামা ইমাম বাগভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

{قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ} يعني: محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: الْإِسْلَامُ،

"আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেউ কেউ বলেছেন– ইসলাম।"– তাফসিরে বাগভী শরীফ

১০। তাফসিরে রূহুল বয়ান শরীফে উল্লেখ রয়েছে–

قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتابٌ مُبِينٌ فالنور هو محمد عليه السلام والكتاب هو القرآن

"অবশ্যই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে নূর; এই নূর দ্বারা মুরাদ বা অর্থ হচ্ছে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিতাব দ্বারা মুরাদ হচ্ছে কুরআন।"– তাফসিরে রূহুল বয়ান শরীফ

ফকিহ্, মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদগণের অভিমত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'নূর'। এ প্রসঙ্গে ফকিহ্, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ও মুজাদ্দিদগণের অভিমত নিম্নে তুলে ধরা হলো–

১। হযরত শায়েখ আহমদ ছেরহেন্দী মুজাদ্দেদ আলফেছানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "হাকিকতে মুহাম্মাদী বিকাশের দিক দিয়ে সর্বপ্রথম এবং সকল হাকিকতের হাকিকত। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম ও ফিরিশতাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকিকতের নির্যাস। তাই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'য়ালা যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো আমার নূর। আরো বলেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র নূর হতে এবং সকল ইমানদারগণ আমার নূর হতে।"– মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী

২। গাউছুল আজম শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

قال الله عز وجل خلقت روح محمد صلى الله عليه وسلم من نور وجهى كما
قال النبي اول ما خلق الله نوري

"আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– আমি আমার নিজ জাতের কুদরতী জামালের নূর হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ্ সৃষ্টি করেছি। যেমন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"– ছিররুল আছরার, বাহজাতুল আছরার

৩। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

وَأَمَّا نُورُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ فِي غَايَةِ مِنَ الظُّهُورِ شَرْقًا وغَرْبًا وَأَوَّلُ
مَا خَلَقَ اللهُ نُورَهُ وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ نُورًا

"সৃষ্টির সর্বত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী সত্ত্বাই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রকাশিত। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নূরানী সত্ত্বাকে সর্বাগ্রে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে তাঁকে নূর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।"– মাওজুয়াতুল কবীর

৪। হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সূত্রে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي أَوَّلِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَحَاصِلُهَا كَمَا بَيَّنْتُهَا
فِي شَرْحِ شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ أَوَّلَهَا النُّورُ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ، ثُمَّ الْمَاءُ، ثُمَّ الْعَرْشُ

"হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনাগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এর সারকথা, যেমনটি আমি শরহে শামায়েলে তিরমিযি কিতাবে বলেছি– নিশ্চয় এগুলোর মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হলো 'নূর' যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর পানি সৃষ্টি করা হয়, অতঃপর আরশ সৃষ্টি করা হয়।"– মেরকাত শরহে মেশকাত শরীফ

৫। আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

وسمى الرسول نورا لان أول شيء أظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان
نور محمد صلى الله عليه وسلم كما قال أول ما خلق الله نورى

"আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক রেখেছেন 'নূর'। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা তার কুদরতের নূর থেকে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ করেছেন তা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর। যেমন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"– তাফসিরে রূহুল বয়ান শরীফ

৬। হযরত শাহ্ আব্দুর রহীম মুহাদ্দেছ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "আরশ থেকে ফরশ পর্যন্ত উর্ধ্ব জগতের সকল নূরী ফিরিশতা, নিম্ন জগতের সকল সৃষ্টি হাকিকতে মুহাম্মাদী থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী– সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার নূর সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকেই সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় মাহবুবকে লক্ষ্য করে বলেন– আমি আপনাকে না সৃষ্টি করলে কিছুই সৃষ্টি করতাম না এবং আমার প্রভূত্বও প্রকাশ করতাম না।"– আনফাছে রহিমিয়্যা

৭। আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

بدانك اول مخلوقات وواسطہ صدور کا ئنات وواسطہ خلق عالم وادم
علیہ السلام نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ست چنانچہ حدیث در در
صحیح دار دشدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری وسائر مکونات علوی
وسفلی ازاں نور وازاں جوھر پاك پیدا شدہ۔

"জেনে রাখুন, সর্বপ্রথম সৃষ্টি এবং সকল মাখলুকাত তথা আদম সৃষ্টিরও একমাত্র মাধ্যম নূরে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা, সহিহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে–

اول ما خلق الله نوری

'আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন।' এবং উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের সবই তাঁর নূর মুবারক ও মৌলিক সত্ত্বা থেকেই সৃষ্ট।"– মাদারেজুন্ নবুয়াত

৮। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ إِذَا تَكَلَّمَ رُؤِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ.

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– যখন আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলতেন তখন তাঁর সামনের দুই দাঁতের ফাক দিয়ে নূর বের হয়ে যেত।"– সুনানে দারেমী শরীফ

৯। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَن عَائِشَة قَالَت كنت أخيط فِي السحر فَسَقَطت مني الابرة فطلبتها فَلم أقدر
عَلَيْهَا فَدخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فتبينت الإبرة بشعاع نور وَجهه

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি শেষ রাতে সাহরীর সময় কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁত থেকে সুঁই পড়ে গেল। অনেক খুঁজাখুঁজির পরেও সেটি পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন এবং তাঁর মুখমন্ডলের নূরের আলোতে সেই সুইটি দৃষ্টিগোচর হলো।"– খাছায়েছুল কুবরা

১০। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَن ابي قرصافة قَالَ بَايعنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انا وامي وخالتي فَلَمَّا رَجعْنَا قَالَت لي امي وخالتي يَا بني مَا رَأينَا مثل هَذَا الرجل أحسن وَجها وَلَا أنقى ثوبا وَلَا ألين كَلَاما ورأينا كَأَن النُّور يخرج من فِيهِ

"হযরত আবু কিরছাফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি, আমার মা ও আমার খালা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বায়াত গ্রহণ করলাম। অতঃপর আমরা যখন ফিরে আসলাম তখন আমার মা ও খালা বললেন, হে বৎস! আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো এমন সুশ্রী, সুভাষী ও নম্রভাষী কাউকে দেখিনি। যখন তিনি কথা বলতেন তখন আমরা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নূর বের হতে দেখতাম।"– খাছায়েছুল কুবরা

১১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَلَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি। যেন তাঁর চেহারা মুবারক থেকে সূর্যের আলো বের হয়ে আসছে।"– শামায়েলে তিরমিযি

১২। ইমাম জালালুদ্দিন সূয়তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

قَالَ ابْن سبع من خَصَائِصه ان ظله كَانَ لَا يَقع على الأَرْض وَأَنه كَانَ نورا فَكَانَ إِذا مَشى فِي الشَّمْس أَو الْقَمَر لَا ينظر لَهُ ظلّ

"হযরত ইবনে সাবা (রহঃ) বলেন– এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁর দেহ মুবারকের ছায়া জমিনে পড়তো না; কেননা নিশ্চয় তিনি ছিলেন নূর। কারণ তিনি যখন হাটতেন তখন চন্দ্র ও সূর্যের আলোতে তাঁর ছায়া পড়তো না।"– খাসায়েসুল কুবরা

১৩। ইমাম আজম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন–

انت الذى لو لاك ما خلق امرء * كلا ولا خلق الورى لو لاك

"ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি না হলে কোন ব্যক্তিই সৃষ্টি হতো না, আপনি না হলে কোন মাখলুকই সৃষ্টি হতো না।"– কাসিদায়ে নু'মান

ইমামে আজম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দৃষ্টিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় মাটি সৃষ্টি হয়েছে, মাটি দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সৃষ্টি করা হয় নি।

উল্লেখিত দলিল প্রমাণে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর নূর থেকে সর্বপ্রথম 'নূরে মুহাম্মাদী' সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতের আইম্মায়ে কিরামের সকলেই একমত। আমরাও একমত পোষণ করি যে, 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নূরের সৃষ্টি, নূরের নবী'। এটা হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আমাদের মত মানুষ?

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আমাদের মত মানুষ? নিশ্চয়ই নয়। হাবীবুল্লাহ্ আহমাদে মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত মানুষ হতেই পারেন না।

উক্ত প্রশ্নের জবাবে "নূর-ই-মুজাস্সাম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" গ্রন্থে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল হক সাহেব লিখেছেন–

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একদল দুশমন قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ এ আয়াত শরীফের মাধ্যমে দলিল দিয়ে বলে থাকে, শুধু বলেই না বরং জোর কণ্ঠে দাবি করে থাকে– রাসূল আমাদের মতই মানুষ। এটা তো কুরআন দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত আছে, তারা কিন্তু আয়াতের ওহী প্রদানের অংশ উল্লেখ করে না। এ উপমহাদেশের ওয়াহাবীদের নেতা ইসমাঈল দেহলভী 'তাক্ভীয়াতুল ঈমান' এর ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– হযরতের তাযীম বড় ভাইয়ের সমান কর্তব্য। খলিল আহমদ আম্বটভী 'বারাহীনে কাতেয়া' কিতাবের ৩ ও ৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– "হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি আদমের সমান।" এ সমস্ত হলো ঈমানের পরিপন্থি কথা। বহুবার এ আক্বিদার খন্ডন করা হয়েছে। যাঁরা বিশদভাবে জানতে ইচ্ছুক তারা বইগুলো পাঠ করতে পারেন। একজন সম্রাট কখনো একজন মুচি বা মেথরের সমান হতে পারে না, যদিও আকৃতিতে উভয়ই এক। প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। আর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তুলনা সম্রাট কেন, কোন মানুষের সাথেই হতে পারে না। তিনি নূর-ই-বাশার। তাঁর নূরের অভিব্যক্তি বিশ্ব-সৃষ্টি। স্বয়ং তাঁর উক্তি হলো–

ক) لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ আমি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির মত নই।

খ) اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে কোন দিক হতে তুল্য নই।– মুসলিম শরীফ

গ) اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ আমি তোমাদের মত নই।– মুসলিম শরীফ

ঘ) اَيُّكُمْ مِثْلِىْ তোমাদের মধ্যে কে আমার মত?

ইমাম কাসতালানী (রহঃ) মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়ার প্রথম খন্ডে ৪৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় মাক্সাদে উল্লেখ করেন–

اِعْلَمْ اَنَّ كَامِلُ الْاِيْمَانِ بِهٖ ﷺ الْاِيْمَانُ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ خَلْقَ بَدَنِهِ الشَّرِيْفِ عَلٰى اَنَّ اللّٰهُ لَمْ يَظْهَرْ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ خَلْقُ اٰدَمِيٍّ مِثْلَهٗ الخ

"অবগত হও, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কামাল-ই ঈমান এই যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ঈমান রাখতে হবে যে, তিনি স্বীয় হাবীবের বদন মুবারককে এমন গঠনে গঠন করেছেন যে, তাঁর পূর্বে অনুরূপ গঠনের কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করেনি বরং তাঁর পরেও জন্মগ্রহণ করবে না।"

তাঁর হাকীকতের পূর্ণ বিকাশ ঘটল শবে মি'রাজে। সৃষ্টির প্রথম হতে, দুনিয়ায় শবে মি'রাজে আল্লাহ্র দীদার এবং আখিরাতে মাকাম-ই-মাহমুদ লাভ করবেন ইত্যাদি বিষয়গুলোর সূক্ষ্ম বিচারপূর্বক সুন্নী জামায়াত قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আয়াতাংশের এক তাফসীর এরূপ করেন– আল্লাহ্ স্বীয় হাবীবকে তালীম দিচ্ছেন যে, আপনি এমন নির্বোধ কতিপয় অযৌক্তিক ও অলীক কথার উত্তরে চরম বিনয়ের সাথে বলে দিন যে, আমি তোমাদের মত মানুষ বৈ নই। বহু ক্ষেত্রে চাকরকে বিনয়ের সাথে বলে থাকে- আমিও তো তোমারই মত একজন ভৃত্য। এতে মুনিবের মর্যাদা আদৌ কমে না বরং বিনয় ও দীনতা প্রকাশ এক মহিমার আভায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। এতে তাঁর ঐ সমস্ত গুণের আদৌ ক্ষীয়তা প্রকাশ পায় না। তিনি হলেন ওহীর আধার। তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলী বর্ণনার অতীত, শুধুমাত্র তাঁর শরীর মুবারকের জ্যোতির্লিখার ক্ষণিক একটু পরিচয় এখানে দেয়া হলো।

অত্র কিতাবের ৬৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মু'জিযার বর্ণনা পাঠ করলে বুঝা যাবে যে, নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মত মানুষ নন।

আশেকের বাণী ঃ

"খোদা জানে মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কো,
মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানে খোদা কো।"

"খালিক ও মালিক মহান আল্লাহ্ই জানেন নুরনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে, আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই জানেন আল্লাহ্ তা'য়ালা-কে।"

আল্লাহ্পাক তাঁর হাবিবকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কি গুণাবলী তাঁকে দান করেছেন, কি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠত্বদান করে নিজ হাবিব (বন্ধু)-কে কিভাবে সাজিয়েছেন তা তিনি যেভাবে জানেন এমনটি আর কেউই জানেন না। তেমনিভাবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মহান বন্ধু আল্লাহ্-কে যেমনিভাবে চিনেন, জানেন; অন্য কেউ তেমনিভাবে জানেন না, চিনেন না। এটাই স্বাভাবিক।

"ইয়া ইলাহি রহম ফরমা মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি ওয়াস্তে,
ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করম কিযিয়ে খোদা কি ওয়াস্তে।"
আমিন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

হাকীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[উদ্বৃতি : হাকীকত খনি ও নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম– সার-সংক্ষেপ।]

হাক্বীকাত এর সংজ্ঞা ঃ

হাক্বীকাত অর্থ মূলরূপ, স্বরূপ, মূল পদার্থ, মৌল পদার্থ, সত্য। কোন বস্তুর হাক্বীকাত এর শেষ সীমা ও এর মূলরূপ। কাজেই হাক্বীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলো হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মূল বা আদিরূপ। তাঁর আদি হাক্বীকাত হলো নূর এবং ঐ হাক্বীকাতের প্রকাশ হলো তাঁরই নূরের প্রকাশ।

অপরাপর যত হাক্বীকাত আছে, সব হাক্বীকাতের মূল হলো– হাকীকাত-ই-মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাকীকাত-ই-মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকাশ হতে অপরাপর হাকীকত সমূহের প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যা মওজুদ ছিল তা ছিল ঐ নূর-ই-মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যদিও ঐ নূর ঐ সময়ে ছিল আল্লাহ্ তা'য়ালার জামাল-জালালের ছায়া। তাঁর কিবরীয়ায়ী ও আযমতের ছায়া। এমন ইঙ্গিত বহন করে হাদীস শরীফে–

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।" অতঃপর ঐ নূর হলো সকল নূরের মূল।

ইমাম-ই-রব্বানী শেখ আহমাদ ফারুকী (রহঃ) বলেছেন– তোমরা জ্ঞাত হও, হাকীকত-ই-মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলো প্রথম প্রকাশ এবং সকল হাকীকতের হাকীকত। আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ও ফিরিশতা-ই-ইযামের যাবতীয় হাকীকত তাঁরই হাকীকতের ছায়া সদৃশ এবং তাঁর হাকীকত হলো– সকল হাকীকতের মূল। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তি– "আল্লাহ্ তা'য়ালা

সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।" তাঁর অপর উক্তি– "আমি আল্লাহ্‌র নূর হতে এবং ঈমানদারগণ আমার নূর হতে সৃষ্টি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যম ছাড়া কেউ মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। কাজেই তিনি হলেন আম্বিয়া ও মুরসালীনের নবী এবং বিশ্বজগতের প্রতি তাঁর প্রেরণ হলো রহমত।

মহা সম্মানিত শব্দ "মুহাম্মাদ" সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

محمد 'মুহাম্মাদ' (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শব্দটির অর্থ হলো অধিকতর প্রশংসিত। محمد শব্দটি احمد শব্দ মূল থেকে উৎকলিত। حمد শব্দের অর্থ কারো উত্তম আখলাক বা চরিত্র, প্রশংসনীয় গুণাবলী, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যকে ভক্তি, ভালোবাসা, মর্যাদা ও সম্ভ্রমের সাথে বর্ণনা করা।

এ মুবারক নামটি আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের সাথে প্রোথিত। আল্লাহ্‌র নাম 'মাহমুদ' তথা সর্বদা প্রশংসিত। এ নাম হতে নিস্পন্ন হলো তাঁর প্রিয় বান্দা ও হাবীবের নাম 'মুহাম্মাদ' তথা অধিকতর প্রশংসিত।

কবি হযরত হামসাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– 'আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করার জন্য হাবীবের নাম নিস্পন্ন করেছেন স্বীয় নাম হতে। কাজেই আরশের অধিপতি হলেন সর্বদা প্রশংসিত এবং হাবীবেপাক সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আরশের অধিপতির দ্বারা বহুল প্রশংসিত।

محمد 'মুহাম্মাদ' (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শব্দের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে–

১) اَلَّذِيْ يُحْمِدُ حَمْدًا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ যে সত্তার, বারবার প্রশংসা করা যায়।

২) اَلَّذِي حَمِدَ حَمْدًا كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ যিনি বারবার প্রশংসিত; যার কোনো সীমারেখা নেই।

৩) مُحَمَّدٌ هُوَ الَّذِيْ كَثُرَتْ خِصَالُهُ الْمَحْمُوْدَةُ যার প্রশংসনীয় গুণাবলী অত্যধিক।– আশ-শিফা শরীফ

এ পবিত্র নামের অঙ্কনে অঙ্কিত হলো মানুষের সুরত। এ মহান নামের উসিলায় দু'আ কবুল হলো আবুল বাশার হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর, এ মহান নামের কালামই সকল নবীর, এ মহান নামের কথাই অবগত ছিল ফিরিশতাকুলের। এ মহান নামের কথা অবগত ছিল সকল ভবিষ্যদ্বিদগণ। এ মহান নামের কথাই জানিয়ে দেয়া হলো তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবকে। এ মহান নামের কথাই জানিয়ে দেয়া হলো তাঁর মাতা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম তাওরাতে 'হামিদ' অর্থাৎ 'প্রশংসাকারী' আর ইঞ্জিলে 'আহমদ' অর্থাৎ অত্যধিক প্রশংসাকারী। এ মহান নামই অঙ্কিত হলো আরশের পায়ায়।

মহাপবিত্র কালিমা ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আমার নূর সৃষ্টির পর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আদেশ করলেন কলমকে আরশের পায়ায় লিখ–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। কলম চারশ বছর পর্যন্ত লিখল এবং তা শুধু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পর্যন্ত লিখল। এক বর্ণনায় এরূপ– কলম لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পর্যন্ত লিখে আরজ করলো– হে রাব্বুল আলামীন ! আপনি বে-মিছাল, আপনার সমকক্ষ কেউ নেই ; আপনার নামের সাথে যে সম্মানিত নামটি বিরাজমান, তা কার নাম? আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন– এটা আমার হাবীব মুহাম্মাদ মুস্তফা এর নাম। তুমি লিখ– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ, অতঃপর কলম আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো ও দীর্ণ হয়ে গেল। সে লিখল– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ঐ মহান নাম অঙ্কিত হলো জান্নাতের পাতায় পাতায়।

হযরত কা'আবুল আহ্বার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

اَنَّ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبٌ عَلٰى سَاقِ الْعَرْشِ وَفِى السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَفِىْ قُصُوْرِ الْجَنَّةِ وَعَلٰى غُرَفِهَا وَعَلٰى نُحُوْرِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَعَلٰى وَرَقِ طُوْبٰى وَسِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَعَلٰى اَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ .

'মুহাম্মাদ' নামটি অঙ্কিত আছে আরশের পায়ায়। সাত আসমানে, জান্নাতের বালাখানা সমূহে, জান্নাতের প্রাসাদসমূহে, ডাগর আঁখি বিশিষ্ট হুরসমূহের কণ্ঠে, তুবা বৃক্ষের পাতায় পাতায়, সিদরাতুল মুনতাহায়। বিশাল পর্দাসমূহের প্রান্তে প্রান্তে, ফিরিশতাদের চক্ষুসমূহে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– শব-ই-মি'রাজ শরীফে যখন আমি আসমানের উপর উপনীত হলাম, তখন এমন কোন আসমান অতিক্রম করলাম না যাতে আমার নাম না লেখা আছে– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এবং আবু বকর আমার পশ্চাতে।– নাসেরুল হাবীব

শব-ই-মি'রাজ শরীফে মাকামে ক্বাবা-কাওসাইনে আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং তাঁকে ডাকলেন–

اُدْنُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ اُدْنُ يَا اَحْمَدُ اُدْنُ يَا مُحَمَّدُ

"হে সৃষ্টির উত্তম, নিকটবর্তী হও, আহমদ নিকটবর্তী হও, হে মুহাম্মাদ, নিকটবর্তী হও'। রোজ হাশরে যখন তিনি মাকাম-ই-মাহমুদে উন্নীত হবেন ও শাফায়াতের

অনুমতির জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালার তরফ হতে খেতাব নামিয়ে আসবে 'মুহাম্মাদ' নামে। এ মহান খেতাবটি এই يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ মুহাম্মাদ, আপনি মস্তক উত্তোলন করুন।"

হাকীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিতি ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচিতির দুটি দিক। যথা– মানবীয় জাহেরী দিক, আর আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণে গুণান্বিত অলৌকিক বাতেনী দিক। হাকীকাতের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বদর্শী, সর্বব্যাপী প্রভৃতি সমস্ত আসমা ও সিফাতের বিকাশস্থল। আল্লাহ্ তা'য়ালা আত্মপ্রকাশের জন্য সৃষ্টিকে সৃজন করার ইচ্ছা করে সর্বপ্রথম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বীয় নূর হতে সৃজন করলেন, তৎপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর হতে অন্যান্য যাবতীয় সৃষ্টিকে সৃজন করলেন। সুতরাং আলমে লাহুতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই মানুষ নামধারী আল্লাহ্ তা'য়ালার একমাত্র প্রতিনিধি।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

خَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِنْ نُوْرِ وَجْهِىْ– يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ وَلَوْلَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرُّبُوْبِيَّاتِ

"আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমার স্বীয় মুখমন্ডলের নূর (প্রতিবিম্ব) হতে সৃজন করেছি। হে মুহাম্মাদ ! যদি আপনি সৃষ্ট না হতেন তবে আকাশমন্ডল সৃজন করতাম না এবং যদি আপনি সৃজিত না হতেন তবে আমার জাত বা সত্তায় নিহিত গুণগরিমা তথা রুবুবিয়াত প্রকাশিত হতো না।"– ছিররুল আছরার

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَقَالَ صلعم اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।"– ছিররুল আছরার

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَنَا نُوْرُ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْئٍ مِّنْ نُوْرِىْ

"আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার নূর বা প্রতিবিম্ব এবং সমস্ত বস্তু আমার নূর (প্রতিবিম্ব) হতে সৃজিত হয়েছে।"– আব্দুর রাজ্জাক

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاَنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ

"আমি আল্লাহ্র নিকট শেষ নবীরূপে নির্ধারিত ছিলাম, যখন আদম আলাইহিস সালাম তাঁর মাটি-কর্দম অবস্থায় গঠিত হচ্ছিলেন।"– মিশকাত শরীফ

এ হাদীস সমূহের আলোকে বুঝা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাকীকাতের দিক দিয়ে সৃষ্টি জগতের কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছেন। সময় ও স্থানের সঙ্কীর্ণতার গন্ডির উর্ধ্বে থেকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা তার হাবীবের উপস্থিত থাকার, সবকিছু দর্শন ও শ্রবণ করার ক্ষমতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেছেন, তা নচেৎ তিনি সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের সকল প্রকার কার্যকলাপের সাক্ষ্যদাতা কিছুতেই হতে পারেন না। অন্য কথায়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাকীকাতের দিক দিয়ে ছিলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার নূরের প্রতিবিম্ব এবং সমস্ত আসমা ও সিফাতের ধারক ও বিকাশস্থল এবং একেই বলে হাকীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হাকীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে এরূপ অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছেন যেরূপ পানি বৃক্ষের প্রতিটি অঙ্গে অন্তর্নিহিত থাকে। পানি ছাড়া যেরূপ কোন বৃক্ষের অস্তিত্ব টিকে থাকতে পারে না, তদ্রূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকীকাতের রহমত-নূর ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তু টিকে থাকতে পারে না। কোন বস্তুর মধ্য হতে যদি তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) অন্তর্নিহিত অবস্থা (রহমত-নূর) চলে যায়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

"আল্লাহ্ তা'য়ালার আবরণ হচ্ছে নূর। তিনি যদি এই নূরকে অপসারিত করতেন তাহলে তাঁর সত্তার (জাতপাকের) প্রখরতা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে জ্বালিয়ে ফেলতো।"– মুসিলম শরীফ

এই নূর বা আবরণই হচ্ছে হাকীকাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যা স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আবরণ স্বরূপ। এই নূরের আবরণ দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্ তা'য়ালার সত্তার প্রখরতা ও তেজস্বিতা হতে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। তিনি যদি এই নূরকে অপসারিত করতেন তবে সমস্ত সৃষ্ট বস্তু নিমিষেই ভস্মীভূত ও অস্তিত্বশূন্য হয়ে যেত।

নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ প্রদত্ত 'আল্লাহ্র তাজাল্লীর' মাধ্যমে বিশ্বের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী দেখতে ও শুনতে সক্ষম। এ যান্ত্রিক যুগে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় টেলিভিশন, টেলিফোন তথা বহুবিদ মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা হাজার হাজার মাইল দূরের ব্যক্তি ও বস্তুকে দেখতে পাই, তাদের কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গিমা সবকিছু দেখতে ও শুনতে পাই, তাহলে যেই রহমতের নবীর কলবরূপ টেলিভিশনে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাজাল্লী সর্বক্ষণ বিরাজমান, তিনি যে বিশ্বের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু আল্লাহ্র ইচ্ছায় দেখতে, জানতে ও শুনতে সক্ষম, তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? এ পৃথিবীর একশত বৎসর পূর্বের দৃশ্য আর

বর্তমান প্রেক্ষাপট এক নয়। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে প্রযুক্তির এ সকল উপকরণের আরও অগ্রগতি হবে। তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য হলেও নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকীকাত মানব জাতি জানতে পারবে, বুঝতে পারবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাকীকাতের সূক্ষ্মতার কাছে স্থান ও কালের দূরত্ব ও ভূত-ভবিষ্যতের দৌরাত্ম্য নাই, সবকিছুই চির-বর্তমান। আল্লাহ্‌র তাজাল্লীই হলো– তাঁর শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি।

বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য স্থুলবস্তু ও সূক্ষ্মবস্তুর শক্তির মধ্যে যে বিরাট তারতম্য তা জানা প্রয়োজন। স্থুলবস্তু সময় ও স্থানের প্রভাবের অধীন, আর সূক্ষ্মবস্তু এর প্রভাবমুক্ত। একটি পরমাণু একটি পর্বত অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। একটি বিমান স্থুল দেহ নিয়ে কখনো আকাশে উড়তে পারে না, অতি অল্প সময়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু পেট্রোলিয়াম উৎপাদিত গ্যাসের সূক্ষ্ম শক্তির সাথে সন্নিবেশিত হলে আকাশে উড়তে ও দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সকল সৃষ্টির মূল ও আল্লাহ্ তা'য়ালার সমস্ত আসমা ও সিফাতের ধারক ও বাহক, তার পক্ষে একই সময় স্বর্গ, মর্ত, আকাশ, পাতালের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া-আসা, উপস্থিত থাকা, দর্শন ও কথোপকথন সব কিছুই করা সম্ভব। অনেক লোকের এক সঙ্গে মৃত্যু হলে তাদের কবরে একই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাজির হওয়া সম্ভব।

হযরত শায়খ নুরুদ্দীন আলীউল হালাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর 'তানবিরুল হালাক' কিতাবে অনেক হাদীস ও আউলিয়াদের বাণী উদ্ধৃত করে বলেছেন– "অতএব প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পর জান্নাতের উচ্চতম মাকামে এবং দরজায়ে উসিলাতে উন্নীত হয়েছেন। (যদিও তাঁর জড় শরীর অক্ষত অবস্থায় রওজা শরীফেই আছে)। উক্ত দরজায়ে উসিলাতে আল্লাহ্‌পাক তাঁকে এমন প্রশস্ততা দান করেছেন যে, তিনি (তাঁর রূহ আকৃতি ধারণপূর্বক) অবাধে আকাশ-পাতাল ও জল-স্থলের যেখানে যখন ইচ্ছা ভ্রমণ করতে পারেন। সেই স্তর এরূপ সর্বভেদী যে, যে কেউ যে কোন স্থান হতে তাঁকে ডাক দিলে তিনি তার জবাব দিতে পারেন। আল্লাহ্‌পাকের কাছে অন্বেষণ করলেও সেখানে তাঁকে উপস্থিত পাওয়া যাবে। তাঁকে রওজা শরীফে খুঁজলে অথবা সালাম দিলেও তাঁকে পাওয়া যাবে। প্রত্যেক অন্বেষণকারী তার অন্বেষণে, প্রত্যেক চিন্তাকারী তার চিন্তায়, প্রত্যেক আরেফ তার কলবের মধ্যে তাঁকে পেতে পারেন।"

নামাযে সালাম ঃ

সারা পৃথিবীর মুসলমান নামাযে আত্ত্বাহিয়্যাতু'র মধ্যে চুপে চুপে বলে– 'আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবীয়ূ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ' অর্থাৎ 'হে নবী আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।' নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সকলের নিকট উপস্থিত থেকে এ সম্বোধন শুনতে যদি না পান তবে এরূপ সম্বোধনের সার্থকতা কোথায় ? প্রমাণিত হলো, নিশ্চয়ই তিনি সকলের নিকট একই সময়ে উপস্থিত থাকতে ও শ্রবণ করতে সক্ষম। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে বিশ্বব্যাপী আছেন।

হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন– "এই সম্বোধন করার কারণ এই যে, হাকীকাতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃজনের ও অস্তিত্বের প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে নিহিত আছে ; সুতরাং **মুসল্লীর সর্বশরীরের প্রতিটি বিন্দুর সাথে যে তাঁর হাকীকাত বিদ্যমান তা স্মরণে রেখে মুসল্লী ঐরূপ সম্বোধন করবে।**

আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অলৌকিক শক্তির অধিকারী

আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী তা প্রমাণ করার জন্য নিম্নের হাদীস শরীফগুলো পাঠ করলেই স্পষ্ট হবে।

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَ مَغَارِبَهَا

"আল্লাহ্ তা'য়ালা সমস্ত পৃথিবীকে আমার জন্য সংকুচিত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি এর সমস্ত পূর্ব ও পশ্চিম (এক নজরে) দেখতে পাই।"– মুসলিম শরীফ

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ رَفَعَ لِى الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَاهُوَ كَائِنٌ
فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذِهٖ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবীকে আমার চোখের সামনে এরূপভাবে রেখেছেন যে, আমি সমগ্র পৃথিবীকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে যা কিছু সৃজিত হবে তার সব কিছুকে এমনভাবে দেখি যে তা সবই আমার এই হাতের তালুর মধ্যে।"– তিবরানী শরীফ

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মধ্যম ও তর্জনীত অঙ্গুলী দেখিয়ে বলেন–

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰتَيْنِ

"আমি এবং কিয়ামত এরূপ পাশাপাশি প্রেরিত হয়েছি।"– মুসলিম শরীফ

জ্ঞাতব্য ঃ বিশেষভাবে স্মরণীয় ! অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য সৃষ্টজীব বা বস্তুর নিজস্ব কোন শক্তি নেই, নিজস্ব সত্তার দিক দিয়ে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম ও অসহায় ; তাদের প্রতিটি কাজে তারা

সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও দানের মুখাপেক্ষী এবং তাদের দ্বারা যে সকল অসাধারণ ঘটনা (মু'জিজা বা কারামত) সংঘটিত হয়েছে তার জন্য তারা নিজস্ব শক্তি বা গুণের গর্ব বা ফখর না করে তা তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অযাচিত, অহেতুক দান বলে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

৪। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উচ্চ পদ মর্যাদার উল্লেখ করে বলেন–

اَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَافَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَافَخْرَ وَ اَنَا اَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَافَخْرَ
وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُّحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللّٰهُ لِىْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِىْ
فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَافَخْرَ وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَلَافَخْرَ

"আমি আল্লাহ্‌র সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু, কিন্তু এতে আমার ফখর বা গর্বের কিছু নেই ; আমি কিয়ামতের দিন প্রশংসার পতাকা বহন করবো এবং আদম আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য সকল এর নিচে থাকবে কিন্তু এতে আমার গর্বের কিছুই নেই ; এবং কিয়ামতের দিন আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে, কিন্তু এতে আমার গর্বের কিছুই নেই ; আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা নাড়া দিব এবং আল্লাহ্ আমার জন্য তা খুলে দিবেন ও আমি দরিদ্র ঈমানদারগণ সহ এতে প্রবেশ করবো ; কিন্তু এতে আমার গর্ব করার কিছুই নেই ; এবং আমি প্রথম ও শেষ যুগের সকল লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত কিন্তু এর জন্য আমার গর্বের কিছুই নেই।"– তিরমিযী শরীফ

৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানের বাণী দ্বারা মহাসত্য প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ، وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ع

"হে নবী আপনি বলুন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া নিজের জন্য কোন প্রকার ভালো-মন্দ করার ক্ষমতা আমার নেই এবং যদি আমি গায়েব (ভবিষ্যৎ) জানতাম (আমার নিজস্ব কোন শক্তি থাকতো) তবে প্রচুর মঙ্গল আমি লাভ করতাম ও কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।"– কুরআন (৭ঃ১৮৮)

এই আয়াত শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজস্ব ক্ষমতার অস্বীকৃতি রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অর্থাৎ আল্লাহ্ শক্তি দান করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিবলে তিনি যে নিজের উপকার বা অপকার করতে পারেন, তার স্বীকৃতি রয়েছে।

লোহা আগুনের মধ্যে স্থাপন করলে যেরূপ তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে আগুনের রং ও গুণ দ্বারা বিভূষিত হয় তেমনি নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রেম আগুনে ঝাঁপ দিয়ে স্বীয় অস্তিত্ব (নিজস্ব গুণ ও শক্তির ধারণা) পূর্ণভাবে বিলীন করে

আল্লাহ্‌র গুণ ও ক্ষমতায় বিভূষিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাফত লাভ করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গুণ ও ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে, সুতরাং তাঁর দেখা, শোনা, বলা বা করা আল্লাহ্‌র দেখা, শোনা বা বলার নামান্তর।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– "আমি আমার বান্দার জন্য যাহা ফরজ করেছি তা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ইবাদত নাই যা দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে, (আমার আদিষ্ট সমস্ত ফরজ আদায়ের পর) বান্দা নফল ইবাদতের দ্বারা আমার আরও নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, যখন আমি তাকে খাছভাবে ভালোবাসি এবং এ অবস্থায়–

فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا (البخارى)

"আমি তার শ্রবণ শক্তি হয়ে যাই যা দ্বারা শ্রবণ করে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে ; তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে ; তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলাফেরা করে।"– বুখারী শরীফ

এই হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, একজন সাধারণ লোকও তার আমলের দ্বারা যখন আল্লাহ্‌র ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হয়, তখন আল্লাহ্‌র তাজাল্লাই তার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ধারণশক্তি, ও চলনশক্তি হয়ে যায় ; সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা 'হাবিবুল্লাহ্' উপাধি দান করতঃ সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ্‌র তাজাল্লীই যে তাঁর শ্রবণ, দর্শন, ধারণ ও চলনশক্তি ছিল তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমাদের আক্বীদা ঃ

আমাদের আক্বীদা হলো– **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সর্বদর্শী, সর্বব্যাপী প্রভৃতি মহাগুণে বিভূষিত হয়েছেন যার তুলনা নেই।**

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

হাকীকাতে আহমাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[উদ্বৃতি : আল্লাহপ্রাপ্তির সোজা পথ, নূরে মুজাস্‌সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম– সার-সংক্ষেপ।]

احمد (আহমদ) হলো ইসমে তাফযীলের ছীগা, এর অর্থ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী। শামায়েলে মুহাম্মাদীতে احمد এর অর্থ লিখিত আছে– اَحْمَدُ الْحَامِدِيْنَ لِرَبِّهٖ আহমদ স্বীয় প্রতিপালকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী।

আল্লাহ্‌র এক নাম আহাদ (احد) এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক নাম আহমদ (احمد); হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহমদ নামের মধ্যে শুধু মিম অক্ষর বেশি আছে। 'আহাদ' ও 'আহমদ' প্রায়ই কাছাকাছি, মাত্র একটা মিম এর বা মাখলুকের পর্দা উভয়ের মধ্যে টানা রয়েছে। আল্লাহু তা'য়ালা ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে খালেক ও মাখলুকের পার্থক্য রয়েছে। এটা আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ করুণা। তাঁরই ইচ্ছা, তাঁরই দয়া। এই মোকামটি অতি নিগূঢ় ও রহস্যপূর্ণ।

আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারীদের মধ্যে তিনিই হলেন চরম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী। নূরের জগতে যখন তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ পায়, তখন তিনি ঐ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় ও প্রশংসাকরণার্থে বলেছিলেন– 'আল-হামদুলিল্লাহ্, সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র।' এটা দ্বারা প্রারম্ভ সূরা-ই-ফাতিহা। ঐ সূরা তাঁর উপর নাজিল করা হলো দু'বার। অতঃপর তিনিই শুধু নন, তাঁর উম্মতও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে দৈনন্দিন প্রতি নামাযের প্রতি রাকাআতে তা পাঠ করে। সূরা-ই-ফাতিহা আর কোন নবীকেও দেয়া হয়নি। মি'রাজেও আল্লাহ্‌র দরবারে তিনি করলেন তাঁর অপরিসীম প্রশংসা। আখিরাতেও তাঁর জন্য উন্মুক্ত করা হলো প্রশংসার বহু দ্বার। রোজ কিয়ামতে তাঁর পতাকার নাম হবে লেওয়া-ই-হামদ। শাফায়াতের 'অনুমতি'র জন্য একমাত্র তিনিই উন্নীত হবেন মাকাম-ই-মাহমুদে। তিনি সে উন্নত মাকামে করবেন স্বীয় প্রতিপালকের এ প্রশংসা যা তিনি তালকীন করবেন তখন। এক কথায় তাঁর প্রশংসায় শরীক কোন নবী বা বনী আদম নয়। এ জন্য তিনি হলেন– মাহমুদ।

আহমাদ 'মাহমুদ' অর্থেও হতে পারে। তখন এর অর্থ হবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে অথবা আসমানী গ্রন্থাবলীতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসিত। যে কোন অর্থই গৃহীত হোক না কেন, মাখলুকের মধ্যে প্রশংসায় তাঁর শরীক কেউ নেই। এ কারণেই তিনি অভিহিত হলেন– আহমাদ ও মুহাম্মাদ এই দুই নামে। এ কারণেই সকল নাম অপেক্ষা এ দুই নামের গুরুত্ব ও ফজিলত বেশি। এ দুই নামে নামাঙ্কিত করা কর্তব্য।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنِّيْ أَلَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ لَا أُدْخِلُ النَّارَ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَلَا مُحَمَّدٌ

"নিশ্চয়ই আমি আমার উপর কসম করেছি যে, যার নাম আহমাদ তাকে আমি দোযখে দাখিল করবো না এবং যার নাম মুহাম্মাদ তাকেও (দোযখে দাখিল করবো) না।"

مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَحَضَرَ عَلَيْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ إِلَّا قَدَّسَ اللّٰهُ ذَالِكَ الْمَنْزِلَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ۔

"এমন কোন দস্তরখানা (তৈয়ারী খানা আহারের জন্য) স্থাপিত হয় না। অতঃপর তাতে উপস্থিত হয় এমন ব্যক্তি যার নাম মুহাম্মাদ অথবা আহমাদ কিন্তু আল্লাহ্ ঐ গৃহকে

প্রতিদিন দুইবার পবিত্র মন্ডিত করে থাকেন। ইমাম মুহাম্মাদ যুরকানী (রহঃ) বলেছেন– তাঁর নাম আসমানে আহমাদ জমিনে মুহাম্মাদ আর জমিনের নিচে মাহমুদ। তাঁর নাম সমুদয় অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

বাহ্য জগতের হিসেবে তাঁর নাম মুহাম্মাদ, আত্মিক (রুহানী) জগতের হিসেবে তাঁর নাম আহমাদ। হাকীকাতে মুহাম্মাদী দেহের ন্যায়, হাকীকাতে আহমদী প্রাণের ন্যায়। মুহাম্মাদ অর্থ চরম প্রশংসিত এবং আহমদ অর্থ চরম প্রশংসাকারী। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন চরম প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনি তিনিও আবার আল্লাহ্ তা'য়ালার চরম প্রশংসাকারী। চরম প্রশংসিত একমাত্র তিনিই হতে পারেন যার মধ্যে চরম পূর্ণতা আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালার সিফাত পূর্ণভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে বলেই তিনি আল্লাহ্পাকের পূর্ণতম খলিফা বা প্রতিনিধি।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র চরম প্রশংসা কেবল মাত্র তিনিই করতে পারেন, যিনি তাঁর পরিচয় ও স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন। সুতরাং তাঁর আহমাদ (চরম প্রশংসাকারী) নাম দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র পূর্ণ পরিচয় ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। স্বীয় পূর্ণ পরিচয় ও স্বরূপের জ্ঞান হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেয়ার জন্যই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে সশরীরে মি'রাজের রাতে নিজের এরূপ ঘনিষ্ঠতম নৈকট্য দান করেছিলেন যা কোন সৃষ্ট জীবের ভাগ্যে কখনো জোটে নাই।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনুকের দুটি জ্যা হতেও তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়েছেন–

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"তিনি তাঁর প্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন।"– কুরআন (৫৩ঃ১৮)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন্ নাবিয়্যিন-শেষ নবী

খাতামুন নাবিয়্যিন ঃ

খাতামুন্ নাবিয়্যিন অর্থ সর্বশেষ নবী। خَاتَمَ শব্দটি খাতামুন (خَتَمَ) থেকে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ মোহর লাগানো, শেষ করা, সমাপ্ত করা। কারণ, কোন কিছু লেখার শেষেই মোহর মারা হয়। খাতাম, যা দ্বারা লেখার সমাপ্তি বুঝা যায় অথবা পার্সেল বন্ধ করার পর মোহর লাগানো হয়। যাতে ওখানে অন্য কিছু ঢুকানো না যায় এবং ভিতরের কিছু বেরও করা না যায়। এ জন্য কোন কিছুর সমাপ্তিকে খতম বলা হয়।

কুরআন শরীফের আলোকে শেষ নবী ঃ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শেষ নবী ঘোষণা করে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ، وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ع

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয় ; তবে আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"– কুরআন (৩৩ঃ৪০)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী ; তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না– এ বিষয়টি আল-কুরআনের এই আয়াত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালত বিশ্বজনীন, সকলের জন্য পরিব্যাপ্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"বলুন, হে মানুষ ! আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্র রাসূল।"– কুরআন (৭ঃ১৫৮)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

"আর (সম্মানিত হাবিব) আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।"– কুরআন (৩৪ঃ২৮)

৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ،

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।"– কুরআন (৫ঃ৩)

কুরআন শরীফের আয়াতাংশে 'খাতামান্ নাবিয়্যীন' শব্দটি শুধু নবুয়্যাতের শেষকেই নয় ; বরং নবুয়্যাতের পরিপূর্ণতাকে নির্দেশ করে। কুরআন শরীফের সকল ভাষ্যকার এ বিষয়ে একমত যে, 'খাতামুন নাবিয়্যিন' বিশিষ্টার্থক শব্দ সমষ্টির অর্থ হচ্ছে– নবী আলাইহিস সালামগণের মধ্যে শেষ নবী। তাফসীর গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ' এ বর্ণিত আছে– "খাতামুন নাবিয়্যিন' এর অর্থ সকল নবী আলাইহিস সালাম এর মধ্যে সর্বশেষ নবী।

'আল-বাহার আল মুহীত' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে– এর অর্থ এই যে, তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তাফসির গ্রন্থ মা'আলিম আল তানযীল এ বর্ণিত আছে– 'খাতাম' অর্থ তাদের মধ্যে অর্থাৎ নবীদের মধ্যে শেষ। এভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নবুয়্যাতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তারপর আর কোনো নবী আসবেন না। হাফিজ ইবনে কাছির বলেন– এই আয়াত এই সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর আর কোনো নবী আসবেন না।

এ সম্পর্কে এক বিপুলসংখ্যক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ও তাবেঈনদের মাধ্যমে বহু সহীহ হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা শাহাবুদ্দিন সাইয়াদ মাহমুদ তাঁর 'রুহুল-মা'আনী' গ্রন্থে লিখেছেন– 'যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ নবী হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তারা কাফের এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হবে।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা জানা যায়–

ক) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীন পূর্ণাঙ্গ। আর দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার পর কোন নবীর প্রয়োজন নেই।

খ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পূর্বের সকল নবীকে স্বীকার করেন ;কিন্তু কোন নতুন নবীর আগমনের সংবাদ তিনি দেননি। যদি তাঁর পরে কোন নবী আসতেন তাহলে তিনি তার খবর দিতেন।

গ) তিনি সকল নবী এবং তাঁদের উম্মতগণের সাক্ষী। কিন্তু কোন নবী তাঁর এবং তাঁর উম্মতের সাক্ষী নয়। এতে বুঝা যায়, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

ঘ) সকল নবী তাঁর পূর্বে চলে গেছেন, আর কোন নবী অবশিষ্ট নেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবীগণ, তাবিঈগণ এবং ইমামগণ خَتَمَ শব্দটি সর্বশেষ ও সমাপ্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন।

কুরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে একই অর্থে 'খাতাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ

"আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দিব।"– কুরআন (৩৬ঃ৬৫)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"আল্লাহ্ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআজাব (অর্থাৎ সৎপথ পাওয়ার জন্য তাদের অন্তর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে)।"– কুরআন (২ঃ৭)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ،

"এবং তিনি তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন। তার চোখে তিনি পর্দা এঁটে দিয়েছেন।"– কুরআন (৪৫ঃ২৩)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ

"তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করান হবে।"– কুরআন (৮৩ঃ২৫)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ، وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ،

"এর মোহর মিসকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।"– কুরআন (৮৩ঃ২৬)

হাদীস শরীফের আলোকে শেষ নবী ঃ

১। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ
وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا وَاُرْسِلْتُ
اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَّخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ -

"সকল নবীদের উপর আমাকে ছয়টি কারণে বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাকে পরিপূর্ণ কথা প্রদান করা হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য গণিমত হালাল করা হয়েছে। আমার জন্য জমিনকে পবিত্র এবং নামাযের স্থান স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আমি সমগ্র জাহানে আল্লাহ্ ছাড়া সবার রাসূল হয়েছি আর আমার মাধ্যমে নবী আসা বন্ধ হয়েছে।"– মুসলিম শরীফ

২। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا شَافِعٌ
وَّمُشَفَّعٌ وَلَا فَخْرَ -

"আমি সমগ্র রাসূলদের নেতৃত্বদানকারী। আমি সকল নবীদের শেষ। এটা আমার গর্ব নয়। আমি সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী এবং সবার পূর্বে আমার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। এটা আমি গর্ব করে বলছি না।– বায়হাকী শরীফ

৩। হযরত ইরবায বিন সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنِّيْ مَكْتُوْبٌ عِنْدَ اللّٰهِ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِنْ آدَمُ لَمُنْجَدِلٌ فِيْ طِيْنَتِهِ -

"নিঃসন্দেহে নিশ্চিতভাবে আমি আল্লাহ্‌র নিকট লাওহে মাহফুযে সর্বশেষ নবী হিসাবে লিখিত ছিলাম আর সে সময় আদম মাটির মধ্যে ছিলেন।"– ইবনে হাব্বান, মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী শরীফ

৪। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টির তাকদীর লিখেছেন আর তার আরশ পানির উপর ছিলো। এসব লেখায় লিপিবদ্ধ ছিলো মুহাম্মাদ খাতামুন্ নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৫। হযরত আবুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

أَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ

"সর্বপ্রথম রাসূল হযরত আদম আলাইহিস সালাম আর সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।"– তিরমিযী শরীফ

৬। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِيْ -

"নবীগণ বনী ইসরাঈলদের রাজত্ব করেন। যখন একজন নবী তাশরীফ নিয়ে যেতেন, দ্বিতীয়জন এরপর আসতেন। আর আমার পর কোনো নবী নেই।"– বুখারী শরীফ

৭। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ -

"নিশ্চয়ই রিসালত ও নবুয়্যত শেষ হয়ে গেছে। এখন না আমার পরে নবী আছে, না রাসূল।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, মুসলিম শরীফ

৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-

"আমার পর যদি কেউ নবী হতো তাহলে ওমর ফারুকই হতো।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী শরীফ

৯। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার ও নবীগণের নীতিগর্ব রূপ কাহিনী হচ্ছে একটি প্রাসাদের মতো যা সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে ; কিন্তু নির্মাণের মধ্যে একটি ইটের স্থাপন ফাঁকা রাখা হয়েছে। প্রসাদটির পর্যবেক্ষকগণ চারদিকে ঘুরেফিরে নির্মাণশৈলী দেখে বিস্ময়প্রকাশ করে; কিন্তু তারা ইটের এই ফাঁকা স্থানটি দেখেনি। অতঃপর প্রসাদের ঐ ফাঁকা স্থানটি আমার দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তেমনি আল্লাহ্র পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে দিয়ে পয়গম্বরিত্ব সমাপ্ত করা হয়েছে।"

অপর আরেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমিই হচ্ছি প্রসাদের ইট এবং নবী আলাইহিমুস্ সালামগণের সমাপ্তিসূচক সিলমোহর।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

১০। হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَانَبِيَّ بَعْدِيْ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلٰثِيْنَ -

"অতিসত্তর এ উম্মতের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন মিথ্যুক, দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে একজন নবী অথচ আমি সর্বশেষ নবী। আমার পর কোনো নবী নেই।"– আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুসলিম শরীফ

১১। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ مِنْهُمْ مُسَيْلِمَةُ وَالْعَنْسِيُّ وَالْمُخْتَارُ-

"কিয়ামত ততোক্ষণ সংঘটিত হবে না, যতোক্ষণ না ত্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তন্মধ্যে, মুসায়লামা, আসওয়াদ আনসী এবং মুখতার সাকাফীও রয়েছে।"– মুসনাদে আবু ইয়ালা

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সকল নবী ও রাসূলদের মধ্যে শেষ নবী ও রাসূল এবং তাঁরপর আর কোনো নবী ও রাসূল পৃথিবীতে আগমন করবেন না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস সম্পর্কে এখানে একটি বিষয়ে স্পষ্ট করা প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাম এর পৃথিবীতে অবতরণ। পৃথিবীর আয়ুষ্কালের সমাপ্তির দিকে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারী হিসেবেই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে আলোচনা করতে পারি যে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন তিনিই সর্বশেষ হবেন। যেমন– চন্দ্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়, তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠও বটে, আর সর্বশেষও বটে। পূর্ণ চন্দ্রের পরের অবস্থার আর কোন

অভিসবত্ব নেই, কাজেই পূর্ণ চন্দ্রেই চন্দ্রের শেষ অবস্থা। তাই নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন পূর্ণিমার চন্দ্র, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রিয় পাঠক ! এ কথাটি শতসিদ্ধ যে, কোন সভা বা সম্মেলনের সর্বপ্রধান অতিথিই সর্বশেষে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এ পার্থিব সভায় নবুয়্যত-রিসালতের মঞ্চে সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জনই হলেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর প্রচারিত দ্বীনই একমাত্র দ্বীন, আল-কুরআনই হলো- সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ঐশীবাণী। আর তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। এটাই হলো শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরক্ষর ছিলেন না

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী সকল নবীগণের পবিত্র জীবনের সারাংশ, তাঁর শিক্ষা হলো আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার নির্যাস। তিনি বিশ্বব্যাপী এক সার্বজনীন ও চিরস্থায়ী দ্বীন নিয়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন। সারা মাখলুকের অস্তিত্ব, বাহ্যিক জগত, অদৃশ্য জগত, জাহেরী শক্তি, রূহানী শক্তি তথা সব কিছুর মূল উৎস স্বয়ং রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর নূর সমস্ত কায়েনাতের আত্মা, তার নবুওয়াত সমস্ত নবুওয়াতের রূহ, তাঁর কলব মুবারক সমস্ত কলবের রহস্যের খাযিনা, সমুদয় সৃষ্টির লক্ষ্য 'রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' আর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লক্ষ্য 'আল্লাহ্ তা'য়ালা'।

যিনি সৃষ্টিকুলের মূল, সকল শিক্ষকের শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শদাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি এমনিভাবে যতো রকমের মহৎগুণ হতে পারে সকল গুণীদের মধ্যে তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বলুনতো, কোন্ মহৎ গুণটি তাঁর মধ্যে নেই? কোন্ জ্ঞানের অভাব তাঁর? হ্যাঁ, সর্ব বিষয়ই তিনি হলেন কামেল-পরিপূর্ণ। তাঁকে নিরক্ষর বলা মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। **অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়! তথাকথিত কিছু লেখক, কিছু ভাষাবিদ, কিছু সাহিত্যিক, কিছু পন্ডিত ও কিছু নামধারী আলেম প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিরক্ষর বলেছেন। মনে করি, এটা তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই।** আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) অকাট্য দলিল প্রমাণের মাধ্যমে 'বিশ্ব রহমান মুহাম্মাদ মুস্তফা (স.)' কিতাবে উক্ত ভুল আকিদার সংশোধন করেছেন। উক্ত আকিদা ও

লেখনিই আমার এ বিষয়টি আলোচনার মূল উৎস ও পাথেয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক। এমনকি সকল নবী-রাসূলগণের শিক্ষকও তিনিই।

আল্লাহ্ তা'য়ালাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۙ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۙ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ

"মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানের অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে (হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং তিনি জ্ঞানের পরম পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে পৌঁছেছেন (অর্থাৎ শিক্ষায়-দীক্ষায় তিনি যেই সর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে আরোহণ করেছেন সেখানে আর কোন মানব কখনও পৌঁছতে সক্ষম হবে না)।"– কুরআন (৫৩ঃ৫-৭)

২। আল্লাহ্ তা'য়াল বলেন–

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"এবং আল্লাহ্ আপনার উপর কুরআন ও হিকমত (আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিচিতি ও তাঁর সন্তোষ লাভের জ্ঞান) অবতীর্ণ করেন; (হে নবী) আপনাকে তিনি (আল্লাহ্) শিক্ষা দিয়েছেন, যা কিছু আপনি জানতেন না এবং আপনার প্রতি আল্লাহ্র মহা অনুগ্রহ রয়েছে।"– কুরআন (৪ঃ১১৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ হাবীব-কে ধর্মীয় বিষয়সমূহ, শরীয়তের বিধানাবলী, দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বিষয়, কিতাব ও হিকমতের রহস্যাবলী ও হাকীকতসমূহ তথা সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং যার শিক্ষক তিনি কি নিরক্ষর হতে পারেন? কস্মিনকালেও নয়।

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করতে ও হাত মুবারক দ্বারা লিখতে পারতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়াল বলেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

"হে নবী! এর পূর্বে (কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে) আপনি কোন কিতাবাদি পাঠ করতে জানতেন না এবং ডান হাত দ্বারা লিখতে পারতেন না, যদি পারতেন তবে হয়তো বিরুদ্ধবাদীরা (এ কুরআন আপনার রচিত বলে) সন্দেহ করতে পারতো।"– কুরআন (২৯ঃ৪৮)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন–

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"আপনি আবেদন করুন– হে আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"– কুরআন (২০ঃ১১৪)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ،

"(মিরাজে) তিনি (আল্লাহ্) তাঁর প্রিয় খাস বান্দার নিকট অহি নাজিল করলেন যা তাঁর নাজিল করার ছিল।"– কুরআন (৫৩ঃ৮-১০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যে ইলম দান করেছেন সে বিষয়ে মি'রাজের যে বর্ণনাটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করা হলো–

মি'রাজ রজনীতে রাসূলগণের সর্দার, মুত্তাক্বীগণের ইমাম, রাহাতিল আশেকীন, সিরাজুস সালেকীন, সাইয়্যেদুল মুরসালিন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন ফিরিশতা বা মানুষ কখনো এই স্থান অতিক্রম করেনি এবং করতে পারবেও না। সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী ছিলেন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম। এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় মহাকৌশলীর অপরিসীম লীলা-কুদরত দেখতে পেলেন, জানতে পারলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম দেখালেন জান্নাত-জাহান্নাম, চির প্রবহমান হাওজে কাওসার, রহমতের নহর, আরও কত কিছু।

সিদরাতুল মুনতাহায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বিশাল গরীয়ান পর্দার নিকট পৌঁছলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন– "এ আমার শেষ সীমা। এখন শুধু আপনি ও আপনার রব।" (বিস্তারিত বর্ণনা মি'রাজ অধ্যয় দেখুন)। এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক নূরের মধ্যে মিলিত হয়ে গেলেন। তিনি নূরের রফরফ বা মসনদে আরোহণ করে সত্তর হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমাকে রফরফে স্থাপন করে আরশের দিকে উন্নীত করা হলো। আরশের নিকটবর্তী হলে আমার রসনায় একটি বিন্দু পতিত হলো। ঐ বিন্দুটি এতো মধুর যে, সৃষ্ট জগতের কেউই তদপেক্ষা মধুর বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেনি। আমি সেখানে এমন এক মহান নিদর্শন দেখতে পেলাম যা মানব রসনায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ،

"অতঃপর তিনি (হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর (আল্লাহ্ তা'য়ালার) নিকট হতে এরূপ নিকটতর হলেন যে উভয়ের মধ্যে মাত্র দুই ধনুক পরিমাণ

বা তারও কম ব্যবধান রইলো। তারপর তিনি (আল্লাহ্) তাঁর প্রিয় খাস বান্দার নিকট অহি নাজিল করলেন যা তাঁর নাজিল করার ছিল।"– কুরআন (৫৩ঃ৮-১০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে (হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে) প্রশ্ন করলেন। আমি উত্তর দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। তখন আল্লাহ্ আপন কুদরতি হাত আমার দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে (কাইফিয়তহীন ও সীমাবিমুক্ত) স্থাপন করলেন। সেই স্পর্শের শীতলতা আমি নিজ বক্ষে অনুভব করলাম। **আল্লাহ্ আমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইলম দান করলেন এবং আরও বহু ইলম শিক্ষা দিলেন।** ঐ সমস্ত ইলম হতে– ১) এক শ্রেণির ইলম তিনি আমাকে গোপন রাখতে বললেন, যেহেতু আমি ছাড়া আর কেউই তা বহন করার ক্ষমতা রাখে না। ২) আর এক প্রকার ইলম ব্যক্ত করা বা না করা আল্লাহ্ আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। তিনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিলেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে তা পরে স্মরণ করিয়ে দিতেন। ৩) আর এক প্রকার ইলম আমার উম্মতের সর্বসাধারণ ও খাস লোকের নিকট প্রচার করার জন্য আল্লাহ্ আদেশ দিলেন। পূর্বে কোন আয়াত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম কর্তৃক আমার নিকট নাজিল হলে আমি তাঁর সঙ্গে তা পাঠ করতে তাড়াতাড়ি করছিলাম। সে বিষয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে বললেন– 'আপনার প্রতি প্রেরিত ওহী শেষ না হওয়া পর্যন্ত কুরআন পাঠ করতে তাড়াহুড়া করবেন না। এবং বলুন–

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"বলুন, হে পরওয়ারদিগার! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন।'– কুরআন (২০ঃ১১৪)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝

"তাঁর নিকট আল্লাহ্পাকের যা অহি করার ছিল তা করলেন।"– কুরআন (৫৩ঃ১০)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ আমাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইলম দান করলেন এবং আরও বহু ইলম শিক্ষা দিলেন।"

সুতরাং আমাদের বিশ্বাস হলো– হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সকল শিক্ষকের শিক্ষক।

নবী-রসূলগণের শিক্ষক হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালা ঃ

নবী-রসূলগণ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোন শিক্ষকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তবে তাঁরা স্ব স্ব উম্মতদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো– তাহলে নবী-রসূলগণ কোথা থেকে এ জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের শিক্ষকই বা কে? উত্তর হলো– স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাই সকল নবী-রসূলগণের শিক্ষক।

১। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন।"– কুরআন (২ঃ৩১)।

এ আয়াত শরীফ দ্বারাই স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত যে মহান আল্লাহ্ই হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর শিক্ষক। তিনি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর বাহ্যিক পরিচয়, বস্তুসমূহের নাম, সংজ্ঞা, সত্তা, গুণাবলী, বৈশিষ্ট্যাবলী, সেই সাথে যাবতীয় জ্ঞানের সূত্র ও নীতিমালা এবং প্রযুক্তির নিয়ম-কানুন ও এগুলোর উপকরণাদির ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আয়াতে 'যাবতীয় বস্তুর নাম' দ্বারা সামগ্রিক ইলম্ বুঝানো হয়েছে। বস্তুর সংকেত চিহ্ন হিসাবে নাম হলো গুপ্ত জ্ঞানভান্ডার। 'নাম' না হলে প্রয়োজনে সে বস্তুর কাছে হাজির হতে হতো, তাতে মানুষের গোটা জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা হলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর শিক্ষক। তিনি নামের পরিচিতির মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিকূলের ইলম ও হিকমত তাঁকে দান করেছেন।

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

"(হযরত ইব্রাহীম আঃ বলেন) হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট (আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে) ঐ জ্ঞান এসেছে, যা আপনার নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল পথ দেখাবো।"– কুরআন (১৯ঃ৪৩)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّىْٓ اَرٰىكَ
وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"এবং স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম আপন পিতা আযরকে বলেছিলেন, 'আপনি কি মূর্তিগুলোকে খোদা বানাচ্ছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি।"– কুরআন (৬ঃ৭৫)

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔا

"হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন পিতাকে বললেন– হে আমার পিতা! কেন এমন কিছুর পূজা করছেন, যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না আপনার কোন কাজে আসে?"– কুরআন (১৯ঃ৪২)

গুহার মধ্যে অবস্থানকালে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন– আমার প্রতিপালক কে? মাতা বললেন– আমি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন– আপনার প্রতিপালক কে? মাতা বললেন– তোমার পিতা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন– আমার পিতার প্রতিপালক কে? মাতা বললেন– নমরূদ। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন– নমরূদের প্রতিপালক কে? মাতা ধমক দিয়ে বললেন– চুপ থাকো। এমনিভাবে একদিন পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন– এ উট, ঘোড়া, বক্‌রী ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা কে? কে পান করান, কে আহার করান। আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা কে?

জীবনের এক বিশেষ সময় নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য অস্তমিত হতে দেখে বললেন–

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ع

"আমি আমার মুখমন্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই হয়ে এবং আমি অংশীবাদীদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত নই।"– কুরআন (৬ঃ৮০)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এ জ্ঞান কোথায় পেলেন? আল্লাহ্ তা'য়ালাই এ ইলম দান করেছেন।

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ، وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ

"(হযরত ইউসুফ আঃ) যখন আপন পরিপূর্ণ বয়সে উপনীত হলেন তখন আমি (আল্লাহ্) তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করেছি এবং এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়নদেরকে পুরস্কৃত করি।"– কুরআন (১২ঃ২২)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا

"(হযরত মূসা আঃ) যখন আপন যৌবনে উপনীত হলো এবং পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হলো তখন আমি (আল্লাহ্) তাকে হিকমত ও ইলম্ দান করলাম।"– কুরআন (২৮ঃ১৪)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ع وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

"(দাউদ ও সুলায়মান আঃ) উভয়কে হিকমত ও ইলম্ দান করেছি।"– কুরআন (২১ঃ৭৯)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا

"লুতকে আমি (আল্লাহ্) হিকমত ও ইলম্ দান করেছি।"– কুরআন (২১ঃ৭৪)

৭। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

"তিনি (আল্লাহ্ তা'য়ালা তালুতকে) ইলম্ ও শরীরের দিক দিয়ে (স্বাস্থ্যবান ও শক্তিতে) অধিক প্রাচুর্য দান করেছেন।"– কুরআন (২ঃ২৪৭)

পাঠক বন্ধুরা, এ ইলম ও হিকমতের উৎস কোথায়? কে ছিলেন সকল নবী-রাসূল আলাইহিস সালামগণের শিক্ষক? কোথায় পাঠশালা, কোথায় কলেজ-ইউনিভার্সিটি, কোথায় মাদ্রাসা-মকতব? আল্লাহ্ তা'য়ালাই তাঁদেরকে ইলম দান করেছেন, তিনিই তাঁদের শিক্ষক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক হস্তলিপি

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭ম হিজরীতে মিশরের শাসন কর্তা সম্রাট মুকাওকেশের নিকট স্বহস্তে পত্র লিখেছিলেন। তিনি যে লেখাপড়া জানতেন এর অকাট্য প্রমাণ হলো এ পত্রখানা।

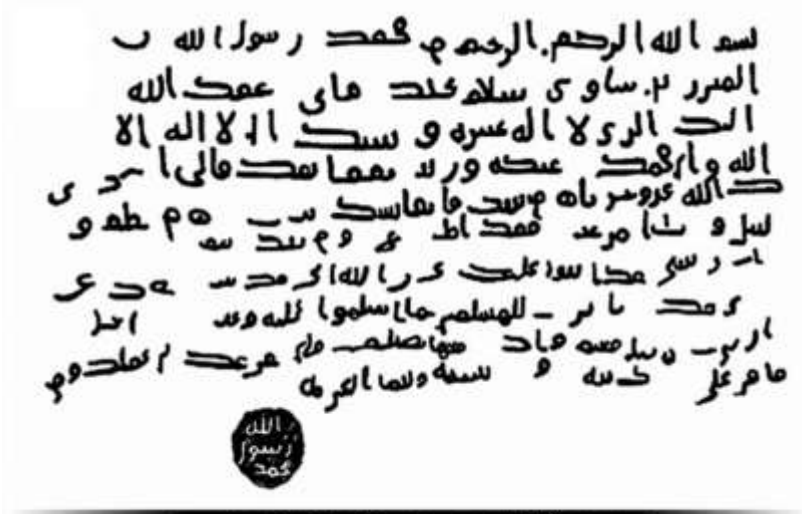

হুজুর পাক (সাঃ)'র পবিত্র হাতের লেখা চিঠি মোবারক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى
الْمُقَوْقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى - اَمَّا
بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ
اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبْطَ يَا اَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا
نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বহস্তে লেখা উক্ত চিঠি কিবতা সফরকালে জনৈক ফরাসী পর্যটককে একজন পাদ্রী দিয়েছিলেন। তিনি পত্রখানা হাদিয়াস্বরূপ তুর্কি সুলতান আব্দুল মজিদ খানের খিদমতে পেশ করলে তিনি তা রাজকীয় উপঢৌকন ভান্ডারে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করেন। (দৈনিক আজাদ পত্রিকা ১৪/১০/১৯৮৮ইং দ্রষ্টব্য)

সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে কাগজ-কলম নিয়ে আসার নির্দেশ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায়লগ্নের পূর্বক্ষণে বলেছিলেন–

هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ

"তোমরা (কাগজ কলম নিয়ে) এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন একটি লেখা লিখে যাবো, যার পর তোমরা আর কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।"

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– 'আল্লাহ্র কিতাবই হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট। নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট দিও না। পরিশেষে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতই গৃহীত হলো। লিখতে পারেন বলেই তিনি কাগজ-কলম চেয়েছেন।

যিনি লিখতে পারেন তিনি কি নিরক্ষর হতে পারেন? কখনোই নয়। সুতরাং প্রমাণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরক্ষর নন।

তথাকথিত আলেম ও পন্ডিতদের 'নিরক্ষর' বলার দলিল ঃ

তথাকথিত কিছু লেখক, পন্ডিত, সাহিত্যিক, নামধারী আলেম ও ধর্ম প্রচারক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিরক্ষর বলতেছেন। এরা দলিল পেশ করছে–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا

"তিনি উম্মীদের মধ্য থেকেই একজনকে রসূল করেছেন।"– কুরআন (৬২ঃ২)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল উম্মী (উম্মী হলো- নবীজীর সম্মানসূচক উপাধি) নবীর প্রতি; সে আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে। তোমরা তারই অনুসরণ করো যাতে সুপথ পাও।"– কুরআন (৭ঃ১৫৮)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ

"তারা (কিতাবীগণ) বলে, এসব উম্মীদের প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।"– কুরআন (৩ঃ৭৫)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআন মজীদে 'উম্মী নবী' বলার ব্যাখ্যা কি?

'উম্মী' আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো জননী-মা, মূল, গোড়া, আসল, কেন্দ্রস্থল ইত্যাদি। মক্কা শরীফের অপর নাম 'উম্মুল কোরা' তথা 'শহরসমূহের মা'। পৃথিবীর স্থলভাগের কেন্দ্রস্থল হলো মক্কা শরীফ। যে কারণে এ শহরের নামকরণ হলো 'উম্মুল কোরা'। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল কোরায় (মক্কা শরীফে) শুভাগমন করেছেন বলেই তিনি হলেন 'উম্মী নবী' তথা 'মক্কী-নবী'।

কুরআন শরীফে 'উম্মুল কোরা' ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ

"এ কিতাব আমি নাজিল করেছি। এটি অত্যন্ত বরকতময়, পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। এর দ্বারা আপনি মক্কা নগরী এবং এর চারদিকের মানুষকে সতর্ক করুন।"– কুরআন (৬ঃ৯২)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

"এভাবেই আমি আপনার কাছে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মক্কা নগরী ও তার আশপাশে চারিদিকের মানুষকে সতর্ক করতে পারেন।"– কুরআন (৪২ঃ৭)

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবের জন্য প্রেরিত রসূল। গোটা বিশ্বই তাঁর কর্মস্থল। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"আপনি বলুন, হে মানব! আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহ্র রসূল।"– কুরআন (৭ঃ১৫৮)

জনসমুদ্রে, বড় জনসমাবেশে বক্তার কেন্দ্রস্থলে হওয়াই যথাযথ। বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহ্র দ্বীন পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে (উম্মুল কোরা-মক্কা নগরীতে) প্রেরণ করেছেন। এজন্যই তিনি

কুরআন শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'উম্মী নবী' তথা 'মক্কী-নবী' বলে সম্বোধন করেছেন।

মক্কা নগরী পৃথবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম নগরী। এ নগরীকে উম্মুল কুরা বলা হয় অর্থাৎ এ নগরী থেকে পৃথিবীর সমস্ত নগরীর প্রসার বা এ নগরী সমস্ত নগরীর মূল।

সূরা ফাতিহা শরীফকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা সমস্ত কুরআনুল কারীমের নির্যাস অথবা সমস্ত কুরআনের মূল।

সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলা হয়েছে 'উম্মী নবী'। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত নবীগণের মূল, সমস্ত সৃষ্টির মূল। তাঁর থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টির শুরু। আবার তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

পরিশেষে বলছি, আমাদের ঈমান হলো গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান। নিশ্চয়ই তিনি নিরক্ষর নয়।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মু'জিযা-অলৌকিক ঘটনা

মু'জিযা পরিচিতি ঃ

মু'জিযা শব্দটি আরবী। এর অর্থ- পরাভূতকারী, অক্ষমকারী। পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- "এমন অস্বাভাবিক কাজ করা বা প্রকাশ হওয়া যা করতে মানুষ অক্ষম।"– অভিধান আল-মুনজাদ

"এমন অস্বাভাবিক কিছু কাজ যা আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর নবুয়্যতের সত্যায়নে নবীর হাতে (মাধ্যমে) প্রকাশ করেন।"– আল-মুজামুল ওয়াসীত

এ পৃথিবীতে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনা নবীর নবুয়্যতের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাকে মু'জিযা বলে। আল্লামা তাফতাযানী (রহঃ) বলেন– মু'জিযা বলা হয় নবুয়ত অস্বীকারকারীদের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সময় নবুয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি হতে মহান রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রদত্ত এমন অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া, যার মুকাবিলা করতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় অক্ষম।

কুরআন শরীফের আলোকে মু'জিযা ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ
فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا

"আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, তখন ফেরাউন তাঁকে বলল, হে মুসা! আমার ধারণায় তুমিতো যাদুগ্রস্ত।"– কুরআন (১৭ঃ১০১)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ، كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ

"ওদের কাছে রসূলগণ গিয়েছিলেন নিদর্শন তথা মু'জিযা সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনয়নকারী ছিলো না, ইতিপূর্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তারা।"– কুরআন (৭ঃ১০১)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দান করেছিলেন। (কুরআন ১৭ঃ১০১)। তাঁর হাতের লাঠি সাপ হয়ে যেতো। (কুরআন ২০ঃ১৭-২১)। হাত বগলের নিচ থেকে বের করলেই চমকাতে থাকতো। (কুরআন ২০ঃ২২-২৩)। তিনি বনি ইসরাঈলদের নিয়ে নীল নদ পার হয়েছেন।

০৪। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মায়ের কোলে থাকাকালীন বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন। (কুরআন ৩ঃ৪৬)। তিনি লোকদের বলে দিতেন তোমরা গতকাল কি কি খেয়েছো, আজ কি কি খাবে এবং আগামী বেলার জন্য কি কি তৈরী করে রেখেছো। আল্লাহ্র অনুগ্রহে অন্ধকে এবং কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগীকে নিরাময় করতেন, মৃতকে জীবিত করতেন। (কুরআন (৩ঃ৪৮)। আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তিনি জ্ঞানী-গুণী, ডাক্তার-চিকিৎসক সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

এমনিভাবে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম-গণের অনেক মু'জিযার বর্ণনা কুরআন মজীদে রয়েছে।

হাদীস শরীফের আলোকে মু'জিযা ঃ

১। ما من الانبياء نبي الا اعطى من الايات ما مثله اومن اوامن عليه البشر وانما كان الذى اوتيته وحيا اوحاه الله الىّ

"আম্বিয়ায়ে কিরামগণের প্রত্যেককে (নুবয়তের) নিদর্শন স্বরূপ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমাকে মু'জিযা স্বরূপ যা দেয়া হয়েছে তা হলো ওহী।"– বুখারী শরীফ

প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার অপরিসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। এর মাধ্যমে যেমনি আল্লাহ্র অসীম কুদরতের প্রকাশ ঘটে, ঠিক তেমনি এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট নবীর নবুয়তও প্রমাণিত হয়। মু'জিযা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র কুদরতকে অস্বীকার করার সমতুল্য আর তা নিঃসন্দেহে কুফুরী।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সবচেয়ে বেশি মু'জিযা দান করেছেন।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেন– মু'জিযার সংখ্যা এক হাজার। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন- বারশ'র বেশি। ইমাম যাহেদী (রহঃ) বলেন- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মোবারকে এক হাজার মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেছেন- রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযা অসংখ্য। এর মধ্যে অন্যতম প্রকাশ সংখ্যা দশ হাজারের অধিক।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) বলেছেন- শুধু কুরআনুল কারীমের মধ্যেই ষাট হাজারের অধিক মু'জিযা বিদ্যমান।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর "মু'জিযা"

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অগণিত, অসংখ্য মু'যিজা দান করেছেন। তাঁর এ মু'জিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আকৃষ্ট হলো বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, দেশী-বিদেশী, জ্ঞানী-মূর্খ, মানব-জ্বীন তথা সমস্ত সৃষ্টি। হযরতের মু'জিযা হলো স্বতন্ত্র, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে ভরা।

উল্লেখ হয়েছে, অবর্ণনীয়, অতুলনীয় মু'জিযার সংখ্যা বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত হয়েছে '৭,৭০০'। তবে অনেকেই এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেনি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এ বিষয়ে ভালো জানেন।

আল-কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে এখানে মাত্র কয়েকটি 'মু'জিযা' পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো। যা চিন্তাশীল পাঠকের ঈমানের সামান্য খোরাক হতে পারে বলে আশা করছি।

আল-কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে কয়েকটি মু'জিযার বর্ণনা

১। আল-কুরআনুল কারীমই শ্রেষ্ঠ মু'জিযা ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা ও নবুয়্যতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো পবিত্র কুরআন শরীফ, এটা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকাই মু'জিযা। প্রাক-ইসলামিক যুগের গর্ব ও অহঙ্কার ছিলো কবিতা ও সাহিত্য। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহিত্যিক ও কবিদের কাব্যের দর্প চূর্ণ করে চিরস্থায়ী মু'জিযা পেশ করেন। এর সুমধুর বর্ণ বিন্যাস, মধুর ঝঙ্কার, শব্দ ও ছন্দের লালিত্য অতুলনীয়। এর সম্মোহন মাধুর্য্য গুণে বিমুগ্ধ হয়ে অনেক কবি ও সাহিত্যিক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন।

তিনি কোন কলেজ, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী গ্রহণ করেননি। কোন জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর দ্বারা কোন সাহিত্য বা কবিতা রচনার পদ্ধতি শিখেননি। কোন ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার জন্য

কোন ধর্মযাজকের কাছে গমন করেননি। তিনি ইতিহাস শাস্ত্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি অধ্যয়ন করেননি। রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, আকাশ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা লাভের জন্য কোন ল্যাবরেটরিতে সময় কাটাননি। অথচ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আদেশে উপদেশে এমন নির্ভুল বাণী আল-কুরআন পেশ করলেন, যার কোন তুলনা নেই, প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। বাক্য-বিন্যাস, অলঙ্কার, সৌন্দর্য্য, অর্থপূর্ণ বক্তব্যের প্রবাহমান বাক্য শৃঙ্খলা, ব্যাকরণ, শুদ্ধবাণী, জাগতিক, মহাজাগতিক দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ে গভীর ও নিখুঁত তত্ত্ব তুলে ধরলেন এ মহাগ্রন্থের মাধ্যমে।

চিন্তার অবসান হয়ে যায়, মাথায় বুদ্ধি আসে না, জ্ঞানের সীমা পার হয়ে যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অলৌকিক শক্তি দেখে। অমর, অক্ষয় এ বাণী যা তিনি পেয়েছেন তাঁর এক মহান সাধনার মাঝে। একদিনে নয়–দুই দিনে নয় সুদীর্ঘ তেইশটি বছরের মাঝে এ শিক্ষা পেয়েছেন, এ মু'জিযা হাতে নিয়েছেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযা 'কুরআনুল কারীম' হলো অতুলনীয়। এর একটি সূরা বা বাক্যের মত কোন সূরা বা বাক্য আজও কেউ তৈরি করতে পারেনি। কেউ কোন দিন পারবেও না। কুরআন নিজেই এর সাক্ষী– "আমি আমার খাস প্রিয় বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তবে তৎসদৃশ্য একটি সূরা আনয়ন করো এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে তোমাদের সাহায্যকারীকে আহ্বান করো।– কুরআন (২ঃ২৩)

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা এ কুরআন যা পানিতে পচে না, আগুনে পুড়ে না, মাটিতে বিলিন হয়ে যায় না। এ কুরআন মুছে যায়নি, মুছেও যাবে না, অনন্তকাল-যতদিন এ বিশ্ব চলবে ততোদিনই টিকে থাকবে। এর চেয়ে বড় মু'জিযা আর কি হতে পারে?

এ মহাবাণীতে যে যত বেশি আকৃষ্ট হবে সে ততোই ফল লাভ করবে। এ বাণী রিসার্চ করে ও তাঁকে মান্য করে পথে অগ্রসর হলে পণ্ডিত মহাপণ্ডিত হয়, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী হয় আর সাধক মহাসাধক হয়। অদৃশ্য বস্তু এক নিমিষেই এ বাণীর গুণে চোখের সম্মুখে ঝলসে উঠে, দূর নিকটে আসে, শত্রু আপন হয়, অজানা, অসম্ভব, জানা ও সম্ভবের বেড়াজালে ধরা পড়ে। 'তাসাউফ পন্থী' মু'মিন, ফকির-দরবেশ এর সাক্ষী বহন করে। মানুষ-জ্বিন সকলেই এ মু'জিযাকে মান্য করে ও সম্মান করে। সিংহ, বাঘ-ভাল্লুক, সাপ, বিচ্ছু, হাঙ্গর, কুমির এ বাণীর গুণে শক্তি হারায়, দৃষ্টি হারায়, ক্ষমতা হারায়। কবরের মহাশাস্তি, বিচার দিনের মহাবিপদ হতেও রক্ষা করবে এ মু'জিযা। এ মু'জিযাকে সম্বল করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বের বুকে যেমন অক্ষয় কীর্তি রাখলেন তেমনি পরকালের মহাসম্মান, মহাপুরস্কার ও মহামর্যাদার অধিকারী হয়ে তাঁর উম্মতদের রক্ষা করবেন। ধন্য রাসূল। ধন্য আপনার মু'জিযা। ধন্য আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত।

২। মি'রাজ শরীফই অতুলনীয় মু'জিযা ঃ

'মিরাজ' হলো নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিস্ময়কর মু'জিযা। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ৫১ বছর ৫ মাস ১৫ দিন, তখন রজব মাসের ২৭ তারিখে সোমবার রাতের শেষাংশে তিনি বেহেশতী বাহন বোরাকে আরোহণ করে স্বশরীরে সপ্ত আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, সিদরাতুল মুন্তাহা, আরশ-কুরছি ভ্রমণ করে লা-মাকানে আল্লাহ্ তা'য়ালার দীদার লাভ করে নব্বই হাজার কালাম করে পুনরায় মক্কা শরীফে ফিরে আসলেন। এসে দেখেন, বিছানা এখনও গরম রয়েছে। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে? যাওয়ার সময় বোরাক ছিল, কিন্তু আসার সময় বোরাক ছিল না। (তাফসিরে রুহুল বয়ান শরীফ, বিস্তারিত দেখুন, মিরাজ, পৃষ্ঠা-২৯)।

সে যুগের মানুষের প্রশ্ন ছিল কা'বা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এর দূরত্ব ৬০০ মাইল, আবার সেখান থেকে নভোমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে কোটি কোটি মাইল পাড়ি দিয়ে আরশ-কুরসী তথা লা-মাকান পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৌঁছানো কি সম্ভব? তাদের মতে পৃথিবীর উপরে মাত্র ৫২ মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডল অবস্থিত। এর উপরে আছে হিলিয়াম, ক্রিপটন, বিয়ন প্রভৃতি হালকা গ্যাসীয় পদার্থ। এর অভ্যন্তরে কোন জীব-জন্তুর প্রাণ রক্ষা সম্ভব নয়। এ সকল যুক্তিতে তারা যথাযথভাবে মিরাজ মানতে চায় না।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে, মানুষ মহাশূন্যের মহাকাশে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে, শূন্য হতে মহাশূন্যে বিচরণ করতে পারে। আমেরিকার নভোচারী পৃথিবী হতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে চাঁদের সাথে মিতালী পেতে বিশ্বকে অবাক করেছে। এখন তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে কে প্রথম মঙ্গল গ্রহে, কে বুধ, শুক্র, ইউরেনাস ও নেপচুনে পৌঁছাতে পারে।

এ ভ্রমণের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন রকেট তৈরি করতে হয়নি। যে বাহনে চড়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশ ভ্রমণ করেছিলেন তাকে 'বোরাক' বলা হয়। 'বোরাক' অর্থ বিদ্যুৎ। আরবী 'বারকুন' শব্দ হতেই এ 'বোরাক' নামকরণ করা হয়েছে। এ বাহনটি লোহা, তামা, সীসা, দস্তা বা অন্য কোন পৃথিবীজাত ধাতুযোগে সৃষ্ট নয়। অদ্ভূত জ্যোতিসম্পন্ন ছিল এ বাহনটি। এর গতিবেগ ছিল প্রতি পদক্ষেপে চক্ষু যতটুকু যায় ততোদূর।

নভোচারীদের মহাশূন্যে বিচরণের জন্য তাঁদের দেহকে তন্ন তন্ন করে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। মাসের পর মাস তাদের শারীরিক সহিষ্ণুতার কৌশল, রক্ত চাপ, হৃদক্রিয়া, বুদ্ধির পরিমাণ, পঞ্চইন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা প্রভৃতি যাচাই করে উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হলে তাঁকেই সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি দিয়ে মহাকাশে বিচরণে পাঠানো হয়।

সুনিপুন ও শক্তিশালী চিকিৎসকের দ্বারা নভোচারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রস্তুত করে দিলেন যার কল্পনা করা যায় না। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হলেন– সেই সম্মানিত ডাক্তার, আর চিকিৎসা হলো 'সিনাচাক'।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার অন্তরে তাঁর অনুগ্রহের জ্যোতি নিক্ষেপ করলেন। আমি স্বীয় অন্তরে এর অনুপম স্নিগ্ধতা অনুভব করলাম এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ও তত্ত্ব অবগত হলাম।"

মিরাজই বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, তাত্ত্বিক ও চিন্তাবিদ তথা সকলের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তারা সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিরাজকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

৩। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হলো ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার মুশরিকরা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, আপনি যদি সত্য নবী হন, তাহলে চাঁদ দ্বি-খন্ডিত করে দেখান। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করে আল্লাহ্র দরবার থেকে সাহায্য পেয়ে চাঁদ দু'টুকরো করে দেখান।– আল-খাসায়েসুল কুবরা, দালায়েলুন নবুয়ত, শেফা শরীফ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে!"– কুরআন (৫৪ঃ১)

এ বিষয়ে সহীহ বুখারী শরীফসহ অনেক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। সুতরাং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বিষয়টিও অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

৪। চাঁদের সাথে কথা বলা ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার শিশুকালে আলামতে নবুয়ত দেখেই ঈমান এনেছিলাম। আর তা হলো– আমি দেখলাম যে, আপনি দোলনায় শুয়ে শুয়ে চাঁদের সাথে কথা বলছেন আর আঙ্গুল মুবারক দিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করছেন। আপনি যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেতো।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

انى كنت احدثه ويحدثنى ويلهينى عن البكاء واسمع وجبته حين يسجد تحت العرش.

"আমি চাঁদের সাথে কথা বলেছি আর চাঁদ আমার সাথে কথা বলেছে। চাঁদ আমাকে ক্রন্দন করা থেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এমনকি চাঁদ যখন আল্লাহ্র আরশের নিচে সিজদা করে তখন আমি তার তাসবীহ'র আওয়াজ শুনতে পাই।"– আল-খাসায়েসুল কুবরা

৫। অস্তমিত সূর্য পুনঃউদিত হওয়া ঃ

ক) হযরত আসমা বিনতে উমাইস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বরের ময়দানে ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথা মুবারক হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কোলে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় ওহী নাযিল হচ্ছিল আর সূর্য অস্ত গেল। ফলে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আসরের নামায ক্বাযা হয়ে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন–

اللهم انه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس

"হে আল্লাহ্! আলী আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্যে ছিল সুতরাং সূর্যকে আদেশ দিন যেন পুনরায় ফিরে আসে।"

হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, সূর্য ডুবে গিয়েছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে, সূর্য পুনরায় উঠে গেল আর সূর্যের আলোকে পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল।

খ) মিরাজ এর ঘটনার সত্যতা প্রমাণে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বণিক কাফেলার সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন– কাফেলার লোকজন বুধবার মদীনা শরীফে এসে পৌছবে। দেখা গেল, সূর্য ডুবে যাচ্ছে কিন্তু কাফেলা আসছে না। হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে দু'আ করলেন। অতঃপর সূর্য থেমে গেল, কাফেলা পৌঁছলে সূর্য অস্ত যায়।

- আল-খাসায়েসুল কুবরা, শেফা শরীফ, শাওয়াহেদুন নবুয়ত, হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, মাকতাবাতুস সাফা

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

৬। জান্নাতের সু-সংবাদ ঃ

হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি মদীনা শরীফের একটি বাগানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজায় আঘাত করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– দরজা খুলে দাও এবং আগত ব্যক্তিদেরকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, আমি বাগানের ফটক খুলে প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখতে পেলাম। তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ দেয়ার পর তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসলেন। আমি তাঁকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিলে তিনিও আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে বাগানের ফটকে শব্দ করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু মূসা! দরজা খুলে দাও এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা সাপেক্ষে তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। আমি দরজা খুলে দেখলাম– হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসেছেন।

আমি তাঁকে জান্নাতের সু-সংবাদ ও পরীক্ষা সম্পর্কে জানালে তিনি জান্নাতের সু-সংবাদে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করলেন।"– বুখারী শরীফ

৭। রক্ত মুবারক পানে জান্নাতের সু-সংবাদ ঃ

হযরত আমর ইবনে সায়েব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হলেন তখন আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পিতা হযরত মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহত স্থান থেকে রক্ত চুষে চুষে পরিস্কার করেছিলেন। তাকে বলা হলো তুমি মুখ থেকে রক্ত থু দিয়ে ফেলে দাও। তখন সে বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ত মুবারক কখনো ফেলবো না। তিনি রক্ত মুবারক পান করে ফেলেন। এরপর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারো যদি জান্নাতী ব্যক্তি দেখতে ইচ্ছে করে সে যেন মালেককে দেখে। তারপর সে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।– খাসায়েসুল কুবরা ও বায়হাক্বী শরীফ

৮। শাহাদাতের সুসংবাদ ঃ

মুতা'র যুদ্ধে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে বললেন, সে শহীদ হলে হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তিনিও শহীদ হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সেও শহীদ হলে মুসলিম সৈনিকদের ঐকমত্যে সেনাপতি নিয়োগ করবেন।

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফের মিম্বরে বসে এরশাদ করেন, যুদ্ধের পতাকা হাতে হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হয়েছেন, পরে হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, এরপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হয়েছেন। এখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেন, তাঁর হাতেই যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়।

৯। ০৩ (তিন) টি প্রশ্নের উত্তর ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ৩টি প্রশ্ন করেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে প্রশ্ন অবহিত করালে তিনি উত্তর দিলেন– ক) কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো এমন আগুন যা লোক সম্মুখে পূর্বপ্রান্ত থেকে প্রকাশিত হয়ে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছবে, খ) জান্নাতীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা ও গ) পুরুষের বীর্য যদি

নারীর বীর্যের অগ্রগামী হয় তবে সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে পক্ষান্তরে নারীর বীর্য যদি পুরুষের বীর্যের অগ্রগামী হয় তবে সন্তান মায়ের ন্যায় হয়।

উত্তর শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।– আল-খাসায়েসুল কুবরা

১০। কুদরাতী নিরাপত্তা ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কাফিরদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা হতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

"হে নবী! যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন তখন আমি আপনাকে পরকালে অবিশ্বাসীদের (কাফিরদের) থেকে আড়াল করে রাখি।"– কুরআন (১৭ঃ৪৫)

হিযরতের রাতে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করার জন্য কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরের দরজায় বসেছিল। তিনি একমুষ্ঠি পাথর কণা নিয়ে নিক্ষেপ করে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। তারা (কাফিররা) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পায়নি। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে গারে সুরে চলে আসেন। প্রবেশের পরই গুহার মুখে মাকড়শা জাল বুনে দিল, কবুতর ডিম দিল। কাফিররা গুহার মুখে এসেও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে না দেখে চলে গেল।

১১। জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ঃ

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নজদের দিকে সৈন্যদল সহ যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমিও ছিলাম। পথে তিনি একাধিক বৃক্ষ বিশিষ্ট উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলেন। লোকেরা কায়লুলা তথা দুপুরের বিশ্রাম নিতে বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একটি বাবুল বৃক্ষের নিচে তাশরীফ নিয়ে স্বীয় তলোয়ার ঐ বৃক্ষে লটকিয়ে রেখে বিশ্রাম নিলেন। আমাদের চোখ লেগে আসল। হঠাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানের শব্দ শুনে আমরা তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। সেখানে তাঁর সম্মুখে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি বসে আছে। তিনি বললেন, এ গ্রাম্য ব্যক্তি এসে আমার নিদ্রা অবস্থায় আমার তলোয়ার নিয়ে নিল। আমি চোখ খুলে দেখি তার হাতে এই তলোয়ার উন্মুক্ত। সে আমাকে বললো, আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা কে করবে? আমি নির্ভয়ে বললাম, আমার আল্লাহ্-ই আমাকে রক্ষা করবেন। এই কথা বলার সাথে সাথে তার হাত হতে তলোয়ার পড়ে গেল। আর সে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসে পড়লো, পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

১২। আবু জাহেল এর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু জাহেল একদিন লোকের কাছে জিজ্ঞেস করলো যে, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সম্মুখে চেহারা মাটিতে রাখে অর্থাৎ সিজদা করে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তখন আবু জাহেল বললো, লাত ও উজ্জার কসম! যদি আমি তাঁকে এরূপ করতে দেখি তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো অথবা তার চেহারা ধুলি-বালি মিশ্রণ করে দেবো।

অতঃপর যখন তিনি নামায পড়তে লাগলেন তখন আবু জাহেল তার অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসলো। এ সময় সেখানে উপস্থিত লোকেরা দেখলো যে, আবু জাহেল উল্টো দিকে পালাতে লাগলো এবং স্বীয় উভয় হাত দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে লাগলো। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে বললো, তখন আমার ও মুহাম্মাদ এর মধ্যখানে একটি আগুনের গর্ত, ভয়ানক দৃশ্য ও কয়েকটি হাতের বাহু দেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে আমার নিকটে আসতো তবে ফিরিশতা তার একেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিনিয়ে নিত। আর আল্লাহ্ তা'য়ালা كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ থেকে সূরা'র শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।– মুসলিম শরীফ

১৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উসিলায় বৃষ্টি ঃ

ইবনে উরফুতা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় গমন করেছি। এ সময় মক্কায় অনাবৃষ্টির কারণে কুরাঈশ লোকেরা বলতে লাগলো, হে আবু তালেব! উপত্যকায় বড় দুর্ভিক্ষ চলছে, মানুষ অনাহারে মরে যাচ্ছে, আসুন বৃষ্টির জন্য দু'আ করি।

আবু তালেব বের হলেন, তার সাথে এমন একজন সুন্দর বালক ছিল যেন কাল মেঘ সরে সূর্য আলোকিত হলো। তার চতুর্দিকে ছোট ছোট আরো বালক ছিল। আবু তালেব তাঁর হাত ধরে বায়তুল্লাহ্'র সাথে ঠেস দিয়ে স্বীয় আঙ্গুল দিয়ে ঐ বালককে স্পর্শ করলো। এ সময় আকাশে একটুকরা মেঘও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ চতুর্দিক থেকে মেঘ এসে গেল এবং ভারী বৃষ্টিপাত হলো আর উপত্যকা পানিতে ভরে গেল, শহর-গ্রাম সতেজ হলো। এই ঘটনা সম্পর্কে আবু তালেব বলেন–

وابيض يستسقى الغمام بوجهه – شمال اليتامى عصمة للارامل
يلوذبه الهلاك من ال هاشم – فهم عنده فى نعمة وفواضل

"তাঁর চেহারার আলোতে মেঘও আলোকিত হয়। তিনি ইয়াতীমের আশ্রয়স্থল, বিধবাদের সংরক্ষক।"

"ধ্বংসের সময় কুরাঈশগণ তাঁর উসিলা গ্রহণ করতেন এবং তাঁর থেকে নিয়ামত ও ফজিলত অর্জন করতেন।"– তারীখে জালহিমা, ইবনে আসাকের (রহঃ)

১৪। হাত মুবারক উত্তোলনের সাথে সাথে বৃষ্টি ঃ

সালমানের প্রতিনিধি দল আগমন করলো দশম হিজরী শাওয়াল মাসে। নবী করীম মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলেন- كيف البلاد عندكم 'তোমাদের শহরের কি অবস্থা?' তারা বললো- 'অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ চলছে। আপনি আমাদের শহরে বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করুন'। তিনি দু'আ করলেন- اللهم اسقهم الغيث فى بلادهم 'হে আল্লাহ্! ওদের শহরে বৃষ্টি দান করুন'।

তারা আপন শহরে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে দেখে যে, যেদিন যে সময় তিনি দু'আ করেছিলেন ঠিক সেদিন সে সময় সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল।– আল-খাসায়েসুল কুবরা

১৫। ঝর্ণা প্রবাহিত ঃ

হুদায়বিয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে নিয়ে ১৯ দিন অবস্থান করেছিলেন। শুষ্ক মরুভূমিতে এমনিতেই পানির অভাব। চৌদ্দশত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর সাথে রক্ষিত পানি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পানির অভাবের কথা এবং তীব্র পিপাসার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে পেশ করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– 'কারো কাছে সামান্য কিছু পানি আছে কি-না?" সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আরজ করলেন আপনার লোটাতেই কেবল সামান্য পানি আছে। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোটার উপরে পবিত্র ডান হাত স্থাপন করলেন। অমনি পাঁচ আঙ্গুলের চারটি ফাঁক দিয়ে চারটি পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হলো। পানি উপচে পড়তে লাগলো। সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে তিনি আহ্বান করলেন, যার যার প্রয়োজন মতো পানি সংগ্রহ করার জন্য। চৌদ্দশত সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করে নিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত মুবারক তুলে নিলেন। পানি প্রবাহ সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল।

স্মরণীয় ঃ সাধারণ পানির চেয়ে অযুর পানি উত্তম। অযুর পানির চেয়ে যমযমের পানি উত্তম। আর যম্‌যমের পানির চেয়েও উত্তম হলো সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারক হতে প্রবাহিত পানি।– ফতোয়ায়ে শামী

এ পবিত্র মহা বরকতপূর্ণ পানির মাহাত্ম-মর্যাদা বর্ণনায় আরো বলা যেতে পারে–

ক) এ পানির মাহাত্ম্য ও মহিমা এটা যমযমের পানি হতেও শ্রেষ্ঠ। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর হাতে মক্কার জমিনে তা প্রবাহিত করা হয় আর এ পানি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারক হতে নির্গত।

খ) যমযম কূপ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর পর মানুষ দ্বারা খনন করা হয়েছে আর এ পানি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারক হতে প্রবাহিত হয়েছিল।

গ) এ পানি জমিন হতে উৎসারিত নয়। এ পানি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকের বরকত হতে নির্গত।

ঘ) এ পানি কাওসারের পানি হতে শ্রেয়। কাওসারের পানি ফিরিশতাদের হাতের তৈরী আর এ পানি সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকের বরকত। কাজেই যে প্রভেদ ফিরিশতাদের মর্যাদা ও তাঁর মর্যাদার মধ্যে, সে প্রভেদ বর্তমান হাউজে কাওসারের পানি আর হাত মুবারকের পানির মধ্যে।

পূর্বেকার নবীগণ আলাইহিস সালাম পাথর হতে ও বৃক্ষরাজি হতে পানি প্রবাহিত করেছেন। কিন্তু কোন নবী আলাইহিস সালাম পবিত্র দেহ হতে পানি প্রবাহিত করেননি। তিনি উম্মতের জন্য এরূপ পানি প্রবাহিত করেছেন। এটাই হলো রহমাতুল্লিল আলামিন নবীর শান, শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

তদ্রুপ দুনিয়ার যে মাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক এর সাথে লেগে আছে অর্থাৎ রওজা মুবারকের পবিত্র মাটি, তা আসমান, জমিন, কা'বা শরীফ, বায়তুল মা'মুর, এমনকি- আরশ মুয়াল্লা হতেও উত্তম।– ফতোয়ায়ে শামী, যিয়ারত অধ্যায়

শান্তি চুক্তির আলোচনা সফল হয়নি ঃ

ইতিমধ্যে খুযায়া প্রধান বুদাইল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরাঈশদের সকল সংবাদ জানান। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাধ্যমে সংবাদ পাঠান যে, তিনি উমরাহ্ করার জন্য এসেছেন। যুদ্ধ করার জন্য নয়। তিনি এ খবরের উত্তরের অপেক্ষা করছেন। কুরাঈশদের কিছু বিজ্ঞ লোক এ শান্তিপূর্ণ প্রস্তাব মানতে চাইলেন, তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি শান্তিচুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কারণ কুরাঈশরা তাহলে সিরিয়ার বাণিজ্যিক পথ পুনরায় চালু করতে পারবে। মদীনা শরীফের উপর দিয়ে যাওয়া এ পথটি মুসলমানদের আওতাভুক্ত। কুরাঈশগণ সন্ধি চুক্তির শর্ত নির্ধারণের জন্য উরওয়া ইবনে মাসউদ-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে প্রেরণ করে। উভয় পক্ষের আলোচনাকালে সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) সম্পর্কে তার অপ্রীতিকর ও শত্রুভাবাপন্ন মন্তব্যের কারণে আলোচনা সফল হয়নি। তবে উরওয়া মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাঈশদের জানায় যে, আমি কেসরা, কাইসার ইত্যাদি দরবার দেখেছি; কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারীদের থেকে যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করেন তেমনি আর কোথাও দেখিনি। আমি এমন একটি জনদল দেখে এসেছি, যারা কোন অবস্থায়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পরিত্যাগ

করবে না। তাদের অবস্থা এমন যে, যদি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থুথু ফেলতেন তাহলে কেউ না কেউ তা হাতে নিতেন এবং মুখমণ্ডল ও সর্বশরীরে তা মেখে নিতেন। তিনি কিছুর নির্দেশ দিতেই প্রত্যেক মানুষ তা পালন করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। অযু করলে অযুর পানির ওপর জীবন উৎসর্গকারী এসব ভক্তের দল এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যে, মনে হতো বুঝি লড়াই বেঁধে যায়। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁরা সকলেই তাঁর দিকে মনোযোগী হতেন। সম্মান ও আদবের কারণে কেউ তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতেন না। এবার তোমাদের ইচ্ছা।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চূড়ান্ত জবাবের জন্য হযরত খিরাশ ইবনে উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে কুরাঈশদের নিকট পাঠান। কুরাঈশরা তার বাহন উটটি (সালাব)-কে হত্যা করে। হযরত খিরাশ ইবনে উমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেও হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়ে যান।

১৬। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হযরত ইবনে সা'দ (রহঃ) হযরত ওসমান ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন– হে আল্লাহ্! ওমর ইবনে খাত্তাব ও আমর ইবনে হিশাম এই দু'জন থেকে যে আপনার কাছে প্রিয়, তাকে দিয়ে দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করুন। অতঃপর পরের দিন সকালে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, তিনি বৃহস্পতিবার রাতে এই দু'আ করেছিলেন, আর শুক্রবার সকালে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।– হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন

১৭। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য দু'আ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমাকে বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিক সৈন্যদের এক হাজারের অধিক অথচ মুসলমানের সংখ্যা তিনশত উনিশ জন দেখে কেবলা মুখী হয়ে হাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে আকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে লাগলেন। এমনকি তাঁর চাদর মোবারক কাঁধ থেকে পড়ে গেল। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চাদর মুবারক তুলে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি তো আল্লাহ্র দরবারে যথেষ্ট দু'আ ও মিনতি করেছেন এই বলে তিনি তাঁর চাদর মুবারক কাঁধে তুলে দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ নাজিল হয়–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"স্মরণ করুন, যখন তোমরা স্বীয় পালন কর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করে বলেন, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফিরিশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো।"– কুরআন (৮ঃ৯)।– বায়হাক্বী ও মুসলিম শরীফ

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ কবুল করেন, আর মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন।

১৮। মদীনা শরীফকে মহামারী মুক্ত করা ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় তাশরীফ নেন তখন মদীনা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী রোগের বিশেষতঃ জ্বর রোগের কেন্দ্র ছিল। তিনি দু'আ করলেন–

اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفة

"হে আল্লাহ্! যেভাবে আপনি আমাদেরকে মক্কা মুয়াজ্জামার ভালোবাসা দান করেছেন সেভাবে মদীনা মুনাওয়ারা'র ভালোবাসা দান করুন কিংবা মদীনার ভালোবাসা মক্কার চেয়েও বেশী করে দিন। আমাদের জন্য সা' ও মুদ-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের জন্য মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর করে দিন আর এখানকার জ্বর রোগকে 'জুহফা' নামক স্থানে স্থানান্তর করে দিন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ আল্লাহ্ তা'য়ালা কবুল করলেন। আজ মদীনা মুনাওয়ারার ভালোবাসা সকল মু'মিনের অন্তরে জাগরুক। সব রকম রোগ-শোক ও অপ্রতিকূল আবহাওয়া মুক্ত নিরাপদ শহর সোনার মদীনা।

১৯। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য দু'আ ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য এই বলে দু'আ করেন–

اللهم اكثر ما له وولد وبارك له فيما رزقته

"হে আল্লাহ্! আনাসের ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করুন আর তাঁর রিযিকে বরকত দান করুন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার অনেক ধন-সম্পদ হয়েছে এবং ছেলে ও নাতী মিলে প্রায় একশ জন সন্তান-সন্ততি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমার কন্যা আমেনা বলেছে যে, বাসরায় হাজ্জাজের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমার বংশের একশত ঊনত্রিশ জনকে দাফন করা হয়েছে।

হযরত আবুল আলিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর একটি বাগান ছিল, যা বছরে দু'বার ফল দিত আর তাতে মেশকের ন্যায় এক প্রকারের সুগন্ধি ছিল।

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করেছিলেন ফলে তিনি ৯১ হিজরী সনে নিরানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।– আল-খাসায়েসুল কুবরা

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

২০। তরবারীর আঘাতে লটকানো হাত ভালো হওয়া ঃ

হযরত হাবীব ইয়াসাফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার কাঁধে তরবারীর একটি আঘাত লাগলো ফলে আমার হাত লটকিয়ে থাকলো। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি এই আঘাতে লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন। এতে আমার আহত স্থান ভরে গেল এবং আমি ভালো হয়ে গেলাম। আর যে আমাকে আঘাত করেছিল তাকে আমি সে হাত দিয়ে হত্যা করেছি।"– বায়হাক্বী শরীফ

২১। কাটা বাহু জোড়া লাগা ঃ

বদর যুদ্ধে উমাইয়্যা ইবনে খলফ হযরত খুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপর এমনভাবে আঘাত করলো, যাতে তাঁর হাতের বাহু কাঁধ থেকে পৃথক হয়ে গেল। হযরত খুবাইব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উমাইয়্যাকে হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাহুকে স্বীয় হাত মুবারক দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দেন।– শাওয়াহেদুন নবুয়ত

২২। বীরে রাওহা ঃ

আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা থেকে বদরের পথে ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'বীরে রাওহা'। এর পানি ছিল লবণাক্ত। প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুলি মুবারকের পানি তাতে দিলেন। সেই হতে অদ্য পর্যন্ত মিষ্টি সুস্বাধু পানির কূপ হয়ে গেল। যে কূপ থেকে আজও সুস্বাধু মিষ্টি পানি পাওয়া যায়।– সুবহান আল্লাহ্

অধম লেখককে বদর যাওয়ার পথে উক্ত পানি পান করার আল্লাহ্ সুযোগ দিয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্

২৩। কূপের পানি সুস্বাদু হওয়া ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তার ঘরের কূপে লালা মুবারক নিক্ষেপ করেন ফলে 'মদীনা শরীফে এই কূপের চেয়ে বেশী সুস্বাদু পানির কোন কূপ ছিল না।"

২৪। জান্নাতী পানি ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর সাথে সওর গুহায় ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পানির পিপাসা লাগলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন–

اذهب الى صدر لغار فاشرب

"গুহার সম্মুখ দিয়ে যাও আর পানি পান করো।"

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুহার সম্মুখ দিয়ে গিয়ে তা থেকে পানি পান করেন। ঐ পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি, দুধের চেয়ে শুভ্র ও মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধি ছিল। এরপর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চলে আসেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

الله امر الملك الموكل بانهار الجنة ان خرق نهرًا من جنة الفردوس الى صدر الغار لتشرب ان

"আল্লাহ্ তা'য়ালা জান্নাতের নহরের দায়িত্ববান ফিরিশতাকে আদেশ দেন যেন জান্নাতুল ফেরদৌসের নহরকে গুহার সম্মুখ ভাগে প্রবাহিত করে দেন, যাতে তুমি পানি পান করতে পারো।"– আল খাসায়েসুল কুবরা

২৫। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খাবারে বরকত ঃ

হযরত দাকীর ইবনে সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা চারশ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট খাবারের জন্য আসছি। তিনি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, হে ওমর! তুমি তাদেরকে খাবার খাওয়াও এবং অতিরিক্ত কিছু দাও। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছে তো মাত্র কয়েক সের খেজুর আছে যা আমার পরিবারের জন্য রেখেছি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হে ওমর! আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম শুনুন আর বাস্তবায়ন করুন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হুজুরের আদেশ তো শিরোধার্য, এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে চাবি নিয়ে দরজা খুলে সবাইকে বললেন, তোমরা প্রবেশ করো। সবাই ঘরে প্রবেশ করলেন আর আমি ছিলাম সবার পেছনে। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন–

خذوا فاخذ كل رجل منهم ما احب ثم التفت اليه وانى اخر القوم وكانا لم نرزأ تمرةً

"তোমরা নাও, সুতরাং প্রত্যেকেই চাহিদা মোতাবেক খেল এবং নিয়ে নিল। আমি খাবারের দিকে তাকালাম, দেখলাম দস্তরখানায় একটি খেজুরও কমেনি অথচ আমি ছিলাম সর্বশেষ খাবার গ্রহণকারী।"– দালায়েদুন নবুয়ত

২৬। ওহুদ পাহাড়ের আনুগত্য ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ পাহাড় কিংবা হেরা পর্বতে আরোহণ করেন। এ সময় তাঁর সাথে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও ছিলেন। পাহাড়

তাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করলে তিনি পা মুবারক দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, থাম, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ বিদ্যমান। (সাথে সাথে পাহাড় স্থির হয়ে গেল)।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

২৭। মেঘের ছায়া দান ঃ

হযরত আবু মুছা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু তালেব কুরাঈশের কতিপয় মুরব্বীকে নিয়ে সিরিয়া ভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ছিলেন। কাফেলা যখন (বাহিরা) রাহেবের কাছে পৌঁছলো তখন তারা সওয়ারী থেকে অবতরণ করে যাত্রা বিরতি করলো। রাহেব (পাদ্রী) কাফেলার কাছে আসলেন। অথচ ইতিপূর্বে কত কাফেলা আসা-যাওয়া করেছে কিন্তু রাহেব কোন দিন তাদের কাছে আসতেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতেন না। রাহেব এসে কাফেলার ভিতরে ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে বলছেন– ইনি সাইয়্যেদুল আলামীন, ইনি সমগ্র পৃথিবী বাসীর রাসূল, তাকেই আল্লাহ্ তা'য়ালা রাহমাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।

কুরাঈশ মুরুব্বীরা বললো, আপনি কিভাবে বুঝলেন? তিনি বললেন, **যখন আপনারা এই জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথর সিজদা করছিল।** অথচ বৃক্ষ ও পাথর নবী ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে না। আমি তাঁকে দু'কাঁধের মধ্যবর্তী কোমল স্থানে আপেলের ন্যায় মহরে নবুয়ত দ্বারা চিনে ফেলেছি।

২৮। পাথরে সালাম দেয়া ঃ

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ان بمكة لحجرًا كان يسلّم على ليالى بُعثتُ الى لَأعرفه اذا مررت عليه

"মক্কায় একটি পাথর ছিল। যে রাতে আমার নবুয়ত প্রকাশ হয়েছিল সে রাত থেকে ঐ পাথর আমাকে সালাম করতো। আজো যদি আমি তার পাশ দিয়ে যাই তবে তাকে আমি চিনবো।"– দালায়েদুন নবুয়ত

২৯। পর্বত ও বৃক্ষের সালাম দেয়া ঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে থাকতাম। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মক্কার পাহাড় ও বৃক্ষসমূহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

فلم يمرُّ بشجر ولاجبل الا قال السلام عليك يا رسول الله

"তখন যেসব পাহাড় ও বৃক্ষের পাশ দিয়ে তিনি গমণ করতেন প্রত্যেক পাহাড় ও বৃক্ষ 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলে সালাম করতো।"– দালায়েদুন নবুয়ত

৩০। লাঠির ইঙ্গিতে মূর্তি ভেঙ্গে যাওয়া ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ্ প্রবেশ করলেন তখন সেখানে তিনশত ষাটটি মূর্তি পেলেন। তিনি প্রত্যেক মূর্তির দিকে লাঠি দিয়ে ইশারা করতেন আর বলতেন–

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"– কুরআন (১৭ঃ৮১)। তখন তিনি যেই মূর্তির দিকেই ইশারা করতেন সাথে সাথে লাঠি লাগানো ব্যতীত মূর্তি আপনা-আপনি ভেঙ্গে পড়তো।– বায়হাক্বী শরীফ

৩১। লাকড়ি হলো তরবারী ঃ

হযরত উক্কাশাহ্ ইবনে মিহসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "বদর যুদ্ধের দিন আমার তলোয়ার ভেঙ্গে গিয়েছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি লাকড়ি তথা গাছের ঢাল দান করলেন। দেখলাম ওটা একটা লম্বা সাদা ধবধবে তরবারী। আমি ওটা দিয়ে যুদ্ধ করলাম।– আল-খাসায়েসুল কুবরা

৩২। সর্বোত্তম সুগন্ধি ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ঘরে তাশরীফ আনেন এবং দুপুরে কায়লুলাহ্ (শয়ন) করলেন। তাঁর শরীর মুবারক থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। তখন আমার মা ঘাম মুবারক শিশিতে ভরে নিলেন। তিনি চোখ খুলে জিজ্ঞেস করেন- 'হে উম্মে সুলাইম! কি করছো?' উত্তরে বললেন- 'এই ঘাম মুবারক আমরা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করি। কেননা এগুলো সর্বোত্তম সুগন্ধি।'

৩৩। চেহারা মুবারক এর নূরানী আলোতে সুই খুঁজে পাওয়া ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সাহ্রীর সময় সেলাই করতেছি। আমার হাত হতে সুঁই পড়ে গেলে অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। এ সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করেন। "তাঁর চেহারা মুবারকের নূরানী আলোতে আমি সুঁই পেয়ে গেলাম।"

৩৪। দিনে-রাতে সমান দেখতেন ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোতে যেরূপ দেখতেন অনুরূপ ঘোর অন্ধকারেও দেখতেন।"– বায়হাকী শরীফ

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মনে করো আমি শুধু

সামনের দিকটা দেখি? আল্লাহ্ তা'য়ালার শপথ তোমাদের রুকু, সিজদা আমার অগোচরে নয়। আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের তথা পিছনে দিক দিয়েও দেখি।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিনের আলোয় যেভাবে দেখতেন রাতের অন্ধকারেও অনুরূপ দেখতেন।"– বায়হাকী শরীফ

৩৫। গুপ্ত ধনের সংবাদ ঃ

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বদর যুদ্ধে বন্দী হলেন। বন্দীদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হলে তিনি আরজ করলেন– এটা আদায় করতে আমি অক্ষম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "আপনার সেই সম্পদ কি হলো? যা আসার সময় মাটির নিচে রেখে এসেছেন এবং বলে আসলেন, যদি যুদ্ধে আমি মৃত্যুবরণ করি, তখন এ সম্পদ আমার সন্তানেরা পাবে।

এ কথা শুনে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অবাক হলেন এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হলেন।"– দালায়েলুন নবুয়ত

৩৬। আহারে বরকত ঃ

হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম। কিন্তু যথা সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বড় বড় দেখে ত্রিশ জন আনসারীকে দাওয়াত করো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম অনুযায়ী ত্রিশজন আনসারী এসে খেয়ে গেল। অবশেষে দেখা গেল, ঐ দু'জনের খাবার হতে ত্রিশজন আনসারী তৃপ্তি সহকারে আহার করার পরও খাবার বেঁচে গিয়েছে।– বায়হাকী শরীফ

৩৭। মকবুল দু'আ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর জন্য দু'আ করলেন– "ইয়া আল্লাহ্! ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা-কে দ্বীনের ইলম ও তাফসীরের (কুরআন শরীফের) ইলম দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আর বরকতে তিনি এমন ইলম হাসিল করলেন যে, অবশেষে তাঁকে 'বড় আলেম' উপাধিতে ভূষিত করা হলো। তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি 'তরজুমানুল কুরআন' উপাধি লাভ করেছেন।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৩৮। বকরী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাজীম করলো ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নিয়ে জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন। সেখানে

একটি বকরী ছিলো। বকরীটি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সিজদা করলো। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরাই তো আপনাকে সিজদা করার অধিকার রাখি বেশি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– একজন মানুষের জন্য আরেকজন মানুষকে সিজদা করা বৈধ নয়।

৩৯। রোগ নিরাময় ঃ

খায়বরের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আলী মুর্তজা কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, তার চোখ উঠেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে আনালেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মাথা কোলে নিয়ে দু'চোখে পবিত্র মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং দু'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেনো তার চোখে কোন অসুখই হয়নি। এরপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জীবনে আর কখনো চোখ উঠার রোগ হয়নি।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে এখানে মাত্র কয়েকটি মু'যিজা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো। চিন্তাশীল পাঠকদের ঈমানের সামান্য তৃষ্ণা মিটাতে পারে বলে আশা করি।

উল্লেখ্য যে, অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় মু'যিজার সংখ্যা বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ৭,৭০০। অনেকেই এর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেননি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে ভালো জানেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু শান

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহু বৈশিষ্ট্য ও শান রয়েছে যা অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই বা থাকলেও তাঁর বৈশিষ্ট্য সকলের উর্ধ্বে। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সূরা আদ্-দোহার তাফসীর হতে সামান্য কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো–

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর ছিল 'পবিত্র-মুবারক';

(২) তিনি সামনে ও পশ্চাতে সমভাবে দেখতেন, রাতে অন্ধকারেও তিনি এরূপ দেখতেন, আলোতে যেরূপ দেখতেন;

(৩) তাঁর মুখের লালা মুবারক লবণাক্ত বা কটু পানিকেও সুস্বাদু পানীয় করে দিত;

(৪) তাঁর বিন্দু লালা দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাকে খাওয়ালে সারা দিন দুধের পিপাসা লাগতো না; দিনভর কান্নাকাটি করতো না; আশুরার দিন আহলে বাইতের বাচ্চাদের বেলায় এটা পরীক্ষিত;

(৫) তাঁর বগলতল সাদা ও স্বচ্ছ উজ্জ্বল ছিল; তাতে পশম মাত্রই ছিল না;

(৬) তাঁর আওয়াজ যতদূরে যেত, অন্য লোকের আওয়াজ দশভাগের এক ভাগও যেত না; তাঁর আওয়াজ এতদূর হতে শোনা যেত, যত দূর অপরের কারো আওয়াজ শোনা যেত না;

(৭) তাঁর চক্ষু ঘুমাত, হৃদয় ঘুমাত না;

(৮) সারা জীবন একবারও তিনি হাই তোলেননি;

(৯) কখনো তাঁর স্বপ্নদোষ হয়নি;

(১০) তাঁর ঘাম মিশ্‌ক আম্বর হতেও অধিক সুগন্ধিযুক্ত। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে ঐ ঘামের খোশবুতে রাস্তা আমোদিত হতো। লোকেরা বুঝতে পারতো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রাস্তা দিয়ে গেছেন;

(১১) কোন ব্যক্তি তাঁর প্রস্রাব বা পায়খানা জমীনের উপর দেখতে পায়নি; জমিন ফেটে তা খেয়ে ফেলতো; আর ঐ জায়গা হতে মিশ্‌ক আম্বরের খোশবু বের হতো;

(১২) তিনি খৎনাকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন; তাঁর বদন মুবারক তখন পূর্ণরূপে সাফ ছিল; কোন প্রকার কোন কলুষ বস্তু তাতে ছিল না।

(১৩) জমিনের উপর সিজ্‌দায় পতিত ছিলেন। শাহাদত অঙ্গুলি আসমানের দিকে উত্তোলিত ছিল;

(১৪) তাঁর ভূমিষ্ঠক্ষণে একটি নূর চমকিয়ে গেল এবং তা এতো আলোকিত হয়ে গিয়েছিল যে, তার ফলে সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ দৃষ্টিতে এসেছিল;

(১৫) ফিরিশতাগণ তাঁর হিন্দোল দোলাতেন, হিন্দোলে থাকা কালে চাঁদ তাঁর সঙ্গে কথা বলতো; যখন যেদিকে তিনি ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেত।

(১৬) তিনি পাথরের উপর চলতে গেলে পাথর গলে যেত ও কদম মুবারকের দাগ পড়ে যেত;

(১৭) তাঁর ছায়া ছিল না; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিবাহত্তোর পনের বছরে রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু শান

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা **এর ব্যবসার দায়িত্ব গ্রহণকাল থেকে বিবাহত্তোর পনের বছরে হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু শান ঃ**

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যৌবনের প্রারম্ভেই 'আল-আমিন' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন, যা ছিল দুর্লভ গৌরব।

২। হজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিকা অর্জনের জন্য মেষ চরানো ও ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "সকল নবীগণই নিজ হাতে অর্জিত হালাল রুজি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ

করতেন। আমানতদার সত্যবাদী ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিনে নবীগণ, সিদ্দিকগণ ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।"– মিশকাত শরীফ

৩। হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সম্পদ লাভ করেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনিকাঞ্চনে বিভোর ছিলেন না। সম্পদ ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি কখনও সম্পদের অধীন বা ভোগ-বিলাসী ছিলেন না। এখানেই দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য নির্ধারিত হয়।

৪। অসহায়, ইয়াতিম, বিধবা, গরীব-মিসকিনদের সেবা করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের প্রথম উত্তম সমাজ সেবামূলক কাজ ছিল।

৫। কেউ উপকার করলে তার বিনিময়ে প্রতিদান দেয়া ও স্বীকৃতি প্রদান করা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা। যেমন- তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৬। চরিত্র মাধুর্য্য বড় সম্পদ। চরিত্রবান লোক সকলের নিকটই প্রশংসার পাত্র।

৭। বিবাহবন্ধন একটি পবিত্র কাজ ও সভ্যতার মূলভিত্তি। একাজে অভিভাবকগণের সম্মতি জরুরী। বর্তমানকালের যুবক-যুবতীগণ এ আদর্শ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন।

৮। দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো– সন্তানাদির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা, শুধু ভোগবিলাস নয়।

৯। 'লা-রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম' অর্থাৎ বৈরাগী জীবন ইসলাম সমর্থন করে না।

১০। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তপূর্ব এবং নবুয়ত পরবর্তী সমগ্র জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। যারা শুধু তেইশ বছরকে আদর্শ ধরে ইসলামের নামে সংগ্রাম করে তারা সঠিক নয়।

১১। শিশুকাল থেকেই নবুয়তের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ এবং বাণিজ্য কাফেলায় ফিরিশতাদের ছায়া প্রদান নবুয়াত প্রকাশের পূর্বাভাস।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একক বৈশিষ্ট্যাবলী

শায়খ জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু মাহাত্ম ও মর্যাদা-মান বর্ণনা করেছেন। এ মাহাত্ম ও মর্যাদার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য নবী-রাসূলগণের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে আশেকে রাসূলদের জন্য নিম্নে কিছু বৈশিষ্ট্য/শান বর্ণনা করা হলো–

১। হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন পানি এবং মাটির মধ্যে ছিলেন, তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী বানিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী-রাসূলদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তিনিই ছিলেন

সকলের অগ্রবর্তী। আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন আলাসতু বিরাব্বিকুম' অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? বলে প্রশ্ন করেছিলেন; তখন সকলের আগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বালা' অর্থাৎ 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিয়েছিলেন।

২। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

৩। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পর আসমানে ইবলিসের যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

৪। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুওয়্যত কলবের বিপরীতে সেই স্থানে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, যে স্থান দিয়ে শয়তান অন্তরে প্রবেশ করে।

৫। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক হাজার নাম রয়েছে। আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম থেকে তাঁর পবিত্র নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি আল্লাহ্ তা'য়ালার নামসমূহের মধ্যকার সত্তরটি নাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও দেখা যাচ্ছে।

৬। জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

৭। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-কে তার আসল সুরতে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর আত্মপ্রকাশের পর অতীন্দ্রিয়বাদ শেষ হয়ে গিয়েছে।

৮। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। যারা ঈমান আনতে পারেনি, তাদের জন্য তাঁর আজাব কমানোর দু'আ গৃহীত হয়েছে। যেমন- চাচা আবু তালিবের ঘটনা।

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মানুষের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন।

১০। রাতের বেলায় ভ্রমণের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মি'রাজ হয়েছে এবং তাঁর জন্য সাত আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয়েছে। তিনি দু'ধনুকের ব্যবধান 'কাবা কাউসাইনি' পর্যন্ত এমন স্থানে উপনীত হয়েছেন, যেখানে কোন নবী, রাসূল এমনকি কোন মুকাররম ফিরিশতা পর্যন্ত যেতে পারেননি।

১১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহায্য করতে এসে ফিরিশতাগণ তাঁর পাশে থেকে যুদ্ধ করেছেন।

১২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআন শরীফ এর মু'যিজা দান করা হয়েছে। যা অক্ষয়-অব্যয়, অপরিবতনীয়, সারগর্ভ এবং অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বলিত। কুরআন শরীফ কণ্ঠস্থ করা অনায়াসসাধ্য করা হয়েছে।

শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী (রাঃ) এর কাব্যে শানে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল ওয়াহ্দাত, রাসূল নোমা, আল্লামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ফারসী ভাষায় মহাকাব্য "দেওয়ানে ওয়াইসী" গ্রন্থে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে গুণগান-প্রশংসা করেছেন এর সামান্য কিছু অংশের অনুবাদ তুলে ধরা হলো। আশা করি, আশেকে রাসূলদের প্রেম পিপাষা মিটাতে কিছুটা হলেও সহায়ক হবে।

আল্লাহ্ এক এবং তাঁর বন্ধুও একজনই
এই অবস্থা অনন্তকালের নিয়ম,
এই ধরণী আপনার মতো দ্বিতীয় জনের জন্ম দেয়নি
পৃথিবীর বৃত্তের আপনিই হচ্ছেন কেন্দ্রস্থল।
কারণ আপনার মত ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই।
আপনার উন্নত মর্যাদার তুলনায় সামনে (আল্লাহ্‌র) আরশ মাটির নিচে
আপনার উচ্চ পদ মর্যাদার তুলনায় সপ্ত আকাশ পায়ের নিচে।
আপনার কেশগুচ্ছের তুলনায় আম্বর সুগন্ধি ধুলিকণা বলে মনে হয়
আপনার চেহারার তুলনায় আকাশের সূর্য একটি অগ্নিকুণ্ডমাত্র।

আপনার আকৃতি দেখে আকাশের চাঁদ লজ্জাবনত হয়
পৃথিবীর স্রষ্টা আপনার মত আর একজনের সৃষ্টি আবশ্যক মনে করেননি
আপনার সুন্দর চেহারা সৃষ্টি কর্তার ভালোবাসার প্রতীক।

আপনি দু'জাহানের বাদশাহ্ ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি
আপনি জীবন ক্ষেত্রে বাদশাহ ও পাপীদের ত্রাণকর্তা
আপনার দরজায় বাদশাহ্‌গণ তুচ্ছ ও ভিখারী স্বরূপ।

পৃথিবীতে আপনি সৃষ্টির অদ্বিতীয়
পরিপূর্ণতার সৌন্দর্যে, ইজ্জতে ও মূল্যায়নে
বিশ্ব স্রষ্টা আপনাকে করেছে।

প্রশংসাকারী, সাহায্যকারী, বিজয়কারী ও প্রাচুর্য্যময়
আপনার বিরহ ব্যাথায় আমি বন্ধরূপে গ্রহণ করিয়েছি।
ক্রন্দন, হাহাকার, অনুতাপ ও দুঃখ
ওয়াসী আপনার বিরহ ব্যথায় বরবাদ, বেকারার, মূহ্যমান ও ধ্বংস হয়ে গেল।

সেই ভাগ্যবান যে আপনার চেহারা দেখতে পায়।
তুমি দয়া পরায়ন, তুমি সুন্দর, তুমি প্রাণময়, তুমি জীবন

তুমি অনুগ্রহপূর্ণ, তুমি দয়ার সাগর, তুমি আলোময় আপদমস্তক।
তোমার সৌন্দর্য্য ক্রমবর্ধমান, তোমার দয়া পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত
তোমার প্রাণ সকল প্রাণেই অবস্থিত, তোমার জীবন সর্বজীবে বিরাজমান।

কেমন দয়া, খোদার দয়া, কেমন অনুগ্রহ, খোদার অনুগ্রহ
কেমন আলো, খোদার নূরের আলো, পদ মর্যাদায় তুমি অদ্বিতীয়।
তুমি আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য্যের বিকাশ (আয়না) তুমি আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য দান
তোমার প্রেম ছাড়া আর সব বর্জনীয়, তুমিই শান্তি আর সব প্রলোভন মাত্র।

অনুবাদক ঃ আলহাজ্জ মুহাম্মাদ জানে আলম, এম.এ., বি.এস

খুলুকে আযীম মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]

প্রারম্ভিকা ঃ

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা রসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত্র নিয়ে যুগে যুগে আলোচনা করেছেন অনেক লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও মহামনীষীগণ। তিনি ছিলেন ধর্ম প্রচারক, সংস্কারক, বিচারক, শান্তির বাহক, রাজনীতিবিদ, সমরনীতিবিদ ও আল্লাহ্‌র হাবীব ইত্যাদি। এসব অসাধারণ গুণাবলী নিয়ে যদিও বিভিন্ন মনীষীরা বিভিন্ন যুগে আলোচনা করেছেন তবুও এ কথা বলতে হয় যে তাঁর জীবনের কিছুই বলা হয়নি। এ ত্রুটি কোন মনীষীর নয়, কোন পন্ডিতের নয় বা কোন লেখকেরই নয়। কেননা মহাসাগরের অভ্যন্তর ভাগ হতে যদি সামান্য কয়েক বিন্দু পানি নিয়ে মহাসাগরের স্বরূপ নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে যেমন মহাসাগরের গুণাগুণের কিছুই বর্ণনা করা যায় না; তদ্রূপ এ মহামানব হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিতের উপর যদি বিশ্বের পন্ডিতবর্গ একত্রিত হয়েও আলোচনায় রত হন তবুও তারা তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করতে পারবেন না।

এর কারণ হলো রহমাতুল্লিল আলামিনের মহাজীবনের অসীম বিশালতা। আর বিশালতার সবচেয়ে আকর্ষণীয়, বিশ্বজয়ী সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হচ্ছে আখলাকুন্ নবী তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

আমি অধম লেখক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'খুলুকে আযীম' প্রসঙ্গে কিছু লেখার অভিপ্রায় করেছি। প্রার্থনা করছি, আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন আমাকে ইলম, জ্ঞান, ধ্যান ও চিন্তাসহ সর্ববিষয়ে মন ভরপুর করে দেন। আমিন।

আখলাক পরিচিতি ঃ

'আখলাক' শব্দটি 'খুলুক' এর বহুবচন। এর অর্থ মানুষের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ও শিষ্টতা। বিশদভাবে বলতে গেলে উত্তম চরিত্র হচ্ছে অপরের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা, উদারতা ও দানশীলতা, ধৈর্য ও সহ্য, দয়া ও মমতা, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য, বিনয় ও নম্রতা, অন্যের প্রয়োজন মেটানোর মনোবৃত্তি ইত্যাদি গুণে কোনো ব্যক্তির গুণান্বিত হওয়া।– ফতহুল বারী

অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ লিখেছেন– মূলতঃ মৌলিক ০৪ (চার)টি গুণ হল উত্তম চরিত্রের ভিত্তি। যথা– ক) জ্ঞান ও প্রজ্ঞা; খ) বীরত্ব ও সাহসিকতা; গ) ন্যায় ও ইনসাফ এবং ঘ) পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা। এই চারটি মৌলিক গুণে ভারসাম্য সৃষ্টি হলে মানুষের মাঝে উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– যেহেতু খুলুক বা চরিত্র হলো মানুষের মনের ভিতরের অবস্থা। সুতরাং যেমনিভাবে নাক, কান, গাল, মুখসহ সামগ্রিক সৌন্দর্য কেবল চোখের সৌন্দর্য। যখন বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে মনের ভিতরের অবস্থার সমন্বয় হবে তখন তা حسن الخلق বা উত্তম চরিত্রের পর্যায়ে পৌঁছবে। যেমন– জ্ঞানশক্তি, ক্রোধশক্তি, প্রবৃত্তিশক্তি ও ন্যায়পরায়ণতা শক্তি। এই চারটি শক্তির যখন উত্তম প্রয়োগ ঘটানোর যোগ্যতা অর্জিত হবে তখনই حسن الخلق বা উত্তম চরিত্র অর্জিত হবে।

প্রিয় নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বোত্তম আখলা.কের অধিকারী। তাঁর জীবনের এ সর্বোত্তম আখলাকের স্বীকৃতি কোন সাধারণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কর্তৃক নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা কর্তৃক, এমনকি মুসলিম-অমুসলিম সকল শ্রেণির মানুষও অকপটে এ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

আখলাকে হামীদার-প্রসংশনীয় চরিত্রের প্রকারভেদ ঃ

মুহাক্কিকিনে কিরামগণ আখলাকে হামিদা-প্রসংশনীয় চরিত্রকে ০৩ (তিন) ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১) খুলুকে হাসান তথা সুন্দর চরিত্র ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আঘাত করলো কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিশোধে অন্যায়কারীকে সমপরিমাণে সমতার সাথে আঘাত করলো। এ সমতা রক্ষা করাই হলো খুলুকে হাসান তথা সুন্দর চরিত্র।

২) খুলুকে কারীম তথা সুন্দরতম চরিত্র ঃ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন রকম প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্যধারণ করা এবং আঘাতকারীকে ক্ষমা করে দেয়া। এই ধৈর্য এবং ক্ষমাই হলো খুলুকে কারীম তথা সুন্দরতম চরিত্র।

৩) খুলুকে আযীম তথা মহান চরিত্র ঃ অন্যায়ভাবে আঘাতকারীকে কোন রকম প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্যধারণ করলো, ক্ষমা করে দিল এবং প্রতিউত্তরে আঘাতকারীকে বিনয়ের সাথে বলে– আপনি কি কষ্ট পেয়েছেন? ব্যাথা পেয়েছেন? তাহলে আমাকে ক্ষমা

করুন! এই ধৈর্যধারণ, ক্ষমা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করাই হলো খুলুকে আযীম তথা মহান চরিত্র।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'খুলুকে আযীম-মহান চরিত্রের অধিকারী।

নিম্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম-মহান চরিত্রের ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

কুরআন শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"এবং নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত।"– কুরআন (৬৮ঃ৪)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ

"আপনার জন্যে অবশ্যই এমন পুরষ্কার রয়েছে যা কোন দিনই নিঃশেষ হবে না।"– কুরআন (৬৮ঃ৩)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আপনাকে সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (২১ঃ১০৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সারা বিশ্বের চরিত্র শিক্ষাদাতাদের উপর বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তিনি উত্তম চরিত্রের এক মহীয়ান আদর্শরূপে এই উম্মতের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট এমন রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি তিনি দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো।"– কুরআন (৩ঃ১৫৯)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"অবশ্য আমি জানি যে, তারা যা বলে তা আপনাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালঙ্ঘনকারীগণ আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে।"– কুরআন (৬ঃ৩৩)

৭। প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্বোত্তম চরিত্র মাধুর্য ও উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের কারণে আল্লাহ্ তা'য়ালা সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে জাতি, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সকলকেই তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান চরিত্রের স্বাক্ষর বহন করে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ،

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা রাখে, আল্লাহ্-কে বেশি বেশি স্মরণ (যিকির) করে তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে অনুপম আদর্শ।"– কুরআন (৩৩ঃ২১)

৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।"– কুরআন (৪ঃ৮০)

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ،

"হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।"– কুরআন (৩ঃ৩১)

হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম ঃ

১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। কিন্তু সত্য প্রকাশের জন্য তিনি নিজেই তাঁর আখলাক সম্পর্কে ঘোষণা করে বলেন–

انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

"আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য।"– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

ان الله بعثنى بتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الافعال

"আল্লাহ্পাক আমাকে শ্রেষ্ঠতম আখলাকের এবং উত্তম কার্যাবলির পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন।"– আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

ادبنى ربى فاحسن تأديبى

"আমার প্রতিপালক আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, তিনি আমার আচার-ব্যবহারকে অতি উত্তম করে দিয়েছেন।"– মুহাম্মাদ রিদা, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দরূদ)

৪। ওহুদ যুদ্ধের পর সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন–

انى لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة · وفى رواية بعثت داعيا ورحمة

"আমি অভিশাপ প্রদানকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি, আমি তো রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।"– আশ-শিফা। অন্য বর্ণনায় এসেছে– "আমি আহ্বানকারী হিসেবে এবং রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

خيركم خيركم لاهله وانا خير لاهلى

"তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিজনের কাছে উত্তম।"

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

خياركم خياركم لنسائهم

"তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম, যারা তার স্ত্রীদের নিকট উত্তম।"– তিরমিযী শরীফ

আহলে বায়ত এর দৃষ্টিতে
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর "খুলুকে আযীম"

১। হযরত আয়েশা সিদ্দিকী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন–

ما كان احد احسن خلقا من رسول الله ﷺ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আর কোন লোক ছিল না।"

২। হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন–

انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق

"নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, অভাবীর অভাব মোচন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং বিপদে মানুষের সাহায্য করেন।"– বুখারী শরীফ

৩। হযরত ইয়াযীদ ইবনে বাবানূস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম– হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল 'আল-কুরআন'। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি 'সূরা মু'মিনুন' পাঠ করো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ করি। তিনি বললেন, পাঠ করো। তখন আমি পাঠ করতে শুরু করলাম–

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ.

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ; যারা নিজেদের সালাতের মধ্যে বিনয় নম্র; যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে; যারা যাকাত দানে সক্রিয়; যারা আপন যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।" অতঃপর হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র এরূপই ছিল।"– আখলাকুন্ নবী

৪। হযরত আবু আবদুল্লাহ্ আল-জাদলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন–

لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابای الاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ۰

"তিনি ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত কোনভাবেই কখনো অশ্লীল কথা বলতেন না, হাট-বাজারে শোরগোল ও চিৎকার করতেন না এবং অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দ্বারা করতেন না, বরং ক্ষমা ও মার্জনা করতেন।"– তিরমিযী শরীফ

৫। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেউ যদি স্বীয় ব্যাপারে তাঁর নিকট দুটি প্রস্তাব উপস্থাপন করতেন, তবে তিনি তার পক্ষে যা **সহজসাধ্য হতো তাই পছন্দ করতেন,** যদি তা পাপের কাজ না হতো।"– তিরমিযী ও মুসলিম শরীফ

৬। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন সর্বাধিক সৎ, ভদ্র ও হাসিখুশি লোক।"– আখলাকুন্ নবী

৭। হযরত সাফিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী আর কাউকেও দেখিনি।"– হায়াতুস সাহাবা, ইউসুফ কান্ধলবী

হযরত সাহাবা-ই কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুলুকে আযীম

১। হযরত আল-বারা'আ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ احسن الناس وجها واحسن الناس خلقا–

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে চেহারার দিক থেকেও সর্বাধিক সুন্দর এবং চরিত্রের দিক থেকেও সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন।"– মুসিলম শরীফ

২। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক সুন্দর মানুষ, সর্বাধিক দানশীল মানুষ এবং সর্বাধিক মহাবীর মানুষ।"– বুখারী ও মুসলীম শরীফ

৩। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

لم يكن رسول الله ﷺ سبابا ولا لعانا ولا فاحشا

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না ছিলেন গাল-মন্দকারী, না অভিশাপ দানকারী আর না অশ্লীল বাক্যালাপকারী।"– বুখারী শরীফ

৪। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "আমি দশ বছর পর্যন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমত করেছি। তিনি কখনো কোনো কাজের ব্যাপারে আমাকে এ কথা বলেননি, তুমি এই কাজটি করলে কেন এবং এ কাজটি করলে না কেন?"– তিরমিযী ও মুসলিম শরীফ

৫। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন অশ্লীল কথা বলতেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে চরিত্রের দিক হতে উত্তম সে প্রকৃত উত্তম।"– তিরযিমী, বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৬। হযরত আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "আমার পিতা-মাতার শপথ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অশ্লীল কথা বলতেন না এবং বাজারে শোরগোল করতেন না।"– আখলাকুন্ নবী

৭। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো সর্বোত্তম কাউকে না পূর্বে পেয়েছি, না পরে।"– হায়াতুস সাহাবা

৮। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি দানশীল, সত্যভাষী, নম্র স্বভাব ও খোশমেজাজী ছিলেন। কেউ হঠাৎ দেখে ভয় পেলেও সে যদি তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন তবে আন্তরিকভাবে তাঁকে ভালোবাসতে থাকতেন।"– আশ-শিফা শরীফ

৯। হযরত আমর ইনবুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ মানুষের সাথেও খোলামেলা আলাপ ও উত্তম আচরণ করতেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করতো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার মর্যাদা সর্বাধিক। হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি আমার নিজের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতাম।"– শামাইলে তিরমিযী শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

আনুষ্ঠানিক ইবাদত

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুষ্ঠানিক ইবাদত ঃ

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ বিদ্যমান। সকল বিষয়ই তাঁর আদর্শ অতুলনীয়। উম্মতে মুহাম্মাদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করছেন। নামায, রোযা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়ও তিনি অনুপম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

হাদীস শরীফে, সীরাত গ্রন্থে তাঁর নবুওয়াত ঘোষণার পূর্ব জীবনের ইবাদত-বন্দেগী, কোথায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন, কারা তাঁকে সাহায্য করতেন ইত্যাদি সকল বিষয় বর্ণিত আছে। নবুওয়াত ঘোষণার পরবর্তী জীবনের আমল-আখলাক, ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট দেখে অনেকের মায়া হতো। নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারক ফুলে যেত।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি এতো বেশি ইবাদত করেন কেন? আল্লাহ্ তা'য়ালা তো আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এর জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন তার সারকথা হলো– **ইবাদতের সম্পর্ক গুনাহ্র সাথে নয়, গোলামের প্রতি মনিবের যেই অনুগ্রহ তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী।**– তিরমিযী শরীফ

যে যত বেশি মনিবকে চিনে এবং তার দয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে সে-ই তো তাঁর বেশি অনুগত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্র হাবীব, তিনি আল্লাহ্র অধিক নৈকট্য লাভকারী ছিলেন, ফলে তিনিই হলেন সর্বোত্তম ইবাদতকারী।

ইজহারে নবুওয়াত-নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বকালীন ইবাদত ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত ঘোষণার পূর্বেও ইবাদত-বন্দেগী করতেন। হেরা গুহায় ইবাদতে ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় প্রথম ওহী আসে। তবে কি নিয়মে, কেমন ভাবে ইবাদত করতেন তা সবিস্তার জানা যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

আলিমদের এক জামাআত হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর শরীয়াত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসরণ করতেন বলে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা তাদের অভিমতের পক্ষে দলিল পেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا ،

"অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুসরণ করুন!"– কুরআন (১৬ঃ১২৩)

আল্লামা আয়নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো শরীয়তের অনুসরণ ব্যতিরেকে তাঁর অন্তরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা উদ্রেক হতো সে অনুযায়ী ইবাদত করতেন।

ওহী নাজিলের পর হতে যে সকল আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মানব জাতির হিদায়াত ও সিরাতাল মুস্তাকিমে চলার জন্য আপতিত হয়েছে যা পালন করা উম্মতের উপর অবশ্য কর্তব্য। এসব হুকুম আহকাম তিনি যথাযথভাবে পালন করার পরে কিছু কিছু বিশেষ ইবাদত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য খাছ ছিল তাও তিনি একনিষ্ঠতার সাথে পালন করতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্রময় সত্তা। তাঁর নৈকট্য-সান্নিধ্য লাভ করার জন্য বান্দাকে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করে তাঁর গুণগান করতে হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বান্দার পবিত্রতা অর্জন করার জন্য কুরআন শরীফে স্পষ্ট বিধান দিয়েছেন। সে বিষয়গুলো ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম এ তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ
إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا
فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ
لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ
وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে, যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তা তোমাদের মুখমণ্ডলে ও হাতে মসেহ করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"– কুরআন (৫ঃ৬)

২। হযরত আবু মালেক আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।"– মুসলিম শরীফ

৩। পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৪। পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মিক প্রফুল্লতা আসে এবং ইবাদতে ফজিলত লাভ করা যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৫। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– দশটি বিষয় মানুষের প্রকৃতিগত, যথা– (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের জোড়াসমূহকে (ময়লা-আবর্জনা থেকে) যত্ন সহকারে ধৌত করা, (৭) বগলের লোম উপড়ানো, (৮) নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, (৯) পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা।

হযরত যাকারিয়া (রহঃ) বলেন– আমার ওস্তাদ হযরত মুসআব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ ৯টি বিষয় উল্লেখ করার পর বলেন যে, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি। তবে আমার ধারণা, তা হচ্ছে কুলি করা।"– মুসলিম শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এস্তেঞ্জা (প্রস্রাব-পায়খানা) ঃ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এস্তেঞ্জার (প্রস্রাব-পায়খানার) জন্যে বায়তুল খালায় (প্রস্রাব-পায়খানার স্থানে) প্রবেশ করতেন, তখন প্রথমে বাম পা ভিতরে রাখতেন এবং যখন বাইরে আসতেন, তখন ডান পা প্রথমে বাইরে রাখতেন।– তিরমিযী শরীফ

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল খালায় প্রবেশ করার সময় বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"হে আল্লাহ্! পিশাচ নারী ও পুরুষ জ্বিন থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল খালা থেকে বাইরে এসে বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَا فَانِىْ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমার মধ্য থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে স্বস্তি দিয়েছেন।"– তিরমিযী শরীফ

৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় বসার সময় মাটির একেবারে কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত কাপড় তুলতেন না।– যাদুল মা'আদ

৫। হযরত হাবীব ইবনে সালেহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা মুবারক ঢেকে নিতেন।– ইবনে সা'দ

৬। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় বসার সময় কিবলা মুখী হয়ে বসতেন না এবং কিবলা পিছনে দিয়েও বসতেন না।– যাদুল মা'আদ

৭। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এস্তেঞ্জায় তিনটি ঢিলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাতে শুকনো গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে এবং ডান হাতে এস্তেঞ্জা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৮। ঢিলা দিয়ে এস্তেঞ্জা করার পর পানি ব্যবহার করা সুন্নাত।– তিরমিযী শরীফ

৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রথমে পেশাব ও পরে গোসল অথবা অযু না করে। কেননা, অধিকাংশ মানসিক সংশয় এ থেকেই জন্ম লাভ করে।– আবু দাউদ শরীফ

১০। পেশাব-পায়খানার ছিটা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। কেননা, অধিকাংশ কবর-আযাব পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকার কারণেই হয়।– তিরমিযী শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিসওয়াক মুবারক ঃ

মিসওয়াক করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত। তিনি নিয়মিত মিসওয়াক করতেন, বিশেষ করে অযু করার পূর্বে।

১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن عائشة ان النبى ﷺ كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে অথবা দিনে যখনই নিদ্রা হতে জাগ্রত হতেন তখনই অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন।"– আবু দাউদ শরীফ

২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء

"আমি যদি উম্মাতের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করতাম তা হলে তাদেরকে প্রত্যেক অযুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"– নাসাঈ শরীফ

৩। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে মিসওয়াক রেখে দেয়া হতো। তিনি রাতে যখন নামায পড়তে উঠতেন, তখন মিসওয়াক করে অযু করতেন।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৪। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল দিনে অথবা রাতে যখনই তিনি ঘুমাতেন, ঘুম থেকে উঠার পর অযু করার পূর্বে মিসওয়াক অবশ্যই করতেন।– মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ শরীফ

৫। মিসওয়াক করা মুখের পবিত্রতার উপায় এবং আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টির কারণ– বুখারী শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযু মুবারক ঃ

১। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করতেন এবং উম্মতকেও তা পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত–

عن رباح بن عبد الرحمن بن ابى سفيان بن حويطب عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ·

"হযরত রাবাহ্ ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবী সুফয়ান ইবনে হুআয়তিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে তার দাদীর সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অযুর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করে নাই, তার অযু হয় নাই।"– তিরমিযী শরীফ

২। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান দিক থেকে অযু শুরু করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত–

عن عائشة قالت كان النبى ﷺ يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وفى شانه كله .

"হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরিধান করা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা (অযু-গোসল) এবং প্রত্যেক কাজ ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন।"- বুখারী শরীফ

৩। দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত–

عن جابر قال قال رسول الله ﷺ اذا قام احدكم من النوم فاراد ان يتوضأ فلا يدخل يده فى وضوئه حتى يغسلها فانه لا يدرى اين باتت يده ولا على ما وضعها .

"হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে অযু করতে চাইলে সে যেন তার হাত ধৌত করার পূর্বে তা পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় অতিবাহিত করেছে এবং সে তার হাত কোথায় রেখেছিল।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমাদের কেউ অযু করলে সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং তা পরিষ্কার করে।"– নাসাঈ শরীফ

৫। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অযু করতেন তখন এক কোষ (দুই হাতের পাঞ্জা মিলিয়ে) পানি নিতেন। অতঃপর তা চিবুকের নিচে দিয়ে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন। তা দিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন আর বলতেন, আমার প্রতিপালক এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"– আবু দাউদ শরীফ

৬। হযরত আসিম ইবনে লাকীত (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন অযু করবে পূর্ণরূপে অযু করবে এবং আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে খিলাল করবে।"– নাসাঈ শরীফ

৭। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথা মসেহ করলেন এবং দুই কানের ভিতর ও বহিরাংশ মসেহ করলেন।"– তিরমিযী শরীফ

৮। অযুর অঙ্গ তিনবার ধৌত করা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত–

عن على ان النبى ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا

"হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন।"– তিরমিযী শরীফ

১০। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كان لرسول الله ﷺ خرقة ينشف بها بعد الوضوء

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি বস্ত্রখণ্ড ছিল। অযু করার পর তা দ্বারা তিনি (অযুর অঙ্গসমূহ) মুছতেন।"– তিরমিযী শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোসল মুবারক ঃ

১। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, "দৈহিক নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গরগরাসহ কুলি করে ও নাকে পানি প্রবেশ করিয়ে এবং তা ঝেড়ে ফেলে সমস্ত শরীর ধৌত করার নাম গোসল।" সুতরাং শরীরের একটি পশম পরিমাণ স্থান শুষ্ক থাকলেও গোসল হবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"তোমরা যদি অপবিত্র থাকো তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।"– কুরআন (৫ঃ৬)

[যৌন মিলন, স্বপ্নদোষ এবং মাসিক ঋতু (হায়েয) ও নিফাস (সন্তান প্রসবের পরের দীর্ঘ দিনের রক্তঃস্রাব) ইত্যাদিকে জানাবাত বলে।] এ জানাবাত হতে পবিত্র হওয়ার জন্য **গোসল করা ফরয**।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن عائشة زوج النبى ﷺ ان النبى ﷺ كان اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يدخل اصابعه فى الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ٠

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাতের (ফরয) গোসল করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধৌত করতেন, এরপর নামাযে অযুর মতো অযু করতেন, এরপর হাত পানিতে ভিজিয়ে তা দ্বারা চুলের গোড়া খিলাল করতেন। যখন মনে করতেন যে, চুলের নিচের চামড়া উত্তমরূপে ভিজেছে, তখন তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন।"– বুখারী শরীফ

গোসল কয়েক প্রকারের হয়। যেমন– ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব গোসল। উদাহরণ ঃ জানাবাতের পর পবিত্র হওয়ার জন্য **গোসল করা ফরয;** মৃত ব্যক্তিকে **গোসল দেয়া ওয়াজিব;** জুমুআর দিন, আরাফার দিন ও উভয় ঈদের দিন এবং ইহরামের পোশক পরিধানের পূর্বক্ষণে **গোসল করা সুন্নাত;** শবে কদরে **গোসল করা মুস্তাহাব**।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তায়াম্মুম মুবারক ঃ

কতিপয় ইবাদতের জন্য পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে পানির অভাবে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার নাম তায়াম্মুম। অযু ও গোসল করতে অক্ষম হলে বা বিশেষ কারণে সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করতে হয়। তায়াম্মুমের অনুমতি

উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার এক বিশেষ রহমত। বস্তুত তাহারাত বা পবিত্রতা হাসিল করার উত্তম মাধ্যম হলো পানি, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করেছেন। তবুও এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন স্থানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও উক্ত পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা কারো সাধ্যের বাইরে অথবা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির অথবা প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে। এই সকল অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন, যাতে বান্দা দ্বীনের উপর আমল করতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

১। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর বোন হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হার ধার নিয়ে সফরে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে হারটি হারিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা খোঁজার জন্য লোক পাঠালেন। হারটি পাওয়া গেল এবং নামাযের সময়ও হলো। কিন্তু লোকদের নিকট পানি না থাকায় তারা অযু ছাড়াই নামায আদায় করলেন। এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করা হলে, এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল করেন।"– বুখারী শরীফ

২। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তায়াম্মুমের রূপ হচ্ছে পাক মাটিতে দু'বার হাত মারা একবার চেহারার জন্য ও একবার কনুইসহ দু'হাতের জন্যে।"– মুস্তাদরাক হাকিম

৩। ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত হচ্ছে– "তায়াম্মুমের নিয়ম এই যে, দু'বার মাটিতে হাত মারতে হবে। একবার মুখমন্ডল মাসেহ করার জন্যে ও একবার কনুইসহ উভয় হাত মাসেহ করার জন্যে।"– মাদারেজুন নবুওয়াত

৪। পাক মাটি, বালু, পাথর চুনা, কাঁচাপাত্র, কাঁচা ও পাকা ইট, পাথর ও চুনার দেয়াল ইত্যাদির উপর হাত মেরে তায়াম্মুম করা বৈধ।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত-নামায

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়ত ঘোষণার প্রথম দিকেই সালাতের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হলো– সূরা মুদ্দাছছির এর কতিপয় আয়াত নাজিলেই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের হুকুম পেলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।"– কুরআন (৭৪ঃ১-৪)

নবুওয়ত ঘোষণার সূচনালগ্নে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাতের নির্দেশ হলেও শত্রুর ভয়ে প্রকাশ্যে আদায় করতেন না, কোনো নিরিবিলি স্থানে সালাত আদায় করতেন। এমনকি কাফিরদের হামলার আশঙ্কায় নিম্নস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا

"এবং আপন নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়ুন, না একে বারে ক্ষীণ স্বরে এবং এই দু'এর মধ্যখানের পথ সন্ধান করুন।"– কুরআন (১৭ঃ১১০)

উক্ত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যায় তাফসিরকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় উচ্চস্বরে সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন মুশরিকগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এবং কুরআন শরীফ, হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম ও স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালাকে উদ্দেশ্য করে ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলতো। এর প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতাংশ নাজিল হয়।

সাইয়্যেদুল মুরসালিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কা'বা শরীফের সামনে সালাত আদায় ঃ

১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা শরীফের চত্বরে সালাত আদায় করছিলেন। সেখানে কুরাঈশগণ তাদের এক সভায় সমবেত ছিল, জনৈক ব্যক্তি (আবু জাহেল) ঘোষণা করলো, তোমাদের মধ্যে এমন কে রয়েছো, যে অমুক গোত্রের কসাইখানায় গমন করে সেখান থেকে উটের গোবর, রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি আনবে, অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় গমন করলে সুযোগমত তার স্কন্ধে তা রেখে দিবে? এদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি (উকবা ইবনে আবী মুঈত) এ কাজে উদ্যত হলো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গেলে সে তা তাঁর স্কন্ধের উপর উটের নাড়িভূঁড়ি ফেলে দিল। মাথা উত্তোলন করতে না পেরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় স্থির থাকলেন। দুরাচারেরা তা দেখে হাসাহাসি করতে লাগলো। অতিমাত্রায় হাসতে হাসতে একে অপরের উপর পড়ে যাবার উপক্রম হলো। এ সংবাদ জনৈক ব্যক্তি হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট পৌঁছালে তিনি দ্রুত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট

আসলেন, তখনো তিনি সিজদারত ছিলেন। অতঃপর ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁকে এই অবস্থা হতে মুক্ত করলেন।"– মিশকাতুল মাসাবীহ্

২। একদিন মসজিদুল হারামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতরত ছিলেন। দুরাত্মারা সুযোগ বুঝে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগাতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সিজদা হতে মাথা মুবারক উত্তোলনের সময় তাঁর গর্দানে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এতো কষ্টদানের পরও অবিশ্বাসীদের মিশন কৃতকার্য হয় নাই।– শিবলী নু'মানী

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরয সালাত ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাত জামাআতের সাথে আদায় করতেন। জীবনের অন্তিম সময় যখন চলাফেরা সহজ ছিল না তখনও তিনি দু'জন সাহাবীর সাহায্য নিয়ে জামাআতে শরীক হতেন। পার্থিব কাজে যেমন তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক তেমনি সালাতেরও তিনি ছিলেন ইমাম।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিলে তিনি ইমামের দায়িত্ব পালন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাত শেষে মুক্তাদিগণের দিকে ফিরে বসতেন ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাত শেষে মুক্তাদিগণের দিকে ফিরে বসতেন। কোনো আদেশ-নিষেধ বা কোনো ধরনের উপদেশ থাকলে তা প্রদান করতেন। তিনি ডান দিক বা বাম দিক উভয় দিক ফিরে বসতেন বলে বর্ণিত আছে। তবে বেশিরভাগ সময় ডান দিকেই ফিরতেন।

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كان النبى ﷺ اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال
هل راى منكم الليلة رؤيا الحديث .

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি গত রাত্রে কোনো স্বপ্ন দেখেছে?

উল্লেখ্য যে, কেউ কোনো স্বপ্ন দেখলে তিনি তার বর্ণনা শুনতেন এবং এর ব্যাখ্যা বলে দিতেন।

عن البراء بن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله ﷺ
احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا لوجهه ﷺ .

"হযরত আল-বারাআ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে সালাত আদায় করতাম তখন তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম, যাতে তিনি আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বসেন।"– আবু দাউদ শরীফ

সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ পাঠ ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাত শেষে বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন এবং যিকির করতেন।

১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلوة النبى ﷺ بالتكبير

"হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাক্ববীর ধ্বনি শুনে নবী করীম্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাত শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম।"– বুখারী শরীফ

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষে পাঠ করতেন–

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير اللهم
لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শরীকা-লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন কদীর। আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মা'নিতা ওয়ালা ইয়ান্ফায়ু জালযাদ্দি মিনকাল যাদ্দি।

"আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীফ নেই। তাঁরই সার্বভৌমত্ব। তাঁরই সকল প্রশংসা। তিনিই সকল জিনিসের উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ্! আপনি যা দান করেন তা বারণকারী কেউ নেই। আপনি যা বারণ করেন তা দানকারী কেউ নেই। ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্পদ তার কোনো উপকার করতে পারে না। উপকার একমাত্র আপনার নিকট হতে লাভ করা যায়।"– মুসলিম শরীফ

৩। হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরানোর পর তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ্' বলতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন–

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম তাবারাকতা ইয়া যালজালি ওয়াল ইকরাম।

৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম/নিম্নোক্ত দু'আও পাঠ করতেন–

اللهم انى اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من ارذل
العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল যুব্‌নি ওয়া আউযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন আরযালিল উম্‌রি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিদ্‌ দুনিয়া ওয়া আযাবিল কবরি।

"হে আল্লাহ্‌ ! আপনার নিকট আমি কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার নিকট কৃপণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার নিকট আমি বার্ধক্যের হীন অবস্থা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার নিকট আমি দুনিয়ার ফিত্‌না ও কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"– মিশকাত শরীফ

দু'আ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী ঃ

৫। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক তেমনি আমাদেরকে এই দু'আ শিক্ষা দিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ .

"হে প্রভু! আমি জাহান্নামের আগুন হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কবরের আযাব হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মসীহ্‌ দাজ্জালের মহা সংকট হতে আপনার কাছে পানাহ্‌ চাচ্ছি। জীবন ও মৃত্যুর বিড়ম্বনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং কবরের মহাসংকট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"– আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৬৯৯

৬। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে ঘুম হতে উঠতেন, তখন নামায আদায় করতেন এবং নামাজ শেষে আল্লাহ্‌র এমন প্রশংসা করতেন যার তিনি যোগ্য। অতঃপর তাঁর দু'আর শেষ অংশ হতো এরূপ–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا عَنْ يَمِيْنِىْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ ، وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِىْ ، وَزِدْنِىْ نُوْرًا ، وَزِدْنِىْ نُوْرًا ، وَزِدْنِىْ نُوْرًا .

"হে আল্লাহ্‌! নূর দান করুন আমার অন্তরে, নূর দান করুন, আমার কানে ও চোখে, নূর দান করুন, আমার ডানে ও বামে, নূর দান করুন আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং আমার নূর বর্ধিত করুন। শেষ বাক্যটি তিনবার বলতেন।" – আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৭০১

৭। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَأَهْلِىْ ، وَاسْتُرْعَوْرَتِىْ ، وَآمِنْ رَوْعَتِىْ ، وَاحْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ ، وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ يَسَارِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُبِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ .

"হে আল্লাহ্! ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আপনার কাছে প্রার্থনা করি আমার দীন ও আমার পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার। (হে আল্লাহ্!) আমার দোষ গোপন করুন। আমার ভয়কে নিরাপত্তায় পর্যবসিত করুন। আমার সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম ও উপর দিক হতে আমার হিফাজত করুন এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি–নিম্ন দিক হতে আমাকে ধসিয়ে নেয়া হতে।" – আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৭০৩

৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মধ্য রাতে নামাজের জন্য উঠতেন তখন (দু'আরূপে) বলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰهِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

"হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আপনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলির মধ্যে যা কিছু বিরাজমান সব কিছুর আলো এবং আপনারই সকল প্রশংসা। আপনিই কায়েম রেখেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে এবং সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আপনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যে বিরাজমান সব কিছুর প্রতিপালক। আপনি হক্ব, আপনার ওয়াদা হক্ব। আপনার সাথে যে সাক্ষাৎ হবে তা নিশ্চিত সত্য। জান্নাত-জাহান্নাম ও কিয়ামত নিশ্চিত। হে আল্লাহ্! আপনারই সদনে আমি আত্মনিবেদন করেছি। আপনারই প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। আপনারই উপর আমার ভরসা। আপনারই দিকে আমি ধাবিত হই, আপনারই ভরসায় আমি সংগ্রাম করি, আপনারই উপর আমি ফায়সালার ভার অর্পণ করি। সুতরাং আমার পূর্বাপর ও গোপন প্রকাশ্য সকল গুনাহ্ মার্জনা করে দিন। আপনিই আমার উপাস্য, আপনি ছাড়া অপর কোন উপাস্য নেই।" – আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৭০২

৯। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ ، وَلَا تَكِلْنِىْ إِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার রহমতের আশা রাখি। একটি মুহূর্তের তরেও আপনি আমাকে আমার নিজের নফসের উপর ছেড়ে দিবেন না। আমার সমূহ অবস্থা আপনি দুরুস্ত করে দিন। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।" – আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৭০৬

১০। হযরত রিফায়া যারকী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন পরাস্ত হয়ে পলায়ন করলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাও, আমি আমার মহিমান্বিত প্রতিপালকের গুণগান করবো। সাহাবীগণ তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি এরূপ দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ ـ اَللّٰهُمَّ لاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، وَلاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلاَ مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ مَانِعَ أَعْطَيْتَ ، اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ ، وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِيْ لاَ يَحُوْلُ وَلاَ يَزُوْلُ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ ، وَالأَمْنَ يَوْمَ الْحَرْبِ ، اَللّٰهُمَّ عَائِذًا بِكَ مِنْ سُوْءِ مَا أَعْطَيْتَنَا ، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا ، اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا ، كَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَأَحْيِيْنَا مُسْلِمِيْنَ ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ ، غَيْرَ خَزَايَا ، وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ أُتُوْا الْكِتَابَ ، اِلٰهَ الْحَقِّ .

"হে আল্লাহ্! তোমারই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ্! আপনি যা প্রসারিত করে দেন কেউ তা সংকীর্ণ করতে পারে না। আপনি যাকে দূর করে দেন কেউ তাকে নিকট করতে পারে না। আপনি যাকে নিকট করেছেন কেউ তাকে দূর করতে পারে না। আপনি যা না দেন কেউ তা দিতে পারে না। আর আপনি যা দান করেন, কেউ তা আটকাতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমাদের উপর আপনার বরকত রাশি আপনার রহমত আপনার ফজল (অনুগ্রহ) এবং আপনার রিযিক প্রসারিত করে দিন। হে আল্লাহ্! আপনার দরবারে সেই স্থায়ী নিয়ামত প্রার্থনা করি যা পরিবর্তীত বা বিলুপ্ত হবে না।

হে আল্লাহ্! দুঃখের দিনে আপনার নিয়ামত ও যুদ্ধের দিনে আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তা আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করি। প্রভু, আপনি যা আমাদেরকে দান করেছেন, তার অনিষ্ট হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন, আপনি যা আমাকে দান করেননি তার অপকার ও তার অনিষ্ট হতে আমাদেরকে হিফাজত করুন।

হে আল্লাহ্! ঈমান আমাদের কাছে প্রিয়তর করে দিন এবং এর সৌন্দর্যবোধ আমাদের অন্তরে দান করুন, কুফরী ফিস্ক (বা অনাচার) ও অবাধ্যতা আমাদের কাছে অপ্রিয় করে দিন এবং আমাদেরকে হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন। মুসলিমরূপেই আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং সৎব্যক্তিদের সাথী আমাদেরকে বানিয়ে দিন। অপমানগ্রস্ত বা সংকটগ্রস্ত আমাদেরকে করবেন না।

হে আল্লাহ্! সে কাফিরদের বিনাশ সাধান করুন– যারা আপনার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে এবং আপনার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আপনার ক্রোধ ও আজাব তাদের উপর আপতিত করুন।

হে আল্লাহ্! কাফিরদের বিনাশ সাধন করুন যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে (তবুও কুফরের পথই বেছে নিয়েছে) হে যথার্থ উপাস্য।"– আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৭০৪

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুল বিতর ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা সালাতের শেষে বেজোড় সংখ্যক যেই সালাত আদায় করতেন তাই সালাতুল বিতর। তিনি তা নিয়মিত আদায় করতেন এবং অন্যদেরকেও আদায় করার জন্য উৎসাহিত করতেন।

عن علی قال قال رسول الله ﷺ یا اهل القران اوتروا فان الله وتر یحب الوتر ۔

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– হে আল-কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা সালাতুল বিতর আদায় করো। কারণ আল্লাহ্ স্বয়ং বিতর, তিনি বিতরকে ভালোবাসেন।"– আবু দাউদ শরীফ

عن عبد الله بن بریدة عن ابیه قال سمعت رسول الله ﷺ یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا ۔

হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, বিতর হলো স্থায়ী ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করলো না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হলো স্থায়ী ওয়াজিব, যে ব্যক্তি তা আদায় করলো না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হলো স্থায়ী ওয়াজিব, যে ব্যক্তি তা আদায় করলো না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"– আবু দাউদ শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিতর সালাতের পরবর্তী দু'রাকআত নফল (হালকী নফল) সালাত ঃ

বিত্‌র নামায পড়ার পর দুই রাকআত নফল নামায আদায় করলে একশত রাকআত নফল নামায পড়ার সাওয়াব হয়। 'এহ্‌য়াউল উলুম' এ উল্লেখ আছে– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে এ নামায আদায় করতেন এবং প্রথম রাকাতে সূরা যিলযাল্ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা তাকাসূর পড়তেন (যদি মুখস্থ না থাকে তাহলে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে এ নামায আদায় করতে পারেন)।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নামাযে কিরাআত

ফযরের সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরাআত ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের ফরয সালাতের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতেন। তিনি এই দুই রাকআত সালাত তুলনামূলক খুব সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। এই দুই রাকআতে কোন কোন সূরা পাঠ করতেন তাও বর্ণিত আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত–

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قرأ فى ركعتى الفجر قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের (সুন্নাত) দুই রাকআতে কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।"– নাসাঈ শরীফ

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

يقرأ فى الركعتين قبل الفجر بقل يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের পূর্ববর্তী দুই রাকআতে কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুয়াল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন।"– তিরমিযী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের সুন্নাতের পর ক্ষণিক বিশ্রাম নিতেন ঃ

ফযরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প কিছু সময় ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

عن عائشة ان النبى ﷺ كان اذا صلى ركعتى الفجر فى بيته اضطجع على يمينه

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে ফযরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করার পর ডান কাতে (ডান পাশ ফিরে) শুইতেন।"– তিরমিযী শরীফ

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا صلى احدكم ركعتى الفجر فليضطجع على يمينه .

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ ফযরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করার পর যেন ডান কাতে বিশ্রাম গ্রহণ করে।"– তিরমিযী শরীফ

ফযরের ফরয সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরআত ঃ

ফযরের ফরয সালাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশির ভাগ সময়ে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করতেন। তবে কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও করতেন।

عن ابى برزة الاسلمى فقال ... ... وكان يقرا فى الركعتين او احديهما ما بين الستين الى المائة ۔

"হযরত বারযা আল-আসলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ..... রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের দুই রাকআতে কিংবা এর এক রাকআতে ষাট হতে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।"– বুখারী শরীফ

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি অমুক (নাম উল্লেখ নেই) লোক ছাড়া অন্য কারো পিছনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সালাত আদায় করিনি। বর্ণনাকারী বলেন, ঐ অমুক (নাম উল্লেখ নেই) লোকটি যোহরের প্রথম দুই রাকআতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করতেন, আর শেষ দুই রাকআতে সংক্ষিপ্ত কিরআত পাঠ করতেন, আসরের সালাতে ছোট সূরা পাঠ করতেন, মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাসসাল, ইশার সালাতে ওয়াসাতে মুফাসসাল এবং ফজরের সালাতে তিওয়ালে মুফাসসাল পাঠ করতেন।"

উল্লেখ্য, সূরা হুজুরাত হতে সূরা বুরূজ পর্যন্ত তিওয়ালে মুফাসসাল, সূরা বুরূজ হতে লাম ইয়াকুন পর্যন্ত ওয়াসাতে মুফাসসাল, এবং তৎপরবর্তী সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়। যোহরের ফরয সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ দীর্ঘ কিরআত পাঠ করতেন। দ্বিতীয় রাকআত হতে তাঁর প্রথম রাকআত তুলনামূলক দীর্ঘ হতো।

যোহর ও আসরের সালাতে কিরআত ঃ

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর ও আসরের সালাতে ওয়াস-সামাই ওয়াত-তারিক ও ওয়াস-সামাই যাতিল-বুরূজ ইত্যাদি ধরনের সূরা পাঠ করতেন।"– আবু দাউদ শরীফ

হাদীস শরীফ সমূহের এই বিভিন্ন বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বলেন, মুকতাদীগণের অবস্থার প্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের কিরআত পাঠ করতেন। মুকতাদীগণের দীর্ঘ কিরআত পাঠ করার প্রতি অনুরাগ দেখলে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করতেন, অন্যথায় ছোট সূরা পাঠ করতেন।– আবু দাউদ শরীফ পাদটীকা

মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরআত ঃ

মাগরিবের সালাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশির ভাগ সময় তুলনামূলক ক্ষুদ্র সূরা পাঠ করতেন। সূরা যিলযাল পরবর্তী সূরাসমূহ মাগরিবের সালাতের সাধারণ কিরআত ছিল। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হতো।

হযরত মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হযরত জায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, কি হলো তুমি মাগরিবের সালাতে কিসারে মুফাসসাল পড়ছো ? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মাগরিবের সালাতে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর কিরআত পাঠ করতে শুনেছি। আমি বললাম, দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর সূরা কোনটি ? তিনি বললেন, সূরা আ'রাফ ও সূরা আনআম।"– আবু দাউদ শরীফ

মাগরিবের সালাতে দীর্ঘ সূরা পাঠ করা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরামের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কুরআন তিলাওয়াত শোনার প্রতি আগ্রহ দেখে এরূপ করতেন, কখনো শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এরূপ করতেন। আর কখনো দীর্ঘ কিরআত পাঠ করতেন তা দেখানোর জন্য যে, মাগরিবের সালাতেও দীর্ঘ কিরআত পাঠ করা বৈধ।"– আবু দাউদ শরীফ (টীকা)

عن ابن عمر قال رمقت رسول الله ﷺ عشرين مرة يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل الفجر قلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিশবার পর্যবেক্ষণ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিব পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নাতে ও ফযর পূর্ববর্তী দুই রাকআত সুন্নাতে সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করেছেন।"– নাসাঈ শরীফ

মাগরিবের পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই রাকআত সালাতে কিরআত ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গণনা করতে পারবো না যে, কতবার আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি– তিনি সালাতুল মাগরিব পরবর্তী দুই রাকআতে এবং সালাতুল ফযরের পূর্ববর্তী দুই রাকআতে কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পাঠ করেছেন।"– তিরমিযী শরীফ

ইশার সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরআত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত বিলম্ব করে আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং তা আদায় করার পর শয্যা গ্রহণ করতেন। **একান্ত প্রয়োজন না হলে ইশার পর কথা বলতেন না।** তিনি ইশার সালাতে দীর্ঘ কিরআত না পাঠ করে মধ্যম পর্যায়ের সূরা পাঠ করতেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নির্দেশ দিয়ে বললেন– তুমি যখন মানুষের ইমামতি করবে তখন ওয়াশ-শামছি ওয়া দুহাহা, সাব্বিহিসমা রব্বিকাল-আ'লা, ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা এবং ইকরা বিইছমি রব্বিকা সূরাসমূহ পাঠ করবে।"– নাসাঈ শরীফ

বিভিন্ন সালাত-নামায

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতে তাহাজ্জুদ সালাত

কুরআন শরীফের আলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতের সালাত-তাহাজ্জদ সালাত ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম অবস্থায় রাতের কিছু অংশ ছাড়া সারা রাতই সালাত আদায় করতেন।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۙ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۙ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۙ
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۚ

"হে বস্ত্রাবৃত বন্ধু! রাত্রি জাগরণ করুন, রাতের কিছু অংশ ছাড়া ; অর্ধরাত্রি অথবা তা থেকেও কিছু কম করুন ; অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন। এবং কুরআন তারতিলের সাথে পাঠ করুন।"– কুরআন (৭৩ঃ১-৪)

২। অর্ধরাত কিংবা কিছু কম বা বেশি সময় সালাতেরত থাকার আদেশ স্থায়ী ছিল না। পরবর্তীকালে তা রহিত হয়। বুখারী শরীফের পাদটীকায় আল্লামা আয়নী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে–

عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

"তিনি জানেন, হে মুসলমানগণ! তোমাদের দ্বারা রাতের সঠিক হিসাব রাখা সম্ভবপর হবে না, সুতরাং তিনি আপন করুণা দ্বারা তোমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি ফিরিয়েছেন।"– কুরআন (৭৩ঃ২০)

এ অংশ দ্বারা রাতের বেলায় দীর্ঘকালীন সালাতেরত থাকার আদেশ শিথিল করা হয়েছে।

৩। পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হয়েছে–

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

"এখন কুরআন শরীফের মধ্য থেকে যতটুকু আপনার নিকট সহজ হয় ততটুকু পাঠ করুন।"– কুরআন (৭৩ঃ২০)

এর দ্বারা যতটুকু সহজ ততটুকু আদায়ের হুকুম হয়েছে। পরবর্তীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান আসলে রাতের সালাতের ফরয হওয়ার বিধান রহিত হয়ে যায়।– আহমাদ আলী সাহারানপুরী, পাদটীকা– বুখারী শরীফ

কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাহাজ্জুদের সালাত অতিরিক্ত হিসাবে ফরয ছিলো।

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

"এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা খাস আপনারই জন্য অতিরিক্ত।"– কুরআন (১৭ঃ৭৯)

একদিন হযরত সা'দ ইবনে হিশাম ও হাকীম ইবনে আফলাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র, তাঁর রাত্রিকালীন সালাত ও বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন– "তুমি কি সূরা আল-মুয্যাম্মিলু পাঠ করোনি? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহা তা'য়ালা এই সূরার প্রথমাংশ দ্বারা রাত্রিকালীন সালাত ফরয করেছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ এক বছর যাবৎ সালাতে দাঁড়াতে গিয়ে তাঁদের পা মুবারক ফুলে গিয়েছিল। বার মাস পর্যন্ত সূরাটির শেষাংশ নাজিল করতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বিরত থাকেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'য়ালা এই সূরার শেষাংশ নাযিল করার মাধ্যমে শিথিলতার বিধান দান করেন। ফলে রাত্রিকালীন সালাত ফরয হওয়ার পর তা নফল হয়ে যায়।"– নাসাঈ শরীফ

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

"রাত্রি বেলায় তাঁদের (আল্লাহর প্রেমিক বান্দাদের) পৃষ্ঠদেশ বিছানা হতে আলগা হয়ে যায় এবং তাঁরা ভয় ও আশার সাথে তাঁদের প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকে এবং যা আমি তাদেরকে দিয়েছি তা হতে আমার পথে দান করে; সুতরাং কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য কি অমূল্য নিয়ামত গুপ্তভাবে রেখেছি যা পেলে তাদের চক্ষু শীতল হবে, এটাই তাদের কার্যের উপযুক্ত প্রতিফল।" – কুরআন (৩২ঃ১৬-১৭)

হাদীস শরীফের আলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাতে তাহাজ্জুদ সালাত ঃ

১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী ঘোষণা করবেন– রাত্রিবেলায় যাদের পৃষ্ঠদেশ আলগা হতো, তারা কোথায়? তখন একদল লোক দাঁড়াবেন, যদিও তাদের সংখ্যা কম; তখন তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তৎপরে বাকী অন্যসব লোকের হিসাব-নিকাশ শুরু হবে।" –বায়হাকী শরীফ

২। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা অথবা অসুখ-বিসুখের কারণে

তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলায় (এর কাযাস্বরূপ) বার রাকআত নামায পড়ে নিতেন।"– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৩। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর রিওয়ায়েতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **"যে ব্যক্তি তার রাত্রির অজিফা পূর্ণ করতে পারে না, তার উচিত ফজরের পর থেকে দুপুর পর্যন্ত তা পূর্ণ করে নিবে। এটা রাত্রিতে পূর্ণ করার মতই হবে।"**– মুসলিম, শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর চার রাকআত নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি যেন পবিত্র কা'বা গৃহে শবে ক্বদরের নামায আদায় করলো।"– গুনিয়াতুত্তালেবীন

স্মরণিয়-

তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের সহজ নিয়ম ঃ

আমার (অধম লেখকের) মুর্শিদ কিবলা তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য একটি সহজ নিয়ম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, তা হলো– ইশার দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার পর দুই রাকআত করে চার রাকআত তাহাজ্জুদ পড়ে নিলে দুর্বলদের জন্য অগ্রিম আদায় হয়ে যায়। যদি শেষ রাতে নাও উঠতে পারেন তবে এটা তাহাজ্জুদ হিসাবে গণ্য হবে, ইনশা-আল্লাহ্।

তাহাজ্জুদ নামাযের প্রস্তুতি ঃ

তাহাজ্জুদের জন্যে জায়নামায শিয়রে রেখে ঘুমানো সুন্নাত।– নাসাঈ শরীফ

তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উঠার নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নাত।– নাসাঈ শরীফ

ওযুর পানি ও মিসওয়াক প্রস্তুত করে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত।– মুসলিম শরীফ

রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শয্যা ত্যাগ ঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্ধ রাতের পর তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য জাগ্রত হতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত হলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর সালাত এবং সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হলো হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর সিয়াম। তিনি অর্ধ রাত ঘুমাতেন এবং এর এক-তৃতীয়াংশ কিয়ামুল লায়ল করতেন, আবার এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন এবং একদিন তা ত্যাগ করতেন।"– বুখারী শরীফ

হযরত মাসরূক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি উত্তরে বললেন, **যা সব সময় পালন করা হয়।** আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন কিয়ামুল লায়ল এর জন্য জাগ্রত হতেন? তিনি উত্তরে বললেন– যখন তিনি মোরগের ডাক শুনতেন।"– বুখারী শরীফ

রাতে সালাতের জন্য উঠার পরের আমল ঃ

তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ধরনের দু'আ পাঠ করতেন বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো সময় কুরআন শরীফের বিশেষ বিশেষ আয়াত শরীফও পাঠ করতেন।

হযরত শারীক আল-হাওয়ানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে প্রথম কি করতেন ? তিনি উত্তরে বললেন– তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করেছো যা ইতিপূর্বে আমাকে কেউ করে নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ্, দশবার সুবহানআল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, দশবার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, দশবার ইস্তিগফার, দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করতেন। অতঃপর দশবার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন–

اللهم انى اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন দইকিদ্ দুনিয়া ওয়া দইকি ইয়াওমাল কিয়ামাহ্।"

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সংকট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর সালাত শুরু করতেন।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাত্রিকালীন সালাত প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি জাগ্রত হয়েই তিন বার বলতেন, 'আল্লাহু আকবর'। অতঃপর বলতেন–

ذوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

উচ্চারণ ঃ "যুল মালাকুতি ওয়াল যাবারুতে ওয়াল কিবরিয়ায়ে ওয়াল আযমাতে" তা পাঠ করার পর সালাত শুরু করতেন।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শয়ন করেছিলাম। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মিসওয়াক করে অযু করে বললেন–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

উচ্চারণ ঃ "ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলাফিল্ লায়লি ওয়ান্নাহারি লা আয়াতিল্ লিওভিলিল্ আলবাব।"

অতঃপর উক্ত আয়াত শরীফ হতে শুরু করে সূরাটির শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদার সাথে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন।

অতঃপর বিছানায় ফিরে নাক ডেকে ঘুমালেন। এভাবে তিনবার করে ছয় রাকআত সালাত আদায় করলেন। প্রতিবারই মিসওয়াক, অযু ও এই আয়াতগুলো পাঠ করে অবশেষে তিন রাকআত বিতর এর সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মুয়ায্যিন আজান দিলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। এমতাবস্থায় তিনি পাঠ করছিলেন–

اللّهم اجعل فى قلبى نورا وفى لسانى نورا واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نورا واجعل من خلفى نورا ومن امامى نورا واجعل من فوقى نورا ومن تحتى نورا اللّهم اعطنى نورا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ্য়াল ফি কলবী নূরান ওয়া ফি লিছানী নূরান ওয়াজ্আল ফি ছামঈ নূরান ওয়াজ্আল ফি বাসারী নূরান ওয়াজ্আল মিন খলফী নূরান ওয়া মিন ইমামী নূরান ওয়াজ্আল মিন ফাওকী নূরান ওয়ামিন তাহতী নূরান আল্লাহুম্মা আতিনী নূরান।

"হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার জিহ্বায় নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চক্ষে নূর দাও, আমার পিছনে নূর দাও, আমার সম্মুখে নূর দাও, আমার উপরে নূর দাও, আমার নিচে নূর দাও, হে আল্লাহ্ ! আমাকে নূর দাও।"– বুখারী শরীফ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রিকালে জাগ্রত হয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলতেন। অতঃপর বলতেন–

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

উচ্চারণ ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারকাছ্মুকা ওয়াতা'য়ালা যাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গাইরুকা।"

"হে আল্লাহ্! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বড়ই বরকতময়। আপনার মহিমা মহান। আপনি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নাই।"– মিশকাত শরীফ

জ্ঞাতব্য : তাহাজ্জুদ সালাতের প্রতি রাসূসুল্লাহ সাল্লাহু আইহিওয়াসাল্লাম এতই যত্নবান ছিলেন যে, নিদ্রাজানিত কারণে কোন রাত্রে জাগ্রত হতে অক্ষম হলে দিনের বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বে উহার কাযা স্বরূপ বার রাকআত সালাত আদায় করতেন– সিরাত বিশ্বকোষ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর (রমজান মাসে) কিয়ামুল লায়ল-সালাতুত তারাবীহ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে অন্যান্য লোকজনও সালাতে দাঁড়িয়ে গেল। পরবর্তী রাতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। অতঃপর তৃতীয় রাতে বা চতুর্থ রাতে তারা একত্র হলো। এতে প্রচুর সংখ্যক

লোকের সমাবেশ হলো। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতে সালাতের জন্য তাদের নিকট বের হলেন না। রাত পোহালে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, গত রাতে তোমরা সালাতের প্রতি উৎসাহী হয়ে যা করেছো তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে আমাকে শুধু বারণ করেছে এই আশঙ্কায় যে, তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হতে পারে। ঘটনাটি ছিল রমযানের।"– বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফ

রমযান মাসের কিয়ামুল লায়ল হলো আমাদের পরিভাষায় 'তারাবীহর সালাত'। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তা আদায় করতেন আবার কখনো তা বর্জন করতেন।

সবসময় আদায় না করার কারণ হলো, তিনি আশঙ্কা করেন যে হয়ত তার উম্মতের উপর এনামায ফরয হয়ে যেতে পারে। তিনি কখনোও দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে জামা'আতের সহিত এ সালাত আদায় করতেন। এ সালাত আদায়ের উৎসাহ দিতেন।

হাদীস শরীফে তারাবীহ্র নামায ঃ

০১। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় কিয়ামে রমযান তথা তারাবীহ্র নামায আদায় করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"– বাহারে শরীয়ত

০২। হযরত আবু আব্দুর রহমান সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রমযানে কারীগণকে ডেকে একজনকে আদেশ দিলেন যে, লোকদেরকে বিশ রাকআত (নামায) পড়াও আর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিত্র পড়াতেন।"– বায়হাকী শরীফ

সাহাবায়ে কিরাম ভিন্ন ভিন্নভাবে এ নামায আদায় করতেন। কেহ একাকী আর কেহ জামা'আতের সহিত ইহা আদায় করতেন। উহা কোন কোন সময় প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকত, আর কোন সময় তাহা হতেও অতিক্রম করে যেত।

মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) শরহে বেকায়া গ্রন্থে বলেন– "তারাবীহ্র ব্যাপারে মুসলমানগণের ঐকমত্য সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরামগন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এবং সকল মুসলমান হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খিলাফতকালে বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়তেন।"

ইসলামিক ফাউন্ডেশন সীরাত বিশ্বকোষ চতুদর্শ খন্ডে-৩৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হয়েছে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খিলাফত আমলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন জামা'আত ও একাকীভাবে আদায় কারীগণকে একজন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করার নির্দেশ

প্রদান করেন। সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা.) বলেন- ইমাম সাধারণত প্রতি রাকআতে শত আয়াত সম্বলিত সূরা সমূহ তিলাওয়াত করতেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী উলামায়ে কিরামের ইজমা হলো তারাবীহের সালাত সুন্নাত। হানাফী, শাফি ও হাম্বালী মাযহাবের গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে, **তারাবীহের সালাত বিশ রাকআত**। শুধু ইমাম মালিক (রা.) হতে বর্ণিত যে, তারাবীহের সালাত ছত্রিশ রাকআত।– সীরাত বিশ্বকোষ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইশরাক সালাত ঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভোরে যখন সূর্য এতটুকু উঁচুতে উঠে যেত, যতটুকু উঁচুতে আসরের সময় থাকে, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশরাকের দুই রাকআত নামায আদায় করতেন। আর যখন সূর্য পূর্বাকাশে এতটুকু উঁচুতে উঠে যেত, যতটুকু উঁচুতে যোহরের সময় পশ্চিম আকাশে থাকে, তখন তিনি চাশতের চার রাকআত নামায আদায় করতেন।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি ফযরের সালাত জামাআতে আদায় করে, এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই বসে যিকির করতে থাকে এবং পরে ইশরাকের নামায আদায় করে, সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও একটি উমরাহ্‌র সওয়াব পায়।– হিসনে হাসীন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দোহা (চাশত) সালাত ঃ

সূর্য যখন যথেষ্ট উঁচুতে উঠে পড়ে এবং তার কিরণ প্রখর হয়ে যায়, তখন চাশতের নামায আদায় করতে হয়। এ নামায চার রাকআত থেকে বার রাকআত পর্যন্ত আদায় করা যায়।– মুসলিম শরীফ

হযরত যুবায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে, প্রত্যেক সংযোগস্থল জোড়ার পরিবর্তে একটি সদ্‌কা দেয়া আবশ্যক। উক্ত সদ্‌কা দুই রাকআত চাশতের (দোহা) নামায পড়লে আদায় হয়ে যায়।"– আবু দাঊদ শরীফ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "চাশতের নামায ও দারিদ্রতা একত্রে থাকতে পারে না অর্থাৎ নিয়মিত চাশতের নামায আদায় করলে দারিদ্রতা দূর হবে।"– তিরমিযী, মিশকাত শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি দুই রাকআত সালাতুদ্ দোহা গুরুত্বের সাথে আদায় করবে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মতো (অধিক) হয়ে থাকে।– তিরমিযী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুল যাওয়াল ঃ

সূর্য হেলার পর যোহরের নামাযের পূর্ব মুহূর্তে এক সালামে চার রাকআত নামায পড়তে হয়। এ নামায পড়লে উক্ত নামাযীর সঙ্গে সত্তর হাজার ফিরিশতা নামায পড়বে এবং সারা রাত তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফিরাত কামনা করবে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **কোনদিন এ নামায পরিত্যাগ করেননি**। – এহিয়াউল উলুমদ্দিন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন, এটা এমন একটি মুহূর্ত যাতে আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। আমি পছন্দ করি এই সময় আমার কোন নেক আমল উত্থিত হোক।– তিরমিযী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসরের ফরযের পূর্বে সালাত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের ফরয সালাতের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن على قال كان النبى ﷺ يصلى قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين ·

"হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাতের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এই চার রাকআতের মধ্যে তিনি বিভক্ত করতেন নৈকট্য লাভকারী **ফিরিশতাগণের উপর এবং মুসলিম ও মু'মিনগণের উপর সালামের দ্বারা যারা তাদের অনুসারী**।"– তিরমিযী শরীফ

عن ابن عمر عن النبى ﷺ قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعًا

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন– আল্লাহ্ করুণা করুন সেই ব্যক্তিকে যে আসরের সালাতের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করবে।"– তিরমিযী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুল আওয়াবীন ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنْ تَكُونُوا صٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا

"যদি তোমরা সৎ কর্মশীল (সলেহীন) হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অভিমুখীদের (আওয়াবিনদের) প্রতি তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমাশীল।"– কুরআন (১৭ঃ২৫)

ক) হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি আমার পিতা হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মাগরিবের পরে ছয় রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন– "আমি আমার প্রিয় রসূল

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, যে বান্দা ছয় রাকআত নামায পড়বে, তার গুনাহ্ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।"– ইবনে মাজাহ্, তিবরানী শরীফ

খ) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "যে ব্যক্তি আওয়াবীন নামায আদায় করবে তার আমলনামায় এরূপ বার বৎসর ইবাদতকারীর সাওয়াব লেখা হবে, যে বার বৎসর রাত্রি জেগে ইবাদত করেছে এবং দিনে রোযা রেখেছে।"– তিরমিযী শরীফ। এরপর যিকির-ফিকিরে লিপ্ত থাকলে আশা করা যায়– "ইন্নাহু কানা লিল্ আওয়াবিনা গাফুরা" আয়াত অনুযায়ী কিয়ামতে আওয়াবীনদের দলভুক্ত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাহিয়্যাতুল অযু সালাত ঃ

অযু করার পর দুই রাকাআত সালাত আদায় করা সুন্নাত। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ফযরের সময় বললেন, হে বিলাল! উপকারের দিক দিয়ে ইসলামের সর্বাধিক প্রিয় আমল তোমার নিকট কোনটি তা আমার কাছে বর্ণনা করো। কারণ আজ রাতের বেলা আমি আমার সম্মুখে জান্নাতে তোমার উভয় পাদুকার শব্দ শুনতে পেয়েছি। হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি ইসলামে উপকারের দিক দিয়ে খুব আশাবাদী কোন আমল করি না। তবে আমি রাতে বা দিনে যখনই পূর্ণভাবে অযু করি তখন এই অযুর সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার ভাগ্যে যে পরিমাণ সালাত আদায় করা লিখে রেখেছেন সে পরিমাণ আদায় করি।"– মুসলিম শরীফ

অন্য বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– এই কারণেই তোমার এই মর্যাদা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত ঃ

মসজিদের সম্মানার্থে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করার পূর্বে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

عن ابى قتادة السلمى ان رسول الله ﷺ قال اذا دخل احدكم المسجد
فليركع ركعتين قبل ان يجلس ·

হযরত কাতাদা আস সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন আসন গ্রহণ করার পূর্বে দুই রাকআত সালাত আদায় করে।"– বুখারী শরীফ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসতিসকার সালাত, কুসূফ ও খুসূফ সালাত

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসতিসকার সালাত ঃ

'ইসতিসকা' অর্থ বৃষ্টি প্রার্থনা করা। হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৃষ্টির জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করার বর্ণনা এসেছে। ফলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম ইব্রাহীম নাখঈ'র মতে ইসতিসকা হলো কেবল দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এর জন্য জামাআতের সাথে কোন সালাত নাই। কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেঈ (রঃ) ইমাম আহমদ বিল হাম্বল (রঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) প্রমুখের মতে ঈদের সালাতের অনুকরণে ইসতিসকা সালাতের জন্য দুই রাকআত সুন্নাত সালাত রয়েছে।– উমদাদুল কারী

সুতরাং হানাফী মাযহাবে শেষোক্ত মত গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে তার পিতৃব্যের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং তাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। দুই রাকআতেই উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করলেন। তাঁর চাদর উল্টায়ে নিলেন এবং উভয় হাত উত্তোলন করে কিবলা মুখী হয়ে দু'আ করলেন, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন।"– আবু দাউদ শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুসূফ ও খুসূফ সালাত ঃ

সূর্যগ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামে মসজিদে কিংবা ঈদগাহে জামা'আতের সহিত জনগণকে নিয়ে এ নামায আদায় করেছেন। চন্দ্রগ্রহণের সময়ও তিনি সালাত আদায় করেছেন। এ সময় আযান ইকামত ব্যতীত দু'রাকআত নামায আদায় করা সুন্নাত।

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। এসময় সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরা ও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাকআত সালাত আদায় করলেন, সূর্য আলোকিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর তিনি বললেন, কারও মৃত্যুজনিত কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ইহা দেখবে তখন সালাতে দাড়িযে যাও এবং দু'আ করতে থাক যে পর্যন্ত না সেই অবস্থা দূর হবে, যার সম্মুখীন তোমরা হয়েছ।"– বুখারী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুত্ তাসবীহ্

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে এ নামায শিখিয়ে দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, এ নামায আদায়ে আপনার আগে-পরের নতুন-পুরাতন, সগীরা-কবীরা গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। যদি সম্ভব হয় এ নামায দৈনিক পড়ুন, নতুবা সপ্তাহে একবার, নতুবা প্রত্যেক মাসে একবার, নতুবা বছরে একবার, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে সারা জীবনে একবার হলেও আদায় করবেন।

এ নামাযে নিম্নলিখিত তাসবীহ্ ৩০০ বার পড়তে হয়–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"সোবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।"

সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার নিয়ম ঃ

চার রাকআত সালাতুত্ তাসবীহ্র নিয়ত করবেন এবং সানা পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়ার আগে উক্ত তাসবীহ ১৫ বার, ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ে রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার, রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ্র পর ১০ বার, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদাহর তাসবীহর পর ১০ বার, দুই সিজদাহ্র মাঝখানের বৈঠকে ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদাহ্র তাসবীহ্র পর ১০ বার। এভাবে (১৫+১০+১০+১০+১০+ ১০+১০=৭৫) প্রথম এক রাকআত শেষ হল। এরপর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবেন। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার আগে ১৫ বার, রুকুতে যাওয়ার আগে ১০ বার, রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ্র পর ১০ বার, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ১০ বার, প্রথম সিজদাহ্র তাসবীহর পর ১০ বার, দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠকে ১০ বার এবং দ্বিতীয় সিজদায় তাসবীহ্র পর ১০ বার, এইভাবে (১৫+১০+১০+১০+১০+ ১০+১০=৭৫) দ্বিতীয় রাকআত শেষ হলো। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ৩য় রাকআতের জন্য দাঁড়াবেন।

উক্ত নিয়মে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার এবং চার রাকআতে মিলে মোট ৩০০ বার তাসবীহ্ পাঠ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতুল হাজত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সমস্যায় পড়লে কিংবা চিন্তাযুক্ত হলে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো।"– কুরআন (২ঃ৪৫)

সমস্যাটির সহজ সমাধানের নিমিত্তে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ পালানের উদ্দেশ্যে তিনি এই সালাত আদায় করতেন।

হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– "এই সালাতকে সালাতুল হাজত নামকরণ করাই যুক্তিযুক্ত।"– মিরকাত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হয় কিংবা কোন মানুষের মুখাপেক্ষী হয় সে যেন অযু করে এবং উত্তমরূপে অযু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করে।"– তিরমিযী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানসিক অস্থিরতায় সালাতুল হাজত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দুঃসংবাদ শুনে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লে সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। 'সালাতুল হাজত' এ বর্ণিত দুটি হাদীস শরীফই এর উদাহরণ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুন্যাত্মা পত্নীগণের কোন একজনের ইন্তিকালের খবর শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা সিজদায় পড়ে গেলেন। তাঁর এ অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, কোন ভীতিমূলক সংবাদ প্রাপ্ত হলে তোমরা সালাতে দাঁড়িয়ে যাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্নীর ইন্তিকালের সংবাদের তুলনায় অন্য কোন সংবাদ অধিক ভীতিকর হতে পারে না।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নফল সালাত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল সালাত দাঁড়িয়ে ও বসে উভয়ভাবে আদায় করতেন। তবে দাঁড়িয়ে আদায়ে **তিনি দ্বিগুণ সওয়াব** বলে ঘোষণা করেছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রাতের সালাতে তাঁর দেহ ভারী হবার পূর্বে উপবিষ্ট হয়ে আদায় করতে কখনো দেখিনি। বার্ধক্যজনিত কারণে দেহ ভারী হয়ে গেলে তিনি বসে কিরআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পাঠ করতেন, অতঃপর রুকুতে যেতেন।– বুখারী শরীফ

হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, উপবিষ্ট অবস্থায় কোন ব্যক্তির সালাত সম্পর্কে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে তার সালাত হবে উত্তম। যে ব্যক্তি উপবিষ্ট হয়ে সালাত আদায় করবে সে দাঁড়ানো ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুয়ে সালাত আদায় করবে সে উপবিষ্ট ব্যক্তির অর্ধেক সওয়াব লাভ করবে।– বুখারী শরীফ

সফরে সালাত-নামায

সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফরয ও নফল সালাত ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদীনা হতে মক্কায় রওয়ানা করলাম। এমন অবস্থায় আমাদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই দুই রাকআত করে সালাত আদায় করতেন।"– বুখারী শরীফ

হযরত আমের ইবনে রাবীআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি সওয়ারীর উপর মাথা দিয়ে ইশারা করে নফল সালাত আদায় করছেন, সওয়ারীটি যে দিকে মুখ করে যেতে থাকুন না কেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয সালাতে এরূপ করতেন না।"– বুখারী শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুমআর দিবস

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিবসকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। তিনি উম্মতকে এই দিনের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য তাকীদ করেছেন।

হযরত আবু লূবাবা ইবনে আবদিল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জুমআর দিন হলো শ্রেষ্ঠ দিবস। তা আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম। ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর দিবস হতেও তা উত্তম। এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-১) এই দিনে আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করেছেন, ২) তাঁকে এই দিনে ভু-মন্ডলে পাঠিয়েছেন, ৩) তাঁকে এই দিনে মৃত্যু দান করেছেন, ৪) এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যাতে আল্লাহ্র বান্দা তাঁর নিকট যা প্রার্থনা করবে তিনি তা তাকে দান করবেন, যতক্ষণ সে

কোনো হারাম জিনিস না চাইবে, ৫) এই দিনে কিয়ামত কায়েম হবে। নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতা, নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল, বায়ুমন্ডল, পর্বতমালা ও সমুদ্রসমূহের সব কিছুই জুমআ দিবসের ভয়ে শঙ্কিত থাকে।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– নিশ্চয়ই এটা মুসলমানদের ঈদ দিবস। তা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন। যে কেউ জুমআর সালাতে শরীক হবে সে যেন গোসল করে, সুগন্ধি থাকলে তা স্পর্শ করে এবং এই দিনে তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করবে।"– ইবনে মাজাহ শরীফ

শীত ও গরমকালে জুমআর সালাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুৎবা ও কিরআত ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীতকালে জুমআর সালাতের ওয়াক্ত হলেই আদায় করতেন এবং গরমকালে গরমের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার পর একটু বিলম্ব করে আদায় করতেন।

عن انس قال كان النبى ﷺ اذا اشتد البرد بكر بالصلوة واذا اشتد الحر ابرد بالصلوة يعنى الجمعة ۔

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শীতকালে ওয়াক্তের শুরুতে এবং গরমকালে উষ্ণতার প্রকোপ হ্রাস পেলে জুমআর সালাত আদায় করতেন।"– মিশকাতুল মাসাবিহ

হযরত আমর ইবনে হুরায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী পরিধান করে জুমআর খুৎবা দিয়েছেন। তখন পাগড়ীটির উভয় দিক তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।"– মুসলিম শরীফ

عن جابر بن سمرة قال كانت للنبى ﷺ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران ويذكر الناس فكانت صلوته قصدا وخطبته قصدا ۔

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি খুৎবা দিতেন এবং দুই খুৎবার মাঝখানে (কিছু সময়) বসতেন। খুৎবায় তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং জনগণকে নসীহত করতেন। তাঁর সালাত ছিল মধ্যম পর্যায়ের এবং খুৎবাও ছিল মধ্যম পর্যায়ের দীর্ঘ।"– মুসলিম শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ খুৎবাদান পছন্দ করতেন না। সালাত ও খুৎবার মধ্যে তিনি ভারসাম্য রক্ষার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত আবু ওয়াইল (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তির সালাত দীর্ঘ করা ও খুৎবা সংক্ষিপ্ত করা তার প্রজ্ঞার লক্ষণ। তোমরা সালাত দীর্ঘ করো এবং খুৎবা সংক্ষিপ্ত করো। নিশ্চয়ই বক্তৃতার মধ্যে রয়েছে যাদু।"– মুসলিম শরীফ

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ঈদে ও জুমুআতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া' সুরাদ্বয় পাঠ করতেন। এমনকি ঈদ ও জুমআ এক দিবসে অনুষ্ঠিত হলেও তিনি দুই সালাতেই এই দুই কিরআত পাঠ করতেন।"– মুসলিম শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর দিন ফজরের সালাতে আলিফ-লাম-মীম তানযীল আস্-সাজদা ও হাল আতা আলাল ইনসানি হীনুম মিনাদ দাহরি সূরাদ্বয় পাঠ করতেন আর সালাতুল জুমআতে তিনি সূরা জুমআ ও মুনাফিকূন পাঠ করতেন।"– মুসলিম শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈদের দিবস

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করে দেখলেন, তাদের নির্ধারিত দুটি দিবস রয়েছে। এতে তারা খেলাধূলা করতো। তিনি তাদেরকে বললেন– এ দুটি কিসের দিবস? তারা উত্তরে বললো– জাহিলিয়া যুগে আমরা এ দু'দিন খেলাধূলা করতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে তা হতে উত্তম দুটি দিবস পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তা হলো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর দিবস।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য গ্রহণের পূর্বে ঈদুল ফিতরের দিনে বের হতেন না, আর ঈদুল আযহার দিবসে সালাতের পূর্বে খাদ্য গ্রহণ করতেন না।"– মিশকাত শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিনে ঈদগাহের দিকে এক রাস্তা দিয়ে গমন করতেন অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন এবং এর আগে ও পরে অন্য কোন সালাত আদায় করেননি।"– বুখারী শরীফ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় সর্বপ্রথম সালাত শুরু করতেন। অতঃপর মুসল্লীগণের মুখামুখী হয়ে দাঁড়াতেন। তারা তখনো কাতারে উপবিষ্ট থাকতেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে খুৎবায় ওয়াজ, ওসিয়ত ও আদেশ-নিষেধ করতেন।"– বুখারী শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদে সুন্দর জামা পরিধান করতেন এবং তা পরিধান করে খুৎবা দিতেন।

হযরত আবু রিমছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি ডোরাকাটা সবুজ চাদর পরিধান করে ঈদের খুৎবা দিচ্ছেন।"– নাসাঈ শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঈদের সালাত ঃ

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাতুল আযহা দুই রাকআত, সালাতুল ফিতর দুই রাকআত, সালাতুল মুসাফির দুই রাকআত ও সালাতুল জুমআ দুই রাকআত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষ্য মতে, জুমআর সালাত দুই রাকআতই পূর্ণ, কসর নয়।"– নাসাঈ শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সওম-রোজা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে সাইয়্যেদুল মুরসালিন খাতামুন নাবিয়ীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী-রসূলই সওম বা রোজা পালন করেছেন। বর্ণিত আছে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বার মাসই রোজা পালন করেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম একদিন রোজা পালন করতেন ও একদিন বিরতি দিতেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একদিন রোজা পালন ও দু'দিন বিরতি দিতেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রোজা পালনের নিয়ম ছিল স্বতন্ত্র। তিনি বিশেষ কারণে এবং বিশেষ দিনে রোজা পালন করতেন। কখনো পালন করতেন একটানা আবার কখনো একটানা বিরতি দিতেন।

রোজা পালনের অন্তর্নিহিত উপকারিতা হলো আত্মশুদ্ধি, রিপু দমন, সমবেদনা, সহানুভূতি, পাশবিক শক্তি ও কু-প্রবৃত্তি দমন এবং আত্মীক উৎকর্ষ সাধন। নবী-রাসূলগণকে প্রেরণের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত মনুষ্য সমাজ গড়ে তোলা। আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছা সকল নবীর উম্মতগণই উক্ত মহৎগুণে বিভোশিত হোক, এ কারণেই সাওম বা রোজার বিধান।

عن عائشة عن صيام رسول الله ﷺ قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر قالت وما صام رسول الله ﷺ شهرا كاملا منذ قدم المدينة الا رمضان ·

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিয়াম সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনবরত রোজা রাখতেই থাকতেন, আমরা মনে করতাম তিনি গোটা মাসই রোজা রাখবেন। আবার কখনো একাধারে রোজা বর্জন করতে থাকতেন, আমরা মনে করতাম এই মাসে তিনি আর রোজা রাখবেন না। তিনি মদীনায় আগমন করার পর রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে পূর্ণ এক মাস রোজা পালন করেননি।"– তিরমিযী শরীফ

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা ঃ

হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সোমবার রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং এই দিনে আমাকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল অথবা এই দিনে আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছি।"– মুসলিম শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ্র নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে রোজা অবস্থায় যেন আমার আমলনামা (আল্লাহ্র) কাছে পেশ করা হয়।"– তিরমিযী শরীফ

জুমআর দিনে রোজা ঃ

হযরত আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসের প্রথম দিকে তিনটি রোজা পালন করতেন। আর খুব কমই তিনি জুমু'আর দিনে রোজাহীন থাকতেন।– তিরমিযী শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন কেবল জুমু'আর দিনে রোজা পালন না করে, এর আগের দিনে এবং পরের দিন রোজা পালন ব্যতিরেকে।"– তিরমিযী শরীফ

আইয়্যামে বীযের তিনটি রোজা ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে তিনটি রোজা পালন করতেন। এমনকি সফরেও এ রোজা বর্জন করতেন না। তবে মাসের কোন কোন দিবসে রোজা পালন করতেন এ সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে।

হযরত মিলহান আল-কায়সী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আইয়্যামে বীয এর রোজা পালন করার নির্দেশ দিতেন। তা হলো তের, চৌদ্দ ও পনেরতম দিবস। মিলহান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই সকল রোজা সারা জীবনের রোজা পালনের সমপর্যায়ের।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে তিনদিন রোজা পালন করতেন। তা হলো, সোমবার ও বৃহস্পতিবার ও পরবর্তী সপ্তাহের সোমবার।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো চারটি কাজ ত্যাগ করতেন না। **তা হলো আশুরা, যিলহজ্জের নবম দিবস এবং প্রতি মাসের তিনদিন রোজা পালন করা। আর ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামায।"**– নাসাঈ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলেন– "হে আবুজর! তুমি যদি তিনটি রোযার দ্বারা সারা মাসের নফল রোযার সাওয়াব হাসিল করতে চাও তবে প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখিও।"– তিরমিযী শরীফ

শা'বান মাসের রোজা ঃ

শা'বান মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক সংখ্যক নফল রোজা পালন করতেন।

عن عائشة ام المؤمنين انها قالت كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صياما في شعبان ·

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাধারে রোজা পালন করতে থাকতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর তা পরিহার করবেন না। আবার কখনো তিনি একাধারে রোজা পরিহার করতেন যে, আমরা বলতাম, তিনি আর রোজা পালন করবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে পূর্ণমাস রোযা পালন করতে দেখিনি। আর শা'বান মাসে তিনি প্রায় দিনই রোজা পালন করতেন, আমি অন্য কোন মাসে তাঁকে এতো অধিক রোজা পালন করতে দেখিনি।"– মুসলিম শরীফ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "শা'বানের ১৫ তারিখ রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে নফল নামায পড়ো এবং সেদিন রোযা রাখো। কেননা, এ রাত্রিতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'য়ালার বিশেষ দ্যূতি ও রহমত প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

শাওয়াল মাসের রোজা ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রযমান মাসের শেষে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা পালন করার জন্য উম্মতদেরকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।

হযরত আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোজা পালন করবে এবং এর পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা পালন করবে, সে যেন সারা বছর রোজা পালন করলো।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোজা পালন করবে এবং এর পরে শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা পালন করবে, সে তার জন্ম দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।"– তাবারানী শরীফ

আশুরার রোজা ঃ

জমহুর ওলামায়ে কিরামের মতে মুহাররম মাসের দশম দিনই হলো 'আশুরা দিবস'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিনে রোজা পালন করেছেন।

عن عبد الله بن عباس يقول حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم يعظمه اليهود والنصاري فقال رسول الله ﷺ فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله ﷺ ۔

"হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিনে রোজা পালন করলেন এবং তা পালন করার নির্দেশ দিলে লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তা এমন একটি দিন যাকে ইহুদি ও নাসারাগণ সম্মান করে। তিনি বললেন, আগামী বছর আসলে ইনশা-আল্লাহ্ আমরা নবম তারিখেও রোজা পালন করবো। কিন্তু পরবর্তী বছর আশুরা আসার পূর্বে তিনি অন্তরায় হলেন।"– মুসলিম শরীফ

عن ابى قتادة ان النبى ﷺ قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التى قبله ۔

"হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আশুরার রোজা সম্পর্কে আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা এর দ্বারা পূর্বের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"– মিশকাত শরীফ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلوة الليل ۔

"হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমযানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো আল্লাহ্র মাস **মুহাররমের রোজা** এবং ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম নামায হলো **রাত্রিকালীন নামায।"**– মিশকাত শরীফ

আরাফাতের দিনে রোজা ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাত দিবসে রোজা পালন করতেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহ প্রদান করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "সকল দিনের মধ্যে কোনো দিনও

বান্দার ইবাদত করা আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে ততটুকু প্রিয় নয়, যতটুকু যিলহজ্জের প্রথম নয়দিন ইবাদত করা প্রিয় অর্থাৎ এ দিনগুলোতে ইবাদত করা আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে অন্য সব দিনের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"– তিরমিযী শরীফ

সওমুল বিছাল ঃ

সওমুল বিছাল হলো– স্বেচ্ছায় এমনভাবে একটানা রোজা পালন করা, যেখানে রাতের বেলায়ও ইফতার না করা।– ফাতহুল বারী

হযরত ইবনুল আছীর আল-জাযারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, সাওমুল বিছাল হলো– একটানা দুই বা তিন দিন ইফতার না করে রোজা পালন করা।– মা'রিফুস সুনান

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় সাওমুল বিছাল পালন করতেন, তবে অন্যদেরকে তা পালন করতে নিষেধ করতেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমরা একটানা রোজা পালন করো না। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যে একটানা রোজা পালন করেন? জবাবে তিনি বলেন, আমি তোমাদের কারো মতো নই। আমাকে খাওয়ানো হয় এবং পান করানো হয়। অথবা বলেন, আমি রাত্রিযাপন করলে আমাকে খাওয়ানো হয় এবং পান করানো হয়।"– বুখারী শরীফ

সফর অবস্থায় রোজা ঃ

ইসলামী শরীয়তে সফর অবস্থায় রোজা বর্জন করার অনুমতি আছে। তবে কেউ ইচ্ছা করলে রোজা পালন করতে পারবে। অনেকের মতে সফরে ফরয রোজা পালন করা 'আযীমত', আর বর্জন করা 'রুখসাত'।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে মক্কা বিজয় অভিযানে রোজা অবস্থায় রওয়ানা করলেন। আল-কাদীদ নামক স্থানে আসার পর তিনি রোজা ভঙ্গ করলেন।– মুসলিম শরীফ

রোজা পালন শেষে ইফতার ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যগোলক পূর্ণ অস্তমিত হলে ইফতার করাকে কল্যাণকর বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা হলো, যারা দ্রুত যথাসময়ে ইফতার করে।– মিশকাত শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাযের পূর্বে কিছু পরিপক্ক খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। পাকা খেজুর না থাকলে শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। শুকনা খেজুর না থাকলে কয়েক কোষ পানি পান করতেন।– মিশকাত শরীফ

হযরত ইবনে ই'য়ালা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করতেন তিনটি খেজুর দিয়ে অথবা এমন কোন জিনিস দিয়ে ইফতার করতে যাকে আগুন স্পর্শ করেনি।"– মিরকাতুল মাফাতীহ

ইফতারের সময় দু'আ ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতারের পূর্বে গুরুত্বের সাথে দু'আ করতেন। এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "রোজা পালনকারী ব্যক্তির দু'আ ইফতার করার সময় নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত হয় না।"– ইবনে মাজাহ শরীফ

হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইফতার করার সময় পাঠ করতেন– "আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু" অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার জন্য রোজা পালন করেছি এবং আপনার দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।"– আবু দাউদ শরীফ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হজ্জ

বায়তুল্লাহ্ শরীফ কেন্দ্রিক হজ্জ এমন একটি প্রাচীন ইবাদত অনুষ্ঠান যা মানব সৃষ্টির পূর্ব হতে চলে আসছিল। 'শারহুল ইকনা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন হজ্জ করতে মনস্থ করলেন তখন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে বললেন, ফিরিশতাগণ আপনার পূর্বে সাত হাজার বছর হতে এ ঘরের তাওয়াফ করে আসছিলেন।

হিজযরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হজ্জ ঃ

প্রসিদ্ধ মত হলো হিযরতের পর হজ্জ ফরয হয়েছে। কারণ সালাত ছাড়া বিশেষ ইবাদত সমূহ হিযরতের পর ফরয হয়েছে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (রহঃ) মতে, ৫ম হিজরী, আল্লামা রাফিউর (রহঃ) এর মতে ৬ষ্ঠ হিজরী এবং ইমাম নববী (রহঃ) এর মতে ৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়েছে। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিযরতের পূর্বে যে হজ্জ করেছেন তা সুপ্রমাণিত। যেমন– হজ্জের সময় মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন যা বাইয়াতে আকবায় সংগঠিত হয়েছিল। এখান থেকেই হিযরতের সূচনা হয়। হজ্জের দিনগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুযোগ বুঝে সমবেত লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

হজ্জের সংখ্যা ঃ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিযরতের পূর্বে দু'বার এবং হিযরতের পর একবার মোট তিনবার হজ্জ করেছেন। শেষ হজ্জে তিনি উমরাহ্ও পালন করেন এবং ১০০টি উট কুরবানী করেন।

হযরত ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিযরতের পূর্বে অনেক বার হজ্জ করেছেন। হযরত ইবনুল আছীর (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর হজ্জ পালন করেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থাকাবস্থায় তিনি কোন বছরই হজ্জ ত্যাগ করেননি। কারণ কুরাঈশগণ কোন বছরই হজ্জ বর্জন করতো না। তা ছিল তাদের গৌরবের বিষয়। ইতিহাস প্রমাণিত যে, লাগাতার তিন বছর নবী করীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরববাসীদেরকে মিনায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন।

জাহিলিয়া যুগে কুরাঈশগণ ওকুফে আরাফার পরিবর্তে মুযদালিফায় অবস্থান করতো, কিন্তু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাতেই অবস্থান করতেন। তাদের বক্তব্য ছিল সাধারণ লোকজনের সাথে কেন তারা অকুফ করবে? এটা তাদের অহঙ্কারেরই কারণ।

এখন একটি বিষয় সামনে এসে যায় যে, ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম হিজরী সনে হজ্জ ফরয হয়েছে। ৯ম হিজরীতে হলেও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বছর হজ্জ সম্পন্ন করতে দেরী করলেন কেন?

এর জবাবে হযরত ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি আরও সময় পাবেন বলে জেনেছেন বিধায় তাৎক্ষণিক হজ্জ আদায় করেননি। বিজিত অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে, এছাড়া বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকায় বিলম্ব করেছিলেন।

৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আমির নিযুক্ত করে তিনশত লোকের একটা কাফেলা হজ্জে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রওয়ানা হওয়ার পর সূরা তওবার ৪০টি আয়াত নাজিল হয়। এতে নির্দেশ ছিল– এ বছরের পর কোন মুশরিক মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করা যাবে না ইত্যাদি। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঠালেন এবং আরাফাতে এ আয়াতসমূহ শুনাতে নির্দেশ দেন এবং তিনি আরাফাতে জনগণকে পাঠ করে শুনিয়ে দেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমির হিসেবেই হজ্জ সম্পাদন করলেন।

১০ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ প্রস্তুতিসহ সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে হজ্জে রওয়ানা করেন। ইতিহাসখ্যাত এটাই 'বিদায় হজ্জ'। এটা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। যুলহালায়ফায় উপনীত হয়ে ইহরাম বাঁধেন, তালবিয়া পাঠ করেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ্ শরীফ পৌঁছে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। সাত চক্করে তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমে নামায আদায় করেন। এরপর সাফা মারওয়া সাঈ করেন। ৮ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান করেন। পর দিন সূর্য উদয়ের পর আরাফাতে রওয়ানা করেন। পবিত্র আরাফাতে মসজিদে নামিরার স্থানে একটি তাবু খাটানো হয়েছিল, সেখানে দুপুর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করেন। দুপুর অন্তে বাতনুল ওয়াদীতে আগমন করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। এ ভাষণই 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' হিসাবে প্রসিদ্ধ। কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতদের জন্য উপদেশ বাণী রেখে যান। এরপর যুহরের নামাযের আযান হয়, হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আযান দেন ও ইকামত দিলেন। অতঃপর যোহর নামায সম্পাদনের পর আছরের ইকামত শেষে নামায আদায় করেন। এখানেই যোহর ওয়াক্তে যোহর ও আসর নামায আদায় করেন। এরপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অকুফের স্থানে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করে মুযদালিফায় রওয়ানা করেন। সেখানে পৌঁছে পূর্বের মত এক আযান ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশা, ইশার ওয়াক্তে আদায় করেন।

মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নাত আদায় করেন নাই। সুবহে সাদিক উদয় পর্যন্ত বিশ্রাম করেন। প্রভাতকাল হলে ফযরের নামায আদায় করেন। ভোরের আলো উত্তমভাবে আলোকিত হওয়া পর্যন্ত এখানে অবস্থানরত ছিলেন। এরপর জামরায় পৌঁছে পাথর নিক্ষেপ করে কুরবানী করেন। হজ্জের বিধান হলো কুরবানীর পর হালাল হতে হয়। ইহরাম ছেড়ে দিতে হয়। ইহরাম ছেড়ে মুক্ত হওয়ার পর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফ পৌঁছে যোহরের নামায আদায় করেন ও তাওয়াফ করেন। পবিত্র হজ্জের সম্পূর্ণ নিয়ম ও বিধান সম্পন্ন করে মদীনা শরীফ গমন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উমরাহ্

কিছু শর্তসাপেক্ষে বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ ও যিয়ারতকে উমরাহ্ বলে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ্ পালন করেছেন এবং অন্যদেরকে তা পালন করতে উৎসাহ দান করেছেন। তবে নবুওয়াত লাভের পর তিনি মোট কতবার উমরাহ্ করেছিলেন এই ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মতে তিনি মোট তিনবার উমরাহ্ পালন করেছেন। জমহুর ওলামায়ে কিরামের অভিমত হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোট চারবার উমরাহ্ পালন করেছিলেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারবার উমরাহ্ করেছিলেন। হজ্জের সাথে যে উমরাহ্ করেছিলেন তা ছাড়া বাকী সবগুলো যিলকদ মাসে তিনি আদায় করেন। হুদায়বিয়ার উমরাহ্ যিলকদ মাসে, এর পরবর্তী বছরের উমরাহ যিলকদ মাসে এবং হুনায়নের গনীমত যেখানে বন্টন করেছিলেন সেই জি'ইরানার উমরাহ্ও যিলকদ মাসে, অন্যটি হলো হজ্জের সাথে উমরাহ্।– মুসলিম শরীফ

হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উমরাহ্র সংখ্যা চারটি হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রথম উমরাহ্ ছিল ষষ্ঠ হিজরীতে যুলকাদা মাসে, দ্বিতীয়টি হলো সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে উমরাতুল কাযা, তৃতীয়টি ছিল মক্কা বিজয়ের বছর অষ্টম হিজরী সনের যিলকদ মাসে এবং চতুর্থটি ছিল বিদায় হজ্জের বছর দশম হিজরীতে। এর ইহরাম ছিল যিলকদ মাসে ও আদায় ছিল যিলহজ্জ মাসে।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাকাত

যাকাত আরবী শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে, যাকাত বলতে ধনীদের ধন-মালে আল্লাহ্র নির্ধারিত অবশ্য প্রদেয় অংশকে বুঝায়।

বস্তুত যাকাত হচ্ছে সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহ্র নির্ধারিত সেই ফরয অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহ্র রহমত লাভের আশায় নির্ধারিত খাতে ব্যয়বণ্টন করার জন্য দেওয়া হয়। যাকাত একদিকে যাকাত দাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, এর প্রবৃদ্ধি সাধন করে, অন্যদিকে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। নিসাব পরিমাণ সম্পদের ভিত্তিতে বাৎসরিক দান হলো যাকাত। দাতা এতে কোন উপকারের প্রতি লক্ষ্য করবে না, একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই থাকবে কামনা।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসে যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কি যাকাত ওয়াজিব ছিল? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরাধিকার সূত্রে এবং উপার্জনের পন্থায় এতো বিত্তবৈভবের মালিক ছিলেন না যে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। **দুনিয়াবাসীর হিদায়াত ছিল যাঁর একমাত্র কামনা তাঁর সম্পদ উপার্জনের অবকাশ ছিল কোথায়?**

সম্পদ সঞ্চয় করে না রাখা ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র। সম্পদ আসা মাত্র তিনি তা বিলিয়ে দিতেন। সম্পদ বিলিয়ে দেয়া ছাড়া তাঁর চোখে নিদ্রা আসতো না। হযরত উকবা ইবনুল হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায আদায় করেছিলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে দ্রুত দাঁড়ালেন এবং তাঁর পত্নীগণের কোন একজনের কক্ষের দিকে এমনভাবে দ্রুত ধাবিত হলেন যে, কোন কোন মানুষের স্কন্ধে তাঁর পা লেগে গেল। তাঁর দ্রুত প্রস্থান অবলোকন করে মানুষ হতচকিত হয়ে গেল। ফিরে এসে দ্রুত গমনে মানুষের বিহ্বলতা দেখে বললেন, আমার স্মরণ হয়েছিল যে, আমাদের নিকট কিছু স্বর্ণের পাত রয়ে গেছে। আমি খারাপ মনে করি যে, তা আমাকে বাঁধা দান করুক। ফলে আমি তা বন্টন করে দেয়ার আদেশ দিলাম।– বুখারী শরীফ

১। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার সময় তাঁর ছয়টি বা সাতটি দীনার আমার নিকট ছিল। তিনি আমাকে তা বন্টন করে দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু আমাকে আল্লাহ্‌র নবীর অসুস্থতার বেদনা তা বন্টন করা হতে বিরত রাখলো। পরে তিনি আমাকে এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, ছয়টি বা সাতটি দীনার কী করলে? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে আপনার অসুস্থতা তা বন্টন করা হতে বিরত রেখেছেন। তিনি তা তলব করে নিয়ে তাঁর হাতে রেখে বললেন, আল্লাহ্‌র নবীর কি ধারণা, যদি তা তাঁর নিকট রক্ষিত অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করেন।– মিশকাত শরীফ

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– **"মানুষের জীবদ্দশায় একটি দিরহাম দান করা মৃত্যুর পর একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা উত্তম।"**– আবু দাউদ শরীফ

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– **"একটা খেজুর দান করেও নিজকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করো।"**– বুখারী শরীফ

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন নিজ পরিবারবর্গের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে সারা বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রুজী বরাদ্দ করেন।"– বায়হাকী শরীফ

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যখন কোন মুসলমান তার পরিবারবর্গের জন্য পুরস্কারের আশা করে কিছু ব্যয় করে, তা দানের কার্য বলে গণ্য করা হয়।"

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে মাল খরচ করা হয়, তাতে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। **এমনকি নিজের স্ত্রীর মুখে তুমি যে লোকমাটি তুলে দাও, তাও সদকার মধ্যে পরিগণিত।"**– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৭। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "দাস-দাসী, ফকির-মিসকিন প্রভৃতিকে দান করা অপেক্ষা **নিজের স্ত্রীর জন্য খরচ করায় বেশি সওয়াব।"**– মুসলিম শরীফ

৮। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করতে বিলম্ব করে সে অভিশপ্ত।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৯। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "দরিদ্র ব্যক্তি তার পরিশ্রমলব্ধ আয় হতে তার আত্মীয়-স্বজনকে যা দান করে তাই সর্বাপেক্ষা উত্তম দান।"– বুখারী, নাসাঈ ও আবু দাউদ শরীফ

১০। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "কারো নিকট হতে কোন জিনিষ পেলে তার প্রতিদান দেয়া উচিত। **প্রতিদান দেয়ার সামর্থ না থাকলে তার জন্য দু'আ করা ও তার প্রশংসা করা উচিত। যে ব্যক্তি দাতাকে দু'আ করে সে যেন এর কৃতজ্ঞতা আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি গোপন করলো, সে যেন এর অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো।**"– তিরমিযী শরীফ

১১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "কিয়ামতের দিন মু'মিনের দান তার জন্য ছায়া হবে।"– মুসনাদে আহ্‌মদ

১২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **সদকার ফলে ধন-সম্পদ কমে না;** (বরং বাড়ে)। ক্ষমা করে হেয় হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'য়ালা তার মাথা উঁচু করে দেন এবং তার সম্মান বাড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে উচ্চাসন দান করবেন।– মুসলিম শরীফ

১৩। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সাতটি কাজের সওয়াব বান্দার মৃত্যুর পরও জারি থাকে, যখন সে কবরে পড়ে থাকে। কাজগুলো হলো– **ধর্মীয় জ্ঞান দান করা, খাল খনন করা, কূপ খনন করা, গাছ লাগান, মসজিদ নির্মাণ করা, ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে কুরআন শরীফ রেখে যাওয়া, এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার মৃত্যুর পর মাগফিরাতের দু'আ করে।**– তারগীব, বায্‌যার, আবু নাঈম

১৪। হযরত আবুযর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **মুসলমান ভাইয়ের খুশির জন্যে সামান্য মুচকি হাসি দেয়াও সদকা। কোন ভালো কথা বলে দেয়া সদকা। কাউকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখাও সদকা। যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল, তাকে সাহায্য করাও সদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলাও তোমাদের জন্য এক প্রকার সদকা। নিজের বালতি থেকে** আপন **ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও এক প্রকার সদকা।**– তিরমিযী শরীফ

১৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম। তুমি তোমার পরিবার-পরিজন থেকে দান শুরু করো। পরিবার-পরিজন কারা? তোমার **মাতা, তোমার পিতা, তোমার বোন, তোমার ভাই।** এরপর যে অধিক নিকটবর্তী।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

১৬। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিজের জন্যে, ছেলে-মেয়েদের জন্যে, পরিবার ও আত্মীয়দের জন্যে যা খরচ করা হয়, তা সবই সদকা।– তিবরানী শরীফ

১৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যদি আর কিছু না পার, তবে অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করো– বুখারী শরীফ

১৮। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পথভোলা ও অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেয়াও সদকা।– তিরমিযী শরীফ

১৯। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা-মাতা মারা গেছেন। তিনি কিছু ধন-সম্পদ রেখে গেছেন, কিন্তু সদকা ইত্যাদি করার কোন অসিয়ত করেননি। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে আমার এই সদকা তাঁর পাপের কাফফারা এবং মাগফিরাত ও মুক্তির উপায় হবে কি না? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে এ আশা করা যায়।– তাহযীবুল আছার, ইবনে জারীর (রহঃ)

মৃতদের প্রতি কর্জে হাসানা তথা সওয়াব রেসানী

সূরা আল-মুয্যাম্মেল এর ২০ নং আয়াত শরীফের আলোকে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে 'কর্জে হাসানা'র বিষয়ে বলা হয়েছে– "আল্লাহ্কে কর্জে হাসানা দেয়ার দ্বারা নফল দান খয়রাত ও অন্যান্য কার্য, যেমন– আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া, মেহমানদের জন্য ব্যয় করা, স্বীয় পীর, আলেম ও সলেহীন ব্যক্তিদের সেবা যত্ন করা ইত্যাদি বুঝিয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ এরূপ করেছেন যে, **যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে, যেমন– পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। মৃতদের উপর সওয়াব রেসানী করাও কর্জে হাসানার অন্তর্গত।**

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সওয়াব রেসানী অর্থ হলো অন্যের নিকট সওয়াব পৌঁছানো। নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ইত্যাদি নেক আমলের সওয়াব জীবিত ও মৃতদের নিকট পৌঁছানোই হলো সওয়াব রেসানী। এর দ্বারা অন্যের বরকত ও ক্ষমা লাভ হয়।

আল্লামা তাহাবী হানাফী (রহঃ) বলেন- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর মতে, সওয়াব রেসানী (তথা নেক আমলের সওয়াব পৌঁছানো) জায়েজ। (দেখুন, আল-কুরআনুল কারীম, ৫৯ঃ১০, ১৪ঃ৪১, ৪ঃ৮ এবং অত্র কিতাবের ১০৫৪-১০৫৬ পৃষ্ঠা)

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

খুলুকে আযীম-মহান চরিত্র

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিনয়-নম্রতা

নম্রতা, ভদ্রতা, অমায়িকতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি মানবের শ্রেষ্ঠ গুণাবলির সমন্বয়কে বিনয় বলে। একজন মানুষ তার মর্যাদাকে সকলের উর্ধ্বে মনে করলে তা হবে অহঙ্কার। আর যদি স্বীয় মর্যাদাকে সকলের নিম্নে মনে করে তবে তাই হলো বিনয়-নম্রতা।

এ বিনয় ও নম্রতার মুকুটমণি হলেন সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি সতত আল্লাহ্ তা'য়ালার সমীপে মিনতি জানাতেন, **"হে আল্লাহ্! আপনি আমার চোখে আমাকে তুচ্ছ করে দেখান আর শ্রেষ্ঠ করে দেখান অপরাপর মানুষের চোখে।"**– মাদারেজুন নবুওয়াহ্

০১। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ স্বাধীনতা দান করেছিলেন যে, তিনি নবী-বাদশাহ্ হবেন, না নবী-বান্দা। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে নবী-বান্দা হওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলেন।"– আশ-শিফা

০২। عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلٰى نَاقَةٍ شَهْبَاءَ لَاضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ۔

"হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে (হজ্জের সময়) খাকী বর্ণের একটি উটনীর উপর সওয়ার হয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। (তিনি এভাবে কংকর নিক্ষেপের জন্য গিয়েছেন যে, লোকজনকে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য) না কোন মারপিট ছিল আর কোন প্রকারের হাঁকডাঁক। অনুরূপ 'এদিকে যাও' 'ওদিকে সর' এ সব কথাও বলা হয়নি।

এ হাদীস শরীফ থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূত-পবিত্র চরিত্রে পরম বিনয় নীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। কেননা, তিনি একই সঙ্গে সারা বিশ্বের পথপ্রদর্শক, সকল নবীদের সর্দার, পাশাপাশি সমকালীন প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি একটা উটনীতে সাওয়ার, সাধারণ হাজীদের সাথে মিলে হজ্জ সম্পাদন করেন। প্রিয় পাঠক, উপলব্ধি করুন, সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের প্রাধান্য প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি।

০৩। عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَكَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَيَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ عَلٰى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ تَحْتَهُ إِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ۔

"হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম ছিল যে, তিনি অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন, জানাযার সঙ্গে হেঁটে যেতেন, গোলাম ও শ্রমিকদের আমন্ত্রণ কবুল করতেন এবং গাধার পিঠে আরোহণ করতেন। (রাবী বলেন) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন একটি গাধার পিঠে আরোহী ছিলেন। এ গাধাটির লাগাম ছিল খেজুরের ছাল দিয়ে পাকানো একটি রশি এবং গাধার গদিটি ছিল খেজুরের কতগুলো ছাল ও ডালের দ্বারা বানানো।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

০৪। عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ۔ يَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الثَّوْبَ۔

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে কি কি কাজ করতেন? উত্তরে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, তিনি সেই সব কাজই করতেন যেগুলো সাধারণত তোমরা নিজেদের ঘরে করে থাক। তিনি নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন এবং কাপড়ে তালি লাগাতেন।"– আখলাকুন্ নবী

০৫। عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ،

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **নিঃসংকোচে মাটির উপর বসতেন, মাটিতে বসে আহার করতেন, নিজ হাতে খুঁটির সাথে বক্‌রী বাঁধতেন ও গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন।"**– আখলাকুন্ নবী

০৬। عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَارُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلَاحُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ۔

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কখনো উচ্ছিষ্ট ভুনা মাংস তুলে নেয়া হয়নি এবং তার জন্য কখনো কার্পেট বিছানো হয়নি।"– আখলাকুন্ নবী

০৭। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমার প্রশংসা এভাবে বাড়িয়ে করো না

যেভাবে খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম এর সম্পর্কে করেছিল। আমি তো কেবল আল্লাহ্‌র একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল বলবে।"– বুখারী শরীফ

০৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোন গোলাম কিংবা বিধবার সাথে পথ চলতে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনরূপ লোক-লজ্জা অনুভব করতেন না।"– বায়হাকী শরীফ

০৯। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মদীনার দাসী-বাঁদীরা কেউ এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরতো এবং যা কিছু বলার বলতো, যত দূর পারতো হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত।"– মুসনাদে আহমদ

১০। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (চলার সময়) দুর্বল লোকদের কথা ভেবে চলার গতি শ্লথ করে দিতেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন।"– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

১১। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যবের রুটি এবং স্বাদ নষ্ট হতে যাচ্ছে এমন তরকারির দাওয়াত দেয়া হলেও তিনি তা কবুল করতেন।"– মুসনাদে আহমদ

১২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমরা আহার করার সময় জুতা খুলে নাও। কেননা এটা (জুতা খুলে নেয়া) একটি ভালো অভ্যাস।"– আখলাকুন নবী, জামি সগীর

১৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনি'ল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এখানে তশরীফ নিলেন। আমি ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ তাঁর খিদমতে পেশ করলাম। তিনি মাটির ওপরই বসে পড়লেন এবং বালিশটি আমার ও তাঁর মাঝে রেখে দিলেন।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘর নিজেই পরিষ্কার করতেন, উট বাঁধতেন, পশুর ঘাসপাতাও দিতেন, খিদমতগারের সঙ্গে বসে একই আসনে খানা খেতেন, আটা মাড়াতে তাকে সাহায্য করতেন এবং বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সওদা নিজেই নিয়ে আসতেন।"– বুখারী শরীফ

১৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে এক ধাপ বিনয় অবলম্বন করবে আল্লাহপাক জান্নাতে তার জন্য এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর **যে ব্যক্তি এক ধাপ অহঙ্কার অবলম্বন করবে আল্লাহ্**

তা'য়ালা তার জন্য এক ধাপ মর্যাদা অবনতি করে দিবেন। এভাবে অহঙ্কার অবলম্বনের কারণে আল্লাহ্পাক ব্যক্তির মর্যাদাক্রমে অবনতি করে **অবশেষে জাহান্নামের সর্বনিম্নে নিক্ষেপ করবেন।"**– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনীত হয় আল্লাহ্ তাকে উন্নত করেন এবং যদিও সে নিজেকে ছোট মনে করে তবুও সে লোকের দৃষ্টিতে বড়। **যে অহঙ্কার করে আল্লাহ্ তাকে অবনত করেন, সে লোকের চোখে ছোট হলেও নিজের মনে বড় হয়। অতঃপর সহজেই সে কুকুর ও শূকরের স্বভাবপ্রাপ্ত হয়।"**

১৭। হযরত আবু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কিছু কথা বলার জন্য এলো। কিন্তু সে তাঁর ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তিনি বললেন, ভয় করো না। আমি তো তোমার বাদশাহ্ নই (যে, আমাকে দেখে তুমি ভয় করবে)। বরং **আমি হচ্ছি কুরাঈশ বংশের এমন এক মহিলার সন্তান যিনি (সাধারণ মেয়েদের মত) শুকানো গোশত ভক্ষণ করতেন।"**– আখলাকুন্ নবী

১৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "ইহজগতে বিনয়কে অধিক হালকা মনে হলেও পরজগতে এর ওজন অত্যধিক ভারী হবে।"– আত্-তাবাকাতুল কুবরা

১৯। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নম্র, সদাচারী, সদালাপী ও রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সহ তাঁর অনেক সাহাবীর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বর্ণনা হতে জানা যায়, তিনি বরাবরই একজন খোশমেজাজী ছিলেন। তাঁর আচরণে কখনো অসৌজন্যতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়নি। প্রায় সময়ই উৎফুল্লচিত্ত ও হাসি-খুশি থাকতেন। তাঁর পবিত্র নয়নযুগল হতে সর্বদা আনন্দঘন উজ্জ্বল দীপ্তি ঝরে পড়তো।

২০। হযরত আবু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত বারাআ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের ঔজ্জ্বল্য শাণিত তরবারি দীপ্তির মত ছিল কি না। জবাবে তিনি বলেন, না, বরং তা পূর্ণিমার চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ ছিল।

২১। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো অশোভন ও অমার্জিত ভাষা মুখে উচ্চারণই করেননি। অভ্যাস বশতঃ এবং অসতর্কভাবে কখনো অশালীন বচন তাঁর জবান হতে বের হয়নি।"– আত্-তাবাকাতুল কুবরা

২২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার প্রবাস যাত্রাকালে পথিমধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গীগণ খাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ছাগল

যবেহ্ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজের দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিলেন। একজন যবেহ করবেন, একজন চামড়া ছাড়াবেন এবং রান্না করবেন আরেকজন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি জ্বালানীর কাঠ সংগ্রহ করে আনবো। সাহাবীগণ সবিনয় আপত্তি জানালেন যে, সে কাজটিও তাঁরাই করবেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি জানি, তোমরা আমার কর্মটি অতি আগ্রহের সাথে করবে। তবে সকলের মধ্যে আমি এরূপ একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে অবস্থান গ্রহণ করতে পছন্দ করি না। আর আল্লাহ্পাকও তা পছন্দ করেন না।"– মাদারেজুন্ নুবূওয়াহ্

মানুষের অহঙ্কার ও অহমিকা প্রকাশের মোক্ষম সময় তখনই দেখা দেয়, যখন সে নিজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাজারো মানুষকে চলতে দেখে, যারা তাঁর একটি মাত্র ইশারায় প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন সে সশস্ত্র সেনাবাহিনীসহ বিজয়ীর বেশে কোনও শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু এমন সময়েও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে প্রকাশ পেত বিনয় ও নম্রতা এবং সহজ সরল জীবনের দীপ্ত ছায়া। মক্কা শরীফ বিজয়ের সময় যখন তিনি শহরে প্রবেশ করছেন, তখন তাঁর বিনয়-নম্রতা মস্তক এতোই ঝুঁকে পড়েছিল যে, তা উটের হাওদাজের সাথে মিশে গিয়েছিল।– আশ-শিফা শরীফ, ইবনে হিশাম

আর খায়বর বিজয়ের সময় যখন তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি একটি গাঁধার উপর আরোহী ছিলেন। যার লাগামের স্থানে খেজুরের ছাল বাঁধা ছিল।– মিশকাত, ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফ

বিদায় হজ্জের সময় তিনি যে হাওদাজের উপর বসে ছিলেন তার মূল্যমান নির্ণয় করলে দেখা যাবে দুনিয়ায় এ বিনয়ের কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র মুবারকের প্রধান বৈশিষ্ট ছিল বিনয়। তিনি আপনজন, গুরুজন, প্রতিবেশী, দেশী-বিদেশী, স্ব-জাতি-বিজাতি, সকলকেই বিনয়ের দ্বারা জয় করেছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী

অহঙ্কার ঃ

১। حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُوْ عُمَرَ الْيَمَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ " مَنْ تَعَظَّمَ فِيْ نَفْسِهِ ، أَوْ اخْتَالَ فِيْ مَشْيَتِهِ - لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ .

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে নিজেকে নিজে বড় মনে করে অথবা তার

চালচলনে সদর্পভাব প্রকাশ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে উপনীত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন।– আল-আদাবুল মুফরাদ

২। عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْعِزُّ إِزَارُهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ نَازَعَنِيْ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ .

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, ইজ্জত আমার পরিধেয়, কিবরিয়া (অহঙ্কার) আমার চাদর, যে কেউ এগুলির ব্যাপারে আমার সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবে (অর্থাৎ নিজেকেও এগুলির হকদার মনে করবে) আমি তাকে শাস্তি প্রদান করবো।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

৩। عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ ، يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ مَصَالِيْ وَفِخُوْخًا وَاِنَّ مَصَالِيَ الشَّيْطَانِ وَفِخُوْخَا الْبَطَرُ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ ، وَالْفَخْرُ بِعَطَاءِ اللّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوٰى فِيْ غَيْرِ ذَاتِ اللّٰهِ .

হযরত হায়সাম ইবনে মালিক তাঈ (রঃ) বলেন, আমি হযরত নূ'মান ইবনে বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি; শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ রয়েছে। শয়তানের ঐসব জাল ও ফাঁদ হচ্ছে, আল্লাহ্র নিয়ামতের জন্য দর্প (দম্ভ) করা, আল্লাহ্র দানের জন্য গর্বিত হওয়া, আল্লাহ্র বান্দাদের উপর অহঙ্কার করা এবং আল্লাহ্র সত্তা ছাড়া নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ (দাসত্ব) করা।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

৪। عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَا اسْتَكْبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا .

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "অহঙ্কারী নয় সেই, যে তার চাকরকে সঙ্গে নিয়ে খাবার খেলো, গাধায় চড়ে বাজারে বের হলো, ছাগল পুষলো এবং তা দোহনও করলো।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য

আল-কুরআনে 'সবর' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অসামর্থ্য ও অপারগতার সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখাই ধৈর্য। অন্য কথায় সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন কিছু করা থেকে নিজেকে বিরত রাখাই ধৈর্য। ইসলামে বিপদাপদ ছাড়াও জীবনের বহুমুখী ক্ষেত্রে ধৈর্যাবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে ধৈর্য কি জিনিস তা অনুধাবন করা যায়।

কুরআন শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ،

"অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না।"– কুরআন (৪৬ঃ৫)

হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য ঃ

০১। عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَحْلَمِ النَّاسِ وَأَصْبَرِهِمْ وَأَكْظَمِهِمْ لِلْغَيْظِ ـ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণুতাপরায়ণ, সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সংবরণকারী।"– আখলাকুন্ নবী

০২। عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٍ إِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ مُرْتَدِيًا بِبُرْدٍ مِنَ النَّجْرَانِيَّةِ إِذْ تَبِعَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ الْبُرْدِ إِلَيْهِ ثُمَّ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَحْوِ الْأَعْرَابِيِّ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، وَإِذَا أَثَرُ حَاشِيَةِ الْبُرْدِ فِيْ نَحْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَحِكَ وَقَالَ مَاشَأْنُكَ فَقَالَ لَهُ يَامُحَمَّدُ جُدْلِيْ مِنَ الْمَالِ الَّذِيْ عِنْدَكَ ـ قَالَ مُرُوْا لَهُ ﷺ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা বসা ছিলাম। হঠাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজা দিয়ে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের তৈরি একটি চাদর পরিহিত ছিলেন। এ সময় জনৈক বেদুঈন তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ায়। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাদরের এক পার্শ্ব ধরে তাকে নিজের দিকে সজোরে টান দিয়েছিল। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুঈন লোকটির দিকে ঘুরে গেলেন এবং তাঁর গ্রীবাদেশে চাদর টানার দাগ পড়ে গেল। (লোকটির এই

ত্রুটি ও অমার্জিত আচরণ সত্ত্বেও) তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, তোমার ব্যাপার কি? বেদুঈন লোকটি তাঁকে জবাবে বললো, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার কাছে যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু দান করতে নির্দেশ দিলেন।"

০৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো নিজ খাদেমকে প্রহার করেননি, তাঁর কোন পত্নীকেও কখনো মারধর করেননি, এমনকি তিনি অন্য কাউকেও কখনো প্রহার করেননি। তাঁর প্রতি কেউ অন্যায় আচরণ করলে যতক্ষণ পর্যন্ত এতে আল্লাহ্র কোন অমোঘ বিধানের লঙ্ঘন না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিশোধ নিতেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ্র হুকুম লঙ্ঘন হলে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। তাঁকে দুটি বিষয়ের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হলে গুনাহ্ না হওয়া সাপেক্ষে তিনি সর্বদা তুলনামূলক সহজ সরল বিষয়টিই অবলম্বন করতেন। তবে এর মধ্যে **গুনাহের লেশ মাত্র থাকলে তা হতে সবচেয়ে দূরে থাকতেন।"**– মুসলিম শরীফ

০৪। হযরত ইসমাঈল ইবনে 'আয়্যাশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের নানাবিধ কষ্টে ও দুঃখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাধিক ধৈর্যপরায়ণ ছিলেন।"– কানযুল উম্মাল

০৫। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ক্রমাগত দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমত করেছি। (এ দীর্ঘদিন যাবৎ) তাঁর শরীর মুবারক থেকে আতরের সুঘ্রাণ পেয়েছি। তাঁর মুখে যেরূপ সুঘ্রাণের অনুভব করেছি সেরূপ অন্য কারো মুখে অনুভব করিনি। কোন সাহাবী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি (সাক্ষাত না দিয়ে) তার নিকট হতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না। কোন সাহাবী সাক্ষাতের সময়ে মুসাফাহ্র উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিলে তিনিও স্বীয় হাত মুবারক বাড়িয়ে দিতেন। অতঃপর সেই সাহাবী আগে হাত না সরালে তিনি সরাতেন না। অনুরূপভাবে কোন সাহাবী কানে কানে কথা বলতে আগ্রহী হলে স্বীয় কান মুবারক তার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। অতঃপর নিজের কান মুবারক আগে সরাতেন না যতক্ষণ না সাহাবী মুখ ফিরাতেন।"– আখলাকুন্ নবী

দৈন্যতার ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য ঃ

০১। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে প্রবেশ করে দেখি তিনি একটি চাটাইয়ে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের বুননের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। আমি মাথা উঁচু করে সম্পূর্ণ ঘরটি লক্ষ্য করলাম, আল্লাহ্র কসম! এমন কোন জিনিস সেখানে পাইনি যাতে দৃষ্টি নিবন্ধ হতে পারে। শুধু ঝুলন্ত তিনটি চামড়া, আর স্তূপীকৃত কিছু যব দেখা গেছে। এ দৃশ্য দেখে আমার দুটি চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা লক্ষ্য করে বললেন, হে ওমর!

তোমার কী হয়েছে? বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হলেন সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালার মনোনীত ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিস্‌রা ও কায়সার অবর্ণনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করছে? এ কথা শোনামাত্র তাঁর চেহারার রঙ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি শোয়া থেকে উঠে বসে বললেন, হে ওমর! এ বিষয়ে তুমি কি এখনো সন্দিহান? অতঃপর বললেন, হে ওমর! জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'য়ালা ঐ সমস্ত লোককে পার্থিব জীবনেই যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করে তাদের পাওনা শেষ করে দেন। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের শুধু দুনিয়া মিলবে আর আমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে আখিরাত? আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে ওমর! আমি যদি ইচ্ছা করি যে, সুউচ্চ পাহাড়সমূহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলুক, তা হলে অবশ্যই তাই হতো।"– সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ

০২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ক্রমাগত কয়েক রাত্রি উপবাসে কাটিয়ে দিতেন। তিনি ও তাঁর পরিবার রাত্রে খাওয়ার মত কিছুই পেতেন না। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের রুটি।"– মুসনাদে আহমদ

০৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা আগমনের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবার কখনো ক্রমাগত তিন দিন গমের রুটি দ্বারা পরিতৃপ্ত হন নাই।"– বুখারী শরীফ

০৪। হযরত মাসরূক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর খিদমতে হাজির হলে তিনি আমার জন্য খানা আনতে বললেন। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যখনই পরিতৃপ্ত হয়ে যাই তখনই আমার কাঁদতে মনে চায় এবং আমি কেঁদে ফেলি। আমি বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী অবস্থায় এ দুনিয়া হতে চলে গেছেন তা স্মরণ হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র শপথ! **তিনি কখনো দিনে দু'বার রুটি ও গোশত দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করেননি।"**– তিরমিযী শরীফ

০৫। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের অবস্থা এমন ছিল যে, **তাঁর কোন স্ত্রীর ঘরে বাতিও জ্বলতো না, চুলাও জ্বলতো না।** কেননা বাতি জ্বালানোর মতো তৈল পাওয়া গেলে তা শরীরে মাখানোর কাজেই শেষ হয়ে যেত। আর চর্বি জাতীয় কিছু পাওয়া গেলে তা খাওয়ার কাজেই ফুরিয়ে যেত।"

০৬। হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ক্ষুধার তাড়নার

কথা জানিয়ে আমাদের পেট তাঁকে দেখালাম যাতে একটি করে পাথর বাঁধা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পেট উন্মোচন করলেন যাতে দুটি পাথর বাঁধা ছিল।"– তিরমিযী শরীফ

০৭। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় ইন্তিকাল করেন যে, ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে তাঁর যুদ্ধের বর্মটি এক ইহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।"– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

ইবাদতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্য ঃ

০১। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে নামাযে এতো দীর্ঘ কিয়াম (দাঁড়ানো অবস্থায়) করতেন যে, তাতে তাঁর পদদ্বয় মুবারক ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা তো আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কি একজন শোকরগুজার বান্দা হবো না?"– বুখারী শরীফ

০২। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো রাতে জাগরণ ছাড়তেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা অলসতা অনুভব করলে বসে হলেও নামায আদায় করতেন।"– মুসনাদে আহমদ

০৩। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে নামাযে দন্ডায়মান হলে আমি তাঁর পিছনে এই ভেবে ইকতিদা করলাম যে, হয়তো তিনি টের পাবেন না। প্রথমে তিনি সূরা বাকারা আরম্ভ করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম হয়তো এক শত আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু একশত আয়াত পাঠ করার পর রুকুতে না গিয়ে সামনে আরও পাঠ করতে লাগলেন। আমি মনে করলাম, হয়তো দুইশত আয়াত পাঠ করে রুকু করবেন, কিন্তু তখনো তিনি রুকু করলেন না। এবার আমি ভাবলাম, হয়তো পূর্ণ সূরা শেষ করেই রুকুতে যাবেন। অতঃপর সূরা বাকারা শেষ করে তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে বললেন, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু (হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই সব প্রশংসা)। কিন্তু তিনি রুকুতে না গিয়ে সূরা আলে-ইমরান শুরু করলেন। ভাবলাম, এটা শেষ করে রুকুতে যাবেন। অতঃপর দেখা গেল এটা শেষ করে পূর্বের ন্যায় 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু' শেষে বলে সূরা নিসা শুরু করে দিলেন। তখন আমার ধারণা হলো যে, এটা শেষে করেই রুকু করবেন। কিন্তু এবার তিনি তা শেষ করে 'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু' বলে সূরা মায়েদা শুরু করলেন। তখন ভাবলাম যে, এটা শেষ করেই রুকু করবেন। বাস্তবেও তাই হলো। তিনি তা শেষ করে রুকুতে গেলেন ও সেখানে বললেন, 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'। তাঁর ওষ্ঠ্যদ্বয়ের নাড়াচাড়ার

আওয়াজে মনে হলো তিনি আরও কিছু পাঠ করছেন, তবে তা কি তা আমি বুঝতে পারিনি। এভাবে প্রথম রাক'আত শেষ করে দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে সূরা আন'আম শুরু করলে আমি তাঁকে ছেড়ে চলে আসলাম।"– আল-মুসান্নাফ, কিতাবুস্ সালাত

০৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আনসারী সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলেন। তাঁদের মধ্য হতে যে-ই চেয়েছেন তাকেই তিনি দান করেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। দুই হাতে বিলিয়ে দেয়ার পর সবকিছু ফুরিয়ে গেলে তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার নিকট কোন সম্পদ আসলে আমি তা তোমাদের অজান্তে পুঞ্জীভূত করে রাখি না। তবে জেনে রাখ, যে ব্যক্তি (হারাম চাওয়া হতে) বেঁচে থাকতে চায় আল্লাহ্পাকও তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ব্যক্তি (কষ্ট সত্ত্বেও) ধৈর্য অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে ধৈর্যের তৌফিক দান করেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্ হতে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায় আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেন। আরও জেনে রাখ, **তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ হতে যা কিছু (গুণাবলী) দান করা হয়েছে তন্মধ্যে ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও প্রশস্ত কোন গুণ দেয়া হয়নি।"**– বুখারী শরীফ

স্মরণীয় ঃ

মহামনীষীদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় কত ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁরা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে মানব সমাজকে প্রেরণা দিয়েছেন।

কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম আঠারো বছর পর্যন্ত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তবুও আল্লাহ্র কাছে নিরাময়ের জন্য একদিনও প্রার্থনা করেননি।

ফেরাউনের অত্যাচারে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর দলবলসহ দেশত্যাগ করেছেন, তবুও ফেরাউনকে তিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে পাথরে রূপান্তরিত করেননি।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শুরু থেকেই কাফেরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন, প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, ওহুদের যুদ্ধে শত্রুর হাতে আহত হয়েছিলেন তবুও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেননি বরং আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন– "হে আল্লাহ্! তাদের ক্ষমা করুন। কারণ তারা অজ্ঞান, কিছুই বুঝে না।"

মহাজ্ঞানী, মহাপুরুষ ও পয়গম্বরদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের কাহিনী শুনলে অবাক হতে হয়। হযরত ওয়ায়েস করনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে যখন ছেলেরা পাথর মারত তখন তিনি বলতেন, "হে বৎসগণ! ছোট ছোট পাথর মার। বড় পাথর মেরে আমার পা ভেঙ্গে দিলে নামায আদায় করতে পারবো না।"

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখতে পাই যারা ধৈর্য ধারণ করে শৈশবকাল থেকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি বা সংসার জীবন পালন করে আসছেন তারাই উত্তরকালে, যশ, খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। রোদ-বাদল, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে চাষীরা মাঠে কাজ করে বলেই সোনার ফসল ফলে যা খেয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে কোটি কোটি জীব। কামার-কুলী, শ্রমিক-মজুর, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তারা যদি মান অপমান ভুলে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কর্তব্য পালন না করতো তাহলে এ সমাজ পঙ্গু হয়ে যেত। কথায় কথায় যদি একে অপরের গলায় ছুরি দিত, সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিয়ে যদি ছেলেরা বিদ্যাশিক্ষা না করতো, সাধক যদি ক্ষুধার জ্বালা সহ্য না করে সাধনা ত্যাগ করতো তাহলে তারা কিছুতেই সফলকাম হতে পারতো না। সহিষ্ণুতা শান্তি আনে, শৃঙ্খলা আনে, অপার আনন্দ ও সুখ আনে। এজন্যই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহিষ্ণুতার উপর এতো জোর দিয়েছেন এবং নিজে সহিষ্ণুতার অসাধারণ নিদর্শন ও পরিচয় দিয়েছেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমা প্রদর্শন

আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমাকারীকে ভালোবাসেন। ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ। সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পৃথিবীতে ক্ষমার যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমা ও ঔদার্য্যের যে গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ
وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ
اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ

"ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান।"– কুরআন (৪১ঃ৩৪-৩৫)

عَنِ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ بْنِ خَلْفٍ وَاَبِىْ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَاِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ اَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ بِمَا صَنَعُوْا حَتّٰى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لِاِخْوَتِهِ (لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ) فَانْفَضَحْتُ حَيَاءً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

হযরত (ওমর) ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওয়ান ইবনে উমায়্যা ইবনে খালফ, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও হারিস ইবনে হিশামকে ডেকে পাঠালেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি আপন মনে বললাম, আজ আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিদান ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দান করবেন। কেননা, স্পষ্টতই এরা যুদ্ধবন্দী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং আমার দ্বারাই এ কাজ করাবেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় বললেন, এখন আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মতো। এ জন্য আমি তাই বলবো, যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন– لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ "কাজেই তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের ক্ষমা করুন।" হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, (তাঁর এই উদারতা দেখে) আমি লজ্জায় নতমুখ হয়ে গেলাম। (আমি যেখানে প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আনন্দ উল্লাস করছি, তিনি সেখানে আজীবনের দুশমনদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ শোনাচ্ছেন)।– আখলাকুন নবী

মক্কা বিজয়ের পর ক্ষমার ঘোষণা ঃ

সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মক্কার জীবনে নিজের, তাঁর অনুসারীদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের সীমাহীন জুলুম, অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তিনটি বছর বনু হাশিমসহ শি'বে আবু তালিবে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। এমনকি কঠিন দিনে সেই তৃণলতাহীন গিরি উপত্যকায় শস্যের দানা পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি। ক্ষুধার জ্বালায় শিশুরা যখন আর্তস্বরে ক্রন্দন করতো তখন জালিমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। আহ্! কতই না অকল্পনীয় নিপীড়ন! ব্যক্ত করার ভাষা নেই। অবশেষে প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

মক্কা ত্যাগ করার প্রাক্কালে তিনি বারবার মক্কার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, ওহে মক্কা! আমি তো তোমাকে ত্যাগ করতে চাইনি। কিন্তু দুরাত্মারা আমাকে এখানে থাকতে

দিল না। সেই মক্কায় যখন তিনি বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন তখন তো তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বাপেক্ষা উত্তম সুযোগ ছিল।

০১। সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় বিনা রক্তপাতে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করেন এবং প্রতিমা ধ্বংস করেন। এরপর কা'বা ঘর হতে বের হয়ে সমবেত মানুষের সামনে বক্তব্য দেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন–

يا معشر قريش ما تريدون إني فاعل فيكم قالوا نقواخيرا وفظن خيرا اخ كريم وابن اخ كريم وقد قدرت وان كنا لخاطين .

"হে কুরাঈশগণ! আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবো বলে তোমরা মনে করো? তারা সমস্বরে বলে উঠলো, আপনি আমাদের উদার ভাই ও উদারচেতা ভ্রাতৃষ্পুত্র। আজ আপনি সমুচিত শাস্তি প্রদানে সমর্থ। যদিও আমরা অপরাধী তবুও আপনার নিকট আমরা সদ্ব্যবহার পাওয়ার আশা রাখি।"– আখলাকুন নবী

০২। ওয়াহ্শীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ওয়াহ্শী নির্মমভাবে শহীদ করে। মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহ্শী তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাঈফও যখন রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর করতলগত হলো তখন উপায়ন্তর না দেখে ওয়াহ্শী প্রতিনিধির রূপ ধারণ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হলো। কারণ সে জানতো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রতিনিধি দলের সদস্যের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করেন না। খোদ ওয়াহ্শীর মুখ হতেই বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"ওয়াহ্শী বললো, অতঃপর আমি তাঈফ চলে গেলাম। এখান হতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো। কারণ তাহাদেরকে বলা হয়েছিল, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রতিনিধি দলের সাথে অসদাচরণ করেন না। ওয়াহ্শী বললো, আমি প্রতিনিধি দলের সাথে রওয়ানা হয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করলাম। আমাকে দেখে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওয়াহ্শী! আমি বললাম হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি হামযাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, আপনার নিকট যেই সংবাদ পৌঁছেছে তা ঠিক সেভাবে সংঘটিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি আমার সম্মুখ হতে দূরে থাকতে সক্ষম হবে? আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়ে সেই স্থান হতে বের হয়ে পড়লাম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের পর যখন মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামার আবির্ভাব হলো তখন আমি এই সংকল্প করে বের হলাম যে, তাকে হত্যা করবো এবং এই হত্যাই হবে হামযাকে হত্যা করার কাফ্ফারাস্বরূপ।"– বুখারী শরীফ

০৩। হিন্দ এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

ওহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের পত্নী হিন্দ হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কলিজা চিবাতে চিবাতে নৃত্য করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কঠোর শত্রুতা পোষণ করতো। মক্কা বিজয়ের সময় বিপদের আশঙ্কাবোধ করা সত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ধৃষ্টতা করা হতে পিছপা হয়নি। অতঃপর হিন্দ মুখমণ্ডল আবৃত করে নিকাব পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনে ফেললেন, তবুও তাকে কিছু না বলে ক্ষমা করে দিলেন। "আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে হিন্দ বললো– হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ভূপৃষ্ঠে আপনার তাঁবু হতে কোন ঘৃণিত তাঁবু আমার নিকট ছিল না। অতঃপর আজ আপনার সেই তাঁবু হতে অধিক প্রিয় কোন তাঁবু আমার চোখের সম্মুখে আর একটিও নেই।"– বুখারী শরীফ

০৪। হুবার ইবনুল আসওয়াদকে ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

নবী দুলালী হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হিজরত করে মক্কা শরীফ হতে মদীনা শরীফ যাওয়ার প্রাক্কালে হুবার তাঁকে আটক করে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে। তখন হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। হুবার এর নির্মম আঘাতে তিনি উটের পিঠ থেকে পড়ে যান, যার ফলে তাঁর গর্ভপাত হয়। এ ছাড়াও তাঁর উপর আরও অকল্পনীয় নির্যাতন করেছিল। ফলে মক্কা বিজয়ের পর তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণায় তিনি পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ইরান রওয়ানা করেন। কিন্তু কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর তার অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলে উঠলো। অতঃপর সে ফিরে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে হাজির হয়ে বললো– "আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আমি আপনার ভয়ে দেশ ত্যাগের মনস্থ করছিলাম এবং অনারব অমুসলিমদের সাথে বসবাস করার মানসে রওয়ানা করেছিলাম। অতঃপর আমার স্মরণ হলো আপনার অসীম দয়া, সম্পর্ক বজায় রাখা ও ক্ষমাসুলভ ঔদার্যের কথা। আমি এখন আপনার করুণার প্রত্যাশী। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার নিকট আমার অসদাচারণের যত অভিযোগ পৌঁছেছে সবই সত্য। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করছি।"

তার এ ক্ষমা প্রার্থনার ভাষায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান হৃদয় মুবারকে আলোড়ন সৃষ্টি হলে তিনি ঘোষনা করলেন–

قد عفوت عنك وقد احسن الله اليك حيث هداك الى الاسلام.

"আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন বলেই হিদায়াতের আলোর পথে তোমাকে পথ দেখিয়েছেন।"

০৫। সাফওয়ান ইবনে উমায়্যাকে ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করার জন্য বড় অংকের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সাফওয়ান নিযুক্ত করে ছিলো ওমায়র ইবনে ওহাব-কে। মক্কা বিজয়ের পর সে ইয়ামানে পলায়নের জন্য জেদ্দায় গিয়ে আত্মগোপন করে। তখন ওমায়র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে তার নিরাপত্তার আবেদন করে এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। সে নিরাপত্তার নিদর্শনের আবেদন করলে তার হাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পাগড়ী মুবারক তুলে দেন।

অতঃপর ওমায়র পাগড়ী মুবারক নিয়ে হযরত সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট উপস্থিত হন। এরপর হযরত সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হন এবং নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে গ্রহণ করেন। রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষমা ও ঔদর্য্যে অভিভূত হয়ে সাফওয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।

০৬। আবু সুফিয়ানের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাক্কী জীবনে আবু সুফিয়ান এমন শত্রুতা করেছে যে, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। হিজরতের পরবর্তী জীবনে বদর হতে শুরু করে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধেই সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম বাহিনীর হাতে সে গ্রেফতার হয়। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে হত্যা করার জন্য হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাকেই নয় বরং তার গৃহে যারা আশ্রয় নিবে তাদেরকে ও ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে মহত্বের অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন।

আবু সুফিয়ানকে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আনা হয় তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু সুফিয়ান! এখনো কি তোমার সময় হয়নি যে, তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই? তখন আবু সুফিয়ান জবাবে বললো–

بابى انت وامى ما احلمك واكرمك واوصلك والله لقد ظننت ان لوكان مع الله غيره لقد اغنى عنى شيئا بعد۔

"আপনার প্রতি উৎসর্গিত আমার পিতা-মাতার শপথ করে বলছি, আপনার চেয়ে ক্ষমাশীল, দয়াশীল ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষাকারী অন্য কেউ নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কেউ অংশীদার থাকতো তাহলে এ মুহূর্তে সে আমাকে অল্প হলেও রক্ষা করতে এগিয়ে আসতো।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু সুফিয়ান! আমাকে রাসূল জ্ঞান করার সময় কি এখনো হয়নি? তখনো সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপরোক্ত মহৎ গুণগুলোর কথা স্বীকার করে বললো– হ্যাঁ, এখনো এ ব্যাপারে আমার অন্তরে কিঞ্চিত সংশয় রয়েছে। এর অল্পক্ষণ পরই হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর উপস্থিতিতে তিনি সর্বান্তকরণে ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণা দিলেন।

০৭। সূরাকার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতের সময় কুরাঈশ কর্তৃক ঘোষিত "মুহাম্মাদের জ্যান্ত অথবা মৃত মাথা এনে দিতে পারলে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। সূরাকা পুরস্কারের আশায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে ছুটে সন্ধান পায়। কিন্তু অলৌকিকভাবে তার ঘোড়ার পা তিন বার মাটিতে ঢুকে যায়। সে ক্ষমা চাইলে হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ শত্রুকে এ শর্তে মুক্তি দেন যেন কারো নিকট গন্তব্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান না করে। সে ফেরার পথে যাকেই দেখেছে তাকেই অগ্রসর হতে না করে, অঙ্গীকার পালন করেছে। মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাঈফ থেকে ফেরার পথে 'জিরানা' নামক স্থানে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

০৮। ওমায়র ইবনে ওয়াহ্‌ব-কে ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

ওমায়র ইবনে ওয়াহ্‌ব মুসলমানদের চরম শত্রু ছিল। সে গোপনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য মদীনা শরীফ প্রবেশ করলো। এক পর্যায়ে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে সে গ্রেফতার হয় এবং হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত করা হয়। সে তরবারি ঝুলিয়ে আগমন করেছিল, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে বেঁধে নেন এবং তরবারি ও গলায় বেঁধে দেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বন্ধন মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তাকে নিজের পাশে ডেকে আনেন। সে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অভিবাদন জানালো। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মদীনা শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্যে জানতে চাইলেন। সে তার ছেলেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে বলে জানালো। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি অসত্য কথা বলছো। সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা তোমার সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এই শর্তে যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু

তুমি তা করতে সক্ষম হবে না। **আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্তরাল হতে আমাকে রক্ষা করবেন।** হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি অহী মারফত অবহিত হয়েছিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণ করার কোনই মানসিকতা না দেখালে ওমায়র সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

০৯। হযরত হাতেব বিন বুলতায়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কুরাঈশরা যেন তা জানতে না পারে। হাতেব বিন বুলতায়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চেয়েছিলেন যে, কুরাঈশদের এ ব্যাপারে অবহিত করেন। সুতরাং তিনি একটি চিঠি লিখে চুপে চুপে একজন মহিলাকে মক্কায় পাঠালেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা জানতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মক্কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হলো। তারা পত্রসহ উক্ত মহিলাকে গ্রেফতার করলেন। হযরত হাতেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পরিস্কারভাবে এই অপরাধ স্বীকার করলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবশ্যই আদেশ জারী করতেন। কিন্তু রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ জন্য ক্ষমা করলেন যে, তিনি বদরী সাহাবী। যে মহিলা পত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন তাকেও শপথের কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো হয়নি। অথচ এ পত্র যদি মক্কার লোকদের হাতে পৌঁছতো, তাহলে মুসলমানদেরকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হতো।

১০। খাদ্যে বিষ মিশ্রণকারী জয়নাবকে ক্ষমা প্রদর্শন ঃ

সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে ইহুদী জয়নব বিনতুল হারিছ খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

عن ابى هريرة ان امرأة من يهود اهدت لرسول الله ﷺ شاة مسمومة فقال لاصحابه امسكوا فانها مسمومة وقال لها ما حملك على ما صنعت قالت اردت ان اعلم ان كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وان كنت كاذبا اريح الناس منك قال فما عرض لها رسول الله ﷺ

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা ইহুদী নারী রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিষমিশ্রিত একটি ভুনা বকরী হাদিয়া দিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বললেন, তোমরা তা খাওয়া হতে বিরত থাক। কারণ তাতে বিষমিশ্রিত। অতঃপর রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজে

তোমাকে কি জিনিস প্ররোচিত করলো? সে জবাব দিল, আমার ইচ্ছা হলো যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তা হলে আল্লাহ্ আপনাকে তা অবহিত করবেন। আর যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহলে এর দ্বারা আমি জনগণকে আপনার উৎপাত থেকে মুক্তি দিব। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন কিছুই বললেন না।– বায়হাকী শরীফ

আল্লামা যারকাশী (রহঃ) বলেন, হযরত মুয়াম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহিলাটি এরপর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার বিষ মিশ্রিত গোশত খাওয়ার ফলে আল-বারা ইবনুল মা'রূর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হওয়ার 'কিসাস' স্বরূপ তাকে হত্যা করা হয়।– বুখারী শরীফ

বিষক্রিয়া এতো বেশি ছিল যে, তা মৃত্যুর সময়ও প্রচণ্ডভাবে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুভব করেছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عن عائشة قالت كان النبى ﷺ يقول فى مرضه الذي مات فيه ياعائشة ما ازال اجد الم الطعام الذى اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطع ابهرى من ذلك السم

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুমূর্ষ অবস্থায় বলেন, হে আয়েশা! আমি খায়বারে যেই খাদ্য ভক্ষণ করেছিলাম এর বিষক্রিয়া অনুভব করছি। এ মুহূর্তে আমার কণ্ঠনালী সেই বিষক্রিয়ার ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কষ্ট অনুভব করছি।"– বুখারী শরীফ

বিষযুক্ত গোশত খাওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও তিন বছর পবিত্র হায়াতে ছিলেন। অতঃপর এর প্রভাবেই তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। ফলে তিনি শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন।– ইবনে কাছীর

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এমন অত্যাচার-নির্যাতনকারীদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। শুধু ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হননি বরং আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য দু'আও করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে–

ربّ اغفر لقومى فانهم لا يعلمون.

"হে প্রভু! আমার সম্প্রদায়কে আপনি ক্ষমা করে দিন! কারণ তারা নির্বোধ।"

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদারতা

সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল গুণের আধার। কুরআন শরীফে যত সুন্দর স্বচ্ছতা, মানবতা ও কল্যাণময় গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে সেগুলোর নিখাদ, নিখুঁত ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর জীবনে। মূলতঃ তিনিই উদারতার মূর্ত প্রতীক। **কারো মন জয় করার জন্য উদারতার তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কিছুই নেই।** হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সময়ে দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত মুশরিক জাতিকে উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সফলতার শীর্ষে আরহণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো।"– কুরআন (৩ঃ১৫৯)

০১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা হতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে তাঈফ নগরীতে ইসলামের দাওয়াত দিতে গমন করেন। তাঈফবাসীরা ইসলাম কবুল তো করেননি বরং তাদের অমানবিক নির্যাতনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তাক্ত হলেন। তবুও তাদের জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে প্রার্থনা করলেন– "হে আল্লাহ্! আমি নিজের দুর্বলতা, উপায়হীনতা এবং নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কে তোমারই দরবারে আবেদন করছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়, অক্ষম ও দুর্বলের প্রতিপালক! আপনি আমার রব। আপনি আমাকে কাদের হাতে সমর্পণ করছেন? যারা রুক্ষ কর্কশ ভাষায় আমাকে জর্জরিত করবে তাদের হাতে, না যারা আমার সাধনাকে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে তাদের হাতে? যদি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ পতিত না হয় অর্থাৎ আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তবে আমি কোন কিছুর পরওয়া করি না। **আপনার অনুগ্রহই আমার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত সম্বল।** আপনার পূর্ণ জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকারই আলোকিত হয়ে উঠে এবং দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত কাজই এর উপর সুবিন্যস্ত হয়। আমি সেই পূর্ণ জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করে আমার প্রতি আপনার ক্রোধ অবতীর্ণ না হওয়ার এবং আপনার অসন্তুষ্টি পতিত না হওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আপনার নিকট ফরিয়াদ করছি। **আপনি শক্তি দান না করলে সৎকর্ম করার কোন ক্ষমতা আমার নেই।"**– আস-সীরাতুল হালাবিয়া

০২। মানব দরদী দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন ছিল তাঈফে অবস্থানকালীন এ দিনটি। এ প্রার্থনার পর মালাকুল জাবাল-পাহাড় তত্ত্বাবধানের ফিরিশতা আসলেন ও তাঈফবাসীদের শাস্তি দেয়ার অনুমতি চাইলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কওমদের জন্য দু'আ করতেন–

اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون.

"হে আল্লাহ্! আপনি আমার কওমকে হিদায়াত দান করুন। যেহেতু তারা বুঝে না।" জালিম কওমের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে এর চেয়ে উত্তম নমুনা আর কী হতে পারে?

০৩। ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখমণ্ডলে মারাত্মক যখম হয়। এরপরও তাঁর উপর নির্মমভাবে তীর নিক্ষিপ্ত হতে থাকলে তিনি বিচলিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন–

رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.

"হে প্রতিপালক! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা বুঝে না।"– মুসলিম শরীফ

মদীনা মুনাওয়ারায় বহু সংখ্যক মুনাফিক ছিল, যাদের তালিকা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অহী মারফত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত ছিলেন। তারা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) বিরুদ্ধাচরণ করতো। ইচ্ছা করলে মুসলমানগণ তাদেরকে পিষে ফেলতে পারতেন। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি সামান্যতম রূঢ় ব্যবহার পছন্দ করেননি। মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এটাই উদারতার স্বাক্ষর।

০৪। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপে অতিষ্ট হয়ে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিবেদন করলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– ওমর! থাম। তাহলে তো লোকে বলবে, মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে হত্যা করে।– বুখারী শরীফ

০৫। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এর মৃত্যুর পর তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অনুরোধে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে স্বীয় জামা পরিধান করিয়ে জানাযা ও দাফন কাজ সম্পন্ন করেন। এমনকি তার জন্য সত্তর বারের অধিক ইস্তিগফার করারও প্রতিশ্রুতি দেন।– বুখারী শরীফ

০৬। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নজদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। দুপুর বেলা গরমে সকলকে সাথে নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি প্রান্তরে উপনীত হলেন যা বড় বড় কাটাযুক্ত গাছে ভর্তি ছিল। তিনি একটি গাছের নিচে গিয়ে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং নিজের তরবারিটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। লোকজন সবাই বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়লেন। আমরা নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, এমন সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর নিকট গিয়ে দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর সামনে বসে রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারিটি উচিয়ে ধরেছে। ঘুম ভাঙ্গলে আমি শুনলাম যে, খোলা তরবারি হাতে আমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে সে বলছে, এখন আমার হাত হতে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ্। তখন সে বসে পড়লো। এইতো সে এখন বসে রয়েছে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন শাস্তি দেননি বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।– বুখারী শরীফ

০৭। হুনায়ন যুদ্ধে প্রায় চার হাজার অমুসলিম নর-নারী বন্দী হয়। আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তাদের সকলকে গোলাম-বাদী হিসাবে রাখার কথা। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দীদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের আবেদনক্রমে সসম্মানে মুক্তিদান করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাস-দাসীদের প্রতি উদারতা ঃ

০৮। কেউ তার দাসকে প্রহার করছে দেখলে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সাবধান করে বলতেন, মনে রেখো! তোমার প্রতিপালক তোমার উপর আরও ক্ষমতাবান।– তিরমিযী শরীফ

০৯। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের সম্পদ হতে দাস-দাসীদেরকে দান করতেন। সদ্য আযাদ গোলামদের যেহেতু কোন অর্থকড়ি থাকতো না, সেহেতু গনীমতের মাল হতে তিনি সর্বাগ্রে তাদেরকে দান করতেন।– শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পশু-পাখির প্রতি উদারতা ঃ

১০। একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করেন এবং সেখানে একটি উট দেখলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে উটটি ক্রন্দন করতে লাগলো। এর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলেন এবং এর মাথার পিছন দিকে হাত বুলিয়ে দুই কানের গোড়া পর্যন্ত মুছে দিলেন। তাতে উটটি চুপ হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই উটটির মালিক কে? আনসার সম্প্রদায়ের এক যুবক বের হয়ে এসে বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা আমার উট। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে এই চতুষ্পদ জন্তুটির মালিক করেছেন। তুমি কি এর তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো না? উটটি আমার নিকট অভিযোগ করেছে, তুমি তাকে অভুক্ত রাখো এবং এটাকে কষ্ট দাও।– আবু দাউদ শরীফ

১১। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাড়ার জন্য গমন করেন। আমরা সেখানে একটি চড়ুই পাখি দেখতে পাই যার দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা চড়ুই পাখির বাচ্চা দুটিকে ধরে ফেলি, যার ফলে পাখিটি ডানা মেলে উড়তে থাকে। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, এই চড়ুই পাখিটিকে এর বাচ্চা নিয়ে কে বিব্রত করছে? এর কাছে তার বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে দাও।– আবু দাউদ শরীফ

১২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফরে সাহাবীদেরকে (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এমন এক জায়গায় আগুন জালাতে দেখলেন যেখানে পিঁপড়ার বাসা ছিল। তখন তিনি বললেন–

انه لا ينبغى ان يعذب بالنار إلا رب النار

"আগুন দিয়ে কাউকে শাস্তি দেয়া কেবল আগুনের মালিক ছাড়া আর কারো অধিকার নেই।"– আবু দাউদ শরীফ

মোট কথা, হররত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে উদারতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, দেশ, কাল ও পাত্রের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে তাঁর উদারনীতি সর্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতিশয় উদার।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্নেহ-মমতা

সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তর মুবারক সর্বাধিক স্নেহ-মমতায় ভরপুর। তাঁর স্নেহ-মমতা প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা বর্ণনা করেছেন।

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, ইমানদারদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

"আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো।"– কুরআন (৩ঃ১৫৯)

০৩। হযরত বারা'আ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাড়ের উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলছিলেন–

اللهم انى احبه فاحبه

"হে আল্লাহ্! আমি তাকে ভালোবাসি, তাই আপনিও তাকে ভালোবাসুন।"– বুখারী শরীফ

০৪। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

هما ريحانتاى من الدنيا .

"তাঁরা দু'জন পৃথিবীতে আমার সুগন্ধ।"– বুখারী শরীফ

০৫। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক বৃদ্ধ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে তার নিকট গমন করতে চাইলেন। কিন্তু লোকজন তাকে যাওয়ার পথ করে দিল না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا .

"সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না।"– তিরমিযী শরীফ

০৬। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বক্ষে তাঁর হাত মুবারক মুসেহ্ করে দু'আ করলেন–

اللهم علمه الحكمة

"হে আল্লাহ্! আপনি তাকে প্রজ্ঞা শিখিয়ে দিন।"– বুখারী শরীফ

০৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য পানাহ্ চেয়ে দু'আ করতেন–

اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

"আল্লাহ্র পূর্ণ বাণীসমূহ দ্বারা তোমাদের উভয়ের জন্য শয়তান ও হিংসুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং প্রতিটি ক্ষতিকর দৃষ্টি হতে পানাহ্ চাচ্ছি।"

অতঃপর জানালেন, তোমাদের পূর্বপুরুষ পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও স্বীয় দুই পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও ইসহাক আলাইহিস সালাম এর জন্যও দু'আ করতেন।"

০৮। হযরত বাশীর ইবনে আকরাবা আল-জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করলে আমি কাঁদতে লাগলাম এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে কোন দুঃখ কাঁদাচ্ছে? তুমি কি এ ব্যাপারে খুশি হবে না যে, **আমি তোমার পিতা, আয়েশা তোমার মাতা।**

এরপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তার মাথায় যে অংশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকের ছোঁয়া লাগছিল সেখানকার চুলগুলো বৃদ্ধাবস্থায়ও সতেজ ছিল, সেগুলো কখনো সাদা হয়নি।

০৯। হযরত আবু যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, শৈশবকালে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আমি আগমন করলাম। তিনি বললেন, তুমি কাছে আস। আমি নিকটবর্তী হলে **তিনি আমার পিঠ মুছে দিলেন।** এরপর আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিঠ মুবারক মুছতে লাগলাম। এতে তিনি হাসতে লাগলেন।– আত-তারাতীবুল ইদারিয়্যা

১০। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী বালক প্রায়ই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসতো এবং তার খিদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে তার ঘরে গমন করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহভরে তাকে বললেন, 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করো'। তা শুনে বালকটি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলো।"– বুখারী শরীফ

১১। হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

انى لأقوم فى الصلوة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبى فاتجوز فى صلاتى كراهية ان اشق على أمه

"আমি নামাজে দাঁড়ালে তা দীর্ঘ করে আদায় করার ইচ্ছা করি। কিন্তু যখন আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই তখন আমার নামাযকে সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করি, যাতে শিশুর মাতার কষ্ট না হয়।"– বুখারী শরীফ

১২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

انا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة

"আমি ও এতিমদের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে (তাঁর দুই আঙ্গুল একত্র করে দেখালেন) থাকবো।" অর্থাৎ এতিমদের প্রতি সদাচরণ করে যদি কেউ তাদের লালন-পালন করে তাহলে সে জান্নাতে থাকতে পারবে।– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোতভাবে একজন স্নেহ-মমতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর অনুপম স্নেহ ও অসীম মমতার পরশে শিশু-কিশোর ও সুস্থ-নিপীড়িত জনগণ প্রাণ ভরে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে। বঞ্চিত, নিঃস্ব ও আশ্রয়হীন শিশুরা তাদের চাহিদা মতো অবস্থান লাভ করেছে। আরবের তৎকালীন তিমির অমানিশায় তিনি স্নেহ-মমতার এমন উজ্জ্বল জ্যোতি প্রদর্শন করেছেন যার ফলে আজও পৃথিবী আলোকময় হয়ে রয়েছে।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনের পূর্ব সময় পৃথিবীতে শ্রেণি-ভেদ, বর্ণ-ভেদ, বংশ-ভেদ, গোত্র-ভেদ ইত্যাদি বৈষম্য চরম আকারে বিদ্যমান ছিল। কোথাও কোথাও এ বৈষম্য নীতি ধর্মীয় বিধানে, আবার কোথাও রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে সাম্যও ভ্রাতৃত্বের মহান শিক্ষা নিয়ে ধরায় আগমন করলেন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বিশ্বময় প্রতিষ্ঠা করেন সুসাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বমানবতাকে আহ্বান জানালেন বিশ্বসাম্য ও ভ্রাতৃত্বের দিকে। মানুষের আত্মপরিচয় তুলে ধরলেন আল্লাহ্‌র বাণীর আলোকে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"– কুরআন (৪৯ঃ১৩)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জন্য তাক্বওয়া অবলম্বন করো (তাঁকে ভালোবাসো ও ভয় করো) যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"– কুরআন (৪ঃ১)

মানবজাতি সকলেই একই পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সন্তান। জাত, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও শ্রেণিভেদ বলতে কারো মধ্যে কিছু নেই। সকলেই চিরুনীর দাঁতের মতো মানবীয় মর্যাদায় সমান। তবে শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে।

মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা– এক শ্রেণি যারা সৎ ও পরহেযগার। আর তারাই আল্লাহ্‌র তা'য়ালার নিকট উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিবেচিত। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো- যারা অসৎ ও বদবখত, আল্লাহ্‌র দরবারে তারা হেয় ও লাঞ্ছিত হিসাবে বিবেচিত।– ইবনে কাছীর

হযরত আবু যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন– "দেখ, তুমি কারো হতে উত্তম নও, না লাল বর্ণের কারো হতে, আর না কৃষ্ণবর্ণের কারো হতে। তবে হ্যাঁ, যদি তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারো।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাত্রের শেষভাগে আপন প্রভুর দরবারে হাত উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন, তখন বলতেন– হে আল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, সকল মানুষই ভাই ভাই।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আল্লাহ্ তোমাদের গঠন, বর্ণ, অবয়ব ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।"– ইবনে কাছীর

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাদের রব এক এবং তোমার পিতা (আদম আঃ) এক। তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনে নাও– অনারবের উপর যেমন কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি কোন আরবের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনুরূপ সাদার উপর কালোর এবং কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো তাক্বওয়া।"

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ **ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আহ্বান ছিল বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও সারা মানবজাতির প্রতি দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, গোত্র সকল কিছুর উর্ধ্বে।** এরই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মদীনা রাষ্ট্র। 'মদীনা সনদ'ই এ কথার যথাযথ প্রকাশ। মুসলিম অমুসলিম, সাদা-কালো সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান।

ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ

পৃথিবীর সকল মুসলিম ভাই ভাই। তাদের পরস্পরের মধ্যে এই ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অঙ্গ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আঞ্চলিকতা গোত্রীয় আনুগত্য, সাম্প্রদায়িকতা, ভৌগোলিক সীমান্ত মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে পৃথক করতে পারে না। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিমগণ সারা পৃথিবীতে এক উম্মাহ্, এক জাতি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"– কুরআন (৪৯ঃ১০)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "এক মু'মিন অপর মু'মিন ভ্রাতার দর্পণস্বরূপ। মু'মিন মু'মিনের ভাই। সে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ হিফাজত করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পূর্ণ হিফাজত করবে।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না মু'মিন হও, আর মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না একে অপরকে

ভালোবাসো। আমি কি তোমাদেরকে সেই বিষয়টি বলে দিব না; যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সময় সম্পর্ক ত্যাগ করা। **কোন ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ত্যাগ করলে এবং এ অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামে দাখিল হবে।"–** আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতির বিবেচনায় সকল মু'মিন পরস্পর একটি দেহতুল্য। দেহের একটি অঙ্গ যখন অসুস্থ হয়, তখন সমস্ত দেহই এর যন্ত্রণায় জ্বরাক্রান্ত হয় এবং বিনিদ্র রাত যাপনে বাধ্য হয়।"– মুসলিম শরীফ

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বায়তুল্লাহ্ শরীফের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করলেন। তিনি যখন আযান দিলেন, তখন জনৈক কুরাঈশী বলে উঠলো, আল্লাহ্কে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এ অশুভ দিনটি দেখতে হয়নি। অপর একজন কুরাঈশী বললো, মুহাম্মাদ মসজিদে হারামে আযান দেয়ার জন্য একটি কালো কাক ছাড়া আর কাউকেও পেল না? আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি কিছুই বলবো না। কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, যা কিছু বলবো, আকাশের মালিক তা তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) নিকট পৌঁছে দিবেন।

সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ঃ

আরব সমাজে ছিল গোত্রীয় বিদ্বেষ, সীমাহীন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, আভিজাত্যের বড়াই, কৌলিন্যের অহমিকা, রং ও বর্ণের গোঁড়ামী ও উঁচু-নীচুর পার্থক্য। **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিলেন ঈমান গ্রহণকারী ধনী-গরীব, মনিব-ভৃত্য, সাদা-কালো সকলেই সমান, এমনকি সকলেই তাঁর দরবারে সমানভাবে সমাদৃত হতেন।**

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিশেষ একটি বাস্তব প্রমাণ করেছেন 'ইবাদত' এর মাধ্যমে। বিভিন্ন বর্ণ, বংশ ও গোত্রের মুসলিমগণ যখন একজন ইমামের নেতৃত্বে কাতারবন্দী হয়ে নামাযে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে ফুঁটে উঠে চিন্তা ও কর্মের ঐক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন, বিদূরিত হয় সকল অহমিকা বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব। ইবাদতের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এই বাস্তব অনুশীলন প্রত্যেক মু'মিনের প্রতিদিনের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মজীবনে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বনীতির বাস্তবায়ন ঃ

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্মজীবনে সাম্যের যে দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন এর কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো–

১। আরবে এ সময় ক্রীতদাসকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হতো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি আপন ক্রীতদাস জায়দ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে নিজ পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এমনকি সকলে তাকে 'জায়দ ইবনে মুহাম্মাদ' নামে ডাকতো।– ইবনে কাছির

২। বংশীয় গৌরব, আভিজাত্যের অহমিকার প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কুরাঈশ বংশীয় আপন ফুঁফাতো বোন জয়বন বিনতে জাহ্শ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে ক্রীতদাস জায়দ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে বিবাহ দেন।– ইবনে কাছির

৩। ক্রীতদাস জায়দের পুত্র উসামা ইবনে জায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর শিশুপুত্র হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ক্রীতদাস পুত্র উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন সমবয়স্ক। তিনি তাঁদের উভয়কে একসঙ্গে কোলে নিতেন এবং আদর-সোহাগ করতেন।

৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোত্র ও বংশীয় মর্যাদার প্রথা উচ্ছেদ করে একাধিক যুদ্ধে হযরত জায়দ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তাঁর পুত্র উসামা ইবনে জায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে সেনাপতির দায়িত্বে মনোনয়ন দিয়েছেন।

৫। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পূর্ণাঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাঁর এ সাম্য নীতির কারণে আরবগণ ছাড়াও অন্যান্য দেশ ও জাতির লোকজন তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্মে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাষ্ট্রীয় শূরার অন্যতম সদস্য। হযরত সুহায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন রোমীয় ক্রীতদাস, তিনিও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শূরার সদস্য ছিলেন। হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম। তিনি ছিলেন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা রাষ্ট্রের কোষাধ্যক্ষ।– মিশকাত শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর চরম জাহিলিয়াতের যুগে সাম্য প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ সফলকাম হয়েছেন। যে সকল জাতির মধ্যে ন্যূনতম মমত্ববোধ আশা করা যায়নি, তাদের মধ্যে অতুলনীয় সাম্য ও সীসার প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাম্য নীতির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা অপরাপর নীতির মধ্যে ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই নীতিসমূহ আলোচনা করছি। যেমন–

১। সমকালীন ধর্মাদর্শ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পয়গামই পৃথিবীর বুকে একমাত্র পয়গাম, যা বর্ণ, বংশ, দেশ, জাতি, অঞ্চল, ভূখন্ড যুগ-কাল সকল কিছুর ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার জন্য নাযিলকৃত সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য। তাঁর পয়গামই সর্বপ্রথম বিশ্বের সকল মানুষকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বান করেছে।

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রচার করেছেন দয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। কারণ, এ দুটি জিনিস একই সাথে পালন করলে যাবতীয় গরিমা, অহমিকা, কৌলিন্যবোধ ও স্বার্থপরতা পরিহার করা যায়।

ক) হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "সেই ব্যক্তি মু'মিন নয় যে উদর পূর্তি করে খায় আর তার প্রতিবেশী তার পার্শ্বে ক্ষুধার্ত থাকে।" আল-আদাবুল মুফরাদ

খ) হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দয়ালুদের প্রতি দয়াময় আল্লাহ্ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"– আবু দাউদ শরীফ

গ) হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।"– মিশকাত শরীফ

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বান করেছেন যার ভিত্তি ছিল মানব মর্যাদার উপর। মানব মর্যাদা জাতিতে-জাতিতে, গোত্রে-গোত্রে, বর্ণে-বর্ণে বা বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করে না। সমগ্র মানবগোষ্ঠীই এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত।

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম কেবল মুসলিমদের জন্য ছিল না, তা ছিল সার্বজনীন বিশ্বভ্রাতৃত্বের পয়গাম। এই পয়গামের বুনিয়াদ ছিল বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে, বিশ্বাস মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করে না। বরং সকল মানুষকে একই সূত্রে গ্রথিত করে।

৫। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তাদের নিজ নিজ নবীর বাইরে কোন নবীকে স্বীকার করে না, সম্মান করে না। তাদের আসমানী গ্রন্থ ছাড়া কোন গ্রন্থকে স্বীকার করে না। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ এই যে, কোন মুসলিম ততক্ষণ

পর্যন্ত মুসলিমই হতে পারে না, যতক্ষণ না সে দুনিয়ার সকল নবী ও রসূলগণের উপর এবং আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়ন করবে।

৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নীতিই ছিল প্রধানতম আদর্শ। মদীনার রাষ্ট্রে মাক্কী, ইরানী, রোমীয়, আবিসিনীয় এবং ইহুদীগণ বসবাস করতো। তারা ছিল সংখ্যায় অল্প। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আচরণ করেছিলেন।

৭। মানবাধিকার প্রাপ্তিতে মদীনার রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে সকলের জন্য নিম্নবর্ণিত মানবাধিকারগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল–

ক) জীবনের নিরাপত্তা, খ) সম্পদের নিরাপত্তা, গ) ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা, ঘ) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ, ঙ) গৃহজীবনের নিরাপত্তা, চ) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ছ) শিক্ষা-দীক্ষা ও মেধা বিকাশের অধিকার, ঝ) ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার, জ) সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার, ঞ) অর্থনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে বাসস্থান, জীবিকা, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৮। জ্ঞানী বা মূর্খ, উন্নত বা অনুন্নত, কৃষ্ণ বা শ্বেত– এই ভিত্তিতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দেশ ও জাতির মর্যাদা ও অধিকার পরিমাপ করেননি। তিনি সকল জাতের, সকল বর্ণের, সকল দেশের মানুষকে পরস্পর ভাই ও বৃহত্তর মানব ভ্রাতৃত্বের সদস্য বলে গণ্য করেন। আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের এই ধারণা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি মৌলিক শিক্ষা। যেমন বর্ণিত হয়েছে–

يايها الناس الا ان ربكم واحد لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى
ولا اسود على احمر ولا احمر على اسود الا بالتقوى.

"হে মানবজাতি! শুনে রাখো, তোমাদের রব একজন। অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। লালের উপর কালোর এবং কালোর উপর লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। তবে তাক্বওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে।"– রুহুল মা'আনী

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুমহান দৃষ্টিতে সকল আদম সন্তান বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সকল বর্ণের ও সকল জাতের মানুষ এক ও অভিন্ন, তারা সমান ও তারতম্যহীন। সকল মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা, তাঁরই পরিবারভুক্ত। অতএব, তাঁর নীতিতে জনকল্যাণের স্থান ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি ও জাতিকল্যাণের ঊর্ধ্বে।

৯। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব কল্যাণকে ঈমানের পূর্ণতার জন্য পূর্বশর্ত স্থির করে বলেছেন– "সেই আল্লাহ্‌র কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"– বুখারী শরীফ

১০। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاله فاجبه واذا استنصحه فانصح له واذا عطش وحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه ۔

"এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের কর্তব্য ৬টি। ১) তার সাথে তোমার সাক্ষাতে তুমি তাকে সালাম দিবে, ২) সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তুমি তাতে সাড়া দিবে, ৩) সে তোমার নিকট পরামর্শ বা নসীহত কামনা করলে তাকে সুপরামর্শ দিবে ও নসীহত করবে, ৪) হাঁচিদাতার 'আলহামদু লিল্লাহ্' উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলবে, ৫) সে অসুস্থ হলে তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে, ৬) ইন্তিকাল করলে জানাযায় শরীক হবে।"– মুসলিম শরীফ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী-

বিবাদ ঃ

১১। عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا ، وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের পিছনে লাগবে না এবং আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর **কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন রাত্রির অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েজ নেই।**"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১২। حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ اِدْرِيْسَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ ؟ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَلَا وَإِنَّ الْبُغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ ۔

হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলবো না যা সাদাকা-খয়রাত এবং রোযা হতেও উত্তম? তা হচ্ছে– আপোস-মীমাংসা করে দেয়া। মনে রাখবে বিদ্বেষ হচ্ছে মুণ্ডনকারী (যা পুণ্যরাশিকে ক্ষুরের চুল মুণ্ডনের মতো মুণ্ডন করে দেয়)।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১৩। عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا ، اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : اُنْظُرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে

জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং এমন প্রতিটি বান্দাকেই মার্জনা করা হয় যে আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে না। কিন্তু **ঐ ব্যক্তিকে মার্জনা করা হয় না যার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে**। তাদের দু'জন সম্পর্কে বলা হয়, আপোস-মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত দু'জনের ব্যাপার থাকতে দাও।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১৪। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تَبَاغَضُوْا، لَا تَنَافَسُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না, বিবাদ করবে না, আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হয়ে থাকবে।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

গরীব মানুষের প্রতি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহানুভূতি

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন করুণার আধার। দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতিশীলতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। ধনী-দরিদ্র, স্বজন-পরিজন, ছোট-বড়, মালিক-শ্রমিক, দাস-দাসী, নেতৃবর্গ, কর্মচারী, বিধবা, ইয়াতীম ও অসহায় মিস্‌কীন সকলেই ছিল তাঁর ভালোবাসা ও সহানুভূতিশীলতায় ধন্য।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরিদ্রদের প্রতি ছিলেন পরম সহানুভূতিশীল। তাদেরকে তিনি দান করতেন, ঋণগ্রস্তকে মুক্তির ব্যবস্থা করতেন, দরিদ্রের অধিকার ও মর্যাদা বর্ণনা করে সমাজে তাদেরকে সম্মানের আসনে অগ্রগামী করেন, ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে শ্রমলব্ধ উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের দুঃখে-কষ্টে দুঃখী ও দয়ার্দ্র ছিলেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ আনয়ন করেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ঐ রসূল, যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

দারিদ্রের মর্যাদা ঃ

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ হলো সকল মানুষ সমান, সকলেই ভাই ভাই। প্রকৃত মর্যাদার মাপকাঠি হলো তার যোগ্যতা গুণাবলী ও সত্য নিষ্ঠা। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "দরিদ্রের মধ্যে তোমরা

আমাকে অন্বেষণ করো। কারণ তোমরা সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হও তোমাদের দরিদ্রদের বদৌলতেই।"– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "জান্নাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হবে দরিদ্র।"– বুখারী শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দরিদ্রগণ ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"– ইমাম নববী

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **নিকৃষ্টতম বিবাহভোজ হলো যাতে কেবল ধনীদেরকে দাওয়াত করা হয় এবং বর্জন করা হয় দরিদ্রদেরকে।"–** মিশকাত শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থিব দিক অপেক্ষা আত্মিক দিকেরই অধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, **যদি গোটা ভূ-পৃষ্ঠ কলুষ আত্মা ধনাঢ্যদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তারপরও তারা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী একজন দরিদ্রের সমতুল্য হতে পারে না।**– মিশকাত শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কয়েকজন কুরাঈশ সর্দারের সঙ্গে বসে ইসলামের দাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এ সময় অন্ধ ও দরিদ্র সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসলেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি দ্বীনি বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কুরাঈশ নেতৃবৃন্দ ছিলো অত্যন্ত অহঙ্কারী। তাদের সামনে একজন অন্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তি আসাতে তাদের অহমিকাবোধ জাগ্রত হলো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাময়িকভাবে কুরাঈশ নেতৃবর্গের মন রক্ষার্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তা পছন্দ করলেন না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۙ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۚ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ۙ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۚ
اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۚ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۚ وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۙ
وَهُوَ يَخْشٰى ۙ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۚ

"(তিনি) ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এ কারণে যে, তাঁর নিকট সেই অন্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছে। এবং আপনি কি জানেন? হয়তো সে পবিত্র হতো, কিংবা সে উপদেশ গ্রহণ করতো, অতঃপর তাকে উপদেশ উপকৃত করতো। ঐ ব্যক্তি, যে বেপরোয়া হয়ে যায়, আপনি তারই পেছনে লেগে আছেন। এবং সে পবিত্র না হলে তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। এবং ঐ ব্যক্তি যে আপনার দরবারে দৌঁড়ে এসেছে

এবং সে ভয়ও করেছে, অতঃপর আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে মনোনিবেশ করেছেন।"– কুরআন (৮০ঃ১-১০)

আল্লাহ্ তা'য়ালা দরিদ্রদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন–

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ
حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

"এবং বিতাড়িত করবেনা তাদেরকে, যারা আপন প্রতিপালককে ডাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায়, তাঁরই সন্তুষ্টি চায়। আপনার উপর তাদের হিসাব-নিকাশের কিছুই নেই এবং তাদের উপরও আপনার হিসাবের কিছুই নেই; অতঃপর তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করলে এ কাজ ন্যায়-বিচার বহির্ভূত।"– কুরআন (৬ঃ৫২)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখতো, **আমার প্রিয় বান্দাগণ কোথায়? ফিরিশতাগণ নিবেদন করবেন, হে আল্লাহ্! কারা আপনার প্রিয় বান্দা?** আল্লাহ্ তা'য়ালা উত্তর দিবেন, **তারা দরিদ্র মুসলমান**। যা কিছু আমি পৃথিবীতে তাদেরকে দান করেছি তাতে তারা সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিল। সুতরাং **তাদের সকলকেই জান্নাতে নিয়ে যাও। আদেশ পাওয়ামাত্র ফিরিশতাগণ তাদেরকে সর্বাগ্রে জান্নাতে নিয়ে যাবে।** এদিকে অন্যসব মানুষ তাদের হিসাব-নিকাশের দায়ে আবদ্ধ থাকবে।

দীন-দুখীদের প্রতি মমত্ববোধ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখুন, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং দরিদ্রদের সঙ্গে হাশরে একত্র করুন।" হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এরূপ দু'আ করলেন কেন? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কারণ দরিদ্রগণ ধনীদের ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! গরীবদেরকে কখনো বিমুখ করবে না। এক টুকরা খুরমা হলেও তাদের দান করো। **হে আয়েশা! তুমি দরিদ্র লোকদেরকে ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমাদের নিকটবর্তী করে নিও; তাহলে আল্লাহ্ও তোমাকে তাঁর নিকটবর্তী করে নিবেন।**– মিশকাত শরীফ

একবার কয়েকজন দরিদ্র মুসলমান এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সম্পদশালীগণ পরকালের ব্যাপারে আমাদের অগ্রে চলে যাচ্ছে। নামায-রোযা আমরা যেরূপ আদায় করি, তারাও সেরূপই আদায় করে। কিন্তু সাদাকা-খায়রাতের মাধ্যমে যেই নেকী তারা সঞ্চয় করছে তা হতে আমরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এমন পন্থা কি আমি তোমাদেরকে বলে দিব যার দ্বারা তোমরা আগে চলে যাবে এবং পরে আর কেউ তোমাদের মুকাবিলা করতে পারবে না। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন,

প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্', ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করবে।– তিরমিযী শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ যুল-বিজাদায়ন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একজন নিতান্ত দরিদ্র সাহাবী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁর সম্প্রদায় তাঁর উপর নির্যাতন চালাতো। লজ্জা নিবারণের একটি ছেঁড়া কাপড় ছাড়া তাঁর আর সব কিছুই তারা ছিনিয়ে নেয়। তিনি পালিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে চলে আসলেন। তাবুক এ তিনি ইন্তিকাল করেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সহ রাতের অন্ধকারে তাঁর জানাযায় গমন করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং কবরে অবতরণ করলেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমি তার উপর সন্তুষ্ট, আপনিও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।– ইবনে হিশাম

দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর সহানুভূতিশীলতার কথা বর্ণনা করে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, "আল্লাহ্ কখনো আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, ঋণগ্রস্তকে দায়মুক্তকারী, অভাবীর জন্য উপার্জনকারী, অতিথি আপ্যায়নকারী এবং বিপদে মানুষের সাহায্যকারী।"– বুখারী শরীফ

যদি কেউ কোন দরিদ্রকে মন্দ বলতো, তাহলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই অসন্তুষ্ট হতেন এবং একে জাহেলী যুগের আচরণ বলতেন।– আবু দাউদ শরীফ

একবার এক বেদুঈন এসে দেখলো, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে একটি বড় আকারের ছাগলের পাল রয়েছে। সে তার দরিদ্রতার কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বললে সাথে সাথে গোটা ছাগলের পালই তিনি বেদুঈনকে দান করে দিলেন।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির পাশাপাশি অন্যদেরকে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– **যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন ও সংকট নিরসনে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন।** আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি দুঃখ লাঘব করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার একটি দুঃখ লাঘব করে দিবেন।– রিয়াদুস্ সালিহীন

হযরত আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা কয়েদীকে মুক্ত করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং অসুস্থদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করো।"– মিশকাত শরীফ

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি তা দেননি এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

গনীমত হিসাবে দাস-দাসী আসলে তিনি তাদের উপর নিজ আত্মীয়-স্বজন, এমনকি স্নেহময়ী কন্যা হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর তুলনায় দরিদ্রদের অধিকার অধিক মনে করতেন।– আবু দাউদ শরীফ

ইয়াতিম ও বিধবার প্রতি সহানুভূতি ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতিম ও বিধবার প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের কল্যাণ সাধনে তিনি খুবই সচেষ্ট থাকতেন।

১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে কেউ কোন বিধবা ও মিসকীনের কল্যাণে সচেষ্ট থাকে, সে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদরত কিংবা ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে দিনে রোযা রাখে এবং সারা রাত ইবাদতে কাটায়।– তিরমিযী শরীফ

২। হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুটি আঙ্গুল উঁচু করে বলেন, আমি ও ইয়াতিমের অভিভাবক জান্নাতের মধ্যে এভাবে থাকবো। অর্থাৎ এই আঙ্গুল দুটির অবস্থান যেমন একেবারে কাছাকাছি, আমার ও ইয়াতিমের অভিভাবকের অবস্থানও হবে ঠিক তেমনি কাছাকাছি।– তিরমিযী শরীফ

৩। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর হলো যেখানে একজন ইয়াতিম বসবাস করে এবং তার সাথে সদাচরণ করা হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট ঘর ঐটা যেখানে কোন ইয়াতিম বসবাস করে এবং তার সাথে অসদাচরণ করা হয়।

৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে নিজের পাষাণ হৃদয় হওয়ার অভিযোগ পেশ করলেন। তিনি বললেন, **ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং অসহায় মিসকীনকে খাবার দাও।**

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন দু'জাহানের বাদশা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ইয়াতিম। ইয়াতিমদের দুঃখ বেদনা সহজে বুঝতেন, তাদের কষ্ট অনুভব করতেন হৃদয় দিয়ে। তাদের পরিচর্যা করতেন, মায়ার পরশে তাদের মাথায় হাত বুলাতেন, কখনো বিমুখ করতেন না ও তাড়িয়ে দিতেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ অধীনস্থ ও খাদেমদের প্রতি ছিলেন সীমাহীন সহানুভূতিশীল। তিনি বলেন, তোমাদের কারো খাদেম যখন খাবার তৈরী করে

নিয়ে আসে, **তখন সে যেন তাকে সঙ্গে বসায় এবং খেতে দেয়।** আর যদি খাবার কম হয়, তা হলে এক লোকমা দুই লোকমা হলেও এক-দুই গ্রাস যেন তার হাতে তুলে দেয়। কারণ সে এই খাবার রান্না করতে গিয়ে আগুনের ধোঁয়ার জ্বালা সহ্য করেছে।– মুসলিম শরীফ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী-

নিকটাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার ঃ

৫। حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ مَنْفَعَةَ قَالَ : قَالَ جَدِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ وَمَوْلاَكَ الَّذِيْ يَلِيْ ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرِحْمٌ مَوْصُوْلَةٌ –

হযরত কুলায়ব ইবনে মুনফায়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমার দাদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা-পিতা, তোমার ভাই-বোন এবং এতদ্সঙ্গে তোমার সেই গোলাম যে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ সব হচ্ছে ওয়াজিব হক্ব এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।- আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৪৭

৬। عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ ﴿وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ﴾ [٢٦:٢١٤] قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَادٰى يَا بَنِيْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! اَنْقِذِيْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَاِنِّيْ لاَ اَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رِحْمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, যখন নাজিল হলো– وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ "নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর" (২৬ঃ২১৪) তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁক দিলেন– হে বনি কা'ব ইবনে লুই! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো! হে আবদে মান্নাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো! হে হাশেম বংশীয়রা! নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা করো! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন! নিজেদেরকে আগুন হতে রক্ষা করো! হে মুহাম্মাদ তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হতে রক্ষা করো! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহ্র কোপানল হতে রক্ষা করতে পারবো না। আমার করার কিছুই থাকবে না; কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা আমি আমার রক্তের হক আদায় করবো।– আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৪৮

৭। حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ-

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়র ইবনে মুতঈম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"– আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৬৪

দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি ঃ

সর্বাধিক নিকটতম মানুষটি হলো প্রতিবেশী। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

১। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– সেই ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি, যে নিজে আহার করে পরিতৃপ্ত এবং তাহার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অথচ সে তা জানে।

২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তুমি ফল ক্রয় করো তা হলে তা হতে প্রতিবেশীর ঘরে হাদিয়া পাঠাও, অন্যথা চুপিসারে ঘরে ঢুকাও, তা নিয়ে তোমার সন্তান যেন বাইরে না আসে। কেননা এতে তার (প্রতিবেশীর) সন্তান কষ্ট পাবে।

৩। হযরত আবু যর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি যখন তরকারী রান্না করবে, তার ঝোল বাড়িয়ে দাও এবং তা হতে প্রতিবেশীকে কিছু হাদিয়া পাঠাও।"

৪। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তার দেখাশুনা করবে, সে ইন্তিকাল করলে জানাযায় শরীক হবে, ঋণ চাইলে ঋণ দিবে, অসহায় হয়ে পড়লে সাহায্য করবে, বিপদে পড়লে সান্ত্বনা দিবে, স্বীয় ঘর তার চেয়ে উঁচু করবে না যাতে তার বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। তরকারী রান্না করলে তাকে কিছু দিবে। অন্যথা তার ঘরে কিছু না থাকার কারণে তোমার তরকারীর গন্ধে সে শোকাহত হবে।

৫। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ ، قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ : الَّذِىْ لاَ يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

"আল্লাহ্র কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। আল্লাহ্র কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়! আল্লাহ্র কসম! সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়। বলা হলো কোন ব্যক্তি ইয়া রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? তিনি জবাবে বললেন– যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ বোধ করে না।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৬। عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ –

হযরত নাফি' ইবনে আব্দুল হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **"একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ি, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী এবং রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্যস্বরূপ।"–** আল-আদাবুল মুফরাদ

ঋণগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তার ঋণ পরিশোধের জিম্মাদারি গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, **মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের আর তার ঋণের জিম্মাদার আমি।** এভাবে ঋণগ্রস্তের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে তিনি সর্বকালের জন্য অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শ রেখে গেছেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মি'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতের দরজায় এ কথাটি লেখা দেখেছি, **"দানের সওয়াব দশ গুণ, আর কর্জ প্রদানের সওয়াব আঠার গুণ"।**

দরিদ্র দ্বীন শিক্ষার্থী ঃ

অসহায় ও অভাবগ্রস্থ দ্বীন শিক্ষার্থী আসহাবে সুফ্ফাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মসজিদে নববী শরীফ সংলগ্ন চত্বরে অবস্থান করতেন। তাঁরা ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র। তাঁদের অনেকেরই একাধিক বস্ত্র ছিল না। **একটি চাঁদর গলা হতে হাটুর নিম্ন পর্যন্ত লটকিয়ে রাখতেন।** তাঁরা অনাহারে এতো দুর্বল হয়ে পড়তেন যে, অনেক সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারতেন না এবং পড়ে যেতেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর নিকট যখন সাদাকার খাবার আসতো, তিনি সম্পূর্ণভাবে তা আসহাবে সুফ্ফার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। **যখন দাওয়াত বা ওলীমার খাবার আসতো তখন তাদেরকে ডেকে একই সঙ্গে আহার করতেন।** সর্বাবস্থায় নিজ পরিবার-পরিজনের অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁদের সেবাকে অগ্রাধিকার দিতেন।

একদিন নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আব্বাজান! যাঁতা পিষতে পিষতে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। আপনি একটি বাঁদী আমার জন্য রেখে দিন। কন্যার এ কথার উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফাতিমা! আসহাবে

সুফ্‌ফাগণ খাদ্যের অভাবে মরে যাবে আর আমি তোমাকে বাঁদী দিব, এটা কি সঙ্গত হবে?– মিশকাত শরীফ

অন্য বর্ণনায় আছে যে, একদিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কোন কিছুর জন্য আবেদন করলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাকে কিছু দিব আর আসহাবে সুফ্‌ফার ছিন্নমূল শিক্ষার্থীরা ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করে বেড়াবে, তা হতে পারে না।– মুসনাদে আহমাদ

দরিদ্রদের বন্ধু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অফুরন্ত সহানুভূতির ফলে ধ্বংস হয়েছিল ধনী-দরিদ্র, মালিক-শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার মধ্যকার অসম ব্যবধান। নিঃস্ব ইয়াতিম ও অসহায় বিধবা পেয়েছিল তাদের আশ্রয়ের ঠিকানা। নির্যাতিত দাস-দাসিগণ লাভ করেছিল স্বাধীনতার সহজ পথ। ঋণের কষাঘাত হতে মুক্ত হয়ে ছিল ঋণগ্রস্ত। দরিদ্র শিক্ষার্থীগণ লাভ করেছিল জ্ঞান আহরণের সুবর্ণ সুযোগ। এভাবে লাঞ্ছিত অবহেলিত দরিদ্র শ্রেণি পেয়েছিল তাদের যথার্থ অধিকার। ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল তারা সমৃদ্ধির পথে, গড়ে উঠেছিল বৈষম্যমুক্ত একটি জান্নাতী পরিবেশ ও আদর্শ সমাজ।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

রোগীর সেবা-যত্ন সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সামাজিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। রোগীর সেবা ও সমবেদনায় তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। **তিনি নিজে রোগীদের সেবা করতেন, দেখতে যেতেন, দু'আ করতেন, অসুস্থ ব্যক্তির খবরাখবর নিতেন।**

০১। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমাকে দেখতে আসলেন। আমাকে তাঁরা অচেতন অবস্থায় পেলেন। (আমার এ অবস্থা দেখে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করলেন, এরপর অযুর অবশিষ্ট পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার চেতনা ফিরে আসলো। আমি তাঁকে বললাম, আমার সম্পদ কি করবো? তিনি আমাকে কোন উত্তর দেয়ার আগেই মীরাছের আয়াত নাযিল হলো।– বুখারী শরীফ

০২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রোগী দেখতে গেলে তার ব্যথার স্থানে হাত রাখতেন এবং বিসমিল্লাহ্ বলে তার জন্য দু'আ করতেন।– রিয়াদুস সালিহীন

০৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার অসুস্থ এক বেদুঈনকে দেখতে যান। জ্বরাক্রান্ত এই লোকটির শরীর যেন তাপে পুড়ে যাচ্ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কোন অসুবিধা নেই, এই রোগ পাপ দূর করে তোমাকে পবিত্র করবে।– বুখারী শরীফ

০৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হিযরতের প্রক্কালে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখতে গিয়েছেন। হযরত সা'দ বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি অনেক সম্পদ রেখে যাচ্ছি। আমার তো এক কন্যা ছাড়া আর কেউই নেই। আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করতে পারি? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, আমি বললাম, অর্ধেক ওসিয়ত করে বাকী অর্ধেক কন্যার জন্য রেখে যাই? তিনি বললেন, না। আমি আবার বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি ওসিয়ত করি? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ এবং (**ওসিয়তের জন্য) এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট**। এরপর তিনি স্বীয় হাত দিয়ে আমার কপাল ও পেট মুছে দিলেন এবং দু'আ করলেন– হে আল্লাহ্! সাদ'কে সুস্থতা দান করুন, তার হিযরতে পূর্ণতা দান করুন।– বুখারী শরীফ

০৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি কোন রোগীর কাছে গেলে তার বয়স সম্পর্কে তাকে সন্তুষ্ট করো (অর্থাৎ তার বয়স তথা জীবন সম্পর্কে তাকে আশাব্যঞ্জক কথা শুনাও)। এ ধরনের কথা কোন অনাগত ঘটনা খন্ডন করতে পারবে না ঠিক, কিন্তু এতে তার মন প্রফুল্ল হবে।– তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

০৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **রোগীর কপালে, বুকে ও পেটে হাত রাখতেন** এবং দু'আ করতেন– **হে আল্লাহ্! তাকে আরোগ্য দান করুন।** রোগীর কাছে গিয়েই তিনি বলতেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। ইনশা-আল্লাহ্, তুমি ঠিক হয়ে যাবে।" মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, "এ অসুস্থতা গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।"– যাদুর মা'আদ

০৭। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত মুবারক তার দেহে বুলাতেন এবং দু'আ করতেন–

اِذْهَبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"হে আল্লাহ্! মানুষের প্রতিপালক! আপনি বিপদ দূর করুন, সুস্থতা দান করুন, আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনার দেয়া সুস্থতা ছাড়া কোন সুস্থতা নেই (এমন সুস্থতা দান করুন) যাতে কোন রোগ না থাকে।– রিয়াদুস সালিহীন

০৮। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অসুস্থ হলে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিতেন এবং নিজের হাত শরীরে বুলাতেন। তিনি যে রোগে ওফাত গ্রহণ করেন, সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আমি উপরোক্ত দুটি সূরা পাঠ করে তাঁর উপর ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম।

০৯। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব-কে মুয়াওয়াতের সূরা বলে বর্ণনা করেন। কেউ কেউ **সূরা ইখলাছ ও সূরা কাফিরূন**-কে মুয়াওয়াতের মধ্যে গণ্য করেছেন।

১০। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আও পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ

"হে আল্লাহ্! তাকে আরোগ্য দান করুন। হে আল্লাহ্! তাকে শান্তি দান করুন।"

অথবা ০৭ (সাত) বার এ দু'আ পাঠ করতেন–

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

"আমি মহান আল্লাহ্র কাছে, মহান আরশের মালিকের কাছে তোমার আরোগ্য লাভের প্রার্থনা জানাই।" যে ব্যক্তি কোন রোগীর জন্যে এ দু'আ পাঠ করবে, তার মৃত্যু না এসে থাকলে এর বরকতে আল্লাহ্ তাকে অবশ্যই আরোগ্য দান করবেন।– বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফ

১১। হযরত ওসমান ইবনে আবিল আ'স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথার অভিযোগ পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি ব্যথার জায়গায় হাত রেখে তিন বার 'বিসমিল্লাহ' এবং ০৭ (সাত) বার বলবে–

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

"আমি আল্লাহ্র ইজ্জত ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে ব্যথা আমি অনুভব করি ও আশঙ্কা করি, তার অনিষ্ট থেকে।"

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি তাই করলাম। ফলে আল্লাহ্ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন।– মুসলিম শরীফ

১২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে আল্লাহ্ তা'য়ালার আশ্রয়ে অর্পণ করতেন–

اُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ
مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ

"আমি আল্লাহ্র পূর্ণ কালিমাসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত জন্তুর অনিষ্ট থেকে এবং ক্ষতিকর নযরের অনিষ্ট থেকে।"

তিনি আরও বলতেন, তোমাদের পিতামহ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এর উপর এই কালিমা দ্বারা ফুঁক দিতেন।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

১৩। কারো যখম অথবা ফোঁড়া হলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর ফুঁক দিতেন এবং শাহাদত অঙ্গুলি রেখে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন–

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةِ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

"আল্লাহ্র নামের মাধ্যমে বরকত হাসিল করছি। এটা আমাদের দেশের মাটি, যা আমাদের কারো থুথুর সাথে মিলিত, যা আমাদের রোগীকে আমাদের আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দিশে আরাগ্য দান করুন। অতঃপর যখমের জায়গায় আঙ্গুল রাখতেন।"– যাদুল মা'আদ

রুগ্নাবস্থার দু'আ ঃ

১৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রুগ্নাবস্থায় নিম্নোক্ত দু'আ ৪০ বার পাঠ করবে, সে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের সমান সওয়াব পাবে। আর ভালো হয়ে গেলে সকল গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

১৫। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রুগ্নাবস্থায় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করলে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

– তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী-

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখা ঃ

১৬। عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " مَنْ اَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنْكُمْ صَائِمًا " قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا قَالَ " مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا " ؟ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا قَالَ " مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً " قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا " مَنْ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا " ؟ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : اَنَا - قَالَ مَرْوَانُ ، بَلَغَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا اجْتَمَعَ هٰذِهِ الْخِصَالُ ، فِىْ رَجُلٍ ، فِىْ يَوْمٍ ، اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– "তোমাদের মধ্যে আজ কে রোজা আছো? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি রোজা

আছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছো? হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি। পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কে আজ কোন দুঃস্থজনকে খাবার দান করেছো? এবারও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, একদিনের মধ্যে এতোগুলো পূণ্যকর্মের সমাবেশ যার মধ্যে ঘটবে তাঁকে আল্লাহ্ তা'য়ালা অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১৭। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত করো।– বুখারী শরীফ

১৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলিম তার কোন অসুস্থ মুসলিম ভাইকে সকাল বেলা দেখতে গেলে এক হাজার ফিরিশতা সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আবার কোন মুসলিম অসুস্থ মুসলিম ভাইকে সন্ধ্যাবেলা দেখতে গেলে সকাল হওয়া পর্যন্ত এক হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।– রিয়াদুস সালিহীন

১৯। عَنْ أَبِيْ أَسْمَاءَ قَالَ : مَنْ عَادَ أَخَاهُ كَانَ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قُلْتُ لِأَبِيْ قِلَابَةَ : مَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : جَنَاهَا ـ

হযরত আবু আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার অপর (কোন মুসলমান) ভাইকে রুগ্ন অবস্থায় দেখতে যায় সে বেহেশতের খুরফায় প্রবেশ করবে। এই হাদীসের বর্ণনাকারী আসিম বলেন– আমি (আমার উর্ধ্বতন বর্ণনাকারী) আবু কিলাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বেহেশতের খুরফা কি? তিনি বললেন, বেহেশতের কক্ষ।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

২০। হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি কোন রোগীর কাছে কিংবা মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির নিকট গমন করবে, তখন তার সামনে মঙ্গলজনক কথাবার্তা বলো। কেননা, তুমি যা বলো, ফিরিশতারা তার উপর 'আমীন' বলে।– মুসলিম ও মিশকাত শরীফ

২১। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি কোন রোগীকে দেখতে গেলে তোমার জন্য দু'আ করতে বলো। কেননা, **রোগীর দু'আ ফিরিশতাদের দু'আর মতো হয়।**– ইবনে মাজাহ্ ও মিশকাত শরীফ

২২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের পাঁচটি কর্তব্য রয়েছে– ১)** সালামের জবাব দেয়া, ২) রোগীকে দেখতে যাওয়া, ৩) জানাযার অনুসরণ করা, ৪) দাওয়াত করলে কবুল করা এবং ৫) হাঁচির জবাব দেয়া।– রিয়াদুস সালিহীন

চিকিৎসা ঃ

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রহমাতুল্লিল আলামীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় নিজেও ঔষধ ব্যবহার করতেন এবং অন্যদেরকে চিকিৎসা করানোর উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন, মুসলমানগণ! চিকিৎসা করো। কেননা, আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক রোগের ঔষধ নির্ধারিত করেছেন একটি রোগ ছাড়া। জিজ্ঞাসা করা হলো, **সেই রোগটি কি? তিনি বললেন, অতিরিক্ত বার্ধক্য।**– তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীকে বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে বলতেন এবং পরহেয করার আদেশ দিতেন।– যাদুল মা'আদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্যে রোগ মুক্তি রাখেননি।– যাদুল মা'আদ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ প্রদর্শন

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শণের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এমনকি অমুসলিম হলেও তাদের প্রতি মায়া ও সম্মান করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে কঠোরভাবে বর্ণনা করেছেন।

১। عن انس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبى ﷺ فابطأ القوم عنه ان يُوسّعوا له فقال النبى ﷺ ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقّر كبيرنا

"হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। একজন প্রবীণ লোক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগমন করলো। লোকজন তার বসার সুযোগ করে দিতে বিলম্ব করলো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যারা ছোটদের প্রতি করুণাশীল নয় এবং বড়দের সম্মানের প্রতি যত্নবান নয় তারা আমাদের মধ্য হতে নয়।"**– তিরমিযী শরীফ

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ليس من امتى من لم يبجلْ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا

"যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের আলিমদের সম্মান বুঝে না সে আমার উম্মতের উন্তর্ভুক্ত নয়।"– মুসনাদে আহমাদ

৩। عن ابى موسى قال قال رسول الله ﷺ ان من اجلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالى فيه ولا الجافى عنه واكرام السلطان المقسط

"আবু মূসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তিন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহ্‌র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।** তারা হলেন **প্রবীণ মুসলমান, আল-কুরআনের বাহক, যে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি করে না এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক।"**– মিশকাত শরীফ

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাত শরীফে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন–

قال طاؤس من السنّة ان توقر اربعة العالم وذالشيبة والسلطان والوالد .

"সুন্নাত হলো চার ব্যক্তিকে সম্মান করা। তারা হলেন– আলিম, প্রবীণ লোক, শাসক ও পিতা।"

৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ছোট বড়কে, পথিক উপবিষ্টকে ও অল্প সংখ্যক বেশী সংখ্যককে সালাম দিবে।"– বুখারী শরীফ

এর কারণ হলো ছোটরা বড়দের প্রতি বিনয়ী হবে এবং তাদেরকে সম্মান করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী ঃ

৫। حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ مَنْ اَبَرُّ ؟ قَالَ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ -

হযরত আবু আসিম বাহ্য ইবনে হাকীমের প্রমুখাৎ, তিনি তদীয় পিতার এবং তদীয় পিতা তদীয় পিতামহের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সদ্ব্যবহার লাভের সর্বাধিক যোগ্য পাত্র কে? তিনি বললেন, **তোমার মাতা। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কে? তিনি বললেন– তোমার মাতা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম– তারপর কে? তিনি বললেন– তোমার মাতা। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম– তারপর কে? তিনি বললেন– তোমার পিতা। অতঃপর যে যত ঘনিষ্ট সে ততো বেশি।"**– আল-আদাবুল মুফরাদ

৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

لاَ اَعْلَمُ عَمَلاً اَقْرَبَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ -

"মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের চেয়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের প্রকৃষ্টতর কোন কাজ আমার জানা নাই।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

৭। عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, **প্রতিপালকের সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।"**– আল-আদাবুল মুফরাদ

৮। عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا إِلاَّ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ يَعْنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ قِيلَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই যার মুসলিম পিতা-মাতা রয়েছেন এবং সে প্রত্যুষে তাঁদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য বেহেশেতের দুটি দরজা খুলে না দেন। আর যদি একজন থাকেন তবে একটি দরজা। আর যদি সে ব্যক্তি তাঁদের মধ্যকার কোন একজনকে অসন্তুষ্ট করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সন্তুষ্ট না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট হন না। জিজ্ঞাসা করা হলো যদি তার উপর জুলুম করেন, তবুও কি? তিনি বললেন– হ্যাঁ, যদি তাঁর উপর জুলুমও করেন তবুও।"– আদাবুল মুফরাদ

৯। عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتِسْعٍ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا ، وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ ، فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلاَ تُنَازِعَنَّ وُلاَةَ الأَمْرِ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلاَ تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى أَهْلِكَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে **০৯টি ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন**। তা হলো– ১) আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকে শরিক সাব্যস্ত করো না, যদিও বা তোমাকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে ফেলা হয়, ২) কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায তরক করবে, তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্বই আর অবশিষ্ট থাকলো না, ৩) কখনো মদ্যপান করবে না; কেননা, তা হচ্ছে সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি, ৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে। তাঁরা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন, তবে তাও করবে (তবুও তাদের আদেশ অমান্য করবে না), ৫) শাসকদের সাথে বাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হবে না, যদিও দেখ যে তুমিই তুমি, ৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে কখনো পলায়ন করবে না, যদিও বা তুমি ধ্বংসে নিঃপতিত হও অথচ তোমার সঙ্গীরা পলায়ন করে, ৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করবে, ৮) তোমার পরিবারের উপর লাঠি উঠাবে না এবং ৯)

আল্লাহ্‌র ভয় তাদেরকে প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ ভীতির উপদেশ প্রদান করবে।)"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১০। عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ ذَنْبٍ اَجْدَرُ اَنْ يُّعَجِّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ مَعَ مَا يُدَّخَرُ لَهُ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ -

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তা ছেদনের মত শীঘ্রই (অর্থাৎ জীবদ্দশায়) শাস্তিযোগ্য পাপ আর কিছুই নাই। পরকালের নির্ধারিত শাস্তি তো আছেই।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

১১। قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثَلَاثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا -

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তিনটি দু'আ এমন যা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, যেমন– ১) মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ, ২) মুসাফিরের দু'আ, ৩) সন্তানের প্রতি পিতামাতার দু'আ।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

[অন্য হাদীস শরীফে পিতা-মাতার দু'আ সন্তানের জন্য সমধিক কার্যকরী বলে উল্লেখ আছে।]

প্রবীণদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খোশালাপ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন আমার নিকট একজন বৃদ্ধা বসা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মহিলাটি কে? আমি বললাম, তিনি আমার সম্পর্কের এক খালা। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌতুকাচ্ছলে বললেন–

لا تدخل الجنة عجوز ·

"জান্নাতে কোন বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না।"– বায়হাক্বী শরীফ

এ কথা শুনে মহিলাটি বিষণ্ন হয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তখন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, জান্নাতে যখন প্রবেশ করবেন আর বৃদ্ধা থাকবেন না, বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করেন–

إِنَّآ أَنشَأْنٰهُنَّ إِنشَآءً ۙ فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ۙ

"আমি তাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী ও সমবয়স্কা।"– কুরআন (৫৬ঃ৩৫-৩৬)

ছোটদের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্নেহ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোটদেরকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তাদেরকে কোলে টেনে নিতেন। পথে তাদেরকে আগেই সালাম দিতেন। আদরের আতিশয্যে তাদেরকে চুম্বন করতেন। কোন কোন সময় সফর হতে ফিরার প্রাক্কালে স্বীয় বাহনে তুলে নিতেন। তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ আসলে অন্যায়-অপরাধে জড়িত না হবার জন্য তাদেরকে বুঝাতেন। ছোটদের খেলাধুলায় বাধা দিতেন না, বরং তা উপভোগ করতেন। তাদের কাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। কাউকেও ছোটদেরকে ধমক দিতে বা যাতনা দিতে দেখলে তাকে এরূপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলতেন। ছোটদের প্রতি স্নেহ করতে তিনি ধর্ম-বর্ণের কোন ভেদাভেদ করতেন না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকল শিশুকেই পিতৃতুল্য স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن عائشة ان النبى ﷺ وضع صبيا فى حجره فحنكه فبال عليه فدعا بماء فاتبعه ·

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শিশুকে কোলে তুলে তাকে তাহনীক (মিষ্টি মুখ) করাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে সেখানে তা ঢেলে দিলেন।"– বুখারী শরীফ

عن انس بن مالك يقول ما صليت وراء امام قط اخف صلوة ولا اتم من النبى ﷺ وان كان ليسمع بكاء الصبى فيخفف مخافة ان تفتن امه ·

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোন ইমামের পিছনে এত সংক্ষিপ্ত এবং এত পরিপূর্ণ নামায আদায় করিনি। তিনি যদি কোন শিশুর কান্না শুনতে পেতেন তা হলে নামায সংক্ষিপ্ত করতেন যাতে তার কান্নায় তার মাতার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।"– বুখারী শরীফ

শিশুদের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুম্বন ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন-পর তা সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক নির্বিশেষে সব শিশুকেই চুম্বন করতেন। শিশু বলতে সবাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদরের পাত্র। তিনি চুম্বন করাকে করুণা ও তা বর্জন করাকে নির্দয়তা বলে অভিহিত করতেন।

১। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন বেদুঈন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আগমন করলো। তারা বললো, আপনারা কি আপনাদের শিশুদেরকে চুম্বন করে থাকেন? তিনি

বললেন হ্যাঁ। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কিন্তু চুম্বন করি না। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরকে করুণা বঞ্চিত করে দেন তা হলে আমি কি সে জন্য দায়ী হবো।– মুসলিম শরীফ

২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকরা' ইবনে হাবিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে চুম্বন করছেন। তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে, অথচ আমি এদের কাউকেও চুম্বন করি নাই। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যে ব্যক্তি করুণা করে না সে করুণা প্রাপ্ত হয় না।**– মুসলিম শরীফ

৩। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিশুপুত্র ইবরাহীম মদীনার বাইরে কোন এক ধাত্রীর দুধ পান করতেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখার জন্য সেখানে চলে যেতেন এবং তাকে কোলে উঠিয়ে আদর ও চুম্বন করতেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অন্য কোন লোককে সন্তানাদির প্রতি এতো বেশী করুণাশীল দেখতে পাইনি।– মুসলিম শরীফ

যুদ্ধক্ষেত্রে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য ধর্মাবলম্বী শিশুদেরকে হত্যা করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। তা দ্বারা তিনি তাদের প্রতি তাঁর অগাধ মায়া-মমতা প্রদর্শন করে গেছেন।

৪। عن عبد الله ان امرأة وجدت فى بعض مغازى رسول الله ﷺ مقتولة فانكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان.

হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোককে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক গাযওয়ায় নিহত পাওয়া গেল। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অপছন্দ করলেন এবং মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন।– মুসলিম শরীফ

শিশুদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনন্দ উপভোগ ঃ

ছোটদের আনন্দ-উল্লাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁধা প্রদান করতেন না। বরং তা উপভোগ করতেন। তিনি তাদের বৈধ সংগীত শ্রবণ করতেন। অবশ্য আবৃত্তিকালে অসার কোন উক্তি করলে তা তাৎক্ষণিক শোধরিয়ে দিতেন। হিজরতের সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় প্রবেশকালে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে শিশুরা দাঁড়িয়ে তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছিল। তখন বালিকারা দফ বাজিয়ে গাইছিল–

نحن جوار من بنى النجار - يا حبذا محمدا من جار.

"আমরা নাজ্জার বংশের কন্যা! আমাদের কি সৌভাগ্য! মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিবেশী।"

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আমাকে ভালোবাসবে, আদর করবে? তাঁরা উত্তর দিল, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা ভালোবাসবো। তিনি সহাস্যে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আচ্ছা! **আমিও তোমাদেরকে ভালোবাসি।**

শিশুদের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা ঃ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দিনের এক প্রহরে বাইরে রওয়ানা হলাম। শেষে তিনি হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর আবাসে পৌঁছালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, খোকা কোথায়, খোকা কোথায়? ইতোমধ্যে হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বের হয়ে আসলেন। অতঃপর **উভয়ই মু'আনাকা (কোলাকুলি) করলেন**। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্! **আমি তাঁকে ভালোবাসি, আর তাকে যে ভালোবাসে আমিও তাকে ভালোবাসি।**– মিশকাত শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদের মাথায় হাত মুবারক রাখতেন এবং কাঁধ মুবারকে উঠাতেন ঃ

১। হযরত ইউসুফ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাম রাখলেন 'ইউসুফ'। তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসালেন এবং আমার মাথায় হাত বুলালেন।– মুসনাদে আহমাদ

২। হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বের হলেন, তখন উমামা বিনতে আবিল আস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিল তাঁর কাঁধ মুবারকে। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং রুকু হতে উঠে আবার তাকে উঠিয়ে নিতেন।– বুখারী শরীফ

৩। হযরত আল-বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধ মুবারকের উপর দেখেছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসুন।– বুখারী শরীফ

কন্যার প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগ্রহ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যার কন্যা সন্তান রয়েছে আর সে তাকে জীবন্ত দাফন করে নাই, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে নাই এবং পুত্র সন্তানকে

তার উপর প্রাধান্য দেয় নাই, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করাবেন।– আবু দাউদ শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান অথবা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করলো, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি করুণা করলো–যতদিন পর্যন্ত তাদের প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, দুইজনকে প্রতিপালন করলে কি সেই মর্যাদা লাভ হবে? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, দুইজনকে প্রতিপালন করলেও সেই মর্যাদা হবে। এমনকি লোকজন যদি একজনের কথাও জিজ্ঞাসা করতো তা হলে তিনি একজনের ব্যাপারেও হ্যাঁ সূচক জবাব দিতেন।– শারহুস সুন্নাহ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাম প্রদান

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট-বড়, ধনী-গরীব, আশরাফ-আতরাফ, দাস-দাসী, আপন-পর তথা সর্বস্তরের মানুষকে সালাম দিতেন ও সকলের সালাম গ্রহণ করতেন।

১। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কয়েকজন কিশোরের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে সালাম করলেন ও বললেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলতেন।– বুখারী শরীফ

২। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কিছু ক্রীড়ারত বালকের নিকট এসে তাদেরকে সালাম করলেন।

৩। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– একদিন আমি কয়েকজন বালকের সঙ্গে কোন স্থানে ছিলাম। ইতোমধ্যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ এনে আমাদেরকে সালাম করলেন এবং আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দিতে বললেন। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালে বসে রইলেন। আমি চিঠি পৌঁছে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তিনি সেখানে বসে রইলেন।– আবু দাউদ শরীফ

৪। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি কয়েকজন বান্ধবীসহ কোন স্থানে ছিলাম। ইতোমধ্যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে আমাদেরকে সালাম করলেন।– আবু দাউদ শরীফ

৫। হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মসজিদে একদল মহিলাকে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে তিনি ডান হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম জানালেন।– আল-আদাবুল মুফরাদ

৬। হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো রাতে বাসায় এসে এভাবে সালাম করতেন যাতে ঘুমন্তরা জেগে না যায় অথচ জাগ্রতরা সালামের শব্দ শুনতে পায়।– ফতহুল বারী

সালামের জবাব প্রদান ঃ

৭। ইবনে কাছীর (রহঃ) ইবনে জারীর (রহঃ) বরাতে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আগমনপূর্বক বললো, আস-সালামু আলাইকুম ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, ওয়া আলাইকাস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে বললো, আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরে বললেন, ওয়া আলাইকা। এই উত্তর শ্রবণ করে আগন্তুক বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক ব্যক্তিকে আপনি আমার চেয়ে অধিক জবাব প্রদান করেছেন, অথচ আমাকে? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো আমার জন্য কোন কিছু বাকী রাখনি (কাজেই তুমি যেভাবে পূর্ণ সালাম দিয়েছ আমিও ওয়া আলাইকা এর মাধ্যমে পূর্ণ উত্তরই দিয়েছি)। আল্লাহ্ বলেন–

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ،

"তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও এর চেয়ে উত্তম অভিবাদন করবে অথবা এর অনুরূপই করবে।"– কুরআন (৪ঃ৮৬)

যেহেতু তোমার চেয়ে উত্তম অভিবাদন হতে পারে না, কাজেই আমি তাই পেশ করলাম।– তাফসীরে ইবনে কাছীর

৮। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাকে বললেন– হে আয়েশা! এই যে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাশরীফ এনেছেন। তিনি তোমাকে সালাম বলছেন। আমি বললাম, ওয়া আলাইকাস্ সালাম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এতটুকু বলার পর আমি আরও বাড়াতে চাইলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- এখানেই সালাম শেষ হয়ে গিয়েছে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা

আনহা এর জবাব শ্রবণ করে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হে নবী পরিবার! আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।– আল-আওসাত, তাবারানী

অন্যের নিকট সালাম পৌঁছানো ঃ

৯। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একদিন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাশরীফ নিয়ে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা খাবার, তরকারী ও পানীয়সহ কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার নিকট আগমন করবেন। তিনি আসলে আপনি তাঁর নিকট আপনার রব ও আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছে দিয়ে তাঁকে মোতির তৈরী এমন একটি জান্নাতের সুসংবাদ জানাবেন যেখানে না থাকবে কোন হিংসা, না কোরূপ কষ্ট-ক্লেশ।– মুসলিম শরীফ

১০। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করে বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা -কে সালাম বলেছেন। তা শ্রবণ করে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বয়ং সালাম, আর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর উপর আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।– নাসাঈ শরীফ

সালাম পৌঁছালে জবাব প্রদান ঃ

১১। হযরত গালিব আল-কাত্তান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে আরজ করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার আব্বা আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরে বললেন, ওয়া আলাইকা ওয়া আলা আবীকাস্ সালাম (তোমার ও তোমার পিতার উপর সালাম)।– মুসনাদে আহমদ

অমুসলিমকে সালাম প্রদান ঃ

১২। হযরত মা'মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি কোন অসমুসলিমের ঘরে প্রবেশ করলে এভাবে সালাম করবে– **আস্-সালামু 'আলা মানিত্তাবা'আল হুদা** (সৎপথ অনুসারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।– আবদুর রায্‌যাক

অমুসলিমদের সালামের জবাব প্রদান ঃ

১৩। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুসলিমগণ আমাদেরকে সালাম করলে আমরা কিভাবে জবাব দিব? রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা শুধু বলবে- **'ওয়া আলাইকুম'**।– আবু দাউদ শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুসাফাহা, মু'আনাকা ও চুম্বন ঃ

১৪। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "সালামের পর মুসলমান পরস্পরে মুসাফাহ্ করলে তাদের হাত পৃথক হবার পূর্বেই তাদের গতকালের গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমা করে দেন।"– কাঞ্জুল উম্মাল

১৫। হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন সাহাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁকে স্পর্শ (মুসাফাহা) করতেন ও তাঁর জন্য দু'আ করতেন।– নাসাঈ শরীফ

১৬। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে অভ্যর্থনা জানিয়ে মুসাফাহা করলে স্বীয় হস্তদ্বয় আগে সরাতেন না যতক্ষণ না সেই লোক নিজ হস্তদ্বয় সরাতো। তিনি সেই লোকের চেহারা হতে আপন চেহারাও ফিরাতেন না যতক্ষণ না সে নিজ চেহারা ফিরাতো এবং কখনো নিকটে উপবেশনকারীর দিকে তাঁর পদদ্বয় প্রসারিত করতে দেখা যায়নি।– সুবুলুল হুদা

১৭। হযরত আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সিরিয়া হতে পাঠিয়ে দেয়ার পর আনাযা গোত্রের এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি আপনাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদীস জিজ্ঞাসা করতে চাই। হযরত আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, অবশ্যই বলবো, তবে যদি কোন গোপনীয় বিষয় না হয়। লোকটি বললো, কোন গোপনীয় বিষয় নয়। তা হলো- আপনারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি কি আপনাদের সাথে মুসাফাহ্ করতেন? আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আমি এমন কোন দিন সাক্ষাৎ করিনি যে, তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেননি। একদিন তিনি আমার নিকট লোক পাঠালেন। আমি বাড়িতে ছিলাম না। আসার পর খবর জানতে পেরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গেলাম। তিনি খাটের উপর বসা ছিলেন। **তিনি আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন (মু'আনাকা করলেন), সেই ভালোবাসার পরশ আমার জন্য অদ্যাবধি বস্তুকুলের তুলনায় উত্তম ছিল।**– মুসনাদে আহমাদ

১৮। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে চুম্বন করলেন। সেখানে আল-আকরা ইবনে হাবিস আত্-তামীমী উপস্থিত ছিলেন। আকরা বললেন, আমার ১০টি সন্তান রয়েছে অথচ আমি একজনকেও চুম্বন করিনি। তা শ্রবণ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি তাকালেন এবং বললেন, যে দয়া করে না সে দয়া পায় না।– বুখারী শরীফ

১৯। হযরত ইবনে সা'দ (রহঃ) হযরত শা'বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার হতে প্রত্যাবর্তন করার পর হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনা শরীফে আগমন করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **তাঁকে জড়িয়ে ধরে মু'আনাকা করে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন** এবং বললেন, কোনটার আনন্দ উপভোগ করবো, জাফরের আগমনের না খায়বার বিজয়ের।– আত-তাবাকাতুল কুবরা

২০। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জায়দ ইবনে হারিছা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনা শরীফে আগমন করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাড়িতে এসে দরজায় আওয়াজ করলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে অবস্থান করছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি খালি গায়েই তাঁর উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লেন, তাঁর কাপড় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। অতঃপর **মু'আনাকা করে তাঁকে চুম্বন করলেন।** সেদিন ছাড়া আর কখনো তাঁকে খালি গায়ে বের হতে দেখা যায়নি।– তিরমিযী শরীফ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যের সার্বিক খোঁজ-খবর রাখতেন

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন সাহাবীকে তিন দিন পর্যন্ত না দেখলে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। যদি জানা যেত যে, **সেই সাহাবী মদীনার বাইরে কোথাও গমন করেছেন তা হলে তাঁর জন্য দু'আ করতেন। তিনি বাড়িতেই অবস্থান করছেন বলে জানতে পারলে তাঁর সাক্ষাতে যেতেন। আর অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন।**– আখলাকুন-নবী ওয়া আদাবুহু

নেতৃস্থানীয় লোকের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান প্রদর্শন

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়ায়না ইবনে হিস্ন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করলেন। তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে জমিনে উপবিষ্ট ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গদি আনতে বললেন ও তাতে তাকে বসালেন এবং বললেন, **তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোক আসলে তার সম্মান করো।**– আল-মু'জামুল কবীর, তাবারানী

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক হাতে চুম্বন ও কদমবুচি-পদচুম্বন

১। حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمٰعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْنَقِ قَالَ حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحِ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ أَبَانَ ابْنَةُ الْوَازِعِ عَنْ جَدِّهَا أَنَّ جَدَّهَا الْوَازِعَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَدِمْنَا فَقِيلَ ذَاكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا .

হযরত ওয়াযি' ইবনে আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলাম। আমাকে বলা হলো, ইনিই হচ্ছেন আল্লাহ্র রাসূল। আমরা তখন তাঁর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ধরে চুমু খেলাম।- আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৯৮৭

২। حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُدْعَانَ قَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ أَمَسَسْتَ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَبَّلَهَا .

হযরত সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, আপনি কি স্বহস্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্পর্শ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তাঁর হাত চুম্বন করলেন।- আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৯৮৬

৩। حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَيْهِ .

হযরত সুহায়ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখেছি তিনি হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হস্ত ও পদদ্বয়ে চুম্বন প্রদান করেছেন।- আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং- ৯৮৮

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোমল ব্যবহার

সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন সরদারে দু'জাহান রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কোমল অন্তরের অধিকারী। কারো কোন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ দেখলে তিনি সংবরণ করতে পারতেন না, সাথে সাথে কেঁদে ফেলতেন। হৃদয়বিদারক কোন ঘটনা শুনলে তিনি কাতর হয়ে পড়তেন।

১। عن عائشة قالت قال النبى ﷺ من اعطى حظه من الرفق اعطى حظه من خير الدنيا والاخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والاخرة

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে তার কোমলতার অংশ প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম অংশ প্রদান করা হয়েছে। যাকে তার কোমলতার অংশ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে।"– মিশকাত শরীফ

قال لعائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش ان الرفق لا يكون فى شيئ الا زانه ولا ينزع من شيئ الا شانه.

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা -কে বললেন, হে আয়েশা! তোমার উপর কোমলতা প্রদর্শন করাকে আবশ্যক করে নাও। কঠোরতা ও অশ্লীল বাক্য হতে সাবধান থাকো। যেই জিনিসেই কোমলতা প্রদর্শন করা হবে, সেই জিনিসই সুশোভিত হবে। পক্ষান্তরে যেই জিনিস হতে কোমলতা অপসৃত হয়েছে, তা ত্রুটিযুক্ত বা দূষণীয় হিসাবে আখ্যা পেয়েছে।– মিশকাত শরীফ

৩। عن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول الله ﷺ ان فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعد الله لمن الان الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس ينام

হযরত আবু মালিক আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে এমন কতিপয় কামরা রয়েছে যাদের বহির্দেশ হতে ভিতরদেশ এবং ভিতরদেশ হতে বহির্দেশ দেখা যায়। তা সেই সকল লোকের জন্য তৈরী করা হয়েছে **যারা নম্রভাবে কথা বলে, মানুষকে আহার প্রদান করে, নিয়মিত রোযা রাখে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তারা নামাযরত থাকে।"–** বায়হাকী ও মিশকাত শরীফ

৪। عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ الا اخبركم بمن يحروم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কার জন্য জাহান্নাম হারাম হবে এবং কে জাহান্নামের জন্য হারাম হবে? তিনি হলেন, সহজ নম্র ভাষার অধিকারী ব্যক্তি যেই নম্রতা সরলতার নিকটবর্তী।"– মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী শরীফ

৫। হযরত মাকহূল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **মু'মিনগণ হলো সহজ-সরল নম্র স্বভাবের মানুষ,** সেই অনুগত উটের মতো যেই উটকে হাঁকানো মাত্র চলতে থাকে এবং কোন শক্ত পাথরের উপর বসতে বললে বসে পড়ে।– তিরমিযী শরীফ

৬। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহুদী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে বললো, 'তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক'। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা উত্তরে বললেন, বরং তোমাদের উপরই মৃত্যু অবতীর্ণ হোক। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! মহান আল্লাহ্ সকল বিষয়ে কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি বললেন, তারা কি বলেছেন তা কি আপনি শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি এবং তদুত্তরে 'তোমাদের উপর' বলে উত্তর দিয়েছি।– মুসলিম শরীফ

৭। হযরত সাহল ইবনুল হানযালিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন, ক্ষুধায় উটটির পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এই বোবা প্রাণীগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। এদের সুস্থাবস্থায় এদের উপর সওয়ার হও এবং আহার দিয়ে সুস্থ রাখ।– আবু দাউদ শরীফ

৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক স্ত্রীলোককে শাস্তি দেয়া হয়েছে একটি বিড়ালের কারণে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রাখার কারণে তা অনাহারে মারা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। তুমি একে যখন বেঁধে রেখেছিলে তখন একে খাবার দাও নাই, পানিও দাও নাই এবং ছেড়েও দাও নাই যাতে তা জমিনের পোকা-মাকড় আহার করতে পারে।– বুখারী শরীফ

৯। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ্ তার মৃত্যু সহজ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। **দুর্বলের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন, পিতা-মাতার প্রতি সহানুভূতি এবং দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ।**– তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ

১০। হযরত আবু সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ তার খাদিমকে প্রহার করার সময় সে যদি আল্লাহ্কে স্মরণ করে তা হলে প্রহার করা হতে তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও।– তিরমিযী শরীফ

১১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে **ন্যায়পরায়ণ কোমল হৃদয় শাসক।** পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ব্যক্তি হবে **অত্যাচারী ও পাষণ্ড শাসক।**– বায়হাকী শরীফ

১২। হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তিন ধরনের মানুষ জান্নাতী।** ১) ন্যায়পরায়ণ শাসক যিনি দানশীল ও কল্যাণকর কাজের জন্য যাকে তওফিক দেয়া হয়েছে, ২) করুণাশীল ব্যক্তি যিনি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেন, ৩) যিনি অবৈধ কাজকর্ম হতে পুত-পবিত্র থাকেন এবং সন্তানাদির আধিক্য সত্ত্বেও মানুষের নিকট চাওয়া হতে বিরত থাকেন। আর **জাহান্নামের অধিবাসী হলো পাঁচ ধরনের মানুষ।** ১) সেই সকল দুর্বল শ্রেণীর মানুষ যাদের কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই, যারা তোমাদের অধীনে থাকে কাজ-কর্ম করে, বিনিময়ে খাবার-দাবার গ্রহণ করে কিন্তু হালাল খাচ্ছে না হারাম খাচ্ছে এর কোনই পরওয়া করে না। বিবাহ-শাদী ও হালাল উপার্জনের কোনই চিন্তা করে না, ফলে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। ২) এমন খিয়ানতকারী যার লোভ-লালসা গোপন থাকে না। খিয়ানতের জিনিসটি আড়ালে থাকলেও সে তা খুঁজে বের করে খিয়ানত করে। ৩) যেই ব্যক্তি তোমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে তোমার নিকট বিশ্বস্ততা দেখিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় তোমার সাথে ধোঁকাবাজি করে। ৪) কৃপণ লোক বা মিথ্যাবাদী, ৫) প্রকাশ্যে অসৌজন্যমূলক আচরণকারী।– মুসলিম শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথাবার্তা

কথাবার্তা মানুষের বিশ্বাস, চরিত্র ও মর্যাদাকে পুরোপুরিভাবে উন্মোচিত করে। কথাবার্তার বিষয় ও শব্দ চয়ন, বাক্যের গঠন, স্বরের উত্থান পতন, বলার ভঙ্গী ও বর্ণনার তেজস্বীতা এই সব কিছু বুঝিয়ে দেয় যে বক্তা কোন্ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

১। হযরত বুরাইদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের তুলনায় এতো সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষায় বাক্যালাপ করেন কিভাবে? অথচ আপনি তো আমাদের মাঝেই রয়েছেন, কোথাও ভ্রমণাদিও করেননি। তিনি বললেন, **হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে সেই ভাষা উত্তরমরূপে শিখিয়ে দিয়েছেন।**

২। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম তাইমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার তুলনায় অধিক সুন্দর বাক্যালাপকারী কাউকে দেখিনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আমার মাতৃভাষা কুরআন, যা পরিষ্কার আরবী ভাষায় নাজিল হয়েছে।**

৩। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি সমগ্র আরব ভ্রমণ করেছি এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষী লোকদের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু আপনার তুলনায় অধিক বিশুদ্ধভাষী কাউকেও পাইনি।

৪। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- **আমাকে রীতিনীতি শিখিয়েছেন স্বয়ং আমার প্রতিপালক।** আর আমি লালিত পালিত হয়েছি বনু সা'দ ইবনে বকরের লোকদের দ্বারা।

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুবক্তা, আমি কুরাঈশ বংশোদ্ভূত।** আমার ভাষা বনু সা'দ ইবনে বকরের ভাষা।

৬। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা (প্রয়োজন অনুযায়ী) তিন তিন বার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে শ্রোতারা তা উত্তমরূপে বুঝতে পারে।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শালীনতা বিরোধী বিশদ কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইঙ্গিতে বর্ণনা করতেন। কথা বলার সময় তিনি মুচকি হাসতেন এবং অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে কথা বলতেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আলোচনা করার সময় লাঠিতে এবং জিহাদের ময়দানে উপদেশ দানের সময় ধনুকে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। আলোচনার সময় কোন বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হলে সাধারণতঃ তিনি এই বলে কসম খেয়ে নিতেন– "সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ।"

হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **সর্বদা পরকাল ও পরকালের বিষয়াদির কথাবার্তা ও চিন্তায় থাকতেন।** কোন সময়ই তাঁর স্বস্তি ছিল না। ফলে তিনি অনাবশ্যক কথাবার্তা বলতেন না। দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার ও সারগর্ভ কথা বলতেন, যাতে শব্দ কম ও সারবত্তা বেশী থাকতো। তিনি সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী কথা বলতেন, যা অনাবশ্যক দীর্ঘ কিংবা দুর্বোধ্য ধরনের সংক্ষিপ্ত হতো না।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেযাজে কঠোরতা ছিল না। তিনি সম্বোধিত ব্যক্তির অবমাননা করতেন না। নিয়ামত সামান্য হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলার সময় ইশারা করলে পূর্ণ হাতে ইশারা করতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি মুবারক দ্বারা বাম হাতের তালু মুবারকে আঘাত করতেন। রাগের উদ্রেক হলে তিনি মুখ মুবারক ফিরিয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিতেন। আনন্দের সময় দৃষ্টি নত রাখতেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাসি মুবারক ছিল মুচকি হাসি। এতে যে সব দাঁত মুবারক দেখা যেত, সেগুলো মনে হতো যেন বৃষ্টির শিলা।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু পরিভাষা তৈরী করেছেন। বহু নতুন বাগধারা, উপমা ও উদাহরণ উদ্ভাবন করেছেন। বক্তৃতায় এক নতুন পদ্ধতি প্রচলন

করেছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে **'জাওয়ামিউল কালিম'** (যে সংক্ষিপ্ততম বাক্যগুলো ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে) **উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।** স্বল্পতম শব্দে ব্যাপকতম অর্থ বুঝানোতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুড়ি ছিল না বরং একে তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ দান বলে গণ্য করেছেন। নিম্নে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জাওয়ামিউল কালিম এর কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো–

১.	اِنَّمَا الاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ	নিয়ত অনুসারে কাজের বিচার হয়।
২.	اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ	মানুষ যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।
৩.	اَسْلِمْ تَسْلَمْ	মুসলিম হও শান্তিতে থাকতে পারবে।
৪.	لَيْسَ لِلْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ اِلاَّ مَانَوَا	যে কাজ করে সে কেবল আপন নিয়ত অনুযায়ীই তার ফল পায়।
৫.	لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ	দেখা ও শোনা এক কথা নয়।
৬.	تَرْكُ الشَّرِّ صَدَقَةٌ	খারাপ কাজ বর্জন করাও একটা ভালো কাজ।
৭.	كُلُّ ذِىْ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ	প্রত্যেক সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হয়।

হাদীস শরীফ ও সিরাত গ্রন্থাবলীতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্তিসমূহ মুক্তার মতো উজ্জ্বল। অল্প ক'টা শব্দ, শব্দগুলোর মধ্যে চমৎকার সমন্বয়, অর্থের গভীরতা ও হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টিকারী আন্তরিকতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ দু'একটা কথা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হলো–

আমি তোমাদেরকে সদা সর্বদা আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। সামষ্টিক ব্যবস্থার জন্য নেতার আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণের জোর আহ্বান জানাচ্ছি। চাই সেই নেতা কোন কালো ক্রীতদাসই হোক না কেন। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে,তারা অসংখ্য মতভেদে লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় তোমাদের কর্তব্য আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনদের পথ অবলম্বন করা। তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং দাঁতের মাড়ি দিয়ে চেপে ধরা। সাবধান, ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন নিয়ম চালু করা থেকে বিরত থেকো। কেননা প্রত্যেক নতুন নিয়ম বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।– মিশকাত শরীফ

হযরত আমর বিন আবাসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি এগুলোর খুব সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র জবাব দেন। এই ক্ষুদ্র সংলাপটি লক্ষ্য করুন–

- এ কাজে (ইসলামী দাওয়াতে) প্রথম আপনার সাথে কে কে ছিলেন?
- একজন স্বাধীন মানুষ (হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং একজন ক্রীতদাস (হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।
- ইসলাম কি?
- ভালো কথা বলা ও ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো।
- ঈমান কি?
- ধৈর্য ও দানশীলতা।
- কার ইসলাম সর্বোত্তম?
- যার জিহ্বা ও হাতের বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ মন্দ কাজ ও মন্দ কথা) থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে।
- কার ঈমান উৎকৃষ্ট?
- যার চরিত্র ভালো তার।
- কি ধরনের নামায উত্তম?
- যে নামাযে বিনয়ের সাথে দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো হয়।
- কি ধরনের হিযরত উত্তম?
- তোমার প্রতিপালকের অপছন্দনীয় জিনিসগুলোকে চিরতরে পরিত্যাগ করা।
- কোন জিহাদ উত্তম?
- সেই ব্যক্তির জিহাদ, যার ঘোড়াও রণাঙ্গনে মারা যায় এবং নিজেও শহীদ হয়।
- কোন সময়টা (ইবাদতের জন্য) সর্বোত্তম?
- রাতের শেষ প্রহর।– মিশকাত শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, প্রধানতঃ কোন্ জিনিস মানুষের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য করে তোলে? তিনি জবাব দিলেন, **'মুখ ও লজ্জাস্থান।'**– তিরমিযী শরীফ

মুখ দ্বারা বুঝানো হয়েছে কথা ও খাদ্য। আর লজ্জাস্থান দ্বারা বুঝানো হয়েছে অবৈধ যৌনাচার। অর্থাৎ **খারাপ কথা, হারাম জীবিকা ও যৌন বিপথগামিতা মানুষের আখিরাতের ধ্বংসকারী সবচেয়ে বড় উপকরণ।** অধিকাংশ জুলুম, নির্যাতন, দ্বন্দ্ব সংঘাতও এগুলো থেকেই জন্ম নেয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চিত্তাকর্ষক বাক রীতিতে সরলতার ভাব নিহিত ছিল, কৃত্রিমতা থেকে তিনি থাকতেন বহু দূরে। তিনি বলেন,

তোমাদের মধ্যে যারা কিয়ামতের দিন আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে থাকবে তারা হলো ঐ সবলোক **যারা অতিরঞ্জিত করে কথা বলে, বেশী কথা বলে** এবং **কথার মধ্যে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে।"**

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচালতাপূর্ণ ও অশ্লীল কথাবার্তা খুবই অপছন্দ করতেন। তাঁর মজলিস সব সময় হাস্যোজ্জল থাকতো এবং তাঁর চেহারাই ছিল সবচেয়ে বেশী হাসিময়, যদিও তিনি কঠিন দায়িত্ব ও বিপদ মুসিবতে প্রায় সর্বদাই ঘেরাও হয়ে থাকতেন।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী ঃ

৭। عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ .

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মুসলমানকে গালি দেয়া গুরুতর পাপ।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

৮। عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الرَّجُلُ يَسُبُّنِي ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ .

হযরত ইয়ায ইবনে হিমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়ে থাকে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা উভয়েই শয়তান, উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

৯। عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا ـ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْعَتَبَةِ " مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ .

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো অশ্লীলভাষী, অভিশাপকারী বা গালি বর্ষণকারী ছিলেন না। ক্রুদ্ধ হলে তিনি বলতেন, তার কি হলো? তার কপাল ধূলি ধূসরিত হোক।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আচার-আচরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সারা জীবন, উঠা-বসা, চলাফেরা, ইবাদত-মুয়ামেলাত, ইহকাল-পরকাল তথা সার্বক্ষণিক সময়ের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁকে অনুসরণ করার জন্য মানব জাতির অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। দু'টি শ্রেণির নিখুঁত বর্ণনার মাধ্যমে হিদায়াতের আলোক বর্তিকাস্বরূপ বিষয়টি মানব জাতির কাছে বিদ্যমান। প্রথম দলটি ছিল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এবং দ্বিতীয় দলটি ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুন্না। তাঁরা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা, কাজকর্ম ও নির্জনতার ব্যাপারাদি পর্যন্ত আদ্যোপান্ত অকপটে উম্মতের সামনে পেশ করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর জীবনের এই উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠটিও পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য জ্বাজল্যমান হয়ে রয়েছে।

দাম্পত্য জীবনের আচরণ ঃ

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূণ্যবতী স্ত্রীগণের দাম্পত্য অধিকার দেয়ার বেলায় পূর্ণ সমতা ও ন্যায়নীতির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন; কোন রকম পার্থক্য করতেন না। তবে ভালোবাসার ব্যাপারে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্! যা আমার ক্ষমতাধীন, তা আমি সমানভাবে ভাগ করেছি; কিন্তু যে বিষয়টি আমার ক্ষমতাধীন নয়, সে জন্য আমাকে তিরস্কৃত করবেন না।

তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল চমৎকার সামাজিকতা ও উত্তম আচরণের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর উরুতে হেলানও দিতেন এবং সে অবস্থায় কুরআন শরীফও তিলাওয়াত করতেন। মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঋতুবতী হতেন; কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে থাকতেন এবং রোযা রাখা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন। এগুলো ছিল স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সৌজন্যের ফল। সফরে যাওয়ার ইচ্ছা হলে তিনি স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। লটারিতে যাঁর নাম উঠতো, তাঁকেই সাথে নিতেন। এতে কারো কোনরূপ আপত্তি করার অবকাশ থাকতো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের সাথে এবং সাধারণভাবে সকলের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে সবার চেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করি।**

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন আসরের নামাযের পর পর্যায়ক্রমে সকল স্ত্রীর ঘরে যেতেন, তাঁদের কাছে বসতেন এবং তাঁদের খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করতেন। রাতে যেখানে পালা থাকতো, সেখানে অবস্থান করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালাক্রমে স্ত্রীদের সাথে রাত যাপনের নিয়মটি কড়াকড়িভাবে আদায় করতেন এবং আমাদের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিতেন না। এরূপ ঘটনা খুবই বিরল ছিল যে, তিনি সকল বিবির কাছে প্রতিদিন যাননি।

হযরত সাফিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বললেন, যদি আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিতে পারেন, তবে আমি আমার পালা আপনাকে দিয়ে দিব। তিনি বললেন, ঠিক আছে। সেমতে হযরত সাফিয়্যার পালার দিন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা, তুমি কেমন করে এলে? ফিরে যাও। আজ সাফিয়্যা'র পালা। তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ্‌র দয়া আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দান করেন। অতঃপর তিনি পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এতে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাফিয়্যার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের শুরু ও শেষ সকল অংশে স্ত্রীদের কাছে যেতেন। তিনি কখনো **গোসল করে এবং কখনো শুধু অযু করে ঘুমাতেন।**

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার বালিকাদেরকে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সাথে খেলাধুলা করার জন্য ডেকে আনতেন এবং বৈধ ব্যাপারে তিনিও তাঁদের সাথে যোগ দিতেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পানি পান করলে তিনি তাঁর হাত থেকে **গ্লাস নিয়ে গ্লাসের সেই অংশে ঠোঁট মুবারক লাগাতেন, যেখানে ঠোঁট লাগিয়ে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা পানি পান করেছেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হাড় থেকে গোশত চিবিয়ে খেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে হাড়টি নিয়ে তাঁর চিবানো জায়গা থেকে গোশত খেতেন।**

মাঝে মাঝে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ বিগত দিনের ঘটনা স্মরণ করে গল্প করতেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতেন এবং নিজেও গল্প শুনাতেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে এমনভাবে হাসতেন, কথা বলতেন এবং বসে থাকতেন যে, মনেই হতো না **তিনি একজন মহান পয়গম্বর।** কিন্তু যখন কোন ধর্মীয় বিষয় হতো অথবা নামাযের সময় হয়ে যেত, তখন মনে হতো যেন তিনি আগের মানুষটি নন।

খাবার ও পরিধান করার ব্যাপারে স্ত্রীদের জন্য কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। তাঁরা যা ইচ্ছা, খেতে ও পরিধান করতে পারতেন। তবে অভাবের কারণে উত্তম খাদ্য তাঁরা পেতেন না। **আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্যের**

অলঙ্কার পছন্দ করতেন না। সে যুগে হাতীর দাঁতের অলঙ্কারেরও প্রচলন ছিল। তিনি এ ধরনের অলঙ্কার পরিধান করাকে পছন্দ করতেন। স্ত্রীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন তিনি তা পছন্দ করতেন। তিনি তাঁদেরকে তিরস্কার করতেন না এবং তাঁদের সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলতেন না। তাঁদের কোন কথা মতের বিপরীতে হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রতি কিছুটা মনযোগ কমিয়ে দিতেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **খুব খুশি মনে পবিত্র হাসি দিতে দিতে ঘরে প্রবেশ করতেন।**

অমূল্য বাণী-

১। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে বিবাহ করলো সে ধর্মের অর্ধেক রক্ষা করলো। এখন অপর অর্ধাংশের জন্য তার সতর্ক হওয়া উচিত।"– মিশকাত শরীফ

২। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "একটি স্ত্রীলোককে তার চারটি গুণ দেখে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হয়– ধন-সম্পত্তি, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও ধর্ম। তুমি ধর্মশীলাকে লাভ করে কৃতকার্য হও।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৩। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমরা বিবাহ করো, আমি যেন কিয়ামতের দিন অধিক সংখ্যক উম্মত দ্বারা গৌরব করতে পারি।"– আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফ

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো– নিজকে পাপ হতে রক্ষা করা ও সন্তান লাভ করা।

৪। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করার পর যত বড় ওয়ালিমা করেছিলেন, তত বড় ওয়ালিমা তিনি তাঁর অন্য কোনো স্ত্রীর বেলায় করেননি।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৫। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করলেন এবং মানুষকে রুটি-গোশত দিয়ে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ালেন।"– বুখারী শরীফ

বিয়ের পর ছেলে পক্ষের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গরিব-মিসকিনদের তৌফিক অনুযায়ী আপ্যায়ন করাকে ওয়ালিমা বলে। বাংলায় ওয়ালিমাকে আমরা বৌভাত বলে থাকি।

হযরত সফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ওয়ালিমায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিকট খোরমা ইত্যাদি যা ছিল তা সংগ্রহ করে করেছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ওয়ালিমা হয়েছিল হযরত সা'আদ ইবনে ওবায়দার বাড়ি হতে আসা এক বাটি দুধ দিয়ে। আর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ওয়ালিমা করেছিলেন গমের রুটি, খোরমা ও কিছু হালুয়া দিয়ে।

বিবাহ শুক্রবার দিন সম্পন্ন হওয়া, বাদ জুমা মসজিদে হওয়া, অনেক লোকের জ্ঞাত অনুসারে হওয়া ও বিবাহের পর খোরমা বিতরণ করা সুন্নত।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যবাদিতা

হযরত রসূলে আকরাম, রউফুর রহিম, শাফিউল মুজনিবীন, সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি সাদিক ও মাকসুদ।'– জামে সগীর

সাদিক অর্থ সত্যবাদী আর মাকসুদ অর্থ যার সত্যবাদিতা সর্বসম্মত। সত্য আলো, মিথ্যা অন্ধকার। আলো ও অন্ধকার একত্রে সমাবেশ হয় না। নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক, মিথ্যার পরম শত্রু। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট বেলায় সকলের কাছে 'সাদিক' বলে সুপরিচিত হলেন। পরিণত সময় তিনি **'আল-আমিন'** তথা **'সত্যবাদী বিশ্বস্ত'** উপাধিতে ভূষিত হন।

কুরআনুল কারীমে 'আল-আমিন' ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ؕ

"নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত বার্তা বাহক (ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম) আনিত (আল্লাহ্পাকের) মহান বাণী। যিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির নিকট মর্যাদাবান। যিনি সকলের নিকট মাননীয় এবং আমিন (বিশ্বস্ত)।"– কুরআন (৮১ঃ১৯-২২)

এই আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারী ও তাফসীরে নূরুল কুরআনের আলোচনার সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হলো–

আয়াতেকারীমায় 'রাসূল' দ্বারা এক বর্ণনায় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম-কে বুঝানো হয়েছে। আর এগুণাবলী তাঁরই শানে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনায় 'রাসূল' দ্বারা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বুঝানো হয়েছে। আর সকল গুণাবলীও তাঁরই শানে উল্লেখ হয়েছে। যেমন– এটি (আল-কুরআন) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বরচিত বক্তব্য নয়, বরং মহান আল্লাহ্রই বাণী। রাসূল হিসেবে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। তিনি হলেন সামর্থশালী। যেমন– তিনি মানুষকে আল্লাহ্র প্রতি আকৃষ্টকরণে ক্ষমতাশালী। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম সাড়ে নয়শত বছর ধরে দ্বীন প্রচার করেন তাতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই দ্বীন কবুল করেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাত্র তেইশ বছর দ্বীন

প্রচারে লক্ষ লক্ষ লোক দ্বীন কবুল করেন। তিনি মি'রাজ শরীফে সমস্ত আকাশ অতিক্রম করে এমন এক স্থানে পৌঁছে যান যেখানে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম যেতে সক্ষম হননি। এরপর তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র দিদার লাভে ধন্য হয়েছেন। এ সকল নিয়ামত ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেছেন প্রিয় নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আরশের অধিপতির নিকট তিনি সম্মানিত, মান-মর্যাদা ও সম্মানের পাত্র। পৃথিবীবাসী তাঁর আনুগত্য করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'আমিন-বিশ্বাসভাজন'। তিনি ওহীর আমানতদার তথা মহান রবের সকল আমানতের আমানতদার। আল্লাহ্ বন্ধুর পরিচয় দিলেন 'আমিন'। আরবের লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'আল-আমিন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলতঃ তিনি হলেন গোটা সৃষ্টি জগতে 'আল-আমিন-বিশ্বস্ত'।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষানুসারে সত্যবাদী কারা? এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'য়ালা কালামেপাকে বলেন–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى
الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফিরিশতাদের উপর, এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আল্লাহ্‌র মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, নামায কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-কষ্টে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্য পরায়ণ (সাদিক) এবং তারাই মুত্তাকী।"– কুরআন (২ঃ১৭৭)

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে একটি মিথ্যা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। এটা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সর্বসম্মত। ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন আরব জাহান হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সত্যবাদী বলে এজন্য গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর চরিত্রে সত্যবাদিতার সকল গুণের সমাহার হয়েছিল। তাঁর সত্যবাদিতার খ্যাতি ছিল সর্বজন বিদিত।

শৈশবকালেই তিনি 'আল-আমিন' বা সত্যবাদী উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সত্যবাদিতার খ্যাতি যখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন সবাই তাঁকে অন্তর থেকে স্নেহ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করতে শিখে। তাঁর সত্যবাদিতাই তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল চরম সার্থকতা। তিনি জানতেন মিথ্যাই সকল অনর্থের মূল। ঝগড়া-বিবাদ, হানা-হানি, খুনো-খুনি সব মিথ্যা হতেই শুরু হয়। এ মিথ্যাকে ধ্বংস করতে না পারলে, মিথ্যার মূলোৎপাটন করতে না পারলে সবল ও সুন্দর সমাজ গঠন করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি ও ভয় শেখানোও সম্ভব নয়। তাই ঘোষণা করলেন, 'মিথ্যা বলা মহাপাপ।'

'মিথ্যা বাক্য হতে সতর্ক হও। কারণ তা ঈমানকে কলুষিত করে।'– সগির

একটি মিথ্যাকে হাজারো মিথ্যা দিয়েও ঢাকা যায় না। মিথ্যা প্রকাশিত হবেই হবে। প্রকাশিত হলে মিথ্যার মাশুল তাকে দিতেই হবে। মিথ্যাবাদী লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ঘৃণিত হয় কিন্তু সত্যবাদী প্রশংসনীয়, সম্মানী ও আদরণীয় হয়। সত্য কথা যদিও অনেক সময় অপ্রিয় হয় তবুও নিন্দনীয় হয় না।

সত্যের বাণী প্রচার করতে, সত্যের পথ দেখাতে ও সত্যকে অবলম্বন করতেই এসেছিলেন সত্যের বাহক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মিথ্যা ছাড়া যারা সত্য জানতো না, মিথ্যাই ছিল যাদের সম্বল সেই মিথ্যার মূলোৎপাটন করে তিনি যুগ যুগের জন্য অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর বিধান যদি মানুষ মেনে চলতো তাহলে তারা এ পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারতো। ভয়-ভীতি ও নিন্দার ভয় তিনি করেননি। সত্য প্রচারে লোভ-লালসাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একবার কাফিরদের সরদার ওৎবা অলিদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলে, "হে মুহাম্মাদ! কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তুমি আমাদের জাতীয় ধর্মের বিনাশ করছো? যদি রাজৈশ্বর্যের লোভ থাকে তবে বলো তোমাকে আমরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিশ্বর করছি। আর যদি ধন-রত্নের অভিলাসী হও তবে সমগ্র রাজ্যের কোষাগার তোমার হাতে অর্পণ করছি।'

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন– "যদি আমার দক্ষিণ হস্তে চন্দ্র আর বাম হস্তে সূর্য এনে দাও, তবুও আমার সঙ্কল্প হতে বিচ্যুত হবো না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মক্কাবাসী কর্তৃক আল-আমিন তথা সত্যবাদী-বিশ্বস্ত বলে সাক্ষ্য দান ঃ

একদিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশক্রমে আত্মীয়-স্বজনকে সাফা পাহাড়ের নিকট সমবেত করেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'হে কুরাঈশগণ! আমি যদি তোমাদেরকে বলি পর্বতের অন্যদিকে এক প্রবল শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করার জন্য প্রতীক্ষা করছে, তোমরা কি সত্য বলে বিশ্বাস করবে?' জবাবে সকলেই সমস্বরে বললো- 'নিশ্চয়, বিশ্বাস না করার কোনই কারণ নেই। আমরা কখনোই তোমাকে মিথ্যার সংস্পর্শে থাকতে

দেখিনি।' তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন– 'আমি আল্লাহ্‌র রসূল, তোমরা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করো।' এটা শুনে আবু লাহাব বলে উঠলো- 'সর্বনাশ হোক (তোমার), এজন্য কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে?' তাতে সকলে সরোষে সভা ত্যাগ করে চলে যায়।

একদিন কুরাঈশগণ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের দলপতি ছিল নজর বিন হারিস। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে কথা উঠলে সকলেই তা সমর্থন করলো, কিন্তু পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ কেউই সমর্থন করতে পারলো না।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরম শত্রু মহাবীর আবু সুফিয়ান রোম সম্রাটের দরবারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। এতে সম্রাট জিজ্ঞাসা করলো– 'এই লোকটি কি কখনো মিথ্যা কথা বলেছে?' অথবা কেউ অন্যায়পূর্বকও তাঁর প্রতি কি মিথ্যা বলার দোষারোপ করেছে?' জবাবে আবু সুফিয়ান বললো– 'না, একটি মিথ্যা কথাও সে আজ পর্যন্ত বলেনি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনি।' তখন রোম সম্রাট জবাবে বললেন- 'তাহলে তিনি সত্যবাদী নবী।'

এরকম অসংখ্য প্রমাণ পেশ করা যাবে যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেননি। এজন্যই কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– "তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেনি, কিন্তু অন্যায়ভাবে তারা আল্লাহ্‌র বাণী অস্বীকার করে।"– কুরআন (৬ঃ৩৩)

কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩৫ বছর বয়সে উপনীত। কা'বা শরীফ সংস্কারে হাজরে আসওয়াদ নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন নিয়ে কঠিন দ্বন্দ্ব, এমনকি যুদ্ধের উপক্রম হয়। এ অবস্থায় সম্মানী ও জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া, মতান্তরে অলীদ বললো– তোমরা রক্তপাত ঘটাবে না। আগামীকাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি হেরেম শরীফে প্রবেশ করবে তাকেই নেতা মেনে তার মিমাংসা সকলে মেনে নিব। পরদিন সর্বপ্রথম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরেম শরীফে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে সকলে বলে উঠলো–

هٰذَا الْاَمِيْنُ رَضِيْنَا هٰذَا مُحَمَّدٌ -

"এতো আমাদের আল-আমিন, আমরা তাকেই শালিশ মেনে নিতে রাজি হলাম। তিনি তো 'মুহাম্মাদ'। তখন সকলেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিমাংসা মেনে নিল। এভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরাঈশদের দ্বারা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, আল-আমিন তথা বিশ্বাসী-বিশ্বস্তরূপে স্বীকার করিয়ে নিলেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমূল্য বাণী-

১। কোনো ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলো– মানুষের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? জবাবে তিনি বললেন- প্রত্যেকেই যার হৃদয় পবিত্র ও রসনা সত্যবাদী।

২। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যখনই কোন লোক মিথ্যা কথা বলে ফিরিশতা তার নিকট হতে মিথ্যার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে সরে যায়।

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন– **আমি কি তোমাদেরকে মহাপাপের ভিতর শ্রেষ্ঠতম পাপগুলোর কথা জানাবো না? আল্লাহ্র সাথে শির্ক, মাতা-পিতার অবাধ্যতা এবং মিথ্যা কথা বলা হতে সতর্ক হও।**

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন– তোমরা সত্য কথা বলবে, কেননা তা ন্যায়নিষ্ঠার দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায়নিষ্ঠা জান্নাতে নিয়ে যায়। কোনো লোক সত্য কথা বলতে বলতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার নাম আল্লাহ্র নিকট পরম সত্যবাদী বলে লিপিবদ্ধ হয়। মিথ্যার প্রতি সতর্ক হও, কেননা মিথ্যা পাপের দিকে আকর্ষণ করে এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। কোনো লোক মিথ্যা বলতে বলতে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার নাম শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী বলে আল্লাহ্র নিকট লিপিবদ্ধ হয়।

৫। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **যে কথা বলার সময় লোকের হাস্য উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে, তার জন্য বড়ই দুঃখ।**

৬। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মু'মিনের সম্পর্কে দুটি দোষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, যথা– বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতা ছাড়া অন্যান্য সর্বপ্রকার দোষ মু'মিনের থাকতে পারে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্যবাদিতার দৃঢ়তা ঃ

ওহুদ ও হুনাইনের যুদ্ধে যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগণিত শত্রুসেনা কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং অসংখ্য তীর তাঁর হত্যার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত এবং যখন জীবন রক্ষার উপায়ান্তর নেই, তিনি তখনই জীবনের সেই ঘোর সঙ্কটের সময় তাঁর ব্রতের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিলেন 'আমি আল্লাহ্র রসূল, এর মধ্যে মিথ্যা নেই।' অর্থাৎ রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই পরাজিত বা নিহত হবেন না। তাঁর কথার সত্যতা সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হলো। শত্রুসেনার দুর্বল স্থলে মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণের তীব্রতায় শত্রুদল সন্ত্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লজ্জাশীলতা

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে লজ্জাশীলতা প্রতিভাত হতো। পাপ-পঙ্কিলতা, নির্লজ্জ ও বেহায়াপনা আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমাজে সলজ্জ ও শালীন জীবন যাপন করে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য লজ্জাশীলতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

লজ্জাশীলতার এই মহৎ গুণটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে শিশুকাল থেকেই প্রকাশিত হয়। তখনও তিনি শিশু ছিলেন, কৈশোরে পদার্পন করেননি। সমাজের আর দশজন শিশুর মত বস্ত্র ছাড়া থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তখনো তিনি বস্ত্র ছাড়া থাকতেন বা বস্ত্র ছাড়া চলাফেরা করতেন এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে একবার কাপড় খোলার ইচ্ছা করতেই অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লজ্জাশীলতা ঃ

১। লজ্জাশীলতা প্রসঙ্গে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الحياء شعبة من الايمان لا ايمان لمن لاحياء له

"লজ্জা হলো ঈমানের একটি অঙ্গ। আর যার লজ্জা-শরম নাই তার ঈমান নাই।"– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

২। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

الحياء من الايمان والايمان فى الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار

"লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ আর ঈমান মানুষকে জান্নাতে দাখিল করে। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা জুলুমের অঙ্গ। আর জুলুমের স্থান জাহান্নাম।"– তিরমিযী শরীফ

৩। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "লজ্জার পুরস্কার শুধুই কল্যাণ।"– বুখারী শরীফ

৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

لما بنيت الكعبة ذهب النبى ﷺ وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبى ﷺ اجعل ازارك على رقبتيك فخر النبى ﷺ الى الارض فطمحت عيناه الى السماء فقال ازارى ازارى فشده عليه ·

"তখন পবিত্র কা'বা ঘরের সংস্কার কাজ চলছিল। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর চাচা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, তুমি তোমার তহবন্দ খুলে কাঁধের উপর রাখ, এতে তোমার কাঁধের উপর দাগ পড়বে না। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় খোলার জন্য হাত বাড়াতেই অকস্মাৎ অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরে জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বলে

উঠেন, আমার তহবন্দ, আমার তহবন্দ। অতঃপর আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তৎক্ষণাৎ তা বেঁধে দিলেন।"– বুখারী শরীফ

৫। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كان رسول الله ﷺ اشد حياء من عزراء فى حدرها فاذا كان كره شيئا عرفناه فى وجهه

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্দানশীল কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন আমরা সেটা তাঁর চেহারা মুবারক দেখেই বুঝে ফেলতাম।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৬। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

ما رأيت فرج النبى ﷺ او ما نظرت الى فرج النبى ﷺ قط

"আমি কখনো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি অথবা আমি তাঁর লজ্জাস্থান দেখিনি।"– মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৭। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীল কথা বলতেন না বা লজ্জাহীন ছিলেন না এবং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ভাল যে চরিত্রে ভাল।"– বুখারী শরীফ

৮। عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ "الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ (وَبِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ)شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ .

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে, এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং সর্বনিম্নটি হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ বিশেষ।"– আল-আদাবুল মুফরাদ

স্মরণীয় ঃ

লজ্জাহীন মানুষ পশুর সমান। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, লজ্জাহীন ব্যক্তির কাছে সমান। চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী, ভণ্ডামী কোন কিছুই করতে তার দ্বিধা আসে না। ফাঁকিবাজী, প্রতারণা, জুলুম, অত্যাচার, অবিচার, ব্যাভিচার লজ্জাহীন ব্যক্তিদের কাজ। এরা সমাজের কীট।

লজ্জাশীল ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনে যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা বয়ে আনে, তেমনিভাবে অপরের জীবনেও বয়ে আনে বিশ্বাস, প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা ও আনন্দ ইত্যাদি। মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। অশ্লীল আচরণকে তাঁরা ঘৃণাবোধ করতেন। লজ্জা ছিল তাঁদের ভূষণ। লজ্জাই ছিল

আচরণ। লজ্জাই ছিল তাঁদের সম্পদ। অলি, আবদাল, গাউস, কুতুব, ফকির, নবী ও পয়গম্বরগণ– যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত প্রাপ্ত, জ্ঞানে বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করেছিলেন তাঁদের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তাঁদের লজ্জায়।

সৎ চরিত্রের যতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে লজ্জা অন্যতম। চরিত্রবান ব্যক্তিরাই দেশ ও জাতির মেরুদন্ড। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরিত্রবান হয়েই এই ধরায় আগমন করেছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রবান মহাপুরুষরূপেই খ্যাতি লাভ করে আমাদের অন্তরায় হয়েছেন। সারা জগতের মানুষ যেমন এ সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ তা'য়ালাও সেই সাক্ষ্যই প্রদান করে বলেছেন– "নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"– কুরআন (৬৮ঃ৪)

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

পরনিন্দা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত-পবিত্র চরিত্রে, পুণ্যময় স্বভাবে পরনিন্দার প্রাদুর্ভাব অচিন্তনীয়। আজীবন তিনি পরনিন্দার নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। কারোও অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। অপরের দোষ চর্চা করা একটি মন্দ স্বভাব। তা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ।

১। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো, পরচর্চা কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল উত্তম জানেন। তিনি বললেন, তোমাদের কোন ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তার অপছন্দনীয় কিছু বলার নামই পরচর্চা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি বাস্তবেও ঐ দোষটি তার মধ্যে থেকে থাকে, তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবুও। আর তার মধ্যে যদি বাস্তবে দোষটি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।– আবু দাউদ শরীফ

২। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মি'রাজ রজনীতে পরিভ্রমণের সময় আমি এক স্থানে একদল লোককে দেখলাম। তাদের হাতের নখগুলো ছিল তাম্রনির্মিত। ঐ নখগুলো দ্বারা তারা স্বীয় মুখমন্ডল ও দেহের গোশতগুলো টেনে টেনে ছিড়ছিল। আমি জিব্রাঈল-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ঐ সকল লোক যারা পৃথিবীতে তাদের মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতো, মানুষের অনুপস্থিতিতে তাদের দোষ বর্ণনা করে তাদের সম্মানহানী করতো।– আবু দাউদ শরীফ

৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার সতীন হযরত সাফিয়া সম্পর্কে বলছিলাম– সেতো 'এইরকম' অর্থাৎ

বেঁটে। এই উক্তি শ্রবণ করা মাত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমিতো গীবত করলে। **তোমার এ কথা যদি সাগরের পানিতে মিশ্রিত করা হয়, তবে সাগরের পানিও তিক্ত হয়ে যাবে।**– আবু দাউদ শরীফ

৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বললেন, **গীবত ব্যভিচার অপেক্ষাও ঘৃণ্য।** উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ব্যভিচার অপেক্ষা গীবত গুরুতর কিভাবে? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন। পক্ষান্তরে পরচর্চাকারী তওবা করলেও আল্লাহ্ মার্জনা করে দেন না যতক্ষণ না যার দোষ চর্চা করা হয়েছে সে মার্জনা করে দেয়।– তাফসীরে মাজহারী

৫। হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, পরচর্চাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"– বুখারী শরীফ

৬। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুধারণা পরিত্যাগ করে চলবে। কেননা কুধারণা অতিরঞ্জন। কারো দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত হইওনা। একে অপরকে ঘৃণা করো না। পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না। একে অপরের প্রতি বিমুখ হইও না। সকলেই আল্লাহ্র বান্দা, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর আর একজন প্রস্তাব দিবে না। তার প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে, আবার প্রত্যাখাতও হতে পারে।– আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ

৭। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে কপটাচারিগণ! যারা শুধু মুখে ঈমানের কথা উচ্চারণ করেছো, এখনো যাদের অন্তঃকরণে ঈমান প্রবিষ্ট হয়নি তারা উত্তমরূপে শুনে রাখো, মুসালমানদের গীবত করো না। তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধানে লিপ্ত হইও না। **যে ব্যক্তি অপরের গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইবে, আল্লাহ্ তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিবেন, অতঃপর তাকে লাঞ্ছিত করবেন।**– আবু দাউদ, তিরমিযী শরীফ

স্মরণীয় ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ، اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ،

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাকো। অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে

অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ একথা পছন্দ করবে যে, আপন মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে? এটা তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে না।"– কুরআন (৪৯ঃ১২)

আয়াত শরীফের শেষাংশের উদাহরণটি লক্ষণীয়– এখানে আল্লাহ্ তা'য়ালা তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যথা- মৃতের গোশত, মানুষের গোশত, সহোদর ভাইয়ের গোশত, এ তিনটিই হারাম। সুতরাং আল্লাহ্ তা'য়ালা এর মাধ্যমে পরনিন্দাকে কঠিন পাপ বলে ঘোষণা করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরনিন্দা বা অপরের দোষ অন্বেষণ সম্পর্কে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দানশীলতা

আল্লাহ্ তা'য়ালা দানশীলদেরকে ভালোবাসেন, আর কৃপণদেরকে পছন্দ করেন না। দানশীলদের হৃদয় হয় অত্যন্ত কোমল। অপরদিকে কৃপণদের হৃদয় হয় পাষাণ। সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধিক দানশীল ও দাতা ছিলেন। বদান্যতা ছিল তাঁর স্বভাবগত আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ। দানশীলতা ছিল তাঁর উন্নত চরিত্রের একটি বিশেষ নিদর্শন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোনও তুলনা চলে না। কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তাই সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁর দানকে বসন্তের মৃদু সমীরণের সাথে তুলনা করতঃ তা হতেও অধিক বলে উল্লেখ করেছেন।

০১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ اجود الناس وكان اجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة.

"ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমযানে তিনি আরও বেশী দানশীল হতেন যখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমযানের প্রতি রাতেই জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাইতেন। নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবহমান বাতাস হতেও অধিক দানশীল।"– বুখারী শরীফ

বিয়ের পর হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর অঢেল সম্পদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদতলে সমর্পণ করেন আর তিনি অকাতরে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দু'হাতে তা বিলিয়ে দেন। অতঃপর প্রথম অহী লাভের পর হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরেন তখন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর কিছু উত্তম গুণের কথা উল্লেখ করতঃ তাঁকে সান্ত্বনা দেন।

০২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ·

"আল্লাহ্‌র কসম! কখনো নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।"– বুখারী শরীফ

০৩। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো কাউকে 'না' বলে ফেরত দেননি। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে,

عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ما سئل النبى ﷺ عن شيئ قط فقال لا.

"ইবনুল মুনকাদির (রঃ) বলেন, আমি জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কিছু চাওয়া হলে কখনো তিনি 'না' বলেননি।"– বুখারী শরীফ

০৪। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বাধিক দাতা কে তা বলবো? আল্লাহ্‌ই সর্বাধিক দাতা আর আমি আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক দাতা। আমার পর সর্বাধিক দাতা সেই ব্যক্তি যে **'ইলম শিক্ষা করে এবং স্বীয় ইলমের প্রচার-প্রসার করে। কিয়ামতের দিন সে একাই একটি উম্মত হিসাবে উঠবে।** আর সেই ব্যক্তি, **যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়েছে।**– মাজমাউয্ যাওয়াইদ

০৫। عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجْوَدَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَشْجَعَ وَلَا أَرْضَى مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা অধিক দানশীল ও দাতা, অধিক সাহসী, বড় বীর, অধিক ধৈর্যশীল ও পরিতুষ্ট কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি।– আখলাকুন্ নবী

০৬। عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُسْئَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ ـ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখনই কোনো কিছু চাওয়া হতো, তিনি তা প্রদান করতেন, নিষেধ করতেন না।– আখলাকুন্ নবী

০৭। عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِيَابٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْعُوْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَهُوَ اَكْثَرُ مَالٍ اُتِيَ بِهِ قَطُّ، فَوَضَعَ عَلٰى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا يَقْسِمُهَا فَمَا رَدَّ سَائِلاً حَتّٰى فَرَغَ مِنْهُ۔

হযরত হারুন ইবনে রিয়াব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সত্তর হাজার দিরহাম এলো। ইতিপূর্বে এতো বেশি অর্থ আর কখনো তাঁর কাছে আসেনি। তিনি তা চাটাইয়ের উপর রেখে বণ্টন করা শুরু করলেন। কোনো প্রার্থনাকারীকেই তিনি (শূন্য হাতে) ফিরিয়ে দেননি। (এমনভাবে) সম্পূর্ণ অর্থই তিনি বণ্টন করে দেন।– আখলাকুন্ নবী

০৮। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক (অভাবী) লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে (আর্থিক সাহায্য) প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, আমার নিকট এ মুহূর্তে কিছু নেই। তুমি আমার নামে কিনে নাও। আমার কাছে যখন কিছু আসবে তখন তা আমি পরিশোধ করে দেবো। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, (এ কথা শুনে) আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ্ আপনাকে সাধ্যের অতীত কোনো কাজ করার নির্দেশ দেননি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর একথা পছন্দ করলেন না।– আখলাকুন্ নবী

তখন একজন আনসার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন–

يا رسول الله ولاتخف من ذى العرش اقلالا

"ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি খরচ করতে থাকুন এবং আরশের মালিক সম্পর্কে কম প্রদানের ভয় করবেন না।" এ কথা শুনে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। আনসার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কথায় তাঁর চেহারা মুবারকে সন্তুষ্টির চিহ্ন ফুটে উঠলো। অতঃপর তিনি বললেন– بهذا امرت "আমাকে তো এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"– তিরমিযী শরীফ

০৯। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كان النبى ﷺ لا يدخر شيئا لغد .

"রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি আগামী কালকের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে রাখতেন না।"– তিরমিযী শরীফ

১০। কেউ আগ্রহভরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন উপঢৌকন দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। তবে তার অনেক বেশী প্রতিদান তিনি উপঢৌকন দাতাকে দান করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن عائشة إن النبى ﷺ كان يقبل الهدية ويثيب عليها ·

"হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং এর প্রতিদান দিতেন।"– তিরমিযী শরীফ

১১। হযরত আবু যার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন আমি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মদীনার কঙ্করময় প্রান্তরে হাঁটছিলাম। এরমধ্যে ওহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়লো। তিনি বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, লাব্বায়ক ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন–

مايسرنى ان عندى مثل أحد هذا ذهبا تمضى على ثالثة وعندى منه دينار الا شيئا ارصده لدين الا ان اقول به فى عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ·

"আমার নিকট এই ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ হোক আর ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্য ছাড়া তা হতে একটি দিনারও আমার নিকট জমা থাকুক এবং এই অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দিত করবে না; বরং আমি তা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এভাবে ডান দিকে, বাম দিকে ও পিছনের দিকে বিতরণ করে দিব।"– বুখারী শরীফ

১২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার আসরের নামায শেষে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত ঘরে চলে গেলেন এবং একটু পরই ফিরে আসলেন। লোকজন বিস্মিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, নামাযে আমার খেয়াল হলো যে, **কিছু স্বর্ণ আমার ঘরে রয়ে গেছে। তা ঘরে থাকতেই যেন রাত চলে না আসে এজন্য ঘরে গিয়ে স্বর্ণগুলো দান করার কথা বলে আসলাম।"**– বুখারী শরীফ

১৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته ·

"আমি মু'মিনদের কাছে তাদের নিজ প্রাণ হতেও শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই মু'মিনদের মধ্যে যে ইন্তিকাল করবে, **সে ঋণ রেখে গেলে তা পরিশোধ করা আমার যিম্বায়।** আর সে যে সম্পদ রেখে যাবে তা তার ওয়ারিশদের জন্য।"– বুখারী শরীফ

স্মরণীয় ঃ

দাতার হৃদয় হয় কোমল, অন্তর হয় স্বচ্ছ ও সুন্দর, প্রাণভরা হয় মায়া, মমতা ও সহানুভূতিশীল। পরের দুঃখে এদের হৃদয় গলে, চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরে, নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে তারা চায় অন্যের মুখে হাসি ফুটাতে।

সরকারে দু'আলম সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই। নিজের খাবার অন্যকে দিয়ে পেটে পাথর বেঁধে কাটিয়েছেন। পবর্তসম স্বর্ণের প্রতিশ্রুতি পেয়েও উপেক্ষা করেছেন এবং সত্যের বাণী সারা বিশ্বে দিয়ে জগৎকে আলোকিত করেছেন। অন্তরায় হওয়ার পূর্বে তিনি এক দিরহামও অবশিষ্ট রেখে যাননি। **সারা জীবন ধরে তিনি জ্ঞানদান, শিক্ষাদান, উপদেশ দান ও ধন দান করে অমর হয়ে আছেন।**

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহমানদারী-অতিথি পরায়নতা

ইসলামী বিধানে মেহমানদারী-অতিথি আপ্যায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারে দু'আলম সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অসাধারণ অতিথিপরায়ণ। তাঁর মেহমানদারীর উদাহরণ ছিল বিরল। তিনি মেহমানদারী করতে গিয়ে কখনো কোন ধর্ম ও বর্ণের সংকীর্ণতার জালে আবদ্ধ থাকতেন না। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষই তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেন। মুশরিক, ইহুদী, নাসারা, আরব-অনারব সকলেই তাঁর মেহমান হতো। তিনি কোন প্রকার ধর্ম-বর্ণ ভেদাভেদ না করে সকলের মেহমানদারী করতেন।

০১। মক্কার মরু অঞ্চলে মেহমানদারী ও অতিথি সেবায় তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ। ওহী প্রাপ্তির প্রথম প্রহরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নানাভাবে অসহায়বোধ করছিলেন তখন হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সান্ত্বনা বাণীর মধ্যে বলেছিলেন– "হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ্ তা'য়ালার অনুগ্রহ হতে আপনি কখনো বঞ্চিত হবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের হক আদায় করে থাকেন। আপনি পাওনাদারদের প্রাপ্য যথাযথ পরিশোধ করেন। দরিদ্র-অসহায়দের সর্বদা সাহায্য করেন। আপনি মেহমানদেরকে উদারভাবে আপ্যায়ন ও সেবা-যত্ন করে থাকেন।"– বুখারী শরীফ

০২। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মেহমান আগমন করলে তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তিনি 'মারহাবা' শব্দ ব্যবহার করতেন।–যাদুল মা'আদ

০৩। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি যখনই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হতাম তিনি আমাকে

অভ্যর্থনা জানাতেন। আমাকে গ্রহণ করার সময় সর্বদা আমি তাঁর মুখে হাসি বিচ্ছুরিত হতে দেখতাম।

০৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মেহমানের আগমন বার্তা পেলে দরজার বাইরে অগ্রসর হয়ে মেহমানকে অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানাতে স্বয়ং নিজে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার তাঁর দুধমাতা হযরত হালিমাতুস্ সাদিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তাঁর নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখামাত্র রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **নিজ আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে স্বীয় চাদর বিছিয়ে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন**। কিছুক্ষণ পর হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর স্বামী উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর কম্বলের একটি প্রান্ত বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। সর্বশেষে তাঁর **দুধভাই আসলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে তাঁর নিজ আসনে বসতে বললেন।**

০৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাগ্রে মেহমানকে সালাম এবং মুসাফাহা করতেন। কেউ তাঁকে আগে কুশলবার্তা জানাতে কিংবা সালাম করার সুযোগ পেত না।– তিরমিযী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমনকারীদের মধ্যে কোন শিশু থাকলে তিনি তাদেরকে স্নেহের চুম্বন করতেন। তাদের হাতে বিভিন্ন উপহার তুলে দিতেন।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর শৈশবের কথা বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে মেহমান হলাম। তখন তাঁর ঘরে আরো কিছু শিশু ছিল। তিনি সকল শিশুকে চুম্বন করলেন এবং আমাকেও।

০৬। আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতিম তাঈ এর পুত্র 'আদী একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহমান হলে তাঁকে দেখে তিনি নিজ আসন ছেড়ে 'আদী ইবনে হাতিম-কে বসালেন এবং রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং মাটিতে বসে গেলেন। এ উদারতা ও অকৃত্রিম আতিথিয়েতা দেখে 'আদী ইবনে হাতিম বলে উঠলেন–

اشهد انك لا تبغى علوا فى الارض ولا فسادا

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতে পছন্দ করেন না।"

০৭। একবার আবিসিনিয়ার সম্রাটের কয়েকজন দূত হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো। তিনি এ দূতদেরকে নিজস্ব মেহমান হিসাবে সম্মান করলেন। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মেহমানদের সেবা-যত্নের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করার অনুরোধ করলেন। জবাবে তিনি বললেন– তারা এক সময় আবিসিনিয়ার আশ্রয় গ্রহণকারী আমার বিপন্ন সাহাবীদের

সেবা-যত্ন করেছিলেন। সুতরাং আমাকে তাদের মেহমানদারী ও আদর-আপ্যায়নের কর্তব্য পালন করতে হবে।

০৮। বনু তামীম গোত্রের একটি দল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহমান হলেন। তিনি তাদের আগমনে আনন্দিত হয়ে বললেন, "বনু তামীমের অতিথিদের প্রতি শুভেচ্ছা স্বাগতম।" তারা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে উত্তরে বললো, "শুভেচ্ছা তো দিলেন, এখন কিছু ধন-সম্পদ দান করুন।" তাদের এরূপ অপত্যাশিত ও অভদ্রোচিত আচরণে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে খুব ব্যথা পেলেন, কিন্তু মেহমানের সম্মানার্থে মুখে কিছুই বললেন না।– বুখারী শরীফ

মেহমানদের যত্ন নেয়া ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কোন মেহমান আসলে তিনি স্বয়ং মেহমানের সমাদর ও সেবা-যত্ন করতেন। অনেক সময় মেহমানদারী করতে গিয়ে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে অনাহারে থাকতে হতো। তারপরও তিনি কখনো মেহমানের আগমনে বিরক্ত হতেন না।– মুসনাদে আহমাদ

কখনো কখনো এমনও হতো যে, অধিক মেহমানের আগমনের ফলে তাদের সকলের আপ্যায়ন এবং থাকার জায়গার সংকুলান হতো না। এমতাবস্থায় তিনি মেহমানদেরকে সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মাঝে বন্টন করে দিতেন। তিনি রাতে নিদ্রা হতে জেগে মেহমানদের খোঁজ-খবর নিতেন।

মক্কা শরীফ বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হতে দলে দলে লোক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হতে লাগলো। তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় মেহমানও আসতো অনেক। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ সকল মেহমানের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন। উপরন্তু মেহমানদের সেবা-যত্ন ও খিদমতের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য তিনি সাহাবী হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বিশেষভাবে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।– শিবলী, সীরাতুন্নবী

০৯। আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রায় সার্বক্ষণিক মেহমান। তাঁর ঘরে একটি বড় ও ভারী খাবারের পাত্র ছিল, তা নাড়াচাড়া করতে চারজন লোকের প্রয়োজন হতো। দ্বিপ্রহরের সময় পাত্রটিতে খাবার ভর্তি করে সুফ্ফায় নিয়ে যেতে হতো। সুফ্ফার মেহমানগণ পাত্রের চতুর্দিকে ঘিরে বসতেন এবং খাবার গ্রহণ করতেন।– মিশকাতুল মাসাবীহ্

১০। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন আসহাবে সুফ্ফাদের একজন। এই সুবাদে তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়মিত মেহমান। তিনি তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করে বলেন– একদিন আমি চরম ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে মসজিদে নববীর সামনে মানুষের চলার পথে বসে পড়লাম যাতে আমার ক্ষুধার্ত অবস্থা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আমার নিকট দিয়ে গেলেন। আমি

তাঁর নিকট কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তিনি যেন আমার অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন এবং আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়ে চলে গেলেন এবং আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করলেন না। অতঃপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসলেন এবং আমি তাঁর সাথেও তদ্রূপ কৌশল করে কথা বললাম। কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। আমাকে সঙ্গে করে নিলেন না।

অতঃপর এ পথে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। তিনি আমাকে দেখেই আমার অন্তরের ভাষা বুঝে ফেললেন এবং মৃদু হেসে বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার সঙ্গে আসো। আমি তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের একজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে এক পেয়ালা দুধ রাখা ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! যাও, সুফ্ফার সকলকে ডেকে নিয়ে আসো। আমি মনে মনে ভাবলাম, মাত্র এক পেয়ালা দুধ ভাবছিলাম, তৃপ্তি সহকারে তা পান করবো। এখন সুফ্ফার সত্তরজন মেহমানকে ডেকে নিলে আমার ভাগ্যে কি জুটবে? যা হোক, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মতো সকলকে ডেকে আনলাম। তিনি দুধের পেয়ালাটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, সকলকে পান করাও। আমি সকলের হাতে একের পর এক দুধের পেয়ালাটি তুলে দিতে লাগলাম। সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করতে লাগলেন। সকলের পান করার পর আমি পেয়ালাটি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হেসে বললেন, আবু হুরায়রা! এবার তুমি পান করো। **আমি পেট ভরে পান করলাম।** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আরও পান করো।** আমি আরও পান করলাম। এভাবে তিনি বারবার আমাকে বলছিলেন, "আরও পান করো, আরও পান করো।" অবশেষে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আল্লাহ্ তা'য়ালার শপথ! আমার পেটে আর এক ফোঁটা পরিমাণ দুধেরও জায়গা নাই। অতঃপর তিনি পেয়ালাটি হাতে নিলেন এবং দুধ পান করলেন।– আখলাকুন্নবী

১১। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সফর শেষে মদীনা শরীফে প্রত্যাবর্তন করে এক বিশেষ দাওয়াতের আয়োজন করলেন। এতে তিনি উট অথবা গরু জবেহ্ করেছিলেন।– মিশকাতুল মাসাবীহ্

মেহমানের সাথে অন্তরঙ্গতা ঃ

১২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– একবার তিনি মেহমানের সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। খাবারের দস্তরখানে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও ছিলেন। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের আঁটি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সামনে রেখে বললেন, তুমি তো দেখছি খুব পেটুক! হযরত আলী

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি আর কত পেটুক! **আপনার সামনে তো আঁটি পর্যন্তও নাই।** তখন সবাই হেসে উঠলেন।

মেহমানকে উপঢৌকন প্রদান ঃ

১৩। হযরত হারিস ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নেতৃত্বে যূ-মুররা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেহমান হলেন। বিদায়ের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া পরিমাণের রৌপ্য এবং হযরত হারিস ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বার উকিয়া রৌপ্য প্রদান করলেন।– আসাহ্‌হুস সিয়ার

১৪। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, জাহীর ইবনে হারাম নামে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন মরুবাসী সাহাবী ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বেড়াতে আসতেন। আসার সময় তিনি **গ্রাম হতে কিছু শাক-সব্‌জী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উপহার হিসাবে নিয়ে আসতেন।** তিনি যখন মদীনা হতে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন, তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শহরের কিছু না কিছু জিনিস উপহার দিতেন আর বলতেন, **'জাহীর আমাদের গ্রামের বন্ধু আর আমরা তার শহরের বন্ধু'।**– শামাইলে তিরমিযী শরীফ

১৫। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ বাজালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে আগমন করে দেখলাম, ঘরে অনেক লোক। তিনি আমাকে দেখে তাঁর চাদর মুবারক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা বিছিয়ে বসে যাও। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর **চাদর মুবারক হাতে পেয়ে আমার সিনায় লাগালাম এবং চুমু খেলাম।** বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাকে যে উষ্ণ সমাদর করলেন, আল্লাহ্ আপনাকে অনুরূপ সমাদর করুন! তিনি জবাবে বললেন, **শোন! যখন তোমাদের নিকট কোন সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করে তখন তোমরা তাকে যথাযথ সমাদর করবে।"**– তাবারানী শরীফ

১৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাতকালে যে সংক্ষিপ্ত অসিয়ত করেছিলেন, তন্মধ্যে এও ছিল 'আমি যেভাবে মেহমানদেরকে উপঢৌকন প্রদান করেছি, তোমরাও সেভাবে তা প্রদান করবে।– বুখারী শরীফ

১৭। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে, একদিন এক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে খাবার চাইলেন। কিন্তু তখন ঘরে পানি ছাড়া কিছুই ছিল না। অতঃপর তিনি সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-কে সম্বোধন করে বললেন, কে আছ, আজ রাতে এই মেহমানের আদর আপ্যায়ন করবে? একজন আনসারী সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমি প্রস্তুত আছি। আনসার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মেহমানকে সাথে নিয়ে নিজ ঘরে আসলেন তখন তার ঘরে তার শিশুদের খাবার ছাড়া আর কোন খাবারই ছিল না। অবশেষে তাঁরা কৌশলে শিশু সন্তানদেরকে অভুক্ত রেখেই ঘুম পাড়ালেন এবং ঐ খাবারই মেহমানের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আনসারী সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর স্ত্রীকে বললেন, শোন! মেহমান যখন দস্তরখানে বসবে তখন বাতি নিভিয়ে দিবে এবং আমরা ভান করবো যেন মেহমান বুঝতে পারে, আমরাও খাবার খাচ্ছি। এভাবে তারা মেহমানের সমাদর করলেন এবং **নিজেরা অভুক্ত রাত কাটালেন**। পরের দিন সকালে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারী সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে বললেন, তোমরা স্বামী-স্ত্রী মেহমানের যেই আদর আপ্যায়ন করেছ, তাতে আল্লাহ্ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আনসারী সাহাবী স্বামী-স্ত্রীর শানে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ

"আর তারা তাদেরকে (মেহমানদেরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"– কুরআন (৫৯ঃ৯)

১৮। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোন মেহমান আগমন করলে তিনি **নিজ হাত মুবারকে তাকে খাওয়াতেন**।– মাদারেজুন্নবুয়ত

১৯। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগত অতিথিকে খাওয়ার সময় বারবার বলতেন, আরও খান। মেহমান তৃপ্ত হয়ে অস্বীকার করতে লাগলে তিনি আর পীড়াপীড়ি করতেন না।– তিরমিযী শরীফ

মেহমানের অধিকার ঃ

২০। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেহমানের হক ও অধিকার আদায়ে অধিক যত্নবান হওয়ার জন্য জোর তাকীদ করতেন।– বুখারী শরীফ

২১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, **প্রত্যেক মেহমানের তার মেযবানের উপর তিন দিন আতিথেয়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে**।– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

২২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কোন মেযবান যদি মেহমানের অধিকার আদায়ের কার্পন্য অথবা অনীহা প্রদর্শন করে তা হলে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে উক্ত মেহমানের হক আদায় করা যাবে।– বুখারী শরীফ

২৩। অন্য হাদীস শরীফে আছে, **মেহমানদারী হলো তিন দিন। এর বেশী হলে তা হবে সাদাকাহ্**।– বুখারী শরীফ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুহ্দ বা অল্পেতুষ্টি

যুহ্দ বা অল্পে তুষ্টি অর্থ হলো আখিরাতের শান্তি লাভের জন্য দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য, ভোগ-বিলাস, সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করা। সাধারণভাবে দুনিয়ার প্রতি কোনরূপ মোহ না থাকাকেই যুহ্দ-অল্পেতুষ্টি বলে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও সৌন্দর্যের প্রতি চক্ষু তুলে তাকাতে নিষেধ করেছেন। দুনিয়ার সুখ ভোগ ক্ষণিকের, আর স্থায়ী ও আসল শান্তি আখিরাতের।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন–

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

"আপন চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করে ঐ বস্তুর প্রতি তাকাবেন না, যা আমি তাদের কিছু সংখ্যক যুগলকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছি এবং তাদের জন্য দুঃখিত হবেন না; এবং মুসলমানদেরকে আপন দয়ার ডানায় অন্তর্ভুক্ত করে নিন।"– কুরআন (১৫ঃ৮৮)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

"সুতরাং আপনি তারই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার স্মরণ থেকে ফিরে গেছে। এবং সে চায়নি, কিন্তু পার্থিব জীবনই।"– কুরআন (৫৩ঃ২৯)

১। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, তিনি দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। যত্ সামান্য তথা অল্পেতেই তিনি তুষ্ট হতেন। আরবের ধনাঢ্য মহিলা হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর অঢেল সম্পদ হাতে পেয়েও ভোগ না করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। গণিমতের মালামাল নিজে ভোগ করেননি। পরিবারের আহার যোগাবার জন্য তিনি ঋণ পর্যন্ত করেছেন। এমনকি তাঁর বিদায়ের পর দেখা গেল লৌহ বর্মটি আবু শাহ্মা ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখা, যা রেখে তিনি পরিবারের জন্য সামান্য খাদ্য এনেছিলেন।– আশ-শিফা শরীফ

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁকে **'(খাছ) বান্দা নবী'** ও **'বাদশাহ্ নবী'** এর যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর নবীর নিকট একজন ফিরিশতা পাঠালেন, যার সাথে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামও ছিলেন। অতঃপর ফিরিশতা হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আপনি আল্লাহ্র উবুদিয়াতে নিবেদিত নবী হবেন, না রাজাধিরাজ নবী, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আপনাকে ইখতিয়ার দান করেছেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এর দিকে তাকালেন যেন তিনি তাঁর পরামর্শ প্রার্থী। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্র প্রতি বিনয়ী হওয়ার জন্য ইশারা করলেন। অতঃপর হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমি বরং আল্লাহ্র উবুদিয়াতে নিবেদিত নবী হতে আগ্রহী। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, এ কথা বলার পর হতে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত **হযরত রসূলুল্লাহ্ কখনো ঠেস দিয়ে বসে আহার করেননি।"**–বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এসব ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ ত্যাগের মূলে ছিল এ চিন্তাধারা যে, **দুনিয়া নিতান্তই একটি ক্ষণস্থায়ী জায়গা**। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট এর কোনই মূল্য নাই। এটা শুধু আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের জায়গা। সুতরাং মু'মিনের জন্য এটা কারাগাররূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু কাফিরদের যেহেতু পরকালে বিশ্বাস নাই সেজন্য তাদের নিকট দুনিয়া জান্নাতস্বরূপ। মুলতঃ দুনিয়ার মূল্য মৃত বকরীর বাচ্চা হতেও তুচ্ছ।

২। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার উচ্চ ভূমিতে প্রবেশের সময় একটি বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। অতঃপর ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চা তাঁর সামনে পড়লো। তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এটা এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে আগ্রহী? তখন তাঁরা বললো, **কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা তা নিতে আগ্রহী নই।** তা দ্বারা আমরা কি করবো? তিনি বললেন, কোন বিনিময় ছাড়াই তোমরা কি তা নিতে আগ্রহী হবে? তাঁরা বললো, আল্লাহ্র কসম! তা যদি জীবিতও হতো তবুও তো তাতে দোষ রয়েছে। কারণ এর কান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আর এখনতো তা মৃত (তাই কে তা গ্রহণ করবে)! হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আল্লাহ্র কসম! এটা তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, দুনিয়া আল্লাহ্র নিকট এটা হতে অধিক তুচ্ছ।"**– মুসলিম শরীফ

৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তোমরা সহায়-সম্পত্তি অর্জন করো না, তা হলে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।"**– তিরমিযী শরীফ

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে মক্কার বালুকাময় অঞ্চল স্বর্ণে পরিণত করে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু

আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! না, বরং আমি একদিন তৃপ্তি সহকারে আহার করবো এবং একদিন ক্ষুধার্ত থাকবো। এ কথাটি তিনি তিনবার বা তদ্রূপ বলেছিলেন। যখন ক্ষুধার্ত থাকবো তখন আপনারই কাছে কাকুতি-মিনতি করবো; আপনারই স্মরণ করবো। আর যখন তৃপ্তি সহকারে আহার করবো তখন আপনার শোকর করবো এবং আপনার প্রশংসা করবো।"– তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো রিযিকের প্রাচুর্য কামনা করেননি; বরং **ইসলাম গ্রহণ, প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক এবং অল্পে তুষ্ট থাকাকেই তিনি সফলতা বলে উল্লেখ করেছেন।**

৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله

"সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম কবুল করেছেন এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক পেয়েছেন আর আল্লাহ্ তাকে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন।"– তিরমিযী শরীফ

৬। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন–

ان كنا ال محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو الا التمر والماء.

"আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার কোন মাস এমনভাবেও কাটাতাম যে, আমরা আগুনও জ্বালাতাম না। আমরা শুধু খেজুর ও পানি খেয়েই কাটিয়ে দিতাম।"– মুসলিম শরীফ

أذكر الحال التى فارق عليها رسول الله ﷺ الدنيا . والله ما شبع من خبز ولحم مرتين فى يوم.

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেছেন তা আমার মনে পড়ছে। আল্লাহ্র কসম! তিনি দিনে দু'বেলা কখনো রুটি গোশত পেট পুরে খেতে পারেননি।"– তিরমিযী শরীফ

كان فراش رسول الله ﷺ من آدم وحشوه ليف.

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা ছিল চামড়ার। আর এর ভিতর খেজুর গাছের আশ ভর্তি ছিল।– বুখারী শরীফ

এভাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সারাটি জীবন দেখা যায়, পানাহার, লেবাস-পোশাক তথা সর্বক্ষেত্রেই তিনি অতি সামান্য ও নগণ্য পরিমাণ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং উম্মতদের জন্য সে আদর্শই রেখে গেছেন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন

সরকারে দু'আলম সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। কথাবার্তা, চালচলন, আচার-আচরণ, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জাঁকজমক, জৌলুস, বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন স্পর্শ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।

০১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আর্থিক স্বচ্ছলতা কামনা করতেন না, বরং তিনি পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দ, ধন-ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে অতি সাধারণভাবে দিনাতিপাত করতে পছন্দ করতেন। কুরাঈশ নেতৃবৃন্দ তাঁর চাচাজান আবু তালিব এর সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে আবার সরাসরি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে কিছু লোভনীয় ও আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধর্মপ্রচার বন্ধ করতে অনুরোধ করলো। কুরাঈশরা অধিক ধন-সম্পদ, সম্মান ও খ্যাতি, বাদশাহী ইত্যাদির প্রস্তাব দেয়ার পরও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন আপোষ না করে বললেন–

يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسرى على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه.

"হে চাচাজান! আল্লাহ্র কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদও তুলে দেয় এবং তারা যদি চায় যে, আমি এ কাজ ছেড়ে দেই, তবুও আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজ হতে বিরত হবো না যতক্ষণ না আল্লাহ্ এই কাজকে বিজয়ী করেন অথবা আমি এ পথে ধ্বংস হয়ে যাই।"– ইবনে হিশাম

০২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

مالى وللدنيا ياعمر انما انا فيها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.

"হে ওমর! দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? **দুনিয়াতে আমি তো একজন পথিকের ন্যায়** যে কোন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর তা ত্যাগ করে চলে যায়।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

০৩। عن انس بن مالك قال لبس رسول الله ﷺ الصوف واحتذى المخصوف ولبس خشنا واكل بشعا سالت الحسن ما البشع قال غليظ الشعير ما كان يسيغه الا بجرعة ماء.

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **পশমী কাপড়, তালি দেয়া জুতা ও মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন এবং সাধারণ খাবার খেতেন।** বর্ণনাকারী বলেন, আমি হাসানকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাধারণ খাবার কি? তিনি বলেন, মোটা যব যা পানি ছাড়া গলাধকরণ করা যায় না।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খাদ্য গ্রহণ করতেন, যখন যে খাদ্য জুটতো তাই গ্রহণ করতেন। এমনকি যখন তিনি সমগ্র আরব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি তখনও তাঁর খাবার ছিল আটার রুটি। আবার কখনো শুধু খেজুর খেয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতেন।

০৪। عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ يبيت الليالى المتتابعة طاويا اهله ولا تجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير.

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ রাতের পর রাত অনাহারে কাটাতেন। তাদের জন্য রাতের খাবারের সংস্থান হতো না, আর তাদের অধিকাংশ খাবার ছিল যবের রুটি।– তিরমিযী শরীফ

০৫। عن عائشة قالت ما شبع ال محمد ﷺ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض وفى رواية اخرى منذ قدم المدينة.

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার-পরিজন **একাধারে দুই দিন পেট ভরে যবের রুটি খেতে পারেননি**। এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন।– মুসলিম শরীফ

০৬। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলতেন, আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারবর্গের উপর একের পর এক চাঁদ উঠতো, অথচ আমাদের ঘরে আগুন জ্বলতো না। বর্ণনাকারী বলেন, জিজ্ঞাসা করলাম, হে খালাজান! তখন আপনারা কি খেয়ে বাঁচতেন? তিনি বলেন, **দুটি কালো বস্তু, খেজুর ও পানি**।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

০৭। عن انس بن مالك عن ابى طلحة قال شكونا الى النبى ﷺ الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع النبى ﷺ عن بطنه عن حجرين.

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা পেটে পাথর বেঁধে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ক্ষুধার তীব্রতার অভিযোগ করলাম এবং নিজেদের পেটের কাপড় উন্মোচন করে পেটের সাথে বেঁধে রাখা পাথর দেখালাম। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পেটের কাপড় খুলে দেখালেন যে, তাঁর পেটে দুটি পাথর বাধা রয়েছে।– তিরমিযী শরীফ

০৮। عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরিয়াদ করতেন– "হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারবর্গের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রিযিক প্রদান করুন।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে সরলতা ও অনাড়ম্বরতা ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় তিনি সময় সময় অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন।

০৯। عن ابى موسى الاشعرى قال اخرجت لنا عائشة كساء وازارا غليظا قالت قبض رسول الله ﷺ فى هذين ثوبين.

হযরত আবু মূসা আল-আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একটি চাদর এবং একটি মোটা লুঙ্গি আমাদেরকে বের করে দেখালেন এবং বললেন, ওফাতের সময় এই পোশাক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিধানে ছিল।"– আবু দাউদ শরীফ

মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণের সময় হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবারের জন্য হুজরাখানা তৈরী করেন যার না ছিল কোন আঙ্গিনা আর না ছিল অতিরিক্ত জায়গা। প্রতিটি হুজরাখানা ৬/৭ হাতের চেয়ে বেশি বড় ছিল না। দেয়াল ছিল মাটির তৈরী। তা এতোই দুর্বল ছিল যে, মাঝে মাঝে ফাটল ধরে যেতো। এ সকল ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঘরের ভিতরে অনায়াসেই প্রবেশ করতো। ছাদ ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পশমের কম্বল বিছিয়ে দেয়া হতো। এ সকল হুজরাখানার উচ্চতা এতটুকু ছিল যে, একজন লোক ভিতরে দাঁড়িয়ে গৃহের ছাদ অনায়াসেই হাত দ্বারা নাগাল পেতো। হুজরাখানার দরজাগুলো ছিল এক পাল্লার কেওয়াড় এবং তাতে পর্দা ঝুলানো থাকতো।

১০। عن ابن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت ادخل بيوت ازواج النبى ﷺ فى خلافة عثمان بن عفان فاتناول سقفها بيدى.

হযরত ইবনুস সাইব (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছেন, আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর খেলাফতকালে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের ঘরে প্রবেশ করি। তখন আমি হাত দ্বারা ঘরের ছাদ নাগাল পাই।– আল-আদাবুল মুফরাদ

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের সময়ে মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধির জন্য যখন ঐ ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলার জরুরী সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখন মদীনাবাসীগণ অঝোরে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁদের আবেদন ছিল, যেন কক্ষগুলোকে হুবহু সংরক্ষণ করা হয় যাতে বিশ্ববাসী যুগ যুগ ধরে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুনিয়ায় কিরূপ নির্লোভ, সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করতেন।

১১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখতে পেলাম, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের উপর একটি তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। দেহ মুবারকে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। কয়েক মুষ্টি জব ঘরের এক কোণে এবং একটি শুকনো চামড়া আর চামড়ার একটি মশক ছিল। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এই দৃশ্য দেখে আমার চোখে পানি চলে আসে। রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আরজ করলাম,ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কেন কাঁদবো না? চাটাইয়ের দাগ আপনার দেহ মুবারকে লেগে আছে। এই গুদামে আপনি তাশরীফ এনেছেন? অথচ কায়সার ও কিসরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ গৃহসামগ্রী ব্যবহার করছে। আর আপনি আল্লাহ্র রসূল ও প্রশংসনীয় হয়েও আপনার ঘরের আসবাবপত্রের এই দুরবস্থা? তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার কি তা পছন্দ নয় যে, তারা দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকুক আর আমরা আখিরাত নিয়ে তৃপ্ত থাকি। আমি বললাম, হ্যাঁ (আমি পছন্দ করি)।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১২। মানুষ স্বভাবতই স্বচ্ছলতার প্রত্যাশী। আর্থিক দৈন্যদশা ঘুচিয়ে স্বচ্ছলতা আসুক, এটাই সকলে কামনা করে। বিশেষ করে যখন সে তার চেয়ে স্বচ্ছল কোন লোককে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে দেখে, তার আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করে নিজের অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি তার ঘৃণা জন্মিতে থাকে এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি ক্রমেই মোহ্ জন্মিতে থাকে। এই অবস্থায় মানুষের করণীয় সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, **"যারা তোমাদের চেয়ে নিম্নবিত্ত তাদের দিকে তাকাও** এবং **তাদের দিকে তাকিও না যারা তোমাদের চেয়ে উচ্চবিত্ত। কেননা তা তোমাদেরকে ঘৃণা হতে রক্ষা করবে এবং আল্লাহ্র রহমত পাওয়ার যোগ্য করে দিবে।"**

১৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ যখন এমন কোন ব্যক্তির দিকে তাকায় যাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পদ ও সৌন্দর্য দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন তখন **সে যেন নিজের চেয়ে হীন ব্যক্তির দিকে তাকায়।"**– মুসলিম ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

কাজে কর্মে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরলতা ও অনাড়ম্বরতা ছিল কল্পনাতীত। একে তো আল্লাহ্র তা'য়ালার মনোনীত রসূল, তারপর বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র কর্ণধার হয়েও অনাড়ম্বর ক্রিয়াকর্ম তাঁর মহানুভবতার এক অনুপম আদর্শ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত মুবারকে পরিবারে যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি নিজেই **নিজ ঘর মেরামত করতেন, ছেড়া কাপড় তালি দিতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, ভেড়া-বকরীর দুধ দোহন করতেন, ছেড়া জুতা সেলাই করতেন, হাট-বাজার করতেন, দোকান হতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনতেন।**

তাছাড়া নিজ হাত মুবারকে গৃহপালিত পশুর যত্ন নিতেন। নিজ হাত মুবারকে উটকে ঘাস খাওয়াতেন।

নিজের বেলায় অনাড়ম্বর জীবনাভ্যস্ত হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশসহ পৃথিবীর যাবতীয় বাহুল্য পরিত্যাগ করা যত সহজ, নিজ পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিদেরকেও অনুরূপ স্বভাবাদর্শে গড়ে তোলা তত সহজ নয়। তবে এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার-পরিজন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁদের প্রত্যেকেই পোশাক, অঢেল প্রাচুর্য ও লোভ-লালসা কখনো তাদের মনকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি; বরং তারা অনাড়ম্বর জীবনাদর্শকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাজ নিজে করতেন

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কাজে বিনা প্রয়োজনে কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। তিনি যথাসম্ভব নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন এবং লক্ষ্য রাখতেন যাতে অন্যের উপর বোঝা চাপিয়ে দিতে না হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কার্যাবলীকে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন– ১) ব্যক্তিগত কাজ, ২) পারিবারিক কাজ, ৩) সামাজিক ও ৪) রাষ্ট্রীয় কাজ ইত্যাদি।

১। ব্যক্তিগত কাজ ঃ

হযরত উরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে কি কি কাজ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যা করে থাকে তিনিও তাই করতেন। তিনি জুতা সেলাই করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং সেলাই করতেন।– বুখারী শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বাজারে গমন করলাম। সেখানে তিনি একটি পাজামা ক্রয় করলে আমি তা বহন করতে গেলাম। তিনি বললেন, বস্তুর মালিক সেই বস্তুটি বহন করার অধিক দায়িত্বশীল।– আশ-শিফা শরীফ

২। পারিবারিক কাজ ঃ

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র জীবনের শুরু থেকেই পারিবারিক কাজ-কর্ম আঞ্জাম দিতেন। যখন তাঁর বয়স দশ অথবা বার বছর, তখন তিনি বকরী চরিয়েছেন। তা হেয় কিংবা ঘৃণার কোন বিষয় ছিল না; বরং তা ছিল পরিশ্রম ও কষ্ট সহিষ্ণুতা, উন্নত মনোবল ও পৌরুষ জ্ঞাপক।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বক্‌রী চরাতাম।– বুখারী শরীফ

মক্কা মুকাররমায় আবু তালিবের কাপড় ও আতরের ব্যবসা ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পরিবেশেও সময় কাটান। আবু তালিবের সাহচর্যে তিনি সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সফর করে বাণিজ্যিক নিয়ম-নীতি রপ্ত করেন।

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্বস্ততা, উত্তম আচরণ ও মধুর ব্যবহার এবং ওয়াদা পালনের খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই খ্যাতির কথা হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাও জানতে পেরেছিলেন। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও পবিত্র মহিলা ছিলেন। তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর বাণিজ্যিক সামগ্রী নিয়ে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমনের প্রস্তাব দেন এবং অন্যদের যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তাঁকে এর দ্বিগুণ প্রদানের কথা বলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ সফর ছিল খুবই সফল এবং প্রচলিত মুনাফার হার অপেক্ষা তিনি অধিক মুনাফা অর্জন করেছিলেন।

নবুওয়াত পরবর্তী যুগে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পারিবারিক কাজেও সহায়তা করতেন। বর্ণিত আছে তিনি গৃহস্থালীর কাজে তাঁর স্ত্রীদের সাহায্য করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন। ঘরে ঝাড়ু দিতেন, দুধ দোহন করতেন, বাজার হতে সওদা বহন করে আনতেন, বালতি মেরামত করে দিতেন, নিজে উট বাঁধতেন এবং খাদিমদের সাথে আটার খামীর তৈরী করতেন।– আশ-শিফা শরীফ

হযরত হাব্বা ইবনে খালিদ এবং হযরত সাওয়া ইবনে খালিদ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি বাড়ির দেয়াল মেরামত করছিলেন। তাঁরা দু'জনই তাঁকে এ কাজে সাহায্য করলেন।– আল-আদাবুল মুফরাদ

৩। সামাজিক কাজ ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাসাধ্য সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতেন। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, যখন কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছিল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ও আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (অন্যদের সাথে) পাথর বহন করে আনছিলেন।"– বুখারী শরীফ

মসজিদে নববী নির্মাণকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কায়িক পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর এ অংশগ্রহণ ছিল একজন সাধারণ শ্রমিকের মতো। সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মসজিদের এক একটি পাথর বহন করতেন এবং যুদ্ধের কবিতা পাঠ করতেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁদের সাথে সুর মিলিয়ে পাঠ করতেন, "হে আল্লাহ্! পরকালের মঙ্গল ছাড়া অন্য কোন মঙ্গল নাই। অতএব আনসার ও মুজাহিরদের ক্ষমা করুন।"– সীরাতুন্নবী

মসজিদে কুবা শরীফ নির্মাণকালে ভারী ভারী পাথর বহন করার সময় তাঁর দেহ পরিশ্রান্ত হয়ে যেত। নবী প্রেমিকরা তা দেখে ছুটে এসে বলতেন, 'আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি রেখে দিন, আমরা তা বহন করবো।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনুরোধ গ্রহণ করতেন। কিন্তু নিজে অন্য একটি সমান ওজনের পাথর বহন করে নিয়ে আসতেন।– সীরাতুন্নবী

এক সফরে বকরী যবেহ করা হলো এবং তা রান্না করার জন্য সকলেই নিজ নিজ কাজ বন্টন করে নিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি জঙ্গল হতে কাঠ কেটে আনার দায়িত্ব নিচ্ছি।' সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এতে ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'আমি বৈষম্য পছন্দ করি না।– সীরাতুন্নবী

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনিবীন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে সকল সময় মেহমান থাকতো। এমনকি অমুসলিম মেহমানের আগমন হতো। তিনি নিজেই সেবা-যত্ন করতেন। একবার নাজ্জাশীর নিকট হতে প্রতিনিধি দল আসলে তিনি নিজেই তাদের সেবা-যত্ন করেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "মিসকীন ও স্বামীহীনদের ভরণ-পোষণের জন্য যে ব্যক্তি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালায়, সে হলো আল্লাহ্র পথে মুজাহিদের মতো বা ঐ ব্যক্তির মতো পুণ্যের অধিকারী সে হবে যে দিনভর সিয়াম পালন করে এবং রাতভর দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র জন্য নামায আদায় করে।– তিরমিযী শরীফ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে নাফে ইবনে যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হযরত সাঈদ ইবনুল 'আস্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সেবা করতে দেখেছি। তখন আমি দেখলাম তিনি টুকরা কাপড়ের সাহায্যে সাঈদ ইবনুল 'আস-কে (শরীরে) গরম সেক দিচ্ছেন।– আখলাকুন্নবী

হযরত বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক খননের সময় মাটি উঠাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন (হে আল্লাহ্)! আপনি হিদায়াত না দিলে আমরা হিদায়াত পেতাম না।– বুখারী শরীফ

বদরের যুদ্ধসহ অনেক যুদ্ধে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন।

৪। রাষ্ট্রীয় কাজ ঃ

সায়্যিদুল মুরসালিন খাতামুন নাবীয়্যিন রহমাতুল্লিল আলামিন শাফিউল মুজনেবিন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করে জনসাধারণের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। **তিনি চরিত্রে, ব্যবহারে, ধর্মনীতিতে, রাজনীতিতে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, সর্বাপেক্ষা উত্তম বলেই জনসাধারণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।** তিনি সত্য, প্রেম ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন, সৈন্য-সামন্ত বিহীন, রাজপ্রাসাদ ও দেহরক্ষী বিহীন, তুলনা বিহীন, বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও রাজনীতিবিদ। মদীনা শরীফের এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সফলতা ও বিজয়ের শীর্ষে পৌঁছে এমন এক সময় আসল যার বিস্তৃতি কমারস হতে ফ্রান্সের খিরিনিস পর্বত পর্যন্ত, আটলান্ট্রিক হতে ভারত বর্ষের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি স্বায়ত্ত শাসনের আদর্শ স্থাপন করে পরস্পর বিদ্বেষ পরায়ন বিভিন্ন শ্রেণির মানব একই সঙ্গে আবদ্ধ করেন। এ রাষ্ট্রের কতগুলো শর্ত ঘোষণা করেন। শর্তগুলো হলো–

(১) মুসলমনাগণ ও ইহুদীগণ এক জাতি স্বরূপ বসবাস করবে। (২) প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মপালনে হস্তক্ষেপ করবে না। (৩) যদি মদীনা আক্রান্ত হয় বা তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, তাহলে প্রত্যেকেই তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। (৪) যখন সন্ধির কথা উঠে, তখন একে অন্যের সাথে পরামর্শ করে সম্মিলিত মতে সন্ধি করবে। (৫) মদীনায় নর হত্যা বা রক্তপাত আজ হতে হারাম বলে গণ্য হবে। (৬) কেউ কুরাঈশদের সাথে গোপন সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হবে না, কেউ তাদের কোনো লোককে আশ্রয় দিবে না, তাদের সঙ্কল্পের সহায়তা করবে না। (৭) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাধারণ তন্ত্রের নায়করূপে নির্বাচিত হলেন। তিনিই সর্বশেষ মীমাংসার অধিপতি। (৮) আল্লাহ্র নামে তা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যারা তা ভঙ্গ করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

মক্কা বিজয়ের পর আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্র বনু মাখযুমের এক মহিলা একটি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাম্য ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক আইনের আলোকে তার হস্ত কর্তনের নির্দেশ দেন। এতে বনু মাখযুম নিজেদের গোত্রীয় কৌলিন্য রক্ষার জন্য অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগের আবদার করে। তাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এই জন্যই ধ্বংস করা হয়েছে যে, তারা সমাজে নিম্ন শ্রেণির মানুষের উপর তাদের শরিয়াতের আহকাম কার্যকর করতো আর উচ্চ শ্রেণির লোকদের কেউ

অন্যায় করলে কোন না কোন অজুহাতে তাকে শাস্তি হতে অব্যাহতি প্রদান করতো। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করতো তবে আমি তার হাত কর্তনের নির্দেশ দিতাম। অতঃপর সেই মাখযুমী মহিলার উপর বিচারের রায় কার্যকর করা হয়।– বুখারী শরীফ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ নরপতি। তিনি প্রজাবর্গের তথা জনসাধারণের সাথেই বসবাস করতেন, তাদের হিতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, তাদেরকে ভালোবাসতেন, তারাও তাঁকে ধন-প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন। রাজোচিত কোনই আড়ম্বর তাঁর ছিল না। তবুও সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মত শৌর্য, বীর্য, ন্যায়নিষ্ঠা, দুরদর্শিতা ও সাহসিকতা তাঁর ছিল। তাঁর কোনো প্রহরি ছিল না, তবুও প্রজাবৃন্দের হাতে তাঁর প্রাণ ও সম্মান সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাঁর কোনো সৈন্য সামন্ত ছিল না, তবুও রাজ্যের অযুতপ্রাণ তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করতো না। তাঁর নিজের ধনাগার ছিল না, তবুও সমগ্র জাতির ধন-সম্পদ তাঁর আজ্ঞানুসারে তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হতো। তাঁর খিদমতগার ছিল না, তবুও সহস্র ভক্ত তাঁর খিদমতের জন্য লালায়িত হতো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাজ কাজে পরামর্শের জন্য কয়েকজন বিশ্বাসী, চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও ন্যায়নিষ্ঠ মন্ত্রী নিবার্চন করেছিলেন। বিশেষতঃ সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীই (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্বাসী মন্ত্রী স্বরূপে কাজ (পেশা) পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করতেন।

হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের কাজ-কর্ম

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ক্ষেত খামারে চাষাবাদ করতেন। সর্বপ্রথম তিনি কাপড় বুনিয়েছেন এবং হযরত শীশ আলাইহিস্ সালামও কাপড় বুনিতেন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম কাঠ মিস্ত্রি, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম দর্জি, হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম ব্যবসায়ী এবং হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম লৌহবর্ম প্রস্তুতকারক ছিলেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম কম্বল বানাতেন এবং বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাইতুল মালের কোনো কিছু কখনো খেতেন না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম, হযরত শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেষ চরাতেন। এছাড়াও আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ গৃহের অধিকাংশ সেলাইর কাজ করতেন।– তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পানাহার

আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্ট জীবের প্রতি অসংখ্য, অগণিত করুণা, দয়া ও মায়া করেছেন। দয়া ও মায়ার বিশেষ প্রকাশ হলো– রকমারী নানাবিধ, নানা স্বাদে, নানারকম খাদ্য-খাবার দান করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হলো গুণে, রংয়ে, স্বাদে একটি অন্যটির সাথে কোন মিল নেই। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হাজারো রকমের খাবার মওজুদ। আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্য ইবাদতের মতো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পানাহারের বিষয়টি আমাদেরকে অতীব গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন।

খাবারের জন্য বসা ঃ

০১। عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا ـ

হযরত আবু জুহায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কখনো হেলান দিয়ে পাহানার করি না।"– আখলাকুন্ নবী

০২। عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْثُوْ عَلٰى رُكْبَتِهٖ وَكَانَ لاَ يَتَّكِئُ ـ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহারের **সময় হাঁটু উঁচু করে বসতেন** এবং **হেলান দিয়ে বসতেন না**।– আখলাকুন্ নবী

কোন কোন সময় তিনি তাঁর হাঁটু মুবারকদ্বয় ও কদম মুবারকদ্বয়কে একত্রিত করে বসতেন যেমন নামাযী নামাযের বৈঠকের সময় বসে, শুধু এটুকু পার্থক্য থাকত যে, তাঁর এক পদতল অন্য পদতলের উপর থাকতো।

০৩। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন খাদ্য সামনে রাখা হয়, তখন **পায়ের জুতা খুলে ফেল**। কারণ, জুতা খুলে ফেললে পদযুগল স্বস্তি পায়।– ইবনে মাজাহ্, মিশকাত শরীফ

০৪। عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ـ

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **আমি তো (আল্লাহ্র) গোলাম। সুতরাং গোলাম যেরূপ (দীনহীনভাবে) খায় আমিও সেরূপ খাবো এবং গোলাম যেরূপ (বিনয়ী হয়ে) বসে আমিও সেরূপ বসবো**।– আখলাকুন্ নবী

০৫। عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْاَرْضِ وَيَاكُلُ عَلَى الْاَرْضِ -

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **মাটির উপর বসতেন এবং জমিনের উপর বসেই আহার করতেন।**– আখলাকুন্ নবী

মাওয়াহিব গ্রন্থকার বলেন, আহারের জন্য এভাবে বসা মুস্তাহাব। উভয় উরু খাড়া করে উভয় পায়ের পিঠে বসা অথবা ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের উপর বসা।

ইবনে কাইয়েম (রহঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্রতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে বাম পায়ের ভিতরের দিকটি ডান পায়ের পিঠের উপর রাখতেন।– মাদারেজ্জুন্নবুয়্যাত

০৬। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো মেঝের উপর আহার করেননি। তিনি ছোট প্লেটেও আহার করেননি এবং তাঁর জন্য কখনো চাপাতি রুটি বানানো হয়নি। তিনি চামড়ার **দস্তরখানের উপর আহার করতেন।**– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

০৭। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দস্তরখানে খানা খেতেন।"– বুখারী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহার গ্রহণ ঃ

০৮। عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَكْثُرَ بَرَكَةُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ اِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَاِذَا رُفِعَ -

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরের বরকত বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন তার খাবার উপস্থিত হলে **হাত ধুয়ে নেয় এবং তা তুলে নেয়ার পরও হাত ধুয়ে নেয়।**– আখলাকুন্ নবী

০৯। وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لَّايُذْكَرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ —

হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না **এতে বিসমিল্লাহ্ বলা হয়।**"– মুসলিম শরীফ

১০। হযরত আমর ইবনে আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হন। তখন তাঁর সামনে খাদ্য রাখা ছিল। তিনি আমরকে বললেন, বৎস! কাছে এসো এবং বিসমিল্লাহ্ বলে ডান হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে খাওয়া শুরু করো।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

কোন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ না বলেই খাওয়া শুরু করে দিলে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরে ফেলতেন এবং তাকে বিসমিল্লাহ্ বলার জন্য জোর নির্দেশ করতেন।– যাদুল মা'আদ

১১। অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, **যে নিয়ামতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ্ বলা হয়, কিয়ামতের দিন সেই নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।**– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১২। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে মাঝখানে অথবা পরে মনে হলে তখন সে 'বিসমিল্লাহ্ আওয়ালুহু ওয়া আখেরুহু' বলবে।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

১৩। খাদ্য পরিবেশনের পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি-মা রাযাকতানা ওয়াকিনা আযাবান্নারি বিসমিল্লাহ।

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ দান করুন। আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

প্রথম লোকমা গ্রহণের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন–

يَاوَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ

১৪। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ ও খাবার শেষে আল-হামদুলিল্লাহ্ বলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন, সেও খেয়ে তৃপ্ত হয়।"– কাঞ্জুল উম্মাল

১৫। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পানাহার ডান হাতের সাহায্যে করো। এ সমস্ত কাজ শয়তান বাম হাতে করে থাকে।"

১৬। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "বাম হাতে পান ও আহার করো না। কেবল শয়তানই বাম হাতে পানাহার করে থাকে।"

হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহার, ওযু ও এ জাতীয় কাজ ডান হতে সম্পাদন করতেন এবং বাম হাতে শৌচকার্য, নাক পরিস্কার ও তদ্রূপ কাজ করতেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পানাহারের পাত্র ঃ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবু ইসমাঈল (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে গেলে তার ঘরে কাঠের একটি বড়

পাত্র দেখতে পেলাম। তিনি (হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পাত্রে পানি পান করতেন এবং এতেই অযু করতেন।– আখলাকুন্ নবী

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একই পাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুধ, মধু, ছাতু, নবীয ও ঠাণ্ডা পানি পান করাতাম।– আখলাকুন্ নবী

১৭। وَعَنْ نُبَيْشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ فِىْ قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ – رواه احمد والترمذى وابن ماجة والدارمى

হযরত নোবায়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি পেয়ালাতে খায় এবং পরে তা চাটিয়া লয়, পাত্রটি তার জন্য মাগফিরাত (ক্ষমা) কামনা করে।"– মুসনাদে আহ্মদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী শরীফ

১৮। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন আঙ্গুল দ্বারা আহার গ্রহণ করতেন এবং হাত না চাটা পর্যন্ত তা মুছতেন না।– আখলাকুন্ নবী

১৯। হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি বাসন-থালা লেহন করে খায় তার জন্য উক্ত বাসন-থালা আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তি যেরূপ আমাকে শয়তান হতে রক্ষা করেছে, আপনিও সেরূপ তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন।"– দায়লামী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দনীয় খাবার ঃ

২০। عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّبَنَ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্নিত। তিনি বলেন, 'দুধ' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিলো।"– আখলাকুন্ নবী

২১। অন্য হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একমাত্র দুধই এমন বস্তু, যা খাদ্য ও পানীয় উভয়ের কাজ দিতে পারে।

২২। عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করতেন।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

২৩। মুহাম্মাদ ইবনে সাম্আন (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের আলেমগণকে বলতে শুনেছি, খাদ্যের মধ্যে রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর নিকট গোশ্‌তই এবং **বক্‌রীর গোশতের মধ্যে তাঁর হাতাই ছিলো অধিক প্রিয়**।– আখলাকুন্ নবী

২০। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **বক্‌রীর কাঁধের গোশতই সর্বাধিক পছন্দ করতেন**।

২১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট **আজওয়া (নামের) খেজুর অত্যধিক প্রিয় ছিলো**।– আখলাকুন্ নবী

২২। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট **সর্বাধিক প্রিয় খাদ্য ছিলো শাকসজি ও তরিতরকারী**।– আখলাকুন্ নবী

২৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গোশ্‌তের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে পিঠের গোশ্‌ত।– আখলাকুন্ নবী

২৪। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বললেন, সিরকা কি চকৎকার ব্যঞ্জন!– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

২৫। হযরত আবু ওয়ায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জয়তুনের তেল খাওয়ার মধ্যে ব্যবহার করো এবং মালিশ করো। কেননা, এটা এক বরকতময় বৃক্ষের ফসল।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

২৬। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **ভুনা গোশত এবং তরকারির মধ্যে লাউ খুবই পছন্দ করতেন**।– ইবনে সা'দ, শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

২৭। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **সিরকা, জয়তুনের তেল, মিষ্টান্ন ও কদু (লাউ) পছন্দ করতেন**।–যাদুল মা'আদ

২৮। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **ডেগচি বা পেয়ালার অবশিষ্ট খাদ্য পছন্দ করতেন**।

২৯। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **খুর্মার সাথে তরমুজ খেতেন**

আর বলতেন, এটির উত্তাপ ঐটির শৈত্য দ্বারা প্রশমিত হয়ে যায়। তিনি **সুপেয় ঠান্ডা পানি পছন্দ করতেন। তিনি খুর্মা ভেজানো পানি, দুধ ও পানি সব একই পেয়ালায় পান করতেন।** এ পেয়ালাটি ছিল কাষ্ঠ নির্মিত এবং এতে লোহার পাত লাগানো ছিল।– ইবনে সা'দ

৩০। হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "ইচ্ছে হলেই খাওয়া ইসরাফ বা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য।"– তিবরানী শরীফ

৩১। হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "হারাম দ্বারা শরীরের যে গোশত বৃদ্ধি হয় তা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"– মুসনাদে আহমদ, দারেমী ও বায়হাক্বী শরীফ

৩২। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি হালাল অর্জন করে, মধ্যম রকম খরচ করে ও অভাবকালের জন্য সঞ্চয় করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রতি সদয় হন।"– কাঞ্জুল উম্মাল

হালাল খাদ্য গ্রহণের জন্য হালাল উপায় উপার্জন করতে হবে। তাতে যে ধরনের তুচ্ছ কাজই হোক না কেন। কখনো হারামে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

জ্ঞাতব্য :

মানুষ যখন কোন রাজার অধীনে বাস করে, তাঁর আইন মেনে চলতে বাধ্য। তেমনি আমরা যখন আল্লাহ্ তা'য়ালা একাধিপত্যে বাস করছি, তখন তাঁর আইন মেনে চলা আমাদের উপর অবশ্যই কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'য়ালাই আমাদের জীবনের সমস্ত স্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একেই বলা হয়, 'হুদুদে-শরা-আইনের সীমাবদ্ধতা'। এ সীমা অতিক্রম করাই পাপ। যেমন– দুই রাকআত নামাযের স্থলে এক রাকআত আদায় করা, দুই রাকআতের স্থলে তিন রাকআত আদায় করা।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– "যখন আল্লাহ্ ও রাসূল কোন ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তখন সে ব্যাপারে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোন এখতিয়ার থাকে না। আর যে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করে সে স্পষ্টরূপে পথভ্রষ্ট।"– কুরআন (৩৩ঃ৩৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহার সম্পর্কীয় কিছু সুন্নাত

১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওয়ার পূর্বে হাত ধুয়ে নিতেন এবং হাত দিয়ে সামনে থেকে খাওয়া শুরু করতেন।– যাদুল মা'আদ

২। হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গরম খাদ্য পরিবেশন করা হলে তিনি তা ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত ঢেকে রাখতেন। হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি, **ঠাণ্ডা খাদ্যে বিশেষ বরকত রয়েছে।**– মাদারেজুন্নবুয়্যত

৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযমের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার কারণে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **আহারের সাথে সাথেই পানি পান করতেন না। খাদ্য হযম হওয়ার নিকটবর্তী হলে পানি পান করতেন।**– মাদারেজুন্নবুয়্যত

৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **রাতের বেলায় সামান্য কয়েকটি খেজুর হলেও খেতেন**। তিনি বলেছেন, **রাতের খাবার বর্জন করার ফলে অকাল বার্ধক্য আসে।**– তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৫। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, খেজুর অথবা রুটির কোন টুকরা কোন পবিত্র জায়গায় পড়ে থাকলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তুলে নিতেন এবং পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলতেন।– মুসলিম শরীফ

৬। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার শেষ করেই শুয়ে পড়তে নিষেধ করতেন। কারণ, এতে শরীর মন ভারী হয়ে যায়।– যাদুল মা'আদ

৭। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ধরনের এবং **যে পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা এবং সেটুকুকেই আল্লাহ্ তা'য়ালার অনুগ্রহ মনে করা উচিত।**– মুয়াত্তা মালেক

৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খাওয়ার সময় নিয়ত রাখতে হবে যে, **আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশের অধীনে তাঁর ইবাদত করার শক্তি অর্জিত হওয়ার জন্য খাচ্ছি।**– তারগীব ও তারহীব

৯। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কম খেতে উৎসাহিত করতেন এবং বলতেন, পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্যে, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্যে এবং এক-তৃতীয়াংশ স্বয়ং পাকস্থলীর জন্যে ছেড়ে দেয়া উচিত।– যাদুল মা'আদ

১০। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, অন্যকে খানা দিতে অথবা অন্যের কাছ থেকে খানা গ্রহণ করতে ডান হাত ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

খাওয়ার মধ্যে যত বেশী হাত একত্রিত হবে, ততই বরকত বেশী হবে। কয়েকজনের সাথে একত্রে আহার করা বরকতের কারণ।– মিশকাত ও আবু দাউদ শরীফ

১১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, খাওয়ার সময় যে বস্তু দস্তরখানা অথবা পেয়ালা থেকে পড়ে যায়, তা তুলে খেয়ে ফেলাও সওয়াবের কাজ। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এতে করে **অভাব-অনটন, ধবল ও কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়**। যে ব্যক্তি পাত্র থেকে পড়ে যাওয়া খাদ্য তুলে খায়, তার সন্তান-সন্ততি নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত থাকে এবং নিরাপত্তা লাভ করে।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

১২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মজলিসের মধ্যে **যে ব্যক্তি বুযুর্গ ও প্রবীণ, তার দ্বারা খাওয়া শুরু করানো উচিত**।– মুসলিম শরীফ

১৩। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, খাওয়ার সময় খাদ্যবস্তু অথবা লোকমা নিচে পড়ে গেলে তা তুলে পরিস্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত, শয়তানের জন্যে রাখা উচিত নয়।– মুসলিম ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, খাওয়ার মধ্যস্থলে কেউ এসে গেলে তাকে খেতে বলা উচিত। প্রথমে দস্তরখান তুলে নিতে হবে, অতঃপর আহারকারীরা উঠবে।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১৫। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো **খাদ্যবস্তুর দোষ বর্ণনা করতেন না**। ইচ্ছা হলে খেতেন, ইচ্ছা না হলে ছেড়ে দিতেন। **তিনি কখনো বলতেন না যে, এ খাদ্য ভালো নয়, টক, লবন বেশী অথবা কম, ঝোল গাঢ় অথবা পাতলা**।– মাদারেজুন্নবুয়্যত

১৬। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খাদ্যে হাত রাখতেন তখন আঙ্গুলের গোড়া পর্যন্ত খাদ্যের সাথে জড়িয়ে দিতেন না; বরং আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারাই ধরতেন।

১৭। হযরত কা'ব ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল তিনি আঙ্গুল দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন। খাওয়া শেষে তিনি আগুলগুলো চেটেও নিতেন।– মুসলিম শরীফ

১৮। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **প্রথমে মধ্যমাঙ্গুলি চাটতেন, এরপর তর্জনী ও এরপর বৃদ্ধাঙ্গুলি**। গুঁড়া বস্তু হলে মধ্যমাঙ্গুলির সাথের আঙ্গুলটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন।– খাসায়েলে নববী

১৯। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **পানাহারের বস্তুতে ফুঁক দিতেন না** এবং একে খারাপ মনে করতেন। তদ্রূপ তিনি **খাদ্যের ঘ্রাণ নিতেন না এবং একেও খারাপ মনে করতেন**।– ইবনে সা'দ

২০। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে এক প্রকার খাদ্য থাকলে নিজের সামনে থেকেই খেতেন এবং একই পাত্রে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থাকলে নির্দ্বিধায় পাত্রের অপর প্রান্তেও হাত প্রসারিত করতেন।– যাদুল মা'আদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পানীয় গ্রহণ

১। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **পানি পান করার সময় তিন শ্বাসে গ্রহণ করতেন** এবং বলতেন, এভাবে পান করা অধিক উপাদেয়, তৃপ্তিদায়ক ও চমৎকার রোগ নিরামক।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

২। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, পানি পান করার সময় কেউ যেন গ্লাসের ভিতরে শ্বাস না ছাড়ে এবং গ্লাস থেকে যেন মুখ সরিয়ে নেয়।– যাদুল মা'আদ

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি অধিক পছন্দ করতেন। **আহার শেষে পানি পান করা তাঁর সুন্নত নয়, বিশেষত পানি গরম হলে অথবা অতিরিক্ত শীতল হলে। কেননা, উভয় অবস্থায় ক্ষতির আশঙ্কা অনেক বেশি।**– যাদুল মা'আদ

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **ব্যায়ামের পরে, ক্লান্ত অবস্থায়, খাদ্য অথবা ফল খাওয়ার পরে অথবা গোসলের পরে পানি পান করা খারাপ মনে করতেন।**– যাদুল মা'আদ

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পানি চুষে চুষে (চা পানের মতো করে) পান করো এবং গট্‌গট্ করে পান করো না। –মাদারেজুন্নবুওয়্যত

৬। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মজলিসে পানীয় বন্টন করাতেন, তখন প্রবীণ লোকদের থেকে শুরু করতে বলতেন। মজলিসে যখন পানীয় বস্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পান করানো হতো এবং একের পর এক পেয়ালা আসতো, তখন তিনি দ্বিতীয় পেয়ালা এলে তা সে জায়গা থেকে শুরু করতেন, যেখানে প্রথম পেয়ালা শেষ হয়েছিল। এটাই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ম।

৭। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্ধু-বান্ধবকে কোন বস্তু পান করালে নিজে সবার শেষে পান করতেন এবং বলতেন, **যে পান করায়, সে সবার শেষে পান করে।**

৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল বসে পানি পান করা। তিনি **দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এক হাতে পান করতেও নিষেধ করেছেন।**– যাদুল মা'আদ

৯। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খাঁটি দুধ এবং কখনো পানি মিশিয়ে লস্‌সী প্রস্তুত করে পান করতেন।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

১০। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এক বালতি 'আবে-যম্‌যম' নিয়ে আসলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা পান করলেন।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

১১। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমরা দাঁড়িয়ে পানি পান করো না। যদি তোমাদের কেউ ভুলক্রমে তা করো, তবে তা বমি করে ফেলে দেয়া উচিত।"– মুসলিম শরীফ

খাওয়া শেষে শোকর আদায়

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন কাউকে কোন বস্তু খাওয়ান, তখন এই দু'আ পাঠ করা উচিত–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

"হে আল্লাহ্! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আমাদেরকে আরো উত্তম খাওয়ান।"

২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করতেন এবং শেষে সচরাচর এই বলে আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

আহার শেষে আরও বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার, যিনি আমাদেরকে খাওয়ায়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং মুসলমান করেছেন।"– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৩। যখন দস্তরখান ছেড়ে উঠে যেতেন তখন পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا *

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার, অনেক প্রশংসা! পবিত্রতা ও বরকত মন্ডিত প্রশংসা! হে আমাদের প্রভু! আমরা এই দস্তরখান তুলে নিচ্ছি। এরূপ নয় যে, এই খাদ্য চিরতরে আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছে। আমরা একে চিরতরে ত্যাগ করছি না এবং আমরা এ নিয়ামতের প্রতি অমুখাপেক্ষীও হতে পারি না।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহারের পর হাত ধুয়ে নিতেন এবং **হাতের আর্দ্রতা হাতে, মুখমন্ডলে ও মাথায় মুছে শুকিয়ে নিতেন।**– ইবনে মাজাহ্ শরীফ, জলীলুল বয়ান-রুহুল বয়ান ৩১৫-৩১৬ পৃ.

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্রাম ও নিদ্রা

আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রাণী জগতের প্রতি বিশ্রাম ও নিদ্রারূপ প্রশান্তির সুব্যবস্থা করেছেন। এ নিয়ামত তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ দয়া ও করুণা। "আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী। আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ।"– কুরআন (৭৮ঃ৯-১০)

নিদ্রা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিস্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, দুনিয়ার কোন শান্তি যার বিকল্প হতে পারে না। বিশ্রাম ও নিদ্রার ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুপম আদর্শ রয়েছে। সরল-সহজ জীবন যাপনেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর বিশ্রাম ও নিদ্রার সামগ্রী ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও প্রয়োজন মাফিক, যতটুকু নিতান্তই প্রয়োজন ততটুকুই যথেষ্ট মনে করতেন। তিনি আরাম আয়েশে গা ভাসিয়ে দিতেন না।

বিশ্রাম-নিদ্রার সময় ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজন মতো ঘুমাতেন। রাত্রিকালে ঘুমাতেন এবং জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করতেন। অতঃপর পুনরায় ঘুমাতেন।

১। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রের প্রথম **ভাগে নিদ্রা যেতেন এবং শেষাংশে জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় করতেন, এরপর পুনরায় ফিরে যেতেন।** মুয়াজ্জিন আযান দিলে আবার দ্রুত উঠে যেতেন।– বুখারী শরীফ

২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানুল মুবারকে অন্যান্য মাস অপেক্ষা কম ঘুমাতেন। এই মাসে তিনি দীর্ঘ সালাত আদায় করতেন। রমযানে তিনি কখনো কখনো বিতরের পূর্বেও বিশ্রাম করতেন।– বুখারী শরীফ

৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কখনো সাহ্রির সময় পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। সাহরির পর সময় থাকলে ফযরের নামায পর্যন্ত তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে লিপ্ত থাকতেন। তিনি কখনো কখনো ফযরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায়ের পরও বিশ্রাম করতেন।– বুখারী শরীফ

৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায শেষ করে ঘরে চলে আসতেন এবং **ঘরে চার রাকআত নামায আদায় করে আরাম করতেন। অযুর পানি ও মিসওয়াক শিয়রের পাশেই রাখা হতো। ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে প্রথমেই মিসওয়াক করতেন। তারপর অযু করতেন এবং আট রাকাআত নামায আদায় করতেন।**

৫। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "শয়নকালে বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পাঠ করে ঘুমালে দুর্ঘটনা ঘটবে না।"– দায়লামী শরীফ

৬। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "শয়ন করতে ইচ্ছা করলে নামাযের মতো ওযু করো, অতঃপর ডান কাত হয়ে শয়ন করে বলো– 'হে আল্লাহ্! আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পন করে দিলাম।' এ অবস্থায় মৃত্যু হলে ধর্মের সাথে মৃত্যু হবে।"– কাঞ্জুল উম্মাল

৭। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পবিত্র অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি যেন রোজাদার নামাযী।"– কাঞ্জুল উম্মাল

দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম ঃ

৮। হযরত উম্মে সুলায়ম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট আসতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। তিনি একটি চামড়া বিছিয়ে দিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর **'কায়লুলা' তথা দুপুরের বিশ্রাম করতেন।**– মুসলিম শরীফ

৯। হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধের সফরে দুপুরের বিশ্রামের সময় হলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি (বাবলা) গাছের নিচে অবতরণ করে সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন।– বুখারী শরীফ

১০। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার শেষ করেই ঘুমাতে নিষেধ করতেন। কেননা এর দ্বারা শরীর ও মন ভারী হয়ে যায়। **তিনি প্রত্যুষে এবং আসরের পরও ঘুমাতে নিষেধ করতেন। একদিন হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা-কে প্রত্যুষে ঘুমন্ত দেখে তিনি বললেন, উঠ! তুমি এমন সময় ঘুমাচ্ছ যখন রিযিক বন্টিত হয়।**– যাদুল মা'আদ

১১। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "দিনে খাওয়ার পর কায়লুলা করে রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার সাহায্য করো।"

দিনে খাওয়ার পর কায়লুলা (সামান্য শয়ন) করা সুন্নত।

আরাম শয্যা ঃ

১২। হযরত ইমাম বাকের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো, আপনার ঘরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি বললেন, তাঁর বিছানা ছিল **খেজুরের ছাল ভর্তি চর্মনির্মিত**।

১৩। হযরত হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার ঘরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা কেমন ছিল? তিনি বললেন, আমি একটি চটকে দু'ভাঁজ করে তাঁর নিচে বিছিয়ে দিতাম। একদিন আমি সেটিকে চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিতে চাইলাম, যাতে বিছানাটি একটু নরম হয়। তাই করলাম, প্রত্যুষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাত্রে আমার নিচে কি বিছিয়েছিলে? আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম! সেই চটই ছিল, তবে একে চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম, যাতে নরম হয়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একে আগের অবস্থাতেই থাকতে দিও। তোমার আজকের এই **নরম বিছানা রাত্রিতে আমার তাহাজ্জুদ নামাযে প্রতিবন্ধক হয়েছে।**– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

১৪। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানা কখনো চটের এবং কখনো খেজুর পাতার মাদুর হতো। একাধিক হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) যখন নরম বিছানা তৈরি করার আবেদন করতেন, তখন তিনি বলতেন, **পার্থিব আরাম-আয়েশে আমার কি প্রয়োজন? আমি তো এমন এক পথিক, যে চলতে** চলতে পথিমধ্যে বিশ্রাম নেয়ার জন্য কোন বৃক্ষের ছায়ায় বসে যায় এবং কিছুক্ষণ বসে পুনরায় এগিয়ে যায়।– খাসায়েলে নববী

১৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি উপস্থিত হয়ে দেখি, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার মাদুরে শুয়ে আরাম করছেন। মাদুরের চিহ্ন তাঁর দেহ মুবারকে ফুটে উঠেছিল। এ দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন, ব্যাপার কি? কান্না করছো কেন? আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রোম ও পারস্য সম্রাটরা তো রেশম ও মখমলের গদির উপর ঘুমায়, আর আপনি খেজুর পাতার মাদুরের উপর? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখো, এতে কাঁদার কি আছে? তাদের জন্যে দুনিয়া, আর আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত। সুবহান-আল্লাহ্।

১৬। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **একটি ক্ষুদ্র মাদুরের উপর নামায আদায় করতেন।**– ইবনে সা'দ

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পোশাক ও সাজ-সজ্জা

সাইয়্যেদুল মুরসালিন, রহমাতুল্লিল আলামিন সরদারে দু'জাহান রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে লৌকিকতা বিবর্জিত উদার নীতি গ্রহণ করেছেন। যা উপস্থিত ও সহজ লভ্য হতো এবং যে পোশাকই প্রয়োজন মিটিয়ে দিতো, তা নিয়েই তুষ্ট থাকতেন। কোন পোশাকটি নিম্ন মানের সেদিকে তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। তিনি যে সব পোশাক পরিধান করতেন তা হলো- **লুঙ্গি, জামা, চাদর, জুব্বা, কাবা, কার্পাস, পশম অথবা কাতান বস্ত্র, জুতা, মোজা** ইত্যাদি।

অধিকাংশ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটা কাপড়ের ইযার (লুঙ্গি) ও চাদর পরিধান করতেন।

১। عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ –

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিবারা (ইয়ামন দেশীয় সুতি কাপড়) কাপড় পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

২। হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বাধিক পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামিজ তথা জামা। যদিও তিনি লুঙ্গি এবং চাদরও অনেক সময় পরিধান করতেন। কিন্তু জামা পরিধান তিনি অধিক পছন্দ করতেন।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৩। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামা সুতি এবং সংকীর্ণ আঁচল ও সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট হতো। তাতে বোতাম লাগানো ছিল এবং বুক বরাবর ফাড়া ছিল। এটাই তাঁর সুন্নাত।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর **লুঙ্গি সাড়ে চার হাত লম্বা** এবং সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত ছিল।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৫। অন্য হাদীস শরীফে আছে, **চাদর চার হাত লম্বা ও আড়াই হাত প্রশস্ত** এবং **লুঙ্গি সাড়ে চার হাত লম্বা** ও **দু'হাত প্রশস্ত ছিল।** লুঙ্গি সর্বদা গোছার অর্ধেকের উপরে রাখতেন এবং তার সামনের ভাগ পিছনের ভাগ থেকে সামান্য নীচু থাকতো।– খাসায়েলে নববী

৬। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সকালে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন তাঁর গায়ে কালো পশমী চাদর ছিল।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামা সুতি ছিল, যা অধিক লম্বা ছিল না এবং তার আস্তিনও তেমন দীর্ঘ ছিল না।

হযরত বিজুরী (রহঃ) লিখেছেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে **একটিই জামা ছিল।**

৭। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ছিল সকালের খাবার থেকে কিছু সন্ধ্যার জন্যে বাঁচিয়ে রাখা এবং সন্ধ্যার খাবার থেকে কিছু সকালের জন্যে বাঁচিয়ে রাখা। **অধিকাংশ সময়ই জামা, চাদর, লুঙ্গি অথবা এক জোড়া জুতার অতিরিক্ত পোশাক থাকতো না।**

৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামার আস্তিন খুব আঁটসাঁট এবং খুব ঢিলা রাখতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত রাখতেন। চোগা ইত্যাদির আস্তিন অবশ্যই আরও লম্বা হতো, কিন্তু হাতের আঙ্গুল অতিক্রম করতো না।

৯। وَعَنْ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيْضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ –

হযরত সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো।** কেননা, তা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের **মৃতদেরকেও সাদা কাপড়ে কাফন পরিধান করাও।"**– মুসনাদে আহ্মদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১০। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই জামা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন।"– তিরমিযী শরীফ

১১। عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ الْاَسْوَدِ الْاِصْفَهَانِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবুল আসওয়াদ আল ইসফাহানী (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কোন নতুন পোশাক পরিধান করলে **জুমু'আর দিনে শুরু করতেন।"**– আখলাকুন্ নবী

১২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো, দান করো, কিন্তু অপব্যয় ও অহংকার করো না।**

১৩। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হালাল খাদ্য যা ইচ্ছা খাও এবং জায়েজ পোশাক যা ইচ্ছা ব্যবহার করো, যত মূল্যই হোক না কেন, কিন্তু অপব্যয় ও অহঙ্কার এ দু'টি জিনিস থেকে বিরত থাকো।– বুখারী শরীফ

১৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অতি উত্তম পোশাক পরিধান করতে দেখেছি।

১৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অহংকার ও ঔদ্ধত্যের নিন্দা করতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম আরজ করতেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ স্বভাবতই উৎকৃষ্ট পোশাক এবং দামী জুতা জোড়া পছন্দ করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলতেন–

اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'য়ালা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"

অন্য হাদীস শরীফে আছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ يُحِبُّ اللَّطَافَةَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ লালিত এবং লালিত্যকে পছন্দ করেন।"

১৬। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন প্রতিনিধি দলের আগমন উপলক্ষে তাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্যেও উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন এবং জুমুআ ও ঈদের জন্যেও সাজসজ্জা করতেন। এ জন্যে তিনি **আলাদা পোশাক সংরক্ষিত রাখতেন**।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

১৭। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাবেন।"– মুসনাদে আহ্মদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

উল্লেখ্য, যে পোশাক পরিধান করলে নিজের মনে গর্ব-অহঙ্কার আসে, কিংবা নিজেকে পদস্থ ব্যক্তি বলে মনে হয়। অথবা নিজেকে সুফী-দরবেশ বলে প্রকাশ পায়, এ ধরনের পোশাককে সুনামের পোশাক বলা হয়।

১৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি পরহেযগারীর খাতিরে ভালো ভালো পোশাক পরিধান পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাকে মর্যাদা ও সম্মানের পোশাকে সুসজ্জিত করবেন।"– আবু দাউদ শরীফ

১৯। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "একদা সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **সাদাসিধা পোশাক পরিধান করা ঈমানের একটি চিহ্ন**।"– আবু দাউদ শরীফ

২০। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের গুণাবলীর মধ্যে **পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং অল্পে সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে পছন্দনীয়**।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

২১। জনৈক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কমদামী পোশাক পরিহিত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে ধন-সম্পদ বলতে কিছু আছে কি? আমি বললাম– জি হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে সর্বপ্রকার ধন-সম্পদ দান করে ধন্য করেছেন। তিনি বললেন, **আল্লাহ্ তা'য়ালার নিয়ামত ও দান তোমার দেহে প্রকাশ পাওয়া উচিত**। উদ্দেশ্যে এই যে, **যে পোশাক ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত, তা পরিধান করো এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করো**।

২২। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এলোকেশ বিশিষ্ট লোককে দেখে বললেন– এ ব্যক্তি কি তার মাথা পরিপাটি করার জন্য কোন কিছু (চিরুনি) পায় না?

২৩। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অপছন্দ ছিল পোশাক পরিচ্ছদ পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত অন্য পরিচ্ছদ ক্রয় করা। উম্মাহাতুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, **পর জীবনে যদি আমার সঙ্গে মিশতে চাও, তবে একজন আরোহী পথিকের উপজীবিকাই তোমার পক্ষে এই পৃথিবীতে যথেষ্ট,** ধনীদের সংসর্গ হতে সতর্ক থাকো এবং **ছিন্ন বস্ত্র সেলাই না দেয়া পর্যন্ত একে পুরাতন মনে করো না।**

২৪। وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَإِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ هٰذَيْنِ –

হযরত আবু বুরদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একখানা তালিযুক্ত চাঁদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইযার (লুঙ্গি তহবন্ধ) আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

২৫। হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "গাঁইট-টাকনুর নিচে ঝুলিয়ে যে লুঙ্গি, তহবন্দ বা পায়জামা পরিধান করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার দিকে কিয়ামতের দিনে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।"– আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

পুরুষের নাভি হতে হাঁটুর নিচের অংশ পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। আর স্ত্রী লোকদের মুখ, হাতের কব্জি, পায়ের পাতা ছাড়া আর সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরয। স্ত্রী লোকদের মাথা, কান, গলা ও হাত-পা, কব্জি-গ্রন্থি পর্যন্ত ছতরের অন্তর্ভুক্ত। তবে গায়রে মোহরেম পুরুষের নিকটে স্ত্রীলোকের মুখ ঢেকে রাখার বিধান ইসলামে রয়েছে।

মানুষের পোশাক কেবল শরীর ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে নয় বরং এর তিনটি বিশেষ গুণ রয়েছে। যেমন– শীত-গ্রীষ্মে শরীর রক্ষা করে, শারীরিক দোষ ঢেকে রাখে এবং আন্তরিক স্বভাব প্রকাশ করে।

২৬। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "সাদা কাপড় অত্যধিক পবিত্র ও উৎকৃষ্ট।"

২৭। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে নতুন কাপড় পরিধান করে বলে– 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী কাছানী মা ওয়ারী বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফি হায়াতী'; অতঃপর নিজ পুরাতন কাপড়খানা কোন দরিদ্রকে সদকা করে দেয় তবে সে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'য়ালার অনুগ্রহে শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।"– তিরমিযী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর টুপি মুবারক

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ۔

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা টুপি পরিধান করতেন।"

وَعَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ قَالَ كَانَ كِمَامُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُطْحًا – رواه الترمذى

হযরত আবু কাব্শা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-গণের টুপি ছিল চেপ্টা।"– তিরমিযী শরীফ

হযরত হুজাইয ইবনে ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে বুস্‌র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাথে দেখা হলে আমি তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে বললাম। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তিন ধরনের টুপি দেখেছি। একটি লম্বা টুপি, একটি দুই কান বিশিষ্ট (কান ঢাকা যায় এমন) টুপি এবং একটি মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি।– আখলাকুন্ নবী

উল্লেখ্য যে, লম্বা টুপি অর্থ ইয়ামানে তৈরী লম্বা ডোরাদার টুপি, সফরকালীন কান ঢাকা টুপি এবং মাথার সাথে লেপটে থাকা তুলার আস্তরণ বিশিষ্ট টুপি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাগড়ী মুবারক

১। وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ — رواه الترمذى

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– "রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই পাগড়ী বাঁধতেন, তখন শামলা উভয় কাঁধের মধ্য দিয়ে (পিছনের দিকে) ঝুলিয়ে দিতেন।"– তিরমিযী শরীফ

২। وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَاِنَّهَا سِيْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَارْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ —

হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **"তোমরা পাগড়ী বাঁধবে। কেননা, তা ফিরিশতাদের প্রতীক।** আর তা (অর্থাৎ এর শামলা) পিছনে পিঠের উপর ছেড়ে দাও।"– বায়হাকী শো'আবুল ঈমান

৩। وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ — رواه ابو داؤد

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– "একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার মাথায় পাগড়ী বেঁধে দিলেন এবং এর এক দিক আমার সামনের দিকে অপর দিক পিছনে ঝুলিয়ে দিলেন।" – আবু দাউদ শরীফ

৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমরা পাগড়ী পরিধান করবে। এতে তোমাদের ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আর পাগড়ী আরবদের তাজ বা রাজকীয় মুকুট।– বায়হাকী শো'আবুল ঈমান

৫। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **"পাগড়ী সহকারে দু'রাকআত নামায বিনা পাগড়ীতে আদায়কৃত সত্তর রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম।"**– কাঞ্জুল উম্মাল, জামিউস সগীর, জামিউল আহাদিস, দাইলামি, মাকাছিদুল হাসানাহ

৬। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিলো এবং তাঁর দুই কাঁধের ওপর ধুলাবালি জমে ছিলো।– আখলাকুন্ নবী

বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত সুলাইমান ইবনে আবদিল্লাহ্ এর একটি হাদীসে পাগড়ীর রং সম্পর্কে বলা হয়েছে– সাদা, সবুজ, কালো, হলুদ এবং লাল হতে পারে। তবে সাদা, সবুজ ও কালো রঙের পাগড়ীর প্রচলনই বেশি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুতা মুবারক ও মোজা মুবারক

১। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চপ্পলের দুটি ফিতা ছিলো।– আখলাকুন্ নবী

২। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় **ডান পায়ে আগে চপ্পল পরতেন এবং খোলার সময় বাঁ পায়ে চপ্পল আগে খুলতেন।**– আখলাকুন্ নবী

৩। হযরত আমির (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শুবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞাস করা হলো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

মোজা কোথা থেকে এসেছিলো? তিনি বললেন, দাহ্ইয়া কালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মোজা দুটি তাঁকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তা ব্যবহারও করেছিলেন।

৪। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরিধান করতেন, যা দেখতে চটি জুতার মতো ছিল। তাঁর জুতা জোড়ার দুটি করে 'তসমা' (চামড়ার ফিতা) ছিল। একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মাঝে এবং একটি মধ্যমা অঙ্গুলি ও তার পার্শ্বস্থ অঙ্গুলির মাঝে ছিল। পিছনের একটি তসমাও অতিরিক্ত ছিল।

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুতা জোড়া অর্ধ হাত ও দু'আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা এবং সাত আঙ্গুল চওড়া ছিল। উভয় তসমার মাঝখানে নিচে দু'আঙ্গুলের ব্যবধান ছিল।

৬। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তখন সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে এবং যখন জুতা খোলে তখন বাম পা যেন প্রথমে বের করে।** অর্থাৎ পরিধান করার সময় ডান পা আগে এবং খোলার সময় বাম পা আগে।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৭। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে জুতা পরিধান করতেন এবং জুতা তুলে নেয়ার সময় বাম হাতের তর্জুনী দ্বারা তুলে নিতেন।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোমবিহীন পাকা চামড়ার জুতা ব্যবহার করতেন। ঈসা ইবনে তাহমান (রঃ) বলেন, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দুই ফিতাবিশিষ্ট দুটি জুতা এনে আমাদেরকে দেখালেন, যার চামড়ার উপর কোন পশম ছিল না।– আখলাকুন নবী। জুতায় পাশাপাশি দুটি ফিতা ছিল।

৯। ইয়াজিদ ইবনে আবু যিয়াদ বলেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চপ্পল তলার দিকে মধ্যখানে পাতলা ও জিহ্বার পার্শ্বদেশের মতো সরু ছিল এবং গোড়ালির পিছনের দিকের অংশ কিছুটা বের হয়ে থাকতো। চপ্পলের ব্যাপারে এছাড়া আর যে বর্ণনা আসছে তা হলো, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **চপ্পল পরিধান করে সালাত আদায় করতেন।**– বুখারী শরীফ

নতুন পোশাক পরিধান করে শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন পোশাক পরিধান করতেন, তখন পোশাকের নাম নিয়ে আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা নিম্নরূপে প্রকাশ করতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ- اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا
صُنِعَ لَهٗ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ *

"হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা আপনারই। আপনি যেমন আমাকে এই কাপড় পরিয়েছেন, তেমনি আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও সে বিষয়ের কল্যাণ প্রার্থনা করি, যার জন্যে এটি তৈরি করা হয়েছে। আমি আপনার কাছে এর অকল্যাণ ও সে বিষয়ের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার জন্যে একে বানানো হয়েছে।

নিম্নোক্ত দু'আও পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে কাপড় পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমি আমার গুপ্তাঙ্গ আবৃত করি এবং জীবদ্দশায় এর সাহায্যে শোভা অর্জন করি।"– যাদুল মা'আদ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত আসবাবপত্র

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোটা জীবনই তাঁর উম্মতের জন্য আদর্শ।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ،

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের আশা রাখে, আল্লাহ্-কে বেশি বেশি যিকির-স্মরণ করে তাদের জন্যে রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে অনুপম আদর্শ।"– কুরআন (৩৩ঃ২১)

পবিত্র আয়াতের আলোকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আচার-আচরণ, কথাবার্তা, জীবনযাপন, খানাপিনা, ক্রয়-বিক্রয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, ঘর-সংসার তথা সকল কিছুই উম্মতের জন্য অনুসরণীয়। ঘরের আসবাবপত্র জীবন যাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন যাপনকে অনুসরণ করতে চাইলে তাঁর ব্যবহৃত আসবাবপত্র সম্পর্কেও পূর্ণ অবগতি থাকা প্রয়োজন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত আসবাবপত্র ছিল খুবই সীমিত। মুহাম্মাদ ইবনে মুহাজির (রঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু পরিত্যক্ত মালপত্র উমার ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এর ঘরে রক্ষিত ছিল। তিনি প্রত্যহ তা দর্শন করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, কুরাঈশগণ কখনো তাঁর নিকট সমবেত হলে তিনি তাঁদেরকে বলতেন, যে মহান ব্যক্তিত্বের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করেছেন তাঁর সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি

হলো এই। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর বরকতময় জিনিসের মধ্যে ছিল **রশির তৈরি একটি খাটিয়া, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার ক্ষুদ্র বালিশ, একটি বড় পেয়ালা, একটি ছোট পেয়ালা, সিরিয়ার জারমাকানীগণ কর্তৃক তৈরি উলের একটি চাদর, একটি চাকতি এবং কয়েকটি তীরভর্তি একটি তূনীর।**– আখলাকুন্ নবী

হযরত নবী করীম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মানুষের জন্য যখন উত্তম আদর্শ, তখন তিনি খুবই সাদাসিধা, সহজ-সরল এমন একটি জীবন বেছে নিয়েছিলেন, যে জীবন ধনী-গরীব সকলের জন্যই অনুসরণ করা সম্ভব। তিনি সুখভোগ ও বিলাসিতাকে যথা সম্ভব পরিহার করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত আসবাবপত্র

১। আংটি মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত মুবারকে আংটি ব্যবহার করেছিলেন।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ডান হাতে আংটি পরিধান করতেন এবং বলতেন বাম হাতের চেয়ে ডান হাত সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ার অধিক উপযোগী।– আখলাকুন্ নবী

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি রৌপ্যের আংটি ছিল যার নক্শা হাবশার তৈরি।"– শামায়েলী তিরমিযী শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নক্শা করা আংটিতে লেখা ছিল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্'। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ছিল একটি লাইনে, 'মুহাম্মাদ' ছিল একটি লাইনে এবং 'রসূলুল্লাহ্' ছিল একটি লাইনে।– আখলাকুন্ নবী

সে যুগে রাষ্ট্রিয় চিঠিপত্রে সীল-মোহর ব্যবহার করা হতো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশের বাদশাহ্দের কাছে পত্র পাঠানোর সময় এ কালিমা লেখা আংটি দিয়ে মোহর করতেন।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তিকালের সময় তাঁর ডান হাতে আংটি ছিল।– আখলাকুন্ নবী

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ও হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে একাধিক বর্ণনা হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতে আংটি ব্যবহার করতেন।– আখলাকুন্ নবী

২। সুরমাদানি মুবারক ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি সুরমাদানি ছিল। তিনি ঘুমানোর সময় তা হতে তিনবার করে প্রত্যেক চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। সুরমা রাখার জন্য একটি সুরমাদানি ব্যবহার করতেন। সুরমা লাগানো হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিত্যদিনের আমল ছিল।

৩। মিসওয়াক মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্যে ছোট হলেও অতি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য হলো মিসওয়াক। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর একটি বর্ণনা হতে এর গুরুত্ব বুঝা যায়। তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কিংবা সফরে পাঁচটি জিনিস কখনো ত্যাগ করতেন না। **চিরুনি, আয়না, সুরমাদানি, মিসওয়াক ও তৈল।**– আল-ওয়াফা

৪। লাঠি মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাঠি ব্যবহার করা পছন্দ করতেন। লাঠির উপর ভর করে চলা নবীগণের একটি পবিত্র নীতি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি লাঠি ছিল, তিনি এর উপর ভর করে হাটতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লাঠি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিতেন।

আহমাদ বদরুদ্দীন নামের জনৈক লেখক তাঁর সীরাত এলবাম গ্রন্থে **হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত দুটি লাঠি মুবারক আজও তুরস্কের তোপকাপি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে বলে প্রামাণ্য চিত্রসহ আলোচনা করেছেন।**

৫। কাঁচি মুবারক ঃ

প্রিয় নবী হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচি ব্যবহার করতেন। তাঁর দুটি কাঁচি ছিল। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনও যুদ্ধে গমন করতেন, আমি তাঁর সফরের প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে দিতাম। আমি তাঁর সাথে যেসব জিনিস দিতাম, তার অন্তর্ভুক্ত থাকতো **তৈল, চিরুনি, আয়না, কাঁচি, সুরমাদানি ও মিসওয়াক**।– আখলাকুন নবী

৬। আয়না মুবারক ঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আল্লাহ্ তা'য়ালা সৌন্দর্যময়, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।' তিনি পরিপাটি থাকা পছন্দ করতেন, এ জন্যই আয়না ব্যবহার করতেন। এমনকি ইহরাম অবস্থায়ও আয়নায় চেহারা মুবারক দেখতেন। আয়না দেখে দু'আ পাঠ করতেন– 'হে আল্লাহ্! আপনি আমার গঠন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রও সুন্দর করেছেন।'

৭। চিরুনি মুবারক ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গমন করলে তাঁর জন্য মিসওয়াক, অযুর পানি ও চিরুনি একপাশে রেখে দেয়া হতো। অতঃপর মহান আল্লাহ্ যখন রাতে তাঁকে ঘুম হতে জাগিয়ে দিতেন তখন তিনি মিসওয়াক করতেন, অযু করতেন এবং চিরুনি দিয়ে মাথা মুবারক আঁচড়াতেন।"– আখলাকুন নবী

৮। খাটিয়া মুবারক ঃ

সরকারে দু'আলম সাইয়্যেদুল মুরসালিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে হযরত আবু আইয়ুব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ঘরে অবস্থানকালে নেতৃস্থানীয় আনসারী সাহাবী হযরত আস'আদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পায়া বিশিষ্ট একটি সাধারণ খাট প্রদান করেন। সেই খাটেই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতেন এবং রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন। **এ মুবারক খাটটি হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর হুজরা শরীফে ছিল। অন্য কোন পত্নীর ঘরে খাট ছিল না।**

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাটটি ছিল খেজুর পাতার দ্বারা তৈরী রশি দ্বারা বুনানো। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তিনি খেজুর পাতার তৈরী রশি দ্বারা বুনানো একটি খাটের উপর আরাম করছিলেন।

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত খাটে অন্য কিছু বিছানো ছাড়া শয়ন করতেন। ফলে পার্শ্ব বদল করলে তাঁর চামড়া মুবারক বা পার্শ্বদেশে রশির বুননের দাগ পরিলক্ষিত হতো।"– আখলাকুন্ নবী

৯। চাটাই / মুদির মুবারক ঃ

প্রিয় নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শয়নের জন্য হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছাড়া আর সকলের ঘরে চাটাই ব্যবহার করতেন। আর তাতে নামাযও আদায় করতেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমাদের নিকট একটি চাটাই ছিল। দিনের বেলায় তা বসার জন্য বিছাতেন এবং রাতের বেলায় তা দাঁড় করিয়ে নিজেদের জন্য কোঠার মত বানিয়ে নিতাম।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাটাই ছিল পশমযুক্ত পাকা চামড়ার। চাটাইটি ছিল শক্ত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চাটাইটি ছিল খেজুর পাতার তৈরি। হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখে ভাল বিছানার ব্যবস্থা করার অনুমতি চাইলে তিনি বলেছেন, আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ তো সেই মুসাফিরের মত, যে গ্রীষ্মের দিনে সফর করে, অতঃপর গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, তার পর সে তা ত্যাগ করে আবার চলা শুরু করে দেয়।"–আখলাকুন্ নবী

১০। তোষক / বিছানা মুবারক ঃ

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যেই বিছানায় ঘুমাতেন, তা চামড়ার তৈরি এবং তার মধ্যে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিল।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন যে, এক আনসারী মহিলা আমার (হযরত আয়েশা রাঃ) কাছে এসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছেঁড়াফোটা কাপড়ে জড়ানো বিছানা দেখতে পেলেন। তখন তিনি ফিরে গেলেন এবং পশমের তৈরি একটি তোষক পাঠিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? আমি বললাম, অমুক আনসারী মহিলা এসেছিলেন। তিনি আপনার বিছানা দেখে এ বিছানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তা ফেরত পাঠিয়ে দিতে বললেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ফেরত পাঠাতে চাচ্ছিলেন না। এভাবে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন তিনবার তা ফেরত পাঠাতে বলে এ কথা বললেন, **আল্লাহ্র শপথ! আমি চাইলে আল্লাহ্ আমার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাহাড় তৈরি করে দিবেন, যা আমার সাথে সাথে চলবে।** হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।"– মাদারিজুন নবুওয়াত

১১। বালিশ মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বালিশটি ব্যবহার করেছেন তা ছিল চামড়ার তৈরি এবং খেজুর গাছের ছাল ভর্তি। আকৃতিতেও বালিশটি ছিল বেশ ক্ষুদ্র। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, **রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানায় ছিল খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি ক্ষুদ্র চামড়ার বালিশ।** অনুরূপ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতেও বর্ণিত আছে।– আখলাকুন্ নবী

১২। লেপ মুবারক ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি **হলুদ রঙের লেপ ছিল**। তাঁর স্ত্রীগণ পালাক্রমে তা ব্যবহার করতেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা একবার বলেছিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমাদের লেপ রেশম, তুলা বা কাতানের ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, সুবহান-আল্লাহ্! তা হলে তা কিসের তৈরি ছিল? তিনি বললেন, এর সুতা বকরীর পশমের এবং বুনন ছিল উটের পশমের। আরও জানা যায় যে, তিনি এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই লেপের মধ্যে ঘুমাতেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদ পড়তেন, তখন লেপের একপ্রান্ত তাঁর গায়ের উপর থাকতো এবং আরেক প্রান্ত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর গায়ের উপর থাকতো। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।– আখলাকুন নবী

১৩। চাদর মুবারক ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দাফনকালে তাঁর ও কবরের মাঝখানে বা'লাবাক এলাকার তৈরি একজোড়া সাদা চাদর রাখা হয়েছিল। হযরত উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একই জোড়া চাদরে ঘুমাতাম। উক্ত চাদরের মূল্য সম্পর্কে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ শিবিকায় হজ্জের সফর করেন যাতে **বিছানো চাদরের মূল্য চার দিরহামের সমতুল্যও ছিল না**।– আখলাকুন নবী

১৪। চেয়ার মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ার সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাঁর যে চেয়ারটি ছিল তিনি তাতে বসতেন এবং এর উপর বসে খুৎবা দিতেন। হযরত আবু রিফা'আ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হলাম। এ সময়ে তিনি একটি চেয়ারে বসে খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমার ধারণা ঐ চেয়ারের পাগুলি ছিল লৌহ নির্মিত।

১৫। থালা মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল একত্রে অনেককে নিয়ে আহার করা। ফলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খাবারের জন্য বড় আকারের থালা ব্যবহার করতে হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুসর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বড় থালা মুবারক ছিল, যাতে চারটি আংটাযুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন, থালা বা খাদ্যের পাত্রটিকে গাররা বা সাদা পেয়ালা বলা হতো। তা বহন করতে চারজন লোকের প্রয়োজন হতো।– আকলাকুন্ নবী

১৬। দস্তরখান মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দস্তরখান (চেপ্টা চামড়া) বিছিয়ে এর উপর খাবারের থালা মুবারক রেখে আহার করতেন। হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার দস্তরখানের উপর বসে আহার করতেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **কখনো টেবিলে আহার করেননি**।– আখলাকুন নবী

১৭। পানপাত্র মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকটি পানপত্র মুবারক ছিল। যেমন–

ক) লোহা দ্বারা মোড়ানো কাঠের বড় ধরনের একটি পানপত্র মুবারক ছিল।– শামায়েল তিরমিযী। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে লোহার পাত দ্বারা বাঁধা একটি কাঠের পাত্র দেখালেন, আর বলেন, এটা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পানপাত্র মুবারক। এতে করে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পানীয়, মধু ও দুধ তথা সব ধরণের পানীয় পান করিয়েছি।

খ) হযরত ইবনুল কায়্যিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রৌপ্যের দ্বারা বাঁধানো একটি পানপত্র ছিল।– যাদুল মা'আদ

গ) হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা বর্ণনা করেন– মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কাঁচের একটি পানপাত্র মুবারক উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। তিনি এতে পানি পান করতেন।– আখলাকুন নবী

ঘ) হযরত ইবনে মানদা খাব্বার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পোড়া মাটির তৈরি পাত্রে পান করতে দেখেছি।– আখলাকুন নবী

ঙ) হযরত ইবনুল কায়্যিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি পাথরের পেয়ালার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সা'আহ নামীয় একটি বড় পেয়ালারও বর্ণনা দিয়েছেন।

১৮। চাকতি মুবারক ঃ

গম ইত্যাদি পেষার জন্য চাকতি ব্যবহার করা হতো। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও একজোড়া চাকতি মুবারক ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায়ের পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নিকট তাঁর পরিত্যক্ত মালপত্র রক্ষিত ছিল। উক্ত মালপত্রের মধ্যে একটি চাকতিও ছিল।– আখলাকুন নবী

১৯। তৈলের শিশি মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তৈল ব্যবহারের অভ্যাস ছিল। ইবনুল কায়্যিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহার সামগ্রীর মধ্যে তৈলের শিশিও উল্লেখ করেছেন।– যাদুল মা'আদ। এ ছাড়াও তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরও যেসমস্ত জিনিসপত্রের উল্লেখ করেছেন তা হলো– **সাদির অর্থাৎ একটি ঝুড়ি, কাঠের তৈরি কাপড় ধৌত করার পাত্র, পিতলের তৈরী গোসলের পাত্র, রাত্রে প্রস্রাব করার পাত্র, আয়না-চিরুনি রাখার ডিব্বা (ডিব্বার মধ্যে দুটি কাঁচি ও মিসওয়াকও থাকতো)।**

এছাড়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাটির কলসির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়ব ইবনে খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দাদা হতে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রৌদ্রে শুকনো একটি পাত্র নিয়ে আহার করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি পানি ভর্তি একটি মাটির কলসির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তা হতে পানি পান করলেন।– আখলাকুন নবী

২০। মশক মুবারক ঃ

সে সময় পানি রাখার জন্য চামড়ার মশক ব্যবহার করা হতো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ রাত্রে উঠলেন এবং লটকিয়ে রাখা পানির মশক ঝাঁকুনি দিলেন আর পানি দ্বারা অযু করতে শুরু করেন।– আখলাকুন নবী

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত সমরাস্ত্র মুবারক

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সশরীরে বহুবার কাফিরদের তরবারির মুখোমুখি হতে হয়েছে, হাতিয়ার ধারণ করতে হয়েছে, ময়দানে নামতে হয়েছে। হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বহু কাফির-মুশরিক, ইহুদী-খৃষ্টান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। এ কারণে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সমরাস্ত্র ব্যবহার করেছেন।

১। তরবারি মুবারক ঃ

হযরত সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ০৯টি তরবারি ছিল। যেমন–

ক) মা'ছুর মুবারক ঃ এই তরবারিটি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং মদীনা শরীফে হিযরতের সময়ও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

খ) আল-আদাব মুবারক ঃ ধারালো ছেদনকারী অথবা কর্তনকারী অর্থে এ ধরনের নামকরণ করা হয়েছিল। এটা ছিল হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক প্রদত্ত তরবারি। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় এ তরবারিটি দিয়েছিলেন।

গ) যুলফিকার মুবারক ঃ হাদীস শরীফ ও ইতিহাসের আলোচনায় 'যুলফিকার' নামীয় তরবারিটিই সুপ্রসিদ্ধ। হযরত মাযরুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুলফিকার নামীয় তরবারি শান দ্বারা ধার দিয়েছি। এর বাঁট, বাঁটের কান ও রিং এসব ছিল রৌপ্যের তৈরী। হযরত রসূলে

আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ তরবারি ছাড়া কোন যুদ্ধই করেননি। ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তরবারি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর এই তরবারি ভোতা হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন এভাবে যে, এ যুদ্ধে তাঁর পরিবারের কেউ শহীদ হবেন। তাঁর পিতৃব্য সায়্যিদুশ শোহাদা হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।– আখলাকুন নবী

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে এ তরবারিটি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দান করেছিলেন।– সীরাতুন্‌নবী (শিবলী নু'মানী)

এছাড়াও ঘ) সামসামা মুবারক, ঙ) কাল'ঈ মুবারক, চ) হাতাফ মুবারক, ছ) রাসূব মুবারক, জ) আল-মিখযাম মুবারক এবং ঝ) কাদীব মুবারক।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরবারিগুলোর পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নামকরণ করা হয়েছে।

২। লৌহবর্ম মুবারক ঃ

যুদ্ধের সময় জামার মতো পরিধান করার জন্য লোহার পাত বা শিকল নির্মিত পোশাক, যা দ্বারা শরীরকে তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করা হয়, এটাই হলো লৌহবর্ম। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লৌহবর্মগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যেমন– ১) যাতুল ফুদূল মুবারক, ২) যাতুল বিশাই মুবারক, ৩) যাতুল হাওয়াশী মুবারক, ৪) সাফারিয়া মুবারক, ৫) ফিয্‌যা মুবারক, ৬) বাতরা বা তারব মুবারক এবং ৭) খায্‌নাক মুবারক।

৩। ধনুক মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত ধনুক সম্পর্কেও জানা যায় যে, তিনি একাধিক ধনুক ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ধনুকের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যেমন– ১) বায্‌যা মুবারক, ২) রাওহা মুবারক, ৩) সাফ্‌রা মুবারক, ৪) যাওরা মুবারক এবং ৫) শিদাদ মুবারক।

৪। তূণীর মুবারক ঃ

ধনুকের তীর রাখার জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফুর নামে একটি তূণীর ছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এর সংগ্রহে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সকল ব্যবহারিক সামগ্রী ছিল তার মধ্যে এই তূণীরটিও ছিল।– আখলাকুন্ নবী

৫। বল্লম মুবারক ঃ

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সরঞ্জাম হিসেবে কয়েকটি বল্লম ব্যবহার করতেন। এগুলো পৃথক পৃথক নামে পরিচিত। যেমন– ক)

নাব'আ মুবারক, খ) বায়দা মুবারক, গ) আনাযা মুবারক, ঘ) মোহর মুবারক এবং ঙ) নুমু মুবারক।

৬। ঢাল মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত সামরিক সামগ্রী হিসেবে কয়েকটি ঢালও ছিল। এর মধ্যে একটির নাম ছিল 'যালুক'। অপর একটির নাম ছিল 'ফুতাক'। এ ছাড়া রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরও একটি ঢাল ছিল যার একটি ছবি ছিল। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্পর্শে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।– আসাহহুস সিয়ার (ইবনুল কায়্যিম)

৭। বর্শা মুবারক ঃ

ইতিহাস ও হাদীস শরীফের কিতাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত বর্শা সম্পর্কে তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেবল এক জায়গায় তিনি ০৫টি বর্শা ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। অপর এক স্থানে তাঁর দুটি বর্শার নাম উল্লেখ রয়েছে। যেমন– ক) মুছনা মুবারক ও খ) মুছবী মুবারক।

৮। শিরস্ত্রাণ মুবারক ঃ

'শিরস্ত্রাণ' বলা হয় লোহা দ্বারা নির্মিত টুপিকে। এটা যুদ্ধের সময় মাথাকে আঘাত হতে রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণের মুবারক নামগুলো হলো– ক) মুওয়াশশাহ্ মুবারক, খ) মাসবূগ অথবা যাতুস্-সাবূগ মুবারক।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা শরীফ বিজয়ের দিনও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথা মুবারকে শিরস্ত্রাণ মুবারক ছিল।– আখলাকুন্ নবী

৯। তাঁবু মুবারক ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়া ও পশমী উভয় রকমের তাঁবু ব্যবহার করেছেন। মরুভূমিতে কোথাও বিশ্রাম নিতে হলে তাঁবুর প্রয়োজন হয়। বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চর্ম নির্মিত তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর সাথে সেখানে প্রায় চল্লিশজন লোক ছিল।

১০। পতাকা মুবারক ঃ

বিভিন্ন সামরিক অভিযানে বিভিন্ন ধরনের পতাকা হুজুর করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করেছেন। যেমন–

ক) কালো বর্ণের বড় পতাকা মুবারক ঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর চাদর দ্বারা তৈরি 'উকাব' নামে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর একটি বড় কালো পতাকা ছিল, তার উপরে উটের পালানোর নক্শা ছিল। প্রায় সময় এ পতাকা মুহাজিরদের পক্ষ হতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং আনসারদের পক্ষ হতে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বহন করতেন।

খ) সাদা বর্ণের ক্ষুদ্র পতাকা মুবারক ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা সাদা রঙের ক্ষুদ্র পতাকা বাঁধতেন। আর তাঁর নিজের ছোট পতাকাও ছিল সাদা রঙের। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর একটি বর্ণনায় রয়েছে– এতে লেখা ছিল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'।

গ) হলুদ বর্ণের পতাকা মুবারক ঃ হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হলুদ বর্ণের পতাকা সম্পর্কিত আলোচনা একেবারেই কম। হযরত সিমাক ইবনে হারব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হলুদ বর্ণের পতাকা ছিল।

১১। ঘোড়া ঃ

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ০৭ (সাত)টি সওয়ারীর ঘোড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন–

ক) সাক্ব ঃ সাক্ব অর্থ অধিক প্রবাহমান। এটা পানি প্রবাহের ন্যায় দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে এই নামে আখ্যায়িত ছিল। এটাই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মালিকানায় সর্বপ্রথম ঘোড়া। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে মদীনা শরীফে নবু ফাযারা গোত্রের জনৈক ব্যক্তির নিকট হতে দশ উকিয়ায় ক্রয় করেন। এতে আরোহণ করে তিনি সর্বপ্রথম ওহুদের ময়দানে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট এই ঘোড়াটি এবং আবু বুরদার একটি ঘোড়া ছাড়া আর কোনও ঘোড়া ছিল না। এর কপাল ও ডান দিকের পায়ের রঙ ছিল সাদা। এটা লাল ও কালোর মাঝামাঝি বর্ণের ছিল।

খ) মুরতাজিয ঃ উত্তম আওয়াজের কারণে ঘোড়াটির এই নামকরণ করা হয়েছিল। মুরতাজিয সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই ঘোড়াটিকে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুররা গোত্রের জনৈক বেদুইনের নিকট হতে ক্রয় করেছিলেন।

গ) লাহীফ ঃ লাহীফ, লাখীফ বা লুহায়ফ নামে ঘোড়াটি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপহার পেয়েছেন। এ ঘোড়াটিকে উবায় ইবনে আব্বাসের বাগানে বেঁধে রাখা হতো।

ঘ) লিযায ঃ মিশরের বাদশাহ্ মুকাওকিস তাঁর উপহার সামগ্রীর মধ্যে এই ঘোড়াটিও হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দিয়েছিলেন।

ঙ) যারিব ঃ এই ঘোড়াটি ছিল হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোড়াগুলোর মধ্যে অত্যন্ত শান্ত। হযরত ইবনে জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর

ইতিহাসে একে হযরত ফারওয়া ইবনে আমল আল-জুযামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাদিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

চ) ওয়ারদ ঃ হযরত তামীম আদ-দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ঘোড়াটি হাদিয়া দিয়েছিলেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এটা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে উপহার হিসেবে দান করেছিলেন। গোলাপি ধরনের রঙিন হওয়ার কারণে এর এই নামকরণ করা হয়েছে।

ছ) সাবহা ঃ এ ঘোড়াটি খুবই দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিল। এ কারণেই এর নাম ছিল 'সাবহা'।

হযরত ইবনে কায়্যিম (রঃ) বলেন– এ সাতটি ঘোড়ার ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ঐক্যমত রয়েছে। এছাড়াও 'শাজা' ও 'ইয়া'সূর' নামে দুটি ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে কায়্যিম বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত সাতটি ঘোড়া ছাড়াও আরও পনেরটি ঘোড়া ছিল।

১২। ঘোড়ার জিন ঃ

খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন– আমার ঘোড়ার জিন প্রস্তুত করে দাও। তিনি পশমবিহীন একটি পাতলা জিন বের করে আনেন।– আখলাকুন্ নবী

১৩। বকরি ঃ

বর্ণিত আছে নবী করীম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একশত বকরি থাকতো। কোন কারণে কম হলে পূর্ণ করতেন, আর বেশি হলে জবেহ করতেন। এগুলো হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিগতভাবে ভোগ্য সম্পদ ছিল না বরং জিহাদের সময় এগুলো ব্যবহার করা হতো।

১৪। উট ঃ

সায়্যিদিল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ০৩টি উট ছিল। যেমন–

ক) কাসওয়া ঃ হিযরতের সময় হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মহানবী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য এ উটনীটি ক্রয় করেন। মক্কা শরীফ হতে এ উটটিতে আরোহণ করে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছেন। এ উটনীই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ির সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এ উটে আরোহণ করে মক্কা শরীফ বিজয়ের দিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন। এ উটেই আরোহণ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের খুৎবা প্রদান করেন।

খ) আদবা ঃ হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'আদবা' উটটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও তেজস্বী ছিল। প্রতিযোগিতায় সব সময়ই সে বিজয়ী হতো।

গ) জাদ'আ ঃ কেউ কেউ আযরা বা জাদ'আ নামে একটি উটের উল্লেখ করেছেন।

১৫। খচ্চর ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাতটি খচ্চর ছিল। এদের বিভিন্ন নাম ছিল। যেমন–

ক) দুলদুল ঃ মিশরের বাদশাহ্ মুকাওকিস হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ খচ্চরটি উপহার দিয়েছিলেন। তিনি মদীনা শরীফে অবস্থানকালে ও সফরে এর পিঠে আরোহণ করতেন। হযরত মু'আবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর যামানা পর্যন্ত এটি জীবিত ছিল।

খ) ফিয্যা ঃ হযরত ফারওয়া ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ খচ্চরটি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করেন। তিনি আবার এটা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

১৬। গাধা ঃ

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ০৩টি গাধা ছিল। প্রথম গাধার নাম 'উকায়র', এটি মিশরের বাদশাহ্ মুকাওকিস উপহার দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় 'উফায়বা', এটি ছিল ফারওয়া আল-জুযামীর উপহার। তৃতীয় গাধাটি হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রদত্ত উপহার।–আবদুর রউফ দানাপুরী

১৭। সিন্ধুক মুবারক ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিগত ব্যবহারে একটি সিন্ধুক ছিল। আহমাদ বাদরুদ্দীন তার সীরাত এলবামে উল্লেখ করেছেন যে, এখনও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহারের সেই সিন্ধুকটি তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক তোপকাপি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতি চিহ্ন মুবারক

সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত আসবাবপত্র, মাল সামান ও স্মৃতি চিহ্ন ছিল খুবই সীমিত। তাঁর জীবন যাপনের সংক্ষিপ্ত আসবাবপত্র স্মৃতি চিহ্ন এতো শতাব্দী পরে খুঁজে পাওয়া সত্যিই অকল্পনীয়

ব্যাপার। তবে প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা যে এ উম্মত একেবারেই করেনি তা নয়। যে সকল স্মৃতি চিহ্ন বর্তমান রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল রশি দ্বারা তৈরি **একটি খাটিয়া, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি চামড়ার ক্ষুদ্র বালিশ, একটি কাঠের বড় পেয়ালা, একটি ছোট পেয়ালা, সিরিয়ার জামারকানীগণ কর্তৃক তৈরি একটি পশমের চাদর, একটি চাকতি এবং তীর ভর্তি একটি তূণীর।**– আখলাকুন্ নবী

হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বরকত লাভের জন্য রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মুবারক সংরক্ষণ করেছিলেন। এই চুল মুবারক রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় তাঁর ভক্তগণকে দান করেছিলেন।– শিবলী নু'মানী

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজোড়া জুতা মুবারক এবং একটি কাঠের পেয়ালাও সংরক্ষণ করেছিলেন। পরবর্তীতে কেউ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট আসলে বা কারো দেখার ইচ্ছা হলে তিনি তা তাদেরকে দেখাতেন। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যুলফিকার নামক তরবারিটি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দান করেছিলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ইন্তিকালের পর তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পত্তি হিসাবে তাঁর বংশধরগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত হুসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হওয়ার পর তরবারিটি তার পুত্র হযরত আলী (রঃ) এর হাতে আসে। জনৈক সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পুত্র হযরত আলী (রঃ)-কে বললেন, আপনার নিকট হতে যুলফিকারটি ছিনিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে বিধায় আপনি তা আমাকে দিন। আমি প্রাণের চেয়েও অধিক যত্ন করে এটা সংরক্ষণ করবো। কিন্তু এ অমূল্য বরকতময় বস্তু তিনি হাতছাড়া করতে সম্মত হননি।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু কাপড় ছিল। এছাড়া খলিফাগণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি হিসাবে দুটি স্মৃতির সংরক্ষণকারী ছিলেন– তাঁর সিলমোহরযুক্ত আংটি এবং এবং তাঁর লাঠি। প্রথমে এটা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লাভ করেন, অতঃপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং তার পর তা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাতে আসে। কিন্তু তাঁর আমলে উক্ত দুটি বস্তুই হারিয়ে যায়।

আংটিটা তাঁর হাত হতেই একটি কূপে পড়ে যায়। আর লাঠিটা জাহযাহ্ আল-গিফারী ভেঙ্গে ফেলে। হারানো আংটিটা বহু খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী বাগদাদ এর খলিফাগণের শাসন আমলে এটা পুনরায় পাওয়া গিয়াছিল বলে

কথিত আছে। বলা হয়, বাগদাদের খলিফাদের শাসনামলে তা উদ্ধার হয়ে মোহাফিজখানায় সংরক্ষিত হয়। তুর্কী খলিফাগণ পরে এটা তুরস্কে নিয়ে আসেন।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই সকল স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ করার জন্য মিশরে এক সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। জানা যায়, সেখানে এখনও তাঁর একটি চিরুনি ও একটি সুরমাদানি তাঁর মুবারক স্মৃতি ধরে রেখেছে। তবে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্মৃতি ধরে রাখার জন্য সর্বাধিক বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তুর্কী খেলাফতের সময়। খলিফা সেলিম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতিচিহ্নগুলো যেখানে যেভাবে সংরক্ষিত ছিল সেখান হতে তিনি তা তুরস্কে নিয়ে আসেন এবং তুরস্কের তোপকাপিতে সংরক্ষণ করার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রতি বছর রমযান মাসে তিনি তা পরিদর্শন করতেন। তোপকাপিতে রমযান মাসে তিনি তা পরিদর্শন করতে আসলে সেখানে পনের দিন ব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই মহামূল্যবান স্মৃতিগুলো আজও তুরস্কের সেই **ঐতিহাসিক তোপকাপি যাদুঘরে** সযত্নে সগৌরবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে সকল মহামূল্যবান স্মৃতিচিহ্নগুলো সংরক্ষিত আছে, তা হযরত আহমদ বদরুদ্দীন তাঁর সীরাত এলবামে প্রামাণ্য চিত্রসহ উপস্থাপন করেছেন। যেমন–

ক) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত দুটি লাঠি মুবারক।

খ) তাঁর পাগড়ি মুবারক।

গ) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই যুলফিকার নামক তরবারি মুবারক।

ঘ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যবহৃত ব্যক্তিগত সিন্ধুক মুবারক।

ঙ) প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিলমোহরযুক্ত আংটি যা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর শাসনামলে হারিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে বাগদাদের খলিফাদের শাসনামলে উদ্ধার হয় বলে দাবি করা হয়।

চ) হযরত রসূলুল্লাহ্ এর মুবারক পদচিহ্ন, সেখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ০৬টি মুবারক পদচিহ্ন সংরক্ষিত আছে। এগুলো ইট, পাথর ও তাঁর না'লাইন (একজোড়া জুতা মুবারক) শরীফের উপর।

ছ) হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না'লাইন শরীফ। তবে ঐতিহাসিকভাবে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না যে, এগুলো একান্তই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্মৃতিচিহ্ন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কতিপয় বরকতপূর্ণ আমল

১। দাড়ি ও গোঁফ মুবারক ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি মুবারক কালো ও ঘন ছিল। ফলে তাঁর বক্ষ মুবারক দাড়িতে ভরে যেত।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি মুবারকের আধিক্যে তাঁর বক্ষ মুবারক ভরে গিয়েছিল।– আশ-শিফা, মাদারেজুন্নবুওয়্যত

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুশরিকদের বিরোধিতা করো। দাড়ি বড় করো এবং গোঁফ ছোট করো।– মুসলিম শরীফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোঁফের চুল কাটাতেন।– যাদুল মা'আদ

হানাফী মাযহাবের ফতোয়া হলো- দাড়ি কমছে কম এক মুষ্টি পরিমাণ রাখতে হবে। দাড়ি এক মুষ্টি হয়ে যাওয়ার পর সৌন্দর্য্যের জন্যে তার ডান ও বাম দিক থেকে বর্ধিত চুল কেটে ফেলা জায়েয। দাড়ি চিবুকের নিচে এক মুষ্টির কম হওয়া কিছুতেই জায়েয নয়। আর গোঁফ কাটতে হবে, যাতে মুন্ডানোর কাছাকাছি হয়ে যায়। এটাই সুন্নাত।

২। কেশ (চুল) মুবারক ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কেশ (চুল) মুবারক সম্পূর্ণ কোঁকড়ানো অথবা সম্পূর্ণ সোজা ছিল না; বরং সামান্য কোঁকড়ানো ছিল যা কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছতো।– শামায়েলে তিরিমিযী শরীফ

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কেশ মুবারকের দৈর্ঘ্য কানের মাঝামাঝি পর্যন্ত অথবা কানের লতি পর্যন্ত। এছাড়াও কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত ছিল বলেও বর্ণনা পাওয়া যায়।– শামায়েলে তিরিমিযী শরীফ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চুল কাটাতেন দীর্ঘ বিরতি হতো, তখন চুল লম্বা হয়ে যেত এবং কাটানোর পর ছোট হয়ে যেত।– মাওয়াহেব লাদুন্নিয়া

সুতরাং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **চুল কাটাতেন, মাথা মুড়াতেন না।**

অন্য বর্ণনা রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **হজ্জ ও উমরাহ্ ছাড়া চুল মুড়াতেন না।**– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

৩। তেল ব্যবহার ও চিরুনি করা ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই মাথায় তেল ব্যবহার করতেন এবং দাড়িতে প্রায়ই চিরুনি করতেন। তিনি মাথায় একখন্ড কাপড় রেখে দিতেন, যা অধিক তেল ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে যেত।– শামায়েলে তিরমিযী ও যাদুল মা'আদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িতে তেল ব্যবহারের সময় ঘাড়ের সাথে সংযুক্ত অংশ থেকে শুরু করতেন এবং মাথায় তেল লাগানোর সময় কপালের দিক থেকে প্রথমে শুরু করতেন।– যাদুল মা'আদ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নকালে মিসওয়াক ও অযু করতেন এবং মাথার চুল ও দাড়িতে চিরুনি করতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, সফরে অথবা ঘরে সর্বাবস্থায় তাঁর শিয়রে **০৭টি বস্তু রাখা থাকতো- তেলের শিশি, চিরুনি, সুরমাদানি, কাঁচি, মিসওয়াক, আয়না** এবং **কাঠের একটি ছোট কাঠি, যা মাথা চুলকানির কাজে আসতো।**– যাদুল মা'আদ

৪। বগল মুবারকের কেশ মুবারক ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বগল মুবারকের চুল মুবারক উপড়ে ফেলতেন।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাভীর নিচের চুল মুড়াতেন অথবা নওরা (লোমনাশক ঔষধ ব্যবহার) করতেন।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "পাঁচটি কাজ মানুষের ফিৎরাত বা প্রাকৃতিক ধর্ম।"

ফিৎরাত শব্দের ব্যাখ্যায় আলেমগণ নবী আলাইহিমুস সালামগণের স্বভাব বলে অভিহিত করেছেন। এগুলো হলো– খাৎনা করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কর্তন করা, বগলের লোম মুড়াইয়া ফেলা ও উরুদেশের লোম দূর করা। এ কাজগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শুক্রবার জুমআর পূর্বে সম্পন্ন করতেন। প্রতি সপ্তাহে সম্ভব না হলে প্রতি পনের দিনে একবার করা কর্তব্য। তবে চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হলে গুনাহ্গার হবে এবং নামায মাকরূহ হবে।

৫। নখ মুবারক কাটানো ঃ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি** এবং **বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং সর্বশেষ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটতেন।**

পায়ের নখ কাটানোর ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **প্রথম ডান পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে শেষ করতেন** এবং **বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে শেষ করতেন।**

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি পনের দিন অন্তর অন্তর প্রতি বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার দিন নখ মুবারক কাটতেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চল্লিশ দিবারাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তোমরা গোঁফ এবং নখ কাটাও।

৬। সুগন্ধি ও সুরমা ব্যবহার ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি আতরদানী ছিল, যা থেকে তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।– শামায়েলে তিরমিযী

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেশ্‌ক এবং আগরের সুগন্ধি সর্বাধিক পছন্দ করতেন।– যাদুল মা'আদ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি সুরমাদানি ছিল, যা থেকে তিনি শয়নকালে প্রত্যেক চোখে তিন তিন বার করে সুরমা ব্যবহার করতেন।– ইবনে সা'দ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ইছমুদ ব্যবহার করা উচিত। কেননা, এতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, চুল গজায় এবং চোখকে ঔজ্জ্বল্য দান করে।– শামায়েলে তিরমিযী, ইবনে সা'দ

হযরত ইমরাত ইবনে আবু আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর **ডান চোখে তিন বার এবং বাম চোখে দু'বার সুরমা ব্যবহার করতেন।**– ইবনে সা'দ

৭। হাঁচি শুনলে জবাব ঃ

১। عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَإِذَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের মধ্যে কেউ যখন হাঁচি দেয় তখন তার বলা উচিত 'আলহামদুলিল্লাহ্' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার)। যখন সে বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ্', তখন তার অপর ভাই বা সাথীর বলা উচিত 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন) এবং প্রথম ব্যক্তির বলা উচিত 'ইয়া-হ্ দিকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম' (আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত করুন এবং তোমাকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করুন)।– আল-আদাবুল মুফরাদ

হাঁচি সুস্থতার লক্ষণ, এ জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয় 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে।

৮। হাই তুললে যা করতে হয় ঃ

১। عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ .

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের মধ্যে কারো হাই আসে তখন সে যেন তা সাধ্য মতো চেপে রাখে।- আল-আদাবুল মুফরাদ

২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির হাই আসে, তখন তার হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে নেয়া উচিত। কেননা শয়তান তাতে ঢুকে পড়ে।- আল-আদাবুল মুফরাদ

আর হাই তোলা হচ্ছে অলসতা ও অবসন্নতার লক্ষণ তাই যতদূর সম্ভব তা চেপে থাকার নির্দেশ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কোন দিন হাই তুলতে দেখা যেত না, এ কথাটি স্মরণ করলে হাই চেপে নেয়া অনেকটা সহজ হয়ে যায়।- আল-আদাবুল মুফরাদ

৯। পায়ে ঝি ঝি ধরলে যা বলতে হয় ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَدَرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ اُذْكُرْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيْكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ .

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পায়ে ঝি ঝি ধরলো। তখন এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনার নিকট যে প্রিয়তম সে ব্যক্তির কথা স্মরণ করুন। তিনি বললে– 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম

তাহাজ্জুদ ও ফযরের নামায ঃ

প্রত্যহ শেষ রাত্রে উঠার পরে মিসওয়াক করতেন ও অযু করতেন। অতঃপর তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। কখনো কখনো এ নামাযে সিজদায় অনেক সময় অতিবাহিত করতেন। এরপর কুরআন শরীফ অতটুকু তিলাওয়াত করতেন যা সহজসাধ্য। আবার একটু বিশ্রাম করতেন। ফযরের আযান হলে গাত্রোত্থান করে রুমের মধ্যেই দু'রাকআত সুন্নাত

নামায আদায় করে সেখানেই ডান কাতে শুয়ে থাকতেন। জামাআতের সময় হওয়ার পর মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে ফযরের নামায আদায় করতেন।

ফযরের নামাযের পর ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের নামাযের পরে তাসবীহ্ পাঠ করে মসজিদেই চার জানু হয়ে বসে থাকতেন এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম পতঙ্গসম তাঁর সন্নিকটে এসে বসতেন। এটাই ছিল দরবারে রিসালত। এরপর সকলে **যিক্‌র-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা করতেন।** অতঃপর এ মজলিসই পাঠাগার হয়ে যেত এবং এটাই বন্ধু-বান্ধবের মাহফিলে রূপ ধারন করতো। এখানেই তিনি সদ্য নাজিল হওয়া ওহী সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকে জানাতেন এবং **এখানেই তাঁদের প্রতি আধ্যাত্মিক বরকতের বৃষ্টি বর্ষণ হতো।** এখানেই তিনি প্রিয় অনুসারীগণকে ধর্মীয় বিষয়াদি, সামাজিক রীতিনীতি, কাজ-কারবারের নিয়ম-কানুন ও চারিত্রিক বিধিবিধান শিখাতেন। মুসলমানদের পারস্পরিক লেনদেন ও বিরোধ-বিবাদের মীমাংসাও এখানে হতো।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় সময়ই সাহাবায়ে কিরামগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমকে বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে বলো। অতঃপর তিনি স্বপ্ন শুনতেন ও তার ব্যাখ্যা দিতেন। কখনো তিনি নিজেই বলতেন– আজ আমি এই স্বপ্ন দেখেছি। অতঃপর নিজেই তার ব্যাখা করতেন।– মাদারেজুন্নবুওয়্যত

দরবারে রিসালতে সাহাবায়ে কিরামগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আদবের সাথে কিস্‌সা-কাহিনী, স্তুতি, কবিতা ইত্যাদি বর্ণনা করতেন ও আনন্দ উপভোগ করতেন।এরপর **ইশরাকের নামায আদায় করতেন।** প্রায়ই এ সময় গনিমতের মালও জনগণের বৃত্তি বিতরণ করতেন। **চাশ্‌ত নামাযের সময় হলে কখনো চার রাকআত, কখনো আট রাকআত নামায আদায় করে মজলিস শেষ করতেন।**

পারিবারিক প্রয়োজন ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস সমাপ্ত করে পালা অনুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে তাশরফি নিতেন। সেখানে তিনি গৃহস্থালীর কাজে লিপ্ত হতেন। প্রায়ই ঘরের বিভিন্ন কাজকর্ম নিজেই সমাধা করে দিতেন। **দিনে মাত্র একবার খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং সামান্য কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।**

যোহরের নামাযের পর ঃ

জামাআতের সাথে যোহরের নামায আদায় করার পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাজারসমূহ পরিদর্শন করতেন। দোকানদারদের প্রতি তাকাতেন। তাদের পণ্যদ্রব্য দেখাশোনা করতেন। পণ্যদ্রব্যের ভালো-মন্দ যাচাই করতেন এবং মাপ ও ওজন ঠিকমতো দেয়া হচ্ছে কিনা তা খেয়াল করতেন। জনপদে ও বাজারে কোন দরিদ্র থাকলে তিনি তার অভাব দূর করার ব্যবস্থা নিতেন।

আসরের নামাযের পর ঃ

জামাআতের সাথে আসরের নামায আদায় করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের প্রত্যেকের ঘরে গমন করতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন এবং কিছু সময় প্রত্যেকের কাছে অবস্থান করে নির্ধারিত সময়েই চলে যেতেন।

মাগরিবের নামাযের পর ঃ

জামাআতের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করার পর আওয়াবিন ও নফল শেষ করে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্ত্রীর পালা হত রাত যাপনের জন্য সে স্ত্রীর ঘরে চলে যেতেন। প্রায়ই স্ত্রীদের সবাই সে ঘরে জমায়েত হতেন। মদীনার মহিলারাও অনেক সময় এসে হাজির হতেন। কারণ, এ সময়ে তিনি মহিলাদেরকে ধর্মীয় বিষয়াদি শিখাতেন। এ মজলিসটি প্রকৃতপক্ষে নারী শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ ধারণ করতো। যেখানে চূড়ান্ত সামাজিকতা ও উত্তম চরিত্রের বিষয়াদি সরাসরি রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শিক্ষা করার সুযোগ পেতেন। মায়ের কোলই শিশুদের প্রথম পাঠাগার। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মাকে ধর্মীয় জ্ঞান থেকে মাহরূম এবং ইসলামী জীবনাচরণের সাথে অপরিচিত রাখতে চাইতেন না। মহিলারা এখানেই তাদের অভিযোগের কথাও বলতেন এবং তিনি এসবের মীমাংসা করতেন। মহিলারা তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অভাব-অভিযোগ, অক্ষমতা এখানেই উপস্থাপন করতেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোরও সমাধান দিতেন। কেউ বায়াত হতে চাইলে তিনি এখানেই তাকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর বায়াত করাতেন–

আল্লাহ্পাকের সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না;

চুরি করবে না;

যিনায় লিপ্ত হবে না;

সন্তান খুন করবে না;

কারো প্রতি অপবাদ দিবে না এবং

সৎ কাজে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

বায়াতের পর তিনি তাদের জন্যে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। ইশার নামায পর্যন্ত তা চালু থাকতো। অতঃপর তিনি ইশার নামাযের জন্যে মসজিদে চলে যেতেন এবং মহিলারা নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন।

ইশার নামাযের পর ঃ

জামাআতের সাথে ইশার নামায আদায় করার পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাসভবনে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি ইশার পর কথাবার্তা বলা পছন্দ করতেন না। তিনি সর্বদা ডান কাতে ঘুমাতেন। প্রায়ই ডান হাত মুবারক গাল

মুবারকের নিচে রাখতেন। মুখমণ্ডল মুবারক কিবলার দিকে থাকতো। মিসওয়াক শিয়রে অবশ্যই থাকতো।

নিদ্রার পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে অযু করতেন।

হযরত আল-বারাআ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, যখন তুমি বিছানায় যাও, তখন সালাতের ন্যায় অযু করবে।– বুখারী শরীফ

অন্য বর্ণনায় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে মুসলমান রাত্রে পবিত্র অবস্থায় যিকির করতে করতে ঘুমায়, অতঃপর ঘুম ভেঙ্গে গেলে সে আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য দু'আ করে, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর দু'আ কবুল করেন।– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করার পূর্বে তহবন্দ পরিবর্তন করতেন এবং গায়ের জামা খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন। এরপর বস্ত্র দ্বারা শয্যা ঝেড়ে নিতেন। তিনি প্রত্যেক চোখে তিন বার করে সুরমা লাগাতেন। কখনো দুই বার লাগাতেন এবং সর্বশেষ উভয় চোখে লাগাতেন।

তিনি **নিদ্রার পূর্বে শিয়রে আয়না-চিরুনি, অযুর পানি ও মিসওয়াক রেখে দিতেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা যখন রাতের বেলায় তাঁকে জাগ্রত করতেন,** তখন তিনি মিসওয়াক ও অযু করতেন এবং মাথার চুল মুবারক আঁচড়াতেন।– আবু দাউদ শরীফ

ঘুমানোর পূর্বে তিনি দরজা বন্ধ করা, বাতি নিভানো এবং পানির পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিতেন।– বুখারী শরীফ

শেষ বয়সে তাঁর চারপায়ার নিচে একটি কাঠের পাত্র রাখা থাকতো। তিনি রাত্রে জাগ্রত হলে (কোন কোন সময়) এতে পেশাব করতেন।– আবু দাউদ শরীফ

রাত্রের কোন অংশে ঘুম ভাঙ্গলে তিনি পেশাব-পায়খানা সেরে নেয়ার পর হাত-মুখ ধৌত করে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়তেন।– আবু দাউদ শরীফ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাকৃতিক কাজ **শেষ করার পর প্রতিবার ইসতিনজা ও অযু করাও তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল।**– আবু দাউদ শরীফ

বিশ্রাম ও নিদ্রার পদ্ধতি ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান পার্শ্বে কাত হয়ে গালের নিচে হাত রেখে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং নিদ্রা যেতেন। তিনি কখনো চিত হয়ে পায়ের উপর পা রেখে শয়ন করতেন, কিন্তু দেহের গুপ্ত অংশ খুলে যাবার মতো করে নয়। গুপ্ত অংশ খুলে যাবার আশঙ্কা থাকে এমনভাবে তিনি শয়ন করতে নিষেধ করতেন।– বুখারী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন, যার আওয়াজ শুনা যেত।– বুখারী শরীফ

নিদ্রা যাওয়ার সময় আমলসমূহ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রাত্রে শয়নের সময় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁ দিতেন, অতঃপর সমস্ত শরীর, মাথা, চেহারা ও সম্ভবপর সব কিছুতেই তিনবার হাত বুলাতেন।– বুখারী শরীফ

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাব্বিহাত সূরা কয়টি তিলাওয়াত করতেন এবং অন্যকে উৎসাহিত করে বলতেন যে, এই সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা সহস্র আয়াত হতে শ্রেষ্ঠ।– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়নের সময় সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমারও পাঠ করতেন।– তিরমিযী শরীফ

জনৈক সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করার পূর্বে সূরা কাফিরূন পাঠ করার উপদেশ দিয়েছেন।– আবু দাউদ শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ কন্যা হযরত ফাতিমাতুয্ যাহ্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে **শয়ন করার পূর্বে ৩৩ বার 'সুবহান-আল্লাহ্', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করার উপদেশ দান করেন** এবং বলেন, এটা সংখ্যা হিসাবে গণনায় একশত কিন্তু আমল মূল্যায়নের দাঁড়িপাল্লায়, পূর্ণ এক সহস্র।– বুখারী শরীফ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– শয়নের সময় কেউ যদি নিম্নের দু'আটি তিন বার পাঠ করে, তবে তার গুনাহ্‌র সংখ্যা যদিও হয় সমুদ্রের ফেনারাশির সমান, গাছের পাতার সমান, মরুভূমির বালুকারাশির সমান এবং দুনিয়ার দিবসগুলোর সমান, তবুও আল্লাহ্ তার সেইসব গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। দু'আটি হলো–

استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه ۔

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহু আল-হাইউল ক্বাইউম ওয়া আতুবু ইলাইহি।– তিরমিযী শরীফ

"আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্‌র নিকট, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আর আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।–তিরমিযী শরীফ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যায় গমন করতেন তখন এ দু'আ পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ
لَّا كَافِىَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِىَ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে আহার দিয়েছেন, পানীয় দিয়েছেন, আমাদের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। কত লোক রয়েছে, যাদের জন্য কেউ দায়িত্ব গ্রহণ করে না এবং তাদের কেউ আশ্রয়দাতা নেই।"– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হযরত হুযায়ফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যায় গমন করতেন তখন এ দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

"হে আল্লাহ্, আমি আপনার নাম নিয়ে মরি ও জীবিত থাকি।"– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে সকাল-সন্ধ্যায় এবং শয্যা গ্রহণের সময় এই দু'আ পাঠ করার উপদেশ দিয়েছেন–

اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموت والارض رب كل شيئ ومليكة اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه ۔

"হে আল্লাহ্! আপনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাত, আপনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আপনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আপনার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার কুপ্রবৃত্তির মন্দ, শয়তানের অনিষ্ট ও শির্‌ক হতে।– তিরমিযী শরীফ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হওয়ার পর এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দান করার পর জীবন দান করেছেন। তাঁরই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।"– খাসায়েলে নববী

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবর), দশবার তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ্), দশবার তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) এবং দশবার ইসতিগফার (আস্‌তাগফিরুল্লাহ্) পাঠ করতেন, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতেন–

اللهم اغفرلى واهدنى وارزقنى وعافنى

"হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাকে হিদায়াত দান করুন, আমাকে রিযিক্ দান করুন এবং সুস্থতা দান করুন।"– আবু দাউদ শরীফ

কখনো কখনো পাঠ করতেন–

لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك لذنبى واسالك رحمتك اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة انك انت الوهاب ۔

"হে আল্লাহ্! পবিত্র মহান আপনি, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। আমি আমার গুনাহ্র জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি; আমি আপনার রহমত কামনা করছি। হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে অধিক জ্ঞান দান করুন। আর হিদায়াতের পর আপনি আমাকে গোমরাহ্ করবেন না, আপনার খাস রহমত আমাকে দান করুন। কেননা আপনিই তো একমাত্র দানকারী।"– আবু দাউদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ

দিন-রাতের সুন্নাত আমল

দিনের সুন্নাত আমল

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠার পরে সুন্নাত আমল ঃ

১) ঘুম থেকে উঠে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল ও চক্ষু ঘষে নিবেন, যাতে নিদ্রার আবেশ দূর হয়ে যায়।– তিরমিযী শরীফ

২) জাগ্রত হয়েই তিনবার আলহামদু লিল্লাহ্, তিন বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' পাঠ করবেন।

৩) নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করা সুন্নাত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

৪) এরপর মিসওয়াক করবেন।– আবূ দাউদ শরীফ

৫) এস্তেঞ্জার জন্যে পানির পাত্রে হাত ডুবাবেন না; বরং প্রথমে উভয় হাত তিনবার ধুয়ে নিবেন, এরপর পানির মধ্যে হাত ডুবাবেন।– তিরমিযী শরীফ

এরপর প্রস্রাব-পায়খানায় যাবেন। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল অথবা ওযু করে কিংবা অসুস্থ হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়বেন। এরপর মসজিদে আওয়াল ওয়াক্তে গিয়ে **জামাআতের সাথে ফরয নামায পড়বেন।**

ঘরের বাইরে যাওয়ার দু'আ ঃ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– তোমরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এ দু'আ পাঠকারীকে ফিরিশতারা বলে– "হে আল্লাহ্র বান্দা, তোমার এ নিবেদন তোমার জন্যে যথেষ্ট। তুমি পূর্ণ হিদায়েত পেয়ে গেছ এবং তোমার হিফাযতের ফয়সালা হয়ে গেছে। অতঃপর শয়তান নিরাশ হয়ে তার কাছ থেকে দূরে চলে যায়।"– তিরমিযী ও আবূ দাউদ শরীফ

সকালের দু'আ ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে, সে সারাদিনে যেসব পুণ্য কাজ করতে পারতো কিংবা করার নিয়ত ছিল, কিন্তু পারে নাই, সেসব কাজেরও সাওয়াব পাবে এবং যে সন্ধ্যায় পাঠ করে, সে সারা রাত্রির না করা পুণ্য কাজসমূহেরও সাওয়াব পাবে।" আয়াত–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (কোরআন (৩০:১৭-১৯)

ইশরাকের নামায ঃ

ফজরের নামায শেষে সূর্যোদয়ের পর প্রায় তেইশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হলে দুই রাকআত ইশরাকের নামায পড়বেন। মাঝের সময়টুকুতে যিক্‌রে লিপ্ত থাকবেন। ইশরাকের নামাযান্তে জীবিকা উপার্জনের কাজে বের হয়ে যাবেন। হালাল রুজী উপার্জন করবেন। এছাড়া অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত করবেন ও জীবনের সকল কর্মে সুন্নাত অনুসরণের প্রতি যত্নবান হবেন।

চাশতের নামায ঃ

সূর্য যখন যথেষ্ট উঁচুতে উঠে পড়ে এবং তার কিরণ প্রখর হয়ে যায়, তখন চাশতের নামায আদায় করবেন। এ নামায চার থেকে বার রাকআত পর্যন্ত।"– মুসলিম শরীফ

যাওয়াল এর নামায ঃ

সূর্য হেলার পর যোহরের নামাযের পূর্ব মুহূর্তে এক সালামে চার রাকআত নামায পড়তে হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিন এ নামায পরিত্যাগ করেননি।– এহিয়াউল উলুমদ্দিন

দ্বিপ্রহরের নিদ্রা ঃ

অবসর পাওয়া গেলে সুন্নাত অনুসরণের নিয়তে দুপুর বেলায় আহারের পর অল্পক্ষণ শুয়ে থাকবেন। হাদীস শরীফে একে 'কায়লুলা' বলা হয়েছে।

যোহরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর সাংসারিক কাজ-কর্মে মশগুল হবেন এবং আসরের নামাযের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন।

আসরের সুন্নাত ঃ

আসরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত চার রাকআত নামায আদায় করবেন।–তিরমিযী শরীফ। আসরের ফরয নামাযের পর অল্পক্ষণ বসে যিকির করবেন, এরপর মুনাজাত করবেন।– বেহেশতী যেওর

রাতের সুন্নাত আমল

আওয়াবীন ঃ

মাগরিবের নামাযের পর দুই-দুই রাকআত করে কমপক্ষে ছয় রাকআত নামায পড়তে হয়। সর্বাধিক বিশ রাকআতও পড়া যায়।–আবূ দাঊদ ও মিশকাত শরীফ

ইশার নামায ঃ

ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করবেন। ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করবেন এবং ফরযের পরে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আদায় করবেন।– মিশকাত শরীফ

তাহাজ্জুদের নামায ঃ

হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামায। তাহাজ্জুদ কমপক্ষে দুই রাকআত এবং বেশির পক্ষে বার রাকআত।– বুখারী, মুয়াত্তা ইমাম মালেক

শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সময় যার নিদ্রাভঙ্গ হয় না (অথবা নিদ্রা ভঙ্গ না হবার আশঙ্কা থাকে), সে **চার রাকআত নামায ইশার পরে তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নিবেন**। আল্লাহ্‌র দয়ায় এটাই তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে।– তারগীব

তাহাজ্জুদের জন্যে জায়নামায শিয়রে রেখে, উঠার নিয়ত করে ঘুমানো সুন্নাত।– নাসাঈ শরীফ

ওযুর পানি ও মিসওয়াক পূর্বে তৈরি করে রেখে নিদ্রা যাওয়া সুন্নাত।– মুসলিম শরীফ

বিত্‌রের পরে দুই রাকআত হালকী নফল পড়া উত্তম।

ঘরে আসা-যাওয়ার সুন্নাত ঃ ঘরের লোকজনকে সালাম করবেন এবং এ দু'আ পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ
خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

ঘরে কেউ না থাকলে এভাবে সালাম করবেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

ফিরিশতাদেরকে সালাম করবেন, একমাত্র স্ত্রী-ই যদি ঘরে থাকে, তাকেই সালাম করবেন। এটা সুন্নাত।–আবূ দাঊদ শরীফ

কড়া নেড়ে, পদশব্দ করে, গলা ঝেড়ে ঘরের লোকজনকে সতর্ক করা উচিত।– নাসাঈ শরীফ। সময় বিশেষে মা, কন্যা অথবা বোনেরাও এমন অবস্থায় থাকতে পারেন যে, হঠাৎ ঢুকে পড়লে তারা লজ্জিত হবেন। তাই সতর্ক করে ঘরে প্রবেশ করবেন।– আল-আদাবুল মুফরাদ

ইশার নামায পড়ার পূর্বে ঘুমাবেন না। এতে নামায ফওত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।– মিশকাত শরীফ

ইশার নামাযের পর বিনা প্রয়োজনে পার্থিব কথাবার্তা বলা মাকরূহ্ তানযীহী।– মিশকাত শরীফ। (কোন কোন আলিম এর মতে মাকরূহ্ তাহ্‌রিমী)। তবে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে উপদেশমূলক গল্প অথবা কৌতুকপূর্ণ কথা-বার্তা বলা সুন্নাত।– শামায়েলে তিরমিযী

অন্ধকার রাত্রিতেও মসজিদে গিয়ে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করা সুসংবাদ ও বড় সওয়াবের কারণ।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ। প্রত্যেক ফরয নামায জামআতের প্রথম তাকবীরে শরীক হয়ে আদায় করা সুন্নাত।– তারগীব

যে ব্যক্তি ক্রমাগত চল্লিশ রাত্রিতে ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, তার জন্যে দোযখ থেকে নিস্কৃতি লিখে দেয়া হয়।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ـ

"যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতে আদায় করলো, সে যেন অর্ধেক রাত নামায আদায়ের মধ্যে কাটালো, আর যে ব্যক্তি ফযরের নামাযও জামাআতে আদায় করলো, সে যেন সমস্ত রাতই নামায আদায় করলো।"– মুসনাদে আহ্‌মদ ও মুসলিম শরীফ

শয্যা গ্রহণের সুন্নাত আমল ঃ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যখন কেউ শয্যা গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন লুঙ্গি দ্বারা শয্যাটি ঝেড়ে পরিস্কার করে নেয়া উচিত। কারণ, শয্যায় কি পড়ে রয়েছে, তা জানা নেই। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে এ দু'আ পাঠ করবেন–

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي
فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ
أَوْ قَالَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

রাত্রিতে নিদ্রার পূর্বে সূরা ওয়াকিয়াহ্ পাঠ করলে দারিদ্র ও উপবাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।– তারগীব

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাব্বিহাত সূরা সমূহ পাঠ করতেন এবং বলতেন– এসব সূরার মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াত থেকে উত্তম। মুসাব্বিহাত সূরাসমূহ এই– সূরা হাদীদ, সূরা হাশর, সূরা সফ, সূরা জুমু'আ, সূরা তাগাবুন, সূরা আ'লা।– হিস্নে হাসীন

শয়নকালে তিনবার নিম্নোক্ত এস্তেগফার পাঠ করবেন–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

এটা পাঠ করা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত।– তারগীব ওযু না থাকলে ওযু করে নিবেন। ওযু না করলে নিদ্রার নিয়তে তায়াম্মুমই করে নিবেন। এর পর নিদ্রা যাবেন।– যাদুল মা'আদ

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হুব্বে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মহব্বত প্রসঙ্গ

মহব্বত পরিচিতি ঃ

'حُبٌّ' 'হুব্বুন' আরবী মূল শব্দ হতে مَحَبَّةٌ 'আল-মুহাব্বতু' শব্দের উৎপত্তি। 'হুব্বুন' শব্দ দু'টি অক্ষর দিয়ে গঠিত। 'হা' ও 'বা' আর 'হা অর্থ রুহ, 'বা' অর্থ 'বদন-শরীর'। মহব্বত-প্রেমের রাজ্যে শরীর ও মন এক হয়ে যায়, তাই দু'এর মিলনে হলো হুব্বুন বা মহব্বত-ভালোবাসা।

বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন– সৃষ্টির নানা জিনিসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা একটি চুম্বকার্ষণ সৃষ্টি করেছেন। এ আকর্ষণ দু'টি প্রাণীর মাঝে পাওয়া গেলে তাকে বলে 'মায়সান'। আর এ 'মায়সান' বেড়ে গেলে তাকে বলে 'মহব্বত'। মহব্বত শব্দটি 'হাব্বাতুন' মূলধাতু থেকে বেরিয়েছে। অর্থ- বীজ, দানা। মাটির ভেতরে বীজ লুকায়িত থাকে। বৃষ্টির ফোঁটা পরার দ্বারা সূর্যের কিরণ স্পর্শ করার মাধ্যমে তা থেকে চমৎকার ফুল, সুস্বাদু ফল ইত্যাদি পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি 'মহব্বতে'র বীজ যখন অন্তরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তাতে ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। তার অবস্থা ও ভাব-ভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। তাতে মহব্বতের ফল-ফুল ও পাতা গজাতে শুরু করে।

কিছু কিছু ভাষাবিদদের মতে, মহব্বত ও ভালোবাসার কোনো সংজ্ঞা নেই। এটা সংজ্ঞায়িত করার মতো কোনো বিষয় নয়। এ সমুদ্রে বিচরণকারী লোকই এর সংজ্ঞা। তাই এ কথার উপর ভিত্তি করে বুঝা যায়, মহব্বত একধরণের আবেগের নাম। আর এ আবেগ অনুভূত হয় রুচি ও মেধা দিয়ে। বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করা যায় না। এজন্যেই খাজা ইয়াহইয়া মো'আজ (রহঃ) লিখেছেন– "মহব্বত এমন এক অবস্থার নাম, যা ভাষা ও শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না।"

সমস্ত ভাষাবিদদের মতে, কোন কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি মনের টানকে 'মহব্বত' বলে। দার্শনিক ইমাম গায্যালি (রহঃ) 'মহব্বত'কে এভাবে ব্যক্ত করেছেন– "যা দিয়ে স্বাদ অনুভূত হয়; এমন জিনিসের প্রতি রিপুর আকর্ষণকে 'মহব্বত' বলে।"

হযরত মানসুরপুরী (রহঃ) লিখেছেন– 'মহব্বতই অন্তরের শক্তি। মহব্বতই আত্মার খোরাক। মহব্বতই নয়নমণি। মহব্বতই দেহের প্রাণ। দিলের জীবন। মহব্বতই জীবনের সফলতা; বরং সফলতাকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। এক কথায় মহব্বত আর ভালোবাসার বন্ধনে সবকিছুই আবদ্ধ।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহঃ) বলেছেন– 'প্রেমাস্পদের সব গুণ প্রেমিকের মধ্যে চলে আসা আর প্রেমিকের সব গুণ বিলীন হয়ে যাওয়াকে মহব্বত বলে।'

হযরত হোসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ (রহঃ) বলেছেন– "নিজের সব গুণকে বাদ দিয়ে প্রেমাস্পদের গুণে ও রঙে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাকে মহব্বত বলে।"

হযরত আবু আব্দুল্লাহ্ কুরশি (রহঃ) বলেছেন– "মহব্বতের স্বরূপ হলো- নিজেকে নিজের সবকিছুকে প্রেমাস্পদের জন্যে উজাড় ও বিলীন করে দেয়া, নিজের জন্যে কোনো কিছু না রাখা।"

হযরত রুয়াইন (রহঃ) বলেছেন– "সামনে-পিছনে সদা-সর্বদা, সর্বত্র প্রেমাস্পদের অনুসরণ করার নাম হলো মহব্বত।"

হযরত শায়েখ আবু বকর শিবলি (রহঃ) বলেছেন– "মহব্বত আগুনে প্রজ্বলিত একটি পাত্রের নাম, যা প্রচণ্ডভাবে জ্বলে। যখন এই অগ্নিপ্রজ্বলিত পাত্র কারো মাঝে জায়গা পেয়ে যায়, কারো মনের জগত দখল করে নেয়, তখন তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ জাওকি (রহঃ) লিখেছেন– "মহব্বত একটি চুম্বকার্ষণের নাম। যা একটি বস্তুকে অন্যটির দিকে টেনে আনে। কারো রূপ-লাবণ্য, শোভা-সৌন্দর্য দেখে তার প্রতি রিপুর আকর্ষণ, অন্তরে তার প্রতি আগ্রহ, তাকে পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার জন্যে অস্থির হয়ে যাওয়া, দিন-রাত তার চিন্তায় বিভোর থাকা, তার জন্যে মন-দিল, শরীর-স্বাস্থ্য, চিন্তা-চেতনাকে ব্যস্ত রাখা, তার বিরহে ব্যথা অনুভব করা, তার সাক্ষাতেও পরিতৃপ্ত না হওয়া, তার চিন্তাই যেনো নিজের মূল চিন্তা, তার খুশিই যেন নিজের খুশি, তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া; এগুলো সবই মহব্বতের নিদর্শন। মহব্বতের রাজত্ব ও দাপট গোটা বিশ্বময়। পুরো সৃষ্টিজগতই মহব্বতের শেকলে বাঁধা। মহব্বতের দ্বারা বিশ্বজাহানের শুরু হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এর দাপট বিদ্যমান থাকবে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয়াদির মধ্যেও মহব্বতের নিদর্শন রয়েছে। জড়বস্তু, খনিজ পদার্থ এবং যেগুলোকে আমরা প্রাণহীন মনে করি, সবকিছুই 'মহব্বত-ভালোবাসা'র শেকলে বাঁধা।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম-ভালোবাসা

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম-ভালোবাসাই হলো ঈমানের মূল ও ঈমানের অংশ বিশেষ। রসূল প্রেমই মু'মিনের জীবনের জীবন, আত্মার আত্মা। এ মাকামই সর্বোন্নত ও সর্বোত্তম। প্রকৃত রসূল প্রেমিকেরা তাঁর মহব্বত ব্যতিরেকে প্রাণহীন প্রাণীর মতো। আহলে মারেফাতের নিকট প্রেম রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রকৃত প্রেমিকই কেবল প্রেমের ব্যাখ্যা জানে, অনুভব করতে সক্ষম। প্রেমের কথা যতই বলা হোক না কেনো, প্রেম-বিরহের তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত গোপনই থেকে

যাবে। প্রেমরাজ্যে প্রবেশের দরজা হচ্ছে হৃদয়। প্রেমাস্বাদন ও হৃদয়েরই ব্যাপার। প্রিয়ার সান্নিধ্যের পথে যাত্রা করার নামই মহব্বত। প্রিয় বস্তুর প্রতি বিমোহিত হওয়াই মহব্বত।

ভালোবাসার স্তর ঃ

প্রেম-ভালোবাসার রয়েছে অনেক স্তর, নিদর্শন, ক্রমপরিণাম। **১) আন্তরিক ভালোবাসা-** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে রসূল হিসাবে গ্রহণ করে সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন, সকল সৃষ্টির উপরে তাঁকে মর্যাদা দান ও পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা তাঁর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে ভালোবাসার প্রকাশই আন্তরিক ভালোবাসা। **২) মৌখিক ভালোবাসার প্রকাশ হলো–** তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর প্রতি দরূদ পড়া, সম্বোধনে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করা। **৩) ব্যবহারিক ভালোবাসার প্রকাশ হলো**- তাঁর আনুগত্য করা, কেবলমাত্র তাঁরই অনুসরণ করা, তাঁর পছন্দকে পছন্দ করা ও তাঁর অপছন্দকে অপছন্দ করা, তাঁর দীনের প্রচার-প্রসারে শ্রম দেয়া এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণ করা।

কুরআন শরীফের আলোকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ع

"হে রাসূল! আপনি বলে দিন। তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো আর তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ করো, **আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে বেশি প্রিয় হয়,** তাহলে অপেক্ষা করো, আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"– কুরআন (৯ঃ২৪)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের প্রাণের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর-অধিক প্রিয়।"– কুরআন (৩৩ঃ৬)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "এমন কোন মু'মিন নাই যার পক্ষে আমি ইহকাল ও পরকালে সকল মানবকুল হতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষি ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মনে চায় তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ আয়াত শরীফ পাঠ করতে পারো।"

হাদীস শরীফের আলোকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম ঃ

১। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لا يؤمن احدكم حتى إكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-পুত্র এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হবো।"– বুখারী শরীফ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা অধিক।

প্রতীয়মান হলো– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই একমাত্র সত্তা, যিনি নিখিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। সেই হৃদয় অতি পবিত্র যে হৃদয়ে আল্লাহ্র বন্ধুকে আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পেরেছে। পূতঃপবিত্র সেই অন্তর যে অন্তর রাসূল প্রেমে বিভোর ও মাতোয়ারা। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যাঁর হৃদয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম তরঙ্গে তরাঙ্গিত।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, হাবিবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও নিখুঁত প্রেমই মু'মিনের জীবন। ঈমানী জিন্দেগী তো সেই ব্যক্তির ভাগ্যে, যেই ব্যক্তির অন্তর হাবিবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে পরিপূর্ণ ও মুগ্ধ। ঈমানের স্বাদ আস্বাদনকারী সেই ব্যক্তি, যেই ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তমরূপে গ্রহণ করতে পেরেছে। হাবিবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসাই ঈমান এবং এই ভালোবাসাই মানব আত্মার ভাগ্য বা খোরাক। এই যে ভালোবাসা! এটা ছাড়া ঈমানী জিন্দেগী প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জীবনের প্রতি ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করা তো ঈমান নয় বরং তাকে নিখিল বিশ্বের সবারই চেয়ে প্রিয়তমরূপে গ্রহণ করাই ঈমান।

কেবল মৌখিক স্বীকৃতি এবং প্রকাশ্যে আনুগত্য সত্যিকার ঈমান নয়, বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালোবাসা স্থাপন করাই প্রকৃত ঈমান।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– "পরবর্তীতে পৃথিবীতে আগমনকারীরাই আমাকে বেশি ভালোবাসবে। তারা আমাকে এক নজর দেখার বিনিময়ে জীবন বিসর্জন দেয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে।"

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, পরবর্তী উম্মতের কেউ কেউ অন্তরে এ বাসনা লালন করবেন যে, একটি বারও যদি স্বপ্নে রাসূল-দর্শন হয় তবে তার জন্য সবকিছু কুরবান। পুণ্যবান উম্মতেরা স্বপ্ন দর্শনের এ

অভিলাষ পোষণ করে থাকেন। আর কামেল আউলিয়াগণ চান জাগ্রত অবস্থায় দর্শন। এ রকম দর্শন কিন্তু কোন কঠিন ব্যাপার নয়। যারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দর্শনের জন্য পাগলপ্রাণ তাঁরা স্বপ্নের মাধ্যমে মাত্র একবার দর্শনের জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এটাই তাঁদের নিকট প্রকৃত গনিমত।– মাদারেজুন্ নবুওয়াত

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে

রাউফুর রহীম সাইয়্যেদুল মুরসালিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্ তা'য়ালার সর্বাধিক প্রিয়

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো তিনি আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয়ভাজন। সৃষ্টিকর্তা যাকে ভালোবাসেন সকল সৃষ্টিই তাকে ভালোবাসাই স্বভাবজাত ও স্বাভাবিক।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অকৃত্রিম প্রাণঢালা ভালোবাসা ব্যতিরেকে আল্লাহ্র ভালোবাসা ধারণা করা যায় না। (কুরআন– ৩ঃ৩১ সারমর্ম)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভালোবাসে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে।" তাৎপর্য হলো– আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি, অনুরাগ উভয়টি পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

কেউ কালিমা পাঠ করলো, রিসালতের স্বীকৃতি দান করলো, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম, হাবিবের ভালোবাসা তার হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পারে নাই। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তাকে মু'মিন বলা হবে বটে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি মু'মিন হতে পেরেছে কি? শেষ পর্যন্ত এই ঈমানের সাথে নিজের জীবন পরিচালিত করা সম্ভব হবে কি?

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কতো বেশি মহব্বত করেন তা কুরআন শরীফে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা অন্যান্য নবী আলাইহিস সালাম-দেরকে নাম ধরে ডেকেছেন। উদাহরণ– হে নূহ, হে ইব্রাহীম, হে জাকারীয়াহ্, হে দাউদ, হে মূসা, হে ঈসা ইত্যাদি। আর প্রিয় হাবীবকে সুন্দর উপনাম-উপাধি দিয়ে ডেকেছেন– "হে প্রিয় নবী"- কুরআন (৮ঃ৬৪), "হে প্রিয় রাসূল"- কুরআন (৫ঃ৬৭), "হে কম্বলওয়ালা বন্ধু"- কুরআন (৭৩ঃ১), "হে চাদরওয়ালা বন্ধু"- কুরআন (৭৪ঃ১) ইত্যাদি।

২। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মান প্রদর্শণের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি না হয়, সে জন্য আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন। নির্দেশ করেছেন–

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ

"তোমরা পরস্পর একে অন্যকে যেভাবে ডাকো, রাসূলকে সেভাবে ডেকো না।"– কুরআন (২৪ঃ৬৩)

৩। পৃথিবীতে আগমনকারী অনেক নবী আলাইহিস সালাম এর বিরুদ্ধে তাদের গোত্রের লোকেরা দুর্নাম-অপবাদ রটিয়েছে। নবী আলাইহিস সালামগণ মিথ্যা অপবাদের জবাব নবীগণ নিজেরাই দিয়েছেন। যেমন– হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর গোত্রের লোকেরা তাঁকে পথভ্রষ্ট বলেছিল। তখন তিনি জবাব দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ

"হে আমার গোত্রের লোকেরা! জেনে রাখো, আমি পথভ্রষ্ট নই। আমার সাথে পথভ্রষ্টতা নেই।"– কুরআন (৭ঃ৬১)

আর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিষয়টি হয়েছে আলাদা। যখন লোকেরা তাঁকে 'পাগল' বললো, তখন আল্লাহ্ জবাব দিয়ে বললেন–

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ

"জেনে রাখো, হে মক্কার মুশরিকরা! তোমাদের সাথী পাগল নন।"– কুরআন (৮১ঃ২২)

৪। আল্লাহ্ নবী আলাইহিস সালাম-দের থেকে অঙ্গীকার নেয়ার আলোচনায় সর্বপ্রথম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ

"যখন আমি পয়গম্বরদের কাছ থেকে, আপনার (মুহাম্মাদ) কাছ থেকে, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়মের ছেলে ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাঁদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার।"– কুরআন (৩৩ঃ৭)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের নামের সাথে বন্ধুর নাম একত্রে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

"যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"– কুরআন (৩৩ঃ৭১)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবীর আনুগত্যকেও নিজের আনুগত্যের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।"– কুরআন (৪ঃ৮০)

৭। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকে বায়াত গ্রহণ করাকে আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের হাতে বায়াত গ্রহণ বলে ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ، يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ

"যারা আপনার কাছে আনুগত্যের বায়াত করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছে আনুগত্যের শপথ করে।"– কুরআন (৪৮ঃ১০)

৮। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

"আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।"– কুরআন (৯৪ঃ৪)

দেখা যায় যে, ঈমানের কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' এর মধ্যে 'আল্লাহ্' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো অক্ষর নেই। দুটো নাম একত্রে বলা হয়েছে। তেমনি লক্ষণীয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' লিখতে যেমন ১২টি অক্ষর লাগে, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' লিখতেও ১২টি অক্ষর লাগে।

আযান ও ইকামতের মধ্যে প্রিয়বন্ধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মহান আল্লাহ্ই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই আজ গোটা বিশ্বে, পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই আযান ও ইকামতের মাঝে আল্লাহ্র নামের সাথে 'মুহাম্মাদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামও ধ্বনিত হচ্ছে।

৯। আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত' হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (২১ঃ১০৭)

সৃষ্টি জগতের সকল জাতি-প্রজাতি, পশু-পাখি, তরু-লতা, জিন্ন ও মানুষ সবার জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন রহমত।

১০। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ،

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশতারা নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন।"– কুরআন (৩৩ঃ৫৬)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সদা-সর্বদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এটাই তো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। হ্যাঁ, আল্লাহ্ সবসময় রহমত বর্ষণ করেন, তার একটাই কারণ, তা হলো তিনি (মুহাম্মাদ) তাঁর (আল্লাহ্র) সবচেয়ে প্রিয় রাসূল, একান্ত বন্ধু–হাবিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আল্লাহ্ তা'য়ালার হাবিব সেহেতু প্রত্যেকটি মু'মিনের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ও প্রগাঢ় ভালোবাসার বন্ধন থাকা ঈমানের দাবি।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন শোভা ও সৌন্দর্য্যে সর্বশ্রেষ্ঠ– এ কারণে তাঁকে সর্বাধিক মহব্বত করতে হবে

মানুষ যদি কোনো সুন্দর পুরুষ বা নারীকে দেখে, কোনো মনোরম দৃশ্য দেখে, চমৎকার কোনো জিনিস দেখে, তাহলে নিজের অজান্তেই মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন কিছু শোভা-সৌন্দর্য ও গুণাবলী দান করেছেন, যেগুলোর কারণে সবাই তাঁকে মহব্বত করে।

১। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

اَللّٰهُ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ.

"আল্লাহ্ তা'য়ালা সুন্দর আর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"

আল্লাহ্ তা'য়ালা যেহেতু সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন, তাই নিজ প্রেমাস্পদকে কতো সুন্দর করে তৈরি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, তা সহজেই অনুমেয়।

২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আমার ভাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শ্যাম সুন্দর ছিলেন আর আমি লাবণ্যময় সুন্দর।" অর্থাৎ চিত্তাকর্ষণকারী ও মন মাতানো সৌন্দর্যের অধিকারী।

৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের একজন কুমারী রমণীর মাঝে যে প্রচণ্ড লাজ-লজ্জা থাকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আমি তার চেয়েও লজ্জাশীল পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, জুলায়খার রাজ্যের মহিলারা তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে দেখে হাত কেটে ফেলেছে। তারা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতো, তাহলে তাদের মন ও দিল কেঁটে ফেলতো।– সুবহান আল্লাহ্

৪। এতে কোনো সন্দেহ নেই, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সৌন্দর্য হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য থেকে অনেক বেশি ছিলো। তারপরেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সৌন্দর্য্যের প্রতি সাধারণ মানুষ যেমন আকৃষ্ট হয়, রাসূলের প্রতি তেমন আকৃষ্ট না হওয়ার কারণ সম্পর্কে আল্লামা

মুফতি এলাহি বখশ (রহঃ) লিখেছেন– 'এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ আত্ম-মর্যাদাবোধ রক্ষা করেছেন। প্রিয় হাবিব-কে সবাই যাতে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে গিয়ে তাঁর দেওয়ানা না হয়ে যায়, এ জন্যে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত সৌন্দর্য্যকে বিশ্ববাসীর কাছে পুরোপুরি প্রকাশ করেননি।

৫। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ বোন হযরত সায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে তাঁর মা হযরত হালিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বকরী চরাতে যেতে বললেন। তিনি বললেন, 'আম্মু! আমার ভাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাথে দিন, তাহলে যাবো, না হয় যাবো না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন, আম্মু, শোনো! আমার ভাই আমার সাথে থাকলে তখন বকরী তাড়াতাড়ি ঘাস খায়। আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোলে নিয়ে যেখানে বসি, বকরীও সেখানে ঘোরাফেরা করে। তারপর আমি আর বকরীগুলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অপরূপ 'সৌন্দর্যে'র দিকে তাকিয়ে থাকি।

৬। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাতে মসজিদে নববী শরীফে আসতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে আসলে তিনি একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকের দিকে তাকাতেন, আরেকবার আকাশের চাঁদের দিকে তাকাতেন। বার বার চেহারা ও চাঁদের দিকে তাকিয়ে সবশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার কাছে চাঁদের চেয়েও সেরা!"

৭। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চরিত্র-মাধুর্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি জগতের সবার চেয়ে সেরা ব্যক্তিত্ব। আমি রেশমী কাপড় দেখেছি, চিকন রেশম ধরেছি, আরো অনেক নরম জিনিস ছুঁয়েছি; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারকের চেয়ে বেশি কোমল কোনো কিছু পাইনি। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আমি মেশক্-আম্বরের ঘ্রাণ নিয়েছি, নানান সুগন্ধির সুবাস পেয়েছি; কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে বেশ সুগন্ধিময় আর কাউকে পাইনি।" শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৮। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চোখ মুবারক কতোই না সুন্দর ছিলো। বড় ও মনকাড়া রংযুক্ত, চোখের মণি গাঢ় কালো ছিলো। সাদার মাঝে কালো রেখা; যাতে রক্তিম ডোরা আঁকা। চওড়া শ্রু বিশিষ্ট; সে কী সুন্দর চেহারা মুবারক।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারক যথেষ্ঠ পরিমাণ চওড়া ছিলো। দাঁত মুবারক চিকন ও উজ্জল ছিলো। সামনের দাঁতগুলো কিছু ফাঁকা ফাঁকা ছিলো। যখন কথা বলতেন, মুচকি হাসি দিলে এগুলো দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হতো। তাঁর নাকেও নূর চমকাতে থাকতো। তাই তো তাঁর নাক মুবারক উঁচু মনে হতো।

এ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেলো, শোভা ও সৌন্দর্যের বিবেচনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতুলনীয়। যদি এই গুণের বিবেচনায় কাউকে মহব্বত

করা হয়, ভালোবাসা হয়, তবে সে ভালোবাসা পাওয়ার সর্বপ্রথম হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, সারা দুনিয়ার সব সৌন্দর্য্যের আধার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত সৃষ্টি।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

কামালাত-পূর্ণতার জন্য সর্বাধিক মহব্বত করতে হবে

কাউকে মহব্বত করার কারণ হলো তাঁর পূর্ণতা ও কামালাতের জন্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও কামেল। তিনিই আল্লাহ্‌র দয়া সবচেয়ে অধিক প্রাপ্ত হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

"আর আপনার ওপর আল্লাহ্‌র অনেক বড় দয়া, অনুগ্রহ রয়েছে।"– কুরআন (৪ঃ১১৩)

দয়া ও অনুগ্রহের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে রাখো, আমি আল্লাহ্ তা'য়ালার সবচেয়ে প্রিয় খাস বান্দা; এতে আমার গর্ব করার কিছুই নেই। (কারণ, এটা আমার উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ)। কেয়ামতের দিন প্রশংসার ঝাণ্ডা আমার হাতে থাকবে আর এই ঝাণ্ডার নিচে আদম আলাইহিস সালাম সহ সকল নবী আলাইহিস সালাম থাকবেন; এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই। (কারণ, এটা আমার ওপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ)। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমি সুপারিশকারী হবো আর আমার সুপারিশ কবুল করা হবে; এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই। (কারণ, এটা আমার ওপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ)। সর্বপ্রথম আমি আর আমার উম্মতের দরিদ্ররা জান্নাতে প্রবেশ করবো; এতে আমার গর্ব করার কিছু নেই। (কারণ, এটা আমার ওপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ)। আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট আগের ও পরের সবার চেয়ে আমি বেশি মর্যাদাবান ও সম্মানিত বলে বিবেচিত হবো; এতেও আমার গর্ব করার কিছু নেই। (কারণ, এটা আমার ওপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা আরশেপাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়েছেন ও তাঁর জন্য সকল ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। নিজ সাক্ষাত দানে ধন্য করেছেন, অহীর মহান দৌলত দানে সম্মানিত করেছেন, জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল
এ জন্য তাঁকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে ব্যথিত করে। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াময়।"– কুরআন (৯ঃ১২৮)

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের প্রতি প্রচণ্ড দয়াশীল, সেহেতু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দয়া-মায়াকে ভাষায় প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। আমরা এতোটুকু বলতে পারি, রক্তের সম্পর্কের কারণে সন্তানের প্রতি মা-বাবার যতটুকু মায়া-মমতা, আত্মিক সম্পর্কের উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরদ, মায়া ও মহব্বত বহুগুণ বেশি।

২। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'য়ালা (মূল) দানকারী আর আমি বন্টনকারী।"– বুখারী শরীফ

আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রাসূলের কাছে ইলম্ ও মারেফত, জ্ঞান-বিজ্ঞান এসেছে, নূর ও বরকত এসেছে, তিনি তা সাহাবায়ে কিরামগণকে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বন্টন করে দিতেন।

অন্য একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "আল্লাহ্ তা'য়ালা আমার অন্তরে যা কিছু ঢেলে দিয়েছেন, আমি তা আবু বকরের অন্তরে ঢেলে দিয়েছি।" এ জন্যই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে 'কাসিমুলউলুম ওয়াল বারাকাত তথা ইলম ও বরকত বন্টনকারী' বলা হয়। উম্মতের অন্তরে যতো বরকত পৌঁছে, তা সবই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তর মুবারকের মাধ্যমেই পৌঁছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই মহান দয়া ও উপকারের কারণে আমাদের আপাদমস্তক তাঁর কাছে ঋণী।

৩। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– একদিন সারারাত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াত শরীফ পাঠ করছিলেন আর কাঁদতেছিলেন–

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"আপনি তাদেরকে সাজা দিলে দিতে পারেন, কারণ তারা আপনার বান্দা আর যদি ক্ষমা করে দেন, তবে তাও পারেন। কারণ আপনি প্রচণ্ড ক্ষমতাবান।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারারাত ইবাদত-বন্দেগী করতেন আর পাপী উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পা মুবারক ফুলে যেতো।

৪। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গিয়ে নিজ উম্মতের ক্ষমার জন্য দু'আ করছেন। তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.

"(হে আমার প্রিয় হাবিব! আপনি এতো কাঁদছেন কেন?) আপনার রব অনতি বিলম্বে এমন কিছু দিবেন যাতে আপনি খুশি হবেন।"– কুরআন (৯৩ঃ৫)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি বললেন, আমার উম্মতের সর্বশেষ লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না।

যদি শুধু দয়া বিবেচনায় মানুষ কাউকে ভালোবাসে, তাহলে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য অপরিহার্য হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।

প্রিয় পাঠক! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মহব্বত ও ভালোবাসা ভিতর-বাহির সকল কারণ তাঁর মাঝে পুরোপুরি বিদ্যমান। যদি কোন উম্মতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক না থাকে তাহলে সে মু'মিন হতে পারে না। যার চোখ অন্ধ, যার অন্তর মোহরাঙ্কিত, সে হতভাগা নিজে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মহব্বতকারীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। চিন্তা করার বিষয়, আমাদের মত গুনাহ্গার উম্মতদের তাঁর প্রেমের সুধা পান করার চেয়ে বড় তৃপ্তিদায়ক বিষয় আর কি হতে পারে!

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা আল্লাহ্র প্রিয় হাবিব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে আসক্ত। সারা দুনিয়ার অর্থ-কড়ি, ক্ষমতা, পদ-মর্যাদার বিপরীতে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেবকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই, তবে আমরা তাতেই আনন্দিত। একজন আশেকে রাসূলের ভাবনা তো তাই হওয়া উচিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক মুহূর্তের দৃষ্টি পাওয়ার প্রত্যাশায় জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকা। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুদৃষ্টি দানে ধন্য করুন। আমিন।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মহব্বত-ভালোবাসা

সাইয়্যেদুল মুরসালিন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতের ফলে সাহাবায়ে কিরামগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম তাঁর যে আন্তরিক মহব্বত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন পরবর্তী উম্মতগণের পক্ষে তা অনুভব করা অসম্ভব। তারাই ছিলেন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসার অধিকারী। তাঁরাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য ও একত্রে জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁদের জীবনের সর্বাধিক প্রেম-ভালোবাসার একমাত্র সহায় ব্যক্তি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর কষ্টে তাঁরা সর্বাধিক কষ্ট পেতেন, তাঁর আনন্দে তাঁরা সর্বাধিক আনন্দ পেতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য না ছিল তাঁদের সম্পদের পরওয়া, না ছিল সন্তান-সংসারের পরওয়া আর না ছিল জীবনের পরওয়া।

নবী করীম হুজুরেপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) যে ভালোবাসা সে এক অমিশ্র, অকৃত্রিম ও অবিভাজ্য ভালোবাসা; যার কোন উপমা, তুলনা বা সাদৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কথায়, কাজে, আচরণে, অনুভূতিতে, কামনায়, সাহায্যে, সহযোগিতায়, লেনদেনে তথা সর্বক্ষেত্রেই ছিল সেই ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ। ভালোবাসার এ দৃষ্টান্ত তাঁর পূর্বেও ছিল না, আর ভবিষ্যতেও হবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন

খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি খলিফাতু রাসূল। তিনি সবচেয়ে বড় নবীপ্রেমিক ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সবচেয়ে বেশি নবুয়তের নূর লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সম্মানে ثَانِيَ اثْنَيْنِ (হিযরত রজনীর দ্বিতীয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি) এবং لِصَاحِبِهِ (রাসূলের একান্ত সাথী) শব্দ উল্লেখ করেছেন। তিনি সবচেয়ে বড় ভাগ্যবান সাহাবী, আল্লাহ্ তা'য়ালার কালামেপাকে স্বীকৃত।

ইমাম রাজি (রহঃ) ثَانِيَ اثْنَيْنِ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– আল্লাহ্র পথে মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরেই তাঁর অবস্থান। যুদ্ধ ও জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরেই তাঁর ভূমিকা ছিলো। পরামর্শ সভায় তিনিই ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরের স্তরে। নামাজে ইমামতির ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার পরে তিনিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিলাফতের দায়িত্বে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। রওজা শরীফে দাফন হওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী।

১। 'তাফসিরে রুহুল মাআনি'তে আল্লামা মাহমুদ আলুসি (রহঃ) লিখেছেন– হিযরতের সময় গারে সূরে প্রবেশের আগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে নিবেদন করলেন– "ঐ সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে সত্যদ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। আপনি ততোক্ষণ পর্যন্ত এই গুহায় প্রবেশ করবেন না, যতোক্ষণ না আমি ভিতরে ঢুকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসি। দেখি আমি এখানে ক্ষতিকর কোনো কিছু আছে কি-না? কোনো কিছু থাকলে যাতে আমাকে কাটে, আপনাকে কষ্ট দিতে না পারে।"

যখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু গুহা পরিস্কার করতে গেলেন, দেখলেন, কয়েকটি ছিদ্র আছে। যেদিক থেকে কোনো বিষাক্ত বিচ্ছু আক্রমণ করতে পারে। তিনি নিজের কাপড় দিয়ে ছিদ্রগুলো বন্ধ করলেন। কাপড় শেষ হয়ে গেলেও একটি ছিদ্র বাকি রয়ে গেলো। এখন কী করবেন? নিজ পায়ের গোড়ালি দিয়ে আটকে রাখলেন সে ছিদ্রটি।

বিষয়টি সম্পর্কে আল্লামা আলুসি (রহঃ) লিখেছেন– "গুহায় একটি ছিদ্র ছিলো, যাতে সাপ জাতীয় বিষাক্ত প্রাণী আছে। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চিন্তা করলেন, যেভাবেই হোক ছিদ্র বন্ধ রাখতে হবে, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাতে কষ্ট না হয়। তিনি নিজ পা সেখানে রাখলেন। বিষাক্ত সাপ এসে তাঁর পায়ে কাটলো। তিনি কামড় অনুভব করলেন। তারপরেও প্রিয় রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীমাহীন ভালোবাসায় পা নড়াচ্ছেন না। সহ্য করেছেন প্রেমাস্পদের জন্যে সাপের কাটা। জীবনের বিনিময়ে ভালোবাসার কী চরম উপাখ্যান!"

বিষ ও ব্যথার তীব্রতায় নিজের অজান্তেই তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহরা মুবারকে পড়লো।

আল্লামা আলুসি (রহঃ) আরও লিখেছেন– "তাঁর চোখ বেয়ে পানি পড়ছিলো; কিন্তু তিনি গর্ত থেকে পা সরাচ্ছিলেন না।" ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন, আবু বকর! কী হলো? তিনি ঘটনা খুলে বললেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের লালা মুবারক আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে দিলেন। সুস্থ হয়ে গেলেন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।

২। বরকতময় সেই সফরে তিনি একা নন; বরং তাঁর ঘরের সবাই ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে নিয়োজিত। স্ত্রী রাসূলের জন্যে খাবার রান্না করতেন, মেয়ে হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তা পৌঁছে দিতেন গুহায়। ছেলে আব্দুর রহমান সারাদিনের খবরাখবর নিয়ে হাজির হতেন সেখানে।

ফুহায়রা নামে তাঁর গোলাম সারাদিন বকরী চরিয়ে দুধ নিয়ে আসতেন এখানে। কতোই না সৌভাগ্যবান তাঁরা। ধন্য হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পরিবার!

হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তাঁর পরিবারের সকলেই এই পরম ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের কারণে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন– "আমি আমার প্রতি সব অনুগ্রহকারীর বদলা দিতে সক্ষম হয়েছি; কিন্তু আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) এর অনুগ্রহের পুরোপুরি বদলা দিতে পারিনি। তাঁর বদলা দেবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "মানুষের মধ্য থেকে সেবা ও সম্পদের দিক দিয়ে আমার উপর সবচেয়ে বড় দয়াবান হলেন– হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে– "আবু বকরের সঙ্গ ও সম্পদ থেকে আমি যতো উপকৃত হয়েছি তা আর কারো থেকে এতো উপকৃত হইনি।"

৩। সাইয়্যেদুল মুরসালিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার পূর্বে সেখানকার অনেক মুসলমান কখনো তাঁকে দেখেননি। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গড়ন-গঠন, চাল-চলন, কথা-বার্তা এতো কাছাকাছি ছিলো, দু'জনকে একই মনে হতো। কে আসল আর কে তাঁর প্রতিচ্ছবি, বুঝা বড় মুশকিল হতো। তাঁরা মদীনা শরীফে উপস্থিত হলে লোকজন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেবে তাঁর কাছে একত্রিত হতে লাগলো। অনুসরণের মাত্রা এতো পূর্ণ ছিলো, নবী আর উম্মতের মধ্যে পার্থক্য করতেই কষ্ট হতো।

এক সময় রোদের প্রখরতা বাড়তে লাগলো। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চাদর দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছায়া দিতে লাগলেন। তখন লোকেরা চিনতে পারলেন কে নবী আর কে সাহাবী! এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى ظَلَّ عَلَيْهِ بِرِدَآئِهٖ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَ ذٰلِكَ.

"আবু বকর আগে বেড়ে চাদর দিয়ে রাসূলকে ছায়া দিতে লাগলেন। তখন লোকেরা চিনতে পারলো কে আজকের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব। কে মুক্তির দূত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"– বুখারী শরীফ

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার তিনটি জিনিস প্রিয়–

اَلنَّظَرُ اِلٰى وَجْهِكَ اِنْفَاقُ مَالِيْ عَلٰى اَمْرِكَ وَاَنْ تَكُوْنَ بِنْتِيْ فِيْ بَيْتِكَ.

"১) আপনার মুবারক চেহারা দেখা; ২) আপনার নির্দেশে সম্পদ খরচ করা ও ৩) আমার মেয়ে আপনার স্ত্রী হওয়া।"

এই তিনটির মূল কেন্দ্র ও কারণ হলো– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাঁর মহব্বত ভালোবাসা। এটাই প্রকৃত আশেকের পরিচয়।

৪) মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাবা হযরত আবু কুহাফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করলেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইসলাম গ্রহণে অনেক খুশি হলেন। তখন হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন নিয়ে পাঠিয়েছেন; আমার বাবার ইসলাম গ্রহণের খুশির চেয়ে বেশি খুশি হতাম, যদি আপনার চাচা আবু তালেব মুসলমান হতেন।"– আল-ইসাবাহ্

খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

১) হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন খাঁটি রাসূল প্রেমিক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হবো।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমার নিকট সবকিছু থেকে প্রিয়। কিন্তু আমার জীবনের চেয়ে ...। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,এমন কোনো ঈমানদার নেই আমি যাদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয় নই। এক পর্যায়ে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, যিনি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ঐ পবিত্র সত্ত্বার শপথ! আপনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ এবার তুমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ও বিশুদ্ধচিত্ত।– মাদারেজুন্ নবুওয়াত

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, হে ওমর! তোমার অন্তরের অবস্থা কি? আমি ছাড়া অন্য কিছু কি তোমার নিকট অধিকতর প্রিয়? হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার অন্তরে আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং সহায়-সম্পদের সঙ্গে আপনার মহব্বতও সম্মিলিত আছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর পবিত্র হাত মুবারক হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বুকে রাখলেন। অতঃপর তাওয়াজ্জাহ্ দিয়ে বললেন, এবার বলো তোমার মনের অবস্থা কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অন্তর থেকে পরিবার-পরিজন ও বিত্ত-বৈভবের আকর্ষণ দূর হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে আত্ম-প্রেম। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় তাঁর পবিত্র হাত হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বুকে রাখলেন। এরপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার হৃদয়ে এখন আপনার ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ভালোবাসা নেই।– মাদারেজুন নবুওয়াত

২) হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দাবাগত করা চামড়ার তৈরি পশমহীন জুতা পরিধান করতেন। একবার হযরত ওবায়েদ ইবনে জুরাইহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর এমন জুতা পরিধান করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমন জুতা পরিধান করতে দেখেছি।– শামায়েলে তিরমিযী শরীফ

৩) মক্কা শরীফ বিজয়ের দিন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হযরত আবু সুফিয়ানকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন– আমি আবু সুফিয়ানকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আপনার অনুমতি পেলে আমি তার মাথা শরীর থেকে আলাদা করে দিব, সে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তখন হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, সে যদি 'আদি' গোত্রের হতো তবে তুমি এমন উদ্যত হতে না। **জবাবে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, জেনে রাখুন, হে আব্বাস! আপনি ঈমান আনার কারণে আমি আমার বাবা খাত্তাব ঈমান আনার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি, কারণ, আপনি ঈমান আনার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হয়েছেন। মনে রাখবেন, যে কাজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হন, সে কাজেই ওমরের খুশি ও আনন্দ। তিনি সবসময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুশিকে অগ্রাধিকার দিতেন।**

৪) হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন আমিরুল মু'মিনীন তখন তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মাসিক ভাতা তিন হাজার আর হযরত ওসামা বিন জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর ভাতা সাড়ে তিন হাজার নির্ধারণ করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিবেদন করলেন– হে আমিরুল মু'মিনীন! কী কারণে ওসামার ভাতা বেশি নির্ধারণ করা হলো জানতে পারি কি? আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হ্যাঁ, ওসামা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয় ও ভালোবাসার পাত্র ছিলো। তেমনি **ওসামার বাবাও তোমার বাবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেশি প্রিয় ছিলো।** তাই এই ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমিও আমার নিজের ভালোবাসার ও প্রিয় লোকদের চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার ও প্রিয় লোকদের অগ্রাধিকার দিয়েছি।– তিরমিযী শরীফ

৫) একবার চাদর বিতরণের সময় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজ চাচাতো বোন শিফা বিনতে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে যা দিলেন তার চেয়ে একটি বেশি দিলেন আতিকা বিনতে উমাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাব দিলেন, নবী বংশের লোক হযরত আতিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা, তাই আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়েছে।– আল-ইসাবা

৬) হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ দুনিয়া থেকে অন্তরায় হয়েছেন। সকল সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম এর চেহারায় অসহায়ত্ব হতাশার ছাপ। অবাক ও হতভম্ব হয়ে আছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সকলেই। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন– "যে বলবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন, তার মাথা দু'ভাগ করে ফেলবো।" এটা হলো রাসূল প্রেম।

খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

১) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের দূত হিসাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে মক্কার লোকদের কাছে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে পাঠানো হয়। তাঁর আসতে বিলম্ব হওয়ায় মুসলমানদের কাছে এমন খবর আসে যে ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে মক্কার লোকজন শহীদ করেছে। কেউ কেউ বলছেন– হয়তো ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাওয়াফ করে আসবেন। এ পরিস্থিতিতে বায়াতে রিদওয়ান সংঘঠিত হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে হাত রেখে সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বায়াত হলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় অপর হাত মুবারক হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পক্ষ থেকে স্থাপন করেন। এটাই হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মায়া ও স্নেহের দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘক্ষণ পরে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফিরে আসলে জিজ্ঞাস করা হলো বিলম্ব কেন? আপনি কি বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ্র কসম! আমাকে মক্কার লোকজন তাওয়াফ করার জন্য বরাবর পীড়াপীড়ি করছিলো; কিন্তু আমি করিনি। এমন কি আমাকে যদি এক বছরও থাকতে হতো তবুও আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছাড়া তাওয়াফ করতাম না।

২) হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে কুরাঈশদের প্রতিনিধি উরওয়া ইবনে মাসউদ সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলেন। নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে সে এভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেছিলো– "হে লোকসকল! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমি অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গিয়েছি। কায়সার ও কিসরার রাজ দরবার দেখেছি। আমি কোন রাজা-বাদশাকে এতো সম্মান করতে দেখিনি, যত বেশি সম্মান ও মহব্বত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। যদি কখনো তাঁর নাক দিয়ে শ্লেস্মা বের হয়, সাথে সাথে তারা সেগুলোকে নিজ হাত দিয়ে পরিস্কার করাকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করে থাকে। তিনি যদি কাউকে কোন নির্দেশ দেন, তবে নির্দেশ পালনে তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। সর্বাবস্থায় তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চুপ ও শান্তভাবে বসে থাকেন। মর্যাদা-সম্মান ও আদব রক্ষার্থে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকায় না।"

এক অপরিচিত লোকের মুখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এমন প্রশংসাবাণী শুনে তাদের অন্তরে নবীপ্রেমের দানা বাঁধতে শুরু করে।

আসাদুল্লাহ্ আল গালিব হযরত আলী মুরতাজা ইবনে আবি তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

শৈশব থেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গভীর সম্পর্ক, খুবই মহব্বত-বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তিনি হলেন যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। মহব্বত-ভালোবাসার সূত্র ধরেই তিনি মহাসৌভাগ্য লাভে ধন্য হন।

হিজরত রজনীতে ঃ

আল-আমীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে মক্কা শরীফের কাফির-মুশরিকগণ তাদের ধন-সম্পদ আমানত রেখেছে। হিযরত করে তিনি মদীনা চলে যাবেন। কার কাছে এ আমানতের ধন-সম্পদ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দিবেন? সাহসী বীর, নবী প্রেমিক জীবনের মায়া ভুলে আমানতের সকল জিনিসের জিম্বাদার হয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে তাঁরই বিছানা মুবারকে তাঁরই চাদর মুবারক গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। ব্যাখ্যাবিদগণ বলেন– যে কোন সময় তিনি শহীদ হওয়ার জন্য বা বন্দী হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। নবী প্রেমের এ তুলনা কোথায় মিলবে?

যাত্রা করার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– 'এ দায়িত্ব সমাপ্ত করে মদীনায় চলে আসবে'। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ পবিত্র বাণীতে স্পষ্ট হলো– 'তিনি মদীনায় নবীর সাথে মিলিত হবেন'।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আমার অন্তরে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এমনকি শীতল পানি অপেক্ষা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা অধিক।– মাদারেজুন নবুওয়াত

খায়বরের যুদ্ধে ঃ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কোলে মাথা মুবারক রেখে খায়বরে আরাম করছিলেন। এ সময় সূর্য অস্ত গেল এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আসরের নামায কাযা হলো। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন–

اللهم انه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس

"হে আল্লাহ্! আলী আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্যে ছিল সুতরাং সূর্যকে আদেশ দিন যেন পুনরায় ফিরে আসে।"

হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, সূর্য ডুবে গিয়েছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে, সূর্য পুনরায় উঠে গেল আর সূর্যের আলোকে পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আসরের নামায আদায় করলেন।

লক্ষণীয় ঃ

নামায আদায় করা ফরযে আইন। তিনি নামায কাযা করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশ্রামকে প্রধান্য দিলেন। তিনি দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন– নামাযের কাযা আদায় করা সম্ভব কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের কাযা করা সম্ভব নয়।

হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ঃ

হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা ছিলেন আরবের ধনী মহিলা। বিবাহের পর সমুদয় ধন-সম্পদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারকে বিলিয়ে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের কঠিন সময় সার্বিক সহযোগিতা ও সান্তনা দিয়ে হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সাহস ও শান্তি প্রদান করেছেন। তিনি ছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একান্ত আপনজন।

১) ওহী লাভের পূর্বে তিনি যখন নির্জন জীবন যাপনের প্রতি মনযোগী হলেন তখন তিনি একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহ্‌র ধ্যান ও ইবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। এমতাবস্থায় হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা নিজে গিয়ে খোঁজ করে তাঁকে খাবার পৌঁছে দিতেন।– আসাহ্‌হুস-সিয়ার

২) হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো প্রতি আমি ততো ঈর্ষা অনুভব করি না যত ঈর্ষা হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর প্রতি অনুভব করেছি। অথচ আমার বিবাহের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁর ইন্তিকালের তিন বছর পর। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রতি ঈর্ষা অনুভবের কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অত্যাধিক স্মরণ ও আলোচনা করতেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা একদিন আদেশ করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে জান্নাতে এমন একটি সুরম্য অট্টালিকা লাভের সুসংবাদ দেন, যা একটিমাত্র শূন্যগর্ভ মুক্তা দ্বারা তৈরি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় বকরী যবেহ করে বন্টন করে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বান্ধবীগণের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। কোন কোন সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতাম, মনে হয় সারা বিশ্বে খাদিজা ভিন্ন কোন নারীই নাই। তার উত্তরে তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি তাকে ভুলতে পারি না। সে এরূপ ছিল, সে এরূপ ছিল (এটা দ্বারা তাঁর বিভিন্ন ত্যাগ স্বীকার ও উপকারের কথা আলোচনা করতেন)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেরই আমার সন্তানাদি রয়েছে।– বুখারী শরীফ

হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মৃত্যু শয্যায়। পাশে বসা প্রিয়তমা স্ত্রী। স্বামী হারানোর বেদনায় বলে উঠলেন, ওয়া হুজনাহ্! হায় হায়, আপনি চলে যাচ্ছেন!! আমরা এতিম হয়ে যাচ্ছি। কীভাবে সইবো আপনার বিরহ ব্যথা। তখন হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ওয়া ফারহাহ! ওহ্ কতোই না খুশির কথা। কিছুক্ষণ পরেই আমি আমার প্রাণপ্রিয় রাসূলের সাথে মিলিত হবো, তাঁর সাক্ষাৎ পাবো। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন।

হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবু সুফিয়ান তখনো মুসলমান হয়নি। ইসলামের শত্রুরা হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বন্দি করে ফেললো। আবু সুফিয়ান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জায়েদ! আল্লাহ্‌র কসম করে সত্য কথা বলোতো, যদি এমন হয় যে, আমরা তোমাকে ছেড়ে দিলাম, তুমি আরাম-আয়েশ করে তোমার স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতির সাথে সুখের জীবন কাটাবে আর তোমার পরিবর্তে তোমার নবী, ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বন্দি করলাম, তবে তুমি কি খুশি হবে? তার কথা শুনামাত্রই হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, শুনে রাখো! আমি আমার স্ত্রী, পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকবো আর আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে একটি কাঁটা বিধবে; এটাও আমি সইতে পারবো না!

হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর এই ঈমানদীপ্ত কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসারীরা তাঁকে যত বেশি মহব্বত করে, এতো বেশি ও গভীর মহব্বত দুনিয়ার অন্য কেউ কাউকে করতে পারে বলে আমি দেখিনি।– ইবনে হিশাম

এক আনসার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত সায়াদ বিন জুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক চিন্তাক্লিষ্ট আনসার সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি ব্যাপার, তোমাকে যে চিন্তিত উসখুস দেখতে পাচ্ছি?"

তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আমার ভাবনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– কি সে ভাবনার বিষয় ? তখন আনসার সাহাবী বললেন, এখন আমি কি সকাল কি সন্ধ্যা, যখনই আপনার প্রেমে উদাসীন হয়ে যাই, সাথে সাথে দর্শন করে সে পিপাসা মিটিয়ে নেই। কাল যখন আপনি নবীগণের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবেন, আমি আপনার সাক্ষাৎ হতে বঞ্চিত হবো। তখন আমার কি হবে ?

আনসারী সাহাবী'র এই ভাবনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

"যে সব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য পোষণ করে তাঁরা তাঁদের সঙ্গ পাবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে (নিয়ামত, নৈকট্য ও সন্তুষ্টি দিয়ে) অনুগ্রহ করেছেন, যেমন– নবী, সিদ্দিক, শহীদান এবং অপরাপর নেক বান্দা। আর এসব ব্যক্তি কতইনা উৎকৃষ্ট সঙ্গী ও মহানুভব বন্ধু।"– কুরআন (৪ঃ৬৯)

হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত কাবেস ইবনে রাবি'আ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আকৃতি ও গড়ন-গঠনে দেখতে অনেকটাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছাকাছি ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দরবারে যখনই তিনি আগমন করতেন, তিনি (মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে) দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা দিতেন এবং চোখেমুখে চুমু খেতেন। বিদায়কালে কিছু উপহারও দিয়ে দিতেন। এসবের কারণ ছিলো একটাই, তাঁকে দেখলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা ভেসে আসতো।

হযরত সুমামা ইবনে আসাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

ইয়ামেনবাসীর নেতা হযরত সুমামা ইবনে আসাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর অনুভূতি প্রকাশ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আজকের আগে আমার কাছে সারা দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ছিলেন আপনি, আর আজ ইসলাম গ্রহণের পর মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও দামি হলেন আপনি।– বুখারী শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পা অবশ ও অচল হয়ে গেলো। লোকেরা বললো, এই পৃথিবীর মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব যিনি, তাঁর নাম স্মরণ করুন। তাদের পরামর্শে তিনি প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, ইয়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে দেরি, তৎক্ষণাৎ তাঁর পা সুস্থ হয়ে গেল।

আহলে বায়তকে ভালোবাসা ঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর হাত ধরে বললেন, যে ব্যক্তি এ দু'জনকে

এবং এদের পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে সে কিয়ামতের দিন আমার নৈকট্যভাজন হবে। সে সেখানে অবস্থান করবে আমার সমান্তরালে। এখানে 'মাইয়েত' বা সঙ্গতার চূড়ান্ত পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নবীপ্রেম ঃ

আনসার হযরত আবু দোজানা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্থুলকায় শরীর বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ওহুদের যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আচ্ছাদিত করে ও তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠ ঢালস্বরূপ পেতে দিলেন। শত্রুদের তীর তাঁর পৃষ্ঠদেশ জর্জরিত করা সত্ত্বেও তিনি শরীর সরিয়ে নেননি। কোন ফাঁকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকে আঘাত লাগে। অবশেষে একটা তীর তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে তাঁর কলিজা বিদ্ধ হলে তিনি ঢলে পড়েন; কিন্তু তাঁর শরীর আর মাটি স্পর্শ করতে পারলো না, তীরের উপরই তাঁর শয্যা রচিত হলো।

হযরত মালিক ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জান্নাতী মানুষ ঃ

ওহুদ যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখমণ্ডলে আঘাত পেয়েছিলেন তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পিতা হযরত মালিক ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ত মুবারক চেটে ছিলেন এবং তা খেয়ে ফেলেছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কি রক্ত পান করতেছ? তিনি জবাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি রক্ত পান করতেছি। রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার রক্ত তার রক্তের সাথে মিশেছে। জাহান্নামের আগুন তাঁকে স্পর্শ করবে না।"– হায়াতুস্ সাহাবা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, মালেক ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকের রক্ত মুবারক চুষে পরিষ্কার করেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, থু থু ফেলে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ আমি থু থু ফেলবো না। এরপর মুখ ফিরিয়ে তিনি লড়াই করতে লাগলেন। হযরত নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেউ যদি কোন জান্নাতী মানুষকে দেখতে চায় তবে সে যেন মালিক ইবনে সিনান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখে। এরপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত উসায়দ ইবনে হুদায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

তিনি একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে কথা বলছিলেন এবং তাদেরকে হাসাচ্ছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পার্শ্বদেশে একটু খোঁচা দিলে তিনি বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি এর প্রতিশোধ নাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার শরীরে তো জামা আছে, আমার পরিধানে তো জামা ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জামা উঠালেন। অতঃপর প্রতিশোধ নিতে বললে হযরত উসায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পার্শ্বদেশ (মোহরে নবুয়্যত দেখে) চুম্বন করতে লাগলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি তো এটাই কামনা করছিলাম।– কানযুল উম্মাল। দেখুন, কি যে রাসূল প্রেম!

হযরত তালহা ইবনুল বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত তালহা ইবনুল বারাআ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তাঁর পদ চুম্বন করতেন। তিনি সেই সাহাবী যাঁর ইন্তিকালের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন– 'হে আল্লাহ্! আপনি তালহার সাথে এমনভাবে মোলাকাত করুন, সে যেন আপনার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে এবং আপনিও যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন।'– হায়াতুস্ সাহাবা

হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হাদীস শরীফ বর্ণনাকালে যখন বলতেন 'রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন' তখন তাঁর কপালে ঘাম মুবারক বের হতো এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকতো। এ ধরনের বহু ঘটনা পাওয়া যায়। হযরত কাজী আয়াজ (রহ.) উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ বিবৃতি করার পর বলেন, বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি উক্তরূপ সম্মান প্রদর্শন তাঁর পার্থিব জিন্দেগীর সাথে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর পরেও ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করা উম্মতের উপর 'ওয়াজিব'। **যখনই তাঁকে স্মরণ করা হবে, তাঁর হাদীস শরীফ পাঠ করা হবে অথবা তাঁর বিষয়ক কোন আলোচনা করা হবে, তখনই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।**

হযরত উম্মু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর সেবিকা ঃ

হযরত উম্মু হাকীমা বিনতে উমায়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি পাত্র মুবারক ছিল যাতে তিনি পেশাব করতেন। পাত্রটি তাঁর খাটের নিচে রাখা হতো। একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হয়ে পাত্রটি খুঁজলেন, কিন্তু তা পাওয়া গেল না। তিনি বললেন– পাত্রটি কোথায়? তাঁকে বলা হলো, উম্মু সালামার যে সেবিকাটি হাবশা হতে তাঁর সাথে এসেছিলেন, সে তা হতে আপনার পেশাব পান করেছে। হযরত রসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচবার জন্য সে একটি কঠিন কাজ করেছে।– মাজমাউয-যাওয়াইদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থুথু মুবারক গায়ে মাখা ঃ

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) হযরত যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অযু করতেন এবং থুথু ফেলতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম দ্রুত তা তাঁদের মুখে এবং শরীরে মাখতেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে তা করতে দেখে বললেন, তোমরা এমন করছো কেন? তারা বলতেন, আমরা বরকতের প্রত্যাশায় এরূপ করতেছি।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

من احب ان يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤد الامانة ولا يؤذ جاره

"যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাকে ভালোবাসুন, সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত ঠিকমত আদায় করে এবং প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"– কানযুল উম্মাল

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অযুর অবশিষ্ট পানি পান করা ঃ

ইমাম তাবারানী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে আরবী মিরদাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। তিনি অযুর পানি আনিয়ে অযু করতে লাগলেন। আমরা তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি সংগ্রহ করে পান করতে লাগলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন জিনিস তোমাদেরকে এমনটি করতে উদ্বুদ্ধ করলো? আমরা বললাম– حب الله ورسوله 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসা'। তখন তিনি বললেন–

فان احببتم ان يحبكم الله ورسوله فأدوا اذا ااتمنتم واصدقوا اذا
حدثتم واحسنوا جوار من جاركم ۔

"যদি তোমরা তা পছন্দ করো যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে ভালোবাসুন, তা হলে তোমাদের নিকট আমানত রাখা হলে তা আদায় করবে,যখন তোমরা কথা বলবে সত্য বলবে এবং তোমরা প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।"– মাজ্মা'উয যাওয়াইদ

নবীপ্রেমে মুবারক খেজুর বৃক্ষের ক্রন্দন ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে মরা খেজুর বৃক্ষের সাথে তাকিয়া লাগিয়ে খুৎবা দিতেন। একজন আনসারী কাঠের মিম্বর তৈরি করে দিলে তিনি তাতে আসন গ্রহণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচ্ছেদে খেজুর বৃক্ষটি শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর বৃক্ষটির উপর হাত মুবারক রেখে বললেন– "হে বৃক্ষ! যদি তুমি চাও তবে তোমাকে এখানে বপন করে দিবো, আর যদি চাও জান্নাতে বপন করে দিবো। সেখানে তোমার থেকে উন্নত ফল হবে, জান্নাতবাসীরা তা খাবে। খেজুর বৃক্ষটি উত্তরে বললো– 'আমি জান্নাতী বৃক্ষ হতে চাই।' নবীপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

ইয়েমেন অধিবাসী হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত আশেক। বৃদ্ধা মায়ের সেবা যত্ন করার জন্য তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ না থাকাতে জীবনে কখনো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হতে পারেননি। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য এতোই পাগল ছিলেন যে, এলাকাতে তাকে একজন পাগল বলেই সবাই জানতো। আমরা জানি, প্রয়োজন ব্যতিরেকে নিজের শরীরের কোন অঙ্গহানি ঘটানো শরীয়ত বিরোধী কাজ। অথচ হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বেলায় দেখতে পাই তিনি যখন জানতে পারলেন ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি দন্ত মুবারক শহীদ হয়েছে। তখন তাঁর কোন্ দন্ত মুবারক শহীদ হয়েছে জানতে না পেরে একে একে নিজের সবগুলো দাঁত পাথর দিয়ে আঘাত করে করে ভেঙ্গে ফেলে দেন। কারণ তিনি চিন্তা করলেন, "আমার প্রেমাস্পদের যখন একটি দাঁত নাই সে ক্ষেত্রে আমার মুখে দাঁত থাকা শোভনীয় নয়।" তিনি দাঁত ভেঙ্গে নবী প্রেমের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর দিকে ইঙ্গিত করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন– "আমি ইয়েমেনের দিক হতে প্রেমের সুঘ্রাণ তথা খুশবু পাচ্ছি। বলাবাহুল্য, হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইয়েমেনে বসবাস করতেন। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুনিয়াতে বর্তমান থাকাবস্থায় একে অন্যের সাথে তাঁদের কখনো দেখা হয়নি, যদিও আত্মিকভাবে তাদের মোলাকাত হয়েছে। এই হলো সত্যিকার আশেক-মাশুক তথা প্রেমিক–প্রেমাস্পদের অবস্থা।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী– "কেউ ওয়ায়েস করণীর সাক্ষাৎ পেলে তার উচিত হবে তাঁর দ্বারা নিজের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করানো।"– খাসায়েসুল কুবরা

হযরত ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ

হযরত ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তিনি মালেকি মাযহাবের ইমাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা রাখতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক শুনলে ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর চেহারার রং পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন– "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মুবারক এমনই পবিত্র মধুর যে, তাঁর নাম শুনা মাত্র আমার মনে জাগে, আমার ও তাঁর মধ্যে কতখানি আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে।"

ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অযু গোসল না করে কখনো কালামে নবুওয়াত মুখে আনতেন না। তার আস্তাবলে বহু ঘোড়া ও খচ্চর থাকতো কিন্তু মদীনা

শরীফের রাস্তায় ঘোড়া বা খচ্চরের উপর আরোহণ করে বের হতেন না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন– "মদীনা শরীফে ঘোড়া বা খচ্চরের উপর চড়ে চলাফেরা করতে আমার লজ্জাবোধ হয়।"

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা এবং হাদীসে নববী শরীফের আপ্রাণ খিদমতের কারণে এমন একটি রাতও বাদ যায়নি যে রাতে ইমাম মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্বপ্নে আল্লাহ্র হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিদার পাননি।

একজন আনসারী মহিলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার নবীপ্রেম ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ও নবীর শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে একজন আনসারী মহিলা অস্থির হয়ে বের হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আমার প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী অবস্থায় আছেন? কেউ বললো, তোমার পিতা মারা গেছেন। তিনি ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করে অস্থিরতার সাথে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী অবস্থায় আছেন? কেউ বললো, যুদ্ধে তোমার স্বামী মারা গেছে। তাতেও তিনি ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করে আবার জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা বলো, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী অবস্থায় আছেন? এভাবে কেউ তার ছেলের, কেউ তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনালো। তিনি প্রতিবারই অস্থিরতার সাথে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুশল জিজ্ঞাসা করছিলেন। অবশেষে লোকেরা বললো, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদে আছেন এবং মদীনা শরীফে আসতেছেন। তিনি বললেন, আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। তোমরা বলো, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় আছেন? লোকেরা ইশারা করে দেখালো যে, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দলে আছেন। তিনি দৌড়িয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এক নজর দেখে চক্ষুকে শীতল করলেন এবং বললেন–

بابی انت وامی یا رسول الله لا ابالی اذا سلمت من عطب

"ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি যখন জীবিত ও নিরাপদ আছেন তখন অন্য যে কোন কিছুতে আমার কিছুই আসে যায় না।"– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর রাসূল প্রেম ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বিবাহের পরে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে পিতা আবু সুফিয়ান মদীনা শরীফে আসেন। তখন মেয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য হুজরা মুবারকে গেলেন। মেয়ের নিকট গিয়ে আবু সুফিয়ান বিছানায় বসতে চেয়েছিলেন, ইত্যবসরে

উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা দ্রুত বিছানা উল্টিয়ে রেখে দেন। এতে আবু সুফিয়ান আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি বিছানার অনুপযুক্ত না বিছানা আমার অনুপযুক্ত? তুমি তা উল্টিয়ে দিলে কেন? হযরত উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন–

هو فراش رسول الله ﷺ وانت مشرك نجس فلم احب ان تجلس على فراشه ·

"এটা আল্লাহ্‌র রসূল এর বিছানা। আর আপনি মুশরিক, নাপাক। আপনি তাঁর বিছানায় বসবেন তা আমি পছন্দ করি না।" এতে আবু সুফিয়ান খুব দুঃখ পেয়ে বললেন, আমার নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর তোমার অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে।"– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

হযরত হিন্‌দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর রাসূল প্রেম ঃ

ওহুদের মর্মান্তিক ঘটনার পর মদীনা শরীফের মুসলমানগণ আত্মীয়-স্বজনদের খবর নেয়ার জন্য ওহুদ প্রান্তরে আসেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাও খবর সংগ্রহের জন্য আসেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বোন হযরত হিন্‌দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা তার স্বামী হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, পুত্র হযরত খাল্লাদ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে উটের উপর বহন করে মদীনার দিকে রওয়ানা হচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন খবর আছে কি? তোমার পিছনে কারা? হযরত হিন্‌দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বললেন, খবর ভালো, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন, আরও বললেন, 'তিনি জীবিত থাকলে সকল বিপদই তুচ্ছ। আল্লাহ্ তা'য়ালা মু'মিনদের মধ্য হতে অনেককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারপর বললেন, তারা হলেন– আমার স্বামী, ছেলে ও ভাই।'– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

এক রমনীর নবী প্রেম ঃ

বর্ণিত হয়েছে, এক রমণী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকটে বললেন, দয়া করে একবার রওজা শরীফের দরজা খুলে দিন। তিনি দরজা খুলে দিলেন। রওজা শরীফ দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ঐ রমণী। কাঁদতেই থাকলেন তিনি। কান্না থামলে দেখা গেলো তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।– মাদারেজুন্ নবুওয়াত

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

মুহাজিরগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নবী প্রেম

আল্লাহ্ তা'য়ালা অগ্রগামী সাহাবাগণের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম প্রশংসা করে বলেছেন–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ
رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"এবং সবার মধ্যে অগ্রগামী প্রথম মুহাজির ও আনসার এবং যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছেন, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট; এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবেন। এটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।"– কুরআন (৯ঃ১০০)

অগ্রগামী দল হলেন ঐসব লোক যাঁরা উভয় কিবলায় নামায আদায় করেছেন অথবা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিংবা হুদায়বিয়ায় বায়আতে রিদয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। **সৎকর্মে অনুসারীগণ দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত ঐসব ঈমানদারদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা ঈমান আনুগত্য ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে মুহাজির ও আনসারদের পথ অনুসরণ করেন।** এ প্রিয় বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং এদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কা মুয়াজ্জামার মুসলমানগণ নবী প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ধন-প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। শত শত বছরের বাপ-দাদার বাসভূমির মায়া-মমতা মুহূর্তে জলাঞ্জলি দিয়ে সোনার মদীনায় প্রাণের নবীর নূরী কদমে উপস্থিত হয়েছিলেন। সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-গণের কেউই মক্কা মুয়াজ্জামায় থাকলেন না। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে মুহাজির উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁরা বিশ্ব মুসলিমের কাছে নবী প্রেম-ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তার তুলনা বিরল। মূলতঃ তারাই হলেন সাচ্চা নবী প্রেমিক।

১। হযরত ছোয়ায়েব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে কুরাঈশগণ বললো– "বিষয় সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ যা কিছু আছে, সব কিছুই যদি ফেলে যেতে প্রস্তুত থাকো, তাহলে যেতে পারো। হযরত ছোয়ায়েব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– নবীজীর চরণ মুবারকের একটা ধূলিকণার মূল্যও এর নেই।" তিনি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে মদীনা শরীফে চলে গেলেন। অতঃপর কুরাঈশগণ মুহাজিরগণের সম্পত্তি ভাগ বন্টন করে নিলো।

২। হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কুরাঈশদের হাতে বন্দি হলেন। তারা বন্দী অবস্থায় তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করলো। এতেও কুরাইশগণ সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁকে বধ্যভূমিতে এনে বললো–মুহাম্মাদ-কে তোমার পরিবর্তে শুলে বিদ্ধ করলে কেমন হয়? হযরত জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন– আমি

শতবার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি; কিন্তু নবীজীর পা মুবারকে একটি কন্টক বিদ্ধ হলেও আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

৩। আনসার সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম হুনাইনের যুদ্ধে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যোগদান করেছিলেন। সেই যুদ্ধে মুসলমানগণ জয় লাভ করলে অনেক যুদ্ধ-বন্দী ও অর্থ সম্পদ তাঁর হস্তগত হলো। এ সকল যুদ্ধ লব্ধ অর্থ সম্পদ মক্কাবাসী মুসলমানগণের ভিতর বন্টন করে দিলে, আনসার যোদ্ধাগণ কিছুই প্রাপ্ত না হয়ে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করলেন। তখন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম-কে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন– "এরা ধন-সম্পত্তি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। তোমরা কি এ নবীকে চিরকালের জন্য তোমাদের দেশে নিয়ে গিয়ে সন্তুষ্ট হবে না?" এই কথায় সকল আনসার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম সন্তোষ লাভ করে বললেন– আমরা আমাদের নবীকে চাই, ধন-সম্পত্তি চাই না।

৪। হযরত খাব্বাব বিন আরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মহব্বত আরও উজ্জ্বলতর। তিনি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণের মধ্যে একজন। তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন হতে লাগলো। পরিশেষে কুরাঈশগণ মাটিতে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা বিছিয়ে এর উপর তাকে শয়ন করালো। আগুনের কয়লাগুলো তার পিঠে বিদ্ধ হয়ে নিভে গেল তবুও নরাধমেরা তাকে মুক্তি দিল না এবং হযরত খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও এই কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ভুললেন না। কি অসাধারণ ঈমানের পরীক্ষা!

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

মদীনা মুনাওয়ারায়
আনসারগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নবী প্রেম

মদীনা মুনাওয়ারার আনসারগণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যেভাবে গ্রহণ করেছেন, অভ্যর্থনা দিয়েছেন, সংবর্ধনা দিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা হয় না। এ স্মরণীয় অধ্যায়টি চিরদিন মানব জাতির নিকট বিশেষ করে মুসলমানদের নিকট চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং থাকবে। বিষয়টি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাদের ভালোবাসার অপূর্ব নিদর্শন। নিম্নে কয়েকটি মহব্বত-ভালোবাসার নিদর্শন বর্ণনা করা হলো–

১। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান থাকা ঃ

আকাবার শপথে মদীনাবাসীগণ বলেছিলেন– "সেই সত্ত্বার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! আমরা যেমন করে আমাদেরকে, আমাদের স্ত্রীগণ ও আমাদের

শিশুদেরকে রক্ষা করি, তেমনি আপনাকেও রক্ষা করবো। আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা যোদ্ধা জাতি। বিপুল সমরাস্ত্রের অধিকারী, যা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি।– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

আল্লাহ্ তা'য়ালার আদেশে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফ রওয়ানা হলেন। মদীনার আকাশে বাতাসে এ শুভবার্তা প্রবাহিত হতে থাকে। তারা আনন্দে উদ্বেলিত। প্রতিদিন সকাল থেকে তারা অপেক্ষা করতে থাকেন। প্রখর রোদের সময় ঘরে যেতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পৌঁছার দিনও তারা অপেক্ষার পরে নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় নেন। জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পেয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলো– "হে আরব গোত্র! এই তোমাদের সেই উদ্দেশ্য ও মহাসম্পদ তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছো। তা শুনে মুসলমানগণ তাদের অস্ত্রশস্ত্র দ্রুত গ্রহণ করলেন এবং যাঁর হাররা প্রান্তরের মধ্যভাগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে ডান দিকে মোড় নিলেন এবং আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এই দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার।– বুখারী শরীফ

তাদের এ অপেক্ষা ও ব্যাকুলতা মায়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার স্বাক্ষর।

২। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে মদীনা শরীফে উল্লাস ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনা শরীফে পৌঁছলেন তখন মদীনা বাসীর মধ্যে আনন্দের প্লাবন প্রবাহিত হয়েছিল। ঘরে ঘরে, মহল্লায় মহল্লায় সাজ সাজ রব উঠেছিল। তাঁর মাতুল বংশ বনু নাজ্জার ও তাঁর অন্যান্য আনসারী গোত্র অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুস্বাগতম জানানোর জন্য ছুটে আসলেন।

এ সম্পর্কে হযরত আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আল-বারাআ ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বলতে শুনেছি, প্রথম যাঁরা আমাদের নিকট আগমন করলেন তাঁরা হলেন হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁরা লোকজনকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতেন। অতঃপর হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আগমন করলেন। এরপর আগমন করলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি মদীনার অধিবাসীগণকে কোন কিছুতেই এতো আনন্দিত হতে দেখিনি, যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে। এমনকি স্ত্রীলোকগণ বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আগমন করলেন তখন মুফাস্‌সাল সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি সূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আমি পাঠ করি।– বুখারী শরীফ

৩। মদীনা মুনাওয়ারায় নারী-পুরুষ সকলের সম্বর্ধনা ঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, মদীনাবাসী শতশত লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সুস্বাগতম জানানোর জন্য ছুটে আসেন। সকলের মুখে ছিল 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন'। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এগিয়ে আসছেন। মদীনাবাসীরা বললেন, চলুন, চলুন, নিরাপদে নির্ভয়ে মান্য-বরণীয়রূপে। মেহমানদ্বয় সম্বর্ধনাকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এগিয়ে চললেন। মদীনাবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বালক-বালিকা সকলেই রাস্তায় বের হয়ে পড়লেন। এমনকি পর্দানশীন মহিলারাও বাড়ি-ঘরের ছাদে উঠে এই অভূতপূর্ব আনন্দময় দৃশ্য ও পরম কাঙ্ক্ষিত মেহমানকে দেখতে উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। তারা পরস্পরকে বলতে লাগলেন, কে তিনি? এদের কোনজন তিনি? আমি সেই দিনের মত দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

বালক-বালিকা ও দাস-দাসীরাও বলতে লাগলেন–

الله اكبر جاء رسول الله الله اكبر جاء محمد الله اكبر جاء محمد الله اكبر

"আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন, আল্লাহু আকবার! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন। আল্লাহু আকবার! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন। আল্লাহু আকবার!– বুখারী শরীফ

৪। শিশুদের কণ্ঠে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করলে মদীনা শরীফের আনসারদের শিশুদের যে না'ত শরীফে মদীনার আকাশ-বাতাস আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল, আজও সেই না'ত শরীফ সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের মনে শিহরণ জাগায়। সেই সাথে সেই না'ত আজও মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সর্বাধিক জনপ্রিয় না'ত।

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনে নারী, শিশু ও বালক-বালিকারা না'ত শরীফ গাইলেন–

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

"আজ উদিত হলো পূর্ণ শশী। পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের আঙ্গিনায়, ছানিয়াতুল ওয়াদা গিরিচূড়া হতে। শুকরিয়া ওয়াজিব হলো আমাদের উপরে যতদিন আহ্বান করবে কোন আহ্বানকারী আল্লাহ্‌র পানে। আমাদের মাঝে প্রেরিত হে মহান (মেহমান, মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আপনি এসেছেন পালনীয় করণীয় বিষয় সহকারে।"– বায়হাক্বী শরীফ

৫। আপ্যায়নের প্রতিযোগিতা ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মদীনাবাসী প্রতিটি গোত্র অধীর আগ্রহে আতিথেয়তা গ্রহণের নিবেদন করেছিলেন। পরস্পর এ প্রতিযোগিতার সময় তিনি বললেন– "আমি সেখানেই অবতরণ করবো যেখানে আল্লাহ্ আমাকে অবতরণ করাবেন। অবশেষে উষ্ট্রীটি আবু আইয়্যুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ির দরজায় গিয়ে বসে পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়িতে গিয়ে আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উষ্ট্রী আবু আইয়্যুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বাড়ির সামনে বসে পড়লে বনু নাজ্জারের কিশোরীরা দফ্ বাজিয়ে গাইতে লাগলো–

نحن جوار من بنى النجار × يا حبذا محمد من جار

"আমরা বনু নাজ্জারের কিশোরীরা; মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতই না উত্তম প্রতিবেশী।"– বায়হাকী, ইবনে মাজাহ্ শরীফ

হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন আমরা মসজিদে নববী শরীফে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে বসা ছিলাম। আনসার, মুহাজির ও বনু হাশিম এ তিন দল বিতর্কে উপনিত হলাম। আনসারগণ বললেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছি, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, আমরাই প্রিয়। মুহাজিরগণ বললেন, আমরা হিজরত করেছি, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছি, তাই আমরাই প্রিয়। বনু হাশিম বললেন– আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয়, তোমাদের সাথে সর্বক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণ করেছি, তাই আমরাই প্রিয়।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিব কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হ্যাঁ, আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তিনি বললেন– "হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক হলো আমি তোমাদের ভাই।" তখন তারা বললো– আল্লাহু আকবর কা'বা ঘরের রবের শপথ! আমরা এতে সন্তুষ্ট। মুহাজিরদেরকে বললেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক হলো– 'আমি তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত'। তখন তারা বললো– আল্লাহু আকবর কা'বা ঘরের রবের শপথ! আমরা এতে সন্তুষ্ট। তিনি বনু হাশিমকে বললেন, হে বনু হাশিম! তোমরা আমার হতে এবং আমি তোমাদের হতে। অতঃপর আমরা উঠলাম এবং আমরা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম এবং প্রত্যেকেই তাঁর ভালোবাসার বিষয়ে ঈর্ষান্বিত ছিলাম।"– মাযমাউয যাওয়াইদ

৬। ইয়াছরিব হলো মদীনাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

মদীনা শরীফের পূর্ব নাম ছিল 'ইয়াছরিব'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পর এর নাম মদীনাতুর্ রাসূল, আল-মদীনাতুল মুনাওয়ারা, সংক্ষেপে মদীনা হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনেও এ নাম বর্ণিত হয়েছে।

হযরত জুবায়র ইবনে বাক্কার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মদীনার দশটি নাম। তার অপর এক বর্ণনায় চল্লিশটি নামের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

আগে মদীনা শরীফের নাম যাই থাকুক না কেন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিযরতের পর তাঁর প্রতি মুসলিম ব্যক্তি, বিশেষতঃ সমকালীন মুহাজির ও আনসারদের প্রেম-ভালোবাসা, ভক্তি, আবেগ ও অনুরাগের ফলে মদীনাতুর রাসূল নামটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তাদের রাসূল প্রেমের স্মৃতিস্বরূপ অদ্যাবধি তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মদীনা শরীফে সম্বর্ধনা প্রদানকে কেন্দ্র করে যা কিছু ঘটেছিল তার সবই ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাদের ভালোবাসার নিদর্শন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দই সাহাবায়ে কিরামগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) পছন্দ

ভালোবাসার অন্যতম দাবি হলো, যাকে ভালোবাসা হয়, সেই ভালোবাসা কেবল তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তিনি যা ভালোবাসেন তাও ভালোবাসা। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ভালোবাসাও তাদেরকে অনেক বিষয়েই এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ জাতীয় অনেক ঘটনাই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে তাঁর অপছন্দনীয় জিনিসকেও তাঁরা অপছন্দ করতেন এবং তা পরিত্যাগ করতেন।

১। একদিন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত ফাতিমাতুয্ জোহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর বাড়িতে গিয়ে বললেন–

يا فاطمة والله ما رايت احدا احب الى رسول الله ﷺ منك والله ما كان احد من الناس بعد ابيك احب الى منك .

"হে ফাতিমা! আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তোমার চেয়ে প্রিয় আর কাউকেও দেখিনি। আল্লাহ্র কসম! আমার নিকটও তোমার পিতার পরে তোমার থেকে প্রিয় আর কেউ নাই।"– হায়াতুস সাহাবা

২। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন হাজরে আসওয়াদ-কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নিশ্চয় জানি যে, তুমি কেবল একটা পাথর, কোন ক্ষতিও করতে পারো না, কোন উপরকারও করতে পারো না।

ولولا انى رايت رسول الله ﷺ استلمك ما استلمتك فاستلمه ·

"যদি আমি না দেখতাম যে, তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পর্শ করেছেন তবে আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না। অতঃপর তিনি তা স্পর্শ করেন।" রমল শেষ করে তিনি বললেন–

شيئ اصنعه رسول الله ﷺ فلا نحب ان نتركه ·

"কোন জিনিস যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, আমি তা ত্যাগ করা পছন্দ করি না।"– আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

৩। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জির বাড়িতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত খেতে আসলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে সারীদের (গোশত ও রুটি মিশ্রিত এক ধরনের খাবার) একটি পাত্র রাখা হলো, যার মধ্যে কদুও ছিল। তিনি পাত্র হতে বেছে বেছে কদু তুলে আহার করলেন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, সেদিন হতে আমিও কদু তরকারী পছন্দ করি।"– আখলাকুন্ নবী

৪। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাজির হলাম, তখন আমার মাথার চুল লম্বা ছিল। আমি সামনে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাব যুবাব (মেয়েদের মতো চুল) বলে উঠলেন। আমার মনে হলো, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার চুল দেখেই তা বলেছেন। আমি বাড়িতে গিয়ে চুল কেটে ফেলি। দ্বিতীয় বার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু বলিনি, তবে তুমি যা করেছো ভালোই করেছো।

৫। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী ছিলাম। আমি হালকা কুসুম রং এর চাদর পরিধান করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি কাপড় পরিধান করেছো? আমি তাঁর অসন্তুষ্টিভাব বুঝতে পারলাম। ঘরে গিয়ে চাদরটি আগুনে জ্বালিয়ে ফেললাম। দ্বিতীয় দিন হাজির হলে তিনি বললেন, চাদরটি কোথায়? তা আগুনে জ্বালিয়েছি শুনে বললেন– পরিবারের কোন মহিলাকে দিলেইতো হতো।– হায়াতুস্ সাহাবা

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেমে ধন-সম্পদ উৎসর্গ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর অর্থ ব্যয় করার বিষয়ে যেই পরম আগ্রহ ছিল তাও ছিল তাঁর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে বলতেন সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অপেক্ষা অধিক আগ্রহে সেই বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতেন। তাবুক যুদ্ধে যখন তহবিল সঞ্চয়ে সাহাবীদের নিকট আবেদন জানালেন, সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এর এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা চিরকাল মু'মিনদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। যেমন–

১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সংসারের সম্পূর্ণ আসবাবপত্র, যার মূল্য প্রায় চার হাজার দিরহামের সমপরিমাণ, তাবুক যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছেন? জবাবে তিনি বললেন– ابقيت لهم الله ورسوله 'তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।'– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

২। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একশত উট, পঞ্চাশটি ঘোড়া, সমপরিমাণ সাজসরঞ্জাম, চার হাজার দিরহাম ও এক হাজার দীনার যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যের ব্যয়ভার হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সাহায্য তহবিল হতে প্রদান করা হয়েছিল। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন রুমালে ভর্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোলে ঢেলে দিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব স্বর্ণমুদ্রা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন–

ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم اللهم راض عن عثمان فانى عنه راض ·

"আজকের পরে ওসমান যদি কোন নেক আমল নাও করে তা হলে তার কোন ক্ষতি হবে না। হে আল্লাহ্! আমি ওসমানের উপর সন্তুষ্ট, আপনিও তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।"– মিশকাতুল মাসাবীহ্

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ওসমান! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। যেই পাপ তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে করেছ এবং যা ভবিষ্যতে তোমার দ্বারা হবে, আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করুন।– হায়াতুস্ সাহাবা

৩। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাবুক যুদ্ধে সংসারের অর্ধেক সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু চার হাজার দীনার, দুইশত উকিয়া রৌপ্য (দুই হাজার এক শত দিরহামের বর্ণনা) এবং হযরত আসিম ইবনে আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সত্তর ওয়াস্‌ক (তিনশত পঁয়ষট্টি মন) খেজুর যুদ্ধে দান করেন।– মাওয়াহিব লাদুন্নিয়া

৪। হযরত সিনান আসলামিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বলেন, তাবুকের যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর ঘরে গিয়ে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানো একটি চাদরে মেয়েদের হাতের চুড়ি, পায়ের নুপুর, কানের দুল, আংটি আর অন্যান্য মূল্যবান স্বর্ণালংকার ছড়িয়ে রয়েছে। এসব দিয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনা সদস্যদের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করেন।– আর-রাহীকুল মাখতূম

৫। হযরত আবু আকীল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামের একজন শ্রমিক সাহাবী ছিলেন। সারা রাত কাজ করে মজুরী হিসেবে তিনি প্রায় আট কেজি খেজুর পান। তিনি এর অর্ধেক সন্তান ও পরিবারের জন্য রেখে বাকি অর্ধেক তাবুকের যুদ্ধে দান করার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে অর্পন করেন। এতে মুনাফিকরা ঠাট্টা করে বলতে লাগলো, সামান্য খেজুর দান করে শহীদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।– তাফসীরে ইবনে কাছীর

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) কথায়-কাজে নবীপ্রেম

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার কারণেই সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) তাঁর সাথে কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে, সকল আচরণে ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত। শিষ্টাচার বর্জিত কোন কাজই তাঁর সাথে করতেন না।

১। একবার হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি প্রবীণ না রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? তিনি উত্তর দিলেন, কোন সন্দেহ নাই যে, প্রবীণ তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তবে আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি।– তিরমিযী শরীফ

২। একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর কণ্ঠস্বর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্ঠস্বর হতে উঁচু হয়েছিল। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এতটুকুও সহ্য করলেন না। তিনি নিজ কন্যাকে এক থাপ্পর মেরে বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কখনো আর যেন কণ্ঠস্বর উঁচু করতে না দেখি।– আবু দাউদ শরীফ

৩। একবার জুমুআর দিন কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে শোরগোল করছিলো। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সোজা দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, সাবধান! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ যেন উচ্চ আওয়াজ না করে।– মুসলিম শরীফ

৪। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। তিনি গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন বনু তামীমের এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ন্যায্যভাবে বণ্টন করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন–

ويلك ومن يعدل اذ لم اعدل ؟ قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل

"তোমার জন্য দুঃখ হয়! আমি যদি ইনসাফ না করি তো কে করবে? আমি ধ্বংস হয়ে যাবো এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবো যদি আমি ইনসাফ না করি।" অতঃপর ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান শরীর থেকে আলাদা করে দেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও।– আখলাকুন্ নবী

নবী প্রেমের অনন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবীজীর সাথে সামান্যতম অশুভ আচরণ সহ্য করলেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আশেকদের সকল বিষয়ই ছিল তাঁর প্রতি একান্ত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে এবং অনেকে তার ভালোবাসার ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু ভালোবাসার যত ইতিহাসই অনুসন্ধান করা হোক সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাঁদের ভালোবাসার যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তার দৃষ্টান্ত বা তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

নবীপ্রেম-মহব্বতের বিশেষ কিছু নিদর্শন

আমরা দাবী করি যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসি-মহব্বত করি। একবার ভেবে দেখেছি কি– আমাদের দাবী কি মুখে মুখে না বাস্তবিক সত্য? নিজকে নিজে প্রশ্ন করুন, জবাব আমরা পেয়ে যাব নিশ্চয়ই। আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কে কতটুকু ভালোবাসতে পেরেছি!

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগত ও অনুসারী হওয়া এবং জীবনের সর্বস্তরে হাবিবের সুন্নত ও রীতি-নীতি অনুযায়ী কাজ করা, এক কথায় নবীজীর চারিত্রিক রঙ দ্বারা জীবনকে রঞ্জিত করা, যেহেতু প্রেমাস্পদের মর্জি মোতাবেক চলা প্রেমিকের ধর্ম এবং এটাই প্রেমের নিদর্শন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'যে আমার অনুগত হলো নিশ্চয় সে আমাকে ভালোবাসলো।' পক্ষান্তরে নাফরমানী করা ও মর্জির খেলাপ চলা অভক্তি ও অনাসক্তির পরিচায়ক।

আশেকের বর্ণনা– "যদি তোমার প্রেম সত্য হয়, নিশ্চয় তোমার কাজ তাঁর মর্জি মোতাবেক হতো। বস্তুতঃ প্রেমিক প্রেমাস্পদেরই অনুগত।"

উম্মতের সম্মানিত আলেমকগণ বলেছেন- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও অনুকরণের চেয়ে উত্তম ও সম্মানিত কোন মর্যাদা নাই। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আমার সুন্নতের অনুসরণকারী আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে।' অতএব **ধন্য সেই জীবন! যে জীবনে নবীজীর সুন্নতকে শ্রেষ্ঠতম আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পেয়েছে। ধন্য সে চরিত্র! যেই চরিত্রে নবী জীবনের চিত্রখানি ভেসে উঠেছে। ধন্য সেই প্রেম! যেই প্রেম নবী গুনে গুনান্বিত হয়ে খাঁটি প্রেমের মহড়া দেখাতে সক্ষম হয়েছে।**

প্রেম-মহব্বত হচ্ছে একটি নূর। আর পাপ হচ্ছে অন্ধকার। আলো সবসময়ই অন্ধকারকে অপসারিত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য মহব্বতের শক্তিমত্তাকে প্রকাশ করে। **তাই রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারীরাই প্রকৃত প্রেমিক ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আনুগত্যে যারা একনিষ্ঠ নয়, তারাই নাকেছ বা অপূর্ণ।**

মূলতঃ ভালোবাসা হচ্ছে আনুগত্যের নাম। আনুগত্য হলো ভালোবাসার প্রমাণ ও নিদর্শন। **তাই ইবাদত-বন্দেগী প্রেমিকজনের অন্তরের আহার, আত্মার সৌন্দর্য্য, চিত্তের প্রফুল্লতা ও চোখের শীতলতা।** এ আস্বাদ ইন্দ্রিয় পরায়ণতার আস্বাদ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। আর এ অনন্য আস্বাদ রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে উজ্জীবিত করলো সে যেন আমাকে উজ্জীবিত করলো। তার অবস্থান নির্ধারিত হবে আমার সঙ্গে জান্নাতে।"– মাদারেজুন্ নবুওয়াত

আশেকদের ভালবাসার নিদর্শন

আশেকদের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসার কিছু নিদর্শন নিম্নে আলোচনা করা হলো–

আনুগত্যের মাধ্যমে নবীপ্রেম ঃ

১। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন একটি বৃক্ষতলে বিনা কারণে হাসতে থাকেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে বললেন– আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই অবস্থায় এই বৃক্ষতলে হাসতে দেখেছি।"

২। একদিন একজন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জামার বোতামগুলো খুলে দিয়েছেন। তখন ঐ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তার জামার বোতামগুলো খুলে ফেললেন।

বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বা ব্যক্তি বিশেষে বাহ্যিক আনুগত্য বিঘ্নিত হলেও হৃদয়স্থিত ভালোবাসা বিনষ্ট হয়েছে এ কথা বলা যায় না। কারণ, প্রেম-ভালোবাসার স্থান হলো হৃদয়ে। খুবই একান্তভাবে, বিশেষ বিশেষ স্থানে এ কথা প্রযোজ্য। স্মরণ রাখতে হবে! এটা সাধারণ কোন হুকুম নয়।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, একমাত্র রসূলের প্রতি ভালোবাসার মূলে তা আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নামান্তর মাত্র। এ প্রেম মহাপ্রভুর প্রেমের পবিত্র ঝর্ণা হতে প্রবাহিত এবং মানব জীবনের সমুদয় কল্যাণ তা হতেই উৎসরিত। এ অনুরাগ তাঁরই প্রতি, যাঁর ব্যক্তিত্ব নিখিল বিশ্বে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। এ ভক্তি, এ শ্রদ্ধা তাঁরই প্রতি, যাঁকে আল্লাহ্ তা'য়া আপন প্রেমাস্পদরূপে চিহ্নিত করেছেন।

নবীজীর নাম মুবারক শ্রবণে সম্মান ও বিনয় প্রকাশও নবীপ্রেম ঃ

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম উচ্চারণ ও শ্রবণের সময় সম্মান ও বিনয় প্রকাশ করাও তাঁর প্রতি ভালোবাসার একটি অন্যতম নিদর্শন। মহব্বতের দাবীদারদের এ রকম অবস্থা হওয়াই সমীচীন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিদায়ের পর সাহাবাগণের অবস্থা ছিলো এ রকম– তাঁর নাম উচ্চারণ করলে অথবা শুনলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন তারা। প্রদর্শন করতেন সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা। ভক্তি, ভালোবাসা ও বিনয়ের পূর্ণতার কারণে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শোনামাত্র তাঁদের শরীরের শিহরণ জেগে উঠতো। এ রকম অবস্থা বিরাজমান ছিলো তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) মধ্যেও।

১। হযরত আবু আইয়ুব সখতিয়ানী (রঃ) এর অবস্থা এমন ছিলো যে, তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারক উচ্চারণ করলে তিনি এতো বেশি রোদন করতেন যে, মানুষ তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য সমবেত হতেন।

২। হযরত আমের আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা শুনলেই কান্না শুরু করতেন। সে কান্না ছিলো তপ্ত ও অশ্রুশোষক।

৩। ইমাম জুহুরী (রহঃ) ছিলেন সদা প্রফুল্লচিত্ত ও সামাজিক। কিন্তু তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসঙ্গ শুনলেই তিনি হয়ে যেতেন অন্য এক মানুষ। মনে হতো তিনি অন্য কাউকেই আর চিনছেন না।

৪। হযরত আব্দুর রহমান মাহদী (রহঃ) হাদীস শরীফ আলোচনার সময় সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকতে বলতেন সবাইকে। আর পাঠ করতেন– "তোমরা নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমাদের কণ্ঠস্বর অধিক উচ্চ করো না"। তিনি আরও বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে সরাসরি হাদীস শরীফ শ্রবণকালে নিশ্চুপ থাকা ফরয। তেমনি পরোক্ষভাবে হাদীস শরীফ শ্রবণকালেও চুপ থাকা ফরয।

নবীজীর যিয়ারতের জন্য ব্যকুল থাকাও নবীপ্রেম ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখার জন্য অস্থির চিত্ততাও রসূলপ্রেমের নিদর্শন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল প্রেমিকই তাঁর দর্শন লাভের জন্য সদা লালায়িত থাকেন। আলেমগণ বলেছেন, প্রিয়মিলনের উদগ্রীব আর্তিও একটি অনন্য প্রেমচিহ্ন। সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্যের জন্য সদাব্যাকুল থাকতেন। বিচ্ছেদে দগ্ধীভূত হতেন তাঁরা। পবিত্র সৌন্দর্য্য দর্শনের জন্য বার বার ছুটে আসতেন তাঁর দরবারে। নিকট সান্নিধ্যে এলে মগ্ন হয়ে যেতেন শান্ত সাগরের মতো। বিচ্ছেদে হয়ে যেতেন অশান্ত জলধি। আশ'আরীদের কোনো কোনো হাদীস শরীফে এসেছে– যখন রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমন করেছিলেন তখন মদীনাবাসীরা প্রশস্তি না'ত পরিবেশন করেছিলেন।

প্রেমাস্পদের দিদার ব্যতিরেকে প্রেমের তৃষ্ণা মিটানো সম্ভবপর হয় না। যেমন– কোন আশেক বলেছেন–

عاشقانرا روز محشر با قیامت کار نیست
کار عاشق جز تماشۂ جمال یار نیست

সাহাবায়ে কিরামদের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) অবস্থা এমন ছিল যে, যদি তাঁরা নিতান্তই দরকার বশতঃ আপন পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা হতেন, তাদেরকে দেখে মনে হতো তাঁরা যেন কোন অনাত্মীয়ের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন এবং দরবারে নবুয়তে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁদের অবস্থা ঐরূপেই বিদ্যমান থাকতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির থাকা এবং তাঁর ভুবন ভুলানো জামাল অবলোকন করতে পারলেই তাঁরা তৃপ্তি লাভ করতেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর

তাঁদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর সম্পর্কীয় কোন বস্তু ব্যক্তিকে পেলেই ছোট শিশুটির মতো অঝোর নয়নে কান্না আরম্ভ করে দিতেন। ইহকালে ও পরকালে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দর্শন লাভ করা ছিল তাঁদের কাম্য।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অত্যাধিক আলোচনাও নবীপ্রেম ঃ

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন তাঁর সম্পর্কে অত্যাধিক আলোচনা। মানুষ যাকে ভালোবাসে তাঁর প্রসঙ্গেই বেশি আলোচনা করে থাকে। এটাই প্রেম পথের নিয়ম। কেউ কেউ বলেছেন, **প্রিয়জনের স্মরণ সার্বক্ষণিক হওয়াই সমীচীন। আর এই সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে। যাঁরা হাদীস শাস্ত্রের অনুশীলনে নিয়োজিত, তাঁদের সঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ আত্মিক যোগসূত্র সংস্থাপিত হয়**। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা ও গুণাবলীর আলোচনাই তাঁদের সাধনার বিষয়বস্তু। তাঁরা একান্ত দরদ দিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। লাভ করেন তাঁর পবিত্র সত্তার সম্যক পরিচয়। তাঁদের মানসপটে সদা উদ্ভাসিত থাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অপরূপ সৌন্দর্য। তাঁর পবিত্র অবয়বের স্মরণ আত্মিক সম্পর্ককে করে দৃঢ়বদ্ধ। তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারিত হলে হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ে স্বর্গীয় সুষমার অনির্বাচনীয় আস্বাদ। অন্তর তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষায় হয়ে পড়ে আপ্লুত। মন পড়ে থাকে তাঁরই জ্যোতিস্নাত দরবারে, অঙ্গনে। এভাবে **হাদীস শাস্ত্র চর্চাকারীরা সাহাবায়ে কিরামগণের** (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) **অনুসরণে হাদীস শরীফ পাঠ করেন, শুনেন ও বুঝেন।** তবে এই সংসর্গ অবিকল সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) গণের মতো নয়। সাহাবাগণ ছিলেন প্রকাশ্য ও হৃদয়গত উভয় সংসর্গের অধিকারী। আর মুহাদ্দিসগণের সংসর্গ কেবলই আত্মিক বা হৃদয়গত। সাহাবাগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতেন স্বচক্ষে। কথা শুনতেন সরাসরি, স্বকর্ণে। আর মুহাদ্দিসগণের দর্শন ও শ্রবণ কেবলই আধ্যাত্মিক। যারা তাঁর রওজা শরীফের কাছে গিয়ে পবিত্র নামসমূহের উল্লেখ করে দরূদ শরীফ পাঠে মগ্ন হন, তাঁদের সৌভাগ্যতো অকল্পনীয়। মনে রাখতে হবে, আশেকে রাসূলদের দরূদ ও সালাম পাঠ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নৈকট্য অর্জনের সহায়ক।

নবীপ্রেমিককে ভালোবাসাও নবীপ্রেম ঃ

যিনি হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসেন তাঁকে ভালোবাসাও রসূল প্রেমের আর একটি অনন্য নিদর্শন। সুতরাং তাঁর পবিত্র বংশধর, সহচরবৃন্দ, আনসার, মুহাজির সকলকেই ভালোবাসেন রসুল প্রেমিকরা। কারণ তাঁরা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একনিষ্ঠ প্রেমিক, তেমনি ছিলেন তাঁর প্রেমিকদের প্রেমিক। যেমন–

১। হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "হে আমার আল্লাহ্! যারা এদেরকে ভালোবাসে আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন।" তিনি আরও বলেছেন– "যারা এদেরকে ভালোবাসে তারা আমাকেই ভালোবাসে। আর যারা আমাকে ভালোবাসে তারা ভালোবাসেন আল্লাহ্কেও। আর যারা এদের দুশমন তারা আমার দুশমন, আল্লাহ্পাকেরও দুশমন।"

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা সম্পর্কে বলেছেন– "ফাতেমা আমার শরীরের মাংসখণ্ডের মতো। যে ফাতেমার বিরাগভাজন সে আমারও বিরাগভাজন।"

৩। হযরত উসামা বিন জায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বললেন– "হে আমার আয়েশা! তুমি উসামাকে ভালোবাসো কারণ আমি তাকে ভালোবাসি।"

৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সকল সহচরগণ সম্পর্কে বলেছেন– "আমার সাহাবাগণকে তোমরা সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়ো না। তাদের অনুরাগীরা আমাকে ভালোবাসে বলেই তাদেরকে ভালোবাসে। আর যারা তাদের শত্রু তারা প্রকারান্তরে আমারই শত্রু। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা আমাকে কষ্ট দেয়। যারা আমাকে কষ্ট দেয় তারা আল্লাহ্কেও কষ্ট দেয়। আর যারা আল্লাহ্কে কষ্ট দেয়, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা অচিরেই পাকড়াও করবেন।

৫। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন– "ঈমানের একটি নিদর্শন হচ্ছে আনসারগণকে ভালোবাসা। তাদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন হওয়া মুনাফিকির নিদর্শন।" তিনি আরও বলেছেন– আরববাসীদেরকে ভালোবাসা আমাকে ভালোবাসার চিহ্ন। আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা প্রকারান্তরে আমার প্রতিই শত্রুতা পোষণ করা।

নবীজীর ওয়ারেস আলেমদেরকে ভালোবাসাও নবীপ্রেম ঃ

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালোবাসার একটি নিদর্শন হচ্ছে দ্বীনদার মুসলমান, দ্বীনদার আলেম, সূফী দরবেশ এবং সুন্নতের অনুসারীগণকে মহব্বত করা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদেরকে গ্রহণ না করা।

সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য তাদের পিতা-পুত্র-ভ্রাতা ও বন্ধু-বান্ধবকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতেন না। মুনাফিকেরা একবার বলেছিলো, আমরা যদি মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে তাদের মধ্যে সম্মানিতরা অনভিজাতদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবোই। তাদের দৃষ্টিতে সম্মানিতরা ছিল কাফের ও মুনাফিক আর অনভিজাত ছিলো নবীর সাহাবাগণ-ঈমানদারগণ। মুনাফিকদের প্রধান নেতা ছিলো আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই।

কিন্তু পুত্র ছিলেন বিশুদ্ধ মু'মিন। মুনাফিকদের উক্তি শুনে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নির্দেশ করুন এই মুহূর্তে আমি আমার পিতার মস্তক কর্তন করে আনি।

নবীজীর উম্মতকে ভালোবাসাও নবীপ্রেম ঃ

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতকে ভালোবাসাও তাঁকে ভালোবাসার চিহ্ন। নবী প্রেমিকেরা তাঁর উম্মতের কল্যাণকামী। উম্মতের উপকার সাধন করা এবং তাদেরকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করাই তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত প্রেমিকেরা প্রিয়জনের সকল প্রিয় অনুসঙ্গকেই ভালোবেসে থাকেন। এটাই প্রেমপথের রীতি। পূর্ববর্তী সাধুপুরুষদের স্বভাবে চিন্তায় এই রীতিটি ছিলো সদাপ্রজ্জ্বলিত। তাঁরা শেষ নবীর উম্মতকে ভালোবাসতেন। তাঁদের প্রার্থনায় সদা উচ্চারিত হতো উম্মতের কল্যাণকামিতা।

সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাত্যহিক জীবনাচরণকেও হুবহু অনুসরণ করে গিয়েছেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন দেখলেন, কদু তরকারী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয়, তখন তিনি প্রিয় ব্যঞ্জন হিসেবে গ্রহণ করলেন কদুকে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা, হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিচারিকা হযরত সলিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা এর নিকট প্রশ্ন করে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদ্য তালিকা জেনে নিয়ে নিজেদের খাদ্যাভ্যাসকেও করে নিয়েছিলেন অনুরূপ।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

হযরত শাহ্ সূফী ফতেহ্ আলী (রহঃ) এর নবী প্রেমের বাণী

কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল ওয়াহ্দাত, রাসূল নোমা, আল্লামা হযরত শাহ সূফী সৈয়্যেদ ফতেহ্ আলী ওয়াইসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফানাফির-রাসূল উপাধিতে অলংকৃত হয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অগাধ প্রেম-ভালোবাসার কারণেই তিনি 'রাসূল নোমা' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সব সময় নবীপ্রেমে অধীর থাকতেন। 'দেওয়ানে ওয়াইসী' নামক অনন্য অসাধারণ ফারসী ভাষায় মহাকাব্য রচনা করে জগতের বুকে অমর হয়ে আছেন তিনি। এ কিতাবের প্রতিটি ছত্রে, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি চরণে নবী প্রেম ও নবী প্রশংসার সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

নবী প্রেমের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ 'দেওয়ানে ওয়াইসী' কাব্যগ্রন্থে ১৭৯টি গজল ও ২৩টি কাসিদা রয়েছে। নবীর প্রশংসা বাণী প্রেমিকদের প্রেমসুধা পানের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর এ্যাডভোকেট আলহাজ্জ জানে আলম সাহেবের 'দেওয়ানে ওয়াইসী'র বঙ্গানুবাদ থেকে কয়েকটি গজলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছন্দ তুলে ধরা হলো–

প্রেমের বাণী ঃ

"আগর আঁ খুবানম্ নিহদ্ বর্ চশমে মন্ পারা
ব-খাটে পাএউ বখ্শম ম'আন্দু নইয়া ও 'উক্বারা"

অনুবাদ ঃ

মোর যদি সে রূপের রাজা পা রাখে মোর আঁখির পরে,
বিলিয়ে দিব দীন-দুনিয়া তার চরণের ধূলির তরে।
তোমার বিনি দরশনে চাইনে আমি দুই চোখেরে
এসো ওগো আহমদ নবী! এসো ওগো দয়ার ছবি!
নেক নজর দাও আমার দশায়, পা রাখ মোর আঁখির' পরে।
নাই সখা মোর তোমা বিনে, নাই কো কোনও দিল-দরদী।
তুমি কিবলা, তুমিই গতি, তোমা বৈ কে দুঃখ হরে।
দরশনের আশে তোমার, আঁখি হ'তে বহাই ধারা'
দোহাই খোদার, দাও এক নজর, খোল অন্ধ নয়নেরে।
চাঁদ আলো বিকিরণের জন্য তোমার মুখমন্ডল যে তাপ প্রার্থনা করে,
আজর (হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর পিতা ঠাকুর গড়ীত) যখন তোমার সুন্দর চেহারা দেখিল।
তোমার মুখের বাণী শিক্ষা দেয় সমস্ত মিষ্ট ভাষীগণকে
তোমার দন্তরাজি মুক্তার মত মূল্যবান।
কি সুন্দর তোমার চক্ষু চোখের পাতা, চেহারা ও দন্তরাজি।
যেন যাদু ভরা তীক্ষ্ম ছুরিকা আলোচ্ছটা ও মুক্তমালার ন্যায়
তোমার মুখের থু-থু'র সঙ্গে সাগরের ফেনার তুলনা হয়,
তোমার সুন্দর ঠোটের সঙ্গে কলমের তুলনা হয়।
তোমার ওষ্ঠ্যের মধুরতা এবং চোখের চাহনি
মিশরীয় বাদামকে হার মানাইয়া দেয়
তোমার কাল চুলের বেনী ও চেহারার প্রতিভা–
সকাল ও সন্ধ্যাকে যেন একত্র করিয়া দেয়
তোমার সৌন্দর্য্য স্বর্গের হুরকে পরাস্ত করিয়াছে

তোমার চেহারা অমূল্য মুক্তাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে
তোমার পায়ের মাটি রাজা বাদশাহের মুকুট মণি
তোমার গলির ধুলিই আমার সিংহাসন
তোমার গলিই আমার প্রাসাদ
এসো এসো একবার আমার চোখের উপর তোমার পা রাখ।
এসো এসো আমার প্রাণ ও মস্তক তোমার জন্য উৎসর্গ করিয়াছি,
তোমার মিলন ছাড়া আমি প্রাণ ও মস্তক লইয়া কি করিব?
তুমি আমার দোস্ত সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠার নিদর্শন,
আমি তোমার চেহারায়ত মগ্ন অন্য চেহারার আমার কি আবশ্যক?
আমি পৃথিবীতে অথবা আকাশে বিচরণ করিতে চাই না
তোমার গলির বাসিন্দা হয়ে থাকতে চাই। সাগরে বা খনিতে আমার কি কাজ?
হে প্রিয় তোমার ফুলের মত চেহারা আমাকে দেখাও
আমার অবলা প্রাণকে প্রাণবন্ত কর
ওয়াইসী তার ধর্ম ও ঈমান সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানে যে মুহাম্মাদের (দরূদ)
প্রেমই তার ধর্ম এবং তার ভালবাসাই আমার ঈমান।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

না'ত পরিচিতি ঃ

না'ত (نعت) আরবী শব্দ। না'ত হল এক প্রকারের কবিতা, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা করে লেখা হয়। কখন থেকে না'ত লেখার প্রচলন শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। হযরত হাস্সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়কার কবি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কবিতা লিখতেন। তবে ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে, কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাকে 'সানা খাওয়ান' তথা না'ত আবৃত্তিকারক বলা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হযরত হাস্সান বিন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে না'ত লিখতে ও আবৃত্তি করতে উৎসাহিত করেছেন। পরবর্তীতে অনেক সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম তাঁকে অনুসরণ করে না'ত লিখেছেন এবং আবৃত্তি করেছেন। 'তালা আল বদরু আলাইনা' না'তটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে সবচেয়ে প্রাচীন না'ত বলে ধরে নেয়া হয়। হিযরতের সময় এই না'তটি পাঠ করা হয়।

হাদীস শরীফে না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ.
فَتَلَقَّى النَّاسُ وَالْعَوَاتِقَ فَوْقَ الْجَاجِيْرِ وَالصِّبْيَانُ وَالْوَلَائِدُ يَقُوْلُوْنَ :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

وَأَخَذَتِ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ لِقُدُوْمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَحًا بِذٰلِكَ.

হযরত উবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি নারী-পুরুষ বহু লোককে তাদের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁর অভ্যর্থনায় অপেক্ষমান দেখতে পেলাম। তখন মদীনা শরীফের ছেলে-মেয়েরা এ গজল গাচ্ছিল–

পূর্ণ চাঁদ উদয় মোদের 'পর
বিদায়ের জায়গা বরাবর।
ওয়াজিব হলো মোদের শোকর
আল্লাহ্‌র দাওয়াত এ সফর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভাগমনে এ আনন্দ মিছিলে যে উৎসবমুখর সমারোহ হয়, তাতে আবিসিনিয়া থেকে আগত লোকেরা তাদের যুদ্ধের হাতিয়ারসহ নাচতে শুরু করে দেয়।– ইবনে হাব্বান

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا سَمِعْتُ بِشِعْرٍ أَحْسَنَ مِنْ شِعْرِ حَسَّانَ ﷺ وَلَا تَمَثَّلْتُ بِهِ إِلَّا رَجَوْتُ لَهُ الْجَنَّةَ، قَوْلُهُ لِأَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ :

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ ... وَعِنْدَ اللهِ فِيْ ذَاكَ الْجَزَاءُ
فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ ... لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ
أَتَشْتُمُهُ، وَلَسْتَ لَهُ بِكُفْءٍ؟ ... فَشَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا الْفَدَاءُ
لِسَانِيْ صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ ... وَبَحْرِيْ لَا تُكَدِّرُهُ الدِّلَاءُ

فَقِيْلَ : يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَلَيْسَ هَذَا لَغْوًا؟ قَالَتْ : لَا، إِنَّمَا اللَّغْوُ مَا قِيْلَ عِنْدَ النِّسَاءِ.

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাস্‌সান বিন ছাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে ভালো গজল আর কারো কাছে শুনিনি। আর আমি যখনই হযরত হাস্‌সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গজল পড়েছি, তাঁর জন্য জান্নাত কামনা করেছি। বিশেষ করে সে গজলটি যা তিনি আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদিল মুত্তালিব এর (নিন্দায়) গেয়েছিলেন–

মুহাম্মাদ এর নিন্দার তোর জবাব দেব আমি
প্রতিদান দেবেন আমায় আল্লাহ্ অন্তর্যামী।
আমার পিতা, পিতামহ মান-ইজ্জত
মুহাম্মাদ এর মান-ইজ্জতের রক্ষী অহরহ।
গালিগালাজ করিস তাঁরে তুলনায় তো নয়

মঙ্গল তোর আত্মদানে অসমঙ্গলে লয়।
জিহ্বা আমার ধারাল তাতে লজ্জা কিছু নাই
প্রশংসাতে পরিচ্ছন্ন রাখতে তাঁরে চাই।

তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা-কে বলা হলো হে উম্মুল মু'মিনীন ! কথাগুলো কি হালকা ধরনের হয়ে গেল না? তিনি বললেন, না ! এগুলো সেরূপ নয়। বাজে কথা তো ঐসব কথা যা মেয়েরা গানের আকারে বলে থাকে। (আর এগুলো তো হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় এবং তাঁর নিন্দার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে।)– তাবারী, ইবনে কাসীর, আস-সয়ূতী

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَمَثَّلَتْ بِهَذَا الْبَيْتِ وَأَبُو بَكْرٍ ﷺ يَقْضِي :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ رَبِيعُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ذَاكَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গজলাদি পড়তাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসব (গজলাদির ব্যাপারে) মন্তব্য প্রকাশ করতেন।

সে গৌরবর্ণ চেহারার উসিলায়
চাওয়া যায় মেঘের বর্ষণ,
এতিমের অভিভাবক যিনি
বিধবার মর্যাদা সে জন।

এ গজল শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, আল্লাহ্র কসম ! এ গজলের উদ্দেশ্য হলো হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলীর বর্ণনা।– মুসনাদে আহমদ, মুসান্নিফ আবি শায়বা

না'ত শরীফ এর মাধ্যমে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা ঃ

عَنْ عِكْرَمَةَ يَقُوْلُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنْشَدَ شِعْرًا مِنْ أَشْعَارِهِمْ.

হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা-কে কেউ কুরআন মাজীদের কিছু জিজ্ঞেস করতেন, তখন তিনি এর (ব্যাখ্যায় ও বিশদ বিবরণে) আরবী গজলের (উপযোগী) আবৃত্তি করতেন।– ইবনে আবি শায়বা

عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهُ (يَعْنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ) كَانَ يَرْوِي الشِّعْرَ، وَيَسْتَخْرِجُ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَرْوِيْ شِعْرًا حَسَنًا فِيْهِ هَجَاءٌ.

হযরত ইকরামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা গজল গাইতেন এবং কুরআন মাজীদের আয়াতের সঙ্গতি প্রকাশ করতেন। যাতে (হামদ ও না'তের সাথে সাথে কাফের ও মুশরিকদের) নিন্দাবাদও ছিল।– মুসান্নিফ ইবনে আবি শায়বা

না'ত শরীফ শুনে হাদিয়া/উপঢৌকন প্রদান ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ : أَقْحَمَتِ السَّنَةُ نَابِغَةَ بَنِيْ جَعْدَةَ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ بن الزُّبَيْرِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَنْشَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ:

حَكَيْتَ لَنَا الصِّدِّيقَ لَمَّا وَلِيْتَنَا وَعُثْمَانَ وَالفَارُوقَ فَارْتَاحَ مُعْدَمُ

وَسَوَّيْتَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْحَقِّ فَاسْتَوُوا فَعَادَ صَبَاحًا حَالِكَ اللَّوْنِ مُظْلِمُ

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: إِلَيْكَ أَبَا لَيْلَى فَإِنَّ الشِّعْرَ أَهْوَنُ وَسَائِلِكَ عِنْدَنَا، أَمَّا صَفْوَةُ مَالِنَا فِلآلِ الزُّبَيْرِ، وَأَمَّا عَفْوَتُهُ فَإِنَّ بَنِيْ أَسَدَ يَشْغَلُهَا عَنْكَ وَتَمِيمًا، وَلَكِنْ لَكَ فِي مَالِ اللهِ حَقَّانِ حَقٌّ لِرُؤْيَتِكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَحَقٌّ لِشِرْكَتِكَ أَهْلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُدْخِلَ دَارَ النِّعَمِ، وَأُمِرَ لَهُ بِقَلائِصَ سَبْعٍ وَحَمْلٍ وَخَيْلٍ، وَأَوْقَرَ لَهُ الرِّكَابَ بُرًّا وَتَمْرًا.

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উরওয়া ইবনে জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী জা'দার হযরত নাবেগা (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর না'ত পাঠকারী) এক দুর্ভিক্ষের বছর কাটাচ্ছিলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে এসে গজলটি গাইলেন–

আবু বকর-ওমর-ওসমান খলিফা শাসন
জেনেছে কাহিনী তার জনসাধারণ।
আবার আসুক ফিরে খেলাফতে তব
গরীব-নিঃস্বের নিরাপত্তা অনুভব।
সোজা ও সরল পথে সাম্য সবাকার
দুঃখীর মুখের হাসি ফিরুক আবার।

তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, হে আবু লায়লা ! আপনার আমার কাছে পৌঁছার জন্য (হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায়) গজলাদি মানানসই ও যথেষ্ট। আমার সম্পদের বিশেষ অংশ জুবাইর এর গোষ্ঠী পাবে। বাকী অংশের কিছু অংশ বনি আসাদ ও বনি তামীম নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রদত্ত সম্পদের অধিকার দুটো আছে। এক হলো আপনি

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা পাবার ভাগ্যবান। আরেক হলো আপনি মুসলমান হওয়ায় এ সম্পদের অধিকার লাভ। এই বলে তিনি আদেশ দিলেন, যেন তাঁকে বায়তুল মালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সাত উটে বোঝাই গম ও খেজুর প্রদান করা হয়।– আল-মু'জাম আল কবীর, তাহযীবুল আসার

أَتَى ابْنَ عُمَرَ ﷺ شَاعِرٌ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمَيْنِ.

এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর কাছে এসে নিজের (ভালো কিছু গজল) শোনালেন এবং তিনি তাঁকে দু'দিরহাম প্রদান করলেন।– আদাবুল মুফরাদ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ের গজলকার ঃ

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ شَاعِرًا، وَكَانَ عُمَرُ ﷺ شَاعِرًا، وَكَانَ عَلِيٌّ ﷺ شَاعِرًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَكَانَ عَلِيٌّ ﷺ أَشْعَرُ الثَّلَاثَةِ.

হযরত শা'বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সবাই কবি ছিলেন। আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তিন বন্ধুর মধ্যে সবার বড় কবি ছিলেন।– মুসান্নিফ আবী শায়বা

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ شُعَرَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ﷺ.

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাদের মধ্যে গজলকার ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা, হযরত হাস্সান ইবনে ছাবেত ও কা'আব ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম।– আস-সুনানুল কুবরা, বায়হাকী

না'ত শরীফ গায়কের মর্যাদা ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَّانَ مَا نَافَحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাস্সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর জন্য মসজিদে একটি মিম্বর (উঁচু স্থান) রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর তিনি

(হযরত হাস্সান রাঃ) তার উপরে দাঁড়িয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ধৃষ্টতাকারীর নিন্দাবাদ করতেন। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হাস্সান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষে প্রতিরোধ করে যাবেন, রূহুল কুদ্দুসও (হযরত জিব্রাঈল আঃ) তাঁর সহযোগিতা করবেন।– আবু দাউদ শরীফ

জ্ঞাতব্য ঃ

কুরআন শরীফের ৫৫ নম্বর সূরা আর-রহমান হতে ১১৪ নম্বর সূরা নাস পর্যন্ত মোট ৬০টি সূরাই আল্লাহ্ তা'য়ালা কবিতার ভাব ও ছন্দে নাজিল করেছেন। গভীর ভাব, মাহাত্ম-মর্যাদা, মধুর সূরে তিলাওয়াত সব তাঁরই দান, তাঁরই শান। মহান আল্লাহ্ হলেন মহান কবি।

কুরআন শরীফে কবিতা ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

এখানে প্রতিটি আয়াত শরীফের শেষের হরফ ن (নূন)।

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

এখানেও প্রতিটি আয়াত শরীফের শেষের হরফ د (দাল)।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

বাংলা ভাষায়
না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

না'ত শরীফ-০১ ঃ

ত্রি-ভুবনের প্রিয় মুহাম্মাদ
এলো রে দুনিয়ায়।
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস
দেখ্‌বি যদি আয়।

ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ
জয় করিল দিল রে লাজ।
আজকে খুশির ঢল নেমেছে
ধূসর সাহারায়। ঐ

দেখ্‌ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে।
কচি মুখে শাহাদাতের
বাণী সে শোনায়। ঐ
আজকে যত পাপী ও তাপী
সব গুনাহের পেল মাফী।
দুনিয়া হতে বে-ইনসাফী
জুলুম নিল বিদায়। ঐ

নিখিল দরূদ পড়ে লয়ে নাম
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
জীন-পরী ফেরেশ্‌তা সালাম
জানায় নবীর পায়। ঐ

না'ত শরীফ-০২ ঃ

তোরা দেখে যা, আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।।
যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।

কূল-মখ্‌লুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এল ঐ,
কলেমা শাহাদাতের বানী ঠোঁটে, কে এল ঐ,

খোদার জ্যোতি পেশানিতে ফোটে, কে এল ঐ,
আকাশ গ্রহ তারা প'ড়ে লুটে, - কে এল ঐ,
পড়ে দরূদ ফিরেশ্‌তা,
বেহেশ্‌ত সব দুয়ার খোলে।।
মানুষে মানুষে অধিকার দিল যে জন,
"এক আল্লাহ্ ছাড়া প্রভু নাই" কহিল যে জন,
মানুষের লাগি' চির-দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি-কলরোলে।।

না'ত শরীফ-০৩ ঃ

রাসুল নামে কে এলো মদিনায়
রাসুল নামে..
ওরে আকাশের ঐ চন্দ্র কেড়ে
ওকে আনলো দুনিয়ায়।

গলেতে তসবীরও মালা,
কে চলে ঐ কামলিওয়ালা রে।
ওরে আমার বুকের দরগা তলায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয়। ঐ

দেখি নাই শুনি নাই কোথা,
মানষে নাছে মানষের ব্যথা রে।
ওরে এমনও দরদীর কথা,
শুনলে পরাণ ও জুড়ায়। ঐ

না'ত শরীফ-০৪ ঃ

মুহাম্মাদ এর নাম জপেছিলি
বুলবুলি তুই আগে
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান
এমন মধুর লাগে–
ওরে এমন মধুর লাগে।

ওরে গোলাপ নিরিবিলি
নবীর কদম ছুঁয়েছিলি
তাঁর কদমের খুশবু আজও
তোর আতরে জাগে। ঐ

মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে
ওরে ও চাঁদ রাঙ্গলী কি তুই
গভীর অনুরাগে। ঐ

ওরে ভ্রমর, তুই কি প্রথম
চুমেছিলি তাঁহার কদম
গুনগুনিয়ে সেই খুশি কি
জানাস রে গুলবাগে? ঐ

না'ত শরীফ-০৫ ঃ

কোন সাধনে পাইব তোমায়, ওগো নবীজী।
কোন সাধনে পাইব তোমায়, ওগো নবীজী।
নবী মাতৃ গর্ভে আসিয়া, পিতৃ হারা হইয়া।
এতিম রূপে আসিলেন ধরায়।
নবীর পবিত্র এই মুখে,
দুধ খাইলেন যার বুকে
ধন্য হইলেন বিবি হালিমায়। ওগো নবীজী (ঐ)

নবী রাখালিয়ার বেশে, মা খাদিজার দেশে
বকরী চড়াইতেন জঙ্গলায়।
বনের যত পশুগণ,
ভক্তি করতো দুই চরণ
পাখিগণে বাতাস করতো গায়। ওগো নবীজী (ঐ)

বনের অজগরে শিরছত্র ধরে,
মেঘমালা ছায়া দিত গায়।
নবীর পবিত্র এই মু'জিজা,
দেইখা বিবি খাদিজা
জীবন-মরন সইপা দিল আপনায়। ওগো নবীজী (ঐ)

নবী আপনায় দেখিলে, দোজখ হারাম হইবে।
হাদীসেতে প্রমাণ পাওয়া যায়।
যেদিন আজরাইল আসিয়া, ধরবে আমায় কসিয়া।
সেদিন যেন আপনার দিদার পাই। ওগো নবীজী (ঐ)

না'ত শরীফ-০৬ ঃ

নবী মোর পরশ মনি, নবী মোর সোনার খনি
নবী নাম জপে যেইজন,
সেইতো দোজাহানের ধনী।

সে নামে মধু মাখা, সে নামে যাদু রাখা;
সে নামে মজনু হইলো
মাওলা আমার কাদের গনি। ঐ

নবী মোর নূরে খোদা; তাঁর তরে সকল পয়দা।
আদমের কলবেতে
তারই নূরের রওশানী। ঐ

ওই নামে সুর ধরিয়া, পাখি যায় গান করিয়া।
ওই নামে আকুল হয়ে
ফুল ফোটে সোনার বরণী। ঐ

চাঁদ সূর্য গ্রহ তারা, তাঁরই নূরের ইশারা।
নইলে যে অন্ধকারে
ডুবিত এই ধরণী। ঐ

নিদানে আখেরাতে, তরাইতে পুলছিরাতে।
কান্ডারি হইয়া নবী
পার করিবে সেই তরনি। ঐ

না'ত শরীফ-০৭ ঃ

আল্লাহকে যে পাইতে চায়
হযরত কে ভালোবেসে;
আরশ কুর্সী লাওহ কালাম
না চাহিতে পেয়েছে সে। ঐ

রাসূল নামের রশি ধরে
যেতে হবে খোদার ঘরে;
নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই
দরিয়াতে সে আপনি মেশে। হযরত কে (ঐ)

তর্ক করে দুঃখ ছাড়া
কি পেয়েছিস অবিশ্বাসি;
কি পাওয়া যায় দেখনা বার এক
হযরতে মোর ভালোবাসি। হযরত কে (ঐ)

এই দুনিয়ায় দিবা-রাতি
ঈদ হবে তোর নিত্য সাথী;
তুই যা চাস তা পাবি হেথায়
আহমদ কন যদি হেসে। হযরত কে (ঐ)

না'ত শরীফ-০৮ ঃ

আমারই মনের মাঝে,
পেয়েছি যে বেদনা
জানে মুহাম্মাদ (ﷺ), শাহে মদীনা।

সাহারার মরুর মাঝে,
আমি খুঁজি ওগো তোমারে
তখনই মন চলে যায় গো
মদীনার দুয়ারে। ঐ

হেরিনাই জীবনে আমি
দুই নয়নে যারে।
তবু কেনো কাঁদে প্রাণগো
তোমার লাগিয়ারে। ঐ

ওগো মোর নয়ন মনি
তুমি গলার মালা।
প্রেমেতে ঝুকিয়ে প্রাণগো
করোনা উজালা। ঐ

ভুলি ভুলি করি তোমায়
ভুলিতে যে পারি না।
জানে মুহাম্মাদ (ﷺ), শাহে মদীনা।

না'ত শরীফ-০৯ ঃ

সোনার মদীনা আমার প্রাণের মদীনা
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।
ভুলিনি ভুলবো না, ভুলতে পারি না (২)
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

ইয়াছরিব নামে তুমি অলক্ষণের দেশ
বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ;
নবীর ছোয়া পেয়ে তুমি সোনার মদীনা।
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।
জান্নাতের বাগান তোমায় নবী (দরূদ) বলেছেন
খাকে শিফার অধিকারী তোমায় করেছেন;
তোমার মাঝে প্রবাহিত নূরের ঝর্ণা (২)
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

আরশ মুয়াল্লার চেয়ে দামী তুমি হও
খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও;
তোমার মাঝে শুয়ে আছেন শাহে মদীনা (২)
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

তোমার মাঝে আমার নবীর কদম পড়েছে
তোমার মাঝে জিব্রাঈল আমীন সদায় এসেছেন ;
অধম বলে কবে যাব সোনার মদীনা (২)
সব ভুলিবো কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না।

না'ত শরীফ-১০ ঃ

ভালো যদি বাসতে হয়, নবীকে বাসো।
মন যদি দিতে হয়, নবীকে দিও।

তোমার কষ্ট যাতনা,
যিনি সইতে পারেন না
ঐ নবীকে জানের চেয়ে আপন জানিও। ঐ

সারা জীবন কাঁদলেন যিনি, এই যে দুনিয়ায়
এখনো কাঁদেন তিনি সোনার মদীনায়।
ঐ নবীজীর মহব্বতে দরূদ পড়িও। ঐ

নবীর দিদার একবার যদি নসিব হয়ে যায়,
জাহান্নামের আগুন তাকে দেখিয়া পালায়
নবী, পাগলদেরে দিদার দানে ধন্য করিও। ঐ

না'ত শরীফ-১১ ঃ

সালাতু সালাম গো আমার,
দরূদ সালাম গো আমার
কইও নবী মুস্তফায়,
তোমরা যদি যাও গো সোনার মদীনায়।

মদীনা শরীফের মাটি
আমার চোখে-মুখে-বুকে মাখি-ও,
এমনও পবিত্র মাটি
আমার নবীর রওয়াজায়। ঐ

মদীনা শরীফের মাঝে
জান্নাতের বাগান আছে-ও
ঐ বাগানে শুয়ে আছেন
দয়াল নবী মুস্তফায়। ঐ

মদীনা শরীফের মাঝে
স্বর্ণের একটি মিম্বর আছে-ও
ঐ মিম্বরে খুৎবা দিতেন
জিন্দা নবী মুস্তফায়। ঐ

সুদূরও বাংলাতে বসে
আমি কাঁদিতেছি দিবারাতি-ও
ধনে যদি হইতাম ধনী
যাইতাম সোনার মদীনায়। ঐ

না'ত শরীফ-১২ ঃ

আমার মনের ঘরেতে, রেখেছি যারে
দু'জাহানের বাদশা নবী কামলীওয়ালা-রে। (২)

আমার জানের নবী-রে, আমার মায়ার নবী-রে।
আমার দয়ার নবী-রে, আমার প্রাণের নবী-রে।

আমি যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম,
ঐ মদীনা দেখার লাগি উড়ে যেতাম।
হৃদয় জুড়ে দেখতাম আমি, নয়ন ভরে। ঐ

আদি পিতা আদম যখন মুছিবতে পড়ে,
মোদের নবীর উছিলাতে আল্লাহ্ কবুল করে।
সাকারাতের বিছানাতে, দেখা দিও রে। ঐ
বছর ঘুরে আসে যখন মাহে রবিউল,
মিলাদুন্নবী পালন করে আশেকে রাসুল।
অধম আশেক রাখতে চাই, হৃদয় ভরে। ঐ

না'ত শরীফ-১৩ ঃ
তুমি সবাইকে মদীনা নিলা
আমায় নিলা না।
মদীনা মোর আসল ঠিকানা।

যেথায় আল্লাহ্ সেথায় নবী
নূর নবীজী দ্বীনের রবি।
দেখবি যদি নূরের ছবি, যা তুই মদীনা। ঐ

নবীজী-র সঙ্গ লবি,
চির জীবন সুখে রবি।
মরা দিল তোর তাজা হবে,
মরা রবে না। ঐ

নবীর কতো শওকত ও শান
নবী আল্লাহ্ বিধি-বিধান।
সেই নবীজীর মহব্বতে,
কিয়াম করো না। ঐ

না'ত শরীফ-১৪ ঃ
প্রিয় হাবিব, পাগলেরে রাখছো কেন দূরে।
ও প্রিয় হাবিব, পাগলেরে রাখছো কেন দূরে।

পাগল হইল ওয়াসকরণী,
জুব্বা দিলা তাঁরে।
আমি পাগলায় কিছুই চাই না
চাই যে তোমারে। ঐ

হাবসি বেলাল পাগল হইয়া
পাইল তোমারে।
ঐ বেলালের মতো পাগল, বানাও আমারে। ঐ
পাগল হইয়া সালমান ফার্সি
পাইল তোমারে।
আনা সালমান, আনা আহলাল বায়ত
বলছো তাহারে। ঐ

অসহায়ের মতো কান্দি
পাইতে তোমারে।
কোন দিন আমি শান্তি পাবো
তোমার দিদারে। ঐ

না'ত শরীফ-১৫ ঃ

ও মদীনার বুলবুলি, তোমার নামে ফুল তুলি,
যতন করে হৃদয় মাঝে, একা একা নিরিবিড়ি।

সেই ফুলেরই পাপড়ি গুলি, ঝড়ে পড়ে না
মুগ্ধ করা সুভাস তাহার আর কভু শেষ হয় না।
সেই সুভাসে ব্যাকুল হয়ে, গাই তোমারই গিতালী। ঐ

মনের কা'বায় তোমার ছবি, নিত্য দিনে আঁকি
তোমার নামের ছন্দ মালা আর কবিতা লিখি।
কবি ও কবির সাথে, গড়াই সাধের মিতালী। ঐ

না'ত শরীফ-১৬ ঃ

নামায-রোজা-হজ্জ-যাকাত
যতই করো ইবাদত।
সবার আগে নবীজীকে চিন,
ঈমান আন, নবীজীকে মানার মতো মানো।

যিনি সৃষ্টি কূলের মূল, তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) রাসূল।
ত্রি-ভুবনে আর কেহ নাই, নবীজীর সমতুল।
যাহার উপর নিজেই খোদা, দরূদ পড়েন সর্বদা।
ফেরেশতাদের নিয়ে সর্বক্ষণ। শোন, ঈমান আন। ঐ

নিজেই মা'বুদ মাওলা, প্রকাশ যাহার উছিলা
এই ভুবনে হইল প্রকাশ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।
যারে না করলে সৃজন, আপে সাই নিরাঞ্জন।
নিজেই খোদা থাকতো গোপন। শোন, ঈমান আন। ঐ

হাজির-নাজির যিনি শুনেছি কুরআনে
স্বশরীরে জিন্দা নবী আছেন সর্বস্থানে।
যিনি খোদার জাতি নূর, তিনি তো ছায়া প্রভুর।
তাই তো তাহার ছায়া নাই ভুবনে। শোন, ঈমান আন। ঐ

না'ত শরীফ-১৭ ঃ

জীবনে হবে কি তোমার দিদার
ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)।
এ আশায় রয়েছি আমি গোনাহ্গার
ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)।

তোমারই জিয়ারতে যায়
হাজারো হাজী মদীনায়।
তুমি যে রহমতের ভান্ডার নবীজী। ইয়া .....। ঐ

জাহানের যে দিকে তাকাই
দরদী আর তো কেহ নাই।
তুমি যে এই গোলামদের হও মদদগার। ইয়া .....। ঐ

তোমাকে পেয়েছেন যিনি
খোদাকে পেয়েছেন তিনি।
তুমি যে দোনো আলমের সরদার। ইয়া .....। ঐ

তুমি যে রহমতের ভান্ডার নবীজী। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)।
তুমি যে এই গোলামদের হও মদদগার। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)।
তুমি যে এই গরীবের হও মদদগার। ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)। ঐ

না'ত শরীফ-১৮ ঃ

মদীনার গোলামী আমায় দেয়,
ও মুর্শিদ মোরে।
মদীনার গোলামী আমায় দেয়।

ও মদীনা মনোয়ারা,
তোমায় কেমনে পাবো মোরা।
গোলামী মোর নসিব করে দেয়। ঐ
ঐ ঈমান নসিব করে দেয়। ঐ

সোনা চাই না, চান্দি চাই না,
চরণ ধুলি এই কামনা।
ভাঙ্গা তাক্বদির জোড়া লাগাই দে। ঐ

সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা-রাতে,
থাকি তোমার দিদার আশে।
তোমার দিদার দানে ধন্য করে দেয়। ঐ

না'ত শরীফ-১৯ ঃ

দে-দে পাল তুলে দে,
অ দে-দে পাল তুলে দে,
মাঝি হেলা করিস না।
ছেড়ে দে নৌকা আমি, যাব মদীনা।

দুনিয়ায় নবী এলো, মা আমেনার ঘরে।
হাসিলে হাজার মাণিক, কাদিলে মুক্তা ঝড়ে।
দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার, কিসের ভাবনা।
দিলের মাঝে কা'বা, নয়নে মদীনা। ঐ

ঐ নূরের রশ্মিতে দুনিয়া গেছে ভরে
সে নূরের বাত্বি জ্বলে মদীনার ঘরে ঘরে।
নবীর প্রেমিক হলে তার, কিসের ভাবনা।
দিলের মাঝে কা'বা, নয়নে মদীনা। ঐ

খোদারই নূর থেকে সৃজিল নূরে নবী
নবীজীর নূর থেকে আলোকিত চন্দ্র-রবি।
সকল সৃষ্টির স্রষ্টা হলো আল্লাহ্ রাব্বানা।
সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো শাহে মদীনা। ঐ

না'ত শরীফ-২০ ঃ

ভালোবেসে নবীজীকে,
হৃদয় মাঝে ভরে রাখবো।
নবীর চরণেতে– সারা জীবন আমি থাকবো।

দরূদে-সালামে, মিলাদে-ক্বিয়ামে,
নূর নবীকে খুশি করবোই।
নবীর চরণেতে– সারা জীবন আমি থাকবো।

বাতিলের কাছে কভু কখনো,
মাথা নত নাহি করবো।
নবীর চরণেতে– সারা জীবন আমি থাকবো।

লোভ-লালসায় পড়ে আমি,
নবীর কদম নাহি ছাড়বো।
নবীর চরণেতে– সারা জীবন আমি থাকবো।

মনের জ্বালা যাবে আমার,
যেদিন নবীকে আমি দেখবো।
নবীর চরণেতে– সারা জীবন আমি থাকবো।

না'ত শরীফ-২১ ঃ

লন্ডন-প্যারিস-ওয়াশিংটন-বালিং যেতে চাই না।
হংকং, বেইজিং টোকিও সিঙ্গাপুর চাই না।
মন আমার যেতে একটি জায়গায়,
সেই জায়গাটির নাম হলো– সোনার মদীনা। ঐ

নারী-বাড়ি-গাড়ি নিয়ে দুনিয়া পাগল,
যশ-খ্যাতির বাড়াবাড়ি চলছে অনড়গল।
নারী-বাড়ি-যশ-খ্যাতির নাইরে কামনা,
নবীর জিয়ারতে যাব মনে বাসনা।
সেই বাসনা পূরণ হবে দেখলে মদীনা।

যাব মদীনা, মোরা দেখবো মদীনা
সোনার মদীনা, আমার প্রাণের মদীনা। ঐ
সিঙ্গাপুরে যায় অনেকে অসুস্থ হলে,
ভালো সেবা আর ভালো ঔষধ মিলে।

খাকে শেফা পাওয়া যায় নবীর দরবারে
সর্ব রোগের চিকিৎসা একের ভিতরে।
রোগের শেফা পেতে চলো সোনার মদীনা।

সোনার মদীনা সে তো রিয়াজুল জান্নাহ্
সোনার মদীনা, আমার প্রাণের মদীনা। ঐ

না'ত শরীফ-২২ ঃ
মদীনা-মদীনা, আশেক মু'মিনের ঠিকানা।
মদীনা-মদীনা, আশেক মু'মিনের ঠিকানা।
দিদার চেয়ে কাঁদো তোমরা,
হও না নবীর দিওয়ানা।

জালাল উদ্দিন সুয়ূতী,
৭৫ বার দেখলো নবীজী
এতো বার দেখিয়াও নবী,
তৃপ্তি তাঁর হলো না। ঐ

নবীর শ্রেষ্ঠ সাহাবী,
হযরত আবু বকর সিদ্দিকী
ভালোবেসে শুইলো পাশে,
যাইয়া দেখ মদীনা। ঐ

কালো হাবসি বেলালে,
ভালোবাসলো ঐ পাগলে ও।
ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন,
বানাইলেন রাব্বানা। ঐ

না'ত শরীফ-২৩ ঃ
ওগো নবী, পেয়ারা নবী, তোমারই দরবার।
যেথায় গেলে একবার, যেতে হয় না বার বার।
দো'জাহানে চলে ওগো তোমার জমিদারী।
আল্লাহ্ সবকিছুর মালিক, তুমি বন্টনকারী।
আমি তোমার ভিখারী, আমি তোমার ভিখারী।
আমি তোমার ভিখারী রে আক্বা, তোমার ভিখারী।
আমি তোমার ভিখারী, আমি তোমার ভিখারী।

তোমার ক্ষমতা চলে আসমানে, শুধু জমিনে নয়
তোমার ইশারায় মাগরিব থেকে উল্টা আসর হয়।
তোমার মোজেজার কথা কি শেষ করিতে পারি
খেজুর গাছের ডাল হয়ে যায় ধারালো তরবারি। আমি তোমার .....

তোমার ইচ্ছা প্রাধান্য পায় সবারই উপর
বাস্তব প্রমাণ কেবলা মোদের মক্কার কা'বা ঘর
বায়তুল মোকাদ্দাস ছিল কেবলা সবারই
কা'বা কেবলা কবুল হলো ইচ্ছা তোমারই। আমি তোমার .....

সব চাওয়া পাওয়া হয় তোমার চাওয়াতে
তোমার চাওয়ায় জান্নাতি ফল নূরানী হাতে।
মরা গাছে জীবন পায় পরশ তোমারই
মরা ছেলে জিন্দা হতে করে না দেরী। আমি তোমার .....

তোমার শান শেষ হবে না কোন বর্ণনায়,
তোমার শানে পশু-পাখির জবান খুলে যায়।
তোমার শান গায় মুঠের পাথর আবু জাহেলেরই,
আমি যেন তোমার শান গেয়ে মরতে পারি। আমি তোমার .....

না'ত শরীফ-২৪ ঃ
ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ।
ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ।

শুনেছি হাদিসে দেখিলে আপনাকে
জীবনের গুনাহ্ ঝড়িয়া পড়ে,
দিয়েন গো দেখা দয়া করিয়া।

আমার মউতের নিদান কালে
থাকিয়েন নবীগো আমার সামনে
দেখিব আপনাকে আপন নয়নে।
মনকির নকির আসিয়া সওয়াল করবে বসাইয়া
আসিবেন নবীগো উম্মত লাগিয়া
দেখিব আপনাকে নয়ন ভরিয়া
সালাম করিব কদম চুমিয়া।

নবী আমার মা-বাপ আছে যে কবরে
লইয়েন গো নবী আপন কোলেতে
দেখিয়েন নবীগো মায়ার নজরে।

না'ত শরীফ-২৫ ঃ
ডেকে লও ইয়া রাসুলাল্লাহ্, রওজা পাকের কিনারে।
ডেকে লও ইয়া রাসুলাল্লাহ্, রওজা পাকের কিনারে।

আমি কেঁদে কেঁদে হইগো সারা, ধন্য করো দিদারে।
আমি সহিতে পারি না বিরহ জ্বালা, ধন্য করো আমারে।

দুই সাথীকে পাশে নিয়ে হায়,
ঘুমিয়ে আছে নিঝুম নিরালায়।
সাড়া দাও রাসূলাল্লাহ্, ডাকে অধম তোমারে।
আমি কেঁদে কেঁদে হইগো সারা, ধন্য করো দিদারে।

আজ রওজায় শুয়ে থেকে হায়,
কাঁদেন তিনি উম্মতের মায়ায়।
মোদের অশ্রু ভেজা এ সালাম, পাঠিয়ে দিলাম শিয়রে।
আমি কেঁদে কেঁদে হইগো সারা, ধন্য করো দিদারে।

নূরে উজ্জ্বল চেহারা তোমার,
দেখিলে হারাম দোজখের নার।
তুমি কবে দিবে মোলাকাত, ডেকে নিবে আমারে।
আমি কেঁদে কেঁদে হইগো সারা, ধন্য করো দিদারে।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

উর্দ্দু ভাষায়
না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

উর্দ্দু না'ত-১ ঃ

ছবছে আওলা ও আ'লা হামারা নবী
ছবছে বালা ও আ'লা হামারা নবী।

আপনে মাওলাকা পেয়ারা হামারা নবী
দুনো আলমকা দুল্‌হা হামারা নবী।

খালকছে আউলিয়া আউলিয়াছে রাছুল
আওর রাসূলুছে আলা হামারা নবী।

আসমানোহি পর ছব নবী রাহগেয়ে
আরশ আজিম পে পৌছা হামারা নবী।

মুলকে কাওনাইনোমে আম্বিয়া তাজেদার
তাজেদারোকা আঁকা হামারা নবী।

কেয়া খবর কিতনে তারে খেলে চুপ গায়ে
ফের না ডুবে না ডুবা হামারা নবী।

উর্দ্দু না'ত-২ ঃ

খোদা কি আজমতেঁ কেয়া হাঁয়, মুহাম্মাদ মুস্তাফা জানে,
মাকামে মুস্তাফা কেয়া হায়, মুহাম্মাদ কা খোদা জানে।

ছদা কার না মেরে বাস মে থি মায়নে ছদা কারদি,
ওহ্‌কিয়া দেঙ্গে, মাই কেয়া লুঙ্গা, সখি জানে গাদা জানে।

মেরী মাইয়াত মদীনে শহরকে রাহ্‌মে বিছা দে না,
কাহা লে জায়েগী ইসকো মদীনেকি হাওয়া জানে।

গোলামে পাঞ্জাতন হুঁ মায় মেরা ওয়ারীস আলী ওয়ারীস,
কুই মুশকিল আগার আয়ে তো ইয়ে মুশকিল কুশা জানে।

উর্দ্দু না'ত-৩ ঃ
যারা চেহ্‌রেছে পর্দা উঠাও ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌
মুঝ্‌হে আপনে দীদারে পাক দেখাও ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌।

করো নূরে মুনাওয়ারছে মেরে চেহরে নূরানী,
মুঝ্‌হে ফেরকাত কি জুলমাতছে বাঁচাও ইয়া রাসূলাল্লাহ ।

উঠা কর ঝুলফে আক্‌দাছ কো চেহ্‌রে মুবারকছে
মুঝ্‌হে দেওয়ানা আওর ওয়াহ্‌শী বানাও ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌।

খোদা হায় আশেক তোমহারা, আওর তোমহো মাহবুব উনকী
এ্যায়ছা মরতবা কেছ্‌ কো হায় বাতাও ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌।

গরচে হো মাই নালায়েক বর আব উমীদ হায় তুমছে
কে মুঝ্‌হে মদীনে মে বোলালো ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌।

উর্দ্দু না'ত-৪ ঃ
ও মেরা নবী, মেরা নবী, মেরা নবী হে।
ও মেরা নবী, মেরা নবী, মেরা নবী হে।

ও জিসকে লিয়ে মেহফিলে কোনে সাজি হে,
ফের দোছে বারি যেসকে ওয়াসি লেছে বানিয়ে হে,
ওহ হাশেমি--- মাক্কি মাদানী উল আরাবী হে।

আহমেদ হে মুহাম্মাদ ওহি খতমে রাসূল হে
মাখদুম মোরাব্বিহে ওহি ওয়ালীয়ে কুল হে
ওছ পারহি নজর---- ছারে জমা নেকি লাগি হে।

ওয়া সামসুদ্দোহা চেহরায়ে আনওয়ার কি ঝলক হে
ওয়াল লায়লে সাজা যেছো এ হযরত কি লটক হে
আ'লম কো যিয়া---- যিছকে ওসি লেছে মিলি হে।

আল্লাহ্‌কা ফরমা 'আলম নাশ রাহলাকা ছদরাক'
মানছুব হে জিছছে 'ওয়ারাফা না লাকা যিকরাক'।
জিছ জাতকা---- কুরআন মেবি যিকরে জলি হে।

ইয়াছিনো মুযাম্মিল ও মুদাচ্ছির ওহি ত্বহা
কেয়া কেনায়ে আল কাবছে মাওলানে ফুকারা
কেয়া শান হে---- উছকি জুব উম্মী লকবী হে।

উর্দ্দু না'ত-৫ ঃ

হো ছামনে রওজা কি জালি,
উও দিন উও মাহিনা আ যায়ে।
কলব মদীনে যা পুঁছে,
ইয়া দেলমে মদীনা আ যায়ে।

হো যায়ে হামারে দেল রওশন,
চেহরে হো হামারে নূরানী।
উছ নূরকে ছিনেকা জালউয়া,
যব সিনে-ব-সিনে আজায়ে।

সরকার বুলায়ে হাম যায়ে,
ফের আপনা নছিবা খোল যায়ে।
ঝুক যায়ে আকিদাত কি নজরী,
যব ছামনে রওজা আ যায়ে।

হায় খাহেশ্ মাল ওয়া যর,
না মুঝহে আব খাহেশে দুনিয়া হায় বাকী
বছ ছামনে মেরী নজরুঁউ কে,
সুলতানে মদীনা আ যায়ে।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

পরিশিষ্ট

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অমীয় বাণী

আল-হাদীস শরীফ ঃ

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– স্বাস্থ্য এবং অবসর এ দুটি নিয়ামতের (ব্যবহারের) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে।– বুখারী শরীফ

২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাঁধে হাত মুবারক রেখে বললেন– পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন করো।– বুখারী শরীফ

৩। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ্ তা'য়ালা সে ব্যক্তির ওজর কবুল করবেন না, যার জীবনের মেয়াদকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমনকি ষাট বছরের কোঠায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।– বুখারী শরীফ

৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– ধন-সম্পদ পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি আদম সন্তানকে দেয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই ভরবে না। আর যে আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করবেন।– বুখারী শরীফ

৫। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের মধ্যে কে নিজের সম্পদের চেয়ে (নিজের) উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশী ভালোবাসে? লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজের সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বেশী ভালোবাসে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে যা খরচ করবে তাই শুধু নিজের সম্পদ, আর সে যা রেখে যাবে তা উত্তরাধিকারীদের সম্পদ।– বুখারী শরীফ

৬। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– আল্লাহ্ যেদিন রহমত সৃষ্টি করেছেন, সেদিন রহমতকে একশত ভাগ করে একভাগ সমস্ত সৃষ্টিকে দিয়েছেন, আর বাকী নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন। যদি কোন কাফের আল্লাহ্‌র নিকট যে রহমত আছে, তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো তাহলে সে জান্নাতের ব্যাপরে নিরাশ

হতো না। (অপরপক্ষে) কোন মু'মিন যদি আল্লাহ্‌র কাছে যে শাস্তি রয়েছে তার পরিমাণ সম্পর্কে জানতো, তবে (দোজখের) আগুন থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না।– বুখারী শরীফ

৭। হযরত সাহল ইবনে সায়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের হাড্ডির মাঝখান (জবানের) এবং দু'পায়ের মাঝখানের (লজ্জাস্থানের) জামানত আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের জামিন।– বুখারী শরীফ

৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "(প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখের কথা থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে।– বুখারী শরীফ

৯। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব কমই হাসতে এবং খুব বেশী কাঁদতে।– বুখারী শরীফ

১০। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের মধ্যে কারো দৃষ্টি যদি এমন লোকের উপর পড়ে, যে তার চেয়ে ধন-সম্পদ এবং স্বাস্থ্য-সৌন্দর্যে উপরে, তখন তার উচিত তার চেয়ে নিম্নতর ব্যক্তির দিকে তাকানো।– বুখারী শরীফ

১১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ সম্পর্কে বলেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালো ও মন্দ লিখে দিয়েছেন আর তা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং **যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করলো অথচ কাজটা করলো না, আল্লাহ্ তাকে পূর্ণ (কাজের) সওয়াব দান করবেন।** আর যদি সে সৎ কাজের ইচ্ছা করলো আর বাস্তবে তা করেও ফেললো, আল্লাহ্ তার জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। পক্ষান্তরে, সে যদি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং (তদানুযায়ী) কাজটা করে ফেলে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য একটিই মাত্র গুনাহ্ লিখেন।– বুখারী শরীফ

১২। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমার বান্দা আমার ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করার পরেও যখন নফল ইবাদত দ্বারা আমার আরো নৈকট্য লাভ করতে ক্ষান্ত থাকে না, তখন আমি তাকেই ভালোবাসি। সুতরাং যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে, আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে

তা অবশ্যই প্রদান করি। আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোন দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ করি একজন মু'মিনের প্রাণ হরণে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ আমি তার কষ্টকে অপছন্দ করি।– বুখারী শরীফ

১৩। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তিন জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গীরূপে যাত্রা করে। দুটি তো ফিরে আসে একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। সঙ্গে গমন করে আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মাল-দৌলত ফিরে আসে। আর (সঙ্গী হিসেবে) থেকে যায় শুধু আমল।– বুখারী শরীফ

১৪। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– নগ্নদেহ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় মানুষকে জমায়েত করা হবে। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নারী-পুরুষ কি একে অপরের দিকে তাকাবে? জবাবে তিনি বললেন– সময়টা এতোই কঠিন হবে যে, মনে এ ধরনের কল্পনা আসার আদৌ কোন অবকাশই থাকবে না।– বুখারী শরীফ

১৫। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের উপর জুলুম করে থাকলে সে যেন তার কাছ থেকে (সে সময়ের) পূর্বেই ক্ষমা করিয়ে নেয়, যখন (মজলুম) ভাইয়ের পক্ষে তার নেকীর অংশ কেটে নেয়া হবে, **কিন্তু যদি নেকী তার (জালিমের) নিকট মওজুদ না থাকে তবে, তার (মজলুম) ভাইয়ের গুনাহ্ কেটে এনে এর (জালিম) সাথে যোগ করে দেয়া হবে।** কেননা, সেদিন দীনার-দিরহামের কোন লেনদেন কিংবা আদান-প্রদান চলবে না।– বুখারী শরীফ

১৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন তাঁর চাচা আবু তালেবের উল্লেখ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– কিয়ামতের দিবসে আমার শাফায়াত হয়তোবা তার উপকারে আসবে, তাকে স্বল্প গভীর অগ্নিতে রাখা হবে, যা তার পায়ের গিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, তাতে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে।– বুখারী শরীফ

১৭। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার ওফাতের পর তোমরা বিলাপ করে কেঁদো না। কেননা আমার ওফাত অন্য সবার মতো হবে না। আমি রওজা শরীফ হতে তোমাদের আমল দেখতে পাবো। যখন দেখবো তোমরা ভালো কাজ করছো তখন আমি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করবো, আর যখন দেখবো তোমরা খারাপ কাজ করছো তখন আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।– মুসনাদুল বাজ্জার শরীফ

১৮। হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তিনটি জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে ঈমানের সাধ গ্রহণ করবে। তিনটি জিনি হলো– এক. আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল তার নিকট দুনিয়ার সবকিছু হতে প্রিয় হওয়া; দুই. কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা; তিন. ঈমান আনার পর কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন আগুনে নিক্ষেপ করাকে অপছন্দ করে।

১৯। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরজ করা হলো– কিয়ামত কখন হবে? জবাবে তিনি বললেন– কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুত করেছো? প্রশ্নকারী বললো– কোন কিছুই প্রস্তুত করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন– তুমি যাকে ভালোবাসো কিয়ামতের দিন তুমি তার সাথেই থাকবে। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– আমরা একথা শোনে যতটা খুশি হয়েছিলাম ততোটা খুশি আর কখনো হইনি।– বুখারী শরীফ

২০। হাদীস কুদসী-তে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– "(হে হাবীব!) আমার পছন্দ হলো যখন আমার যিকির করা হয় তখন আপনার যিকিরও যেন আমার যিকিরের সাথে শামিল থাকে।– হাদীস কুদসী

২১। হযরত মালেক বিন হুযাইরিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে উঠে আমিন বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে আমিন বলেন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে পুনরায় আমিন বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমার নিকট জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করাতে পারলো না, আল্লাহ্ তাকে রহমত থেকে দূর করুন। আমি তা শুনে বললাম, আমিন। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা-কে অথবা তাদের একজনকে পেল, অথচ (তাদের সাথে সদ্ব্যহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশ করলো, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকেও তাঁর রহমত থেকে দূর করুন। আমি বললাম, আমিন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আপনার প্রতি দরূপ পাঠ করলো না, সেও আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত থেকে দূর হোক। আমি বললাম, আমিন।– সহিহ্ ইবনে হিব্বান

২২। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত নাজিল করবেন। এছাড়া তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি মর্যাদা বুলন্দ করা হবে।– নাসাঈ, মিশকাত শরীফ

২৩। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– দু'আ আসমান ও জমিনের মাঝখানে (শূন্যে) অবস্থান করতে থাকে, যতক্ষণ না তোমরা নবীর প্রতি দরূদ পাঠ না করো তা (দু'আ) উপরে উঠে না।– তিরমিযী শরীফ

২৪। হযরত মুসায়্যিব বিন নায্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– প্রত্যেক নবীকে সাতজন করে মহান মনীষী দেয়া হয়েছে। আর আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন মহান মনীষী। বর্ণনাকারী বলেছেন– আমি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নিকট জিজ্ঞেস করেছি সেই চৌদ্দজন ব্যক্তি কে? জবাবে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন– আমি, আমার দুই সন্তান [হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু], হযরত জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হামযাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত মিকদাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হুযাইফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আম্মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।– আহমদ ইবনে হাম্বল ও তিরমিযী শরীফ

২৫। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন– হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি নিজের অবসর সময় তৈরি করো ও ইবাদতে মন দাও, তাহলে আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না করো, তবে তোমার হাতকে ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব কখনোই দূর করবো না।– তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

২৬। হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **আল্লাহ্ তা'য়ালা কোন বদ্ মাযহাব তথা বদ্ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তির রোজা, নামাজ, যাকাত, হজ্জ, উমরাহ্, জিহাদ, ফরয ও নফল কোন কিছুই কবুল করেন না।** বদ্ মাযহাবী ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেমনিভাবে আটার খামির থেকে চুল বেরিয়ে আসে।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

২৭। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমরা বদ্ মাযহাব তথা বদ্ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থেকে দূরে থাক এবং তাদেরকে দূরে রাখ, যাতে করে তারা তোমাদেরকে বিপথগামী করতে না পারে। তারা রুগ্ন হলে তাদের কাছে যেও না এবং তারা মৃত্যু বরণ করলে তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করো না এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে না, বসবে না, পানাহার করবে না, তাদের সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, তাদের জানাযার নামাযে ইমামও হবে না এবং মুক্তাদীও হবে না।– মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ

২৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– **দান সদকা গুনাহ্ সমূহ বিলীন করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।**– তিরমিযী শরীফ

২৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পদ্ধতি প্রচলন করবে এবং তদানুযায়ী পরবর্তীতে আমল করা হবে, তার জন্য সমপরিমাণ সওয়াব লিখা হবে পরবর্তীতে যা ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করবে। আর তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছু কর্তন করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ পদ্ধতি প্রচলন করবে এবং তদানুযায়ী পরবর্তীতে আমল করা হবে, তার জন্য সমপরিমাণ মন্দপ্রতিদান লিখা হবে পরবর্তীতে যারা ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী আলম করবে। আর তাদের মন্দপ্রতিদান থেকে কোন অংশ কর্তন করা হবে না।– ইবনে আবি শায়বা ও মুসলিম শরীফ

৩০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে জান্নাতের অধিবাসী অথচ সে জাহান্নামী। আবার তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় সে জাহান্নামী অথচ সে জান্নাতী। কারণ মানুষের সর্বশেষ কাজের উপরই তার হিসাব-নিকাশ।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৩১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কবর জান্নাতের বাগান থেকে একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত থেকে একটি গর্ত।– তিরমিযী শরীফ

৩২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট রাত কাটাতেন **তিনি রাতের শেষ অংশে জান্নাতুল বাকিতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন** এবং বলতেন, হে মু'মিন জাতি! তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদেরকে যা অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে তা তোমাদের নিকট পৌঁছেছে। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ্! বাকী গরকদবাসীকে (জান্নাতুল বাকী কবরবাসীকে) ক্ষমা করুন।– মুসলিম শরীফ

৩৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মদীনাবাসীর সাথে সামান্যতমও মন্দের ইচ্ছা করবে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে তেমনি ধ্বংস করবেন যেমন লবণকে পানিতে বিগলিত করে ধ্বংস করা হয়।– মুসলিম শরীফ

৩৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিম্বর বানানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাঠখন্ডের (মরা খেজুর গাছের) নিকট দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বর বানালেন এবং সেটির দিকে ফিরে গেলেন, তখন কাঠখন্ডটি (মরা খেজুর গাছটি) কান্নাজুড়ে দিল। ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে আলিঙ্গন করলেন, অতঃপর এটি শান্ত হলো। আর তিনি বললেন, আমি যদি

একে আলিঙ্গন না করতাম, তবে অবশ্যই তা কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে কাঁদতে থাকতো।– মুসনাতে আহমদ ও ইবনে আবি শায়বা

অন্য বর্ণনা রয়েছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুর গাছটিকে জান্নাতে তাঁর সাথে থাকার সুসংবাদ দিলেন এবং উপস্থিতি সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন খেজুর গাছটিকে যেন নতুন মিম্বরের নিচে দাফন করা হয়।

৩৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– লোকদের দরজা থেকে বিতাড়িত ধুলিধুসরিত চুল বিশিষ্ট এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কোন ব্যাপারে শপথ করে বসলে আল্লাহ্‌ তা সত্যে পরিণত করেন।– মুসলিম শরীফ

৩৬। হযরত জায়দ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমি তোমাদের নিকট ওই দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো তাহলে আমার পরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর এ দুটির মধ্যে একটি হলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালার কিতাব এবং অপরটি হলো আমার 'ইতরত' তথা আমার আহলে বাইত। আর দয়ালু প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, এ দুটি কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না, এ পর্যন্ত যে, উভয়ে আমার নিকট আমার 'হাওযে কাওসার' এ অবতরণ করবে। তাই তোমাদের ভেবে দেখা উচিত তোমরা আমার পরে তাদের (আহলে বাইত) ব্যাপারে কতটুকু দায়িত্ব পালন করবে।– তিরমিযী ও মুসলিম শরীফ

৩৭। হযরত সালমান ইবনে আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তারকারাজি আসমানসমূহের জন্য নিরাপত্তা এবং আমার আহলে বাইত হলেন আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তা বা রক্ষা কবচ।– ইবনে আবী শায়বা

৩৮। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কেয়ামত দিবসে সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়লা তার আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত ভিন্ন কোন ছায়া থাকবে না। ক) ন্যয়পরায়ন বাদশাহ; খ) এমন যুবক, যে তার যৌবন ব্যয় করেছে আল্লাহর ইবাদতে; গ) ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় সর্বদা সংশ্লিষ্ট থাকে মসজিদের সাথে; ঘ) এমন দু'ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারই জন্য; ঙ) এমন ব্যক্তি, যাকে কোন সুন্দরী নেতৃস্থানীয়া রমণী আহ্‌বান করলো অশ্লীল কর্মের প্রতি, এবং প্রত্যাখ্যান করে সে বললো, আমি আল্লাহকে ভয় করি; চ) এমন ব্যক্তি, যে এরূপ গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত ডান হাতের দান সম্পর্কে অবগত হয় না। ছ) আর এমন ব্যক্তি, নির্জনে যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ বেয়ে বেয়ে যায় অশ্রুধারা।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৩৯। হযরত রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির দুই পা নিম্নোক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজ জায়গায় স্থির থাকবে। (প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হবে) ১) তার বয়স সম্পর্কে, কী কাজে সে তা

নিঃশেষ করেছে। ২) জ্ঞান সম্পর্কে, এর মাধ্যমে সে কী আমল করেছে। ৩) সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে (কী উপায়ে) সম্পদ উপার্জন করেছে, আর কোন কাজে ব্যয় করেছে। ৪) তার শরীর সম্পর্কে, কী কাজে সেটি ক্ষয় করেছে।"– তিরমিযী শরীফ

৪০। وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ..... فَوَالَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُهُ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا — متفق عليه

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– ..... কসম সেই জাতেপাকের, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতের কাজ করতে করতে তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তকদীরের লিখন তার উপর কার্যকারী হয় এবং তখন সে জাহান্নামীদের এমন এক (খারাপ) কাজ করে ফেলে, যার দ্বারা (তার পূর্ব অর্জিত সকল সৎ আমল জ্বলে যায়) সে জাহান্নামে প্রবেশ করে; এবং তোমাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ জাহান্নামের (খারাপ) কাজ করতে করতে তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, এমন সময় তকদীরের লিখন তার উপর কার্যকরী হয় এবং তখন সে জান্নাতীদের এমন এক (সৎ) কাজ করে ফেলে যার দ্বারা (তার পূর্বকৃত সব পাপ ক্ষমা হয়ে যায় এবং) সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" (মিশকাত শরীফ, হাদিস নং- ৭৬)।– বুখারী ও মুসলিম শরীফ **(টিকা-১)**

টিকা-১ ঃ

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

"যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে সে তার নিজের কল্যাণ করে, আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে তার নিজেরই অকল্যাণ করে। এবং আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।"– কুরআন (৪১ঃ৪৬)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ،

"যে ব্যক্তি (সত্যের পথে) প্রাণপন চেষ্টা করে সে নিজেরই (উপকারের) জন্য চেষ্টা করে।"– কুরআন (২৯ঃ৬)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

"আমল অনুযায়ী প্রত্যেকের মর্যাদা, এতে সে পূর্ণ প্রতিফল পাবে, কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।"– কুরআন (৪৬ঃ১৯)

বান্দা আল্লাহ্র দয়া, মায়া, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে তাঁর আনুগত্যের সাথে নেক আমল করে যাবে। স্মরণে রাখতে হবে, এ মুহূর্তটিই হয়তো আমার শেষ মুহূর্ত এবং এ কাজটিই হয়তো আমার শেষ কাজ। সুতরাং সব সময়ই নেক কাজ করা এবং মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। **হাত গুটিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই।**

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

"(হে হাবীব) আমি আপনার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব।"– কুরআন (৮৭ঃ৮)

অর্থাৎ সৎপথ, কল্যাণ ও ন্যায়ের পথ আপনার জন্য সহজ করে দেব। যে আমল আপনাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে, তা আপনার জন্য সহজ করে দেব। যে আমল আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, তা আপনার জন্য সহজ করে দেব। বলা হয়েছে, এর অর্থ আমি আপনার জন্য শরীয়ত পালনের কাজ সহজ করে দেব।– তাফসীরে কাশফুল আসরার

জ্ঞাতব্য ঃ

উল্লেখিত হাদীস শরীফ ও আয়াতে কারীমার মধ্যে সমন্বয় সাধন খুবই কঠিন ও জটিল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া, তাঁর দেয়া ইলম, বুঝ, জ্ঞান ছাড়া অসহায় দুর্বল বান্দা এ বিষয় সঠিক ঈমান-ইয়াকীনে পৌছতে পারে না।

আত্মগরিমার কারণে শয়তানের ছয় লক্ষ বছরের ইবাদত গৃহীত হলো না। ইচ্ছাময়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র মহব্বত ও ভয়ে আমিত্ব বিলোপ সাধনপূর্বক তাঁর করুণার হাতে বিনয়ের সাথে বান্দাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। শুধু আমলের দ্বারাই মুক্তি পাব, এমনটি আশা করা যায় না। সর্বপ্রকার সৎ আমল করার পরও সদা বিনয়ী ভীতচিত্ত ও অহমবর্জিত থাকতে হবে। আয়াতে কারীমা দেখুন 'এটাই (ইখলাস-আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের নিয়তে সকল কাজ করা) আমাকে (আল্লাহ্কে) পাওয়ার একমাত্র সোজা পথ।"– কুরআন (১৫ঃ৩৯-৪১)

আরো দেখুন– ২৩ঃ৬০-৬১, ২১ঃ৯০, ২৪ঃ২১, ৪৬ঃ৯, ৭ঃ৯৭-৯৯) অবশ্যই অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর রহমতের আশা উভয়ই থাকতে হবে, এটাই হলো দ্বীন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– কেউই নিজ আমলের দ্বারা জান্নাতে যেতে পারবে না।" আসহাবগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আরজ করলেন আপনিও কি পারবেন না ? জবাবে তিনি বলেন-

وَلَا اَنَا اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ (المسلم)

"আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় রহমত দ্বারা যদি আমাকে ঢেকে না নেন তবে আমিও পারবো না।"– মুসলিম শরীফ

আমাদের নগণ্যতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা সব সময় মনে জাগরুক রেখে ভয় ও আশা নিয়ে বিনয় ও ইখলাসের সাথে (আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষা) ইবাদত-বন্দেগী করে যেতে হবে। **ঈমানের সাথে মৃত্যু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কারো নির্ভার ও নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ নেই।**

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

কষ্টি পাথর

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম দ্বীনের জাহেরী ও বাতেনী উভয় শিক্ষাই তিনির থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। যেকোন বিষয়ে, যেকোন প্রশ্ন তথা সর্ববিষয়ে সমাধান তাঁর থেকেই নিতেন। বিশেষ কিছু শিক্ষার্থী ছিলেন যারা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত উম্মতের কাছে স্মারণীয় হয়ে থাকবেন। যেমন– হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা, সম্মানিত আসহাবে সোফ্‌ফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম নবীজীর মেহমানগণ তথা সকল সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

"সকল সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) আকাশের নক্ষত্র তুল্য, যাকেই অনুসরণ করবে, হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।"

বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "হে মানবগণ, সাবধান! আমি তোমাদের মধ্যে দুটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস রেখে যাচ্ছি, এর মধ্যে প্রথমটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব ও দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বাইত। যারা এ দুটি জিনিস অনুসরণ করবে তারাই সৎপথে থাকতে পারবে এবং যারা তা ত্যাগ করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে।"– মুসলিম শরীফ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ مَثَلَ اَهْلِ بَيْتِىْ فِيْكُمْ مَثَلَ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ

"তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত হলো হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম এর কিস্তির ন্যায়; যারা তাতে আরোহণ করেছিল তারা রক্ষা পেয়েছিল এবং যারা আরোহণ করেনি তারা ধ্বংস হয়েছিল।"– মুসনাদে আহমদ শরীফ

আসহাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমগণের পর কোন্ কোন্ যুগের মুজতাহিদ ইমামগণ আমাদের অনুসরণের জন্য আদর্শ হতে পারবেন তার বিষয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "খাইরু উম্মাতি কারনি ছুম্মাল্লাজিনা ইয়ালুনাহুম, ছুম্মাল্লাজিনা ইয়ালুনাহুম, ছুম্মা ইয়াজহিরু ফিহিমুচ্ছামানু।" অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে আসহাবদের যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ, তৎপর যথাক্রমে- তাদের পরবর্তী তাবেঈনদের যুগ তৎপর তাদের পরবর্তী তাবে-তাবেঈনদের যুগ শ্রেষ্ঠ, তৎপর দুনিয়াদার বা দৈহিক সুখ পূজারীর যুগ প্রকাশ পাবে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "ছাররাহু বুহ্বুহাতুল জান্নাতি ফাল্ইয়ালজিমিল্ জামায়াতা, ফাইন্নাশ্ শাইতানা মায়াল্ ফাজ্জি।" অর্থাৎ তৎপর মিথ্যার যুগ প্রকাশ পাবে, সাবধান! যে জান্নাতের সম্পদের জন্য লালায়িত, সে যেন জামাতের সঙ্গ ধরে থাকে; কারণ যে দল ছেড়ে একা থাকে তার সঙ্গে শয়তান থাকে (সেই শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে)।"– নাসাঈ শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "মান ফারাকাল জামাআতা শিবরান ফাকাদ খালায়া রিবকাতাল ইসলামি মিনউনুকিহি।" অর্থাৎ "যে (আহলে সুন্নাতুল) জামাআত হতে একহাত দূরে সরে যায় সে নিশ্চয়ই স্বীয় গলা হতে ইসলাম ধর্মের দৃঢ়বন্ধনী খুলে ফেললো।"– মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ শরীফ

ফিকাহ্ শাস্ত্র-ইলমুল ফিক্হ ঃ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তরায় হওয়ার পরে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে। এমনকি দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ে অর্ধপৃথিবীই মুসলিম শাসনাধীন হয়ে যায়। এক এক অঞ্চলের কৃষ্টি সভ্যতা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হওয়ায় নতুন নতুন প্রশ্ন আসে ও সমাধানেরও প্রয়োজন হয়। তখন আল-কুরআন ও আল-হাদীস নিয়ে গভীর গবেষণা শরু হয়।

সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম, তাবেঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও তাবে-তাবেঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। তাদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে যে ইলমের উদ্ভব হয় তা ফিকাহ্ শাস্ত্র বা ইলমুল ফিক্হ নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিষয়সমূহ প্রমাণিত হওয়ার দলিল ০৪টি। যথাক্রমে–

১। কিতাবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পবিত্র কুরআন,

২। সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস শরীফ,

৩। ইজমায়ে উম্মত বা গোটা উম্মতের ঐক্যমত এবং

৪। কিয়াসুল মুজতাহিদীন বা মুজতাহিদ ইমামগণের কিয়াস।

সত্যের যুগেই ইমামগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ঃ

উল্লেখিত হাদীসে প্রমাণিত, তিন যুগই সত্যের যুগ, এরপর মিথ্যার যুগ প্রকাশিত হবে। এ তিন যুগের ইজতিহাদ গৃহীত এবং মুজতাহিদগণ ইমাম হিসাবে স্বীকৃত ও গ্রহণীয়। সম্মানিত ইমানগণ উক্ত স্বর্ণের যুগের মধ্যেই রয়েছেন। তাঁরা হচ্ছেন–

১। হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (৮০ হিজরী - ১৫০ হিজরী)

২। হযরত ইমাম শাফেঈ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (১৫০ হিজরী - ২০৪ হিজরী)

৩। হযরত ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (৯৩ হিজরী - ১৭৯ হিজরী)

৪। হযরত ইমাম আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (১৬৪ হিজরী - ২৪১ হিজরী)

তাঁদের চারজনের নামেই চারটি মাযহাব যথাক্রমে- হানাফি, শাফেঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ চারটি মাযহাবই হক্ব।

একত্রে এ চার মাযহাবই এক নামে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। এদের মধ্যে ঈমান-আকায়েদ ও আমলের মূল বিষয় নিয়ে বিশেষ কোন মতপার্থক্য নেই। তবে শাখা-প্রশাখা নিয়ে দলিল-প্রমাণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়েছে। এরা মূলেই হচ্ছেন এক, এরাই হক্বপন্থী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– বনী ইসরাঈল (হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর পরবর্তী বংশধর) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই হবে জাহান্নামী। উপস্থিত সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমগণ আজর করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ দলটির পরিচয় কি? উত্তরে তিনি বলেন, যারা আমার (সুন্নাত) এবং আমার সাহাবাগণ (এর জামাআত) এর মতাদর্শে অটল থাকবে।"– তিরমিযী শরীফ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আরজ করা হলো– জান্নাতী দল কোনটি? তিনি বলেন–

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

"যারা রাসূলের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অটল থাকবে।"–তিরমিযী শরীফ

৭৩টি দল ঃ

৭৩টি দলের মধ্যে মাত্র ১টি দলই নাজাতী দল। তারাই 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত" নামে পরিচিত। ৭২টি ভ্রান্ত দলের মূল দল হলো ছয়টি। প্রতিটি মূল দলের উপদল রয়েছে ১২টি করে। এভাবে ১২ গুনন ৬ = ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছে। মূল দল ৬টি হলো– ১) রাফিযী, ২) খারিজী, ৩) জাবরিয়া, ৪) ক্বাদরিয়া, ৫) জাহমিয়া ও ৬) মুরজিয়া। এ দলগুলো পরস্পরে বিভেদ করে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। ৬টি মূল দলই

উপদলগুলোকে নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনায় নিজেদের যুগেরই বাতিল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তারা এমন বিলুপ্ত হয়েছে যে, সেগুলোর অধিকাংশের নামও বর্তমানে জানা নেই।

নিম্নে প্রসিদ্ধ রাফিযী ও খারিজীদের উপদলগুলোর নাম সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হলো–

১। রাফিজীরাই পরস্পরে বিভেদ করে বারটি উপদলে বিভক্ত হয়েছে, যথা– ১) উলুভিয়া, ২) আইদিয়া, ৩) শিয়া, ৪) ইসহাকিয়া, ৫) যায়দিয়া, ৬) আব্বাসিয়া, ৭) ইমামিয়া, ৮) তানাসুখিয়া, ৯) নাদিসিয়া, ১০) লাগিয়া, ১১) ওয়াজিইয়্যা ও ১২) ওয়াবিছিয়া।

২। খারিজীরাও পরস্পরে বিভেদ করে বারটি উপদলে বিভক্ত হয়েছে, যথা– ১) আযারিয়া, ২) আবাখানিয়া, ৩) তাগলিবিয়া, ৪) হারিসিয়া, ৫) খালাফিয়া, ৬) কূযিয়া, ৬) মু'তাযিলা, ৮) মায়মূনিয়া, ৯) কানযিয়া, ১০) মাহকামিয়া, ১১) উখতিয়া, ১২) শারাফিয়া।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাত শরীফে 'মাওয়াক্বিফ' নামক গ্রন্থের বরাতে বলা হয়েছে, বাতিলপন্থীদের মূল দল ০৮টি। যথা–

১) মু'তাযিলা, ২) শিয়া, ৩) খারিজী, ৪) মুরজিয়া, ৫) নাজ্জারিয়া, ৬) জাবারিয়া, ৭) মুশারবিহা, এবং ৮) নাজিয়া। এ দলগুলো বহু উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তারা আপন আপন আক্বীদা-বিশ্বাসের উপর রয়েছে, যেগুলো সবিস্তারে আলোচনা করার সুযোগ এ কিতাবে নেই।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ⊙

নূরে নবুওয়াত ও ইলমে নবুওয়াত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স মুবারক ৪০ এ পৌঁছার বেশ কিছু পূর্ব হতেই তিনির মধ্যে নিঃসঙ্গপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তখন তিনি জাবালে নূরের চূড়ায় অবস্থিত হেরা গুহাকে নিরিবিলি ধ্যান সাধনার জন্য বেছে নিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানাহার সামগ্রী নিয়ে গারে হেরায় চলে যেতেন। সেখানে অবস্থানকালে এক দিন ফিরিশতা জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন– اِقْـــرَأْ (হে নবী) "আপনি পাঠ করুন"। জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– مَا اَنَا بِقَارِئٍ "আমি পাঠক নই"। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ "(একথা শুনে হযরত

জিব্রাঈল আলাইহিসা সালাম) আমাকে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যাতে আমার অত্যন্ত কষ্ট অনুভব হলো। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে অনুরূপ আবার পড়তে বলেন। এরূপ তিনি ০৩ বার পড়তে বলেন এবং ০৩ বার আলিঙ্গন করেন।

তৎপর হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম সূরা আলাক এর ১-৫ নং আয়াত শরীফ পাঠ করেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করলেন।

নূর! নূর! সমস্তই নূর। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভিতরে-বাইরে শুধুই নূরের জৌলুস। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে লৌহপিণ্ড যেমন স্বতন্ত্র হয়েও অগ্নিময় হয়ে উঠে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত দেহমনও সেরূপ জ্যোতিঃস্নাত হয়ে উঠলো। তিনি অভিভূত হয়ে রইলেন। মহাসত্যের উপলব্ধির এই মহামুহূর্তে তাঁর মধ্যে কী যে ভাবের উদয় হয়েছিল, তা শুধু অনুভব করারই কথা, বর্ণনা করার নয়।

পবিত্র হাদীস শরীফে স্পষ্টই প্রমাণিত যে, ইজহারে নবুওয়াত তথা নবুওয়াত প্রকাশের শুরুতেই 'নূরে নবুওয়াত' যা সিনা-ব-সিনা লাভ করার পদ্ধতি এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ 'আপনার প্রভুর নামে পাঠ করুন" এর মাধ্যমে "ইলমে নবুওয়াত' প্রচারের অনুমোদন লাভ করেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে (বিশ্ব মানবের জন্য) পর্যবেক্ষণকারী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী এবং আলো প্রজ্জ্বলনকারী (আল্লাহ্ প্রেম ও হিদায়াতের) উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।"– কুরআন (৩৩ঃ৪৫-৪৬)

আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিনা মুবারকে স্বীয় প্রেম ফুঁকিয়ে দিয়ে তাঁর কলবে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁকে সিরাজাম্ মুনীরা বা উজ্জ্বল প্রদীপ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত প্রেমাগ্নি তাঁর প্রধান চার খলিফা, আহলে বাইত ও আহলে সোফ্ফার কয়েক জনের সিনায় তাওয়াজ্জোহ্র দ্বারা ভবিষ্যত উম্মতের উপকারার্থে আমানত রেখে গেছেন। এ মর্মে রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"আমি হিকমতের ঘর এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এতে প্রবেশ করার দরজা।"– এখানে হিকমত অর্থ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করার জ্ঞান তথা ইলমে মারিফাত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে বলেছেন–

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"আমি হলাম ইলমের (জ্ঞানের) শহর এবং আলী হলেন এর দরজা।"

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালার মহব্বতের যে খাস নিসবত রয়েছে তা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সিনায় ঢেলে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَا صَبَّ اللّٰهُ شَيْئًا فِيْ صَدْرِيْ اِلَّا قَدْ صَبَبْتُهُ فِيْ صَدْرِ اَبُوْبَكْرٍ -

"আমার সিনায় আল্লাহ্ তা'য়ালা যা দান করেছেন, তা আমি আবু বকরের সিনায় ঢেলে দিয়েছি।"

'বাহ্যিক' ও 'অভ্যন্তরীন' ইসলামের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। বাহ্যিক দিকটিকে বলে শরীয়ত, আর অভ্যন্তরীন দিকটিকে বলে 'তরিকত'। একটি বৃক্ষের শিকড়, গুঁড়ি, শাখা, প্রশাখা, পাতাপল্লব প্রভৃতি বৃক্ষের বাহ্যিক দিকের পরিচায়ক। এটাই হলো শরীয়ত। আর বৃক্ষের ফুল, ফল, জীবনীশক্তি ঐ বৃক্ষের অভ্যন্তরীন দিক। অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক এ তত্ত্বকে ইসলামে 'তাসাউফ' বলা হয়। তাসাউফের অভিজ্ঞতা অপ্রকাশ্য ও অবর্ণনীয়। তাসাউফকে ইসলামের বাতিনী দিক তথা নূরে নবুওয়ত, মারিফাত, ইলমে লাদুন্নি, ইলমে সিররী, বিলায়েত, হাকিকত, সুফিতত্ত্ব বা সূফী দর্শন বলা হয়ে থাকে। নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীনা মুবারক হতে সিনা-ব-সিনা এ ইলম বিতরণ হয়ে আসছে এবং এমনিভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত এ নূরে নবুওয়াত-ইলমে বাতেন সিনা-ব-সিনা জারী থাকবে। সূফীয়ায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে কিরাম মুর্শিদে কামিলের সীনা মুবারকের সাথে সংযোগ স্থাপন করেই সিনা-ব-সিনা এ ইলম অর্জন করতে হবে।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালার মায়ীয়াতে হুব্বীর বা মহব্বতের যে খাস নেছবত রয়েছে তা কামালাতে মুহাম্মাদীর শেষ মোকাম। তিনি খফি জিকির ও বিশেষভাবে উক্ত খাস মহব্বতের নেসবতটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর সিনাতে ঢেলে দিয়েছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে এ নিবসতটি সিনা-ব-সিনাতে হযরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ তরীকাহ্ই 'মোজাদ্দেদীয়া' তরীকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।– হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর 'মুকাশিফাতে আয়নিয়ার" ১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে জলি (সশব্দ) জিকিরের তরিকা শিক্ষা দিয়েছেন, যা পরবর্তীকালে কাদরিয়া ও চিশতিয়া তরিকারূপে মশহুর হয়েছে। এ তরিকায় সুলুক শেষ করার পর ফানা ও বাকা হাসিল হয়ে থাকে। হযরত আলী

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুলুক শেষ করার পর মায়ীয়াতে জাতীয়ার (মহব্বতে জজবায়ে জাতীর) রাস্তায় 'নুকতায়ে নিহায়েতে' বা শেষ বিন্দুতে (সাধনার শেষ পর্যায়ে) পৌঁছেছিলেন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

তরীকতের শাজরাহ শরীফ

সিরাজাম্‌মুনীরার নূর লাভ করার জন্য সিনা-ব-সিনা নিসবতের ধারাবাহিকতায় তরীকতের শাজরাহ শরীফ ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে "সিরাজাম্ মুনীরা-উজ্জ্বল প্রদীপ" করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) ক্বলবরূপ প্রদীপ প্রজ্জলিত করেছেন। তাঁদের থেকে তাবেঈন, তাবেঈন থেকে তাবে-তাবেঈন, এমনভিাবে আজ পর্যন্ত তা জারি আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। যারা নিজ ক্বলব প্রজ্জলিত করেছেন এবং অন্যের ক্বলব প্রজ্জলিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন তারা হলেন মুর্শিদে কামিল। আল্লাহ্‌র এ ওলীগণই হলেন তরীকতের ধারক-বাহক। হক্কপন্থী কামিল আওলিয়াকিরামের সাথে সিনা-ব-সিনা নিসবত করতে সক্ষম হলে আমাদেরও কলব প্রজ্জলিত হবে ইনশা-আল্লাহ্।

শাজরাহ শরীফ

হযরত দাতা গন্‌জে বখশ (রহঃ) এর 'কাশফুল মাহ্‌জূব' কিতাবের আলোকে তরীকতের শাজরাহ্ শরীফ (সার-সংক্ষেপ)

ক) হযরতে সাহাবায়ে কিরামগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) **মধ্যে তরীকতের ইমাম হলেন খুলাফায়ে রাশেদীনগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)।**

১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ সূফি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম। তিনি হলেন ইসলামের মুকুট, আহলে তাজরীদের (যারা সামান্যতম অপবিত্রতা থেকেও মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন) ইমাম, আহলে তাফরীদের বাদশাহ্ (যারা অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে ভুল ও শুদ্ধকে পৃথক করেন)। তরীকতের মাশায়েখগণ তাঁকে সাহেবে মুশাহিদার অগ্রণী বলে গণ্য করেছেন।

২। হযরত উমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে, কর্ম-নিপুনতায় ও সাহেবে মুজাহিদায় তিনি ছিলেন সূফি সম্প্রদায়ের সরদার। ধর্মীয় জ্ঞান, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্মদর্শিতা এবং আল্লাহ্‌র প্রেমে নিমগ্ন থাকাই ছিল তার

বৈশিষ্ট্য। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হাজির হয়ে বলেন– 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উমরের ইসলাম গ্রহণ করায় আসমানবাসী আনন্দ উৎসব প্রকাশ করছে।'

৩। হযরত উসমান যুন-নূরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ লজ্জাশীলতা, আনুগত্য ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন সূফি সম্প্রদায়ের ইমাম। তিনি এ পর্যায়ে অতি উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন। হারবুদ্দারের দিন তাঁর গোলামেরা বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করলো। হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদেরকে মুকাবিলা করতে নিষেধ করে বললেন– 'যারা আজ এ কাজ থেকে বিরত থাকবে, আমি তাদেরকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে মুক্তি দান করবো।'

৪। হযরত আলী মুরতাযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ তরীকত ও মারিফতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইলম ও দ্বীনের বোধশক্তি এবং হাকীকতের ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সম্পর্কে বলেছেন–

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

"আমি হলাম ইলমের (জ্ঞানের) শহর এবং আলী হলেন এর দরজা।"

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর আত্মত্যাগ ও কুরবানী ছিল অকল্পনীয় ও বিস্ময়কর।

খ) আহলে-বাইত তথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারে তরীকতের ইমাম ঃ

৫। হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ স্বীয় পিতার ন্যায় ইলমে হাকীকত ও তরীকতে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও সহনশীল ছিলেন। একবার কূফায় বাড়ীর বাইরে অবস্থানকালে জংলী প্রকৃতির একজন আরবী লোক এসে তাঁকে যা ইচ্ছা তাই মন্দ বলতে শুরু করে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে না পিপাসা, নাকি তোমার অন্য কোন অসুবিধা আছে? কিন্তু লোকটি সে কথায় কর্ণপাত না করে পুনরায় তাঁকে মন্দ বলতে শুরু করলো। এ অভাবনীয় ব্যবহারে আরব লোকটি বিস্মিত হয়ে গেল এবং বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের বংশধর।

৬। হযরত ইমাম হোসাঈন ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ সকল বিপদাপদ বরণকারীদের সরদার হলেন হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। সমস্ত তরীকতপন্থী তাঁর এ হাল ও সঠিকতা সম্পর্কে একমত। যখন সত্য

সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন তিনি ঐ সত্যের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সত্য যখন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো, তখন তিনি অস্ত্রধারণ করলেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন, ধন-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনকেও আল্লাহ্‌র রাহে উৎসর্গ করলেন।

৭। হযরত ইমাম জাফর সাদিক ইবনে আলী ইবনে হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ তিনি হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পৌত্র। তিনি জ্ঞানের সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করায় এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতসমূহ বর্ণনা করায় পারদর্শী ছিলেন।

৮। হযরত আবু মুহাম্মাদ জাফর ইবনে মুহাম্মাদ সাদেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ তিনি ছিলেন হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর নাতি এবং ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর পুত্র। তাঁর কথার মাধুর্য ও বিনয়ের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

গ) হযরাত আসহাবে সুফ্‌ফাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম হলেন তরীকতের ইমাম ঃ

৯। খুলাফায়ে রাশেদীন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) এবং আহলে বাইত (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-গণের পর আসহাবে সুফ্‌ফা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)-গণ হলেন তরীকত পন্থীদের ইমাম। তাঁদের মধ্যে রয়েছে সাইয়্যেদিনা হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুসহ **মোট ৩৩জন সাহাবী** (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম) **এর নাম পাওয়া যায়।**

ঘ) হযরাত তাবেঈন (রঃ)-গণের মধ্যে তরীকতের ইমাম ঃ

১০। তাবেঈনদের মধ্যে তরীকতের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন হযরত ওয়ায়েস করণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হরম ইবনে হাব্বান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-গণ প্রমূখ।

ঙ) হযরাত তাবে-তাবেঈন (রঃ)-গণের মধ্যে তরীকতের ইমাম ঃ

১১। তাবে-তাবেঈনদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ইমাম ছিলেন **হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ),** হযরত হাবীব আজমী (রহঃ), হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ), হযরত আবু সলীম হাবীব (রহঃ), হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ)।

১২। হযরত ইমাম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবিত (রহঃ) ঃ তিনি হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সরদার, ইমামগনের ইমাম, ফকীহগণের শিরোমণি এবং আলিমগণের মাথার মুকুট। তিনি আহলে তরীকতের বড় মর্যাদাসম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি সৃষ্টির নিকট সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কোন আশাই করতেন না। প্রথম জীবনে তিনি নির্জনতা অবলম্বনের ইচ্ছা করেন।

ইমাম সাহেব এক রাতে স্বপ্নে দেখেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হে আবু হানীফা! আমার সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করার জন্য আল্লাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং নির্জনতার ইচ্ছা পরিহার করো। মাশায়েখ ও বুযুর্গদের মধ্যে ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রঃ), ফুযাইল ইবনে আয়ায (রঃ), দাউদ তাঈ (রঃ), বিশরে হাফী (রঃ) প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিলেন। পার্থিব লোভ-লালসা এবং রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না; বরং এ সমস্ত থেকে তাঁর অন্তকরণ ছিল অতি পবিত্র।

ক) হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ হাসান সাম্বালী (রঃ) (১৩০৫ হিজরী) ইমাম আ'যম এর সময়কালে জীবিত ২২ (বাইশ) জন সাহাবীর কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আসাদ ইবনে সাহাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আমর ইবনে আবু সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ।

খ) রুদ্দুল মোহ্তার গ্রন্থে বর্ণিত আছে– "ইমাম আবু হানিফা (রঃ) প্রায় ২০ (বিশ) জন সাহাবীকে পেয়েছেন।" তাঁদের মধ্যে– হযরত ওয়াসিলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনে আবি আউফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা প্রমূখ।

১৩। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) এর শাজারাহ্ শরীফ ঃ

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) এর চার জন পীর ছিলেন। (ক) হযরত শাইখ মাখদুম (রঃ), (খ) হযরত শাইখ শাহ্ সেকান্দার (রঃ), (গ) হযরত ইমাম বাকী বিল্লাহ্ (রঃ), (ঘ) হযরত ইয়াকুব ছরখী (রঃ)।

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) তাঁর পীর ইমাম বাকী বিল্লাহ্ (রঃ), তাঁর পীর খাজা দরবেশ (রঃ), তাঁর পীর মাওলানা উবাইদুল্লাহ্ (রঃ), তাঁর পীর হযরত ইয়াকুব ছরখী (রঃ) হয়ে **হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে।**

১৪। হযরত গাউসেপাক আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর শাজরাহ্ শরীফ ঃ

হযরত গাউসেপাক পীরানে পীর মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) এর পীর হলেন হযরত আবু সাঈদ মুবারক মাখদুমী (রঃ) পরপর হয়ে **হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে।** আবার হযরত গাউসেপাকের সিলসিলা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে।

১৫। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ আজমেরী চিশতী (রঃ) এর শাজরাহ্ শরীফ ঃ

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ আজমেরী সানজেরী চিশতী (রঃ) এর পীর হলেন হযরত খাজা উসমান হারুনী (রঃ) পরপর **হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে।** অপর দিকে তাঁর খলিফা হলেন হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রঃ), তাদের মাধ্যমে চিশতিয়া তরীকা প্রসার লাভ করেছে।

১৬। অধম লেখকের মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ ইমামুত তরীকত মোজাদ্দেদে জামান হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরীকার শাজরাহ্ শরীফ ঃ

শাফিউল মুজনিবীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

০১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
০২। হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
০৩। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রঃ)
০৪। হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রঃ)
০৫। হযরত ইমাম মুসা কাজেম (রঃ)
০৬। হযরত ইমাম আলী রেজা (রঃ)
০৭। হযরত শাইখ মারুফ করখী (রঃ)
০৮। হযরত শাইখ আবুল হাসান ছররী ছাক্‌তী (রঃ)
০৯। হযরত সাইয়েদুত্তায়িফা জোনায়িদ বোগদাদী (রঃ)
১০। হযরত শাইখ আবু বকর শিবলী (রঃ)
১১। হযরত শাইখ আবুল কাশেম নাছিরাবাদী (রঃ)
১২। হযরত শাইখ আবু আলী দাক্কাক্ (রঃ)
১৩। হযরত শাইখ আবুল কাসেম কোরায়রী (রঃ)
১৪। হযরত খাজা আবু আলী ফারমোদি (রঃ)
১৫। হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী (রঃ)
১৬। হযরত খাজায়ে খাযিগান আবদুল খালেক গেজদাওয়ানী (রঃ)
১৭। হযরত খাজা আরে রেওগড়ী (রঃ)
১৮। হযরত খাজা মাহমুদ আঞ্জীর ফাগনুভী (রঃ)
১৯। হযরত খাজা আজিজানে আলী রামিৎনী (রঃ)
২০। হযরত খাজা মুহাম্মাদ বাবা ছাম্মাছি (রঃ)
২১। হযরত খাজা সাইদ আমির কুল্লাল (রঃ)
২২। শরীয়ত তরিকতের ইমাম হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী বুখারী (রঃ)
(এর বুজুর্গীর জন্য এ তরীকা নক্‌শবন্দীয়া নামে খ্যাত হয়েছে)
২৩। কুতুবুল এরশাদ হযরত খাজা আলাউদ্দীন আত্তার (রঃ)
২৪। হযরত মাওলানা ইয়াকুব চারখী (রঃ)
২৫। হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ আহরার (রঃ)
২৬। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ জাহিদ (রঃ)

২৭। হযরত খাজা দরবেশ মোহাম্মাদ (রঃ)
২৮। হযরত মাওলানা খাওয়াজেনী আমকাঙ্গী (রঃ)
২৯। হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ্ (রঃ)
৩০। হযরত ইমামে রব্বানী কাইউমে জামানী মোজাদ্দেদে আল-ফেসানী শাইখ আহমদ ফারুকী সেরহিন্দী (রঃ)
(এর খেতার অনুসারে এ তরীকা মোজাদ্দেদীয়া তরীকা নামে বিখ্যাত হয়েছে)
৩১। হযরত শাইখ আদম বেন্নুরী (রঃ)
৩২। হযরত শাইখ আবদুল্লাহ্ আকবর আবাদী (রঃ)
৩৩। হযরত মাওলানা আবদুল রহিম মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ)
৩৪। হযরত মাওলানা শাহ্ অলিউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ)
৩৫। হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রঃ)
৩৬। হযরত মাওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমাদ বেরলুভী (রঃ)
৩৭। হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী নূর মুহাম্মাদ নিজামপুরী (রঃ)
৩৮। কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী ফতেহ্ আলী বর্ধমানী (রঃ)
৩৯। মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)
৪০। কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান (রাঃ)।

আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ মোজাদ্দেদে জামান ইমামুত্ তরীকত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) শাজারা শরীফে হলেন ৪০ (চল্লিশ) ক্রমিক নম্বরে, দাদা হুজুর কিবলা মোজাদ্দেদে জামান কুতুবুল আকতাব হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) হলেন ৩৯ (ঊনচল্লিশ) ক্রমিক নম্বরে, এভাবে তাঁর নক্শবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরীকার শাজরা শরীফ সঠিকভাবে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মাধ্যমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

উক্তভাবে চিশতীয়া ও কাদরীয়া তরীকার শাজরা শরীফ সঠিকভাবে যথাক্রমে হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও গাউসেপাক হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মাধ্যমে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হয়ে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মুহাম্মাদীয়া তরীকার শাজারাহ্ শরীফ

শাফিউল মুজনিবিন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১) কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দেদে জামান, ইমামুত্ তরীকত, আলহাজ্ব হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৯৩৮ সনে স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার মুর্শিদ কিবলা কুতুবুল এরশাদ ইমামুত্ তরীকত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)-কে এ তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি চিশতীয়া, কাদরিয়া, নক্শবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়া তরীকা চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনপূর্বক হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক নামে 'মুহাম্মাদীয়া তরীকা" প্রবর্তন করেন।

২) কুতুবুল এরশাদ আলহাজ্ব হজরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ জিঃ আঃ)

হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) জান্নাতবাসী হওয়ার পূর্বে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মোতাবেক সাহেবজাদা কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী এ.এস.এম. অদুদুর রহমান (মাঃ জিঃ আঃ) সাহেবকে মুহাম্মাদীয়া তরীকার প্রধান ধারক, বাহক তথা গদ্দিনশীন করে যান।

মোট কথা– সারা বিশ্বের হক্ব পন্থিগণ এ সকল ইমামগণের বিলায়াত স্বীকার করেছেন। তাই আল্লাহ্ প্রাপ্তি ও বিলায়াত এর দরজায় পৌঁছার জন্য প্রতিটি মুসলমানের ইলমে তাসাউফ অর্জন করা, ইলমে মারিফাত শিক্ষা করা তথা কামিল মুর্শিদ এর হাতে বায়াত গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

অনুসন্ধানে

(১) পাঠক বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ!

প্রশ্নের সাথে কুরআনুলকারীমের আলোকে চিন্তার সহায়কী জবাব।

কুরআনুল কারীমে অনুসন্ধান করুন ঃ

১। প্রশ্ন : আমি কি সিরাতল মুসতাকীম-সরল পথের সন্ধান পেয়েছি?

জবাব : উম্মুল কুরআন-কুরআন জননী হলো– সূরা আল-ফাতিহা। এ সূরায় ০৭টি আয়াতের মধ্যে বান্দার মনিবের কাছে চাওয়া-পাওয়া হলো–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ

"(হে আল্লাহ্) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"– কুরআন (১ঃ৫)

সরল পথের সন্ধান–

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

"তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন।"– কুরআন (১ঃ৬)
নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের পথই হলো "সিরাতল মুসতাকিম"।

২। প্রশ্ন : নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা কারা?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনুলকারীমে বলেন–

الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ

"আল্লাহ্র নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দা হলেন– নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও নেক্কারগণ।"– কুরআন (৪ঃ৬৯)

আল্লাহ্র মকবুল বান্দাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে হলেন– নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম, এরপর নবীর উম্মতের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন– সিদ্দিকগণ। যারা শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মা'রেফাতে কামালাত- পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন এবং অন্যকে পরিপূর্ণতা দানের যোগ্যতাও রাখেন তারা হলেন সিদ্দিক। এ কামেল ব্যক্তিগণ হাদী বলেও সুপ্রসিদ্ধ। দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন যারা তারা হলেন– 'শহীদ'। যাঁরা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণকারী ও আমলকারী তারা হলেন– 'সালেহীন'। পরিভাষায় তাদেরকে দ্বীনদারও বলা হয়। প্রমাণিত হলো, অন্তরায় থাকার কারণে প্রকাশ্যে ও বাহ্যিকভাবে নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম, শহীদগণ ও সালেহীনগণের অনুসরণ করার সুযোগ নেই। অতএব, আমাদেরকে উপস্থিত সিদ্দিকগণের পথই গ্রহণ করতে হবে। এটাই হলো– 'সিরাতল মুসতাকীম-সরল পথ'।

৩। প্রশ্ন : আমি কি সদেকীনদের সাথী?

জনাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র জন্য তাক্ওয়া (মহব্বত ও ভয়) অবলম্বন কর এবং (উহা লাভ করার জন্য) সাদেকীনদের (ওলী-মুর্শিদ-এর) সঙ্গ লাভ করো।"– কুরআন (৯ঃ১১৯)

৪। প্রশ্ন : আল্লাহ্প্রাপ্তির জন্য আমি কি উসিলা পেয়েছি?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْۤا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র জন্য তাক্ওয়া (মহব্বত ও ভয়) অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছার (ওছুল-ইলাল্লাহের) জন্য উসিলা বা মধ্যস্থতা তালাশ

করো এবং তাঁর পথে (থাকার জন্য শয়তানের সাথে) জিহাদ করো, তা হলে হয়তো (আল্লাহ্‌র ইচ্ছাক্রমে) তোমরা কৃতকার্য হতে পারবে।"– কুরআন (৫ঃ৩৫)

৫। প্রশ্ন : আমি কি মুর্শিদে কামিল পেয়েছি?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"যাকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হন এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্টতার মধ্যেই রাখতে চান, তাঁর জন্য তুমি কোন ওলী-মুর্শিদ (কামিল পীর) পাবে না।"– কুরআন (১৮ঃ১৭)

৬। প্রশ্ন : সাহাবায়েকিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুবারক হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

"যারা আপনার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বায়াত গ্রহণ করছে, তারাতো আল্লাহ্‌র কাছেই বায়াত গ্রহণ করছে।"– কুরআন (৪৮ঃ১০)

মহিলা সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্নাগণের বায়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ
بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ
بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ
مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"হে নবী! মু'মিন নারীগণ যদি আপনার কাছে এসে বায়াত গ্রহণ করে যে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুর শরীক করবে না, চুরি ও জিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা এবং জেনে-শুনে অপবাদ রটনা এবং সৎকর্মে আপনাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করান এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।"– কুরআন (৬০ঃ১২)

৭। প্রশ্ন : আমার কলব কি রোগ-ব্যাধি, সংশয়, সন্দেহ, নিফাক, বিরুদ্ধাচরণ, জুলুম ইত্যাদি থেকে মুক্ত ?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ
وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

"যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, (কুরআনের কোন আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হওয়ায়) তাদের সন্দেহ ও কুলুষের সাথে আরও কলুষ বৃদ্ধি পায়। তাদের মৃত্যু ঘটবে কাফির অবস্থায়।"– কুরআন (৯ঃ১২৫)। [এছাড়াও ২ঃ১০, ৪ঃ৬৩, ৫ঃ৫২, ৮ঃ৪৯, ৩৩ঃ৩২ নং আয়াতে কলবে মারিদ এর উল্লেখ আছে।]

৮। প্রশ্ন : আমার কলব কি পাষান, কঠিন, জ্যোতিবিহীন শুষ্ক ও নিরস?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"দূর্ভোগ তাদের যাদের কলব আল্লাহ্‌র যিকিরেও (বিনম্র হয় না) কঠোর থাকে। তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।"– কুরআন (৩৯ঃ২২)। [এছাড়া ২২ঃ৫৩, ৫৭ঃ১৬, ৫ঃ১৩ নং আয়াতেও কলবে কাছিয়াহ্‌র উল্লেখ আছে।]

৯। প্রশ্ন : আমার কলব কি নিষ্ঠাবান, বিনীত, ইবাদতগুজার, বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন ?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۙ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ
ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ

"যারা পরম দয়ালুকে না দেখে ভয় করে এবং নিষ্ঠাবান কলব নিয়ে আসে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে; এ হচ্ছে অনন্ত যাত্রার (প্রথম) দিন।"– কুরআন (৫০ঃ৩৩-৩৪)

১০। প্রশ্ন : শিরক, কুফর, মুনাফিকী, পাপাচার, দুনিয়াপ্রীতি ও রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি থেকে আমার কলব কি মুক্ত, সুস্থ, বিশুদ্ধ অর্থাৎ কলবে সালিম?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"যে কিয়ামতের দিবসে সুস্থ কলব নিয়ে আল্লাহ্‌পাকের দরবারে উপস্থিত হতে না পারবে, তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে কোন উপকার করতে পারবে না।"– কুরআন (২৬ঃ৮৮-৮৯)

১১। প্রশ্ন : মানুষের নফসের ৩টি স্তর। ক) নফসে আম্মারা, খ) নফসে লাউয়ামা ও গ) নফসে মুৎমায়িন্নাহ॥ আমি কোন স্তরে আছি ভেবে দেখেছি কি ?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমে বলেন–

ক) **নফসে আম্মারার স্তর ঃ** নফসে আম্মারা কুকর্ম প্রবণ, মানবের পাশবিক স্তর (Animal Stage of Man)। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ

"[হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন] আমি নিজকে নির্দোষ মনে করছি না, নফসে আম্মারাতো কু-প্রবৃত্তিপ্রবণ, কিন্তু যাকে আমার প্রভু দয়া করেন তিনি ছাড়া (অর্থাৎ তিনিই রক্ষা পেয়ে থাকেন)।"– কুরআন (১২ঃ৫৩)

খ) নফসে লাউয়ামার স্তর ঃ কুকর্ম থেকে সুকর্মের পথে আসার মধ্যবর্তী অবস্থা (Transitional Period) যুদ্ধরত অবস্থা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

"শপথ নফসে লাউয়ামার।"– কুরআন (৭৫ঃ২)

গ) নফসে মুৎমায়িন্নার স্তর ঃ কুকর্ম বিরোধী, সদা সৎকর্মে আদেশদানকারী, নির্বিকার চিত্ত, শান্তিপ্রাপ্ত আত্মাই হলো নফসে মুৎমায়িন্নার স্তর। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরে এসো, এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট।"– কুরআন (৮৯ঃ২৭-২৮)

১২। প্রশ্ন : আমি কি অন্ধ না চক্ষুষ্মান ?

জবাব : ক) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ أَدْعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

"(হে রসূল) আপনি বলুন, এটা আমার পথ, আমি আল্লাহ্র দিকে (মানুষকে) আহ্বান করি, আমি অন্তর চক্ষু (বাছিরাত) সম্পন্ন এবং যারা আমার পদাংক অনুসরণ করবে তারাও অন্তর চক্ষু (বাছিরাত) সম্পন্ন হবে।"– কুরআন (১২ঃ১০৮)

খ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ أَعْمٰى وَأَضَلُّ سَبِيْلًا

"যে (যার ক্বলব) এ পৃথিবীতে অন্ধ রইল, সে (তার ক্বলব) পরকালেও অন্ধ থাকবে, বরং (আল্লাহ্র মারেফাত হতে) আরও অধিক পথভ্রষ্ট থাকবে।"– কুরআন (১৭ঃ৭২)

গ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ

"তাদের (চর্ম) চক্ষু যে অন্ধ তা নয় বরং বক্ষদেশে যে ক্বলব আছে তাই অন্ধ।"– কুরআন (২২ঃ৪৬)

১৩। প্রশ্ন : আমার কলব ঈমানের জ্যোতি ও আল্লাহ্ প্রেমাগ্নির প্রভাবে কি উষ্ণ (الْحَرُوْرُ) ও আলোকিত হয়েছে?

জবাব : এ প্রশ্নটি সুকঠিন, আর এর জবাবও সহজ সাধ্য নয়। যিনি বাস্তবে এ নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন, তার জন্যই সহজবোধ্য। আমার মুর্শিদ কিবলার মুসলমানী জিন্দিগী কিতাবের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনার আলোকে (সার-সংক্ষেপ) জবাব উপস্থাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۙ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۚ
وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ

"অন্ধ ও চক্ষুস্মান, আঁধার ও আলো, ছায়াযুক্ত অবস্থা (রিপুর দাসত্বাধীন অবস্থা) ও উত্তাপযুক্ত অবস্থা (কুপ্রবৃত্তির দাসত্বমুক্ত অবস্থা) কখনো সমতুল্য নয় এবং জীবিত ও মৃত (অর্থাৎ মৃত হৃদয় বিশিষ্ট লোক) এক সমান নয়।"– কুরআন (৩৫ঃ১৯-২২)

আয়াতে কারীমায় কলবের বিভিন্ন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন– অন্ধ, চক্ষুষ্মান, পাপ কালিমা ও কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলব, আবার ঈমানের জ্যোতি ও আল্লাহ্-প্রেমাগ্নির প্রভাবে উষ্ণ (الْحَرُوْرُ) ও আলোকিত কলব। কারো কলব ইলমে মারেফাত, আল্লাহ্-প্রেমাগ্নি ও আল্লাহ্র স্মরণ-যিকির দ্বারা জীবিত হয়ে থাকে। আবার কারো কলব দুনিয়ার আসক্তি ও আল্লাহ্-বিস্মরণের দরুন মরে যায়। মুর্শিদে কামিল-পীরের কলব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলবরূপ সিরাজুম্ মুনিরা বা আল্লাহ্র সিফাতী নূরের সাথে সংযোজক তার স্বরূপ। যে মুহূর্তে পীর সিরাজাম্ মুনিরার সাথে যোগ স্থাপনপূর্বক স্বীয় কলব প্রদীপ জ্বালিয়ে ইশকের আগুনে জ্বলতে থাকেন তখন যে মুরীদ পীরের কলব প্রদীপের সাথে যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, তার বক্ষদেশ গরম হবে, কলব প্রদীপ জ্বলে উঠবে ও কলব চক্ষুষ্মান হয়ে যাবে।

কামিল পীরের হাতে বায়াত হয়ে যথাযথভাবে যিকির-আযকার ও আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হলে, আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে কলব প্রদীপ প্রজ্বলিত হওয়ার আশা করা যায়। কামিল পীরের মাধ্যম ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিরাজাম্ মুনীরার সঙ্গে যোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। [দেখুন– আল-কুরআন (৩৩ঃ৪৬, ১৮ঃ১৭, ৯ঃ১১৯, ৫ঃ৩৫)]

১৪। প্রশ্ন : আমি কি আল্লাহ্র দিদারের আকাঙ্ক্ষা-বাসনা অন্তরে পোষণ করি?

জবাব : ক) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا
وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ○ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ

"যারা আমার দিদার লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে না এবং দুনিয়ার সম্পদ পেয়েই খুশী আছে ও মনে শান্তি পাচ্ছে এবং যারা আমার আয়াত বা করুণার নিদর্শন হতে উদাসীন আছে, তাদের বাসস্থান অগ্নিপূর্ণ দোযখে।"– কুরআন (১০ঃ৭-৮)

খ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"যে তার প্রভুর দিদারের আকাঙ্ক্ষা করে তার সৎকাজ করা উচিত এবং তার প্রভুর ইবাদতের মধ্যে যেন অন্য কাউকে শরীক না করে।"– কুরআন (১৮ঃ১১০)

১৫। প্রশ্ন : আমি কি কামিল মুসলমান?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۚ

"অতঃপর যখন তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করলেন এবং পিতা-পুত্রকে কাত করে শায়িত করলেন।"– কুরআন (৩৭ঃ১০৩)

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ছুরি চালালেন ও হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম গরদান ঝুকালেন, তখনই দু'জনে হলেন মুসলমান (আত্মসমর্পনকারী)। এমনিভাবেই আত্মসমর্পণকারীই হলেন কামিল (পূর্ণ) মুসলমান। খাঁটি প্রেমিক আল্লাহ্তেই সবকিছু সোপর্দ করে দেয়।

১৬। প্রশ্ন : আমি কি কামিল মু'মিন ?

জবাব : ক) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্পাককে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন।"– কুরআন (২ঃ১৬৫)

খ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃত ঈমানদারদের নিকট তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এবং তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর) স্ত্রীগণ তাদের (ঈমানদারদের) মাতা।"– কুরআন (৩৩ঃ৬)

কামিল মু'মিনগণ আল্লাহ্ তা'য়ালা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন।

১৭। প্রশ্ন : আমি কি সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকির করছি?

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

"নামায শেষ করার পরও তোমরা দন্ডায়মান, উপবেশন এবং শায়িত যে কোন অবস্থায়ই থাকো না কেন অর্থাৎ সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির করো।"– কুরআন (৪ঃ১০৩)

[আরো দেখুন– ৩ঃ১৯০-১৯১, ৭ঃ২০৫, ৪৩ঃ৩৬, ৬ঃ৯২, ৪৭ঃ১৯।]

১৮। প্রশ্ন : আমরা কি ভেবেছি! দুনিয়ার সময়কাল আর পরকালের সময়কাল কি সমান?

জবাব : ক) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

"নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর নিকট একদিন যেমন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।"– কুরআনন (২২ঃ৪৭)

খ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

"তিনি (আল্লাহ্) আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছুই পরিচালনা করেন। শেষে একদিন তাঁর কাছেই সব কিছু ফিরে যাবে। সেদিন হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।"– কুরআন (৩২ঃ৫)

গ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

"সমস্ত ফিরিশতা ও রুহ্ তাঁর দিকে উঠবে একদিন, তা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।"– কুরআন (৭০ঃ৪)

01 Qyiamat Day = 1000 Earth Year (উল্লেখিত দুই আয়াতে বর্ণিত)

01 Qyiamat Year = 1000 × 365 Day = 3,65,000 Earth Year
50,000 Qyiamat Year = 3,65,000 × 50,000 Earth Year
= 1,8250,000,000
= 1,825 কোটি দুনিয়ার বছর

কিয়ামতের সার্বিক সময়কাল = দুনিয়ার ১,৮২৫ কোটি দুনিয়ার বছর

১৯। প্রশ্ন : জাহান্নামীদের আযাব কেমন হবে?

জবাব : ক) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

"আগুন তাদের (পাপীদের) বিছানা, উপরের আচ্ছাদন (চাদর)ও তাই। এভাবেই আমি যালিমদের প্রতিফল দেই।"– কুরআন (৭ঃ৪১)

খ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۚ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ
الْحَمِيْمُ ۝ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝
كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا
عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

"যারা কাফির তাদের জন্য তৈরী রয়েছে আগুনের পোষাক। তাদের মাথায় ঢালা হবে টগবগে গরম পানি, এতে তাদের পেটের ভিতরকার সবকিছু ও গায়ের চামড়া গলে যাবে; এছাড়াও তাদের জন্য থাকবে লোহার মুগুর (হাঁতুড়ী)। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তারা সেখান থেকে পালাতে চাইবে; কিন্তু সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, দহন যন্ত্রণা ভোগ করো।"– কুরআন (২২ঃ১৯-২২)

গ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۙ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۚ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا
مِنْ ضَرِيْعٍ ۙ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ

"তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে, অতি উষ্ণ নহর থেকে পান করানো হবে, কাঁটা ভরা লতা-গুল্ম তাদের খাদ্য, তা তাদের পুষ্টি সাধনও করবে না, ক্ষুধাও মিটাবে না।"– কুরআন (৮৮ঃ৪-৭)

ঘ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۚ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ
قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

"এবং সেদিন আপনি পাপীদেরকে দেখবেন যে, তারা বেড়ীসমূহে একে অপরের সাথে শৃংখলিত হবে। তাদের জামাসমূহ হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখ-মন্ডলগুলোকে আগুন আচ্ছন্ন করে নেবে।"– কুরআন (১৪ঃ৪৯-৫০)

ঙ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ

"এবং দোযখীকে তীব্র দুর্গন্ধময় অতি উষ্ণ পূঁজ পান করানো হবে; সে এটা ঢক ঢক করে গিলতে থাকবে কিন্তু এটা তার গলায় এমনভাবে আটকে যাবে যে এটা সে গলধঃকরণ করতেও পারবে না, আবার বের করতেও পারবে না এবং চতুর্দিক হতে তার উপর মৃত্যু আপতিত হবে কিন্তু সে মরবে না; এবং তার সম্মুখে আরও ভীষণ শাস্তি রয়েছে।"– কুরআন (১৪ঃ১৬-১৭)

চ) আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي
الْبُطُونِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ

"নিশ্চয়ই যাক্কুম নামক আগুনের কাঁটাযুক্ত গাছই পাপীদের খাদ্য হবে; গলিত ফুটন্ত তামার মতো এটা তাদের পেটে উথলিত থাকবে।"– কুরআন (৪৪ঃ৪৩-৪৬)

প্রশ্নের সাথে হাদীস শরীফের আলোকে চিন্তার সহায়কী জবাব

১। প্রশ্ন : দ্বীনের মৌলিক বিষয় কি কি?

জবাব : হাদীসে জিব্রাঈল-উম্মুল হাদীসে প্রশ্ন-উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম ইসলাম ধর্মের সারমর্ম জানিয়েছেন।– মুসলিম শরীফ থেকে হাদীসখানা চয়ন করা হয়েছে (সার-সংক্ষেপ)

ক) হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন– ঈমান কী?

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঈমান হলো– ১) আল্লাহ্, ২) তাঁর ফিরিশতা, ৩) তাঁর কিতাবসমূহ, ৪) (আল্লাহ্-কে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজ্ঞানে) তাঁর দিদার লাভের জন্য আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে আপ্রাণ চেষ্টা করা, ৫) তাঁর প্রেরিত রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা এবং ৬) পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(বুখারী শরীফে হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বর্ণনায়– "..... ৭) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদিরকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা।")

খ) ইসলাম কী?

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলাম হলো– ১) আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক না করা, ২) ফরয নামায কায়িম করা, ৩) নির্ধারিত যাকাত আদায় করা এবং ৪) রমযানের রোযা পালন করা। (বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে– ৫) বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা, যদি সেখানে পৌঁছার সমর্থ হয়।)

গ) ইহ্সান কী?

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহ্সান হলো– তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তাঁকে দেখছ; যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তাহলে ভাববে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

২। প্রশ্ন : আমি কি জীবিত না মৃত?

জবাব :

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت » فاللهم أعنّا على ذِكرك وشكرك وحسن عبادتك .

হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– যিনি তাঁর রবের যিকির করেন, আর যিনি তাঁর রবের যিকির করেন না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত আর মৃতের (অর্থাৎ যিনি যিকির করেন তিনি জীবিত, আর যিনি যিকির করেন না তিনি মৃত)। অতঃপর বলেন, হে আল্লাহ্! আপনার যিকির, আপনার শোক্‌র এবং আপনার নেক ইবাদত করায় আমাকে সাহায্য করুন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

وَهُوَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ اَحْيَانِهٖ

"হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করতেন।"– বুখারী শরীফ

৩। প্রশ্ন : মানব দেহের সর্বপ্রধান বস্তু (অঙ্গ) কোনটি?

জবাব : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ– (متفق عليه)

"নিশ্চয়ই মানব শরীরে একটি সর্বপ্রধান বস্তু (অঙ্গ) আছে, যখন এটা ঠিক হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই ঠিক হয়ে যায়, আবার যখন এটা খারাপ হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীরই খারাপ হয়ে যায়, সাবধান উক্ত প্রধান বস্তুটি (অঙ্গটি) হচ্ছে তার কলব।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৪। প্রশ্ন : কলব-অন্তকরণ ছাফ করার পদ্ধতি কি?

জবাব : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا مِنْ شَيْئٍ اَنْجٰى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (البيهقى)

"প্রত্যেক জিনিস ছাফ করার যন্ত্র (উপকরণ) আছে, আর আল্লাহ্‌র যিকিরই কলব ছাফ করার যন্ত্র (উপকরণ), এবং আল্লাহ্‌র আজাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া আর কিছুই অধিকতর কার্যকারী নাই।"– বায়হাক্বী শরীফ

স্মরণীয় :

পবিত্রতার প্রকারভেদ ঃ পবিত্রতা দু'প্রকার। যথা– জাহেরী ও বাতেনী।

বাহ্যিক দেহকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা হলো জাহেরী পবিত্রতা, আর বাহ্যিক পবিত্রতার সময় অন্তরকে দুনিয়ার সম্পর্ক ও মহব্বত থেকে মুক্ত রাখাই হলো বাতেনী পবিত্রতা। ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। যেমন– হাত ধৌত করার সময় হাত দ্বারা যে সমস্ত পাপ হওয়া সম্ভব তা থেকে পবিত্র থাকার আন্তরিক শপথ। কুলি করার সময় মুখ পরিস্কার করার পাশাপাশি অন্যের সমালোচনা-গীবত থেকে মুখের পবিত্রতার আন্তরিক শপথ। নাক পরিস্কার করার সময় যাবতীয় কাম, কু-প্রবৃত্তিকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার শপথ। মুখমন্ডল ধৌত করার সময় দুনিয়ার যাবতীয় প্রিয় বস্তু থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নেয়ার শপথ এবং পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করার শপথ। মাথা মাসেহ্ করার সময় যাবতীয় দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে এক আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার প্রত্যয়। আর পা ধৌত করার সময় পা দ্বারা আল্লাহ্‌র পথ ব্যতীত অন্য পথে চলা হতে বিরত থাকার আন্তরিক শপথ গ্রহণই হলো বাতেনী পবিত্রতা। এভাবে ওযু করতে সক্ষম হলেই জাহেরী ও বাতেনী পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ

সূফীয়ায়ে কিরাম, আউলিয়ায়ে ইজাম কিছু পাশবিক স্বভাব-দৃশ্য রিপুর বর্ণনা করেছেন। যেমন– ষড়রিপু– ক) কাম, ২) ক্রোধ, ৩) লোভ, ৪) মোহ, ৫) মদ, ৬) মাৎসর্য্য।

অন্তকরণ-কলবকে পাশবিক স্বভাব ও গাইরুল্লাহ্‌র আসক্তি হতে পবিত্র করতঃ একে ১) তওবা, ২) ইখলাস, ৩) তাক্বওয়া, ৪) জোহদ, ৫) ছবর, ৬) শোকর, ৭) তাওয়াক্কোল, ৮) কেনায়াত, ৯) তাছলিম ও ১০) রেদা (তকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি) প্রভৃতি ১০টি গুণের দ্বারা বিভূষিত করতে পারলে এতে আল্লাহ্ প্রেমরূপ অমূল্য ফল ফলবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষরূপ মহারত্ন লাভ হবে। এ স্তরই হলো নফছে মুৎমাইন্নাহ্ বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার স্তর।

মানুষ যতক্ষণ পাশবিক স্তরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বাতেনী-আন্তরিক পবিত্রতা অর্জন হবে না। তাই মানব জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যুদ্ধেরত থেকে নফছে মুৎমাইন্নাহ্‌র স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে।

৫। প্রশ্ন : ইলম কত প্রকার ঃ

জবাব : আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি সাধারণ পথ (শরীয়ত) এবং একটি বিশেষভাবে চিহ্নিত খাস পথের (তরীকতের) ব্যবস্থা করেছি।"– কুরআন (৫ঃ৪৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اَلشَّرِيْعَةُ اَقْوَالِىْ وَالطَّرِيْقَةُ اَفْعَالِىْ وَالْحَقِيْقَةُ اَحْوَالِىْ
وَالْمَعْرِفَةُ اَسْرَارِىْ

"শরীয়ত (আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধের ইলম) আমার বাক্য, তরিকাত আমার কাজ (অর্থাৎ আমার চেষ্টার দ্বারা শরীয়াতের আদেশ, নিষেধগুলো সম্পাদন বা আমল করাই তরিকাত), হাকিকাত আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা (অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাস চলার ন্যায় স্বাভাবিকভাবে আমার দ্বারা শরীয়াতের আমলগুলো সম্পাদিত হতে থাকারূপ অবস্থা) এবং মারিফাত আমার গুপ্তরহস্য (অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিকির করি, কলবরূপ সিংহাসনে সর্বক্ষণ তাঁর উপস্থিতি অনুভব করার অবস্থা)।"– জামেউল অছুল

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দু'পাত্র ইলম মুখস্ত করেছি। এর মধ্যে একপাত্র তোমাদের মধ্যে প্রচার করছি, কিন্তু অপর পাত্র যদি আমি প্রকাশ করি তা হলে আমার হলকুম অর্থাৎ গলা কাটা যাবে।– বুখারী, মিশকাত শরীফ

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়ত, তরীকাত, হাকিকত ও মারিফাত এই চার প্রকার ইলমেরই অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তাঁর অনুসরণ করে নাজাত পেতে হলে দরকার পরিমাণ উক্ত চার প্রকার ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। সংক্ষিপ্তভাবে শরীয়ত ও তরিকতকে একশব্দে শরীয়ত এবং হাকীকত ও মারিফতকে একশব্দে মারিফত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইলমে শরীয়াত বা প্রকাশ্য ইলম– যে ইলম দ্বারা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধের জ্ঞান, ফিকাহ্, মাসআলা-মাসায়েল, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায়, এটাই হলো ইলমে শরীয়ত।

ইলমে মারিফাত-বাতেনী ইলম বা ইলমে তাসাউফ– যে ইলম দ্বারা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করতঃ তাঁকে পেয়ে প্রকৃত সৌভাগের অধিকারী হওয়া যায়, এটাই হলো ইলমে মারিফত বা ইলমে তাসাউফ। কামিল পীরের ফয়েজ ও তাওয়াজ্জোহ্ দ্বারা অন্ধ মৃতবৎ কলবকে জিন্দা ও চক্ষুষ্মান করতে না পারলে, শুধু কিতাবাদি-বই পুস্তক পড়ে এ ইলম অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়।

সারকথা :

ইলমে জাহের-বাহ্যিক ইলম শুনে-শুনে, মুখে-মুখে, বই-পুস্তক পাঠ করে এ ইলম বুদ্ধি বা Intellect দ্বারা অর্জন করা যায়। আর ইলমে বাতেন-আভ্যন্তরীণ ইলম (ইলমে মারিফত-ইলমে তাসাউফ) যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিনা মুবারকে রক্ষিত, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিনা মুবারক

হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম), তাদের সিনায় এ ইলমে বাতেন-ইলমে মারিফত ধারণ করে ধন্য হয়েছেন। তাদের থেকে সিনা-ব-সিনা হয়ে পর পর কিয়ামত পর্যন্ত এ ইলমে মারিফত জারী থাকবে। এ ইলম যা অনুভূতি বা Intuition এর দ্বারাই শুধু সিনা-ব-সিনা অর্জন করা যায়।

৬। প্রশ্ন : মুর্শিদে কামিল-কামিল পীরের হাতে বায়াত-মুরিদ হতে হবে কেন?

জবাব : উদ্বৃতি : আল্লাহ্-প্রাপ্তির সোজাপথ (সার-সংক্ষেপ)

প্রথম কারণ : কুরআন মজিদের ২৬ঃ৮৯ নং আয়াত শরীফের মর্মে বুঝা যায়, মৃতবৎ কলব হতে দুনিয়ার মহব্বত, রিয়া প্রভৃতি রোগের অন্ধকার দূর করতঃ কলবকে তাকওয়ার লেবাছ (আল্লাহ্র মহব্বত ও ভয়ের) দ্বারা জিন্দা ও সুস্থ করা ফরয। কিন্তু ৩৩ঃ৪৫-৪৬ আয়াত অনুসারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ওয়ারিশ আলিম-কামিল পীরের কলবী প্রেম-প্রদীপের ফয়েজ ছাড়া কলবী রোগের অন্ধকার দূর করা সম্ভব নয়, এ জন্যই কামিল পীরের কাছে বায়াত-মুরিদ হতে হবে।

দ্বিতীয় কারণ : নামাযে হুজুরী কলব ও মি'রাজ লাভের উদ্দেশ্যে পীরের ফয়েজ দ্বারা কলবের চক্ষু ফুটানো ফরয। (দেখুন আল-কুরআনের বাণী : ২ঃ৪৫-৪৬, ২২ঃ৪৬, ৩৫ঃ১৯-২২, ১৭ঃ৭২ ও ৮৩ঃ১৪-১৫)

তৃতীয় কারণ : আল্লাহ্প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কলব হতে শয়তান তাড়ানোর জন্য পীররূপ সেনাপতির অধীনে থেকে শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা ফরয। দেখনু- ৫ঃ৩৫, ১৮ঃ২৪ ও ৪ঃ১০৩

চতুর্থ কারণ : কামিল মুসলমান হওয়ার জন্য পীরের কলব হতে ঈমানের পুষ্ট বীজ গ্রহণ করার জন্য মুরিদ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। দেখুন- ৫৭ঃ২৮, ১৪ঃ২৪-২৫

পঞ্চম কারণ : মৃত্যুর মতো কঠিন বিপদ আর নাই। ঐ সময় শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় এবং অনেকের জবান বন্ধ হয়ে যায়। যার কারণে তখন লেছানী (জিহ্বার দ্বারা) জিকির করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যারা পীরের ফয়েজের বরকতে কলবে ও সমস্ত শরীরে সুলতানুল আযকার জারি করতে সক্ষম হয়েছেন, আল্লাহ্র অনুগ্রহে তারা কলব ও সমস্ত শরীর দ্বারা প্রেমময়ের যিকিরেরত থেকে ঈমানের সাথে ভবনদী পাড়ি দিয়ে জান্নাতে আসল বাড়ি পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

ষষ্ঠ কারণ : শয়তান মানুষের চিরশত্রু। মৃত্যু সময় দুর্বল মানুষটির ঈমান নষ্ট করার জন্য শয়তান আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নানারূপ কটুতর্ক উপস্থিত করে থাকে। আল্লাহ্র ইচ্ছাক্রমে কামিল পীরের ওছিলায় মুরিদ শয়তানের দাগাবাজি হতে রক্ষা পেতে পারে।

স্মরণীয় :

জগৎ বিখ্যাত আমিল ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে মৃত্যুর সময় তার পীর আধ্যাত্মিকভাবে দেখা দিয়ে বলেছিলেন– "হে ফখরুদ্দিন, বলো বিনা দলিলে আল্লাহ্ একক।" তখন তিনি শাহাদাত দিলেন এবং ঈমানের সাথে ইন্তিকাল করেন।

অধম লেখকের সবিনয় নিবেদন! আপনি যদি কামিল পীরের কাছে বায়াত-মুরিদ হয়ে থাকেন, আপনার জীবন ধন্য। চেষ্টার মতো চেষ্টা করুন, ইনশা-আল্লাহ্ সফল হবেন। যদি সংশয়-সন্দেহ থাকে, মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে না থাকেন তবে অবশ্যই চিন্তা করুন। স্কুল-কলেজ উদ্দেশ্য নয়, বিদ্যা অর্জন করাই উদ্দেশ্য। পীর উদ্দেশ্য নয়, আল্লাহ্প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য। ভেবে দেখুন, আল্লাহ্প্রাপ্তি না হলে সন্ধান করুন, মাওলার দয়ায় পেয়ে যাবেন, তাঁরই অনুগ্রহ। অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্-প্রাপ্তির জন্য কামিল পীরের সঙ্গ লাভ করুন।

৭। প্রশ্ন : প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহ্র দিদার লাভ করেছেন?

জবাব : ক) মিশকাত শরীফে ৬৯২ নং হাদীসে (সংক্ষিপ্ত) হযরত মায়ায ইবনে যাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য উঠে উঠে এমন সময় এসে ফজরের নামায শেষ করে আমাদেরকে বললেন, 'আজ কেন আমি নামাযে আসতে বিলম্ব করেছি তা তোমাদেরকে বলবো? আমি আজ রাতে উঠে ওযু করে নামায আদায় করলাম ও নামাযের মধ্যে আমার ঘুম পেতে লাগলো যে পর্যন্ত না আমার গভীরভাবে নিদ্রা আসলো–

فَاِذَا اَنَا بِرَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ

"তখন হঠাৎ দেখি মহান আল্লাহ্পাক এক অতীব সুন্দরতম আকৃতিতে বিরাজমান থাকাকালীন আমি তাঁর নিকট হাজির।"– মুসনাদে আহ্মদ, তিরমিযী শরীফ

খ) মিশকাত শরীফে ৬৭১ নং হাদীসে (সংক্ষিপ্ত) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ

"আমি আমার প্রভু মহান আল্লাহ্পাককে এক অতিব সুন্দরতম আকৃতিতে দেখিছি।"– দারেমী শরীফ

৮। প্রশ্ন : সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ও আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম কি আল্লাহ্র দিদার লাভ করেছেন?

জবাব : ক) হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন– "আমার প্রভু প্রদত্ত নূরের দ্বারা আমার ক্বলব আমার প্রভুকে দেখেছে।"– সিররুল আসরার

খ) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন– "আমি এমন কোন প্রভুর উপাসনা করি না যাকে আমি দেখি না।"– সিররুল আসরার

গ) "শরহে ফিকহে আকবার" কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন– আমি ৯৯ বার রব্বুল ইজ্জত আল্লাহ্ তা'য়ালাকে দেখেছি। তৎপর একবার দর্শন করে একশতবার দর্শন পূর্ণ হয়েছে।

৯। প্রশ্ন : আপনি কি কা'বা শরীফে "তাওয়াফে লু'লু" করতে চান?

জবাব : আল-হামদুলিল্লাহ্, সু-খবরটুকু পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ উপস্থাপনা।

অধম লেখক গত ০৫/০২/২০২২ইং তারিখ মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখি, আমি আমার অনেক পীর ভাইসহ কা'বা শরীফ মাতাফে হাতিমের দিকে উপস্থিত। হঠাৎ আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)ও সেখানে হাজির। আমাদেরকে নিয়ে তিনি তাওয়াফ করবেন। এ সময় তিনি আমাকে একটা স্যান্ডউইচ দিলেন আর বললেন– "তাওয়াফে লু'লু" করবেন? ব্যাখ্যা দিলেন– রাত ৩:০০ ঘটিকার পরে তাওয়াফই হলো- "তাওয়াফে লু'লু"।

লু'লু অর্থ মুক্তা, বড় মুক্তা, ঝকঝকে ও আলো বিকিরণকারী মুক্তা (অমূল্য রত্ন)। কুরআনুল কারীমে এই মুবারক শব্দটি- ২২:২৩, ৩৫:৩৩, ৫২:২৪, ৫৫:২২, ৫৬:২২ ও ৭৬:১৯ নং আয়াতে এসেছে। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল্ বালাগ।

১০। প্রশ্ন : হাদীস শরীফের আলোকে মু'মিন ও মুসলমানের মাপকাঠি কি?

জবাব : ক) হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "তোমাদের কেউ (কামিল) মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার মাতা-পিতা, তার সন্তান এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

খ) মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাতের কাজের দ্বারা ও মুখের কথার দ্বারা সকল মুসলমান নিরাপদ।

১১। প্রশ্ন : "মানব দেহের শেষ পরিণতি কি?"

জবাব : মানুষের মৃত দেহটি কাফনে পেঁচিয়ে মাটির নিচে গোপন করা হয়, এ মাটির গর্তটি হলো কবর। মানব দেহ কবরস্থ করা হোক বা অন্য যে কোনভাবে ধ্বংস হোক মোট কথা মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছার পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময় হলো বরযখ। বিদায় নেওয়ার পর থেকে কত সময় যে অতিবাহিত হবে এ জীবনে, তা কে জানে! এ অসীম সময়ের সাথে সংকীর্ণ পার্থিব জীবনের কোন তুলনা নেই।

এক শ্রেণীর মৃত দেহকে কবরে রাখার পর দেহের ভিতরে এক ধরনের পোকার উৎপত্তি হবে যা চোখ, নাক, মুখ পায়ু পথ দিয়ে বের হতে থাকবে। দেহ থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বের হবে, তখন অসংখ পোকা-মাকড় ছুটে আসবে ও প্রতিযোগিতার সাথে মৃত দেহের মাংস খেয়ে ফেলবে। তিন দিনের মধ্যে নাকের পচন ধরবে। ছয় দিনে শরীরের লোমগুলোও ঝরে পড়বে এবং পেট ফুলে যাবে। আর বিকট শব্দে পেট ফেটে ভিতরের সমস্ত গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসবে।

মাত্র ৬০ দিনে মৃত দেহের সমস্ত মাংসই পোকায় খেয়ে ফেলবে। ৯০ দিনের মধ্যে হাড়গুলো আলাদা হয়ে যাবে। এর পরে দেখা যাবে একদিন প্রতিটি হাড় মাটির সংগে মিশে গেছে। মানব দেহের কোন অসিস্তত্বই থাকবে না। এ হলো মানব দেহের শেষ পরিনতি।

১২। প্রশ্ন : বরযখী জীবনে কারা জীবিত?

জবাব : বরযখ আরবী শব্দ। এর অর্থ বাঁধা, প্রতিবন্ধক, ব্যবধান ইত্যাদি। মৃত্যুরপর মানব দেহ কবরস্থ করা হোক কিংবা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হোক বা আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করা হোক, বাঘ-ভাল্লুকে খেয়ে ফেলুক বা অন্য কোনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হোক সব অবস্থাতেই তার জন্য বরযখ। মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছার পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময় হলো বরযখ।

ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُوْنَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না। (তরা মৃত নয়) বরং জীবিত, কিন্তু তোমরা তা (তাদের জীবন) উপলব্ধি করতে পার না" (২:১৫৪)

খ) আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে কখনো মৃত ধরাণা(ও) করো না। বরং তরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তাদেরকে (জান্নাতের নিয়ামতরাজির) রিযিকি দেয়া হয়" (৩:১৬৯)।

প্রমাণিত হলো সকল মৃতদেহ সমান নয়।

নিম্নলিখিত দশ শ্রেণীর মানুষের দেহ মাটিতে পচন ধরে না ঃ

(১) পয়গম্বর (আ), (২) শহীদগণ, (৩) হক্কানী আলিম, (৪) গাজী, (৫) হাফেজে কুরআন, (৬) মুয়াজ্জিন, (৭) সুবিচারক বাদশাহ, (৮) সুতিকা রোগে মৃত রমনী, (৯) বিনা অপরাধে নিহত ব্যক্তি, (১০) শুক্রবার মৃত ব্যক্তি। আরো উল্লেখ আছে– (১১) গৃহ ধ্বংসে যে মারা যায়, (১২) পানিতে ডুবে, (১৩) পেটের রোগে, (১৪) নিজ সম্পদ রক্ষায়, (১৫) পরিবারের লোকজনকে রক্ষা করতে গিয়ে যাদের মৃত্যু হয় এরাও শহীদ।

আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ কবরে সংরক্ষিত ও কবর আযাব হতে মুক্ত।

১৩। প্রশ্ন : কবরে কি সকলকে প্রশ্ন করা হবে?

উত্তর- ফতোয়ায়ে শামীর ৩য় খণ্ডের ৯৫ নং পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম ইবনে আবেদীন শ্বামী (র) উল্লিখ করেছেন ঃ-

ثَمَانِيَةٌ لاَ يُسْأَلُونَ فِي قُبُورِهِمْ

أن من لا يسأل ثمانية: الشهيد، والمرابط، والمطعون، والميت زمن الطاعون بغيره إذا كان صابراً محتسباً، والصدّيق، والأطفال، والميت يوم الجمعة أو ليلتها، والقارىء كل ليلة تبارك الملك، وبعضهم ضم إليها السجدة، والقارىء في مرض موته: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

আট শ্রেণীর মানুষকে তাদের কবরে প্রশ্ন করা হবে না।

১) শহীদ

২) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তি

৩) মহামারী বা প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি

৪) প্লেগ বা মহামারীতে আক্রান্ত, নেক আশায় ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তি, যিনি অন্যকোন কারনে মৃত্যুবরণ করেন।

৫) 'সিদ্দীক' স্তরে উন্নীত ব্যক্তি সাহাবী/অলী

৬) নাবালেগ শিশু

৭) জুমাবার দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি

৮) প্রতি রাতে সূরা মূলক তেলওওয়াতকারী ব্যক্তি।

কেহ কেহ সূরা সিজদা এবং মৃত্যুর সময় সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ (ইখলাছ) তেলাওয়াতকারীকে সংযুক্ত করেছেন।

পরকালের পাথেয়

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে যে সম্পদ (ধন-সম্পদ, বাড়ি-গাড়ি, বিদ্যা-বুদ্ধি ইত্যাদি) দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের বাড়ি (সম্বল) যোগাড় করো এবং (প্রবহমান) দুনিয়া হতে তোমার অংশ (আখিরাতের সম্বল) নিতে ভুলে যেও না।"– কুরআন (২৮ঃ৭৭)। আরো দেখুন আয়াতে কারীমা ২:৭৭, ২:২৭৪

পাঠক বন্ধুরা! ধন-সম্পদ অর্জন করতে আপনি কঠিন পরিশ্রম করেছেন, শরীরের রক্ত পানি করেছেন। ভেবে দেখেছেন কি? এ অর্জিত সম্পদ কতটুকুই আপনার! সবই যে পরিজনের জন্য নয়, এ বিষয়টি মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পরম বন্ধু মহান মালিকের নির্দেশ! তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার পূর্বেই সুস্থ, সক্ষম ও সচল থাকতেই অর্জিত সম্পদের একটা অংশ নিজের জন্য পরকালের পাথেয় হিসেবে নিতে ভুলে যেও না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

"নিশ্চয় আমিই মৃতুকে জীবিত করি এবং আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়।" (৩৬:১২)

স্পষ্টভাবে বলা যায়, মানুষের মৃত্যু যেমন অনিবার্য- তেমনি মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়াও সুনিশ্চিত। নিশ্চয়ই আল্লাহই মৃতকে জীবিত করবেন।

মৃত্যুর পরেও কি নেকী-বদী লেখা হয়?

আল-কুরআনুল কারীমের ৩৬ঃ১২ নং আয়াতের আলোকে প্রমাণিত হলো- মানব পার্থিব জীবনে যে সকল সৎকর্ম-নেক আমল করে কিংবা অসৎকর্ম-বদ আমল করে, আর যা পৃথিবীতে রেখে যায়, সবই তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

তাফসীরে মাযহারীতে آثار -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- রেখে যাওয়া নেক আমলসমূহ যেমন- জ্ঞান বা ইলম শিখানো, ওয়াকফ করা সম্পদ, মৃত সুন্নাত জীবিত করা, সু-নীতি প্রচলন করা, সমাজ জীবনে কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করা ইত্যাদি। রেখে যাওয়া বদ আমল সমূহ । যেমন– বিদআত উদ্ভাবন করা, কুফরের সাহায্য করা, দুর্ণীতির প্রচলন করা, যুলুমের ভিত্তি স্থাপন করা ইত্যাদি।

তাফসীরে মাআরেফুল কোরআনে উল্লেখ হয়েছে– آثار অর্থ- কর্মের ক্রিয়া- তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে। যেমন- কেহ মানুষকে দীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল- অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যা দ্বারা মানুষের দীনী উপকার হয় অথবা ওয়াকফকৃত সম্পদ ইত্যাদি কোন জনহিত কাজ করল, তার এ নেক আমালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে যার মন্দ কর্মের ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়। যেমন– নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাক ধ্বংশ করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে এর ফলাফল ও প্রভাব যত দিন থাকবে ততদিন তার আমলানামায় লিখিত হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা প্রচলন করে তার কর্মের (আমলের) সওয়াব সে পাবেই, উপরন্তু যারা পরবর্তিতে ঐ প্রথার অনুসরণ করবে, তাদের আমলের সমান সওয়াবও তাকে দেওয়া হবে।"

পক্ষান্তরে, যে বা যারা কোন মন্দ প্রথা প্রচলন করবে, পরবর্তীকালের লোকেরা সে মন্দ প্রথার অনুসরণ করলে ঐ ব্যক্তির মন্দ কাজের গুনাতো হবেই, তার পাশাপাশি যারা ঐ মন্দ কাজে তার অনুসরণ করবে, তাদের গুনাহর সমান গুনাহও তার হবে। – মুসলিম শরীফ

হে আল্লাহর আদরের বান্দা! সচেতন হউন! কতই যে নেয়ামত তিনি আমাদের দিলেন। সময় থাকতে সম্পদে নিজ অংশ থেকে আখিরাতের বাড়ী (দারুল আখিরাত) ক্রয় করতে কেউ যেন ভুলে না যাই।

স্মরণ রাখুন! ভুলে যেওনা বন্ধু! বিদায়ের পূর্বেই এমন কিছু নেক আমল (ছদকায়ে জারীয়া) রেখে যাওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে মৃত্যুর পরেও নেকের আমালে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। জানি না, পরম বন্ধু আল্লাহপাক আমার সাথে ও আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করবেন! মৃত্যু, কবর, হাশর, মিজান ও পোলসিরাত তথা সকল মন্‌জিলই আমার সামনে। মহান মনিবের ক্ষমা চাই ও দয়া চাই, তাঁর রহমাতের দিকেই তাকিয়ে আছি। আমীন! আমীন! আমীন!

আল্লাহ্‌র দীদার

মাওলার দীদার পরিচিতি ঃ

কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন এর দিদার লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা-বাসনা অন্তরে পোষণ করা ও তদনুযায়ী আমল করা ঈমানের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ, বিদ্যা-বুদ্ধি, সবকিছুই দান করেছেন। এজন্য বান্দা তাঁকেই ভালোবাসবে। দুনিয়ায় যাকেই ভালোবাসবেন তা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরমবন্ধু আল্লাহ্ ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তাই একমাত্র তাকেই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা উচিত।

প্রত্যেকেই তার ভালোবাসার বস্তুকে পেতে চায়, তাই মু'মিনগণ আল্লাহ্কে পেতে চান, তাঁর দিদারের জন্য লালায়িত বিধায় তারা আল্লাহ্র দিদার লাভে ধন্য হয়ে থাকেন।

কুরআন শরীফের আলোকে মু'মিনের আল্লাহ্ প্রেম ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্পাককে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসেন।"– কুরআন (২ঃ১৬৫)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

"তিনি (আল্লাহ্) তাদের (মু'মিনদের) ভালোবাসেন, তারাও তাঁকে ভালোবাসেন।"- কুরআন (৫ঃ৫৪)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ
اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ ع

"তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা বাজার তোমরা ভয় করো এবং তোমাদের মনোরম বাড়ি-ঘর ইত্যাদি **যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে,** তবে আল্লাহ্র কঠোর আদেশের (মৃত্যু, কবর, হাশর ও জাহান্নামের শাস্তি দেয়ার আদেশের) জন্য অপেক্ষা করো এবং আল্লাহ্ কখনো পাপাত্মাবিশিষ্ট লোককে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন না।"– কুরআন (৯ঃ২৪)

৪। আল্লাহ্ বান্দাকে কত যে ভালোবাসেন! সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সেখানেও আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এবং তোমরা যা কিছু করো তা তিনি দেখেন।"– কুরআন (৫৭ঃ০৪)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার চোখে চোখে রাখি।"– কুরআন (৫২ঃ৪৮)

আমার মুর্শিদের ভাষায় ঃ যেখানেই থাকিস্ না তুই,
আল্লাহ্ তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকে;
মায়ের অধিক স্নেহে তোরে,
সদাতাঁর চোখে চোখে রাখে।

হাদীস শরীফের আলোকে মু'মিনের আল্লাহ্ প্রেম ঃ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوٰهُمَا

"সেই ব্যক্তিই ঈমানের মিষ্টতা (স্বাদ) পেয়েছে যার নিকট (দুনিয়া ও আখিরাতের) সকল বস্তু হতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিকতর প্রিয়।"– বুখারী শরীফ

আশেক-মাশুকের স্বাভাবিক চাহিদা ঃ

প্রমাণিত হলো– মু'মিন বান্দারা আল্লাহ্র আশেক এবং আল্লাহ্ মু'মিন বান্দাদের মাশুক। যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে না দেখে থাকতে পারে না। আশেক যেরূপ মাশুককে দেখতে চান, মাশুক ও তদ্রূপ আশেককে দেখা দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। তাকে দেখার জন্য আশেকের মনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার বিষয় জানতে পারলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাই তো হযরত মূসা (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্ প্রেমে মত্ত হয়ে বললেন–

رَبِّ أَرِنِيْٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ

"হে বর! আমাকে দেখা দাও।"– কুরআন (৭ঃ১৪৩)

আমার মুর্শিদের ভাষায় ঃ

"হায়রে প্রাণ সখা বারেক দেখা দিয়া,
শান্ত করো এ তাপিত হিয়া।"

হে প্রেমিক! দেখুন আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনাকে কতো ভালোবাসেন! আপনি তাঁকে যতটুকু ভালোবাসেন তার চেয়ে অধিকতম ভালোবাসেন, আরো এগিয়ে আসেন। নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় পরম বন্ধু আল্লাহ্‌র বাণী শুনন– হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَامَعَ عَبْدِىْ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْ مَّلَئِهٖ وَاِنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِنْ جَاءَنِىْ يَمْشِىْ جِئْتُهٗ اُهَرْوِلُ ـ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। সে আমাকে মনে মনে (একা একা) স্মরণ করলে, আমিও তাকে একাই স্মরণ করি। সে আমাকে কোন সমাবেশে স্মরণ করলে, আমি তাকে তার সমাবেশ অপেক্ষা উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হলে, আমি তার দিকে দু'বাহুর বিস্তার পরিমাণ অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দৌঁড়ে যাই।"– তাফসিরে কাবীর (১ম খন্ড)

কুরআন শরীফের আলোকে আল্লাহ্‌র দিদার ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُونَ ○ أُولٰٓئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ

"যারা আমার দিদার লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করে না এবং দুনিয়ার সম্পদ পেয়েই খুশি আছে ও মনে শান্তি পাচ্ছে এবং যারা আমার আয়াত বা করুণার নিদর্শন হতে উদাসীন আছে, তাদের বাসস্থান অগ্নিপূর্ণ দোযখে।"– কুরআন (১০ঃ৭-৮)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

"যারা আমার দিদারের জন্য লালায়িত হবে না, তারা অন্ধকারের মধ্যেই বিচরণ করবে।"– কুরআন (১০ঃ১১)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيهِ ع

"হে মানুষ, তুমি তোমার প্রভুর দরবারে পৌঁছার জন্য চেষ্টার মতো চেষ্টা করো, তাহলে তাঁর দর্শন লাভ করতে সক্ষম হবে।"– কুরআন (৮৪ঃ৬)

হাদীস শরীফের আলোকে আল্লাহ্ পাকের দিদার ঃ

১। হাদীসে জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন– একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে সকলের সম্মুখে বসে আছেন, এমন সময় মানব সুরতে হযরত জিব্রাঈল (আলাইহিস্ সালাম) উপস্থিত হলেন। অতঃপর বললেন–

مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
وَلِقَآئِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ (وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ)

ঈমান কাকে বলে? হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– "ঈমান হলো– ১) আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর সিফাতসহ তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে, ২) (আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী, বাণী বহনকারী ও তাঁর আদেশে পৃথিবীর সমুদয় কার্য পরিচালনাকারী, নূরের তৈরী) ফিরিশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে হবে। ৩) আল্লাহ্র কিতাবসমূহকে বিশ্বাস করতে হবে (যে তা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং আল্লাহ্র প্রেরিত), ৪) আল্লাহ্র পয়গাম্বরগণের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে হবে (যে মানুষ হওয়া সত্বেও তাঁরা আল্লাহ্র প্রেরিত সত্য নবী। তাঁরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁদের মধ্যে কোনরূপ স্বার্থ-প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না এবং তাঁরাই মানবজাতির পূর্ণ আদর্শ), ৫) (আল্লাহ্পাককে 'রাফিকুল আলা' বা সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজ্ঞানে) আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভের জন্য লালায়িত হয়ে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। ৬) তারপর এটাই বিশ্বাস করতে হবে যে, মৃত্যু ঘটনায় মানব জীবন শেষ হয়ে যায় না বরং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দেয়ার জন্য ও ভালো বা মন্দ কর্মফল ভোগ করার জন্য কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্র দরবারে হাজির হতে হবে। ৭) তারপর আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদিরকে পূর্ণরূপে সমর্থন ও বিশ্বাস করতে হবে (যে, বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে সকল ঘটনা ঘটছে তা আমাদের পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয় হোক এবং মানুষের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভালোমন্দ যা কিছু করে থাকে ঐ সকলের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্পাকের কর্তৃত্ব বা কুদরতি হাত রয়েছে। তদুপরি আদিকাল হতেই আলেমুল গায়েব সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট পূর্ব হতেই ঐ সকল বিষয়বস্তুর সঠিক তালিকাও প্রস্তুত রয়েছে। (এ সাতটি বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান)"। (বন্ধনীটুকু মুসলিম শরীফ হতে উদ্ধৃত)– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

২। মিশকাত শরীফে ৬৭১ নং হাদীসে (সংক্ষিপ্ত) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ

"আমি আমার প্রভু মহান আল্লাহ্পাককে এক অতিব সুন্দরতম আকৃতিতে দেখিছি।"– দারেমী শরীফ

৩। মিশকাত শরীফে ৬৯২ নং হাদীসে (সংক্ষিপ্ত) হযরত মায়ায ইবনে যাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য উঠে উঠে এমন সময় এসে ফজরের নামায শেষ করে আমাদেরকে বললেন, 'আজ কেন আমি নামাযে আসতে বিলম্ব করেছি তা তোমাদেরকে বলবো? আমি আজ রাতে উঠে ওযু করে নামায আদায় করলাম ও নামাযের মধ্যে আমার ঘুম পেতে লাগলো যে পর্যন্ত না আমার গভীরভাবে নিদ্রা আসলো–

فَاِذَا اَنَا بِرَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ

"তখন হঠাৎ দেখি মহান আল্লাহ্পাক এক অতীব সুন্দরতম আকৃতিতে বিরাজমান থাকাকালীন আমি তাঁর নিকট হাজির।"– মুসনাদে আহ্মদ, তিরমিযী শরীফ

৪। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

رَاَيْتُ اللّٰهَ رَبِّىْ عَزَّ وَ جَلَّ

"আমি আমার মহান ও গরীয়ান প্রভু আল্লাহ্পাককে দেখেছি।"– মুসতাদরাক হাকেম

৫। হযরত মুহাম্মাদ বিন কা'ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন–

رَاَيْتُ رَبِّىْ بِفُؤَادِىْ مَرَّتَيْنِ

"আমি আমার প্রভুকে আমার কলবের চক্ষু দ্বারা দুইবার দেখেছি।" অতঃপর–

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ـ

"তাঁর নিকট আল্লাহ্পাকের যা ওহী করার ছিল তা ওহী করলেন"– কুরআন (৫৩ঃ১০)।"– তাফসিরে ইবনে কাসির (৪র্থ খন্ড)

৬। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন–

رَاٰى قَلْبِىْ رَبِّىْ بِنُوْرِ رَبِّىْ

"আমার প্রভু প্রদত্ত নূরের দ্বারা আমার ক্বলব আমার প্রভুকে দেখেছে।"– সিররুল আসরার

৭। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন–

لَمْ اَعْبُدْ رَبًّا لَمْ اَرَهُ–

"আমি এমন কোন প্রভুর উপাসনা করি না যাকে আমি দেখি না।"– সিররুল আসরার

৮। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَا رَاحَةَ لِمُؤْمِنٍ اِلَّا بِلِقَاءِ رَبِّهٖ ـ

"আল্লাহ্ দর্শন ছাড়া ঈমানদার কখনো শান্তি পেতে পারে না।"– ফতহুল গায়েব

৯। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'য়ালা ঈমানদারগণকে প্রশ্ন করবেন–

هَلْ اَحْبَبْتُمْ لِقَائِىْ

"তোমরা কি আমার দিদারের জন্য লালায়িত ছিলে?"

১০। أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَنْ رَأَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

হযরত ইবনে সীরীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "যে ব্যক্তি তার প্রভুকে স্বপ্নে দেখল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"– সুনানে দারেমী শরীফ, হাদিস নং- ২১৫০

মিরাজে উপঢৌকন ঃ

১১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"নামায মু'মিনের মিরাজ।"

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজে আল্লাহ্পাকের দরবার হতে বিদায়কালে আরজ করলেন– 'হে প্রভু! আমার উম্মতের জন্য কি তোহফা নিয়ে যাব? তখন বললেন– "তাদের জীবনে, মরনে, কবরে, হাশরে সর্বত্র আমি তাদেরই এবং আমার সঙ্গে মিরাজের জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করলাম। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এর সুপারিশক্রমে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিবেদনে আল্লাহ্ তা'য়ালা নামায ০৫ ওয়াক্ত নির্ধারণ করেন।

মিরাজ রজনীতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলমে লাহুতে সশরীরে পৌঁছে চর্মচক্ষু ও কলবের চক্ষু উভয়ের দ্বারা আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভ করেছেন। এ সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁর জন্য খাছ, অন্য কারো জন্য নয়। কিন্তু তাঁর উম্মত, আল্লাহ্র খাঁটি আশেকগণের নামাযে, মোরাকাবায় ও স্বপ্নযোগে কলবের চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্পাকের দর্শন লাভ করা সব সময়ই সম্ভব। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট, নামায দুনিয়াতেই ফরয, আর এ নামাযেই মু'মিনের মিরাজ লাভ হয়। মু'মিনদের প্রতি রোজা ফরয রমযান মাসে, যাকত ফরজ বছরে একবার, হজ্জ ফরয জীবনে একবার, আর নামায ফরয প্রতিদিন পাঁচবার। এ পাঁচবারই পরম বন্ধুর দরবারে হাজির। আল্লাহ্র সাথে প্রেমিক বান্দার সাক্ষাত নামাযে, তাই নামাযে মু'মিনের মিরাজ।

আল্লাহ্র দীদার প্রসঙ্গটি বর্ণনার জন্য আমার মুর্শিদ কুতুবুল ইরশাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর 'মোসলমানী জিন্দেগী' ও 'হাকীকতখানি' কিতাবদ্বয় থেকে (সারসংক্ষেপ) আলোচনা

পৃথিবীতে আল্লাহ্পাকের দীদার– দর্শন দুই প্রকার হতে পারে। যথা- ১) নামাযে ও মোরাকাবার সময় পার্থিব কোন জিনিসের সাদৃশ্য বিনা, বে-মেছাল, বে-কাইফ, অবর্ণনীয়ভাবে এবং ২) নামাযে, মোরাকাবায় অথবা নিদ্রার সময় পার্থিব কোন জিনিসের সাদৃশ্য কলবের চক্ষুযোগে।

প্রথম প্রকার দর্শন ঃ

আকৃতিবিহীন, অবর্ণনীয়ভাবে খাঁটি আশেকের কলবে তাজাল্লা নিক্ষেপ করে আল্লাহ্পাক দর্শন দান করেন। যেমন- আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-কে দর্শন দান করার জন্য তূর পাহাড়ে তাজাল্লা নিক্ষেপ করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ج

"অতঃপর তাঁর প্রভু যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রবাহ সঞ্চারিত করলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল আর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।"– কুরনআ (৭ঃ১৪৩)

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম দর্শন লাভ করেই মুর্ছিত হয়েছিলেন, না দেখে মুর্ছিত হন নাই। তিনি শরীরের প্রত্যেক অনু-পরমানুর দ্বারাই আল্লাহ্ তা'য়ালার দর্শন লাভ করেছিলেন। আগুনের মধ্যে লোহা স্থাপন করলে লোহা যেরূপ আগুনের রং ও গুণ গ্রহণ করে, এমনিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহের সাথে সংযোগ স্থাপন করলে লোহায় যেভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয় তেমনিভাবে সৌভাগ্যবান বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাজাল্লা বিকাশ করে দর্শন দান করে থাকেন।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لِىْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ لَايَسَعُ فِيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَّلَانَبِىٌّ مُرْسَلٌ-

"আল্লাহ্পাকের সাথে আমার এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, নিকটবর্তী ফিরিশতা এবং রিসালাতপ্রাপ্ত নবী সেসময় সেখানে সঙ্কুলান হয় না।"– ছিররুল আছরার

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন– আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর অধিকাংশ অলীগণের উপর স্বীয় তাজাল্লা নিক্ষেপ করেছেন। যখন তিনি হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এর উপর জ্যোতিঃষ্মান হয়েছিলেন তখন তিনি বলেছেন–

سُبْحَانِىْ مَااَعْظَمُ شَانِىْ

"আমি পবিত্র আল্লাহ্, আমার গৌরব কত বড়।"

হযরত জুনায়েদ বুগদাদী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেছেন–

لَيْسَ فِىْ جُبَّتِىْ سِوَى اللّٰهِ تَعَالٰى

"পবিত্র আল্লাহ্ ছাড়া আমার পিরহানের মধ্যে (আমার মধ্যে) অন্য কিছু নাই।"– ছিররুল আছরার

হযরত মনছুর হাল্লাজ রহমাতুল্লাহ্ আলাইহি এরূপ ফানার অবস্থায়ই বলেছেন– "আনাল হক্ব বা আমিই আল্লাহ্।"

দ্বিতীয় প্রকার দর্শন ঃ

পার্থিব যে কোন জিনিসের মেসাল বা সাদৃশ্যে দর্শন হতে পারে। এরূপ দর্শনও চর্ম চক্ষু দ্বারা সম্ভবপর নয় বরং আহলে কাশ্‌ফ আশেকের কলবের বাতেনী চক্ষু দ্বারা এরূপ দর্শন লাভ হয়ে থাকে। শরহে ফিকহে আকবরের ১৫২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে–

وقد روى عن كثير من السلف فى هذا المقام وهو نوع مشاهدة يكون بالقلب للكرام فلا وجه للمنع عن هذا المرام مع انه ليس باختيار احد من الانام وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه قال رايت ربى فى احسن صورة وفى رواية فى صورة شاب –

"পূর্ববর্তী অধিকাংশ অলীগণ কর্তৃক এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, তা এক প্রকার দর্শন যা বিশিষ্ট লোকদের কলব দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে, সুতরাং এরূপ দর্শন অস্বীকার করার কোন প্রকার কারণ নেই, শুধু এটুকু বিশ্বাস করতে হবে যে তা (এরূপ দর্শন) জগতের কেউই নিজ ইচ্ছামত লাভ করতে পারে না। (যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'আমি আমার প্রভুকে এক অতি সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি।'

অন্য বর্ণনা রয়েছে– "আমি আমার প্রভুকে একটি সুন্দর যুবকের আকৃতিতে দেখেছি।"– শরহে ফিকহে আকবর

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

رَأَيْتُ رَبِّىْ عَلٰى صُوْرَةِ شَابٍّ اَمْرَدٍ

"আমি আমার প্রভুকে একটি অনুদ্গাতশ্মশ্রু যুবকের আকৃতিতে দেখেছি।" ছিররুল আছরার

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– একদিন পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-গণকে বলেছিলেন–

انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن انائ اليل فسبح واطرف النهار لعلك ترضى–

"নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভুকে শীঘ্রই দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখছ। তাঁর দর্শনে তোমাদের কষ্ট হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায (অর্থাৎ ফজর ও আছরের নামায) আদায় করতে

অপারগ না হও তবে তা আদায় করো।" এর পর তিনি পাঠ করলেন– "প্রশংসার সাথে তোমার প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাত্রি ও দিনের কতেক অংশে, তাহলে (তোমরা প্রভুর দর্শন লাভ করতঃ) তুমি তুষ্ট হতে পারবে।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহীয়সী মায়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য মাদয়ান থেকে মিশর যাচ্ছিলেন। রাতের বেলায় তূর পাহাড়ের নিকট পৌঁছলে গর্ভবতী স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়। তখন প্রচন্ড শীতের মধ্যে আগুনের প্রয়োজন হয়। তিনি তখন দূর থেকে আগুন দেখলেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوٓا إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

"তিনি আগুন দেখে পরিজনদের বললেন- তোমরা এখানে অবস্থান করো, হয়তো তোমাদের জন্য আগুন আনতে পারবো অথবা কোন পথ খুঁজে পাবো।"– কুরআন (২০ঃ১০)

অতঃপর তিনি আগুন আনার জন্য গেলেন। যখন আগুনের নিকট পৌঁছলেন তখন আহ্বান করা হলো–

يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا رَبُّكَ

" হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমার রব।"– কুরআন (২০ঃ১১-১২)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– "আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, শুনো যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়–

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا فَٱعْبُدْنِى

"নিশ্চয় আমি হলাম 'আল্লাহ্', আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার বন্দেগী করো।"– কুরআন (২০ঃ১৪)

২০নং সূরা ত্বয়া-হা এর ১২ ও ১৪ নং আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত আগুন বলেছে– 'আমি রব, আমি আল্লাহ্! ভেবে দেখার বিষয়! আল্লাহ্ কি আগুন? আগুনের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্, এ আগুন কি 'আল্লাহ্'? গভীরভাবে বুঝার বিষয়! মহান আল্লাহ্ অগ্নি আকারে প্রেমের পাগলকে (মাখলুকী তাজাল্লা–সৃষ্ট তাজাল্লা) দেখা দিয়েছেন।

হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা– "সুন্দর আকৃতিতে দেখা দিয়েছেন।" এ সকল তাঁর প্রকৃত আকৃতি নয়। কারণ তার জাতেপাকের কোন মেসাল নেই। তা সর্বপ্রকার মেসাল বা আকৃতি হতে পবিত্র এবং পুরুষ বা স্ত্রী, ফল-ফুল, সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদি হওয়ারূপ ত্রুটি হতে পবিত্র।

"শরহে ফিকহে আকবার" কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন– আমি ৯৯ বার রব্বুল ইজ্জত আল্লাহ্ তা'য়ালাকে দেখেছি। তৎপর আরো একবার দর্শন দান করায় একশতবার দর্শন পূর্ণ হয়েছে।

উক্ত কিতাবে উল্লেখ আছে যে, "হযরত ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (রঃ) স্বপ্নযোগে আল্লাহু তা'য়ালার দিদার লাভ করে জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহ্, নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ কি উপায়ে আপনার নৈকট্যলাভ করেন? আল্লাহ্ তা'য়ালা উত্তরে বললেন– আমার কালাম পাঠ করে, হে আহ্মাদ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, বুঝে পাঠ করে? না, না বুঝে? আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন, বুঝে পাঠ করে বা না বুঝে পাঠ করে (উভয় অবস্থায়ই)।"

মাকতুবাত শরীফের ১৪ নং মাকতুবাতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন–

اس کی بعد مرتبہ'وجوب جوصفات کلیہ کا جامع ہے–
ظاہر ہوا اور بدصورت سیاہ رنگ عورت کی صورت میں
متمثل ہوا– اور اسکی بعد مرتبۃ احدیت داز قدمرد کی
صورت میں کہ باریك دیوار پرکھڑا ہے جلوہ گار ہوا–
اوریہ دونون تجلیون حقانیت کے طور پر ظاہر ہوئیں–

"তিনি আল্লাহ্পাকের 'মর্তবায়ে অজুব', যা তাঁর সমগ্র সিফাতের সমষ্টি, তা একটি কুৎসিৎ কালবর্ণ স্ত্রীলোকের আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং তৎপর তিনি আল্লাহ্পাকের 'মর্তবায় আহাদিয়া'কে একটি দীর্ঘকায় পুরুষের আকৃতিতে দেখেছিলেন।'

শায়খুল আকবর হযরত ইবনুল আরবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন– 'আল্লাহ্র দিদার বা দর্শন অশরীরী অবস্থায় সম্ভব নয় এবং রমণীরূপে আল্লাহ্র বিকাশই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।'– ফসুসাল হিকাম, ২৪৫ পৃষ্ঠা

দুর্বল সীমাবদ্ধ মানুষ, অসীম অনন্ত ক্ষমতাশীল মহান আল্লাহ্কে চর্মচক্ষে দেখতে, তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করতে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অনুপযুক্ত কারণ তাঁর জাতি তাজাল্লা প্রকাশ করলে মানবজাতি এর তেজ সহ্য করতে পারবে না, বরং তারা জ্বলে যাবে।

আল্লাহ্পাক তাঁর সিফাতসমূহের কোন একটি দ্বারা প্রকৃত মানব আকৃতি ধারণপূর্বক তাঁর প্রেমের পাগলের নিকট নামাযে, মোরাকাবায় বা নিদ্রার সময় স্বীয় মাখলুকী (সৃষ্ট) তাজাল্লা বিকাশ করে তার প্রাণ ঠান্ডা করে থাকেন। সৃষ্ট সীমাবদ্ধ মানবের পক্ষে অসীম স্রষ্টাকে দর্শন করা সম্ভবপর নয় বলেই, তিনি সীমার মধ্যে এসে, এরূপ দর্শন দান করতঃ তাঁর খাঁটি আশেককে সান্তনা দিয়ে থাকেন। **চর্ম চক্ষু দ্বারা কেউ কখনোই তাঁকে দেখতে পায়নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না, তাঁকে দেখার যোগ্যতা দিয়ে চর্মচক্ষু সৃষ্টি করেননি। তাঁকে দেখার জন্য কলব দিয়েছেন।** এ কলবই বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

পৃথিবীতে যাদের কলবের চক্ষু অন্ধ রয়েছে পরকালে তারা আল্লাহ্‌র দিদার হতে বঞ্চিত থাকবে ঃ

০১। আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের বক্ষদেশে দান করেছেন অন্তর্চক্ষু (কলবের চক্ষু)। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"তাদের (চর্ম) চক্ষু যে অন্ধ তা নয় বরং বক্ষদেশে যে ক্বলব আছে তাই অন্ধ।"– কুরআন (২২ঃ৪৬)

০২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

"যে (যার ক্বলব) এ পৃথিবীতে অন্ধ রইল, সে (তার ক্বলব) পরকালেও অন্ধ থাকবে বরং সত্য (মাওলার দিদার) হতে আরো অধিক দূরে থাকবে।"– কুরআন (১৭ঃ৭২)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

"বরং তাদের পাপকর্মের জন্য তাদের কলবে মরিচা পড়েছে, এজন্যই তারা সেদিন (কিয়ামতে) স্বীয় প্রভুর দর্শন হতে বঞ্চিত থাকবে।"– কুরআন (৮৩ঃ১৪-১৫)

০৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝

"অন্ধ ও চক্ষুমান, আধার ও আলো এক সমান নয়।"– কুরআন (৩৫ঃ১৯-২০)

এ আয়াত শরীফে কলবের বিভিন্ন অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। যথা- কারো কলব অন্ধ, আবার কারো কলব চক্ষুষ্মান, কারো কলব পাপ কালিমা ও কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, আবার কারো কলব ঈমানের জ্যোতি (নূর)ও আল্লাহ্-প্রেমাগ্নির প্রভাবে অতি উষ্ণ ও আলোকিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিনা মুবারকে স্বীয় প্রেম ফুঁকিয়ে দিয়ে তাঁর ক্বলব-প্রদীপ প্রজ্জলিত করে সিরাজুম্‌মুনিরা-উজ্জ্বল প্রদীপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত প্রেমাগ্নির স্রোত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিনা হতে সিনা-ব-সিনায় আউলিয়ায়ে কিরাম-কামিল মুর্শিদের মাধ্যমে বর্তমান জামানা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে। যারা ইহজগতে ওলী-মুর্শিদের হাতে বয়াত গ্রহণ করে তাদের উসিলায় কলবের চক্ষু ফুটাতে (বাসিরাত অর্জন করতে) সক্ষম হয়েছেন তারা নামাযে বা মুরাকাবায় পার্থিব কোন জিনিষের সাদৃশ্য-বিনা বে-মেসাল বে-কাইফ অবর্ণনীয়ভাবে বা নামাযে, মুরাকাবায় বা

নিদ্রার মধ্যে পার্থিব কোন জিনিষের সাদৃশ্যে কলবের চক্ষুযোগে মাখলুকী তাজাল্লা (সৃষ্ট বিকাশ) দিদারে ধন্য হবেন।

আল্লামা ইবনে সীরীন (রঃ) নিজ কিতাব **'তাতিরুল আনাম-ফি-তাবিরুল মানাম'** এ আল্লাহ্‌র দিদার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) **'মুযহাব ও তাকলিদ'** কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত বড় পীর আবদুল কাদির জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু 'সিররুল আসরার', 'ফতহুল গায়েব', 'অমৃতবাণী' প্রভৃতি কিতাবে লিখেছেন যে, পৃথিবীতে মু'মিনগণের ক্বলবী (অন্তর) চক্ষে আল্লাহ্ তা'য়ালার মাখলুকী তাজাল্লার বিকাশ হতে পারে।

কুতুবুল এরশাদ ইমামুত তরীকত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) 'মোসলমানী জিন্দিগী' ও 'হাকীকত খনি' কিতাবে জোড়ালোভাবে সবিস্তারে অকাট্য দলিল-প্রমাণসহ আল্লাহ্‌র মাখলুকী তাজাল্লার দিদার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (রঃ) তার 'তা'লীমুদ্দীন' কিতাবে, জৌনপুরের হযরত মাওলানা কিরামত আলী (রঃ) সাহেব 'জখিরায়ে কিরামতে' আল্লাহ্‌র দিদারের উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে সীরীন (রঃ) এর **'স্বপ্নের তা'বীর'**, অনুবাদ করেছেন– মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মুহাদ্দিস, জামেয়া মাদানীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। উক্ত কিতাবে আল্লাহ্‌র দীদার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে।

তায্‌কিরাতুল আউলিয়াসহ আরও বিভিন্ন কিতাবে অনেক আউলিয়ায়ে কিরামের আল্লাহ্‌র দিদার লাভের সৌভাগ্য হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। যেমন– হযরত বায়েজীদ বোস্তমী (রঃ), হযরত আবুল হাছান নূরী (রঃ), হযরত মনসুর হাল্লাজ (রঃ), হযরত ইবনুল আরাবী (রঃ) প্রমুখ আউলিয়ায়ে কিরাম।

আল্লাহ্‌র দিদারে ধন্য হওয়ার জন্য প্রয়োজন ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

"যে তার প্রভুর দিদারের আকাঙ্ক্ষা করে তার সৎকাজ করা উচিত এবং তার প্রভুর ইবাদতের মধ্যে যেন অন্য কাউকে শরীক না করে।"– কুরআন (১৮ঃ১১০)

আল্লাহ্‌প্রাপ্তি ও আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের জন্য তিনটি কার্যের প্রয়োজন; যথা– ১) কামেল পীরের কলবী ফায়েজ বা ফোকাস দ্বারা কলবের সংশোধন করা, ২) আল্লাহ্ প্রেমে স্বীয় আমিত্ব ফানা করে আল্লাহ্‌র হাতে নিজকে পূর্ণভাবে সমর্পণপূর্বক প্রকৃত মুসলমান তথা আল্লাহ্‌র খলিফার উচ্চ আসনে সমাসীন হওয়া, ৩) দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্বক আল্লাহ্‌র পরিবারবর্গের তথা তাঁর সৃষ্টজীবের নিঃস্বার্থভাবে খিদমত দ্বারা তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতঃ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের বা খিলাফতের কাজ করা। অধম লেখকের নিবেদন! মনে-প্রাণে, খেয়ালে-ধ্যানে, কথায়-কাজে সর্বাবস্থায়

সম্পূর্ণভাবে ইখলাস তথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পথ ও মতে সকল আমল করুন। তাঁর করুনায়ই আপনার মকসুদ পূর্ণ হতে পারে ইনশা-আল্লাহ্।

জান্নাতে আল্লাহ্‌র দিদার

জান্নাতবাসীদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে আল্লাহ্ তা'য়ালার দীদার।

১। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

"তোমরা আপন প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।"– কুরআন (৩ঃ১৩৩)

২। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ

"যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সুতরাং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় অবশ্য আগমনকারী।"– কুরআন (২৯ঃ৫)

৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ ۚ وَّاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ

"সে দিন কারো মুখ হবে উজ্জ্বল। যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা অনন্তকাল আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে থাকবে।"– কুরআন (৩ঃ১০৬-১০৭)

৪। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ

"সেদিন অনেক মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হবে।"– কুরআন (৮৮ঃ৮)

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۙ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ

"সেদিন কারো মুখ হবে উজ্জ্বল। হাসিময়, আনন্দময়।"– কুরআন (৮০ঃ৩৮-৩৯)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ

"সেদিন কতক মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন।"– কুরআন (৭৫ঃ২২-২৩)

তাফসীরে মাযহারী শরীফে বর্ণিত আছে– আখিরাত যেদিন সংঘটিত হবে, সেদিন কতক মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল-সমুজ্জ্বল, লাবন্যময় ও সুন্দর। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। তবে জাগতিক দেখা যেমন, সে দেখা তেমন অবস্থায় হবে না।

তার কোন আকার ও দিক থাকবে না। দর্শক ও দর্শিত স্বভাব মধ্যবর্তী ব্যবধানও সেখানে থাকবে না। **মোদ্দাকথা অদৃশ্যকে দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত নয়।**

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– "কতেক মুখমন্ডল হবে সুন্দর এবং তাকিয়ে থাকবে তাদের রবের দিকে।"

সূরা কিয়ামাহ্‌র ৭৫ঃ২২-২৩ নং আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে মযাহারী শরীফে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যে হাদীস সমূহ বর্ণনা করেছেন, তার কয়েকটি হাদীস নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

(১) হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

ان ادنى اهل الجنة منزلة من ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة الف سنة واكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية ثم قرء رسول الله صلى عليه وسلم وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔

"সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতী হবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তার উদ্যানরাজি, পত্নীগণ, ভোগ-বিলাসের সামগ্রী, সেবক-সেবিকা ও পালক এক হাজার বছরে দূরত্ব পথ হতে দেখতে পাবে; আর আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান জান্নাতী হবে সেই ব্যক্তি যে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর চেহারা দর্শন করবে। এই বলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন–

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ

'কোন কোন মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল।' তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"– মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ও দারা কুতনী শরীফ

(২) হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ان اهل الجنة يرون بهم كل جمعة

"জান্নাতবাসীগণ প্রতি জুমুআর দিন তাদের প্রতিপালককে দেখবে।"–তাফসীরে মাযহারী

(৩) হযরত জারীর বাজারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন– একদিন আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি চাঁদের দিকে তাকান আর সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। তখন তিনি বলেন–

انكم سترون ربكم كما ترون هٰذا القمر ليلة البدر لاتضامون فى رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلوٰة طلوع الشمس وقبل غروبها۔

"নিশ্চয়ই তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদকে যেমন দেখছ, তেমনিভাবে তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে। তাঁর দীদার লাভে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই, যথাসম্ভব তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত আদায়ে ব্যর্থ হয়ো না।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

(৪) হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِىْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ـ

"হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা– মৃত্যুর পর শান্তিময় জীবন, তোমার দীদার লাভের আনন্দ এবং তোমার সাক্ষাত লাভের আগ্রহ। যেন সম্মুখীন না হই কোন ক্ষতিকারক অবস্থার ও বিভ্রান্তিকর ফিতনা-ফাসাদের।"– তাফসীরে মাযহারী

৫। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ

"যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো বেশি।"– কুরআন (১০ঃ২৬)

৬। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

"সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার কাছে আছে আরো বেশি।"– কুরআন (৫০ঃ৩৫)

কুরআন মজীদের ১০ঃ২৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীরের বর্ণিত আছে, উত্তমরূপে সজ্জিত আমলের পরকালে উত্তম বিনিময় রয়েছে। আর 'জিয়াদাতুন' অর্থে ১০ থেকে ৭০০ গুণ এবং নেক আমলের সওয়াব এর চেয়েও অধিক পাবে। আর জান্নাতে যে সমস্ত অট্টালিকা, সুন্দরী রমণী এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ হবে তাও 'জিয়াদাতুন' এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভ হলো 'জিয়াদাতুন' এর সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহ্র এই সাক্ষাত লাভ কোন ব্যক্তি তার আমল দ্বারা করতে পারবে না বরং **তা কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারাই লাভ করা সম্ভব হবে।** হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা, হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়ালা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত আবদুর রহমান ইবনে সাবেত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত ইকরামা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত আমের ইবনে সা'দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত আতা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত যাহ্হাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,, হযরত হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত কাতাদাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত সুদ্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম হতে **'জিয়াদাতুন' এর তাফসীর আল্লাহ্র দর্শন বলে বর্ণিত হয়েছে।**

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আফ্‌ফান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সুহাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – তিলাওয়াত করে বললেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে, একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র একটা ওয়াদা আছে এবং তা পূর্ণ করতে চাচ্ছেন; তখন তারা বলবে সেটা কি? তিনি কি আমাদের আমলনামা ভারী করেননি?. তিনি কি আমাদের মুখমন্ডল সুন্দর করে দেননি? তিনি কি আমাদেরকে দোযখ হতে পরিত্রাণ দান ও জান্নাতে দাখেল করেননি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন সমস্ত আবরণ সরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকবে। **আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্‌র দর্শন হতে অধিক প্রিয় এবং চক্ষুশীতলকারী বস্তু আল্লাহ্ তাদেরকে আর একটিও দান করেননি।"**– তাফসীরে ইবনে কাসীর

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন– এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে তাদের ইবাদত বন্দেগীর জন্য জান্নাত দান করবেন এবং মুখমন্ডল উজ্জ্বল করবেন। আর 'জিয়াদাতুন' অতিরিক্ত দানেরও ওয়াদা করেছেন। তাঁর অতিরিক্ত দানের মধ্যে রয়েছে– **আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় দীদার দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করবেন।** বাদশাহ্ কি ফকির সবাইকে মুক্তার কক্ষ দান করবেন, স্বীয় ক্ষমা ও সন্তুষ্টিতে ভূষিত করবেন। এসবই অতিরিক্ত দান।– তাফসীরে তাবারী শরীফ

হযরত সাঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। হযরত কাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে 'আল-হুসনা' এর ওয়াদা দিয়েছিলেন আর তা জান্নাত। **আর 'জিয়াদাতুন' হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র চেহারা দর্শন।**– তাফসীরে তাবারী শরীফ

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِلَّا ظَلَلَ شَوْقُ الْاَبْرَارِ اِلٰى لِقَائِهٖ وَاِنِّىْ لَاَشَدُّ شَوْقًا اِلَيْهِمْ–

"পূণ্যবান লোকের আল্লাহ্ দর্শন আকাঙ্ক্ষা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আমি তাদের প্রতি তদপেক্ষা অধিক আগ্রহান্বিত হই।"–ছিররুল আসরার

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "আল্লাহ্ তার প্রেমিক বান্দার জন্য একটি জান্নাত রেখেছেন, যেখানে হুর, দালান, মধুর শরবত বা দুধের শরবত নাই বরং তাদেরকে **তিনি স্বীয় দীদার-অমৃত পানে বিভোর রাখবেন।"**

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন– "আপনি তাদের সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকুন, যারা তাদের প্রভুকে ভোরে ও সন্ধ্যায় ডাকে এবং শুধু তাঁকেই চায়।"– কুরআন (১৮ঃ২৮)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন– "সেদিন জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ্‌পাকের দর্শন লাভ করে কতেকের মুখমন্ডল উজ্জ্বল থাকবে।"– কুরআন (৪৫ঃ২২-২৩)

এরূপ আরো যত আয়াত আছে এর ব্যাখ্যায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম ও তাবেঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের থেকে বর্ণিত যে, এখানে আল্লাহ্র দীদার লাভের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র দীদার সম্পর্কে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এর ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে।

আল্লাহ্র দীদারে জান্নাতীদের স্তর ঃ

সূরা কিয়অমাহ্র ৭৫ঃ২২-২৩ নং আয়াতে প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সদা-সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে (তারই অনুগ্রহে বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ তাকে) দেখতে পারবে, যেমন প্রমাণ করে তাদের মুখমন্ডলের সার্বক্ষণিক উজ্জ্বলতা। কেননা, আয়াতটি একটি বিশেষ্য প্রধান বাক্য, যা অব্যাহত ও নিরবচ্ছিন্নতা বুঝায়। আর হাদীসে এ বিষয়টি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীর বিস্তারিত আলোচনার সার-সংক্ষেপ এখানে বর্ণনা করা হলো–

কোন কোন মু'মিন ঈদের ন্যায় বছরে দু'বার আল্লাহ্র দীদার লাভ করবেন। ইয়াহ্য়া ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ্ মুযানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা এর সূত্রে বর্ণিত আছে– জান্নাতবাসীগণ প্রতি জুমার দিন তাদের প্রতিপালককে দেখবেন। আবার কতেক সপ্তাহে দু'বার দর্শন লাভ করবেন। যেমন– ইবনে আবু দুনয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণনা রয়েছে।

কোন কোন মু'মিন রোজ দু'বার, সকাল-সন্ধ্যায় তাকে দেখতে পাবেন। যেমন– ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

আয়াতে নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের জন্য অনির্দিষ্ট বাচক বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যার দ্বারা ব্যাপকতা প্রমাণিত হয় না। (কাজেই তার অর্থ দ্বারা কোন কোন মু'মিন আল্লাহ্র দীদার লাভ করবে সার্বক্ষণিকভাবে, সকল মু'মিন নয়।) অথবা এর সঙ্গে কোন বিশেষণ উহ্য ধরে নিতে হবে; যার দ্বারা বিশেষ প্রকারের মু'মিনদের বুঝানো হবে। সুতরাং ব্যাখ্যায় এভাবে আসবে–

وجوه المقربين يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة دائما ابدا

"আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল। তারা সদা-সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকিয়ে থাকবেন তাদের রবের দিকে।"– তাফসীরে মাযহারী

ফিরিশতাদের আল্লাহ্র দীদার ঃ

কোন কোন ইমামের মতে, আল্লাহ্র দীদার কেবল মু'মিন বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। ফিরিশতাগণ আল্লাহ্কে দেখতে পাবে না।

বায়হাক্বী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

"আল্লাহ্ তা'য়ালা ফিরিশতাদেরকে বিভিন্ন রকমের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে কতক ফিরিশতা এমন আছেন, যারা তাদের সৃষ্টির দিন হতে সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং এভাবে থাকবেন কিয়ামত পর্যন্ত। কিয়ামত সংঘটিত হলে পরে মহান আল্লাহ্ তাদের সামনে প্রকাশ হবেন। তখন তারা আল্লাহ্র মহান চেহারা দর্শন করবেন আর বলবেন, আমরা তোমার যথাযথ ইবাদত করতে পারিনি। ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আদী ইবনে আরতাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে জনৈক সাহাবী হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন।–তাফসীরে মাযহারী (সূরা কিয়ামাহ্, আয়াত : ২২-২৩)

জান্নাতে মাওলার দীদারের মহাসম্মেলন ঃ

আল্লাহ্ তা'য়ালা মহান কুদরতে 'জান্নাতুল আদন' সৃষ্টি করেছেন। এখানেই হবে আশেক-মাশুকের মিলন, প্রেমিক-প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ। সেখানে উপস্থিতির পূর্বে প্রেমিকগণ অপরূপ সাজে সুসজ্জিত হবেন। জান্নাতে আদনের নহরের পাশে সারি সারি কুরসী থাকবে। প্রেমিকগণ সেখানে আসন গ্রহণ করবেন। মনের স্বাদ মিটিয়ে তারা আল্লাহ্র দর্শন লাভ করে ধন্য হবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন মহব্বত, কুরবাত, নৈকট্য ও সাক্ষাত দান করেছেন যা কোন সৃষ্টিই লাভ করতে পারেনি। সৃষ্টিকূলের মধ্যে ঐ সকল বান্দাই সফলকাম, পরম সৌভাগ্যবান যারা আল্লাহ্ তা'য়ালার মহব্বত, কুরবাত ও দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন এবং পরকালে জান্নাতে আল্লাহ্র দীদার লাভের সৌভাগ্য হবে। আল-হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদেরকে ঐ সকল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

আমার মুর্শিদের আল্লাহ্ প্রেম

কুরআন শরীফের আয়াতে কারীমার সারমর্মে আমার মুর্শিদ কিবলার আল্লাহ প্রেমের বাণী ঃ

১। তোমার মত আপনার, হে আল্লাহ নাহি কোন জন,
তুমি মোদের জানের জান পরাণের পরাণ;
তুমি বিনা বৃথাই মোদের এ মানব-জীবন,
দাও গো দেখা প্রানসখা শান্ত কর মোদের মন।
– কুরআন (৫১ঃ৫৭-৫৮)

২। প্রাণ-প্রিয়া বিরহে তোমার,
প্রাণ যে মোদের জ্বলে যায়;
জুড়াও জুড়াও এ পরাণ মোদের,
দেখা দিয়ে একটি বার হে সবায়।

৩। কি যে প্রেমের খেলা খেললেন মাওলা,
স্বীয় খলিলকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপিয়া;
আশেক-মাশুক ছাড়া তা' অন্যে বোঝে না,
প্রেমিক না হ'লে মজা পাবি না।– (২১ঃ৬৯)

৪। প্রেমিক ছাড়া প্রেমের খেলা অন্যে বোঝে না,
প্রেমিক না হলে মজা পাবি না;
ছেলেরে জবাই দিতে খলিলুল্লাহর মন কাঁদে না,
প্রেমিক না হলে মজা পাবি না।– (৩৭ঃ১০২)

৫। প্রেমিক সেরা রাসূলকে মেরাজে ডাকিয়া,
কি যে প্রেমের খেলা খেললেন মাওলা,
প্রেমালাপ করলেন যে কত রাতে নিরালা,
চিরগুপ্ত সে রহস্য অন্যে জানে না।– (৫৩ঃ৮-১০)

৬। তোমাকে পাইবা না পাই প্রভু,
তালাস তোমার ছাড়িব না কভু;
তোমার দেখা পাইবা না পাই,
আশা তোমার ছাড়িব না কভু।

৭। জগৎ সেরা বেকুব যা'রা
হাত বাড়িয়ে বেহেশত চায় ;
তোমার দিদার চাইগো শুধু,
নিত্য আমার পান্ শালায়।

৮। মানবকূলে জন্ম নিয়ে
আল্লাহ্‌র দর্শন চায়নি যেই,
অনন্তকাল বন্ধু ওগো
অন্ধকারেই ঘুরবে সেই।

৯। পর্দা তোল, পর্দা তোল,
প্রাণপ্রিয় হায়গো মোর,
কার ভয়েতে পর্দা টানা–
'আল-বাতেনো' নামটি তোর।
ঘোমটা খোল, ঘোমটা খোল
অধর চুমি সইগো মোর,
মনোমত দেখতে দেনা
প্রাণ-ভুলানো মুখটি তোর।

১০। খোল দ্বার খোল একবার
দেখাও সে মনোহর জ্যোতি হে তোমার,
নিবে যাক হৃদয়ের আগুন আমার।
তোমাকে বারেক দেখার আশায় পথ তাকাইয়া
সারাটি জীবন মোরা তোমার দুয়ারে
থাকিব বসিয়া;
হয় তোমার সাথে যাইবে মিলন হইয়া
নয় মরণের পরে মোরা যাইব উঠিয়া।

দরূদ শরীফ

দরূদ শরীফ ঃ

দরূদ শরীফের উপকারীতা, সুফল ও ফজিলত এতো বেশি যে, লেখনির মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা অসম্ভব। উভয় জাহানের কল্যাণ, বরকত, ক্ষমা এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের নিমিত্তে দরূদ শরীফ থেকে বড় উসিলা এবং মাধ্যম আর কিছুই হতে পারে না। কারণ দরূদ শরীফ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ মান্য করা হয়, ফিরিশতাদের আমলের অনুসরণ করা হয় এবং প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাম পেশ করা হয়।

কুরআন শরীফের আলোকে দরূদ শরীফ ঃ

০১। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ (রহমত বর্ষণ) করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করেন (আল্লাহ্ রহমত করেন ও ফিরিশতাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন); হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরূদ ও যথার্থভাবে সালাম পাঠ করো।"– কুরআন (৩৩ঃ৫৬)

০২। আল্লাহ্পাক ও তাঁর ফিরিশতাগণ ঈমানদারদের উপর দরূদ শরীফ পাঠ (আল্লাহ্ তা'য়ালা রহমত বর্ষণ এবং ফিরিশতাগণ দু'আ) করে থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَٰتِ إِلَى النُّورِ

"(হে ঈমানদারগণ) তিনি (আল্লাহ্পাক) এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আসার জন্য তোমাদের উপর দরূদ পাঠ (রহমত ও মাগফিরাত) করেন।"– কুরআন (৩৩ঃ৪৩)

০৩। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ঈমানদারদের উপর দরূদ-সলাত পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন–

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

"হে নবী, আপনি তাদের মাল হতে সদ্‌কা (যাকাত) আদায় করুন, তাহলে এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও সংশোধন করতে পারবেন এবং তাদের উপর দরূদ পাঠ (দু'আ) করুন, কারণ আপনার দরূদ (দু'আ) তাদের জন্য শান্তিদায়ক হবে।"- কুরআন (৯ঃ১০৩)

সালাত শব্দের অর্থ হলো– আল্লাহ্ তা'য়ালার শানে 'রহমত', ফিরিশতাদের শানে 'মাগফিরাত', নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে 'দরূদ' এবং বান্দার ক্ষেত্রে 'নামায'।

হাদীস শরীফের আলোকে দরূদ শরীফ ঃ

০১। وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً

হযরত ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "কিয়ামতে আমার নিকটতম ব্যক্তি সে-ই হবে, যে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে।"– তিরমিযী শরীফ

০২। وَعَنْ رُوَيْفِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ -

হযরত রুওয়াইফে ইবনে সাবেত আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি মুহাম্মদের উপর দরূদ পাঠ করবে এবং বলবে- হে আল্লাহ্! কিয়ামতের দিন তাঁকে আপনি আপনার নিকট সম্মানিত স্থান দান করুন। তাঁর জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।– মুসনাদে আহমদ শরীফ

০৩। হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি সকালে দশবার এবং বিকেলে দশবার আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিবসে সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"– মুনযিরী, তারগীব ওয়াত্তারহীব

০৪। عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيْئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্

তা'য়ালা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। এতদ্ব্যতীত তার দশটি গুনাহ্ মাফ করা হবে এবং দশটি মরতবা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।"– নাসাঈ শরীফ

০৫। وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلٰئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً —

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর ফিরিশতাগণ তাহার উপর সত্তর বার দরূদ শরীফ পাঠ করবেন।– মুসনাদে আহমদ

০৬। قال رسول الله ﷺ من صلى على عشر مرات صلى الله عليه مأة مرة ومن صلى على مأة مرة كتب بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء .

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তার উপর একশতবার অনুগ্রহ অবতীর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি আমার উপর এক শতবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার দু'চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে লেখা হবে– এ লোক মুনাফিকী হতে মুক্ত ও জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে বাসস্থান দান করবেন।"– তাবারানী শরীফ

০৭। قال ﷺ من قال جزى الله عنا محمدا ما هو اهله اتعب سبعين كاتبا الف صباح

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে, আল্লাহ্ আমাদের পক্ষ হতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পুরস্কার দান করুন, তিনি যার উপযুক্ত, সে সত্তরজন লেখককে হাজার সকালে পুণ্য লেখার কাজে ব্যতিব্যস্ত রাখবে।"– তাবারানী শরীফ

০৮। قال رسول الله ﷺ من صلى على فى يوم الف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة

"যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে সে জান্নাতে তার বাসস্থান দেখা ছাড়া মৃত্যুবরণ করবে না।"– ইবনে শাহীন

০৯। قال رسول الله ﷺ من صلى على كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا وشوقا الى كان حقا على الله ان يغفر له ذنوب تلك الليلة وذلك اليوم .

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন তিনবার দরূদ ও প্রতি রাতে তিনবার দরূদ পাঠ করবে আমার প্রতি মহব্বত ও অনুরাগের সাথে, আল্লাহ্র উপর করণীয় হয়ে যায় যে, তিনি তার এ রাতের ও এ দিনের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।"– তাবারানী শরীফ

১০। হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি কোন কিতাবে দরূদ শরীফ লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে,

যতদিন আমার নাম সে কিতাবে থাকবে, ততদিন ফিরিশতাগণ তার প্রতি দরূদ প্রেরণ করবেন।"– তিবরানী শরীফ

১১। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

"সকল দু'আ ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরালে থাকে (অর্থাৎ কবুল হয় না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তার (শুরুতে ও শেষে) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর দরূদ শরীফ পেশ করা হয়ে থাকে।"– তাবরানী, বায়হাক্বী শরীফ

১২। وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَايَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ –

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন– "মু'মিনের দু'আ আসমান ও জমিনের মধ্যস্থলে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ পাঠ না করা হয়।"– তিরমিযী শরীফ

১৩। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "অপমানিত হউক সে, যার নিকট আমার নাম নেয়া হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না, অপমানিত হউক সে, যার নিকট রমযান মাস আসলো তার গুনাহ্ মাফের পূর্বেই চলে যায় এবং অপমানিত হউক সে, যার নিকট তার মা-বাবা উভয়ই জীবিত অথচ তাঁদের একজন বার্ধক্যে উপনীত অথচ তাকে তাঁরা বেহেশতে পৌঁছায় না (অর্থাৎ তাঁদের খিদমত দ্বারা সে বেহেশত লাভের উপযোগী হয় না)।"– তিরমিযী শরীফ

১৪। عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "সকলের অপেক্ষা বড় বখীল (কৃপণ) সে-ই, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করে না।"– তিরমিযী শরীফ

১৫। নিশ্চয়ই বেহেশত পাঁচটি দলের জন্য উদগ্রীব হয়ে আশা পোষণ করছে, এই দলগুলো হলো– ক) কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকারী, খ) রসনা সংযতকারী, গ) ক্ষুধার্তকে অন্ন দানকারী, ঘ) বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদানকারী এবং ঙ) আল্লাহ্র হাবীবের প্রতি দরূদ পাঠকারী।

১৬। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যখন মু'মিনের নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে, তখন (আমি) আল্লাহ্র রসূল পীপীলিকার ন্যায় ছোট্ট একটি কাগজের টুকরা বের করে তার নেকীর পাল্লায় রেখে দিব। এতেই তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। ঐ মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ্র নবীকে (আমাকে) উদ্দেশ্য করে

বলবে, আপনার চেহারা কতই না সুন্দর, আপনার চরিত্র কতই না উত্তম! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক! আপনি কে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলবেন, **"আমি তোমার দয়াল নবী এবং এটি তোমার দরূদ"।**

দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকত ঃ

দরূদ শরীফ হলো রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি ও মহব্বত লাভের বিশেষ মাধ্যম। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্র সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো ঘনিষ্টতা ও নিবিড়তা আর কারো নেই। বাদশাহ্কে পেতে হলে তাঁর বন্ধুকে ধরতে হয়। তা হলে দু'জনকেই পাওয়া যায়। এ কারণেই আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করলে বান্দা কর্তৃক আল্লাহ্র আদেশ মান্য করা হয়, আল্লাহ্ ও ফিরিশতাদের কাজের সাথে মিলিত হওয়া যায়। দরূদ শরীফ প্রেরণকারীকে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালবাসেন, তার দরূদ ও সালামের জবাব দেন। দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির ও শোক্র বিদ্যমান। দরূদ শরীফের মাধ্যমে দু'আ কবুল হয়, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত ও নৈকট্য লাভ হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে তাঁর নাম স্মরণ করা হয়, পুলসিরাত অতিক্রমের সময় নূর লাভ হবে এবং কিয়ামতের দিনে বেহেশতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশেই থাকবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরূদ শরীফ পাঠকারীর জিম্মাদার হবেন। দরূদ শরীফ সদকাহ্র স্থলাভিষিক্ত। এর বরকতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পায়, চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়, বালা-মুসিবত দূর হয়, আর্থিক উন্নতি লাভ হয়। দরূদ শরীফ পাঠকারীর সন্তান-সন্ততিদের পরবর্তী চার স্তর পর্যন্ত এ বরকত নাযিল হতে থাকে।– (জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহ্বুব)।

দরূদ শরীফ পাঠ করার নিয়ত ঃ

"আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার ক্বলব হযরত পীর সাহেব কিবলার ক্বলব মুবারকের উসিলায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বলব মুবারকের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে; তাঁর ক্বলব হতে দু'আ, তাওয়াজ্জো, মহব্বত, দরূদ শরীফ ও যিয়ারতের ফায়েজ আমার কলবে আসুক, ইয়া আল্লাহ্।"

দরূদ শরীফ পাঠ করার সময় মনে জাগরুক রাখুন ঃ

দরূদ শরীফ পড়ার সময় যখন 'আল্লাহুম্মা' বলবেন, তখন আল্লাহ্পাকের দিকে খেয়াল করবেন এবং যখন 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলবেন তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে খেয়াল করবেন। মনে জাগরুক রাখবেন, আপনি মদীনা শরীফ হাজির, রওজা শরীফে উপবিষ্ট, সালাম দিচ্ছেন অথবা আল্লাহ্পাকের দরবারে হযরত

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আওলীয়ায়ে কিরাম উপস্থিত আছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্যদের উপর রহমত বর্ষণের জন্য আল্লাহ্পাকের দরবারে ফরিয়াদ করছেন।

দরূদ শরীফ পাঠ করার নিয়ম ঃ

০১। আমার মুর্শিদ মুহাম্মাদীয়া তরীকার ইমাম কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) লিখেছেন– (ক) ফযরের নামাযের পরে মুহাম্মাদীয়া তরীকার দরূদ শরীফ কলবে ১০০ বার ও নফছে ১০০ বার পাঠ করতে হবে। (খ) ইশার নামাযের পরে ৩০০ বার বা ৫০০ বার দরূদ শরীফত পাঠ করতে হবে।

০২। ইমাম শা'রানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু 'কাশফুল-গুম্মাহ্' কিতাবে লিখেছেন; কোন কোন আলিম বলেছেন, অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠের নিম্নতম সংখ্যা হলো প্রতি দিন সাতশ বার এবং প্রতি রাতে সাতশ বার। আবার কেউ বলেছেন, অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠের নিম্নতম সংখ্যা হলো দিবা ভাগে তিনশ পঞ্চাশ বার এবং রাতে তিনশ পঞ্চাশ বার।

০৩। হযরত শেখ নুরুদ্দীন শাওনী (রঃ) প্রতিদিন দশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

০৪। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) এর জাগ্রত অবস্থায় ৩৫ বার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য হয়। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা**।- স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী

০৫। শেখ আহ্মদ যাওয়াভী (রহঃ) বলেন, আমাদের বাঁধা নিয়ম এই যে, আমরা **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এতো অধিক সালাত-সালাম পড়তাম যাতে তিনি জাগ্রত অবস্থায় আমাদের নিকট এসে বসতেন, সাহাবাগণ তাঁর সাহচর্য যেরূপ লাভ করেছেন, আমরাও সেরূপ সাহচর্য লাভ করতাম,** আমাদের দ্বীনি বিষয়গুলো তাঁর নিকট ফয়সালা করে নিতাম; হাফেজগণ যে সমস্ত হাদীস যয়ীফ বলেছেন, ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সঠিক উত্তর জেনে নিতাম এবং তাঁর নাম অনুসারে ঐ সমস্ত হাদীসের উপর আমল করতাম। যে পর্যন্ত আমরা ঐ পর্যায়ে না পৌঁছতাম, সে পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে সালাত স্পষ্টকারী বলে গণ্য করতাম না।– (নূর-ই-মুযাস্সাম মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

০৬। এক ব্যক্তি সুলতান মাহমুদ গজনবীর নিকট এসে বললেন, আমি এক হাজার দীনার ঋণগ্রস্থ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার নিকট থেকে তা গ্রহণের নির্দেশ করেছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তিনি বলতে আদেশ করেছেন– 'আপনি রাতে নিদ্রার পূবে ত্রিশ হাজার বার এবং জাগ্রত হয়ে ত্রিশ হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করেন। সুলতান উক্ত ব্যক্তিকে দু'হাজার দীনার দিলেন এবং বললেন– আমি সকাল ও রাতে দরূদে বাইয়াতিহি মোট ছয় বার পাঠ করি, তাতেই ষাট হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করার বরকত হয়।- স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী

আহলে বায়তুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নবী পরিবারবর্গ) এর স্মরণে দরূদ শরীফ

[উদ্ধৃতি : 'আল্লাহ্প্রাপ্তির সোজা পথ' (সার-সংক্ষেপ)]

মোজাদ্দেদীয়া ও মোহাম্মাদীয়া তরীকার নিছবাতের মোবারাকা–

১। নিছবাতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঃ

নিয়ত : আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি; আমার ক্বলব হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে; তাঁর ও হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে যে নিছবাত আছে, সেই নিছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসুক।" তরীকাত গ্রহণকারী পীরের উসিলা দিয়া বললেই ভাল হয়।

এই মোরাকাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّدِيْنَةِ الْعِلْمِ وَعَلٰى بَابِهَا
سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ٥

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিম মাদিনাতিল ইলমি ওয়া আলা বাবিহা ছাইয়িদিনা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু।"

২। নিছবাতে হযরত হাছান ও হযরত হোছাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ঃ

নিয়ত পূর্বের মতো, কেবল শেষাংশে বলবেন– "তাঁদের ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে যে নিছবাত আছে তার ফায়েজ আমার কলবে আসুক।"

এই মোরাকাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ তিনশত বার পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى رَيْحَانَتَيْهِ الْحَسَنِ
وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ٥

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা রাইহানাতাইহিল হাছানি ওয়াল হোছাইনি রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুমা।"

৩। নিছবাতে হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ঃ

নিয়ত পূর্বের মতো, কেবল নাম বদলিয়ে বলবেন। এতে পাঠ করবেন– "আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা বিনতিহী হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা।"

৪। নিছবাতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ঃ

নিয়ত পূর্বের মতো, কেবল নাম বদলিয়ে বলবেন। এতে পাঠ করবেন– "আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা জাওজাতিহী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা।"

৫। নিছবাতে হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ঃ

নিয়ত পূর্বের মতো, কেবল নাম বদলিয়ে বলবেন। এতে পাঠ করবেন– "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা জাওজাতিহী হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।"

জ্ঞাত্যব ঃ

বাকী ০৭ জন আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ১১ জন উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণকে নিয়ত ও দরূদ শরীফে নাম বদলিয়ে স্মরণ করতে পারেন।

তরীকার ইমামগণের স্মরণে দরূদ শরীফ

দরূদ শরীফ পাঠের নিয়ত ঃ

আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি, আমার ক্বলব হযরত পীর সাহেব কিবলার কলবের অছিলায় হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে, তাঁর ক্বলব হতে দু'আ, তাওয়াজ্জোহ, মহব্বত, দরূদ শরীফ ও জিয়ারতের ফায়েজ আমার কলবে আসুক, ইয়া আল্লাহ্।"

মুহাম্মাদীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

উপরোক্ত নিয়ত করে ফজরের নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ قُطْبُ الْاِرْشَادِ صُوْفِىْ حَبِيْبُ الرَّحْمٰنُ اِمَامُ
الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

উপরোক্ত নিয়ত করে ইশার নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّىْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

মোজাদ্দেদীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

উপরোক্ত নিয়ত করে ফজরের নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِىْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

উপরোক্ত নিয়ত করে ইশার নামাযের পর–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

কাদরীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

উপরোক্ত নিয়ত করে ফজরের নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اَرْشَدِ
اَوْلَادِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِىْ اِمَامُ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ
الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

উপরোক্ত নিয়ত করে ইশার নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّىْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

চিশতীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

উপরোক্ত নিয়ত করে ফজরের নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتْ خَاجَهْ مُعِيْنُ الدِّيْنِ الْچِشْتِىْ اِمَامُ
الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

উপরোক্ত নিয়ত করে ইশার নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّىْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

নক্‌শবন্দীয়া তরীকার দরূদ শরীফ ঃ

২০১৯ইং সনে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মসজিদে নববী শরীফে অবস্থানকালে (অধম লেখক) মোজাদ্দেদীয়া তরীকার দরূদ শরীফ পাঠ করার সময় নির্দেশ পেলাম– "বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নামে দরূদ শরীফ পাঠ করো। আর মোজাদ্দেদীয়া তরীকার দরূদের সাজে সাজিয়ে নাও"। এ নির্দেশকে স্মরণ করে তদানুযায়ী নক্‌শবন্দীয়া তরীকার দরূদ শরীফ সন্নিবেশিত করা হলো।

উপরোক্ত নিয়ত করে ফজরের নামাযের পর পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْيِ
سُنَّتِهِ الشَّيْخِ حَضْرَتِ بَهَاءُ الدِّيْنِ النَّقْشَبَنْدِي رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ–

উপরোক্ত নিয়ত করে ইশার নামাযের পর পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسِيْلَتِيْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ–

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ

আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠের প্রমাণ ঃ

يُكرَهُ أن يصلّى على غير النبيّ صلى الله عليه وآله أصحابه
وحدَه فيقول: اللهمّ صلّ علي فلانٍ، ولو جمع في الصلاة بين
النبي ﷺ وبين غيره فيقول: اللهمّ صلّ على محمد وعلى
اله وأصحابه جازَ،

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া শুধুমাত্র তাঁর আহাল, আসহাব অন্য কারো প্রতি দরূদ শরীফ পেশ করা মাকরূহ। যেমন– 'আল্লাহুম্মা সল্লেআলা ফুলান'। **আর যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরূদ শরীফের সাথে অন্য কাউকে সংযুক্ত করা হয় তবে তা জায়েজ।** যেমন- 'আল্লাহুম্মা সল্লেআলা মুহাম্মাদিউ ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহী'। – ফতুয়ায়ে আলমগীরী

তরিকাতের দরূদ শরীফের গুরুত্ব ঃ

দরূদ শরীফের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালাকে স্মরণ করা হয়। 'আল্লাহুম্মা'-'হে আল্লাহ্', 'মুহাম্মাদ'-'হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'-কে স্মারণ করা হয়। এমনকি তরীকত পন্থীগণ ইমামুত্ তরিকাতকেও স্মরণ করে থাকেন। দরূদ শরীফের বরকতে আল্লাহ্ মিলে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মিলে, অলীদেরকেও মিলে। সুতরাং আপনার মকসুদ পূর্ণ হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

তরীকতের অনন্য নিয়ামত

মুহাম্মাদীয়া তরীকার "দায়েরায়ে হাকীকাতে মুহাম্মাদী" এর মুরাকাবা

[উদ্ধৃতি ঃ আল্লাহ্‌প্রাপ্তির সোজাপথ (সার-সংক্ষেপ) ১৪১ পৃষ্ঠা]

এ মুকামে ফানা ও বাকা লাভ হয় এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক প্রকার অপরূপ ঐক্য স্থাপিত হয়। নবী ও উম্মতের মধ্যে এরূপ ঐক্য সাধিত হয় যেন আল্লাহ্ তা'য়ালা উভয়কে একই স্বর্গীয় প্রস্রবণ হতে প্রেমের মধু পান

করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক অপূর্ব মহব্বত ও সংস্রব অনুভূত হয়। হাকীকাতে মুহাম্মাদী সমস্ত পয়গাম্বর ও ঈমানদারগণের মূল বুঝতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্বীয় বিকাশের জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বীয় নূরের জেল বা প্রতিবিম্ব দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তৎপর সর্বজগতকে, বিশেষভাবে ঈমানদারগণকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরের (প্রতিবিম্বের) দ্বারা সৃষ্টি করেন। এ জন্যই যাদের কলব-দর্পণ গাইরুল্লাহ্‌র মহব্বত হতে পরিস্কৃত হয়েছে তারা স্বীয় কলবের বাতেনী চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালার তাজাল্লা (প্রতিবিম্ব) এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহানী বিকাশ একই রূপ দেখে থাকেন।

অন্য কথায়, আলমে লাহুতে আল্লাহ্ তা'য়ালার তাজাল্লা এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কামেল খলিফাদের রূহানী বিকাশ অবিকল একইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

নিয়ত ঃ "আমি আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছি; আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াৎ আল্লাহু তা'য়ালার জাতে বাহাতের দিকে মোতাওয়াজ্জো আছে; আল্লাহু তা'য়ালার জাতে বাহাত হতে মোজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মাদীয়া তরীকার নেছবাত অনুযায়ী হাকীকাতে মুহাম্মাদীর ফায়েজ আমার হাইয়াতে ওয়াহদানিয়াতে আসুক, ইয়া আল্লাহ।" "আল্লাহু-আল্লাহ" যিকির করবেন।

এ মুরাকাবায় নিম্নের দরূদ শরীফ তিন হাজার বার, কমপক্ষে পাঁচশত বার পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَفْضَلَ صَلٰوتِكَ
بِعَدَدِ مَعْلُوْمَتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ –

"আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলিহী, ওয়া আছহাবিহী আফদালা ছালাওয়াতিকা বি-আদাদি মা'লুমাতিকা ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম।"

কোন সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব

মোজাদ্দেদে জামান, আমীরে শরীয়ত ও তরীকত হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমাদ সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক প্রণীত "ফতোয়ায়ে ছিদ্দীকিয়ায়"য় উল্লেখ আছে– তাফসীরে রূহুল বয়ানের ৩য় খন্ডে ৩৩ঃ৫৬ নং আয়াত অবলম্বনে – ফতোয়ায়ে শামী কিতাবের ১ম খন্ডে 'আদাবে সালাত' এর মধ্যে নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন– ১) শুক্রবার দিন, ২) শুক্রবার রাতে, ৩) প্রত্যহ সকাল বেলা ৪) সন্ধ্যার সময়, ৫) মসজিদে প্রবেশ করার সময়, ৬) হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফ

যিয়ারতের সময়, ৭) সাফা পাহাড়ের নিকট গিয়ে, ৮) মারওয়া পাহাড়ের নিকট গিয়ে, ৯) জুমার খুৎবায়, ১০) নিকাহ্‌র খুৎবায়, ১১) দু'আর প্রথমে, ১২) দু'আর শেষে, ১৩) আযানের জবাবের পর, ১৪) তালবিয়া অর্থাৎ লাব্বায়িক পাঠ করার পর, ১৫) ওজুর সময়, ১৬) কানের মধ্যে শন্ শন শব্দ হলে, ১৭) কোন কথা বা দ্রব্যের কথা ভুলে গেলে, ১৮) ওয়াজ করার সময়, ১৯) ইলম শিক্ষা দানের পূর্বক্ষণে, ২০) হাদীস শরীফ পাঠ করার সময়, ২১) জটিল কাজ উপস্থিত হলে, ২২) হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম শুনলে, ২৩) হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম বলার সময়, ২৪) হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম লিখার সময়।

ফতোয়ায়ে শামী কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে– ২৫) শনিবার দিন, ২৬) রবিবার দিন, ২৭) বৃহস্পতিবার দিন, ২৮) মসজিদে হতে বের হবার সময়, ২৯) ইকামত বলার পূর্বক্ষণে, ৩০) দু'আ কুনুত পাঠ করার সময়, ৩১) কতক লোক একত্র হলে প্রত্যেকে দরূপ শরীফ পাঠ করবে, ৩২) পৃথক হবার সময়, ৩৩) হাদীস শরীফ পাঠান্তে, ৩৪) প্রশ্ন লিখার সময়, ৩৫) ফতোয়া লিখার সময়, ৩৬) কিতাব লেখা শুরু করলে, ৩৭) কিতাব পাঠ করার পূর্বক্ষণে, ৩৮) কিতাব পাঠদান করার পূর্বে, ৩৯) দু'আর মধ্যে, ৪০) খুৎবার সময়, ৪১) বিবাহের জন্য লোক প্রেরণকালে, ৪২) নওশার ও ৪৩) দুলহীনের।

এছাড়াও তাফসীরে রূহুল বয়ান শরীফে আরও উল্লেখ রয়েছে– ৪৪) ওজুর পরে, ৪৫) মসজিদের নিকট হতে যাবার সময়, ৪৬) মসজিদ দেখলে, ৪৭) জানাজা নামাযের দ্বিতীয় তাকবীরের পরে, ৪৮) কুরআন শরীফ খতমের পরে, ৪৯) কোন ভালো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে, ৫০) শাবান মাসের দিনে ও রাতে, ৫১) কোন সওয়ারীতে আরোহণ করার পূর্বে, ৫২) মক্কা শরীফের রাস্তায়, ৫৩) মক্কা শরীফের রাস্তায় পাহাড় হতে নামার সময়, ৫৪) হাজরে আসওয়াদ চুম্বনকালে, ৫৫) আরাফার ময়দানে গিয়ে, ৫৬) মদীনা শরীফের রাস্তায়, ৫৭) মদীনা শরীফ দেখার সময়, ৫৮) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা শরীফে যাবার সময়, ৫৯) রওজা শরীফ ও মিম্বরের মধ্যে থেকে, ৬০) কোন বিপদ হতে মুক্তি পেয়ে, ৬১) গুনাহ্ ক্ষমা চাওয়ার পূর্বে, ৬২) নিদ্রা যাবার সময়, ৬৩) ঘুম হতে উঠে, ৬৪) বাজারে গিয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করবে কারণ দরূদ শরীফ আখিরাতের তেজারত (বাণিজ্য), ৬৫) মুসলমানের সাথে মুসাফাহ্ করার সময়, ৬৬) খাওয়ার পূর্বক্ষণে, ৬৭) খাওয়ার পরে, ৬৮) মজলিস হতে বিদায় নেয়ার সময়, ৬৯) গোলাপ ফুলের ঘ্রাণ নেয়ার সময়, ৭০) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম স্মরণ হলে, ৭১) একা হোক বা বহু লোক হোক আল্লাহ্ তা'য়ালার যিকির করার পূর্বে।– ফতোয়ায়ে সিদ্দিকীয়া, পৃষ্ঠা- ১৬-১৭

হাদীস শরীফের আলোকে যিয়ারাতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হাদীস শরীফের আলোকে যিয়ারাতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

০১। وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ — متفق عليه

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– "যে আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যই (আমাকেই) দেখল; কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"– বুখারী, মুসলিম শরীফ

০২। وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَـامِ فَسَيَرَانِىْ فِى الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِىْ — متفق عليه

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে কেউ আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে তৎপর শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখতে পাবে এবং শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"– বুখারী ও মুসলিম শরীফ

০৩। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমার দীদার লাভ করলো সে নিশ্চয়ই আমাকেই দেখল, কেননা আমি সকল আকৃতিতেই দেখা দেই।"– মাদারেজুন্নবুওয়াত

৪। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

ان انا سًا من امتى ياتون بعدى بود احدهم لواشترى رؤيتى باهله وماله

"আমার ইন্তিকালের পরে এমন অনেক লোক আসবে যারা তাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের বিনিময়ে হলেও আমার সাক্ষাত লাভ করতে ভালোবাসবে।" অর্থাৎ তারা আমার এমন আশেক হবে যে তাদের জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে আমার যিয়ারত লাভ করতে চাইবে।"– আল-খাসায়েসুল কুবরা

৫। وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ لِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ –

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি

অত্যধিক মহব্বত পোষণকারী লোক তারাই হবে, যারা আমার পরে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কেউ এই আকাঙ্ক্ষা রাখবে, যদি সে আমাকে দেখতে পায়, তা হলে আমার জন্য নিজেদের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ কুরবান করে দিবে।– মুসলিম শরীফ

৬। وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِىْ وَطُوْبٰى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَّمْ يَرَنِىْ وَاٰمَنَ بِىْ –

হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তাঁদের জন্য সুসংবাদ যাঁরা আমাকে দেখেছে (এবং ঈমান এনেছে) এবং **সাতবার সুসংবাদ ঐ সকল লোকের জন্য, যারা আমাকে না দেখে আমার উপর ঈমান এনেছে।**– মুসনাদে আহমদ

৭। عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من حج فزار قبرى بعد وفاتى كان كمن زارنى فى حياتى وفى رواية وصحبنى

"ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করে আমার ওফাতের পর আমার রওজা যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমার সাক্ষাৎ করলো। অপর একটি বর্ণনাতে আছে, সে যেন আমার সাহচর্য লাভ করলো।"– দারা কুতনী শরীফ

৮। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ وَالْبَزَّار
(فَتْحُ الْقَدِيْر)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমার রওজা যিয়ারত করল, আমার ওপর তার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।"– ফতহুল কাদীর

৯। وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَاٰنِىْ اَوْرَاٰى مَنْ رَاٰنِىْ —

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– এমন কোন মুসলমানকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে যে দেখেছে– তাকে দেখেছে।– তিরমিযী শরীফ

জ্ঞাতব্য ঃ

আল্লামা শেখ জালালুদ্দীন সয়ূতী (রঃ) 'তানবীরুল হাওয়ালেক' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেহ ও রূহ মোবারকের সাথে জীবিত রয়েছেন। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন; তিনি অন্তরায় হওয়ার সময় যে আকৃতিতে ছিলেন; আজও সে আকৃতিতেই আছেন। তিনি

ফিরিশতাদের ন্যায় মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়েছেন, আল্লাহ্পাক যখন কারো প্রতি দয়া করেন, তখন তিনি তাঁর যিয়ারত লাভে ধন্য হন। আম্বিয়ায়ে কিরামের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, মৃত্যুর পর রূহসমূহ তাঁদের দেহ মোবারকে প্রত্যাবর্তন করা হয় এবং রওজা শরীফ থেকে বের হয়ে জমীন ও আসমানে ভ্রমণ করার অনুমতি তাঁদেরকে প্রদান করা হয়।

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহ মুবারক 'আ'লা ইল্লীয়্যীনে (অর্থাৎ ইল্লীয়্যীনের সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান) রয়েছে, যেখানে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র রূহসমূহ রয়েছে। তাঁর দেহ মুবারক মদীনায়ে তৈয়্যেবায় রওজাপাকে সংরক্ষিত রয়েছে এবং রূহ মোবারকের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক এত গভীর, ঘনিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় রয়েছে যে, তিনি রওজা শরীফে নামাজ আদায় করেন এবং তাঁকে যারা সালাম দেয়, তাদের সালামের জবাব প্রদান করেন।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১। তাঁর রওজাপাকে উম্মতের আমল পর্যবেক্ষণ করেন, ২। তিনি নামাজ আদায় করেন, ৩। সেই জগতের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করেন, ৪। নিকট হতে মানুষের সালাম নিজেই শ্রবণ করেন, দূর হতে ফিরিশতাদের মাধ্যমে সালাম গ্রহণ করেন, ৫। সালামের জবাব দিয়ে থাকেন, ৬। বিশেষ বিশেষ উম্মতের উদ্দেশ্যে হিদায়াত প্রদানও তাঁর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। স্বপ্নে এবং কাশফে এমন অগণিত ঘটনা এ পর্যন্ত ঘটেছে।

স্মারণীয় ঃ

বিজ্ঞানীদের আবিস্কার, একটি চ্যানেল থেকে প্রচারিত এক ব্যক্তির ছবি পৃথিবীর কোটি কোটি টেলিভিশনের পর্দায় একই মুহূর্তেই দেখা যায়। আমাদের কলব যন্ত্রকে (টেলিভিশনকে) সোনার মদীনার সাথে সংযোগ করতে সক্ষম হলেই আমাদের দিলের আয়নায় প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, তাঁকে পেয়ে যাবো ইনশা-আল্লাহ্।

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত

উদ্ধৃতি ঃ "স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী", "মোসলমানী জিন্দিগী" ও "লুকানো মানিক"।

হায়াতুন্নবী'র যিয়ারতের কিছু বাস্তব ঘটনা ঃ

১। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঃ কারবালার ঘটনার পর ৬৩ হিজরীতে ইয়াজিদ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে। তারা মদীনা মোনাওয়ারায় হত্যাকান্ড চালায় এবং লুটতরাজ করে। তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছাড়া মসজিদে নববীতে আর কেউ ছিলেন না। তিনি বলেন– "যখন নামাজের সময় হতো তখন **হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি**

ওয়া সাল্লাম-এর রওজাপাক থেকে আমি আযান শ্রবণ করতাম, এরপর একামত হতো, আর আমি একামতের পরেই মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করতাম। আমি এভাবে ১৫ (পনের) ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছি।– স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী

২। হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহাব সারানী (রঃ) লিখেছেন যে, তিনি তাঁর ৮ জন সঙ্গীসহ প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বুখারী শরীফ পাঠ করেছেন এবং বুখারী শরীফ খতম হওয়ার পর তিনি যে দু'আ করেছিলেন তাও হযরত সারানী (রঃ) লিখেছেন। – স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী

৩। হযরত মুসান্না ইবনে সাঈদ (রঃ) বর্ণনা করেন– আমি ঈমাম মালেক (রঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "এমন কোন রাত যায়না যখন আমি আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে না দেখি, অতঃপর তিনি ক্রন্দনরত হলেন। – স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী

৪। হযরত আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ (রঃ) এর এক রাত্রে ৫১ বার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত নসিব হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে প্রশ্ন করে জবাব লাভ করতেন। তিনি তাঁর হায়াতে জিন্দিগির ৩০ বছর মক্কা মুয়ায্যামায় অতিবাহিত করেন এবং কা'বা শরীফ তাওয়াফ অবস্থায় ১২০০০ (বার হাজার) বার কুরআন শরীফ খতম করেন। – স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী

৫। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) 'অলফওজুল কবীর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমি কুরআন মজিদ হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূহ মুবারক থেকে পাঠ করেছি। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবার থেকে তিনি স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং যে সব হাদীস তিনি সংশোধন করেছেন সেগুলো শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) একটি গ্রন্থে সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন "দুররে সামীন"।

৬। কুতুবুল এরশাদ ইমামুত্ তরীকাত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) লিখেছেন– ১৯৩৯ সনের ৬ই জুলাই ভোরে যখন আহাম্মদী ছোরফার মোরাকাবায় নিমগ্ন ছিলাম তখন হঠাৎ কাশফের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অতি সুন্দর পোষাক ও পাগড়ী পরিধেয় অবস্থায়, তাঁর আছহাব রাদ্বিআল্লাহু আনহুমগণসহ নামাজের ইমামতি করতে দেখতে পেলাম; এতে আমার মধ্যে এক 'খাছ হালত পয়দা হলো ও সমস্ত শরীরে খুব জোড়ে জোড়ে সোলতানুল আজকার জারি হলো ও চক্ষু হতে অশ্রু গড়াতে লাগল।

৭। হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) লিখেছেন– ১৯৩৯ইং সনেরই ১৭ই ডিসেম্বর রবিবার দিবাগত রাত্রে স্বপ্নযোগে দর্শনদান করতঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি মসজিদের ছেহেনে বসতে ইঙ্গিত করেন, কিন্তু লজ্জা বশতঃ বসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, তিনি আমাকে ধরে তথায় বসিয়ে দিলেন ও গদ্দিনশীন করতঃ

বললেন– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"ই আপনার জন্য কাফি। যে কেউ আপনার নিকট যে কোন মাকছুদের জন্য আসুক, আপনি যদি এর দ্বারা তাবিজ দেন, তা হলেই তার মাকছুদ পূর্ণ হবে।" এর পর তিনি তাঁর তর্জনি আঙ্গুলটির দ্বারা আমার কপাল স্পর্শ করলেন।

৮। গদ্দিনশীন পীর সাহেব কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃজিঃ) বলেন– "আমি ২৬/১২/১৯৯৬ইং তারিখে বিছানায় শোয়ার পর দেখতে পেলাম যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে এসে আমাকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে বললেন, "কখন (মক্কা ও মদীনা) আসবেন?" আমি উত্তর করলাম, "জানুয়ারী মাসের ৫ বা ৭ তারিখ।" এতে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, কোন চিন্তার কারণ নেই।" এটা বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

০৯। ঢাকার গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের ইমাম **মাওলানা শামসুল হক সাহেব ১৯৯১** সালে মক্কা শরীফে হজ্জ্ব করার পর মদীনা শরীফে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওজা মুবারকে উপস্থিত হয়ে বললেন– "ইয়া রসুলাল্লাহ! কুতুবুল এরশাদ সূফী হাবিবুর রহমান সাহেবের তরফ হতে আপনাকে সালাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওজা শরীফ হতে বললেন– 'ওয়া আলাইহিচ্ছালাম!' (তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইও)।"

১০। **মাওলানা শামসুল হক সাহেব, ১৯৯৫ইং সনে** মক্কা শরীফ যান। এরপর মদীনা শরীফে গিয়ে মসজিদে নববীতে রমজানের শেষ দশদিন ইতেকাফ করাকালীন সময়ে একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, "সূফী হাবিবুর রহমান সাহেবের তরফ হতে আপনাকে সালাম।" এর পর তিনি মোরাকাবায় নিমগ্ন হলে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখা দিয়ে বললেন– "সাল্লিম আলাইহি ফাত্তাবেউহু" (অর্থাৎ আমার সালাম তাকে পৌঁছাও। অতঃপর তোমরা সকলে তার অনুসরণ করো)।

১১। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ আজমীরী চিশ্‌তী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু দ্বিতীয় বার হজ্জ সম্পন্ন করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। রওজা মুবারকে হাজির হয়ে তিনি হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাম জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তরফ হতে সুস্পষ্টভাবে সালামের জবাব আসল। কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় "ওয়ালাইকুমুস্‌সালাম ইয়া কুতুবুল মাশায়েখেল হিন্দ" বলে উত্তর দিলেন। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন– "তুমি আমার ধর্মের মঈন অর্থাৎ সাহায্যকারী। মনে-প্রাণে সেই কাজে আত্মনিয়োগ করো। এইবার আমি তোমাকে হিন্দুস্থানের বিলায়াত প্রদান করলাম। হিন্দুস্থান অনাচার-কদাচারে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কলুষিত অবস্থায় নিপতিত রয়েছে; সুতরাং তুমি আমার নির্দেশানুযায়ী হিন্দুস্থানের আজমীরে গমন করো। নিশ্চয় তোমার দ্বারা তথাকার যুগ সঞ্চিত অধর্ম ও অন্ধকাররাশি বিদূরীত হয়ে পবিত্র ইসলাম প্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

হযরত খাজা সাহেব এইরূপ বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন; কিন্তু হিন্দুস্থানের আজমীর কোথায় কোনদিকে, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানই বা দুনিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত এই সম্পর্কে কোন কিছুই তাঁর না জানার কারণে তিনি কিছুটা চিন্তান্বিতও হয়ে পড়লেন। চিন্তা করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি রওজা ভূমিতেই নিদ্রামগ্ন হলেন। নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নযোগে দেখতে পেলেন যে, হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শিয়রে বসে আছেন এবং তিনি তাঁকে হিন্দুস্থান ও আজমীর শহরের নকশা, অবস্থান এবং পথ-ঘাটসমূহ দেখিয়ে দিচ্ছেন। অধিকন্তু হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হস্তে বেহেশতের বাগিচার একটি সুমিষ্ট আনার অর্পণ করতঃ তাকে দু'আ করে আল্লাহর উপর ভরসা করে আজমীর শরীফ যাত্রার নির্দেশ দেন। এরপর হযরত খাজা সাহেব আজমীর শরীফ আসেন এবং এখনও সেখানে আরাম করছেন।

রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর যিয়ারত লাভের আমল

১। যে স্বপ্নযোগে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত লাভ করতে পারে, সর্ব বিষয়ে তার মঙ্গল হয়ে থাকে এবং আশা করা যায় যে, তাঁকে খোশ মেজাজ ও সুন্দর আকৃতিতে দেখতে পায় তার বেহেশত নছিব হবে ইনশা-আল্লাহ্। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

من رأنى فى المنام فقد رأنى فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى ۝

"যে আমাকে স্বপ্নে দেখে সে আমাকেই দেখে, কারণ শয়তান কখনও আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।"– বোখারী ও মোসলিম

এই আমলের চেষ্টা করতে হলে মুখে দুর্গন্ধ হয় এমন কোন জিনিস, যথা– তামাক, বিড়ি, কাঁচা রসুন, পেঁয়াজ খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে এবং সর্ব কাজে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে এবং বিশেষভাবে মিথ্যা বলার অভ্যাস দূর করতে হবে এবং আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।

হযরত বড় পীর সাহেব (রহঃ) তাঁহার "গুনিয়াতুত্তালেবীন" কিতাবে লিখেছেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– "যে ব্যক্তি জুম'য়ার রাত্রে দুই রাকাত নফল নামাজ এই নিয়মে পড়ে যে, প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী ০১ (এক) বার ও সূরা এখ্লাস ১৫ (পনের) বার এবং নামাজ শেষ করে নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়বে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে; যদি প্রথম রাত্রে না দেখে তবে পরবর্তী রাত্রি সমূহেও উক্তরূপ আমল করতে থাকবে তা হলে দ্বিতীয় শুক্রবার আসার পূর্বেই আমাকে দেখবে ও তার পাপ মাফ হয়ে যাবে।" দরূদ শরীফটি নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۝

এরপর 'ইয়া নূরো' এই পবিত্র নাম এক হাজার বার পড়ে মোনাজাত করবে ও স্বীয় মকছুদ প্রার্থনা করবে। তারপর উত্তর শিয়রে ডান কাতে শুয়ে 'ইয়া নূরো' পড়তে পড়তে নিদ্রা যাবে।

২। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন– "রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুরাতে মিছালী (রূপক অবয়ব) এর ধ্যান করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। আর ডান দিকে يا احمد (ইয়া আহমাদু), বাম দিকে يا محمد (ইয়া মুহাম্মাদ) এবং অন্তরের ওপর يا رسول الله '(ইয়া রাসূলুল্লাহ্) এক হাজার বার করে জরব লাগাবে। শোয়া কিংবা জাগ্রত যে কোন অবস্থায় হোক না কেন ইনশা-আল্লাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত নসীব হবে।– আল-কওলুল জামিল

۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۝

মীলাদ শরীফ

মীলাদ শরীফ পাঠের নিয়ম ঃ

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, হামদ্-না'ত ও তাওয়াল্লুদ শরীফ ঃ

আউযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। অতঃপর তিনবার সূরা ইখলাছ্, একবার সূরা ফালাক্ব এবং একবার সূরা নাস্ পাঠ করবেন। প্রত্যেক সূরা পাঠান্তে একবার করে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আক্বার ওয়ালিল্লাহিল হাম্দ' পাঠ করবেন।

এরপর পড়বেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ۝ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ
عَلَى النَّبِيِّ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

দরূদ শরীফ

আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছাইয়্যেদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ,
ওয়া আলা আলি ছাইয়্যেদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ।

০১। বিদেশ হতে আইছ বান্দা, এদেশেতে থাকবা না,
দেশের বান্দা দেশে যাইবা, থাকতে বান্দা পারবা না।

০২। এমন দেশে যাইতে হবে, যে দেশের নাই ঠিকানা,
এমন ঘরে রইতে হবে, যে ঘরে নাই বিছানা।

০৩। এমন দেশে যাইতে হবে, যে দেশের নাই সাথী,
এমন ঘরে রইতে হবে, যে ঘরে নাই বাতি।

০৪। চলো মুসাফির বাধো গাঠুরী, বহুদূর হায় ঠিকানা,
কোই আগে রওয়ানা হায়, কোই পিছে রওয়ানা।

০৫। কখন জানি ডাক এসে যায়, এ বাড়ি-ঘর ছাড়িতে
আপন পোষাক খুলে খুলে, সাদা কাফন পরিতে।

০৬। ডানে মাটি বামে মাটি, মাটির হবে বিছানা,
বুকের উপর মাটির চাপা, খবর কেহ লইবে না।

০৭। আপন আপন বলো-রে মন, আপন তোমার কেউ-তো না,
নয়ন ভরে কাঁদবে তুমি, ফিরিয়া কেহ চাইবে না।

০৮। আমার আমার বলে আমি, সবই বিনাশ করিলাম
অবশেষে খালি হাতে, কবরেতে চলিলাম।

০৯। ধন্য-গো মা আমেনা তুমি, ধন্য তোমার জিন্দিগী,
তোমার কোলে তাশরীফ আনলেন, রহমাতুল্লিল আ'লামীন।

১০। সকল মাখলুক হেসে বলে, আজকে মোদের খুশির দিন,
এ ধরাতে তাশরীফ আনলেন, রহমাতুল্লিল আ'লামীন।

১১। নূর নবীর আগমনে, জগত হলো উজালা,
মধুর নামটি জপন করো, ওহে আশেক দিওয়ানা।

১২। দুনিয়ায় এসে শিশু নবী, না দেখিলেন বাপের মুখ
ছয় বছরের কালে নবী, হারাইলেন মায়ের বুক।

১৩। কোথায় রইলেন প্রাণের নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া,
আপনি বিনে কি লাভ হবে, এ দুনিয়ায় বাঁচিয়া।

১৪। মদীনা, মদীনা বলে, কান্দি আমি জারে জার,
দেখা দেন গো দয়াল নবী, ডাকি আপনায় বারে বার।

১৫। মদীনার ঐ রওজা হতে, ডাক শোনা যায় বারে বার,
মাফ করে দেন ওগো মাওলা, উম্মত আমার গুনাহগার।

১৬। আরশের নীচে সেজদায় পরে, কাঁদবেন নবী জারে জার,
মাফ করে দাও ওগো মাওলা, উম্মত আমার গুনাহগার।

১৭। কঠিন হাশরের দিনে, কেউ তো কারো হবে না
উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদবেন নবী দিওয়ানা। ঐ

১৮। মদীনা, মদীনা, মদীনা, মদীনা, মদীনা, মদীনা,
আল্লাহ্ তুমি দয়া কর নছিব করো মদীনা,
নবীজীকে না দেখাইয়া কবরেতে নিও না।

১৯। মদীনাতে শুয়ে নবী, মোদের সালাম শুনতে পান,
কেমনে যাব মদীনাতে, সে পথ আমায় বলে দেন।

২০। নবী তোমায় ভালোবাসলে, আল্লাহ্‌র ওলী হওয়া যায়,
নবী তোমার দেখা পেলে, দোযখ হারাম হয়ে যায়।

২১। নবী আমার চোখের মণি নূরের তৈয়ারী,
উম্মত দরদী নবী তৌহিদ কান্ডারী।

কবরের চিন্তার কাসীদা

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ"

০১। আইছ ভবে যাইতে হবে কবরে
হিসাব নিকাশ দিতে হবে হাশরে।

০২। ভাই-বন্ধু, ইষ্টি-কুটুম সব ছেড়ে
একলা তোমায় যাইতে হবে কবরে।

০৩। সাপে কাটবে গুর্জ মারবে হায়রে হায়
ভাগিবার রাস্তা নাইরে সেই জায়গায়।

০৪। সাথী নাইরে বাতি নাইরে কবরে
তোমায় একলা রেখে আসবে সকলে।

০৫। জায়গা জমি জমিদারী ছাড়িয়ে
একলা তুমি পড়িয়া থাকবা কবরে।

০৬। ঘর বাড়ি স্ত্রী-পুত্র কার বা কি
অন্ধকার কবরে হবে বসতি।

০৭। সময় থাকতে কররে মন সাধনা
সময় গেলে তোমার কান্দন কেউ শুনবে না।

ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ্ আলাইকুম
ছালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ্ আলাইকুম

১। মুহাম্মাদ ছে ছিফাত পুছো ও খোদা কি
খোদা ছে পুছিও শানে মুহাম্মাদ।

২। মুহাম্মাদ মুস্তফা জানে খোদা কো
খোদা জানে মুহাম্মাদ মুস্তফা কো।

৩। মুহাম্মাদ মুস্তফা নুরুন আলা নুর
শাহে আরদ ও ছামা-নুরুন আলা নূর।

৪। খোদা খোদ্ হায় খরিদারে মুহাম্মাদ
খোদা মিল্‌তা হায় দরবারে মুহাম্মাদ।

৫। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ্ খবর লও
মেরে মাওলা মেরে আকা খবর লও।

৬। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ্ খবর লও
মসিবত ছে গোলামো কো বাচা লও।

৭। ইয়া রাছুলাল্লাহে উন্‌জুর হা-লানা
ইয়া হাবিবাল্লাহি ইছমা ক্বা-লানা।

মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা
রাহমাতুল্লিল আলামীনে মারহাবা

১। জল্‌ওয়াগর হো ইয়া ইমামাল মোরছালীন
জল্‌ওয়াগার হো রাহমাতুল্লিল আলামীন।

২। জলওয়াগর হো গমজাদোঁকে দস্তগীর
জলওয়াগর হো হাদীয়ে রওশন জমীর।

৩। জলওয়াগর হো আম্বিয়া কে মোকতাদা
জলওয়াগর হো আউলিয়াকে পেশোয়া।

৪। জলওয়াগর হো জলওয়ায়ে নূরে খোদা
জলওয়াগর হো ইয়া মুহাম্মাদ মুস্তফা।

এরপর পড়বেন- শানে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيْدِ
يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝
وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ
اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝ (১) وَقَالَ اللّٰهُ
تَعَالٰى فِى الْحَدِيْثِ الْقُدْسِىِّ كُنْتُ كَنْزًا مَّخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ
اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ ۝ وَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا مِّنْ نُوْرِ
وَجْهِىْ ۝ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ وَلَوْلَاكَ
لَمَا اَظْهَرْتُ الرُّبُوْبِيَّاتَ ۝

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ - بِعَرْفٍ شَذِىٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ ۝

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِىْ
وَاَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ ۝ اَنَا نُوْرُ اللّٰهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ
نُوْرِىْ ۝ اَنَا مِنَ اللّٰهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ مِنِّىْ ۝ اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ
مَكْتُوْبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ ۝
وَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ - قَالَ
وَاٰدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ ۝ (الترمذى)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ+بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ -
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ -

তাওয়াল্লুদ শরীফ

وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَانِ عَلَى اَشْهَرِ الْاَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ ـ
تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ اَبُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَكَانَ قَدِ اجْتَازَ بِاَخْوَالِهِ بَنِيْ عَدِيٍّ مِّنَ
الطَّائِفَةِ النَّجَّارِيَّةِ وَمَكَثَ فِيْهِمْ شَهْرًا سَقِيْمًا يُعَانُوْنَ سُقْمَهُ وَشَكْوَاهُ وَلَمَّا تَمَّ مِنْ
حَمْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاجِحِ تِسْعَةُ اَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ وَاَنْ لِلزَّمَانِ اَنْ يَنْجَلِيَ
عَنْهُ صَدَاهُ حَضَرَتْ اُمَّهُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ اٰسِيَةُ وَمَرْيَمُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ نِسْوَةٍ مِّنَ
الْحَظِيْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَاَخَذَهَا الْمَخَاضُ فَوَلَدَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا يُتْلَا لَأُسْنَاهُ

দরূদ শরীফ ঃ সাল্লাল্লাহ্ ওয়া আলা মুহাম্মাদ, সাল্লাল্লাহ্ ওয়া আলা ওয়া সাল্লাম,
সাল্লাল্লাহ্ ওয়া আলা মুহাম্মাদ, সাল্লাল্লাহ্ ওয়া আলা ওয়া সাল্লাম।

সালাম

يَانَبِيُّ سَلَامٌ عَلَيْكَ + يَارَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ *
يَاحَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ + صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ *

ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা, সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।

১। নবীজীর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্, নবীজীর মাতা হযরত আমেনা,
নবীজীর দুধ মা হযরত হালিমা, নবীজীর রওজা মদীনা।

২। হে রসূল সালাম লাখো বার, মোরা তো উম্মত গুনাহ্গার,
কে আছে মোদের তরাইবার, হাশরে ভরসা আপনার।

৩। হে রসূল মদীনা হইতে, সব কিছুই পারেন দেখিতে,
মোদের লাশ কবরে রাখিলে, লইয়েন আপন কোলে।

৪। নবীজী আপনি জানের জান, নবীজী আপনি প্রাণের প্রাণ,
আপনাকে দেখিতে একবার, জান মোদের বড়ই পেরেশান।

৫। সাধ্য নাই যেতে মদীনা, দিন ও রাত এইতো ভাবনা,
দেখা দেন নবী মোদেরে, এ মিনতি আপনার দরবারে।

৬। শান্তি নাই উম্মতের মনে, শান্তি নাই আশেকদের মনে,
শান্তি নাই পাগলের মনে, কখন যে দেখব আপনাকে।
চাহিলে সুখের ঠিকানা, হইও তাঁরই দিওয়ানা।
৭। আপনারই কদম চুমিতে, খুঁজিগো দিবস রাতে,
নিয়ে যান সোনার মদীনাতে, সালাম দিব রওজাতে।
৮। দেখা দিবেন কি দিবেন না, দেখা দিলে কেন যে দেন না,
মনে যে আর মানে না, নিয়ে যান সোনার মদীনা।
৯। নবীজীর রওজা মদীনা, মাশুকের প্রেমের নিশানা,
চাহিলে সুখের ঠিকানা, হইও তারই দিওয়ানা।
১০। কবে যে যাব মদীনা, দিন ও রাত এই যে ভাবনা,
নিয়ে যান রওযায় মদীনা, আশেকদের মনে মানে না।
১১। মরনে থাকিব একা, কবরে থাকিব একা,
হাশরে উঠিব একা, পাই যেন তোমারই দেখা।
১২। মোরা যে উম্মত দেওয়ানা, যেতে চাই সোনার মদীনা,
কবে যে ডাকবেন মদীনা, বলে দেন শাহে মদীনা।
১৩। মদীনার পানে চাহিয়া, কাঁদিযে না'ত গাহিয়া,
পড়ি যে মীলাদ দাঁড়াইয়া, দেখা দেন পর্দা তুলিয়া।
১৪। আমরা তো বড় অসহায়, আপনি তো মোদেরই সহায়,
আপনাকে রেখেছি কলিজায়, হাশরে যেন আপনায় পাই।
১৫। আমাদের মনের বেদনা, মোরা তো সহিতে পারি না,
দূর করেন নজর দিয়া, দেখাবেন সোনার মুখখানা।
১৬। নবীজী মা-বাবা হারাইয়া, দাঁড়াইলেন তায়েফ যাইয়া,
তায়েফের যুবকরা মিলিয়া, মারিল পাগল বলিয়া।
১৭। ছায়া নাই হাশরের ময়দানে, জানিনা কি হবে পাপীদের,
তরাইয়া নিয়েন গো আপনে, গুনাহ্গার উম্মত বলে।
১৮। সালাম আপনার কদমে, মোরা তো গুনাহ্গার সকলে,
কে আছে মোদেরে তরাইতে, ভরসা আপনি তো হাশরে।

আস্-সালাম ঃ

আস্-সালাম আয় ছবজে গুম্বোদ কে মাকীন,
আস্-সালাম আয় রাহমাতুল্লিল আলামীন।

আস্-সালাম আয় মীম হা ও মীম ও দাল,
আস্-সালাম আয় বে-নজীর ও বে-মেছাল।
আস্-সালাম আয় দস্তগীর বে কাঁছা,
আস্-সালাম আয় ছারায়ে দুরূদে নেহা।

তু-ছখী তেরা ছকী দরবার হায়,
গর করম কর কি জিও তু বেড়া পার হায়।

দস্ত বছত্ হ্যায় খাড়ে হাজের গোলাম,
পেশ করতে হে গোলামানা সালাম।

ইয়া ইলাহি ছদকায়ে আলে রাসূল,
ইয়ে সালামী আশেকানা হু কবুল।

ইয়া ইলাহি ছদকায়ে নালাইনে রাসূল,
ইয়ে সালামী গোলামানা হু কবুল।

হায় খোদা কে লাডলে পেয়ারে রাসূল,
ইয়ে সালামী আজেজানা হো কবুল।

মদীনে কে চাঁদ হাজারো সালাম
মদীনে কে চাঁদ লাখো সালাম
মদীনে কে চাঁদ ক্রোড় সালাম
মদীনে কে চাঁদ বেহদ সালাম

يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا + عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِالْخَلْقِ كُلِّهِمِ ـ
بھیج اے رب میرے درود وسلام + برگزیدہ نبی پر اپنے مدام
بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهٖ كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهٖ +
حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ ـ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ

দু'আ ও মুনাজাত

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

দৈনন্দিন জীবনে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু সুন্নাত

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

"(হে মু'মিনগণ) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের যা আদেশ (প্রদান) করেন তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করো, আর যা তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।"– কুরআন (৫৯ঃ৭)

আল্লাহ্ তা'য়ালাকে পাওয়ার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ পূর্বশর্ত। ইহ-পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা ও সফলতার একমাত্র পথ হচ্ছে তারই নির্দেশিত পথ, যা সুন্নাত বলে অবিহিত। সুন্নাত হচ্ছে 'উসওয়ায়ে হাসানাহ্"- নিখুঁত, উৎকৃষ্টতম ও সর্বউন্নতর আদর্শ, যা মু'মিনদের একান্তভাবে অনুসরণীয়।

আমি (অধম লেখক) প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণীয় প্রয়োজনীয় খুবই সংক্ষিপ্তভাবে কিছু সুন্নাহ বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছি। কুতুবে আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব (রহঃ) এর প্রণীত "দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাত সমূহ" এ কিতাবের অনুপ্রীত পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা পেয়েছি। তিনি দলিল প্রমাণসহ বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। আশা করি আল্লাহ্র অনুগ্রহে এ সুন্নাতসমূহ আলোচনায় নবী প্রেমিকদের তৃষ্ণা মিটাতে সহায়ক হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ কিছু সুন্নাত

ঘুম থেকে উঠার পরে সুন্নত :

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ রাতে জাগ্রত হতেন।

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে ওঠামাত্রই উভয় হাত দ্বারা চোখ-মুখ মাসেহ করতেন যাতে ঘুমের জড়তা দূর হয়ে যায়।– শামায়েলে তিরিমিযী শরীফ

৩। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠেএই দু'আ পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (মৃত্যুর ন্যায় ঘুম) দান করার পর জীবন দান করেছেন। এবং তাঁর নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে।– বুখারী শরীফ

৪। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হয়ে ১০ বার করে এই শব্দগুলো পাঠ করতেন– 'আল্লাহু আকবার', আল-হামদুলিল্লাহ্, সুবহান-আল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, আসতাগফিরুল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। অতঃপর তিনি ১০ বার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَمِنْ ضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"হে আল্লাহ্! এই দুনিয়ার সংকীর্ণতা এবং পুনরুত্থান দিবসের বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাই।"– মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ শরীফ

বাথরুমে প্রবেশ ও বের হওয়ার সুন্নাত :

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাথরুমে প্রবেশের সময় মাথা ঢেকে নিতেন ও পায়ে জুতা পরিধান করতেন।– ইবনে সা'দ, কানযুল উম্মাল

২। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাথরুমে প্রবেশের সময় প্রথম বাম পা দিতেন ও বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হতেন।– আলাইকুম বিসুন্নাতি

৩। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাথরুমে প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"আল্লাহ্র নামে (বাথরুমে প্রবেশ করছি); হে আল্লাহ্, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি নর-নারী উভয় প্রকার দুষ্ট জ্বিন্ থেকে।"– বুখারী শরীফ

৪। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেঞ্জার জন্য ঢিলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করতেন।– মুসলিম শরীফ

৫। সতর খোলার সময় যতটা সম্ভব নিচু হয়ে কাপড় উঠানো সুন্নাত।– তিরমিযী, আবু দাউদ শরীফ

৬। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّ الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

"(হে আল্লাহ্), তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমার শরীরের ভেতর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে আরাম দান করেছেন।"– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৭। ইস্তেঞ্জা করার সময় কিবলার দিকে মুখ করে বসা বা কিবলাকে পিছনে রেখে বসা যাবে না।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

৮।ইস্তেঞ্জা করার সময় আল্লাহ্র যিকির করা যাবে না। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না।– আবু দাউদ, মিশকাত শরীফ

৯। প্রস্রাব-পায়খানার ছিটা থেকে সতর্কভাবে বেঁচে থাকবে (বাতাসের বিপরীতমুখী হয়ে বসা এবং ঢালু বা নিচু স্থানে দিকে মল ত্যাগ করা)। কারণ, অধিকাংশ কবরে প্রস্রাব এর ছিটার অপবিত্রতার জন্য কঠিন আযাব হবে।– ইবনে মাজাহ্ শরীফ

১০। বাম হাতে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। ইস্তেঞ্জার সময় লজ্জাস্থানে ডান হাত ব্যবহার করা যাবে না।– বুখারী শরীফ

১১। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা থেকে বিরত থাকবে। বসে প্রস্রাব করা সুন্নাত।– তিরমিযী

ওযুর সুন্নাত সমূহ ঃ

১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার ওযু করার সময় মেসওয়াক করতেন।– আবু দাউদ শরীফ

২। ওযু করার নিয়ত করা। (অর্থাৎ আমি নামায আদায়ের লক্ষ্যে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু করছি এ কথা মনে মনে স্মরণ করা।)– নাসাঈ শরীফ

৩। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে ওযু শুরু করা।

৪। ওযুর শুরুতে এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

"বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম, ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দ্বীনি আল ইসলাম, আল ইসলামু হাক্কুকুন, ওয়াল কুফরু বা-ত্বিলুন, আল ইসলামু নুরুন, ওয়াল কু-ফরু জুলমাতুন।"– তিরমিযী শরীফ

৫। উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।– আবু দাউদ শরীফ

৬। তিনবার (গরগরাসহ) কুলি করা।–আবু দাউদ শরীফ

৭। তিনবার নাকের ভিতর পানি দিয়ে নাক ঝাড়া।– আবু দাউদ শরীফ

৮। হাত-পা ধৌত করার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল সমূহ এবং মুখমন্ডল ধৌত করার সময় আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি খিলাল করা।– আবু দাউদ শরীফ

৯। পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা, উভয় কান ও ঘাড় মাসেহ করা (ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব, বিদআত নয়।) এবং মাথার সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করা।

১০। ওযুর মাঝখানে অপ্রয়োজনে বিলম্ব না করা, অঙ্গ ধৌত করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা এবং অঙ্গ সমূহ ভালোভাবে ধৌত করা।

১১। ডান দিকের অঙ্গ আগে ধৌত করা।– বুখারী শরীফ

১২। ওযুর মাঝখানে এই দু'আ পাঠ করা–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

"আল্লাহুম্মাগ ফিরলি জাম্বি ওয়া ওয়াস'লি ফি-দারি ওয়াবারিকলি ফি-রিজকি।"– নাসাঈ শরীফ

১৩। ওযু শেষে এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারিকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মায্ আলনি মিনাত্তাওয়াবিনা ওয়ায্ আলনি মিনাল মুতাতহ্হিরিনা।"– মুসলিম শরীফ

গোসলের সুন্নাত

প্রথমে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং লজ্জাস্থান ধৌত করা। এরপর সুন্নাত তরিকার ওযু করা। এরপর তিনবার মাথায়, তিন বার ডান কাঁধে, তিন বার বাম কাঁধে পর্যপ্ত পরিমাণ পানি ঢালতে হবে যাতে সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে। কোন অঙ্গ চুল পরিমাণ শুকনো থাকা যাবে না। অতঃপর কিছুটা সরে গিয়ে পায়ে পানি ঢালা।

পোশাকের সুন্নাত সমূহ

১। সাদা কাপড় পরিধান করা।

২। মাথায় কালো, সবুজ ও সাদা পাগড়ি বাঁধা ও পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করা।

৩। টুপি পরিধান করা।

৪। জামা, জুব্বা, পায়জামা, সালওয়ার ইত্যাদি পরিধান করার সময় প্রথম ডান ও পরে বাম হাত-পা প্রবেশ করা। আর খোলার সময় প্রথমে বাম এবং পরে ডান থেকে খোলা।

৫। জুতা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা প্রবেশ করানো।

৬। পায়জামা, সালওয়ার অথবা লুঙ্গি টাখনুর উপরে পরিধান করবে। টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করলে আল্লাহ্ তা'য়ালা অসন্তুষ্ট হন।

৭। নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ.

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি কাসানি হাজাছ্ ছাওবা ওয়া রাজাকানিহী মিন গায়রী হাওলীম্ মিন্নী ওয়ালা কুওয়্যাতিন।"– আবু দাউদ শরীফ

ঘর থেকে বের হওয়ার ও প্রবেশের সুন্নাত :

১। ঘরে থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে বের হবে।

২। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লাহহি লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহি।"– আবু দাউদ শরীফ

৩। ঘরে প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে।

৪। ঘরে প্রবেশ করার সময় এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَالْمَوْلِجِ وَخَيْرَالْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا
وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওলাজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি বিসমিল্লাহি ওয়াযলানা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আ'লাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াক্কালনা।"– আবু দাউদ শরীফ

৫। ঘরের ভিতরে অবস্থানকারীদের সালাম দেয়া।– সূরা নূর, আয়াত-৬১

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সুন্নাত সমূহ :

১। মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা।

২। মসজিদে প্রবেশের সময় বিসমিল্লাহ্ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহি।"– ইবনে মাজাহ শরীফ

৩। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করা–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"আল্লাহুম্মাফ তাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা।"– ইবনে মাজাহ শরীফ

৪। মসজিদে ইতিকাফের নিয়ত করা।

৫। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

৬। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ ও দরূদ শরীফ পাঠ করা–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিসমিল্লাহি ওয়াস সলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহি।"– ইবনে মাজাহ শরীফ

৭। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্ আলুকা মিন ফাদ্বলিকা।"– ইবনে মাজাহ শরীফ

আযান ও ইকামতের সুন্নাত সমূহ :

১। আযান ও ইকামতের জবাব দেয়া। আযান ও ইকামতের শব্দ ও এর জবাব নিম্নরূপ–

আযানের শব্দাবলী		ইকামতের শব্দাবলী	
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার	اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার
حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	২ বার	حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	২ বার
حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ [শুধুমাত্র ফযরের সময়]	২ বার	قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ	২ বার
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	২ বার	اَللّٰهُ اَكْبَرُ	২ বার
لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	১ বার	لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	১ বার

২। আযান ও ইকামতের জবাব ঃ

আযান শ্রবণকারীর উপর মৌখিক জবাব দেয়া সুন্নাত। ইকামত শ্রবণকারীর মৌখিক জবাব দেয়া মুস্তাহাব।

শ্রবণকারী মুয়ায্যিন এর সাথে সাথে আযান ও ইকামতের অনুরূপ বাক্যের মাধ্যমে জবাব দিবে। শুধুমাত্র মুয়ায্যিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বাক্যদ্বয় বলবে, তখন শ্রবণকারী لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বাক্য দ্বারা জবাব দিবে।– বুখারী শরীফ

ফযরের আযানে মুয়ায্যিন যখন অতিরিক্ত বাক্য اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলবে, তখন শ্রবণকারী صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ বাক্য দ্বারা জবাব দিবে।– মারাকিউ মাআত তাহতাবী

মুয়ায্যিন যখন قَدْقَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে তখন শ্রবণকারী اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا বাক্য দ্বারা জবাব দিবে।– আবু দাউদ শরীফ

৩। আযানের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّه –
وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَاد.

"আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল কায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াবআ'সহু মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআ'দ্তাহু ওয়াযা'আলনাফি শাফায়াতাহু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।"– বুখারী শরীফ, সুনানে কাবীর (ইমাম বায়হাক্বী রহ.), মু'জামুল আওসাত (ইমাম তাবারানী রহ.)

উল্লেখ্য যে, ইমাম তাবারানী রহ.এর বর্ণনায় অতিরিক্ত বাক্য وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ পাওয়া যায় এবং ইমাম বায়হাক্বী রহ.এর বর্ণনায় অতিরিক্ত বাক্য اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَاد. পাওয়া যায়। বুখারী শরীফে অতিরিক্ত এ দুটিবাক্যের উল্লেখ নেই।

৪। আযানের জবাব দেয়ার পর দরূদ শরীফ পাঠ করা সুন্নাত।– মুসলিম শরীফ

নামাজের সুন্নাত সমূহ :

১। দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা।

২। আঙ্গুল সমূহ কিবলামুখী রাখা।

৩। সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৪। ইমামের সাথেই তাকবীরে তাহরিমা বাঁধা।

৫। কানের লতি পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করা। তবে মহিলারা কাঁধ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করবে।

৬। হাতের তালু কিবলামুখী রাখা।

৭। হাতের আঙ্গুল সমূহের ফাঁকা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

৮। ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

৯। বাম হাতের কব্জি বেষ্টন করে রাখা।

১০। হাতের মাঝখানের তিন আঙ্গুল বাহুর উপর রাখা।

১১। নাভীর নিচে হাত বাঁধা ও সানা পাঠ করা। তবে মহিলারা বোকের উপর হাত বাঁধবে।

নামাযে কিরাতে সুন্নাত সমূহ :

১। আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

২। সূরা ফাতিহায় নিম্নস্বরে আমিন বলা।

৩। ফরয নামাযে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে শুধু ফাতিহা পাঠ করা।

৪। ফজর ও যোহরে সূরা হুজরাত থেকে বুরুজ পর্যন্ত, আসর ও ইশায় বুরুজ থেকে লামইয়াকুল পর্যন্ত, আর মাগরিবে লামইয়াকুন থেকে নাস পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে যে কোন সূরা পাঠ করা।

রুকুতে সুন্নাত সমূহ :

১। আল্লাহু আকবার বলা।

২। শক্ত করে উভয় হাঁটু ধরা। তবে মহিলারা হালকা করে ধরবে।

৩। হাঁটুর উপরে আঙ্গুল সমূহ ছড়িয়ে রাখা।

৪। মাজা থেকে মাথা পর্যন্ত সমানভাবে রাখা। তবে মহিলারা সামান্য ঝুঁকবে।

৫। মাথা ও নিতম্ব সমান রাখা। (মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

৬। পায়ের নলা সোজা রাখা।

৭। রুকুতে তিন বার এই তাসবিহ পাঠ করা–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম।"

এবং রুকু থেকে উঠার সময় উচ্চস্বরে ইমাম সাহেব বললেন–

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"ছামিআল্লাহু লিমান হামিদা।"

অতঃপর মুক্তাদিগণ বলবেন–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"রাব্বানা লাক্বাল হামদ।"

সিজদাহ্‌র সুন্নাত সমূহ :

১। আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাওয়া।

২। প্রথমে উভয় হাঁটু জমিনে রাখা।

৩। দুই হাতের মাঝখানে মাথা রেখে সিজদাহ্ করা।

৪। পেট ও ঊরু পৃথক রাখা। তবে মহিলারা পেট ও ঊরু মিলিয়ে রাখবে।

৫। উভয় বাহু হতে পাঁজর পৃথক রাখা। তবে মহিলারা বাহু ও পাঁজর মিলিয়ে রাখবে।

৬। কঁনুইদ্বয়কে জমিন থেকে পৃথক রাখা। তবে মহিলারা কঁনুই জমিনে বিছিয়ে দিবে যাতে কোন ফাঁকা না থাকে।

৭। তিনবার এই তাসবিহ পাঠ করতে হয়–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।"

৮। সিজদাহ্ থেকে প্রথম কপাল, তারপর নাক, অতঃপর উভয় হাত, সর্বশেষে উভয় হাঁটু উঠাতে হয়।

৯। দুই সিজদাহ্‌র মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা।

তাশাহুদ-এ বসার সুন্নাত সমূহ :

১। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের আঙ্গুলগুলো বিছিয়ে তার ওপর বসা। তবে মহিলারা দুই পা ডান দিকে বিছিয়ে দিয়ে নিতম্ব জমিনের উপর রেখে বসা।

২। উভয় হাত ঊরুর উপর রাখা।

৩। তাশাহুদের মধ্যে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল লম্বা করে উঠানো এবং إِلَّا اللهُ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নামিয়ে স্বাভাবিক করা।

৪। শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা।

৫। দরূদ শরীফ পাঠ করার পর কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দবিশিষ্ট দু'আ মাসুরা পাঠ করা।

৬। উভয় দিকে (ডানে-বামে) সালাম ফিরানো।

৭। ডান দিক থেকে সালাম ফিরানো শুরু করা।

৮। ইমামের জন্য মুক্তাদি, ফিরিশতা ও নেককার জিনদের নিয়ত করা সুন্নাত।

৯। মুক্তাদির জন্য ইমাম, ফিরিশতা, নেককার জিন ও ডান-বামের মুক্তাদির নিয়ত করা।

১০। যিনি একাকী নামায আদায় করেন তিনি শুধু ফিরিশতাদের নিয়ত করা।

১১। মুক্তাদিগণ ইমামের সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফিরানো।

১২। দ্বিতীয় সালামের আওয়াজকে প্রথম সালামের আওয়াজের তুলনায় ছোট করা।

১৩। মাসবুক এর জন্য ইমামের ফারেগ হওয়ার অপেক্ষা করা।

ফরয নামাজের পর দু'আ :

১। সালাম ফিরানোর পর প্রথম একবার الله أكبر এবং তিনবার أَسْتَغْفِرُ اللهَ পাঠ করা সুন্নাত।

২। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাক্‌তা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরামি।"

৩। এরপর এই দু'আ পাঠ করবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আ'লা কুল্লি শায়ইন্ ক্বাদির।"

৪। তারপর এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আউযুবিকা মিন আন্ উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনিয়া ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, আয়াতুল কুরসী যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর পাঠ করবে তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌পাক হাজির থেকে আরামের সাথে রূহ কবজ করাবেন।– কাঞ্জুল উম্মাল

জুমার দিনের সুন্নাত সমূহ :

১। গোসল করা।

২। উত্তম পোশাক পরিধান করা।

৩। সকাল সকাল মসজিদে গমন করা।

৪। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।
৫। যথাসম্ভব ইমামের নিকটে বসার চেষ্টা করা। তবে কাউকে কষ্ট দিয়ে নয়।
৬। অনর্থক কথা বা কাজ না করা।
৭। মনযোগ দিয়ে খুৎবা শ্রবণ করা।
৮। তেল, আতর অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৯। সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।
১০। অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে ব্যক্তি জুমার দিনে সুরায়ে কাহাফ তিলাওয়াত করবে, তার জন্য আরশের নিচ থেকে আসমান বরাবর এক নূর জাহির করা হবে, যা কিয়ামতের অন্ধকারে তার কাজে আসবে। এবং এই জুমা থেকে নিয়ে পূর্ববর্তী জুমা পর্যন্ত (মাঝখানের) তার সকল (সগিরা) গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

খাওয়ার সুন্নাত সমূহ :

১। দস্তরখান বিছানো।
২। উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।
৩। বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা।
৪। ডান হাতে খাওয়া।
৫। সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি দ্বারা খাওয়া শুরু করা।
৬। সামনে থেকে খাওয়া।
৭। পরে যাওয়া খাদ্য তুলে খাওয়া।
৮। হেলান দিয়ে না খাওয়া।
৯। খাবারে দোষ-ত্রুটি না বলা।
১০। জুতা পরিধান করে না খাওয়া।
১১। উভয় পা খাড়া করে বসা অথবা এক পা খাড়া ও অন্য পা বিছিয়ে বসা।
১২। খাবারের বরতন (প্লেট) পরিস্কার করে খাওয়া।
১৩। আঙ্গুলসমূহ চেটে খাওয়া।
১৪। দস্তরখান উঠানোর পর নিজে উঠা।
১৫। উভয় হাত ধৌত করা।
১৬। কুলি করা।
১৭। সিরকা ব্যবহার করা।
১৮। গমের সাথে জব মিলিয়ে নেয়া।
১৯। গোশত খাওয়া।
২০। মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ করা।
২১। প্রতিবেশি কেউ ইন্তিকাল করলে তাদেরকে খাবার পাঠানো।

২২। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারিদ, গোশত, রুটি খেতেন, সকাল থেকে খেজুর, কিসমিস অথবা মধু মিশিয়ে রেখে দেয়া পানীয় রাতে খেতেন।

২৩। মাখন, পনির, মিঠাই, ঘি মাখা রুটি, দুধ, খেজুর, সারিদ, সিরকা, তরমুজ, শশা, খাশির পায়া, মোরগ, লাউ, জলপাই, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পছন্দের খাবার। তিনি স্বল্প আহার করতেন, ধীরে ধীরে খাদ্য গ্রহণ করতেন ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে একসাথে খাবার খেতেন।

২৪। খাওয়ার শুরুতে এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

بِسْمِ اللهِ وَ عَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

"বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ্।"– মুসতাদরাকে হাকিম

২৫। খাওয়ার শেষে এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আলহামদুলিল্লা হিল্লাজি আতআ'মানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন।"– আবু দাউদ শরীফ

২৬। কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ পাঠ করতেন–

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

"আকালা ত্বআমাকুমুল আবরারু ওয়া সল্লাত আলায়কুমুল মালাইকাতু ওয়া আফতরা ইনদাকুমুস্ সইমুনা।"– আবু দাউদ শরীফ

অথবা এই দু'আ পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

"আল্লাহুম্মা আতইম্মান্ আতআ'মানি ওয়াসক্বি মান্ সাক্বানি।"– মুসলিম শরীফ

২৭। দস্তরখান উঠানোর সময় এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا
مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا .

"আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরান ত্বইয়্যাবাম্ মুবারাকান্ ফি-হি গায়রা মাকফিও্ ওয়ালা মুওয়াদ্দাইও্ ওয়ালা মুসতাগনান্ আনহু রাব্বানা।"– বুখারী শরীফ

পানি পান করার সুন্নাত সমূহ :

১। ডান হাতে পান করা।

২। দাঁড়িয়ে পানি পান না করা।

৩। তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা।

৪। পাত্রের ভাঙ্গা দিক থেকে পান না করা।

৫। মশক, কলসী ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পান না করা।

৬। একাধিক লোককে পানি পান করাতে চাইলে ডান দিক থেকে শুরু করা আর নিজে সবার শেষে পান করা।

৭। পানি পান করার সময় এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

"আলহামদুলিল্লা হিল্লাজি সাক্বানা মায়ান্ আ'যবান্ ফুরাতান্ বিরাহমাতিহি ওয়ালাম ইয়াজআলহু মিলহান্ উজাজান্ বিযুনুবিনা।"– রূহুল মা'আনী

৮। দুধ পান করার সময় এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি ওয়াজিদনা মিনহু।"– আবু দাউদ শরীফ

ঘুমানোর সুন্নাত সমূহ :

১। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চট, চাটাই, কাপড়ের বিছানা, খালি জমিন, খাট, খাটিয়া ও চামড়ার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতেন।

২। ওযু সহ শয়ন করা।

৩। বিছানায় আসলে তিন বার ঝেড়ে নেয়া।

৪। শয়নের পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলে চারটি কাজ করবে–

ক) দরজা বন্ধ করা, খ) বাতি বন্ধ করা, গ) মশক বা কলসের মুখ বন্ধ করা, ঘ) পেয়ালা বা বরতন ঢেকে রাখা।

৫। ইশার নামাযের পর গল্প না করা।

৬। উভয় চোখে তিন শলাকা সুরমা ব্যবহার করা।

৭। শয়নের পূর্বে ৩৩ বার 'সুবহান-আল্লাহ্', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ্' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করা।

৮। ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করা।

৯। তিন বার ইস্তিগফার পাঠ করা।

১০। বিছানায় শয়ন করে এই দু'আ পাঠ করবে–

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

"বিসমিকা রব্বি ওয়াদ্ব'তু জানবি ওয়াবিকা ওয়ারফাউহু ইন আমসাকতা নাফসি ফাআগফিরলাহা ওয়াইন আরসালতাহা ফাহ্ফাজহা বিমা তাহফাজু বিহি ইবাদাকাস্ সালিহিনি।"– বুখারী শরীফ

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতে হবে–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى ـ

"আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।"– বুখারী শরীফ

চুলের সুন্নাত সমূহ :

১। কানের লতি বা তার চেয়ে কিছু নিচে পর্যন্ত লম্বা করে রাখা।

২। এক মুষ্ঠি পরিমাণ দাঁড়ি লম্বা করে রাখা এবং গোফ খাঁটো করে রাখা।

৩। নাভির নিচের পশম, বগলের চুল এবং নখ ইত্যাদি পরিস্কার রাখা। যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় পরিস্কার করা না হয় তবে গুনাহ্ হবে।

৪। মাথার চুল ধৌত করা, তেল মাখা এবং ডান দিক থেকে আঁচড়ানো সুন্নাত।

৫। আয়না দেখার সময় এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ .

"আল্লাহুম্মা আনতা হাস্সানতা খালকি ফাহাস্সিন খুলুকি।"– মিশকাত শরীফ

রোগী দেখার সুন্নাত সমূহ :

১। অসুখ হলে চিকিৎসা করা ও ঔষধ সেবন করা।

২। কালোজিরা ও মধু ব্যবহার করা।

৩। চিকিৎসকের কথা মান্য করা।

৪। রোগীর খোঁজখবর নেয়া।

৫। রোগী দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা।

৬। রোগীকে সর্বদা সান্তনা দেয়া।

৭। অসুস্থ ব্যক্তির নিকট এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

"লা-বা'সা ত্বহুরু ইনশা-আল্লাহ্।"

৮। রোগীর আরোগ্য কামনায় এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

"আসআলুল্লাহাল্ আজিমা রাব্বাল আ'রশিল্ আ'জিমি আইয়্যাশফিয়াকা।"– বুখারী শরীফ

মৃত্যু আসন্ন মুহূর্তে সুন্নাত সমূহ

১। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী মনে হলে মুখ কিবলার দিকে করে দিবে ও কানের কাছে নিচু স্বরে কালিমা পাঠ করবে এবং এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

"আল্লাম্মাগ ফিরলি ওয়ার্ হামনি ওয়া আলহিক্বনি বির্রাফিকীল্ আ'লা।"– তিরমিযী

২। রূহ ত্যাগ করার আলামত প্রকাশ হলে এই দু'আ পাঠ করতে হবে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ .

"আল্লাহুম্মা আয়্যিন্নি আ'লা গামারাতিল্ মাওতি ওয়াসাকারাতিল্ মাওতি।"– বুখারী শরীফ

৩। মৃত্যু হয়ে গেলে এই দু'আ পাঠ করতে হয়–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ط اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ
وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا .

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফ লি খায়রাম্ মিনহা।"– তিরমিযী শরীফ

৪। তখন চোখ বন্ধ করবে।

৫। দাফন-কাফন তাড়াতাড়ি শেষ করে 'বিসমিল্লাহ্' বলে লাশ খাটে উঠাবে।

৬। কবরে রাখার সময় এই দু'আ পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"– মিশকাত শরীফ

৭। পূর্ণভাবে বুক কিবলার দিকে করবে।

৮। মাইয়্যেতের আত্মীয়-স্বজন শোকগ্রস্ত ঘরের লোকজনকে খাবার দেয়া সুন্নাত।

৯। দাফনের পর মাইয়্যেতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দু'আ করা।

সফরের সুন্নাত সমূহ :

১। সফরে সঙ্গী থাকা।

২। বাহনে আরোহণের সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলে প্রথমে ডান পা রাখা।

৩। বাহনে স্থীর হয়ে বসে তিনবার الله أكبر বলা এবং এই দু'আ পাঠ করা–

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

"সুবহানাল্লাজি সাখ্খারালানা হাজা ওয়ামা কুন্নালাহু মুক্বরিনিনা ওয়াইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুনা।"– মুসলিম শরীফ

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করা–

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهُ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي
السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ
الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ .

"আল্লাহুম্মা হাওয়্যিন আ'লাইনা সাফারানা হাজা ওয়াআত্বওয়িআ'ন্না বা'দাহু। আল্লাহুম্মা আনতাস্ সাহিবু ফিস্ সাফারি ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিও্ ওয়া'সাইস্ সাফারি ওয়াকা বাতিল্ মানজারি ওয়া সুওইল্ মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি ওয়ালওয়ালাদি।"

৪। উঁচু স্থান অতিক্রমের সময় سُبْحَانَ اللّٰهِ বলা, উঁচু জায়গায় উঠার সময় الله أكبر বলা।

৫। গন্তব্যস্থলে পৌঁছলে প্রবেশের সময় এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ.

"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিহি।"– মিরকাত শরীফ

প্রবেশ করার পর এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَآ اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِ اَهْلِهَآ اِلَيْنَا .

"আল্লাহুম্মারজুকনা জানাহা ওয়া হাব্বাবনা ইলা আহলিহা ওয়া হাব্বিব্ সলিহি আহলিহা ইলায়না।"– মিরকাত শরীফ

৬। আগমনের খবর দেয়া।

৭। সফর থেকে ফিরে নিজ ঘরে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে দু'রাকাআত নামায আদায় করা। অতঃপর এই দু'আ পাঠ করবে–

آئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ .

"আ-ইবুনা তা-ইবুনা আ'বিদুনা লিরাব্বিনা হামিদুনা।"– মুসলিম শরীফ

বিবাহের সুন্নাত সমূহ :

১। বরকতময় সুন্নাত বিবাহ হলো যা সাদাসিধা, অতি লৌকিকতা এবং যৌতুক ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

২। নেককার পাত্র-পাত্রী সন্ধান, প্রস্তাব প্রেরণ এবং বিবাহের কথা প্রচার করা।

৩। সামর্থ অনুযায়ী মোহর নির্ধারণ করা।

৪। প্রথম রাতে নির্জনে যখন স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তখন স্ত্রীর কপালের চুল মুঠোয় ধরে এই দু'আ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَسَرِّمَا فِيْهَا

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসয়ালুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফিহা ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া সাররিমা ফিহা।"– আবু দাউদ শরীফ

৫। স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছা করলে এই দু'আ পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطٰنَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا .

"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়ত্বনা ওয়া জান্নিবিশ্ শায়ত্বনা মা-রাজাক্বতানা।"– বুখারী শরীফ

ওলিমা-বৌভাতের সুন্নাত সমূহ :

বাসর রাত যাপনের পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দরিদ্র ও প্রিয়জনদেরকে খাওয়ানো সুন্নাত। সামর্থ অনুযায়ী আপ্যায়ন করলে সুন্নাত আদায় হবে। অকল্যাণকর ও নিন্দনীয় সেই বৌভাত, যাতে শুধু ধনী ও দুনিয়াদারদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। আর গরীব, মিসকিন, অভাবী ও দীনদারদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়। প্রদর্শনী ও সুখ্যাতি লাভের জন্য অথবা লোকের প্রশংসা পাওয়ার আশায় যে ওলিমা করা হয় তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। বরং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি লাভের আশঙ্কাই বেশি।

দৈনন্দিন অজিফা

আমার (অধম লেখকের) মুর্শিদ কিবলার দৈনন্দিন অজিফা ও রুটিন

প্রাসঙ্গিক :

পাঠক বন্ধুরা! ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রসূলের এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।"– কুরআন (৪ঃ৫৯)

এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তা'য়ালা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও 'উলুল আমর' -এদের আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

'উলুল আমর' অর্থাৎ যারা আদেশ দানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। যারা আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিনিধি এবং মুর্শিদে কামিল, 'উলুল আমর' বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে। হয়তো এ রুটিনখানা দেখে আমরা জীবনে চলার পথে পথনির্দেশনা পেতে পারি, এ উসিলায় জীবনের গতি আল্লাহ্‌মুখী হতেও পারে, এ আশা নিয়েই উপস্থাপনা।

দৈনন্দিন অজিফা-রুটিন

[উদ্ধৃতি : লুকানো মানিক, ৫০-৫৪ পৃষ্ঠা]

আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত পালনার্থে (আমার) মুর্শিদ কিবলা [কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)] দাদা হুজুর কিবলা [মোজাদ্দেদে জামান হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রাঃ)] এর দেয়া অজিফা ও হাদীস শরীফ হতে বিভিন্ন দু'আ-দরূদ শরীফ, যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ইত্যাদি নিম্নরূপে নিয়মিত আদায় করেছেন–

১। তিনি সাধারণতঃ শীতকালে রাত ৩-৩০ মিঃ এর সময় ও গ্রীষ্মকালে রাত ৩:০০ টার সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন। নিদ্রা ত্যাগের পর পড়িতেন "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌নুশুর" (অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবিত করিবেন এবং তাহার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন)।

২। পবিত্রতা অর্জন পূর্বক তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িয়া অতঃপর এক পারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতেন।

৩। ফজরের নামায জামাতে আদায়পূর্বক নিম্নলিখিত দোয়া-দরূদ পড়িয়া ছোয়াব রেছানীর মোনাজাত করিতেন ঃ

ক) দরূপ শরীফ– ১১ বার

খ) আছতাগফিরুল্লাহাল্লাজী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়্যুম ওয়াতুবু ইলাইহে ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– ৩-১১ বার

গ) ছুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার– ৩ বার

ঘ) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহই ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া হাইউল লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদীর- ৩ বার।

ঙ) ছুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ছুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়া বিহামদিহি আছতাগফিরুল্লাহ- ৩ বার

চ) আয়াতুল কুরছি- ১ বার

ছ) আউজুবিল্লাহিছ ছামিইল আলীমি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম- ৩ বার পড়িয়া সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত- ১ বার

জ) সূরা ইখলাছ– ৩-১০ বার

ঝ) সূরা ফালাক- ১ বার

ঞ) সূরা নাছ- ১ বার

ট) সূরা বাকারার শেষ ২ আয়াত- ১ বার

ঠ) সূরা ফাতিহা- ১-৩ বার।

উপরোক্ত দোয়াসমূহের ফজিলত তিনি তাঁহার "আল্লাহ-প্রাপ্তির সোজা পথ" কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ছওয়াব রেছানীর মুনাজাত এইভাবে করিতেন ঃ

"ইয়া আল্লাহ, আমরা যাহা কিছু পড়িলাম-তাহা তোমার দরবারের উপযুক্তমত হয় নাই, ইহাতে অনেক ভুল-ত্রুটি হইয়াছে; উক্ত ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া উহা তোমার দরবারে কবুল করতঃ যাহা সওয়াব দিবা তাহা আমাদের প্রাণের রসূল সাইয়েদুল মুরছালিন, রহমাতুল্লিল আলামীন, সিরাজুম্মুনীরা, শাফেউল মুজনেবীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমাদে মুজতবা (সঃ)-এর রুহপাকের উপর হাদীয়া বকশীয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ আতে মুহাম্মাদানিল উসিলাতা ওয়াল ফাজিলাতা ওয়া আবআছহু মাকামাম্মাহমুদা নিল্লাজি ওয়াত্তাহু; ওয়া আরফা জিকরাহু ওয়া মুহাব্বাতাহু ওয়া দারাজাতাহু ফিল আউয়ালিনা ওয়াল আখেরীনা ওয়া ফিল মুস্তাফাইনাল আখইয়ার। এবং এই হাদীয়া হযরত (সঃ)-এর রওজা মোবারকে পৌঁছাইয়া দাও এবং তাহাকে আমাদের প্রতি খুশী করিয়া দাও এবং তাঁহার জিয়ারত, তাওয়াজ্জোহ ও দোয়া আমাদের নছিব কর এবং তাঁহার তাওয়াজ্জোহ ও জিয়ারতের বরকতে আমাদের মুর্দা কলবকে তোমার মহব্বতের নূর দ্বারা জিন্দা করিয়া দাও, আমাদের অন্ধ কলবকে চক্ষুষ্মান করতঃ আমাদের কাশ্‌ফ খুলিয়া দাও যদ্বারা নামাজে ও মোরাকাবায় তোমার সঙ্গে মিরাজ লাভ করিয়া প্রাণ ঠান্ডা করিতে পারি। তৎপর উহার ছওয়াব হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম, আজ্রাইল

আলাইহিস সালাম, মীকাইল আলাইহিস সালাম, ইস্রাফিল আলাইহিস সালাম, কেরামুন কাতেবীন, মুনকীর নকির আলাইহিস সালাম প্রভৃতি তোমার মালায়েকাতিল মুকররাবীন ও অন্যান্য সমস্ত মালায়েকাতগণের উপর বকশিয়া দিলাম। তৎপর তোমার সমস্ত মুরছালীন ও আম্বিয়াগণ খাছ করিয়া হযরত আদম আলাইহিস সালাম, নূহ আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, লুত আলাইহিস সালাম, ইসমাইল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম, মূছা আলাইহিস সালাম, হারুন আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আইউব আলাইহিস সালাম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, সোয়াইব আলাইহিস সালাম, সোলাইমান আলাইহিস সালাম, ইয়াছায়া আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম, ইউনুস আলাইহিস সালাম, ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, জাকারিয়া আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, দাউদ আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, ছালেহ আলাইহিস সালাম, ইলিয়াস আলাইহিস সালাম, জালকেফল আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য সমস্ত পয়গম্বরগণের আরওয়াহপাকে উহার ছওয়াব পৌঁছাইয়া দাও। তৎপর সারাজাহানের সমস্ত সিদ্দিক, শোহাদা, ছালেহীন, মু'মিন নর-নারী খাছ করিয়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), হযরত খাদীজা (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাসান-হুসাইন (রাঃ) এবং হযরত (সঃ)-এর বংশধর মু'মিনীনগণের আরওয়াপাকের উপর উক্ত ছাওয়াব পৌঁছাইয়া দাও। তৎপর তামাম আছহাবগণ, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের উপর, খাছ করিয়া হযরত গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রঃ), খাজা মাঈন উদ্দীন চিশতী (রঃ), বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রঃ), মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) ও আমার পীর সাহেব (আমাদের দাদা পীর) কুতুবুল আকতাব হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর আরওয়াপাকের উপর উক্ত ছাওয়াব পৌঁছাইয়া দাও। তৎপর মরহুম ইব্রাহীম কারী সাহেব, মাওলানা নেছার উদ্দীন আহমেদ সাহেব, চারি ইমাম খাছ করিয়া ইমাম আবু হানিফা, ইমাম গাজ্জালী, জোনায়েদ বোগদাদী, বায়েজীদ বোস্তামী, ইমাম জাফর সাদেক, হাসান বসরী, রাবেয়া বসরী, সূফী ফতেহ আলী (রঃ), সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ) খিজির আলাইহিস সালাম, আবুল হোসেন নূরী (রঃ), আবুল হোসেন খেরকানী, কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, নিজাম উদ্দীন আওলিয়া, ওয়ায়েছ করণী, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), শাহ ওলিউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও শাহজালাল (রঃ)-দের আরওয়াপাকে উক্ত ছওয়াব পৌঁছাইয়া দাও। তৎপর আমাদের সিলসিলার মৃত ও জীবিত সকল মুরীদ-মুরীদা পীরভাই, পীরবোন ও আমাদের বাপ-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ভাই-ভগ্নী, শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যাহারা তোমার ডাকে ঘর ছাড়িয়া কবরে শায়িত আছেন– তাহাদের সকলের উপর উহা বকশিয়া দিলাম। ইয়া আল্লাহ, উহাদের দোয়ার বরকতে হযরত (সঃ)-এর উছিলায় এবং তোমার খাছ রহমত দ্বারা আমাদের গত জীবনের সর্বপ্রকার পাপ মাফ করিয়া দাও, মৃত্যুর সময় ঈমানের

সহিত আমাদের সকলকে তোমার দরবারে উঠাইয়া লইও এবং মৃত্যুর পর আর আজাব করিও না।"

এর পর আল্লাহর দরবারে অন্যান্য মকছুদের জন্য প্রার্থনা করিতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যারা সানন্দে এ রুটিন পালন করবেন, তাদের কাছে সবিনয় নিবেদন আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সুফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর খেদমতে সওয়াব রেছানী করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

৪। ইহার পর চিশতীয়া ও কাদরীয়া তরীকার ইমামগণের নামে ১০০ বার করিয়া দরূদ শরীফসহ খতমে মুজাদ্দেদী যথা ঃ (ক) মুজাদ্দেদীয়া তরীকার দরূদ কলবে– ১০০ বার (খ) লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ কলব, রুহ, ছের, খফি ও আখফা লতিফায় প্রত্যেকটিতে ১০০ বার করিয়া মোট ৫০০ বার ও (গ) মুজাদ্দেদীয়া তরিকার দরূদ নফছে ১০০ বার পড়িতেন।

৫। ইহার পর কিছুক্ষণ এছমে জাত-এর জিকির ও নফি এছবাত জিকির করিতেন ও মুরাকাবা-মুশাহিদা করিতেন।

৬। এইভাবে ইশরাকের সময় হইলে ইশরাক নামাযান্তে সকালের নাস্তা খাইয়া ওয়াক্ত হইলে চাশতের নামায আদায় করিতেন। অতঃপর হালাল জীবিকা উপার্জনের জন্য চাকুরী ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ-কর্মে রত হইতেন। সুযোগ ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই সময়ে ইলম চর্চা, গবেষণা, কিতাবাদি লেখা, সর্বসাধারণের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো, মুরীদগণকে তালিম-তাওয়াজ্জোহ প্রদান এবং তাহাদের ও আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজন মিটানোর কাজেও নিয়োজিত হইতেন।

৭। বাদ মাগরিব ছয় রাকআত আউয়াবীন নামায পড়িয়া ছওয়াব রেছানী করতঃ জিকির আজকার মুরাকাবা-মুশাহিদাহ করিতেন এবং মুরীদগণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে নিয়া হালকায়ে জিকির ও তালিম-তাওয়াজ্জোহের মজলিশ করিতেন।

৮। বাদ এশা চারি রাকআত তাহাজ্জুদ ও বিতির নামাজ পড়িয়া নিম্নলিখিত দুরূদসমূহ পাঠ করিতেন ঃ

ক) চিশতীয়া তরিকার অজিফা অনুযায়ী ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়িল উম্মিয়ি ওয়া আলিহী ওয়া ছাল্লিম"– ১০০ বার।

খ) কাদেরীয়া তরিকার অজিফা অনুযায়ী ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্মাদানিল জুদি ওয়াল কারামি ওয়া আলিহি ওয়া ছাল্লিম।" –১০০ বার।

গ) মোজাজেদ্দীয়া তরীকার অজিফা অনুযায়ী ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিউ অছিলাতি ইলাইকা ওয়া-আলিহি ওয়াছাল্লিম।" – ৫০০ বার।

ইহা ব্যতীত তিনি পাঁচওয়াক্ত নামাযের পর ৩৩ বার 'ছুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুল্লিহ', ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' এবং শেষে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর' নিয়মিত পাঠ করিতেন। হাদীসে আছে যে, এই আমল করিলে সমস্ত পাপ মাফ হইয়া যাইবে, যদি উহা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অসংখ্যও হয়। পাঁচ ওয়াক্তে ১০০ বার করিয়া নিম্নোক্ত তসবিহ নিয়মিত আদায় করিতেন ঃ

(ক) ফজরে 'হুয়াল হাইউল কাইউম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

(খ) যোহরে 'হুয়াল আলীউল আযীম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) চির-উন্নত, অতি মহান।

(গ) আসরে 'হুয়ার রাহমানুর রাহীম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) করুণাময়, অতীব দয়ালু।

(ঘ) মাগরিবে 'হুয়াল গাফুরুর রাহীম'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

(ঙ) এশায় 'হুয়াল লাতিফুল খাবীর'
অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ) সূক্ষ্ম বিষয় অবগত, গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাত।

হযরত মুর্শিদ কেবলা সকল ওয়াক্তেই ফরজ নামাযের পরপরই আয়াতুল কুরসী পড়িতেন এবং সকলকে এইরূপ আমল করিতে তাগিদ দিতেন। তিনি এই হাদীস বর্ণনা করিতেন– হযরত (সঃ) বলিয়াছেন, "যে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসী পড়িবে, তাহার মৃত্যুর সময় আল্লাহপাক হাজির থাকিয়া আরামের সহিত তাহার জান কবজ করাইবেন।" – (কানজুল উম্মাল)। তিনি বাদ ফজর ও বাদ আছর 'আউযুবিল্লাহিছ ছামিইল আলিমি মিনাশ্ শাইতানির রাজিম'– ৩ বার পড়িয়া সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত একবার পড়িতেন। সাধাণতঃ ফজরে এবং আছরে ফরজ নামাজের পরে দীর্ঘ মুনাজাত করিতেন কিন্তু যোহর, মাগরিব ও এশার ফরজ নামাজের পর সংক্ষিপ্ত মুনাজাত করিতেন। মাগরিবের ফরজ নামাজের পর অধিকাংশ সময় এই মুনাজাত করিতেন– 'আল্লাহুম্মা আনতাচ্ছালাম ওয়া মিনকাছ ছালাম ওয়া ইলাইকা ইয়ারজিউছ ছালাম, রব্বানা হাইয়েনা বিছ্ছালাম ওয়া তাওয়াফ্ফানা মায়াছ ছালাম ওয়া আদখিলনা দারাকা দারাছ ছালাম, তাবারকতা রব্বানা ওয়াতা আলাইতা ইয়াজাল জালালি অল ইকরাম।'

আমর মুর্শিদ কেবলা- এমনিভাবে শেষ জীবন পর্যন্ত পরকালীন নেক আমল ও পার্থিব জীবনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে পরম বন্ধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করে তাঁরই সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর মর্মস্পর্শী বাণী ও মুনাজাত

[উদ্ধৃতি ঃ লুকানো মানিক]

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কুরআন শরীফের আয়াত মন্থন করে সারমর্মে বাণী ও মুনাজাত উপহার দিয়েছেন ঃ

"আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্"

[৬ × ৩ = ১৮ বার ছয় লতিফায় যিকিরের সাথে নিম্নের প্রতিটি পঙক্তি পাঠ করবেন]

কুরআন শরীফের আয়াতের সারমর্মে আল্লাহ্ প্রেমের বাণী

১। ওরে ইনসান! অতি ভালবাসি,
সৃষ্টির সেরা তোরে সৃজিল যে জন;
কিসের মোহে ভুলিয়া রহিলি তাঁহারে,
মাখিলে না হৃদয়ে তাঁর প্রেমের চন্দন।– কুরআন (৮২ঃ৬-৮)

২। ভালবাসতে পার যারে চায় মন,
কিন্তু তাকে ছেড়ে তোমার হবে রে মরণ;
আল্লাহই তোমার একমাত্র প্রিয়জন,
যিনি সদা আছেন কাছে মরেন না কখন।– কুরআন (২৫ঃ৫৮)

৩। স্বার্থপর ভালবাসা দুনিয়ার সবার,
আল্লাহই শুধু নিঃস্বার্থ প্রেমময়;
তাঁর মত আর কেহ তোর,
এত বেশী আপনার নয়।– কুরআন (১ঃ১, ৬ঃ১৪)

৪। শিশু যখন মাকে ডাকে,
জানেনা সে অন্য কাকে;
সুখে দুঃখে 'মা' 'মা' ডাকে,
থাকে সদা মায়ের ধ্যানে। – কুরআন (২ঃ২১৬)

৫। তিনি ছাড়া আর সব হয়ে যাবে ফান,
বেলা যায় ডাক তাঁকে ছাড় সব টান।
বলেন তিনি দিব সাড়া ইযা দা'য়ান।
সদা আছি কাছে ভক্ত যে মোর প্রাণ।
– কুরআন (৫৫ঃ২৭), (২ঃ১৮৬)

৬। জাগো জাগো হে আশেক, কত হে ঘুমাও?
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেন মাওলাকে হারাও?– কুরআন (৭৪ঃ১-৭)

৭। যেখানেই থাকিস না তুই,
আল্লাহ তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকে;
মায়ের অধিক স্নেহে তোরে,
সদা তাঁর চোখে চোখে রাখে।– কুরআন (৫৭ঃ৪)

৮। জ্বললো ইব্রাহীম, জ্বললো ইসমাইল,
মনসুর জ্বলেও হয় গত;
প্রেম আগুনে জ্বলেছে মূসা
আর জ্বলেছে তুর শত।– কুরআন (২১ঃ৬৯, ৩৭ঃ২, ৭ঃ১৪৩)

৯। কায়া? সে তো খোলস বন্ধু,
তাইতো পুরে হইলো ছাই।
আত্মাটুকু মাওলার নূর
পুড়তে বাকী রইল তাই।– কুরআন (২৮ঃ৮৮, ১৫ঃ২৯, ৩ঃ১৬৯)

১০। হায় পতঙ্গ! জ্বললি কতই!
অগ্নি কি তোর আপন জন?
বলতো শুনি কেমন মধুর,
সেই সাকীটির আলিঙ্গন?– কুরআন (৩ঃ১৪২, ৮৪ঃ৬)

১১। আয় গো প্রিয়া দীন কুটিরে,
কাটলো কতই যুগান্তর;
দেহ-মনো রাখছি পেতে,
রাখ না চরণ তা'র উপর।– কুরআন (৭ঃ১৪৩)

১২। পরশ তোমায় যায় না করা,
প্রেম ফাঁদে সর্বদেহে দিলে ধরা,
এ আনন্দ যে সবার বাড়া,
করুণায় তব আমি আত্মহারা।– কুরআন (৫৭ঃ৪)

১৩। আজ যে সখা, পড়লো বাঁধন,
বিনা সুতে দুই পরাণ;
কেই বা আমি কেই বা তুমি
নাইকো তাহার ভেদ নিশান।– কুরআন (২৮ঃ৮৮, ৫ঃ৫৪)

১৪। হতেম যদি বাদশা আমি,
এর চেয়ে কি সুখের হতো?
তোমার রূপের এই যে আলো,
চাঁদ হতেও উজ্জ্বল কত!– মিশকাত শরীফ

১৫। আল্লাহ-প্রেমে যদি সরস থাকে,
হৃদয় আমার দিবস-যামী;
বিশ্বজগৎ হোক না তাদের
একটি কণাও চাইনে আমি।– কুরআন (৩৯ঃ৩৬)

১৬। আলতা কোথায় খুঁজিস সখী
পাগল জানে তাহার দেশ,
কলিজা ছ্যাঁচা খুন যে আমার
তোর চরণে মানায় বেশ।– কুরআন (২৯ঃ২)

১৭। হাওয়ার সনে পাখীর গানে,
বিজন বনে তুমি কোথায় হে নূর,
দাওগো দেখা প্রাণ সখা,
চুমি যুগল পদ-মধুর।– কুরআন (৭ঃ১৪৩)

১৮। টুন-টুনা-টুন বাজলো যে তিন
হাঁকছে ঘড়ি রাত্রি কাল;
জাগরে পাগল, ধর পেয়ালা,
সই পেতেছে সরাব জাল।– কুরআন (৭৩ঃ১-৪)

১৯। দিনের বেলায় তোর নানা ঝামেলা,
ডাক তাঁকে মনোপ্রাণে রাতে নিরালা,
দিল-আয়নাতে চেয়ে দ্যাখ
তোর তরে বিভু একেলা।
– কুরআন (৭৩ঃ৮, ৩২ঃ১৬-১৭) ও বায়হাকী শরীফ

২০। ভাবনু মনে ছুটবো বনে,
ছিড়বো সকল মায়ার জাল;
বন কুসুমে খেলবো মোরা
লোক নয়নের অন্তরাল।– কুরআন (৯৪ঃ৭-৮)

২১। জোড়া জোড়া সকল জিনিস হয়েছে সৃজন,
তোর রুহুর জোড়া কে, তা ভাবছ কি কখন?
আল্লাহ ছাড়া রুহুর সাথী নাহি কোনজন,
তাঁর কাছে চলে যা, শান্তিময় হবেরে জীবন।
– কুরআন (৫১ঃ৪৯-৫০)

২২। আল্লাহ-প্রেমে জন্মরে তোর,
প্রেম সাগরে সবার বাস;
ডুবতে আজি তাঁর প্রেমেতে,
হয় না কি তোর মনের আশ?
– কুরআন (১৫ঃ২৯, ৭ঃ১৫৬, ৫৭ঃ১৬)

২৩। আল্লাহ প্রেমে এথায় আসা,
তাঁর প্রেমেই ফের গমন;
এ প্রেম নেশাটি টুটবে যে দিন,
সে দিন হবে তোর মরণ।– কুরআন (৩০ঃ৩০)

২৪। প্রশংসাও চাইনে আমি
ভয় করি না দুর্নামে;
বেহেশত লোভে হইনি পাগল,
ডুবিয়ে রাখ মাওলা মোদেরে তোমার প্রেমে।– কুরআন (৫ঃ৫৪)

২৫। পরহিতে হাসিমুখে জীবন বিলায়ে দাও,
প্রেমের বন্ধনে, পরকে আপনার করিয়া নাও;
এথায় আসিলে যবে, কাঁদিলে তুমি, হাসিল সবে,
ফিরিবে যবে, হাসিবে তুমি, বিরহে তোমার কাঁদিবে সবে।
– কুরআন (৪১ঃ৩৪, ২৯ঃ৫) ও তিরমিযী শরীফ

২৬। ওপার হতে বন্ধু মোরে ডাকছে নানা ছলে,
তোদের ছেড়ে নিজ দেশেতে যাব এবার চলে;
তোরাও তারে রহিসনারে ভুলে,
প্রেম-কিস্তিতে পার হয়ে যা আশার বাদাম তুলে।

২৭। দে সঁপিয়ে দে আপনা পরাণ,
প্রাণ-প্রিয়ার চরণ পর,
প্রেম-কিস্তিতে পার হয়ে যা,
যেথায় রে তোর আপন ঘর।– কুরআন (৮৯ঃ২৭-৩০)

২৮। আমি যাইব, যাইব গো আল্লাহ, তোমারি সঙ্গে
তুমি ছাড়া মম মন আর নাহি কিছু মাঙ্গে;
প্রাণ-প্রিয়া বিরহে তব প্রাণ যে আমার জ্বলে,
সবাইকে ছেড়ে তোমার কাছে যাব এবার চলে।

২৯।এবার আঁচল ছাড়ব নাকো,
কেউ বাছাড়ে প্রিয়ার হাত;
চির-বসন্তময় দারুচ্ছালামে
নিতেই হবে তোমার সাথ।

৩০। দুনিয়ার মজাও বেশ হয়েছে,
চাইনা কিছু, চাইনা আর;
তোমার চরণে চুমুক দিয়ে,
হয় যেন মোর দম-কাবার।– কুরআন (৩৫ঃ৫৪, ৬৮ঃ৪২)

কুরআন শরীফের আয়াতের সারমর্মে মুনাজত

সকল দুয়ার হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
সকলের কাছে নিরাশ হইয়া,
তোমার রহমতের দুয়ারে আমরা এসেছি ফিরিয়া।
আমরা যে তোমার দুর্বল বান্দা গুনাহগার,
আমাদেরে শাস্তি দিয়া কি লাভ হইবে তোমার?
যদিও মোদের পাপ শুধু সার,
তবু আশা হে প্রভু, তুমি তো গাফফার;
তোমার দুয়ার ছাড়া কোথা যাব আর,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, মোদের পাপ সবাকার।
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

কত যে আঘাত লেগেছে গায়,
কত যে পাপের কাঁটা ফুটেছে পায়;
এসে অবেলায় অপরাধী হায়, জীবন সন্ধ্যায়,
আল্লাহরে, তোমার রহমতের দুয়ারে আমরা বসিয়া রয়েছি।
লহ লহ প্রভু জীবনের ভার,
হৃদয় স্বামী-প্রাণ হে আমার।
কি আছে মোদের, কি দিব তোমায়,
দীনতা, হীনতা আর পাপের বোঝা এনেছি।
লহ লহ প্রভু জীবনের ভার'
হৃদয় স্বামী প্রাণ হে আমার;
কি আছে মোদের কি দিব তোমায়,
দীনতা, হীনতা আর অশ্রুসিক্ত মরম-বেদনা অর্ঘ্য ভরে এনেছি।
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)
আমি যে তোমার, তুমি যে আমার,
সকলের চেয়ে হও আপনার।
অন্য সবারি প্রেম শুধু ধোঁকাময়,
ঈমানের এই নূর জ্বেলে দাও হৃদয়ে সবার।
স্বার্থপর ভালবাসা দুনিয়ার সবার,
আল্লাহরে, তুমিই শুধু নিঃস্বার্থ প্রেমময়;
তোমার মত কেহ মোদের এত বেশি আপনার নয়।

তোমার মত আপনার, হে আল্লাহ, নাহি কোন জন,
তুমি মোদের জানের জান, পরাণের পরাণ;
তুমি বিনে বৃথাই মোদের এই মানব জীবন।
দাওগো দেখা প্রাণ সখা, শান্ত কর মোদের মন।
প্রাণ প্রিয়া, বিরহে তোমার প্রাণ যে মোদের জ্বলে,
সবাকে ছাড়িয়া একদিন একেলা, তোমার কাছে যাব মোরা চলে
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

বাড়ীঘর ছাড়ি যারা গেল যে কবরে,
আর তো কখনো তারা এলোনারে ফিরে;
আমরাও একবার শুইলে কবরে,
পারিব না কভু আর ঘরে ফিরিবারে।
তুমি মোদেরে কত যে বাসিছ ভাল, কিছু না জানিতে পাই,
যখনি যা প্রয়োজন তখনই দিতেছ তাই।
নাহি চাও প্রতিদান, নাহি কর কোন আশা;
আল্লাহরে, তুমি তোদেরে নীরবে, নিঃস্বার্থভাবে বাসিছ ভাল
ধন্য তোমার ভালবাসা।
কি আর চাহিব আল্লাহ তোমার চরণতলে,
তুমি যার সে আর কি চাহিবে ভূ-মন্ডলে।
এইমাত্র ভিক্ষা মাগি, হে আল্লাহ, আমরা যখন যেভাবে থাকি,
তুমিই মোদের প্রাণের প্রাণ– তাই সদা যেন মনে রাখি।
দুনিয়ার মজাও বেশ হয়েছে চাইনা কিছু, চাইনা আর;
তোমার চরণে চুমুক দিয়ে হয় যেন মোদের দমকাবার।
ইয়া মাওলা, ইয়া মাওলা, ইয়া মাওলা হে আমার,
তোমার এই মধুর নামটি জপতে জপতে, হয় যেন মোদের দমকাবার।
আল্লাহ্-আল্লাহ্-আল্লাহ্, আল্লাহ্-আল্লাহ-আল্লাহ্। – ৩ বার (ঐ)

বরকত

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর
মুবারক হস্তলিপি–

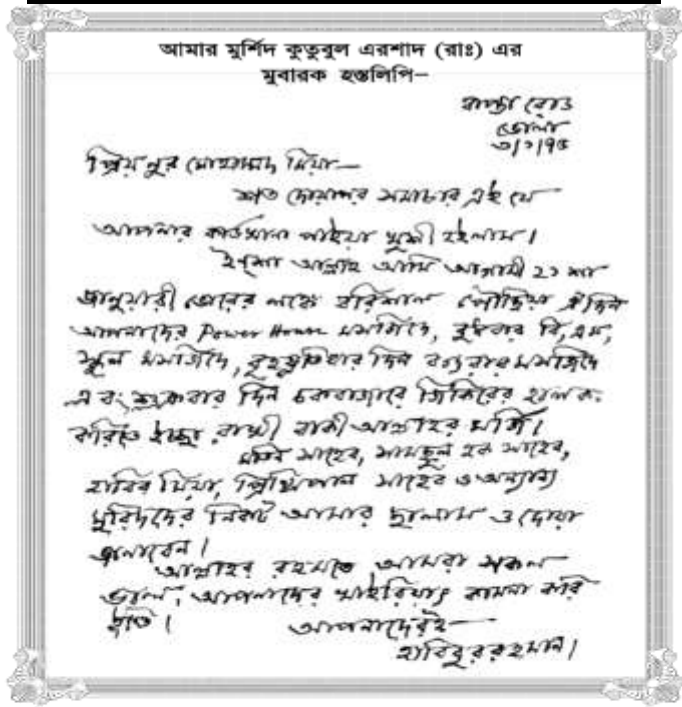

আমার মুর্শিদ আমতলীর হযরত পীর সাহেব (রঃ) এর
মুবারক হস্তলিপি–

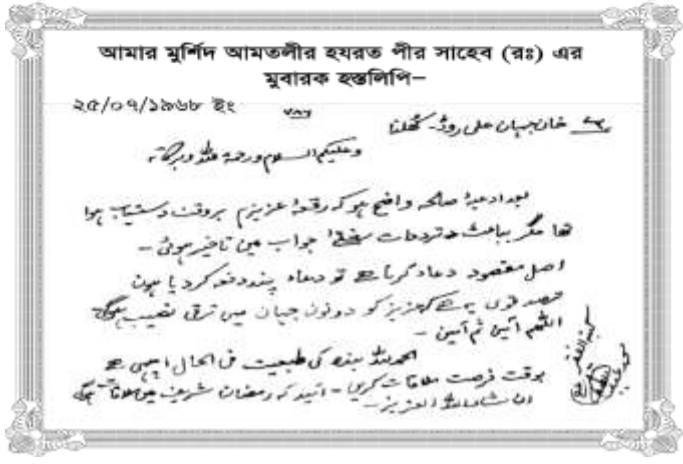

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

যে কথা মনে দোলা দেয়

কিতাব প্রসঙ্গে কিছু কথা ঃ

অধম দু-এক কলম লিখতে পারবো কখনো ভাবিনি। কুরআন ও হাদীস শরীফের অমূল্য বাণীসমূহ সংকলন করে পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করার সাহস কখনো হয়নি। একসময় মনে হলো– সদকায় জারিয়া হিসাবে কুরআন ও হাদীস শরীফের কিছু কথা যদি মুসলমান ভাই-বোনদের খিদমতে রেখে যেতে পারি তাহলে হয়তো আখিরাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা এর উসিলায় আমাকে ক্ষমা করবেন। এরই মধ্যে ০৩/০৭/২০১০ইং তারিখে আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ ইমামুত তরীকাত হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) স্বপ্নে দেখা দিয়ে বুকের সঙ্গে বুক মিশিয়ে, চেহারার সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে অনেকক্ষণ তাওয়াজ্জোহ্ দান করেন। এরপর থেকেই অধম কিছু লেখার ভাব ও ভাষা খুঁজে পাই এবং সাহসও পাই। আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ রহমত, প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরেনজর এবং মুর্শিদে কামিল কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর তাওয়াজ্জোহ্র উসিলায় এ পর্যন্ত অত্র কিতাবসহ ছয় খানা কিতাব লেখার সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। আরও কিছু লেখার আশা করছি। আল্লাহ্ তা'য়ালা যেন আমার ইচ্ছা পূরণ করেন। আমিন।

১। হাজ্জু বাইতিল্লাহ্, যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ

প্রথমে হজ্জ ও উমরাহ্ পালনের নিয়ম ও বিধান নিয়ে কিছু লেখা শুরু করি। কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীদের সার্বিক সহযোগিতায় পান্ডুলিপি প্রস্তুত ও কম্পোজ শেষ হলো। কিন্তু যে কোন কিছু পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'নাম' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ 'নাম' এর মাধ্যমে একটি বিষয়ের পরিচয় তথা সার্বিক দিক ফুটে উঠে এবং 'নাম' এর কারণেই একটি কিতাব পাঠকের নিকট সমাদৃত হয়। হজ্জ ও উমরাহ্ বিষয়ে লেখা কিতাবের নাম কি হতে পারে, এ নিয়ে চিন্তাও করি নাই। কিতাবের ভূমিকা লেখার সময় আমার কাশ্ফ হলো– 'হাজ্জু বাইতিল্লাহ্-যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' হবে কিতাবের নাম।

শোক্রিয়া আদায় করছি, মক্কা-মুয়ায্যামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় পবিত্র হজ্জ সম্পাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে বাইতুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ ও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিয়ারত। মূল বিষয় নিয়েই এমন একটা নাম হতে পারে তা আমার জ্ঞানে ছিল না। আলহামদুলিল্লাহ্। তাই এ নামেই কিতাবখানা ছাপা ও প্রকাশ করা হয়েছে।

২। হাজ্জু বাইতিল্লাহ্-যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দু'আ-কালাম ও দরূদ-সালাম' ঃ

"হাজ্জু বাইতিল্লাহ্-যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" পূর্বে কিতাবখানা বড় আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য ছিল– হাজী ভাই-বোনদের খিদমত করা। কিন্তু কিতাবের আকার বড় হওয়ায় হজ্জ ও উমরাহ্র সময় সঙ্গে রাখা কষ্টকর। পরবর্তীতে পাঠকদের অনুরোধে, হজ্জের সফরে- তাওয়াফ ও সাঈ'র সময় সঙ্গে রাখা ও পাঠ করার সুবিধার কথা ভেবে কিতাবখানা সংক্ষিপ্ত আকারে শুধুমাত্র হজ্জের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ, দু'আ-কালাম ও দরূদ-সালাম একত্রিত করে পুনরায় ছোট আকারে 'হাজ্জু বাইতিল্লাহ্-যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দু'আ-কালাম ও দরূদ সালাম' নামে ছাপানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

৩। সুলূকুল মু'মিনীন-মু'মিনের উন্নতির সোপান ঃ

ইবাদত-বন্দেগী, আচার-আচরণ ইত্যাদি তথা জীবনের সার্বিক বিষয়ে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়, বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে মুসলমান ভাই-বোনদের সার্বিক আমলযোগ্য সহজতর একটি কিতাব রচনা করাই এ কিতাব লেখার মূল উদ্দেশ্য।

পান্ডুলিপি এবং কম্পোজ প্রায় শেষ, ২১/০৯/২০১১ইং তারিখে চাশত্ নামাযরত অবস্থায় নির্দেশ হলো– "সুলূকুল মু'মিনীন্" হবে কিতাবের নাম এবং কিতাবের শুরুতে শিরোনামে লিখতে হবে ২ঃ১৯৫ নং আয়াতে কারীমা। ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়ে লেখা একটি কিতাবের এমন গঠনমূলক নাম হতে পারে তা কখনো ভাবি নাই। আলহামদুলিল্লাহ্, নির্দেশনা অনুসারে এ কিতাবখানা ছাপাতে ও প্রকাশ করতে আল্লাহ্ তাওফিক দান করেছেন।

৪। সুলূকুল মু'মিনীন-মু'মিনের উন্নতির সোপান–অজিফা ঃ

"সুলূকুল মু'মিনীন" কিতাবটি পূর্বে বর্ধিত কলেবরে ছাপা হয়েছে। পাঠকদের অনুরোধে, সফরের সময় সঙ্গে রাখা ও পাঠ করার সুবিধার কথা ভেবে কিতাবটি সংক্ষিপ্ত আকারে শুধুমাত্র 'অজিফা'সমূহ একত্রিত করে পুনরায় ছাপানো হলো।

কিতাবগুলো সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে ছাপাতে ও প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে শোকরিয়া জানাই। বিভিন্ন মাধ্যমে এ কিতাবগুলো প্রসঙ্গে সুখবর এসেছে। মোটকথা কিতাবগুলো রচনায় প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ রহমত, প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরীনজর এবং মুর্শিদ কিবলা (রাঃ) এর দু'আ ও সমর্থন পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

৫। সিরাজাম্ মুনীরা দীপ্তিমান আলো (ইসলামী জীবন) ঃ

পরম বন্ধু মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তোষ লাভ ও প্রিয় নবী (দ) এর অনুসরণের মাধ্যমে তার প্রেম-ভালবাসা অর্জনের জন্য ফরয ইবাদতের পাশা-পাশি সুন্নাত, মুস্তাহাব নফল ইত্যাদি ইবাদাতের বিষয় জানা ও আমল কারার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা ও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের জন্য কুরআন ও হাদীস শরীফের সাম্যক ইলম থাকা জরুরী, বহু দিনের এ লালিত কামনা পূরণের জন্য আমার অত্র কিতাব রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস। আলহামদুল্লিাহ! ২৭/০৭/২০১১ ইং তারিখ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার সেই কিতাবের নাম "সিরাজাম মুনিরা-দীপ্তিমান আলো।" ২৭/১০/২০১২ ইং সনের পবিত্র হজ্ব সম্পাদনের পর কাবা শরীফে ইশার জামাতে নামাযের মধ্যে কাশফ হলো সিরাজাম মুনিরা কিতাবের কভার পৃষ্ঠায় লিখতে হবে

وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"(হে নবী, আপনাকে) আল্লাহ্র দিকে তাঁর অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী এবং আলো প্রজ্জ্বলনকারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।" (কুরআন ৩৩ঃ৪৬)।

২৫/৪/২০১৪ তারিখে ইশার নামাযে কাশ্ফ হলো- "হাদীসে জিব্রাঈল" নিয়েই সিরাজাম মুনিরা শুরু করো (অর্থাৎ পরিচ্ছদ হিসাবে সাজাও)"।

এ বরকতপূর্ণ নির্দেশকে সামনে রেখে কিতাবখানা সুসম্পন্ন করার আল্লাহ তাওফিক দিলেন।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরে নজর ও আমার মুর্শিদ কেবলার তাওয়াজ্জাহ-র বরকতে এ কিতাবখানা ছাপানো হলো। মালিক মাওলায়ে কারীম, নগন্য গোলামকে এ খেদমত আনজাম দেওয়ার সুযোগ দিলেন- লাখো-কোটিবার শুকরিয়া আলহামদুল্লিাহ, তিনি মনজুর করুন। আমীন।

⊙ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ⊙

⊙ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ⊙

লেখক পরিচিতি

লেখক নুর মোহাম্মাদ শেখ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানার অন্তর্গত খালকুলিয়া গ্রামে ইং ১৯৪৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মরহুম ক্বারী আবদুল গণি সাহেব এবং মাতা- সাহেবানী জহোরা খাতুন। তিনি মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জীবনে অধিকাংশ ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি শর্ষিণা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬৯ইং সালে এম.এম. (হাদীস) প্রথম বিভাগে পাশ করেন। এরপর বরিশাল বি.এম. কলেজ হতে বি.এ. (অনার্স)-এ ১৩তম স্থান এবং এম.এ. ডিগ্রীতে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে কয়েক বছর বরিশাল চরকাউয়া আহমাদীয়া সিনিয়ার (ডিগ্রি) মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল, আমানতগঞ্জ পাওয়ার হাউস সংলগ্ন জামে মসজিদের ইমাম এবং ঢাকায় হাবীবনগরে দারুল হাবীব খানকা শরীফ জামে মসজিদে সুদীর্ঘ সময় খতিব হিসাবে খেদমত করার তাকে আল্লাহ্ তা'আলা তৌফিক দিয়েছেন।

২০০৩ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে বর্তমানে দেশের স্বনামধন্য রিয়েল এষ্টেট কোম্পানী দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ এ কর্মরত আছেন।

চাকুরীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খেদমত, রেডিও বাংলাদেশ (বাংলাদেশ বেতার) এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং আবুজর গিফারী কলেজ, ঢাকায়ও কিছুদিন অধ্যাপনায় রত ছিলেন।

তরীকত জীবন

লেখকের তৃতীয় শ্রেণী হতে মুনাজাত ছিল "আল্লাহ্ আমাকে ফুরফুরা মিলিয়ে দিও"। আল্লাহ্ মেহেরবান, এ মুনাজাত কবুল করেছেন। ফুরফুরা শরীফের কুতুবুল আকতাব মোজাদ্দেদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর খলিফা বাগেরহাট জেলার আমতলীর হযরত মাওলানা শাহ্সূফী আবদুল লতিফ সাহেব (রহঃ) ১৯৬৫ সালে নিজেই অধীর আগ্রহে বলেন– "আমি চাই তুমি আমার কাছে বয়াত হও"। তিনি পীর সাহেব কেবলার এ আদেশ পালন করেন। হুজুর হাতে হাত ধরে বয়াত করান। কিন্তু লেখা-পড়ায় ব্যস্ত থাকার কারণে তাঁর নিকট থেকে সে রকম ছবক আদায়ের সুযোগ পান নাই। ১৯৭০ ইং সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হযরত পীর সাহেব কেবলা জান্নাতবাসী হন।

পীরহারা ইয়াতীম হয়ে লেখক পাগলের মত হক্কানী পীরের সন্ধান করতে থাকেন। মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী সন্ধান পেলেন কুতুবুল এরশাদ, কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, মুহাম্মাদীয়া তরীকার ইমাম হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)'র। প্রথমে তাঁর সাথে স্বপ্নে দেখা হয়। পরে ১৯৭০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর ভোলায় দারুল হাবিব খানকা শরীফে বয়াত হন। হযরত মুর্শিদ কেবলার নেক নজর ও তাওয়াজ্জোহ্র বরকতে চিশ্তীয়া, ক্বাদরিয়া, নক্শবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মাদীয়া তরীকার ছবক শেষ করেন এবং কুরআন শরীফের ১১৪ সূরার ছবক আদায় করেন।

হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) ১৩/০৪/১৯৭৪ ইং সনে তাকে লিখিত খিলাফত দান করেন এবং ০৩/০৭/২০১০ ইং তারিখে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বুকের সঙ্গে বুক মিলিয়ে চেহারার সাথে চেহারা মিলিয়ে অনেকক্ষণ তাওয়াজ্জোহ্ দান করে বলেন– "ইহাই হাকিকী খেলাফত"। তার মনে আল্লাহ উদয় করিয়ে দেন ইহাই "বাতেনী খেলাফত"। আমতলীর মরহুম হযরত পীর সাহেব কেবলা (রঃ) ইন্তেকালের পরে তাকে স্বপ্নযোগে ০৬/০৭/১৯৭৪ইং তারিখে খেলাফত দান করেন। উল্লেখ্য যে, হযরত কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) হতে খেলাফত প্রাপ্তির পর আমতলীর মরহুম পীর সাহেব কেবলা (রঃ) স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন– "আমিও তোমাকে খেলাফত দিলাম।"

কুতুবুল এরশাদ কুতুবুল আলম, মোজাদ্দেদে জামান, মুহাম্মাদীয়া তরীকার ইমাম হযরত পীর সাহেব কেবলা (রাঃ) ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০১ইং সনে জান্নাতবাসী হন। এরপর গদ্দিনশীন পীর সাহেব কেবলা কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী অদুদুর রহমান (মাঃ আঃ) এর খেদমতেও বয়াত হন। তাঁর দোয়া ও নজরের বরকতে অদ্যাবধি সাধ্যমত সেল্‌সেলার খেদমত আনজাম দিয়ে আসছেন।

লেখকের নিজ গ্রাম- খালকুলিয়ায় (বাগেরহাটে) মরহুম কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর নির্দেশে ও শুভাগমনে ১৯৭১ সাল হতে জিকির হালকা, মাসিক প্রোগ্রাম, বাৎসরিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কুতুবুল এরশাদের রুহানী নজর, গদ্দিনশীন পীর সাহেব কেবলার প্রচেষ্টা এবং তার পীর ভাইদের সার্বিক যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাগেরহাটে "দারুল হাবিব খানকা শরীফ"। তার মুনাজাত "মুর্শিদদ্বয়ের খাছ দোয়ার বরকতে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ এই খানকা শরীফ কায়েম রাখুন"। আমিন। তার স্ত্রী রওশন আরা আঁখি, চার মেয়ে- আছমা, ছালমা, হাফছা ও সাইয়্যেদা, দুই ছেলে- এ.কে.এম. আবদুল্লাহ্ ও এ.বি.এম. সিদ্দীকুল্লাহ্ এবং দুই পুত্র বধু হোসনে আরা বিথী ও রিজওয়ানা আফরিন, চার জামাতা মাওলানা মোঃ আবদুল কবীর ও আবু হেনা মোঃ কামরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল মিন্টু ও খান জালিশ মাহমুদ, সাত নাতী-নাতনী আবদুর রহমান, রহমাহ্, নেয়ামাহ্, নেহলাহ্, নুওয়াইরাহ্, জাহরাহ্ ও সুবহা, বন্ধু-বান্ধব, পীর ভাই-বোন এবং আমাদের সকলের মুরব্বি ও বংশধরদের জন্য দোয়া প্রার্থী। তিনি দোয়ার আবেদন করেছেন, যেন ঈমানের সাথে ভবনদী পার হয়ে পরম বন্ধু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছতে পারেন। আমীন!

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

লেখকের ওছিয়ত ঃ "আমার সন্তান-সন্ততী ও ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে আমার লিখিত কিতাবপত্র পরপর প্রকাশ, প্রচার ও প্রসারে যত্নবান হয়ে আমাদের, আমাদের মুরব্বিয়ান, বংশধর ও পীর ভাই-বোনদের জন্য ছদকায়ে জারিয়ার পথ উন্মুক্ত রাখার ওছিয়ত করছি।"

বিনীত

প্রকাশিকা

শেষের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'য়ালার, যিনি সৃষ্টির সেরা মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নিজ হাবিবকে পাঠিয়ে আমাদেরকে তাঁরই উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্। ২০১৫ইং সনের অক্টোবর মাস হতে ২০২২ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানি, প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নজর ও মুর্শিদ কিবলার তাওয়াজ্জোহ্র বরকতে অধম (লেখক) নূরের নবী, মায়ার নবী, যার আলোতে সূর্য ম্লান হয়ে যায়, চন্দ্র সৌন্দর্য হারায়, সমস্ত সৃষ্টিকুল যার গুণগান গেয়ে শেষ করতে পারবে না, তাঁর শানে খুবই সামান্যভাবে একটু লেখার সুযোগ দানের জন্য লক্ষ কোটি শোকর ও সুজুদ আলীশান দরবারে। অগণিত দরূদ-সালাম পেশ করছি রহমতের নবীর নূরে কদমে, তোহফা-হাদীয়া আলে নবী, সকল সাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত নবীজীর উম্মতের খিদমতে।

জীবনসূর্য অস্তমিতের পথে, কখন জানি ডুবে যায়, কখন পরওয়ানা এসে যায়। মহারত্ন আয়ুষ্কাল হারিয়ে গেল। কি নিয়ে পরপারে পারি দিব, সম্বল কিছুই নেই। মালিকের দয়া-ক্ষমার ভরসা। বন্ধুদের কাছে দু'আ চাই-পরকালে যেন ক্ষমা পাই। পরম বন্ধু আল্লাহ্কে পেতে চাই, তাঁকেই যেন পেয়ে যাই।

অত্র কিতাবখানা পাঠ করে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু অর্ঘ দিয়ে অধমকে স্মরণ করলে, সে উসিলা নিয়ে আল্লাহ্র রহমতের আশা করি। শেষ ভরসা প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াতের।

হে আল্লাহ্, ফরিয়াদ আপনার দরবারে, আমরণ যেন কলম হাতে আপনার সানা-সিফাত ও প্রাণের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণগান করে যেতে পারি। বন্ধুদের কাছে দু'আ চাই, মরণের পরে যেন শান্তি পাই। যারা এ কিতাবখানা লেখার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের মকবুলিয়াতের জন্য মহান স্রষ্টার দরবারে প্রাণ ভরে দু'হাত তুলে দু'আ করছি, আল্লাহ্ যেন আমাদের সকলকে ক্ষমা করেন, কবুল করেন। আমিন।

আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমতের আশা ও প্রাণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াতের প্রার্থী হয়ে সালাম জানাই–

আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ্
আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্
আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া শাফিয়াল মুজনিবিন
আস্সালাতু আস্সালামু আলাইকা ইয়া রহমাতুল্লীল আলামিন

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী

আমার মুর্শিদ কুতুবুল এরশাদ (রাঃ) এর সকল গ্রন্থগুলির মৌলিক বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র আশেক বান্দাদের কাছে একটিমাত্র সর্বকালীন বার্তা পৌঁছে দেয়া, যা হচ্ছে– "আল্লাহ্-প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহ্-প্রাপ্তি"। কুরআন ও হাদিস মন্থন করে এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যথাযথ অনুসরণপূর্বক এর জাহেরী ও বাতেনী সত্যতা উপলব্ধির মাধ্যমে তিনি এ পথ আবিষ্কার করেছেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর সর্বপ্রকার কর্মকান্ড একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁর গ্রন্থগুলির মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের মগজ বা সারমর্ম বিশ্বমানবকে উপহার দিয়েছেন। কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) নিম্ন লিখিত **৩১** খানা গ্রন্থ রচনা করেছেন–

নং	গ্রন্থের নাম	নং	গ্রন্থের নাম
০১	মোসলমানী জিন্দেগী (১ম খন্ড)	০২	মোসলমানী জিন্দেগী (২য় খন্ড)
০৩	হাকীকাত খনি	০৪	আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজাপথ
০৫	মারেফাত তত্ত্ব	০৬	বিশ্ব-রহমত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
০৭	ইসলাম ও বিদয়াত	০৮	ইবাদাত ও আমালিয়াত
০৯	মুহাম্মাদীয়া তরীকা, অছিয়তনামা ও আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী	১০	মুসলমানী জীবন
১১	ফেরেশতাদের তাসবীহ্ ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১২	মুসলমান না হইয়া মরিওনা
১৩	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তানের খলিফা ও মোহাম্মদীয়া তরীকা	১৪	আশার বাণী
১৫	তকদির ও তদবির	১৬	আশেক ও মাশুকের মিলন (মুহাম্মাদীয়া তরীকা)
১৭	পৃথিবীতে আল্লাহ্ দর্শন	১৮	আল্লাহ্‌র দিকে ডাক দিয়ে যাই
১৯	আল্লাহ্ ও তাহার খলিফা	২০	মোমিন হও আবার কর্তৃত্ব কর
২১	আদর্শ কুরআন পাঠ শিক্ষা	২২	হজ্জ দর্পন
২৩	সত্যপরায়ণদের সঙ্গ লাভ কর	২৪	সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার প্রেমের নির্দশন
২৫	যে শুধু আল্লাহ্‌কে চায়, তাহার অনুসরণ কর	২৬	সংবিধান
২৭	হাইয়াতুন্নবী	২৮	দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন
২৯	আল্লাহকে পাওয়ার সংক্ষিপ্ত আমল	৩০	আলেমের ছদ্মবেশে শয়তান
		৩১	মুসলমানিত্বের মাপকাঠি

যে ফুলে গেঁথেছি মালা

১। পবিত্র কুরআনুল কারীম

২। আলফাজুল কোরআনুল কারীম, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী

৩। তাফসীরে ইবনে আব্বাস (৩খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৪। তাফসীরে ইবনে কাসীর (১১ খণ্ড), অনুবাদ- অধ্যাপক আখতার ফারুক

৫। তাফসীরে মাযহারী (১৩ খণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৬। তাফসীরে কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান (২ খণ্ড), অনুবাদ- আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

৭। তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন (৮ খণ্ড), অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৮। তাফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ড), হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রহ.

৯। ইরফানুল কুরআন -শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল ক্বাদরী

১০। আল কোরআনের বাংলা অনুবাদ -এ.কে.এম. আশরাফুল ইসলাম

১১। আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১২। বুখারী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৩। মুসলিম শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১৪। মেশকাত শরীফ, অনূবাদক- মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রঃ)

১৫। সিহাহ্ সিত্তা'র সংকলিত হাদীস, সংকলন- মোঃ আব্দুর রহীম খান

১৬। শামায়েলে তিরমিযী শরীফ, অনুবাদ- মাওলানা মতিউর রহমান প্রমুখ

১৭। আল আদাবুল মুফরাদ -ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্নে ইসমাঈল বুখারী (রঃ)

১৮। বিশ্ব রহমত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) – কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

১৯। সীরাত বিশ্বকোষ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (১৪ খন্ড)

২০। সীরাত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

২১। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, আবু ফিদা হাফিজ ইবনে কাসীর আদ-দামেস্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

২২। আশ-শিফা, ইমাম কাযী আয়াজ আন্দুলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

২৩। মাদারেজুন্ নবুওয়াত, শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

২৪। সীরাতুন্-নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লামা শিবলী নো'মানী প্রমূখ

২৫। সিরাতুন নবী (দ), ইবন হিশাম রাহতমাতুল্লাহি আলাইহি

২৬। খাসায়েসুল কুবরা, আল্লামা ইমাম সুয়ুতী (রঃ) অনুবাদ- মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

২৭। বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা

২৮। বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - মাহবুব মুজাছছাম আল হোদায়বী, মিশর।

২৯। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (দ) এর জীবনী - প্রফেসর ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান।

৩০। আর-রাহীকুল মাখতুম, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

৩১। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (দ) এর জীবনী, ডাঃ মাজেদ আলী খান

৩২। সাইয়েদুল মুরসালীন - মাওলানা আব্দুল খালেক এম,এ।

৩৩। নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৩৪। কাছাছুল আম্বিয়া, এম.এন.এম. ইমদাদুল্লাহ্

৩৫। নশরুত্যীব, অনুবাদ- হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম রহ.

৩৬। মানুষের নবী -মুহাম্মাদ আব্দুল জব্বার ছিদ্দিকী।

৩৭। শানে হাবীবুর রহমান, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান নঈমী রাহমতুল্লাহি আলাইহি

৩৮। খতমে নবুয়ত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরুলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৩৯। মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মাওলানা মুহাম্মাদ মাহমুদুর রহমান (রঃ)

৪০। মোস্তফা চরিত, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ

৪১। আখলাকুন্ নবী (দ), হাফিজ আবু শায়খ ইসফাহানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

৪২। শা'নে হাবিব, মৌলানা নেছারুল হক

৪৩। নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল হক

৪৪। মোসলমানী জিন্দেগী – কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ)

৪৫। আল্লাহ্ প্রাপ্তির সোজা পথ ঐ

৪৬। হাকীকাত খনি -ঐ

৪৭। মারেফাত তত্ত্ব -ঐ

৪৮। ইসলাম ও বিদয়াত -ঐ

৪৯। হজ্জ দর্পন -ঐ

৫০। হাইয়াতুন্নবী -ঐ

৫১। লুকানো মানিক (কুতুবুল এরশাদ হযরত মৌলভী সূফী হাবিবুর রহমান (রাঃ) এর আধ্যাত্মিক জীবন-চরিত)

৫২ । গুনিয়াতুত ত্বলেবীন, হযরত গাউছুল আযম বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)

৫৩। সিররুল আসরার, হযরত গাউছুল আযম বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)

৫৪। এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (র.)

৫৫। হৃদয়ের টানে মদিনার পানে, অনুবাদ– হযরত শায়খ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহঃ)

৫৬। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় হৃদয়ের প্রশান্তি

৫৭। স্বপ্ন জগতে প্রিয় নবী (দ), অনুবাদ-হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম (র.)

৫৮। হকিকতে মোহাম্মদী ও মীলাদে আহমাদী, মাওলানা বেশারাতুল্লাহ্ মেদিনীপুর (রঃ)

৫৯। হুকূকুল মোস্তফা (স) প্রিয় নবীজীর হক, অনুবাদ- মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ্

৬০। ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ডাঃ মুহাম্মাদ আবদুল হাই

৬১। বৈজ্ঞানিক মুহাম্মাদ (সঃ), মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

৬২। বিষয়ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ ওসমান গণি

৬৩। দরূদ শরীফ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার- মৌলভী কাজী ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ

৬৪। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৬৫। সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৬৬। মাকতুবাত শরীফ, হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

৬৭। গুলজার-ই শরীয়ত, মাওলানা ছগির আহমদ ওসমানী প্রমূখ

৬৮। হাদীসের আলোকে শাফায়াতে সাইয়িদুল মুরসালিন

– শাইখুল ইসলাম ড. তাহেরুল আল-কাদেরী

৬৯। হায়াতুন্নবী [প্রিয় নবীর পরকালীন জীবন]

৭০। কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে মীলাদ ও কিয়ামের ফতোয়া, মাওলানা মুহাম্মাদ জসিম উদ্দিন আল-আযহারী

৭১। হাকিকতে মিলাদ, অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

৭২। মিলাদ ও কিয়ামের বিধান

৭৩। কুরআন ও হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণে মীলাদ ও কিয়াম, মুফতীয়ে আযম আল্লামা মুহাম্মাদ মুস্তফা হামীদী

৭৪। হায়াত মউত কবর হাশর, অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জলিল (র.)

৭৫। হজ্জ উমরাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা, সংকলন- অধ্যক্ষ আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শামছুল হক

৭৬। হজ্জ ও উমরাহ্, ইঞ্জিনিয়ার এ.এইচ.এম. জহিরুল হক

৭৭। হাজ্জু বাইতিল্লাহ্ যিয়ারাতু রাসূলিল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৭৮। যুগ জিজ্ঞাসা, মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ অছিয়র রহমান

৭৯। কালেমার হাক্বীকত - অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল জলিল

৮০। হযরত ফাতেমা (রা.) মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

সারা বছরের নামাজের সময়সূচী

	ছেহরীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	যোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব আরম্ভ	এশা আরম্ভ
তারিখ/মাস	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ
১লা জানুঃ	৫:১৪	৬:৪১	১২:০৩	৩:৪৯	৫:৩০	৬:৪৬
৫ই "	৫:১৫	৬:৪২	১২:০৫	৩:৫২	৫:৩৩	৬:৪৯
১০ই "	৫:১৬	৬:৪৩	১২:০৭	৩:৫২	৫:৩৬	৬:৫২
১৫ই "	৫:১৮	৬:৪৫	১২:০৯	৩:৫৭	৫:৩৮	৬:৫৪
২০শে "	৫:১৮	৬:৪৪	১২:১১	৪:০৩	৫:৪৩	৬:৫৮
২৫শে "	৫:১৭	৬:৪৩	১২:১২	৪:০৬	৫:৪৬	৭:০১
১লা ফেব্রুঃ	৫:১৭	৬:৪১	১২:১৪	৪:১১	৫:৫২	৭:০৫
৫ই "	৫:১৫	৬:৩৯	১২:১৪	৪:১৩	৫:৫৪	৭:০৭
১০ই "	৫:১২	৬:৩৬	১২:১৪	৪:১৬	৫:৫৭	৭:১০
১৫ই "	৫:১০	৬:৩৩	১২:১৪	৪:১৮	৬:০০	৭:১২
২০শে "	৫:০৮	৬:৩০	১২:১৪	৪:২০	৬:০৩	৭:১৪
২৫শে "	৫:০৪	৬:২৬	১২:১৩	৪:২৩	৬:০৫	৭:১৬
১লা মার্চ	৪:৫৮	৬:২০	১২:১৩	৪:২৫	৬:০৭	৭:১৮
৫ই "	৪:৫৭	৬:১৯	১২:১২	৪:২৭	৬:১০	৭:২১
১০ই "	৪:৫৩	৬:১৫	১২:১১	৪:২৮	৬:১২	৭:২৩
১৫ই "	৪:৪৮	৬:০৯	১২:০৯	৪:২৮	৬:১৪	৭:২৪
২০শে "	৪:৪৩	৬:০৫	১২:০৮	৪:৩০	৬:১৬	৭:২৭
২৫শে "	৪:৩৮	৫:৫৬	১২:০৬	৪:৩০	৬:২০	৭:২৮
১লা এপ্রিল	৪:৩০	৫:৫৩	১২:০৫	৪:৩১	৬:২১	৭:৩২
৫ই "	৪:২৬	৫:৪৯	১২:০৩	৪:৩১	৬:২২	৭:৩৪
১০ই "	৪:২১	৫:৪৫	১২:০২	৪:৩১	৬:২৪	৭:৩৭
১৫ই "	৪:১৫	৫:৪০	১২:০০	৪:৩১	৬:২৫	৭:৩৯
২০শে "	৪:১১	৫:৩৬	১১:৫৯	৪:৩২	৬:২৭	৭:৪১
২৫শে "	৪:০৬	৫:২৯	১১:৫৭	৪:৩২	৬:২৯	৭:৪৪
১লা মে	৪:০১	৫:২৮	১১:৫৭	৪:৩২	৬:৩১	৭:৪৭
৫ই "	৩:৫৭	৫:২৫	১১:৫৭	৪:৩৩	৬:৩৪	৭:৫১
১০ই "	৩:৫২	৫:২১	১১:৫৬	৪:৩৩	৬:৩৬	৭:৫৪
১৫ই "	৩:৫০	৫:১৯	১১:৫৬	৪:৩৩	৬:৩৮	৭:৫৬
২০শে "	৩:৪৬	৫:১৭	১১:৫৬	৪:৩৪	৬:৪০	৮:০০
২৫শে "	৩:৪৪	৫:১৬	১১:৫৭	৪:৩৫	৬:৪৩	৮:০৪
১লা জুন	৩:৪২	৫:১৪	১১:৫৭	৪:৩৭	৬:৪৫	৮:০৮
৫ই "	৩:৪০	৫:১৩	১১:৫৮	৪:৩৭	৬:৪৮	৮:১০
১০ই "	৩:৪০	৫:১৩	১১:৫৯	৪:৩৮	৬:৫০	৮:১২
১৫ই "	৩:৪১	৫:১৩	১২:০০	৪:৩৯	৬:৫২	৮:১৩
২০শে "	৩:৪১	৫:১৪	১২:০১	৪:৪০	৬:৫৩	৮:১৬
২৫শে "	৩:৪১	৫:১৫	১২:০২	৪:৪০	৬:৫৪	৮:১৭

	ছেহরীর শেষ সময়	সূর্য উদয়	যোহর আরম্ভ	আছর আরম্ভ	মাগরিব আরম্ভ	এশা আরম্ভ
তারিখ/মাস	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ	ঘঃ মিঃ
১লা জুলাই	৩:৪৩	৫:১৭	১২:০৪	৪:৪১	৬:৫৫	৮:১৭
৫ই "	৩:৪৫	৫:১৯	১২:০৫	৪:৪৩	৬:৫৫	৮:১৭
১০ই "	৩:৪৭	৫:২১	১২:০৫	৪:৪৫	৬:৫৪	৮:১৬
১৫ই "	৩:৫১	৫:২৩	১২:০৬	৪:৪৪	৬:৫৪	৮:১৫
২০শে "	৩:৫৩	৫:২৫	১২:০৬	৪:৪৪	৬:৫২	৮:১৩
২৫শে "	৩:৫৬	৫:২৭	১২:০৬	৪:৪৪	৬:৫০	৮:১০
১লা আগস্ট	৪:০১	৫:৩০	১২:০৬	৪:৪৩	৬:৪৭	৮:০৫
৫ই "	৪:০৩	৫:৩২	১২:০৬	৪:৪২	৬:৪৫	৮:০৩
১০ই "	৪:০৬	৫:৩৪	১২:০৫	৪:৪১	৬:৪১	৭:৫৮
১৫ই "	৪:০৯	৫:৩৫	১২:০৪	৪:৩৯	৬:৩৮	৭:৫৩
২০শে "	৪:১১	৫:৩৭	১২:০৩	৪:৩৭	৬:৩৪	৭:৪৯
২৫শে "	৪:১৫	৫:৪০	১২:০২	৪:৩৪	৬:২৯	৭:৪৩
১লা সেপ্টেম্বর	৪:১৮	৫:৪২	১২:০০	৪:৩১	৬:২৩	৭:৩৬
৫ই "	৪:২২	৫:৪৩	১১:৫৯	৪:২৯	৬:২০	৭:৩২
১০ই "	৪:২২	৫:৪৫	১১:৫৭	৪:২৫	৬:১৪	৭:২৬
১৫ই "	৪:২৩	৫:৪৬	১১:৫৫	৪:২১	৬:০৯	৭:২১
২০শে "	৪:২৬	৫:৪৮	১১:৫৪	৪:১৮	৬:০৫	৭:১৬
২৫শে "	৪:২৭	৫:৪৯	১১:৫২	৪:১৪	৬:০০	৭:১১
১লা অক্টোবর	৪:৩০	৫:৫২	১১:৫০	৪:০৯	৫:৫৩	৭:০৪
৫ই "	৪:৩১	৫:৫৩	১১:৪৯	৪:০৪	৫:৫০	৭:০১
১০ই "	৪:৩৪	৫:৫৫	১১:৪৮	৪:০৪	৫:৪৬	৬:৫৬
১৫ই "	৪:৩৪	৫:৫৭	১১:৪৬	৩:৫৮	৫:৪৯	৬:৫১
২০শে "	৪:৩৬	৫:৫৯	১১:৪৫	৩:৫৪	৫:৪৬	৬:৪৮
২৫শে "	৪:৩৮	৬:০১	১১:৪৪	৩:৫০	৫:৪২	৬:৪৪
১লা নভেম্বর	৪:৪২	৬:০৩	১১:৪৪	৩:৪৭	৫:৩০	৬:৪০
৫ই "	৪:৪৪	৬:০৮	১১:৪৪	৩:৪৫	৫:২৫	৬:৩৮
১০ই "	৪:৪৬	৬:১০	১১:৪৪	৩:৪২	৫:২৩	৬:৩৬
১৫ই "	৪:৪৯	৬:১৪	১১:৪৫	৩:৪১	৫:২১	৬:৩৫
২০শে "	৪:৫২	৬:১৭	১১:৪৬	৩:৩৯	৫:২০	৬:৩৪
২৫শে "	৪:৫৪	৬:২০	১১:৪৭	৩:৩৮	৫:১৯	৬:৩৪
১লা ডিসেম্বর	৪:৫৮	৬:২৪	১১:৪৯	৩:৩৮	৫:১৯	৬:৩৪
৫ই "	৫:০৩	৬:২৭	১১:৫১	৩:৩৮	৫:১৯	৬:৩৫
১০ই "	৫:০৩	৬:৩০	১১:৫৩	৩:৩৯	৫:২০	৬:৩৭
১৫ই "	৫:০৬	৬:৩৩	১১:৫৫	৩:৪১	৫:২২	৬:৩৮
২০শে "	৫:০৮	৬:৩৫	১১:৫৭	৩:৪৩	৫:২৪	৬:৪০
২৫শে "	৫:১১	৬:৩৮	১২:০০	৩:৪৬	৫:২৭	৬:৪৩

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের নামায, সাহরী ও ইফতারের চিরস্থায়ী সময়সূচীর অনুলিপি।

এ সূচী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য।